BLANK PAGE(S)
DOUBLE COLOUR

INSECT DAMAGE

Tight Binding

কায়স্থ পত্রিকা।

বৈশাখ, ১৩১৭। } নবপর্য্যায় ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা।

সামাজিক সংবাদ।

উপনয়ন।

২৪শে মাঘ ও ১লা ফাল্গুন, ১৩১৬।

(কলিকাতা আনুষ্ঠানিক কায়স্থ সভার কেন্দ্র)।

১।	শ্রীকৃপারাম ঘোষ রায়,	সাং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট,	কলিকাতা।
২।	,, জীতেন্দ্রনাথ রায়,	ঐ	ঐ
৩।	,, নৃপেন্দ্রনাথ রায়,	ঐ	ঐ
৪।	,, পূর্ণেন্দুমোহন ঘোষ,	ঐ	ঐ
৫।	,, বিরাজবিহারী রায়,	ঐ	ঐ
৬।	,, মোহিনীমোহন রায়,	ঐ	ঐ
৭।	,, যামিনীকান্ত মিত্র,	ঐ	ঐ
৮।	,, রাধামোহন মিত্র,	ঐ	ঐ
৯।	,, রামেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী,,	ঐ	ঐ
১০।	” অতুলচন্দ্র দত্ত,	সাং হ্যারিসন্ রোড,	ঐ
১১।	” অমরনাথ দাস,	ঐ	ঐ
১২।	” আনন্দকুমার চৌধুরী,	ঐ	ঐ
১৩।	” চন্দ্রকুমার দত্ত,	ঐ	ঐ
১৪।	” নবীনচন্দ্র বসু,	ঐ	ঐ
১৫।	” ফকিরচাঁদ কর,	ঐ	ঐ

১৬। শ্রীরাই[illegible] সরকার, সাং হ্যারিসন্ রোড্, কলিকাতা।
১৭। ” হরিমোহন সরকার, ঐ ঐ
১৮। ” উপেন্দ্রকুমার বিশ্বাস, সাং খুল্না।
১৯। ” জয়কৃষ্ণ চৌধুরী, সাং নদীয়া।
২০। ” তিনকড়ি ঘোষ, ঐ
২১। ” মন্মথনাথ ঘোষ, ঐ
২২। ” প্রিয়নাথ দত্ত, সাং ফরিদপুর।
২৩। ” যোগেশচন্দ্র দে, ঐ
২৪। ” রাজেন্দ্রনাথ মিত্র, ঐ
২৫। ” চন্দ্রশেখর বসু, সাং বাগমারি, ২৪ পরগণা।
২৬। ” শশীশেখর বসু (ডাক্তার), ঐ ঐ
২৭। ” সুধাংশুশেখর বসু, ঐ ঐ
২৮। ” হিমাংশুশেখর বসু, ঐ ঐ
২৯। ” বঙ্কিমচন্দ্র কর, সাং বারাকপুর।
৩০। ” ব্রজেন্দ্রনাথ পালিত, ঐ
৩১। ” হেমন্তকুমার সরকার, ঐ
৩২। ” কৈলাসচন্দ্র সেন, সাং বারাসত।
৩৩। ” তারাপদ সরকার, সাং মাঝেরগাঁ, নদীয়া।
৩৪। ” যোগেন্দ্রনাথ মিত্র, সাং মুর্শিদাবাদ।
৩৫। ” নরেন্দ্রনাথ হালদার, সাং যশোহর।
৩৬। ” বরেন্দ্রনাথ হালদার, ঐ

মাঘ, ১৩১৬।

(ওসমানপুর, শ্রীকিশোরীমোহন সরকার দেববর্ম্মার বাটীর কেন্দ্র)।

১। শ্রীষষ্ঠীচরণ সরকার, সাং পেমটিয়া (বারেন্দ্র)
২। „ হরিপদ চাকী, সাং ওসমানপুর ঐ

মাঘ, ১৩১৬।

(কমলাপুর, শ্রীবিশ্বেশ্বর দত্ত দেববর্ম্মার বাটীর কেন্দ্র)

১। শ্রীঅমরনাথ বিশ্বাস, সাং এক্তারপুর (বারেন্দ্র)।
২। „ বিশ্বেশ্বর দত্ত, সাং কমলাপুর, ঐ
৩। „ মোহিনীমোহন দত্ত, ঐ ঐ
৪। „ গোপালচন্দ্র নিউগী, সাং খোক্সা, ঐ
৫। „ পঞ্চানন নন্দী, ঐ ঐ
৬। „ বিজয়লাল বিশ্বাস, ঐ ঐ
৭। „ শশধর সরকার, ঐ ঐ
৮। „ বিধুভূষণ বিশ্বাস, সাং চৌড়াস, ঐ
৯। „ হীরালাল সরকার, ঐ ঐ
১০। „ চিরঞ্জীব সেন, সাং জগতি ঐ
১১। „ অশ্বিনীকুমার দত্ত, সাং হাবাসপুর, ঐ

(কুরসা, শ্রীগোলকনাথ মজুমদার মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)

শ্রীগোলকনাথ মজুমদার সাং কুর্সা, নদীয়া (বারেন্দ্র)।

(খলিসাকুণ্ডী, শ্রীকালাচাঁদ সেন মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

কালাচাঁদ সেন, সাং খলিসাকুণ্ডী, নদীয়া (বারেন্দ্র)

(জয়নাবাদ, শ্রীহৃদয়নাথ সরকার মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)

১। শ্রীজ্যোতীশচন্দ্র সরকার, সাং মালঞ্চি, পাবনা (বারেন্দ্র)।
২। ” হৃদয়নাথ সরকার, সাং জয়নাবাদ, ঐ ঐ

(লাহিনীপাড়া, শ্রীজ্যোতীশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

শ্রীজ্যোতীশচন্দ্র চৌধুরী, সাং লাহিনীপাড়া (বারেন্দ্র)

(হেমরাজপুর, জেলা পাবনা, শ্রীসতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

১। শ্রীজ্যোতীশচন্দ্র ভৌমিক, সাং কুড়িপাড়া (বারেন্দ্র)।
২। „ সতীশচন্দ্র রায়, সাং হেমরাজপুর, ঐ
৩। „ ক্ষিতীশচন্দ্র রায়, ঐ ঐ

১৩ই ফাল্গুন, ১৩১৬।

(কায়স্থোপনয়ন-সমিতির পঞ্চম কেন্দ্র।)

১। শ্রীকুলদাভূষণ ঘোষ, সাং ইশিবপুর, ফরিদপুর।
২। ,, হেমচন্দ্র বসু, ঐ ঐ
৩। ,, শ্রীনাথ মিত্র, ঐ ঐ
৪। ,, উপেন্দ্রনাথ ভদ্র, সাং দুধখালি ঐ

১৮ই ফাল্গুন ১৩১৬।

(কায়স্থোপনয়ন-সমিতির ষষ্ঠ কেন্দ্র)

শ্রীহরেন্দ্রনাথ বসু, সাং উলা, নদীয়া।

৭ই চৈত্র ১৩১৬।

(দিনাজপুর, মাননীয় মহারাজা গিরিজা নাথ রায় বাহাদুরের বাটীর কেন্দ্র।)

মহারাজকুমার জগদীশনাথ রায়, সাং দিনাজপুর।

৭ই চৈত্র, ১৩১৬।

(কায়স্থোপনয়ন-সমিতির সপ্তম কেন্দ্র।)

১। শ্রীপার্ব্বতীচরণ মিত্র, সাং কুচিয়ামোড়া।
২। ,, কালীপদ মিত্র, সাং চন্দনী।
২। ,, নলিনীরঞ্জন মিত্র, ঐ
৪। ,, দেবেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, সাং মহেশ্বরদী।
৫। ,, সতীশচন্দ্র বসু, সাং রম্পানগর।
৬। ,, অবিনাশচন্দ্র দেব মহলানবীস, সাং সমাজ, দত্তপাড়া।
৭। ,, কুঞ্জবিহারী ঘোষ রায়, ঐ ঐ
৮। ,, মনোমোহন ঘোষ রায়, ঐ ঐ
৯। ,, যশোদালাল বসু, ঐ ঐ
১০। ,, পূর্ণচন্দ্র দত্ত, সাং সোলপুর।
১১। ,, হরলাল দাস, ঐ

(মুন্সীপাড়া, দিনাজপুর, শ্রীঈশানচন্দ্র তরফদার মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র।)

১। শ্রীরামচন্দ্র দেব, সাং চাকলা, পাবনা জেলা।
২। ,, মাধবচন্দ্র সরকার, সাং জোড়পুখুরিয়া, ঐ
৩। ,, ঈশানচন্দ্র তরফদার, সাং ডেমরা, ঐ
৪। ,, ব্রজলাল তরফদার, ঐ ঐ
৫। ,, রামরাখাল তরফদার, ঐ ঐ
৬। ,, অবনীনাথ সরকার, সাং মৈহাটী, ২৪ পরগণা।
৭। ,, ফণীভূষণ সরকার, ঐ ঐ
৮। ,, ললিতমোহন সরকার, ঐ ঐ
৯। ,, লক্ষ্মীনারায়ণ সরকার, সাং মাগুরাবিনোদ, জেলা পাবনা।
১০। ,, হরেন্দ্রনারায়ণ সরকার, ঐ ঐ
১১। ,, সুরেন্দ্রনাথ সরকার, সাং রাতুলপাড়া, নদিয়া।
১২। ,, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, সাং সোলকুপা, যশোহর।

(গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর, শ্রীপ্রসন্নকুমার বসু মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

১। শ্রীপ্রসন্ন কুমার বসু (উকীল), সাং গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর (দক্ষিণরাঢ়ী)।
২। ,, মন্মথ কুমার বসু (অবসর প্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট), সাং গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর (দক্ষিণরাঢ়ী)।

বিবাহ।

নিম্নলিখিত বিবাহে দেনা পাওনার কথা হয় নাই শুনা যায়ঃ—

১৬ই ফাল্গুন, ১৩১৬। কলিকাতা। ভবানীপুর পদ্মপুকুর রোড্ নিবাসী শ্রীগোপালচন্দ্র সিংহের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীপূর্ণচন্দ্রের সহিত বাগবাজার রাজা রাজবল্লভের ষ্টীটের ৺গোকুল মিত্রের পৌত্র শ্রীকৃষ্ণলালের প্রথম কন্যার।

২১শে ফাল্গুন, ১৩১৬। কলিকাতা। ভবানীপুর পদ্মপুকুর রোড্ নিবাসী ৺স্যার রমেশচন্দ্র মিত্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমন্মথনাথ মিত্রের দ্বিতীয় পুত্রের সহিত শ্রীগণেশ চন্দ্রের কনিষ্ঠা পৌত্রীর।

২১শে ফাল্গুন, ১৩১৬। কলিকাতা। যশড়া-চাকদহনিবাসী ময়ুরভঞ্জের ষ্টেট্-জজ শ্রীহরিদাস বসু মহাশয়ের প্রথম পুত্র শ্রীদেবেন্দ্রনাথের সহিত ভবানীপুর জেলেপাড়ানিবাসী কটকের ডাক্তার শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষের প্রথমাকন্যার।

নিম্নলিখিত বিবাহে দেনা পাওনার কথা হইয়াছিল শুনিতে পাওয়া যায়ঃ—

২১শে ফাল্গুন ১৩১৬। কলিকাতা। ধপধপেনিবাসী শ্রীদ্বারকানাথ দত্তের প্রথম পুত্র শ্রীমাখমলালের সহিত কলিকাতা, ১০৩ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ নিবাসী ব্যারিষ্টার শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্রের জ্যেষ্ঠা কন্যার।

২৩শে ফাল্গুন ১৩১৬। কাঁকশিয়ালী চুঁচুড়া। কলিকাতা শোভাবাজার রাজ বাটীর শ্রীউপেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্ম্মার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীঅশীমকৃষ্ণ দেববর্ম্মার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীঅনীলকৃষ্ণ দেববর্ম্মার সহিত কাঁকশিয়ালী নিবাসী শ্রীমহেন্দ্রলাল বসুর জ্যেষ্ঠ পুত্র নবকিশোর বসু দেববর্ম্মার দ্বিতীয়া কন্যার।

বারেন্দ্রঢাকুর সমালোচনা।

(৮ম বর্ষ, ভাদ্র হইতে কার্ত্তিক ১৩১৬ সালের কায়স্থ পত্রিকায় প্রকাশিতের পর)

"কাহাকে কুলীন পদ দিয়া বাড়াইল,
কাহার কুলীন পদ কাড়িয়া লইল।
উত্তম কে ছোট করি নিজকে বাড়ায়,
শূদ্রকে দিলা কুল কাশস্থ নিন্দিত"

* * *

সেই ক্ষণে শত দাঁড় নৌকা আনাইয়া,
ধীবর গণকে চক্তি করি পাঠাইলা।

* * *

তাহারা আনিল গিয়া লক্ষ্মণ সেনেরে,,
সন্তুষ্ট হইয়া রাজা তা সবা আচারে।
"এ সব মিছিল মধ্যে না থাকিব আর,
হেন সঙ্গে না করিব আহার বিহার।
"নাগ কহে শুনিয়াছি, বল্লাল বলিত,
তার মত গ্রহণেতে বড় বিপরীত।"

* *

সুতরাং দেবঘর অচলা হইলে নন্দী তাহাকে করণ চলিবার জন্য গ্রহণ করিবেন কেন? এবং যদি করণ চলিবার জন্য অচলা ঘর গ্রহণ করিয়াই থাকেন, তাহা হইলে বল্লাল সেনের সমাজ মধ্যে না থাকিয়া "হেন সঙ্গে না করিব আহার বিহার" বলিয়া বল্লাল সমাজ হইতে বাহির হইলেন কেন? এবং বাহির হইবার কারণই বা কি? এবং উত্তর কালে দাস, নন্দী, চাকি সকলে দেব বংশের অন্নভুক্ত হইলেন কেন? এই কুল দেব ও বুধ দেবের বংশ নানা স্থানে বিস্তৃত হইয়া কেহ কেহ কাগদহ, হিড়িম দিয়া, চিথ লিয়া প্রভৃতি স্থানে গেল।

অন্যান্য জ্ঞাতিগণ কে কোথায় গেল ঢাকুরকার তাহা না জানায় তাহারা অন্য ভাবে গেল ঢাকুরে এই উক্তি করিয়াছেন। তদপর ঢাকুরে চড়িয়া বাসী দেবের সম্বন্ধে উল্লেখ আছে

"আর এক কহি শুন দেবে অনুপম,
চড়িয়া গ্রামেতে বাস শুকদেব নাম

* * *

ধনবান কীর্ত্তিমন্ত বিষয় ব্যাপারে,
তার পুত্র চাকুরী কৈল নবাব সরকারে।
সেইবংশে উদ্ভবিলা বলরাম রায়,
পিতামহ কার্য্য কৈলা বারেন্দ্র আশ্রয়।

নিরাবিল কার্য্য সব করিতে লাগিল,
দাস, নন্দী, চাকী সবে অন্নভুক্ত হইল।"

(ক্রমশঃ)

এই শ্লোক পাঠে জানা যায়, বলরাম রায়ের পিতামহ বারেন্দ্র শ্রেণীভুক্ত হন। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবল্লভ রায় মহাশয় তাঁহার কৃত বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজের ১০২ পৃষ্ঠায়, চড়িয়ার বর্দ্ধনকুঠির, রায় কালীয় দেবঘর, সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে বারেন্দ্র সমাজে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, বলিয়াছেন। ঢাকুরে বর্দ্ধন কুঠীর দেবঘর সম্বন্ধে বর্ণনা আছে—

"তৎপরে কহি এক দেব পরিপাটী,
আর্য্যবুর মণ্ডলবাস কৈলা বর্দ্ধনকুঠী।

* *

রাজা বিশ্বনাথ তস্য সুতনামধারী।
প্রধান বারেন্দ্র সনে কুলক্রিয়া কৈলা,
বারেন্দ্র সমাজ মধ্যে মর্য্যাদা পাইলা।
নিরাবিল সিদ্ধঘরে হইল করণ,
সেই অনুসারে দেব সমাজে চলন।"

দেবঘরের বর্ণনা হইতে দেখা যায় যে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দুইটী দেববংশ বিভিন্ন সমাজ হইতে বারেন্দ্র সমাজে আসিয়া মিলিত হয়। সম্ভবতঃ এই বিভিন্ন সমাজ রাঢ়ীয় বা বঙ্গজ সমাজ হইবে। দাস, নন্দী, চাকি, তাহাদের অন্নভুক্ত হন এবং তাহারা নিরাবিল সিদ্ধঘরে করণ করিয়া সমাজে চলিত হয়। ভৃগুনন্দী সমাজ বন্ধনকালে যে দেবঘর আনয়ন করেন তাহাদের বংশ মধ্যে গুণাকরের বংশছাড়া অন্য কোন বংশের বিবরণ ঢাকুরে স্থান প্রাপ্ত হয় নাই।

ইহার পর দত্ত বংশের বর্ণনা আরম্ভ হইল। কাউনাড়ী ও বটগ্রাম দুইটী দত্তের সমাজ। বটগ্রামী দত্তের মধ্যে নারায়ণ দত্ত রাধা নগরে যাইয়া বাস করেন নারায়ণ দত্ত, বল্লাল ও লক্ষ্মণ সেন দেবের সান্ধিবিগ্রহিক অমাত্যছিলেন। বিভিন্ন শ্রেণীতেও এই নারায়ণ দত্তের বংশ বিদ্যমান আছে। নারায়ণ দত্তের পূর্ব্বে বারেন্দ্র সমাজের কেহ রাধানগরে যাইয়া বাস করেন নাই। সুতরাং

নারায়ণ দত্ত রাজধানীতে বাস না করিয়া বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজন এবং রাজপ্রদত্ত নিজবাসস্থান বটগ্রাম ত্যাগ করিয়া রাধানগরে যাইয়া বাস করিলেন কেন? এবং সহায় সম্পত্তি ত্যাগ করিয়া বাসস্থান পরিত্যাগের এমন কি কারণ উপস্থিত হইল? সম্ভবতঃ নারায়ণ দত্ত বংশীয় কেহ উত্তর কালে রাধানগরে যাইয়া বাস করিয়া থাকিবেন।

"আগে আগে যে মেল মিছিলে কার্য্য ছিল,
ধনহীন হয়ে সবে লুপ্ত হয়ে গেল।

* *

অতএব দত্তঘর নীচে প্রবেশিল,
পঠীমধ্যে প্রচলিত হইতে নারিল।"

উক্ত শ্লোক হইতে বিবেচিত হয় যে সমাজে বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় কন্যা পক্ষের বিবাহে অর্থগ্রহণের প্রথা ছিল। তাহা না হইলে ধনহীন হওয়ায় উপযুক্ত ঘরে আদান প্রদানের অভাবে নীচে প্রবেশিবে কেন? আর ৭২ ঘরে কার্য্যাদি করিলেই বা নীচে প্রবেশ হইবে কেন? পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে, নন্দী, চাকী প্রভৃতিবংশে ও ৭২ ঘরে কার্য্যাদি আছে। ঢাকুরে উক্ত হইয়াছে—

"পঠীর বন্ধন কৈল ভাবি চারিজন,
কুল বান্ধা অকর্ত্তব্য শুনহ কারণ।
কন্যা কিম্বা পুত্রে যদি কুল বান্ধা হয়,
উভয়েতে হবে দোষ জানিহ নিশ্চয়।

* * *

অতএব কুল বান্ধা নিষেধ এ কারণে।
নবকৃত কুল বান্ধা কোন প্রয়োজন
সকলের মূলকুল দান গ্রহণ।"
"বল্লাল মর্য্যাদা হলে অবশ্য ঘটায়
কুলের কারণে মহাপাপগ্রস্ত হয়।"

উপরোক্ত শ্লোক পাঠে জানা যায় বারেন্দ্র সমাজে অন্যান্য শ্রেণীর ন্যায় কন্যা কিম্বা পুত্রে কুল বান্ধা ছিল না সুতরাং করণ তাৎপর্য্যে কুলের ব্যতিক্রমে ঘটিতে পারিত না এবং সকলের পক্ষে দান ও গ্রহণই শ্রেষ্টকুল ছিল।

"তাৎপর্য্য লইয়া বিচার করিবা
দান গ্রহণ বলে কুল উত্তম জানিবা।"

সুতরাং যিনি কন্যা পুত্রের বিবাহে অর্থগ্রহণ করিতেন না সমাজে তাঁহার কুল অর্থগ্রহীতার কুল অপেক্ষা নির্ম্মল ও শ্রেষ্ঠ ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে সমাজে অর্থ লালসা এতদূর প্রবল হইয়াছে যে এক্ষণে লোকে কন্যাদানকে শ্রেষ্ঠদান মধ্যে না ধরিয়া গলগ্রহ স্বরূপ মনে করিয়া থাকেন এবং এক একটী কন্যা পাত্রস্থ করিতে গরীব পিতার সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়। বিবাহে যখন অর্থগ্রহণ নিষিদ্ধ ছিল তখন ধনহীন হওয়ায় সমাজে ক্রিয়া লোপের সম্ভাবনা কোথায়? "পঠি মধ্যে প্রচলিত হইতে নারিল।" দত্তঘর ভৃগুনন্দী প্রবর্ত্তিত সপ্তঘরের অন্তর্গত। দত্তঘর কোন পঠী মধ্যে প্রচলিত হইতে পারে নাই!

"দাস নন্দী চাকি নাগ সিংহ দেব ছয়,
আধুনিক অমূলজ এই দায় দেয়।
জ্ঞাতি বিচারিলে কিন্তু অমূলজে মিশে,
কার্য্য প্রয়োজন সর্ব্ব ঘরেতে প্রকাশে।"

উক্ত শ্লোকে যদুনন্দন দত্তঘরকে আধুনিক অমূলজ বলেন নাই; এবং কেহ বলে না, উল্লেখ করিয়াছেন। দত্তঘর জ্ঞাতি বিচারিলেও যদি অমূলজ না হয়, তবে নীচে প্রবেশিল, পঠীমধ্যে প্রচলিত হইতে নারিল—এই সকল অপ্রাসঙ্গিক কথার মূল কোথায় পাইলেন। কাউনাড়ী দত্ত মধ্যে দুই একজন কন্যাপণ গ্রহণ করিয়া সমাজে হেয় হইতে পারেন, তাই বলিয়া সমস্ত দত্ত বংশের প্রতি উক্ত উক্তি ঢাকুরকারের ঈর্ষা প্রসূত বলিয়া বোধ হয়। কন্যার পণ গ্রহণ যেরূপ দোষযুক্ত, পুত্র পণ গ্রহণও সেইরূপ দোষ জনক। উভয়েই কন্যাপুত্র বিক্রয় করা হয়। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে সমাজ যেরূপ পথে চলিয়াছে তাহাতে এ বিষয়ে অনেকেই লক্ষ্যহীন, কেন না সকলেই একদোষে দূষী।

যদুনন্দন কৃত ঢাকুরে সপ্তঘরের যে বর্ণনা আছে আমরা উপরে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস প্রদান করিয়াছি। ঢাকুরের বর্ণনা পাঠে জানা যায়, ভৃগুনন্দী হে সপ্তঘর লইয়া বারেন্দ্র পঠীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন, ঐ সপ্তঘরের প্রতিঘরের দুই একটী শাখা বিশেষের বিবরণ ব্যতীত সমগ্র বারেন্দ্র সমাজের সম্পূর্ণ শাখার বিবরণ ঢাকুরে স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। সুতরাং যদুনন্দন কৃত ঢাকুরকে বারেন্দ্র

সমাজের ঢাকুর নামে অভিহিত না করিয়া বারেন্দ্র সমাজের শাখা বিশেষের ঢাকুর নামে অভিহিত করা সঙ্গত। প্রকৃত প্রস্তাবে সমগ্র বারেন্দ্র সমাজের কোন ঢাকুর গ্রন্থ নাই। আমরা ঢাকুরে নন্দী বংশের মধ্যে কানু মাধবের বংশের গোপীকান্ত রায়, শিবানন্দ সরকার, এবং দেবীদাস খাঁর বংশধরের দুই চারিটী নাম ও বর্ত্তমান বাসস্থানের বিবরণ দেখিতে পাই। শিবশঙ্করের সন্তান মধ্যে কাহারও বিবরণ লিখিত হয় নাই, তবে তাহাদের বাসস্থানের উল্লেখ আছে এবং এই বংশের একজন পশ্চিমে বিবাহ করিয়া কাকর পাতের নন্দী নামে অভিহিত হন। দাস বংশের মধ্যে বানীরায়, রামভদ্র ও রামনাথের বংশের বিবরণ ও তাহাদের বংশধরগণের বর্ত্তমান বাসস্থানের নাম ঢাকুরে লিপিবদ্ধ আছে।

চাকিবংশের কোন ব্যক্তিবিশেষের বিবরণ ঢাকুরে নাই, তবে বর্ত্তমান বাসস্থানের উল্লেখ আছে এবং অনেকে স্থানান্তরে গিয়াছে একথাও বলিয়াছে। নাগ বংশের মধ্যে গড়ুঢ়ধ্বজ, বানেশ্বর ও গোপীরায়ের বংশবিবরণ ও বর্ত্তমান বাসস্থান ঢাকুরে স্থান পাইয়াছে। সিংহ বংশের মধ্যে চোঁয়ার সিংহের নাম ও ইধুনীয়াবাসী সিংহের নামমাত্র উল্লেখ আছে, কোন বিবরণ নাই। দেব-বংশের মধ্যে বানাধিপতি গুণাকরের বংশধর রাধাবল্লভ চৌধুরীর নাম ও তাহার বংশধরের বর্ত্তমান বাসস্থান, বাসুদেব তালুকদারের বংশধর বলরাম রায়ের নাম ও বাসস্থান এবং বর্দ্ধনকুঠির বংশ বিবরণ ঢাকুরে লিখিত আছে। দত্তবংশের কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম বা বাসস্থান ঢাকুরে লিখিত হয় নাই।

ভৃগুনন্দী কর্ত্তৃক সমাজ স্থাপনের প্রায় ৭০০ বৎসর পরে যদুনন্দন কর্ত্তৃক এই ঢাকুর গ্রন্থ বিরচিত হয়। এই সময় মধ্যে সমাজ প্রভূত বিস্তৃতি লাভ করায় এই বৃহৎ সমাজের বিবরণ সংগ্রহ করা ও বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। যদুনন্দন যে সকল বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন সেই সকল বিবরণ এবং তাহার কল্পনা হইতে ঢাকুর গ্রন্থের কলেবর পুষ্ট করেন। পূর্ব্ববর্ত্তী কোন সামাজিক ইতিবৃত্ত না থাকায় সম্ভবতঃ দেবীদাস খাঁর পৌত্র রণজিতের দোঁহা-বলী হইতে কোন কোন বিবরণ সংগ্রহ করিয়া থাকিবেন। ঢাকুরের উক্তি সকল যদুনন্দনের ব্যক্তিগত উক্তি ভিন্ন ভৃগুনন্দী বা তাঁহার সামসাময়িক কোন ব্যক্তি বিশেষের উক্তি নয়। সুতরাং ঢাকুরে ভৃগুনন্দীর নিয়ম বলিয়া যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা যে প্রকৃত ভৃগুনন্দী প্রবর্ত্তিত নিয়ম তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই এবং ভৃগুনন্দী যে কি নিয়ম প্রচলিত করিয়াছিলেন তাহা জানিবার

উপায় নাই। যদুনন্দন নিজ ব্যক্তিগত অভিমতের বশবর্ত্তী হইয়া এক বংশের বিভিন্ন ব্যক্তিগণকে, এমন কি সহোদর ভ্রাতাকেও বিভিন্ন স্থানে বসতি নিমিত্ত বিভিন্ন মর্য্যাদা প্রদান করিয়াছেন। বারেন্দ্র সমাজে উত্তররাঢ়ী সমাজের ন্যায় স্থান পরিত্যাগে কুলচ্যুত হইতে হয়, এমন কোন বিধান যদুনন্দ উল্লেখ না করায় যদুনন্দনের উক্ত উক্তির কোন ভিত্তি নাই। স্থানত্যাগে কুলচ্যুত হইতে হইলে বারেন্দ্র সমাজের সকলেই সেই দোষে দূষী. কেন বারেন্দ্র সমাজের আদি পুরুষগণ যে সকল স্থানে বাস করিয়াছিলেন উত্ত কালে তাহাদের বংশধরেরা সেই সকল পৈতৃক বাসস্থান ও সম্পত্তি ত্যা করিয়া স্থানান্তরে বাস করিয়াছেন।

"ছোট বড় মধ্যম ভাব হইল গঠন,
করণ তাৎপর্য্যে তাহা জানিবে নিয়ম।
মূলজ সমাজস্থান বুঝার কারণ,
সপ্তঘর সিদ্ধ সাধ্য লিখি নিদর্শন।"

ঢাকুরের উপরোক্ত শ্লোকে যদুনন্দন স্বীকার করিয়াছেন যে মূলজ সমাজ স্থান বুঝার জন্য সিদ্ধ, সাধ্য দুইটী বিভাগের এবং তাৎপর্য্যে ছোট, বড, মধ্য ভাবের উল্লেখ করিয়াছেন। ঢাকুর হইতে পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে সমাজ বন্ধনকালে কুলবন্ধন করা হয় নাই এবং সমাজকারীগণ কুলবন্ধন কা দোষাবহ ও পাপজনক মনে করিতেন। সমাজবন্ধনকালে সপ্তঘরের মধ্যে আদান প্রদানের ব্যবস্থা ছিল, পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। এবং বল্লালের কুল মর্য্যাদায় সপ্তঘরের প্রায় সমান আসন নির্দ্দিষ্ট ছিল, বিভিন্ন সমাজের কুলগ্রন্থে তাহা পাওয়া যায়।

"এ সব মিছিল মধ্যে না থাকিব আর,
হেন সঙ্গে না করিব আহার বিহার।"

ঢাকুরের এই শ্লোক হইতে অনুমিত হয় যে ভৃগুনন্দী বল্লালসেনের প মধ্যে ছিলেন, কোন বিশেষ কারণে অসন্তুষ্ট হইয়া সপ্তঘর উত্তম কায়স্থ লই নিজ সমাজ স্থাপন করেন। এই সকল বিষয় চিন্তা করিতে গেলে অনুমি হয় যে ভৃগুনন্দীর সময়ে বারেন্দ্র সমাজে সিধ্য, সাধ্য, উচ্চ, নীচ, করণ তাৎপ কুলমর্য্যাদার সৃষ্টি হয় নাই। ঐরূপ বিভাগ যদুনন্দনের কল্পনাপ্রসূত। ব্যি বিশেষকে শ্রেষ্ঠ করাই ইহার উদ্দেশ্য। পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে এ

বিভাগ থাকিলে চোঁয়ার সিংহবংশ বারেন্দ্র সমাজ ভুক্ত হইতেন না এবং বারেন্দ্র সমাজস্থ ব্যক্তিগণ বিভিন্ন সমাজের ব্যক্তিগণকে সমাজমধ্যে স্থান দিতে পারিতেন না। বল্লালসেনের কুল মর্য্যাদা প্রদান সময়ে বারেন্দ্র শ্রেণীস্থ ব্যক্তিগণ তুচ্ছ করিয়া বল্লালের মর্য্যাদা গ্রহণ করেন নাই এবং সমাজ মধ্যে কুলমর্য্যাদা সৃষ্টি করায় এবং কুল মর্য্যাদা লইয়া বিবাদ উপস্থিত হওয়ায় তাহারা কুলবন্ধন দোষাবহ ও পাপজনক মনে করিয়া স্বতন্ত্র পঠির সৃষ্টি করেন; উদ্ধৃত অংশেই তাহা প্রমাণিত হইবে:—

"কাহাকে কুলীন পদ দিয়া বাড়াইল,
কাহার কুলীন পদ কাড়িয়া লইল।
উত্তমকে ছোট করি নিজকে বাড়ায়।"

* * *

"এ সব মিছিল মধ্যে না থাকিব আর
হেন সঙ্গে না করিব আহার বিহার।"
কন্যা কিম্বা পুত্র যদি কুল বান্ধা হয়,
উভয়েতে হবে দোষ জানিহ নিশ্চয়।
অতএব কুল বান্ধা নিষেধ এ কারণ
নবকৃতকুল বান্ধা কোন প্রয়োজন।
সকলের মূল কুল দান গ্রহণ।

* * *

"বল্লাল মর্য্যাদা হলে অবশ্য ঘটয়
কুলের কারণে মহা পাপগ্রস্থ হয়।"

* * *

"নাগ কহে শুনিয়াছি বল্লাল চরিত
তার মত গ্রহণেতে বড় বিপরীত।"

* * *

"দাস নন্দী চাকী নাগ সহায় করিয়া
বল্লাল সহিত জিদ্দি দিলেক ভাঙ্গিয়া।"

* * *

"তুচ্ছ করি বল্লাল মর্য্যদা নাহি লৈলা।"

তখন পুনরায় সিদ্ধ, সাধ্য দুইভাবে কুল মর্য্যাদার সৃষ্টি করিবেন কেন? বিশেষতঃ বারেন্দ্র সমাজে মূলজ সমাজ স্থান বুঝার জন্য সিদ্ধ, সাধ্য দুই ভাবের প্রয়োজন হয় না। সপ্তঘর যে যে স্থানে বাস করেন তাহাই মূলজ সমাজস্থান। যখন স্থানত্যাগে কুলচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা নাই তখন স্থানপরিত্যাগে বাধা কি? এবং করণ-তাৎপর্য্যে ছোট, বড়, মধ্যম, ভাব প্রচার করারও প্রয়োজন হয় না। সপ্তঘর লইয়া কার্য্য প্রয়োজন করার কথা সমাজবন্ধনকালে স্থির হয়! ভৃগুনন্দী নিজে দেবঘরের কন্যা বিবাহ করেন; মুরারী চাকী ও নীচ ৭২ ঘরে বিবাহ করেন। উত্তরকালে দেবীদাস খাঁ, গোপীকান্ত রায় প্রভৃতি বিভিন্ন সমাজে এবং নীচকায়স্থ কন্যা বিবাহ করিয়াছেন। তড়াসবাসী দেবঘরের সহিত এবং বর্দ্ধনকুঠির দেবঘরের সহিত দাস, নন্দী, চাকী, কার্য্য করিয়া তাহাদের অন্নভুক্ত হইয়াছেন এবং নিরাবিল সিদ্ধঘর তাহাদের সহিত আদান প্রদান করায় সমাজে হীন বা সম্মানচ্যুত হন নাই, সকলেই শ্রেষ্ঠ ভাবাপন্ন আছেন, তখন করণ তাৎপর্য্যে ছোট, বড়, মধ্যম ভাব কিরূপে উৎপত্তি হইল? পরন্তু যদি পঠি বন্ধনকালে ভৃগুনন্দী সিদ্ধ, সাধ্য দুইভাবের সৃষ্টি করিতেন এবং সিদ্ধ ঘরকে সাধ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিতেন, তাহা হইলে বল্লালসেনের কুল বিভাগের ন্যায় তাহার বিভাগ মধ্যেও কুলমর্য্যাদায় সৃষ্টি হইত এবং সিংহ, দেব ও দত্ত ঘর, যাঁহাদিগকে ভৃগুনন্দী যত্ন করিয়া আনিয়া নিজ সমাজ পুষ্ট করিয়াছিলেন এবং যাঁহারা সেনের কুলমর্য্যাদায় নন্দীর সহিত সমান এবং চাকী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মৌলিকের আসন পাইয়াছিলেন, তাহারা নিজ নিজ আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব ছাড়িয়া রাজার প্রবর্ত্তিত সমাজের মৌলিকের আসন ত্যাগ করিয়া ব্যক্তিবিশেষের প্রবর্ত্তিত সমাজে রাজার মতের বিরুদ্ধে পুনরায় মৌলিকের আসন গ্রহণ করিতে আসিবেন কেন? এবং দাস, নন্দী, চাকী কর্কটনাগকে সিদ্ধপদ দিতে যত্ন করা সত্বেও কর্কটনাগ সিদ্ধ পদ গ্রহণ করিলেন না কেন?

"তিনজন ভাবি চিতে, সিদ্ধপদ নাগে দিতে
বহুরূপ যতন করিল।
নাগ কৈল সম্মান তিনকে করিল মান
সিদ্ধপদ তিনের হইল।
নাগ হইল সাধ্যবর সবার চলন ঘর
সিদ্ধ তুল্য মর্য্যাদা পাইল।"

(ক্রমশঃ)

কায়স্থ সূত্র।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ষষ্ঠ সূত্র।

মহারাজা দনুজামাধব কুলীন কায়স্থচতুষ্টয়ের উত্তরপুরুষদিগের মধ্যে প্রথম যে সমীকরণ করেন, তাহাতে কেবল মাত্র বঙ্গজকুলীনদিগেরই সমীকরণ করিয়াছিলেন এইরূপ বিবেচনা হয়। বঙ্গজ সমাজের বহির্ভাগে থাকিয়া যাহারা বঙ্গজে সম্বন্ধ আদি করিয়া আসিতেছিলেন, তাহারা ভবিষ্যতে বঙ্গজ কায়স্থ বলিয়াই পরিচিত ছিলেন; ফলতঃ তাহাদের কোনরূপ যেন রাঢ়, বঙ্গভেদ ছিল না। রাঢ়ীয় কায়স্থগণ যেন এই সময়েই "রাঢ়ীয়" এই আখ্যা গ্রহণ করিতেছিলেন, কেন না এই সময়ই দেশমধ্যে বহুবিধ গোলযোগ হইতেছিল।

অতঃপর মহারাজা দনুজামাধবের মৃত্যু হইলে তদাত্মজ রাজা রমাবল্লভ, তৎপুত্র রাজাকৃষ্ণবল্লভ, তৎপুত্র রাজা হরিবল্লভ, তদঙ্গজ রাজা জয়দেব। এই নৃপতিচতুষ্টয়ের রাজত্বকাল প্রায় ১৫০ দেড় শত বৎসর। ইহারা সমাজের প্রতি আদৌ কোন দৃষ্টি রাখেন নাই। এই অনবধানতার দোষে অর্থলোভী ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা অনার্য্যদিগের মধ্যে লেখা পড়ার বিস্তার করিয়া ঘটকব্রাহ্মণদিগের সাহায্যে তাহাদিগকে কায়স্থ বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া দেয়; ঐ সকল নব কায়স্থ আখ্য শূদ্রগণ প্রকৃত শূদ্রের ন্যায় সর্ব্বজাতির সর্ব্বদা সেবাপরায়ণ, অথচ কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দেয় ইহাতে প্রকৃত কায়স্থগণ অন্য স্থানীয় আর্য্যজাতির নিকট কিঞ্চিত হীনপ্রভ হইয়া পড়িতে লাগিলেন।

এই সময়েই রাজা জয়দেব কালকবলিত হন। ইহার অন্য কোন উত্তরাধিকারী না থাকায় বঙ্গজ থাক বসুবংশীয় বলভদ্রবসুর পুত্র পরমানন্দ (দৌহিত্রপিণ্ডদানকারী এই বিধানানুসারে,(১) সন ৮৭৫ বঙ্গাব্দে মাতামহের চন্দ্রদ্বীপ রাজসিংহাসনে আরোহন করেন।(২)

১। ঋক্‌বেদ ৪ মণ্ডল ৩১ সূক্ত ১ মন্ত্র। অপিচ ঋষিবাক্য এইরূপ আছে—
অভ্রাতৃকাং প্রদাস্যামি তুভ্যং কন্যামলঙ্কৃতাং।
অস্যাম্ যো জায়তে পুত্রঃ স মে পুত্রোভবেদিদি॥
সায়ণাচার্য্য।

২। তস্যমাতা মহকৃতী জয়দেবো মহাবলী।
চন্দ্রদ্বীপস্য ভূপালো দেববংশসমুদ্ভবঃ॥

পরমানন্দ রাজসিংহাসনে আরোহণ করিয়া অল্পদিন পরেই ব্রাহ্মণ
কায়স্থের সামাজিকতার প্রতি মনোনিবেশ করিলেন। কায়স্থদিগের সমাজে
যে বিশৃঙ্খলা দেখিলেন তাহাতে তাহাদের পুনরায় সমীকরণ করিতে হইল
ইহাতে নূতন কায়স্থগণ সমাজে নিম্নলিখিতরূপে পরিত্যক্ত হইল।

ইহাতে কুলীনগণের মধ্যে দুইটী ভাগ হইল। যাঁহারা সর্ব্বতোভাবে বিশুদ্ধ
ছিলেন তাঁহারা কুলীন, যাঁহারা বল্লাল নিয়মের বাহিরে দুই একবার যাইয়
পুনরায় আর্য্যগৌরবের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলিতেছেন তাঁহারা কুলজ।(৩) ওদিকে
যে সকল অনার্য্য আত্মগোপন করিয়া কায়স্থ বলিয়া পরিচিত হইয়াছি
তাহাদিগের মধ্যে যাহারা সমানপদবী, অথচ পৃথক গোত্র, তাহারা ডেঙ্গর এব
যাহারা পৃথক পদবী তাহারা অচলা(৪) বলিয়া এই উভয়বিধ কায়স্থকেই বর্জ্জ
করিতে আদেশ করিলেন।

চন্দ্রদ্বীপাধিপতির এইরূপ আদেশ আর্য্যকায়স্থগণ মধ্যে প্রচারিত হইলে
অধিকাংশ পুনরায় চন্দ্রদ্বীপে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহারা আবা
কুলীন বলিয়া গৃহীত হইলেন এবং যাঁহারা চন্দ্রদ্বীপের বাহিরে অবস্থান করি
স্বীয় বীর্য্য ও প্রতিভা বলে আর্য্যগৌরব রক্ষা করিতে লাগিলেন তাঁহারা কুলজ
বলিয়া কুলজ্ঞ দ্বারা কথিত হইতে লাগিলেন। বস্তুত কুলীন ও কুলজে আ

মৃত্যুকালপ্রাপ্যসহিততোপকন্ত্বমাগতঃ।
পরমানন্দকন্তস্মাৎ চন্দ্রদ্বীপেশ্বরোঽভবৎ॥

মহাবংশাবলী।

৩। ভ্রষ্টস্থান নিবাসিচ সদ্বংশশ্চ ভবেন্নরঃ।
পদচ্যুতোঽপি তৎকুলৈঃ কথ্যন্তেনৃপশেখরৈঃ
কুর্য্যাচ্চেৎ কালকর্ম্মানি তত্রকুলেক্রমাগতঃ।
কুলজশ্চ সমাখ্যাতঃ কথ্যন্তে গ্রহকারকৈঃ॥

মহাবংশাবলী।

৪। "যদ্যপি প্রদত্তেদার্য্যঃ সুতাং তু ডেঙ্গরাচলে।
প্রমাদং তস্য কলসৎ নৈত শক্লোমি বর্ণিতুং॥
অসৌকুলং ক্ষয়ংযাতি অপি শৌদ্রভবৎে কিল।
নহি প্রজায়তে সিদ্ধঃ সহস্র কুল কর্ম্মভিঃ॥"

কুলদীপিকা।

বেশি কিছু পার্থক্য রহিল না। এই সময় কুলীনগণের পুনরায় সমীকরণ হয়।
ইহাই বঙ্গজ কায়স্থের শেষ সমীকরণ।(৫)

রাজা পরমানন্দের পুত্র রাজা জগদানন্দ। ইনি মহাভগবতভক্ত ছিলেন।
তাঁহার মৃত্যুকালে তিনি গঙ্গাদেবীর উপাসনা করিয়া তাঁহাতে আত্মসমর্পণ
করিয়াছিলেন। তৎপুত্র মহারাজাধিরাজ কন্দর্পনারায়ণ রায়। ইনি সর্ব্ব-
শস্ত্রশাস্ত্রবিশারদ ছিলেন। সীমান্তবর্ত্তী রাজাগণ ইঁহার ভয়ে সর্ব্বদা শঙ্কিত
থাকিতেন। পদ্মনাভঘোষ বংশীয় গাভার পরমানন্দ ঘোষ এই সময় স্বীয়
ভগ্নীকে পাণ্ডববর্জ্জিত ভূলুয়ার ক্ষত্রিয় রাজা লক্ষ্মণমাণিকের ভ্রাতা রাম-
মাণিকের সহিত বিবাহ দেওয়ায় দেশ হইতে বিতাড়িত হন।

পরমানন্দ ঘোষ এইরূপে কতকদিন ভূলুয়াতে বাস করিয়া পুনরায় চন্দ্রদ্বীপে
আসিবার জন্য রাজা কন্দর্পনারায়ণের মৃত্যুরপর রাজা রামচন্দ্রের নিকট এক
আবেদন পাঠান; তাহাতে চন্দ্রদ্বীপেশ্বর কোন প্রতিকার না করায় তিনি
পুনরায় ভূলুয়াধিপতি লক্ষ্মণমাণিকের দ্বারায় যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্য
ভূষণার রাজা মুকুন্দরাম রায়কে নিমন্ত্রণ করিয়া সকলে চন্দ্রদ্বীপরাজ রাম-
চন্দ্রের নিকট বিচার প্রার্থি হন। তখন রাজা রামচন্দ্র সীমান্তবর্ত্তী নৃপতি

---

(৫)। এইস্থলে প্রধান প্রধান কুলীনগণের কএকটী সমীকরণ লিখিত হইল:—

গুহোরুদ্রশ্চ শাক্রিশ্চ কার্ণ্যপীতাম্বরাখ্যকৌ।
তথা শূলপাণিমিত্রঃপঙ্ক্তৌ সমতাং গতাঃ॥ ২
বসুচার্শ্চিশ্চ ঘোষশ্চ বসুকোভায়িকস্তথা।
তপনস্তিলমিত্রশ্চ পঙ্ক্তৌ সমতাং গতাঃ॥ ৪
ঈশ্বরো ঘোষকশ্চৈব ভগীরথস্তু ঘোষকঃ।
শ্রীধরো মাঘিঘোষশ্চ কন্দর্পচক্রপাণিকঃ॥
তথা রবিবীরমিত্রৌ সমাশ্চাষ্টৌ প্রকীর্ত্তিতাঃ। ১১
গুহ আশোবসু থাকিঃ ছয়কড়িশ্চ ঘোষকঃ।
গোবিন্দরঘুমিত্রকৌ পঙ্ক্তৌ সমতাং গতাঃ॥ ১১
সারঙ্গনন্তকশ্চৈব রবিনাগ স্তথাপরঃ।
ধনদত্তস্তথা নাগৌ দিগাম্বরকভীমকৌ।
শ্রীরামনামথানকশ্চৈব সামন্ত দাস এবচ।
গৌরীনাথাখ্যদত্তশ্চ গোপীনাথাভিধানকঃ
এতে দশ সমাখ্যাতাঃ সর্ব্বেমাধালা কুশলাঃ॥ ২৩

সমীকরণ।

৩

ত্রয়ের অনুরোধে পরমানন্দ ঘোষকে চন্দ্রদ্বীপে বাস করিতে অর্থমি দেন। (৬)

এই নৃপতিচতুষ্টয়ের মিলনই বঙ্গজ কায়স্থের শেষ মহাসম্মিলন। কি কালে চন্দ্রদ্বীপাধিপতির ইহাতে মহা বিপদ ঘটাইয়াছিল। প্রথম ভুলুয়া রা দ্বিতীয় প্রতাপাদিত্য। যদিও ভুলুয়ারাজা মিথিলার ক্ষত্রিয়রাজ আদিশূরে বংশধর, তথাপি তিনি পাণ্ডব বর্জ্জিত দেশে বাস করিতেন। তথায় ভেদাভে কিছু ছিল না। আর্য্যগণ তথায় গমন করিলে পতিত হইতেন। এজন্য চন্দ্র দ্বীপের পূর্ব্বতম নৃপতিগণ ভুলুয়া রাজার অনুরোধ সত্ত্বেও কায়স্থগণকে তথা যাইতে দিতেন না। যদিও ভুলুয়াপতি অর্থলোভী ঘটকদিগের দ্বারা নবশা ও পার্ব্বত্য জাতি প্রভৃতি হইতে শিক্ষিত শ্রেণীকে কায়স্থ বলিয়া প্রচার করিয় ছিলেন কিন্তু তাহারা সমাজের শীর্ষস্থান চন্দ্রদ্বীপেশ্বর কন্দর্পনারায়ণ দ্বার অচলা বলিয়া পরিত্যাক্ত হইয়াছিল (৭)। রাজা লক্ষ্মণ মাণিক এই মনোক্ষোভে এত কাল সময় ক্ষেপণ করিতেছিলেন এখন সেই প্রবল প্রতিদ্বন্দী নৃপচূড়াম কন্দর্প নারায়ণ ইন্দ্রের অর্দ্ধসিংহাসনের অধিকারী হইয়া সুরপুরে গমন করিয় ছেন। রাজা রামচন্দ্র কিশোর বয়স্ক তাই বিক্রান্ত লক্ষ্মণ ও প্রতাপ চন্দ্রদ্বী হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে চন্দ্রদ্বীপের পথ ঘাট দেখিয়া গিয়া প্রথমে লক্ষ্মণ মাণিক চন্দ্রদ্বীপ আক্রমণ করিলেন।

---

(৬)। নব্যভারত।

(৭)। ইহারা সংখ্যায় ৭২ ঘর হওয়ায় বাহাত্তুরে বলিয়াই উপেক্ষিত হইয়া থাকে।

হোড়শ্চ স্মরকশ্চৈব ধরণী বাণ এবচ।
আইচঃ পৈঃশূর শ্চৈবশাণশ্চভঞ্জবিন্দুকৌ॥
গুইশ্চ বললোধশ্চশর্ম্মা বর্ম্মাচ ভূমিকঃ।
ভইশ্চ রুদ্রকশ্চৈব গুড়াদিত্যৌ চ পিলকঃ॥
খিলশ্চগুপ্তচাক্রিশ্চ বন্ধুশ্চ শাক্রী সংজ্ঞকঃ।
হেশশ্চ সুমন্নুর্গণ্ডো রাণা রাহুত দাঁহকাঃ॥
দানাগণাপমানাখ্যাঃখাস ক্ষেমশ্চ তোষকঃ।
বৈশ্চাপি ঘরবেদৌ চভুতার্ণবক ব্রহ্মকাঃ॥
ইন্দ্রশ্চ শক্তি সঙ্গৌ চ ক্ষামাশৌ বর্দ্ধনস্তথা।
ক্ষেমশ্চবন্ধকশ্চৈব অঞ্জং কীর্ত্তিশ্চ শীলকঃ॥

রাজা রাম চন্দ্র যদিও বয়সে বালক ছিলেন তথাপি তিনি তাঁহার পিতার অযোগ্য পুত্র ছিলেন না। লক্ষ্মণ মাণিকের চন্দ্রদ্বীপ আক্রমণের সংবাদ শুনিতে পাইয়াই রামচন্দ্র ক্ষিপ্রতার সহিত স্বীয় অস্ত্রাচার্য্য সিংহবংশোদ্ভব প্রধানতম সেনাপতি রামমোহন (৮) অগ্রবর্ত্তী করিয়া লক্ষ্মণের বাহিনী অভিমুখে নৌকা-পথে মেঘনানদী মধ্যে উপস্থিত হইয়া প্রতি পক্ষকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিলেন। অতঃপর রাজা রামচন্দ্র লক্ষ্মণমাণিককে বন্দী করিয়া রাজধানী চন্দ্রদ্বীপে উপনীত হইয়াছিলেন।

রাজা লক্ষ্মণমাণিকের চন্দ্রদ্বীপ রাজদরবারে প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা হয়। কিন্তু রাজমাতা বীর লক্ষ্মণকে নিহত করিতে নিষেধ করত পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া রাখিতে অনুমতি করিলে তাহাকে পিঞ্জরাবদ্ধ করা হইল। একদা রাজা রামচন্দ্র স্নানার্থ পিঞ্জরের নিকটে অন্যমনস্ক হইয়া বেড়াইতেছেন এমন সময় লক্ষ্মণ রাজাকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে স্বীয় পিঞ্জর সংলগ্ন নারিকেল বৃক্ষ সবলে আঘাত করিয়া বৃক্ষ পাতিত করিলেন। দৈবাৎ রাজা বাঁচিয়া গেলেন। রাজা তখন মাতৃ আজ্ঞা লইয়া লক্ষ্মণের শিরশ্ছেদনের আদেশ দেওয়ায় তাহাকে নিহত করিয়া, ভুলুয়াতে তৎভ্রাতা রামানুজকে নিজ করদ

ধনুগুণোষশ্চৈব মানোরীতিশ্চ দাড়িকঃ।
চাকিশ্চ শ্যাম পুক্রিশ্চগণ্ডুকো নাদক স্তথা॥
পানশ্চ হোমকশ্চৈ চাশকশ্চ তথৈবচ।
ঢোলশ্চ দূতকশ্চেতি দ্বিসপ্তত্যা চলাস্মৃতাঃ॥

হোড়, স্মর, ধরণী, বাণ, আইচ, পৈ, শূর, শান, ভঞ্জ, বিন্দু, গুই, বল, লোধ; শরমা বরমা, ভূমিক, ভই, রুদ্র, গুড়, আদিত্য, পীল, খিল, গুপ্ত, চাক্রী, বন্ধু, শাক্রি, হেশ, সুমন্নু, গণ্ড, রাণা রাহুত, দাঁ, দানব, গণ, অপ, মান, খাস, ক্ষেম তোষক, বাক্রি, ঘর, বেদ, ভূত, অর্ণব, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, শক্তি, সঙ্গ, ক্ষাম, আশ, বর্দ্ধন, হেম, বন্ধ, অঞ্জ, কীর্ত্তি, শীল, ধনু, গুণ, বশা, মান, রীতি, দাঁড়ি চাকি, শ্যাম, পুক্রি, গণ্ড, নাদ, মহান, হোম, চাশক ঢোল ও দূত। এই বাহাত্তুর-কায়স্থ আখ্যাত বংশ অচলা, ইহাদের শ্লোকে শব্দ ছন্দানুরোধে হ্রাস বৃদ্ধি আছে এজন্য যাহা পদবীতে লিখিত আছে তাহা বাঙ্গালায় লিখিত হইল।

(৮)। ইনি উজির পুরের চৌধুরী বংশের মূল। ইনি রাজ সরকার হইতে কালিকাপুর পরগণাবৃত্তি পাইয়া অস্ত্র শস্ত্রের বিশেষ উন্নতি করিয়াছিলেন এজন্য ঐ স্থলে এখন লৌহ শিল্পির শিল্প কৌশল বঙ্গে প্রসিদ্ধ এই বংশ বঙ্গজ মহা পাত্রের মধ্যে। এক শ্রেষ্ঠ ঘর

নৃপতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করিলেন (৯)। এই সময় নৌ সেনাপতি গোপাল-ব
বংশীয় রামচন্দ্র মীরবহর বিক্রমপুরের রাজা কেদার রায়ের সন্দীপের প্রতিনি
কার্ণ্যঘোষবংশীয় মন্দরায়কে, রাজা রামচন্দ্রের আদেশে তথা হইতে
দূরীভূত করায় বিপুল জমিদারী বৃত্তি পাইয়া নথুল্লাবাদে বাস গ্রহণ করেন।

যশোহরেশ্বর প্রতাপাদিত্য চন্দ্রদ্বীপের সর্ব্ববিষয় গরিষ্ঠ ও বরিষ্ঠত্ব দর্শনে
বিমূঢ় হইয়া চন্দ্রদ্বীপ রাজ্য হস্তগত করিবার আশায় নানা চিন্তা করিতেছিলে
কিন্তু সহসা অমিত বিক্রান্ত বীরাগ্রগণ্য রাজা লক্ষ্মণ মাণিকের শোচনী
পরিণাম দর্শন করিয়া ভীত হইয়া সম্মুখযুদ্ধে চন্দ্রদ্বীপাধিপতি রাজা রা
চন্দ্রকে আহ্বান না করিয়া কৌশলে চন্দ্রদ্বীপ হস্তগত করিবার চেষ্টা করিতে
লাগিলেন। পাপকর্ম্মের উপায়ের অভাব থাকে না তাই তাহার সম্মুখে
পৈশাচিক ভাব উদয় হইল, স্বীয় দুহিতা বিন্দুমতীকে রাজা রামচন্দ্রের ক
সম্প্রদান করিয়া, সেই সম্প্রদান সুজকে জামাতাকে নিহত করিয়া চন্দ্রদ্বী
অধিকৃত করিবে ইহাই স্থির করিল। কিন্তু তাহাতেও বিঘ্ন জন্মিল, রাজ
রামচন্দ্র বিবাহের দিন স্থির হইলে যথাকালে যশোহরের রাজ কন্যার পাণি
গ্রহণ করিলেন; রাজা প্রতাপাদিত্য এদিকে গোপনে, রাজা রামচন্দ্রে
প্রত্যাগমন পথ যমুনা নদীতে কাষ্ঠের দ্বারা (পথ প্রায় এক মাইল স্থান
রুদ্ধ করিয়া জামাতা সংহারের উপায় প্রস্তুত করিলেন। এদিকে রাজ
প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত খালিসধিপ ধর্ম্মপ্রাণ রাজা বসন্তরায় প্রতাপে
দুরভিসন্ধি জানিতে পারিয়া রাজা রামচন্দ্রের জনৈক বিদূষককে স্ত্রীবে
সজ্জিত করিয়া রামচন্দ্রকে স্বীয় অমঙ্গল বিজ্ঞাপিত করেন। তখন রাজা কিংকর্ত্তব

(৯)। চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশের ইতিহাসলেখক ৺ব্রজসুন্দর মিত্রমজুমদার লিখিয়াছে
রাজ মাতা প্রত্যন্ত বীরত্ব প্রিয়া ছিলেন, তাই লক্ষ্মণের পূর্ব্বের বীরত্বের কথা শুনিয়া তাহ
প্রথম শিরচ্ছেদনের নিষেধ করিয়াছিলেন সংস্কৃত গ্রন্থে এই অভিযান সম্বন্ধে এইরূপ আছে—

রামচন্দ্র সুতোস্তুতঃ গুণে শ্রীরাঘবোপমঃ।
মহাধনুর্দ্ধরো শূরো ভীম সেন সমবলী॥
জিত্বা লক্ষ্মণ মানিক্যং ভুলুয়াধিপতিং বরম্।
স্বরাজ্যে হানয়ামাস বদ্ধা তং নৃপশার্দ্দূলঃ॥

মহাবংশাবলী।

বিমূঢ় হইয়া চিন্তা করিতে থাকায় নববধূ তাহা জিজ্ঞাসা করেন, এবং তাহাকে
সমস্ত ব্যক্ত করেন। তখন বুদ্ধিমতী রাণী রাজাকে স্ত্রীলোকের বেশে
সজ্জিত করত সেনাপতি মোহন মল্লের নিকট পাঠাইয়া দেন। রামমোহন
রাজ সমীপে সমুদয় অবগত হইয়া তাঁহাকে ক্রোড়ে করত (রাজা বিবাহ
করিতে) স্বীয় কামানাদি অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত সুবৃহৎ চৌষট্টি দাঁড়ের নৌকায়
আরোহণ করিলেন. কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখিতে পাইলেন গন্তব্য
যমুনা নদীর জল রাশি কাষ্ঠ ও শিলা সমূহ দ্বারা অবরুদ্ধ রহিয়াছে। তখন
বীরবর রামমোহন ভীমবিক্রমে নৌকা গ্রহণ করিয়া সেই এক মাইল
বিস্তৃত কাষ্ঠবদ্ধ পথের উপর দিয়া টানিয়া বাহির পূর্ব্বক কামান গর্জ্জন করিয়া স্বীয়
রাজার বিজয় ঘোষণা করিলেন (১০)। প্রতাপাদিত্যের সকল আশা তখন শূন্যে
বিলীন হইল। তখন সেই ক্রোধরাশিকে স্বীয় সংসারে প্রবেশ করাইয়া
এক বিশাল রাজসংসার ধ্বংশ করিয়া ফেলিল, সে কলঙ্ক লিখিয়া আর
জাতীয় গৌরব নাশ করিতে ইচ্ছা করি না।

(১০)। যশোহরেশ্বরো মানী প্রতাপস্য দুহিতরং।
বিন্দুমতিং মহাসতী মুপায়েমে নৃপোত্তমঃ॥
ততো বিবাহ যামিনাং ক্রুরোযশহরেশ্বরঃ।
সমাজস্যাধি পত্যর্থং লাভং চন্দ্রদ্বীপস্য চ॥
মন্ত্রণাপাত্রভিঃ সার্দ্ধং কৃতোঽসৌভীম বিক্রম.।
কুচক্রং কল্পয়ামাস স্বজামাতুর্ব্বধং প্রতি॥
এতৎসর্ব্বং রামচন্দ্রঃশ্রুত্বা পত্নীমুখাত্ততঃ।
কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ়াত্মা মহাচিন্তান্বিতোঽভবৎ॥
সিংহ কুলোদ্ভবো মল্লরামনারায়ণ শূরঃ।
সামন্তস্তস্য বিখ্যাতো মহাবল সমন্বিতঃ॥
শ্রুত্বা সকল সম্বাদং নৃপস্য প্রমুখাত্ততঃ।
চতুষষ্টী দণ্ডযুক্তো নৌরানিত মহামতিঃ॥
নালীকৈ সজ্জিতঃ স্বৈরং সৈন্যাদ্যৈঃ পরিরক্ষিতঃ।
তস্যান্মারোহণং কৃত্বা প্রহাস্য নালীকায়ুধং॥
তূর্ণং গমন বার্ত্তাঞ্চ নালীকধবংনিভি দদৌ।
কন্দর্পমিত্র শক্রপুরী স্বরাজ্যে পুনরাগতঃ॥

মহাবংশাবলী।

রাজা লক্ষ্মণ মাণিক এবং রাজা প্রতাপাদিত্য উভয়েই চন্দ্রদ্বীপের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া বিধ্বস্ত ও বিমুখ হইলেন। রাজা মুকুন্দরাম সখ্যতার বলে মোগল দিগকে অধিকতর ভীতির সঞ্চার করিতে লাগিলেন এবং উভয়ে সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতে লাগিলেন। রাজা রামচন্দ্র স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিয়া পুনরায় বিবাহ করেন। বিন্দুমতীকে আর গ্রহণ করেন নাই (১১)।

রাজা রামচন্দ্র এতই প্রতাপান্বিত হইয়াছিলেন যে তাঁহার পরাক্রান্ত জগদেকরায় অর্থাৎ নৌযুদ্ধ বিশারদ কীর্ত্তি নারায়ণকে ঢাকার নবাব কৌশ ধর্ম্ম নষ্ট করিয়া ভয়ে মিত্রতা স্থাপন করিয়াছিলেন।—

কীর্ত্তি নারায়ণো বীরো মহামানী তদঙ্গজঃ।
জগদেক শূরসোঽপি নৌযুদ্ধে সুপ্রসিদ্ধকঃ॥
মেঘনাদোপকুলে স ফেরঙ্গ সৈন্যকৈঃসহ।
অদ্ভুত সমরং কৃত্বা তীরাৎ সর্ব্বান্ তাড়য়ৎ॥
জাহাঙ্গির পুরাধিশো নরাব যবন স্ততঃ॥
স্থাপয়ামাস, মিত্রত্বং সাদ্ধং তেন প্রযত্নতঃ॥
স নবাবশত্রুপুরিং যুদ্ধার্থং প্রযযৌতদা।
ভ্রাত্বা যবন ভোজ্যাদীন্ জাতি ভ্রষ্টোভবৎকিল॥

মহাবংশাবলী।

যবন কর্ত্তৃক কীর্ত্তিনারায়ণের জাতিপাত হওয়ায় তিনি মহাযোগে দেহত্যাগ কি লেন। তিনি পিতৃরাজ্য গ্রহণ করেন নাই। তৎকনিষ্ঠ বাসুদেবনারায়ণ, তৎপ তৎপুত্র প্রেমনারায়ণ রায় চন্দ্রদ্বীপ সিংহাসন প্রাপ্ত হন। ইনি ব্রাহ্মণ কায়স্থে একযাই সমীকরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কায়স্থদিগে সমুদয় বংশের সহিত সদভাব রাখিয়া কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন নাই।

ইহার মৃত্যু হইলে ইহার পিতৃস্বসৃয় ভ্রাতা, উলাইলের পাইমিত্রের কুলে থা মিত্রের বংশ সম্ভূত গৌরীনারায়ণ মিত্র মজুমদারের পুত্র উদয়নারায়ণ ও রা নারায়ণ ১০৩৬ বঙ্গাব্দে চন্দ্রদ্বীপের রাজ্য প্রাপ্ত হন। উদয়নারায়ণ মা পাশার রাজসিংহাসন এবং কায়স্থ সমাজ পতিত্ব; কনিষ্ঠ রাজনারায়ণ চন্দ্রদ্বী

(১১)। এ সম্বন্ধে গুহ বংশাবলীতে বলা হইয়াছে।

রাজমীতাতালুক মহাল হিস্যাজাত, মহাল উজুহাত, প্রাপ্ত হইয়া প্রতাপপুরে বাস গ্রহণ করেন। এবং ইনিও রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন।

উদয়নারায়ণমিত্র চন্দ্রদ্বীপে রাজত্ব করিতে বিশেষ বেগ পাইয়াছিলেন। ইনি রাজা হইলে তৎকালিক নবাব সায়েস্তা খাঁর শ্যালক ঐ প্রদেশের সর্ব্বময় কর্ত্তা ব্রজবল্লভমজুমদার (১২) উদয়কে বন্দী করিয়া মুর্শিদাবাদে প্রেরণ করত নিজে চন্দ্রদ্বীপ শাসন করিতে লাগিলেন। রাজা উদয়ের কিছুদিন যবন কারাগারে অবস্থানের পর বিচারে ঠিক হইল তিনি যদি ইশ্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করেন তবে তাঁহাকে পুনরায় চন্দ্রদ্বীপে রাজ্য প্রদান করা যাইবে। নতুবা নরভুক ব্যাঘ্র দ্বারা তাঁহার জীবন নষ্ট করা হইবে। ক্ষত্রিয় বলদৃপ্ত বন্দি রাজা উদয় মৃত্যুই শ্রেয়স্কর মনে করিয়া যবন ধর্ম্মগ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন। অচির কাল-মধ্যে নবধৃত এক মহাশার্দ্দূলের সম্মুখে উদয়কে প্রদান করা হইল। উদয় ব্যাঘ্র সম্মুখে নীতমাত্র দুর্দ্দাণ্ড শার্দ্দূল তৎপ্রতি লক্ষ করিয়া দূরে সরিয়া গিয়া শিকার মানসে লম্ফ করিয়া আপতিত হইল। বিক্রান্ত উদয় এক মুষ্টাঘাতে সেই ব্যাঘ্রকে সর্ব্ব সমক্ষে নিপাতিত করিলেন। অস্থির চিত্ত নবাব ইহাতে আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে পিঞ্জর হইতে মুক্ত করতঃ প্রচুর উপঢৌকন দ্বারা চন্দ্রদ্বীপ রাজ্য প্রদান করিয়া ব্রজবল্লভকে অপসারিত করতঃ তৎসিংহাসন প্রদান করেন। ইহার মৃত্যুর পর কুমার শিবনারায়ণ পিতৃসিংহাসনে আরোহন করেন। এই সময়ে মগদস্যু চাঁদদাস রায়বাঘানের মুকুট রায় (১৩) ত্রিপুরা হইতে বহির্গত হইয়া সমুদ্রোপকুলে উৎপাত আরম্ভ করিলে তাহাদিগকে তথা হইতে বিদূরিত করিয়া দেন। ইহার মৃত্যুর পর যথাক্রমে কুমার লক্ষ্মীনারায়ণ, কুমার বরনারায়ণ, কুমার মদননারায়ণ রাজা হন। ইহারা সকলেই অল্পদিন রাজত্ব করিয়া কালগ্রাসে গমন করিয়াছেন। তৎপর সর্ব্বকনিষ্ঠ কুমার জয়নারায়ণের

(১২) ইহার বাসস্থান চামার গ্রামে ছিল। ইনি 'থ্যাদি মজুমদার' নামে বিখ্যাত ছিলেন।

(১৩) মুকুটরায় ত্রিপুরারাজের সেনাপতি ছিলেন এবং বৈদিক, গ্রহবিপ্র, রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র চারি শ্রেণীর ব্রাহ্মণ কন্যারই পানিগ্রহণ করিয়াছিলেন। মালি নির্জ্জানগরের জমিদার সাগাজীর প্রতি চাঁদ অত্যাচার করিলে ইনি স্বীয় বন্ধু চাঁদকেনিহত করেন। কিন্তু গাজী মুকুটের কন্যাকে যোর করিয়া লইয়া গিয়া বিবাহ করিল। ইহাতে মুকুটরায় গাজীকে নিহত করিয়া তৎ জমিদারী গ্রহণ করতঃ কোটচাঁদপুরে বাস গ্রহণ করে। শ্রীযুত মধুসূদন সরকার বলেন ইনিই ঢোল সমুদ্র নামক বৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করেন। তাহার জমির পরিমাণ ৫২, বিঘা হইবে।

অভিভাবিকস্বরূপে মহারাণী দুর্গাবতী (১৪) চন্দ্রদ্বীপের অধিশ্বরী হন। এ
সময়ে বাঙ্গলার দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ১১৭৯ বঙ্গাব্দ অগ্রহায়ণ মা
চন্দ্রদ্বীপ নবাব সরকারে বন্দোবস্ত করিয়া আইসেন। অতঃপর জয় নারায়
রাজা হন। ইনি দেবতা, গো, ব্রাহ্মণ ভক্ত ছিলেন। ইনি একদিন তাঁহার সভা
জ্যোতিষীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে পণ্ডিতবর আমার আয়ু গণনা করিয়া দেখু
আমি এই মর জগতে আর কত কাল কষ্ট পাইব। জ্যোতিষী তদনুসারে গণি
দেখিলেন যে রাজার আগামী কল্যই যবন হস্তে মৃত্যু। ইহা দেখিয়া তিনি নীর
রহিলেন। রাজা পুনরায় বলিলেন.—আমার মৃত্যু নিকটে হইলে আপনা
বলিতে ভয় কি, বলুন। জ্যোতিষী তখন বলিলেন যে একদিন মাত্র আ
আয়ু দৃষ্ট হয়। তখন রাজা কিছুমাত্র ব্যাকুল না হইয়া গুরু পুরোহিত
দরিদ্রদিগকে প্রচুর দান করিয়া পরদিন সমুদ্রকুলে উপাসনার জন্য গম
করিতেছেন, এমন সময় যবনগণ তাঁহাকে আক্রমণ করিলে একটু ভণ্ড যুদ্ধ হই
এবং সেই যুদ্ধেই শত্রু কৃপাণে দেহ ত্যাগ করিলেন। তৎপর কুমার নৃসিং
নারায়ণ রাজা হন। ইনি অত্যন্ত রূপবান্ ছিলেন। ইনি মুর্ষিদাবাদের নবাবে
প্রধান মন্ত্রী বশিষ্ট গুহবংশীয় প্রভুরাম রায়ের কন্যা বিবাহ করিয়া তাঁহাকে
কৌলিন্য প্রদান করেন।(১৫) ইনি অত্যন্ত বিলাসী ছিলেন। সেইজন্য কতিপ
বিশ্বাস ঘাতক প্রধান ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারী জমিদারী নষ্ট করিয়া দেন। তৎকাল
পরগণা সুলতান প্রতাপ, কোটালীপাড়া, ইদিলপুর সুলতানাবাদ, বুজরুক
উমেদপুর খারিজ হইয়া যায়। ইহা যাইয়াও যাহা অবশিষ্ট ছিল তাহাও এক
বৃহত্তর জমিদারী। ইহাঁর পুত্রাদি না হওয়ায় যথাক্রমে নরেন্দ্র নারায়ণ, বীরেন্দ্র
নারায়ণ ও দেবেন্দ্র নারায়ণ-তিনটী দত্তক গ্রহণ করেন। এই সময় মাণিক মু
নামক জনৈক তিলির সহিত কুচক্রে মোকদ্দমায় রাজ্য হীন হইয়া পড়েন। এখন
আর ইহাদের রাজত্ব নাই। সমাজ পতিত্ব মাত্র আছে। এই বংশে এখন রাজ
যোগেন্দ্র নারায়ণ বর্ত্তমান আছেন। ইঁহারই পিতা বাটাজোড়ের দত্ত বংশকে
মধ্যালত্ব প্রদান করিয়াছিলেন। ছোট হিস্যার রাজা রাজ নারায়ণের বংশে রাজ

(১৪) বরিশালের সুবৃহৎ দুর্গা সাগর ইহার কীর্ত্তি।

(১৫) এই গুহবংশে লক্ষ্মীকুল সমাজের সমাজপতি রাজা সূর্য্যকুমার রায় বর্ত্তমান আছেন। এই কৌলীন্য প্রাপ্তি সম্বন্ধে এইরূপ বচন শুনিতে পাওয়া যায়।—"বশিষ্ঠ বিশিষ্ঠ হ প্রভুরাম রায় হতে।"

উপেন্দ্রনারায়ণ ও ভূপেন্দ্রনারায়ণ বর্ত্তমান। উপেন্দ্রনারায়ণ বর্ত্তমানকালে একজন সুবিজ্ঞ, বিচক্ষণ ও দেশের নেতৃ মণ্ডলী মধ্যে একতম। বেদসংহিতা প্রকাশক শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকার বলেন যে এখন এই রাজবংশে পুত্র জন্মিলে সূতিকা গৃহ হইতে বাহির হওয়ার সময় স্বর্ণত্রয়োচিত তীরধনুক কুমারের হস্তে প্রদান করা হয়।(১৬)

(ক্রমশঃ)

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মিত্র শাস্ত্রী।

গৃহস্থের ধর্ম্ম।

ব্রহ্মচর্য্য।

প্রাচীন কালে ভারতের বিদ্যা, ভারতের বীর্য্য, ভারতের সমৃদ্ধি পৃথিবী-খ্যাত ছিল। সে কালের সুখ্যাতির কথা সর্ব্বজনবিদিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ব্যাস, বাল্মীকির ন্যায় সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা মহাকবি ও মহাজ্ঞানী ভারত ভিন্ন কুত্রাপি জন্মগ্রহণ করেন নাই। ভারতের চতুর্ব্বেদ, ভারতের ষড়দর্শন, ভারতের ব্যাকরণাদি শাস্ত্র এখনও সমস্ত জগতের বিস্ময়ের বিষয় হইয়া রহিয়াছে। আর অধুনা আমাদের দুর্দ্দশা সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন। অতীত সুখের

(১৬) যে বঙ্গীয় রাজার দ্বারা 'কায়স্থ' শব্দ প্রচার হওয়ায় সেই বঙ্গীয় রাজন্যগণ উত্তরকালে কিরূপ কায়স্থদিগকে সম্মানিত করিয়াছিলেন তাহা এ স্থলেই শেষ হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এই কায়স্থ-সূত্রে রাঢ় দেশীয়দিগের অবজ্ঞাসূচক 'বাঙ্গাল' দেশকেই (পূর্ব্ববঙ্গকেই) ঠিক রাখিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছি। বিশেষতঃ ঋক্‌বেদের ১ মণ্ডলের ৫৩ সূক্তের ১১ মন্ত্রোদ্ধৃত বঙ্গজ নৃপতি য শতপুর নামকস্থানে বাস করিতেন, ঐ শতপুর স্থান পূর্ব্ববঙ্গেই পাওয়া যায়, রামায়ণ মহাভারত ত্যাদিতে যে "অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ" কিম্বা ঐতরেয় আরণ্যকের ২।১।১ মন্ত্রে "বঙ্গাবগধাশ্চেরপাদা" একত্রে দৃষ্ট হয় তাহা দুই বৃহৎদেশেরই উল্লেখ, নতুবা ইহার মধ্যে কোশিকিকচ্ছ, পুণ্ড্রক প্রভৃতি অনেক রাজ্য ছিল। প্রাচীনকালে ঐ দুইদেশ কোন কারণ বশতঃ প্রাধান্য লাভ করায় অঙ্গবঙ্গ পুনঃপুনঃ এক সঙ্গে উল্লেখ হইয়াছে, তিনশত বৎসর পূর্ব্বে আইন-ই-আকবরী লেখকও ভাটদেশের শ্চিম উত্তরে বাঙ্গাল দেশের নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এস্থলেও তাহাই করা হইল।

কাহিনীর সহিত বর্ত্তমান দুর্দ্দশার তুলনা করিবার সাহস আমাদের নাই,—এবং সে তুলনায় লাভ কি? তবে সেই প্রাচীন সময়ে আর্য্যগণ কিরূপভাবে জীবন যাপন করিতেন, তাঁহারা কিরূপ সামাজিক রীতি নীতি প্রতিপালন করিতেন,—কিরূপে তাঁহারা সেই উন্নত অবস্থা রক্ষা করিতেন,—তাহার সম্বন্ধে আলোচনায় ফল আছে। সেই আলোচনার ফলে আমাদের বর্ত্তমান সমাজনীতির দোষ সকল প্রকট হইয়া পড়িতে পারে এবং দোষ বুঝিতে পারিলে তাহার নিরাকরণ সহজসাধ্য হয়। অনেকে হয় ত বলিবেন, যে সেই লক্ষ লক্ষ বৎসরের পুরাতন সমাজনীতি বা ধর্ম্মনীতি আলোচনা করা এক্ষণে নিষ্ফল কারণ সে কালের রীতি নীতি একালের পক্ষে সঙ্গত হইবে না। তাঁহাদিগের প্রতি আমাদের নিবেদন এই যে, আমরা সেই প্রাচীন রীতি নীতি সমাজে অবলম্বন করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি না। প্রাচীন রীতি নীতি আলোচনা করিয়া তাহার মধ্যে যাহা ভাল তাহা গ্রহণ করা এবং যাহা মন্দ তাহা পরিহার করা সামাজিকগণের কর্ত্তব্য। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে সেই প্রাচীন সমাজ এবং ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। মাননীয় সামাজিকগণ ইহার দোষগুণ বিচার করেন, ইহাই প্রার্থনা।

প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই ত্রিবর্ণের মধ্যে আশ্রমধর্ম্মের একান্ত আধিপত্য ছিল। শতবর্ষ মনুষ্য পরমায়ু সাধারণতঃ চারি অংশে বিভক্ত করিয়া যথাক্রমে চারি আশ্রমের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। প্রত্যেক দ্বিজ সন্তান নিজ জীবনের প্রথমাংশ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে, দ্বিতীয়াংশ গৃহস্থাশ্রমে, তৃতীয়াংশ বানপ্রস্থে এবং চতুর্থাংশ সন্ন্যাসাশ্রমে ক্ষেপন করিতেন। আমরা প্রধানতঃ এই আশ্রম ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া এই প্রবন্ধে অতীতকালের সমাজ ও ধর্ম্ম নীতির আলোচনা করিব।

জীবনের প্রথমেই ব্রহ্মচর্য্য। "ব্রহ্মণে বেদাদি বিদ্যায়ৈচর্য্যতে ইতি ব্রহ্মচর্য্যম্"; বেদ বিদ্যার নাম ব্রহ্ম, সেই বেদাভ্যাস নিমিত্ত যে ব্রতাচরণ তাহার নাম ব্রহ্মচর্য্য। দ্বিজ বালকের উপনয়নের পর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে প্রবেশে অধিকার জন্মে। শ্রীশ্রীমনু মহারাজ বলিয়াছেন ;—

"গর্ভাষ্টমেঽব্দে কুর্বীত ব্রাহ্মণস্যোপনায়নম্।
গর্ভাদেকাদশে রাজ্ঞো গর্ভাত্তু দ্বাদশে বিশঃ ॥ ৩৬ ॥
ব্রহ্মবর্চসকামস্য কার্য্যং বিপ্রস্য পঞ্চমে।
রাজ্ঞো বলার্থিনঃ ষষ্ঠে বৈশ্যস্যেহার্থিনোঽষ্টমে ॥ ৩৭ ॥

আষোড়শাদ্ব্রাহ্মণস্য সাবিত্রী নাতিবর্ত্ততে।
আদ্বাবিংশাৎ ক্ষত্রবন্ধোরাচতুর্ব্বিংশতের্বিশঃ ॥ ৩৮ ॥

মনুসংহিতা, দ্বিতীয় অধ্যায়।

ব্রাহ্মণ বালকের গর্ভাষ্টমে, ক্ষত্রিয় বালকের গর্ভৈকাদশে এবং বৈশ্য বালকদের গর্ভদ্বাদশে উপনয়ন অবশ্য কর্ত্তব্য ; কিন্তু ব্রাহ্মণের পঞ্চমবর্ষে, ক্ষত্রিয়ের ষষ্ঠবর্ষে এবং বৈশ্যের অষ্টমবর্ষে উপনয়নই উত্তম কল্প। আর ব্রাহ্মণের ষোড়ষবর্ষ, ক্ষত্রিয়ের দ্বাবিংশ বর্ষ ও বৈশ্যের চতুর্ব্বিংশতি বর্ষের মধ্যে উপনয়ন না দিলে উহারা ব্রাত্যত্ব প্রাপ্ত হয়। উল্লিখিত মনু বচন হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে ব্রাহ্মণ বালকের পঞ্চমবর্ষে, ক্ষত্রিয় কুমারের ষষ্ঠ বর্ষে এবং বৈশ্য সন্তানের অষ্টম বর্ষে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে প্রবেশের মুখ্য কাল।

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রে বিস্তৃত বিধি-নিয়ম বিধিবদ্ধ আছে। মনুসংহিতা যাবতীয় স্মৃতিগ্রন্থের শীর্ষস্থানীয়,—সেই জন্য আমরা মনুসংহিতা হইতে এ সম্বন্ধে অতিশয় সংক্ষেপে কতকগুলি অত্যাবশ্যক বিধি নিষেধের উল্লেখ করিতেছি :—

"উপনীয় গুরুঃশিষ্যং শিক্ষয়েচ্ছৌচমাদিতঃ।
আচারমগ্নিকার্য্যঞ্চ সন্ধ্যোপাসনমেবচ ॥ ৬৯ ॥

গুরু শিষ্যের উপনয়ন সংস্কার সমাধা করিয়া প্রথমেই শৌচ, আচার, হোম, সন্ধ্যোপাসনা শিক্ষা দিবেন। তাহার পর শিষ্যকে গায়ত্রী জপ বেদাভ্যাস, বেদাঙ্গ, উপাঙ্গ এবং উপবেদাদি শিক্ষা দিবার পর বেদের রহস্যভাগ শিক্ষা দিবেন। ঋক্, যজুঃ, সাম এবং অথর্ব্ব এই চারি বেদ, মন্ত্র সংহিতা এবং ব্রাহ্মণ-সমেত অধ্যয়ণ করার নাম বেদাধ্যয়ণ। শিক্ষা, কল্প, নিরুক্ত, ব্যাকরণ, ছন্দ এবং জ্যোতিষ (১) এই ছয় শাস্ত্রের নাম বৈদাঙ্গ এবং সাংখ্য, যোগ, ন্যায় বৈশেষিক পূর্ব্ব মীমাংসা এবং উত্তর মীমাংসা এই ছয় শাস্ত্রের নাম উপাঙ্গ। যুদ্ধশাস্ত্র, সঙ্গীতশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র এবং অর্থশাস্ত্রকে যথাক্রমে ধনুর্ব্বেদ, গান্ধর্ব্ববেদ, আয়ুর্ব্বেদ এবং অর্থবেদ বলে। ইহাদিগেরই নামান্তর উপবেদ। পাঠক লক্ষ্য করিবেন, বিশ্বে যত প্রকার বিদ্যা থাকিতে পারে বা আছে, তৎসমুদায়ই এই

(১) শিক্ষা = বেদের উচ্চারণের নিয়ম। কল্প = কল্পসূত্র। নিরুক্ত = বৈদিক অভিধান। ব্যাকরণ = Grammar, ছন্দঃ = Prosody, জ্যোতিষ = Astronomy, astrology নহে।

সাঙ্গোপাঙ্গ বেদ বিদ্যার অন্তর্গত। জড়বিজ্ঞান, যন্ত্রবিজ্ঞান, গতিবিদ্যা ভূবিদ্যা প্রভৃতি বিদ্যা সম্বন্ধে অনেকের মত এই যে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগ এই সকল বিদ্যার নাম জানিতেন না, প্রত্যুত আধুনিক ইউরোপীয় পণ্ডিতগ ইহাদের আবিষ্কর্ত্তা। তাঁহারা মনে করেন যে আর্য্যঋষিগণ কেবল মা আত্মতত্ত্বের অনুধ্যানে রত এবং উন্মত্ত ছিলেন এবং তদ্ধেতু তাঁহারা জ বিজ্ঞানের অনুশীলন করিতে পারেন নাই। এবম্বিধ ধারণা যে ভ্রমাত্মক এ বিদেশীয় গুরুমহাশয়দিগের শিক্ষাপ্রসূত, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই। উল্লিখি শাস্ত্রসমূহ যে কেবলমাত্র লৌকিকজ্ঞানের আকর এবং উহা দ্বারা সাক্ষাৎভা আত্মতত্ত্ব লাভ যে অসম্ভব, তাহা ত' তাঁহারা স্পষ্টভাবেই বলিয়া গিয়াছেন তাঁহারা নিখিল বেদ বিদ্যাকে "অপরা-বিদ্যা" নামে অভিহিত করিয়াছেন। আত্মবিদ্যাকে তাঁহারা "পরা-বিদ্যা" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। "অ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে" (২) যে বিদ্যা দ্বারা অক্ষর পুরুষ বা পরমাত্মা জ্ঞান লাভ হয় তাহার নাম পরা বিদ্যা। অপরা বিদ্যার সহায়তায় আত্মজ্ঞা লাভ হয় না। বেদের রহস্যভাগ অথবা উপনিষদ্ শাস্ত্রে এই পরাবিদ্য শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে! অপরাবিদ্যার সহায়তায় এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে এব জীবাদির তত্ত্ব বুঝিতে পারা যায়। প্রকৃতি নিজেই জড়া,—প্রকৃতির জ্ঞা লাভ না করিতে পারিলে কখনই পুরুষের স্বরূপ বিষয়ে জ্ঞান লাভে অধিকা জন্মে না। বেদে যে অখিল বিদ্যার বীজ নিহিত রহিয়াছে এবং বৈদিক ঋষিগণ যে জড় প্রকৃতির তাবৎ রহস্য অবগত ছিলেন, তাহা মহর্ষি শ্রীশ্রীদয়ানন্দ সরস্বতী স্বামি জী নিজ অতুলনীয় বেদভাষ্যে অতি সুন্দররূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। পাঠকগণ ইচ্ছা করিলে পূর্ব্বপুরুষগণের অলৌকিক মহিমার তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া ধন্য হইতে পারেন।

বিদ্যার্থী বালক ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে অবস্থান করতঃ নিখিল শাস্ত্রাধ্যয়ন করিবে ইহাই শাস্ত্রের আদেশ। অধ্যেয় শাস্ত্রসমূহের সংখ্যা দেখিলে স্পষ্টই অনুভূত হয় যে অতি দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত অসীম ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক অতি কঠোর তপস্য না করিলে এই বিদ্যাবারিধি উত্তীর্ণ হওয়া যায় না! শ্রীমন্ মহর্ষি মনু বলিতেছেন,—

(২) মুণ্ডক উপনিষদ্।

"ষটত্রিংশদাব্দিকং চর্য্যংগুরৌ ত্রৈবেদিকং ব্রতম্।
তদর্দ্ধিকং পাদিকং বা গ্রহণান্তিকমেব বা॥ ১॥
বেদানধীত্য বেদৌ বা বেদং বাপি যথাক্রমম্।
অবিপ্লুতব্রহ্মচর্য্যো গৃহস্থাশ্রমমাবশেৎ॥ ২॥"

তৃতীয় অধ্যায়।

দ্বিজ বালকের পক্ষে ষটত্রিংশ, অষ্টাদশ, নবম বৎসর পর্য্যন্ত অথবা যে পর্য্যন্ত শিক্ষা সমাপ্ত না হয়, ততকাল গুরুগৃহে বাস করিয়া ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করিতে হইবে। সমস্ত বেদ, অভাবপক্ষে দুই বেদ, অন্ততঃপক্ষে একটী বেদ অধ্যয়ন শেষ করতঃ ব্রহ্মচর্য্য অস্খলিত রাখিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিতে হইবে। মহর্ষি মনুর মতে তত বৎসর পর্য্যন্ত শিক্ষা করিলে তবে সাধারণ মেধাবী বালকের শিক্ষা সমাপ্ত হয়। অষ্টম বৎসর বয়সে বিদ্যার্থী ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে প্রবেশ করিলে চতুর্চত্বারিংশৎ বর্ষে তাহার শিক্ষা সমাপ্ত হয়। ইহাই উত্তম কল্প। ছান্দোগ্য উপনিষদে আটচল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য করার উপদেশ আছে। প্রাচীনকালে যে দ্বিজ বেদ পাঠ করিতেন না তিনি নিতান্ত অপদস্থ হইতেন। ঋষিদের মতে অবেদজ্ঞ দ্বিজ (বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ) শূদ্রবৎ নিন্দনীয়। মনু বলেন,—

"ন হায়নৈর্ন পালিতৈর্ন বিত্তেন ন বন্ধুভিঃ।
ঋষয়শ্চক্রিরে ধর্ম্মং যোঽনূচানঃ স নো মহান্॥ ১৫৪॥
যথা কাষ্ঠময়ো হস্তী যথা চর্ম্মময়ো মৃগঃ।
যশ্চ বিপ্রোঽনধীয়ানস্ত্রয়স্তে নামবিভ্রতি॥ ১৫৭॥
যথা ষণ্ডোঽফলঃ স্ত্রীষু যথা গৌর্গবি চাফলা।
যথা চাজ্ঞেঽফলং দানং তথা বিদ্বপ্রাঽনৃচোঽফলঃ॥ ১৫৮॥
বেদমেব সদাভ্যস্যেত্তপস্তপ্স্যন্ দ্বিজোত্তমঃ।
বেদাভ্যাসো হি বিপ্রস্য তপঃ পরমিহোচ্যতে॥ ১৬৬॥
যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥ ১৬৮॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বয়স, জরা, সম্পত্তি কিম্বা লোকবল প্রভৃতি লোকের দ্বারা মহত্ত্ব সূচিত হয় না। ঋষিগণের মতে বেদজ্ঞতাই মহত্ত্বের চিহ্ন। কাষ্ঠময় হস্তী যেমন

প্রকৃত হস্তী নহে, চর্ম্মময় মৃগ যেমন মৃগ নহে, তদ্রূপ বেদহীন ব্রাহ্মণ শূদ্র ব্রাহ্মণ নহে, উহারা যথাক্রমে নামমাত্র হস্তী, নামমাত্র মৃগ এবং নামমাত্র ব্রাহ্মণ। নপুংসকের পক্ষে স্ত্রী সম্ভোগ যেমন নিষ্ফল, গাভীর সহিত গাভীর সংসর্গ যেরূপ নিষ্ফল, অজ্ঞ ব্যক্তিকে দান যেরূপ নিষ্ফল অবেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ তদ্রূপ নিষ্ফল। দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ সর্ব্বদাই বেদাভ্যাস করিবেন, কারণ বেদাভ্যাস বিপ্রের পক্ষে পরম তপস্যা। যে দ্বিজ বেদ পাঠ না করিয়া অন্য বিষয় পরিশ্রম করে, সে ইহ জীবনেই পুত্র পৌত্রাদি সমেত শূদ্রত্ব লাভ করে।

বেদাধ্যয়নের এইরূপ প্রশংসা সর্ব্বশাস্ত্রেই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। এই সুদুর্লভ বেদ বিদ্যা গ্রহণের জন্যই দুশ্চর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতে হয়। ব্রহ্মচর্য্যের কঠোরতা সম্বন্ধে পুরাণ ও মহাভারতাদি গ্রন্থে বিস্তর উপাখ্যান আছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে সেই সকল উপাখ্যান বলিবার স্থানাভাব। অগত্যা ধর্ম্মশাস্ত্র কথিত কতিপয় নিয়ম অতি সংক্ষেপে উক্ত হইতেছে। মহর্ষি মনু বলেন,—

"অগ্নীন্ধনং ভৈক্ষচর্য্যামধঃ শয্যাং গুরোর্হিতম্।
আসমাবর্ত্তনাৎ কুর্য্যাৎ কৃতোপনয়নো দ্বিজঃ ॥ ১০৮ ॥"

দ্বিতীয় অধ্যায়

দ্বিজ বালকের উপনয়ন হওয়ার পরে যতদিন পর্য্যন্ত তাহার পাঠ শেষ ও গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশাধিকার না হয়, ততদিন প্রত্যহ হোম, সমিৎ-সংগ্রহ, ভিক্ষা, অধঃশয্যায় শয়ন এবং গুরুসেবা করিতে হইবে। আর:—

"নিত্যং স্নাত্বাশুচিঃ কুর্য্যাদ্দেববর্ষি পিতৃতর্পণম্।
দেবতাভ্যর্চনঞ্চৈব সমিদ্ধানমেবচ ॥ ১৭৬ ॥
বর্জয়েন্মধুমাংসঞ্চ গন্ধং মাল্যং রসান্ স্ত্রিয়ঃ।
শুক্তানি যানি সর্ব্বাণি প্রাণিনাঞ্চৈব হিংসনম্ ॥ ১৭৭ ॥
অভ্যঙ্গমঞ্জনঞ্চাক্ষ্ণোরুপানচ্ছত্রধারণম্।
কামং ক্রোধঞ্চ লোভঞ্চ নর্ত্তনং গীতবাদনম্ ॥ ১৭৮ ॥
দ্যূতঞ্চ জনবাদঞ্চ পরিবাদং তথানৃতম্।
স্ত্রীণাঞ্চ প্রেক্ষণালম্ভমুপঘাতং পরস্যচ ॥ ১৭৯ ॥
একঃশয়ীত সর্ব্বত্র ন রেতঃ স্কন্দয়েৎ ক্বচিৎ।
কামাদ্ধিস্কন্দয়ন্ রেতো হিনস্তি ব্রতমাত্মনঃ ॥ ১৮০ ॥

স্বপ্নেসিক্ত্বা ব্রহ্মচারী দ্বিজঃ শুক্রমকামতঃ।
স্নাত্বার্কমর্চয়িত্বা ত্রিঃ পুনর্মামিত্যৃচং জপেৎ ॥ ১৮১ ॥
উদকুম্ভং সুমনসোগোশকৃন্মৃত্তিকাকুশান্।
আহরেদ্ যাবদর্থানি ভৈক্ষ্যঞ্চাহরহশ্চরেৎ ॥ ১৮২ ॥
বেদযজ্ঞৈরহীনানাং প্রশস্তানাং স্বকর্ম্মসু।
ব্রহ্মচর্য্যাহরেদ্ভৈক্ষং গৃহেভ্যঃ প্রযতোঽন্বহম্ ॥ ১৮৩ ॥
গুরোঃ কুলে ন ভিক্ষেত ন জ্ঞাতি কুলবন্ধুষু।
অলাভেত্বন্যগেহানাং পূর্ব্বং পূর্ব্বং বিবর্জয়েৎ ॥১৮৪ ॥
সর্বংবাপি চরেদ্গ্রামং পূর্বোক্তানামসম্ভবে।
নিয়ম্য প্রযতো বাচমভিশস্তাংস্তু বর্জয়েৎ ॥১৮৫ ॥
দূরাদাহৃত্য সমিধঃ সংনিদধ্যাদ্বিহায়সি।
সায়ং প্রাতশ্চ জুহুয়াত্তাভিরগ্নিমতন্দ্রিতঃ ॥১৮৬ ॥
অকৃত্বা ভৈক্ষচরণমসমিধ্য স পাবকম্।
অনাতুরঃ সপ্তরাত্রমবকীর্ণিব্রতং চরেৎ ॥১৮৭ ॥
ভৈক্ষেণ বর্ত্তয়েন্নিত্যং নৈকান্নাদী ভবেদ্ ব্রতী।
ভৈক্ষেণ ব্রতিনো বৃত্তিরুপবাসসমা স্মৃতা ॥১৮৮ ॥" (৩)

মনুসংহিতা দ্বিতীয় অধ্যায়।

ব্রহ্মচারী গুরুগৃহে বাস করতঃ নিত্য স্নান দ্বারা শুচি হইয়া দেব, ঋষি এবং পিতৃগণের তর্পণ এবং অগ্নিতে সমিধ্ প্রক্ষেপ পূর্ব্বক হোম করিবে। মদ্য, মাংস, গন্ধদ্রব্য, মাল্য, সুমিষ্ট দ্রব্য, (মিষ্টদ্রব্য উৎসেবিত হইয়া অম্লরসযুক্ত হইলে শুক্ত বলে) সমুদয় শুক্ত, প্রাণিহিংসা, তৈলমর্দ্দন, চক্ষুতে অঞ্জনপ্রলেপ, পাদুকা, ছত্র, কাম, ক্রোধ, লোভ, নৃত্য, গীত, বাদ্য, দ্যূতক্রীড়া, দেশের সাধারণ লোকচর্চ্চা, পরনিন্দা, মিথ্যা, স্ত্রীলোককে কামভাবে দর্শন এবং স্পর্শন, পরাপকার, পরিত্যাগ করিবে। একাকী অধঃশয্যায় শয়ন করিবে,

৩। এরূপ কঠোর ব্রত ব্রাহ্মণের পক্ষেই অবশ্যকর্ত্তব্য; ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের পক্ষে অবশ্যকর্ত্তব্য নহে। যথা মনু,—

"ব্রাহ্মণস্যৈব কর্ম্মৈত দুপদিষ্টং মনীষিভিঃ।
রাজন্য বৈশ্যয়োস্ত্বেবং নৈত্যকর্ম বিধীয়তে ॥ ২।২৯০।

তবে ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই ব্রত করিলে উৎকৃষ্ট ফলভাগী হইবেন সন্দেহ নাই।

কদাচ শুক্রস্খলন হইতে দিবে না। ইচ্ছা করিয়া শুক্রস্খলন করিলে ব্র ভঙ্গ হইয়া যাইবে। যদি স্বপ্নযোগে রেতঃস্খলন হইয়া যায়, তাহা হইলে স্ন করতঃ পরমাত্মারূপী সূর্য্য পূজা করিয়া "পুনর্মামেত্বিন্দ্রিয়ত্ব" এই ঋক্ প করিবে। স্বয়ং আবশ্যক মত প্রতিদিন কলসী করিয়া জল, ফুল, গোম মৃত্তিকা, কুশ আহরণ করিবে এবং নিত্য ভিক্ষা করিবে। বেদজ্ঞ, যাজ্ঞি এবং নিত্যকর্ম্মপরায়ণ এরূপ সুগৃহীর গৃহ হইতে প্রত্যহ নিয়ম মত ভিক্ষ হরণ করিবে। গুরু, গুরুর জ্ঞাতিবন্ধুও নিজ জ্ঞাতি বন্ধুগণের গৃহে ভি করিবে না; যদি অন্যরূপ গৃহ না পাওয়া যায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব গৃহ ত্যাগ করিবে অর্থাৎ নিঃসম্পর্ক গৃহ না মিলিলে নিজ জ্ঞাতি বন্ধুদিগের গৃহে এবং তদভা গুরুর বন্ধুদিগের গৃহে ভিক্ষা করিতে পারে। যদি সহজে সুগৃহীর গৃহ না মি তাহা হইলে সমস্ত গ্রাম পরিভ্রমণ করিবে কিন্তু ভিক্ষা প্রার্থনার সময় অধি বাক্যব্যয় করিবে না,—এবং পাতকী দিবার গৃহে ভিক্ষা করিবে না। দূরস্থা হইতে সমিধ্ সংগ্রহ করিয়া শূন্যে (উচ্চস্থানে) তুলিয়া রাখিয়া দিবে এব নিরলস হইয়া সায়ং প্রাতঃ হোম করিবে। পীড়িত না হইলে ভিক্ষা এ সমিধ্ সংগ্রহ পরিত্যাগ করিবে না; সুস্থ শরীরে ক্রমাগত সাতদিন ভিক্ষাচ এবং হোম না করিলে অবকীর্ণি ব্রত (ব্রহ্মচারী পতিত হইলে অবকীর্ণ বলে,—একাদশ অধ্যায়ে ইহার প্রায়শ্চিত্ত লিখিত হইয়াছে।) করিবে হইবে। প্রত্যহ একই ব্যক্তির গৃহে ভিক্ষা লইবে না, পরিভ্রমণ করতঃ ব ব্যক্তির গৃহে ভিক্ষা করিতে হইবে। এইরূপ ভিক্ষা দ্বারাই ব্রহ্মচারীকে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়। এইরূপ ভিক্ষান্ন ভোজন উপবাসের সমান পুণ্যপ্রদ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅখিলচন্দ্র পালিত।

DOUBLE COLOUR

প্রাপ্ত গ্রন্থ ও পত্রিকাদির সমালোচনা।

অলৌকিক রহস্য। মাসিক পত্র। ৪৭।১ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট্ হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, এম্ এ। মাঘ সংখ্যা পাইয়াছি। অনেকগুলি সত্য ঘটনা বিশিষ্ট অলৌকিক সংবাদ পাঠ করিয়া পরিতৃপ্ত হইলাম।

আনন্দবাজার পত্রিকা। সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র। ২ নং আনন্দ চাটুর্য্যের গলি, কলিকাতা, হইতে প্রকাশিত। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা। নিয়মমত আমরা পাইতেছি ও কায়স্থ সংবাদও প্রকাশিত হইতেছে।

আর্য্যকায়স্থ প্রতিভা। মাসিক কায়স্থ পত্রিকা। ফরিদপুরের অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ দেব শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার বর্ম্মা, বি, এ কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত। প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০ আনা। ফাল্গুন সংখ্যা পাইয়াছি। কায়স্থ মাত্রেরই ঐরূপ জাতিতত্ত্ব-বিষয়ক সাধারণ পত্রের গ্রাহক হওয়া উচিত। এ সংখ্যাতেও অনেকগুলি কৌতূহলপ্রদ ও আবশ্যকীয় বিষয় সন্নিবিষ্ট আছে।

কায়স্থ, প্রদীপ্ ১ম ভাগ। বাগেরহাট খুলনা কায়স্থ সম্মিলনী সভা হইতে দেব শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ বর্ম্মা কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত। মন্মথ বাবু বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার একজন উদ্যোগী নিস্বার্থ প্রচারক। কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে এই পুস্তকখানিতে অনেক বিষয় জানা যাইবে। এই সারবান পুস্তকখানির বহুল প্রচার প্রার্থনা করি। মন্মথ বাবু যেরূপ নিঃস্বার্থ স্বজাতি প্রেমিক তাহাতে কায়স্থ মাত্রেরই নিকট এরূপ পুস্তকের আদর হইবে আশা করা যায়।

গৃহস্থ। মাসিক পত্র। ২৪ নং মিডিল্ রোড্, ইটিলী হইতে প্রকাশিত। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য একটাকা। চৈত্র সংখ্যা পাইয়াছি। ত্রৈলঙ্গ স্বামীর চিত্রটী চিত্তাকর্ষক।

জন্মভূমি। মাসিক পত্রিকা। ৯৩ নং মাণিক বসুর ঘাট্ ষ্ট্রীট্ হইতে প্রকাশিত। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০। ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যা পাইয়াছি। কায়স্থ কুল-উজ্জ্বলকারী স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্তের সংক্ষিপ্ত জীবনী ইহাতে সন্নিবিষ্ট আছে। "ম্যয়া" গল্পটী বড়ই মনোহর। "শিশুদিগের রোগ নিবারণের উপায়" সকলেরই জানা আবশ্যক।

শ্রীবৈষ্ণব সেবিকা। মাসিক পত্রিকা। ১২ নং সেণ্ট্ জেমস্ লেন্ হইতে প্রকাশিত। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মায় ডাক মাশুল ৸৵০ আনা মাত্র। এত অল্প মূল্যে এরূপ সামাজিক মাসিক পত্রিকা বিরল। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নিকট ইহা মূল্যবান্ সামগ্রী।

প্রচারক আচার্য্য দেব শ্রীযুক্ত রামাপদ পাল চৌধুরী বর্ম্মা মহাশয়ের প্রচার-কার্য্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

১লা চৈত্র, ১৩১৬। ঢাকায় প্রচার করেন। তথাকার গভর্ণমেণ্টের উকীল রায় শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর সপুত্র ও বান্ধবাদি সহ আগামী অক্ষয়তৃতীয়ার দিন উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করিবেন স্থির হইয়াছে। সাহিত্য-রথী রায় শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর বিদ্যাসাগর মহাশয় ও স্থানীয় অনেকগুলি শিক্ষিত কুলীন ও মৌলিক কায়স্থ মহোদয়গণও উপনয়ন সংস্কার শীঘ্রই গ্রহণ করিবেন। আমাদের সভার ভূতপূর্ব্ব সভাপতি স্যার শ্রীযুক্ত চন্দ্রমাধব ঘোষ নাইট মহোদয় ঢাকায় ঐ সকল মহোদয়গণের উপনয়নের নির্দ্ধারিত শুভদিনের সংবাদ তারযোগে পাইলেই বা তাঁহাদের পত্র পাইলেই পুত্রপৌত্রাদি সহ ঐ শুভদিনেই উপনয়ন গ্রহণ করে তাঁহাকে অনুরোধ করা হইয়াছে।

৭ই চৈত্র, ১৩১৬। দিনাজপুর শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র তরকদার (প্রধান মোক্তার) ও ঢাকার শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনারায়ণ সরকার (এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন) মহোদয়গণ পুত্রাদিসহ উপনয়ন গ্রহণ করেন ও পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের সহিত ৮ই চৈত্র রায় সাহেব মহাশয়ের বাটীতে সভা আহ্বান করিয়া বক্তৃতা করেন।

শোক প্রকাশ।

—:*:—

গত ৭ই মে, ১৯১০ (২৪এ বৈশাখ, ১৩১৭) শনিবার আমাদের প্রজাবৎসল, মহা-প্রতাপশালী, সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর, রাজরাজেশ্বর ভারতসম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড ৬৯ বৎসর বয়সে মানবলীলা সম্বরণ করিয়া পরমধামে গমন করিয়াছেন। চারিদিকে শোকের বেগ ঝটিকাবিক্ষুব্ধ বিশাল সাগরের তরঙ্গমালার ন্যায় সমগ্র ব্রিটিশ রাজ্যকে উদ্বেলিত করিয়া তুলিয়াছে। ভারতবাসী রাজভক্ত প্রজাগণের মর্ম্মান্তিক বেদনারাশি তোমার ত্রিদিবের সিংহাসনে কিম্বা এই অখিল জগতের কোন এক স্বর্গসম উচ্চ স্থানে যাইয়া তোমার অমর আত্মার নিকট পৌঁছিতেছে কিনা জানি না, কিন্তু ইংলণ্ডের হিরণ্ময় রাজসিংহাসনে তোমার আত্মজের সমীপে তাহা পৌঁছিতেছে। তোমার বিয়োগ ব্যথায় বিশাল ভারতের রাজভক্ত সমগ্র প্রজা-মণ্ডলীর মধ্যে কোটি কোটি ক্ষত্রিয় কায়স্থজাতির মর্ম্মস্থলে যে কি এক গভীর যন্ত্রনা অনুভূত হইতেছে তাঁহা প্রকাশ করিবার শক্তিও বিলুপ্ত হইয়াছে। ক্ষত্রিয় কায়স্থজাতির একীভূত সভা 'বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা' হইতে বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণের শোকের দীর্ঘনিশ্বাস সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র দেববর্ম্মা, বি এল, মহাশয় তারযোগে তোমার আত্মজ, বর্ত্তমান ভারত-সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। সকল জাতি অপেক্ষা কায়স্থজাতির এরূপ গভীরতর শোকের একমাত্র কারণ এই যে স্বর্গগত সম্রাট এই জাতিকে বড় স্নেহের চক্ষে দেখিতেন ও সকল বিষয়ে আদর করিয়া এই জাতিকে উচ্চ উচ্চ অধিকার প্রদান করিতেন। উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতির পদ, সর্ব্বপ্রথম কমিশনারের পদ ও ব্যবস্থাপক সভার উচ্চ সদস্য পদ এই জাতির মধ্যে ও 'বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার' সভ্যগণের মধ্যেই প্রদান করিয়াছিলেন। যিনি এতদূর স্নেহ করিতেন, তাঁহার বিয়োগে এ জাতি কাঁদিবে না ত কে

আর কাঁদিবে? সকলসময়ে এরূপ রাজার প্রিয়চিকীর্ষু সরলান্তকরণ প্রজা আর ভারতে দ্বিতীয় ছিল না ও নাই। সেইজন্যই রাজনীতি-বিশা রাজাগণ চিরদিনই ক্ষত্রিয় কায়স্থগণকেই রাজ্যশাসন ও রাজ্যপালন কা নিযুক্ত করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন।

বর্ত্তমান সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের নিকট প্রার্থনা—রাজরাজেশ্বরী দয়াম পিতামহী ও রাজর্ষভ পিতার ন্যায়—এ জাতিকে সেইরূপ করুণা স্নেহবারি সিঞ্চনে সঞ্জীবিত রাখিবেন। রাজা কৌমার কালে যখন ভার পদার্পণ করেন, তখন 'বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা' হইতে আমরা যে আনন্দে অভিনন্দন প্রেরণ করিয়াছিলাম, তাহাতে তিনি যেরূপ রাজোচিত উত্ত প্রদানে আশান্বিত রাখিয়াছেন, আশা আছে চিরদিন তাঁহার অনুগ্রহ লা করিয়া এ জাতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে।

এক্ষণে পরম পুরুষোত্তম ত্রিলোকেশ্বর শ্রীভগবানের নিকট কায়মনোবাকে প্রার্থনা করিতেছি যে তাঁহার অমর আত্মা তাঁহাতেই প্রবেশ লাভ করুক,— রাজপরিবারবর্গের ও রাজভক্ত প্রজাগণের শোকসন্তপ্ত হৃদয় প্রশমিত হউক শ্রীভগবানের শ্রীমুখের কথায় বলিতে হয় :—

"দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্ব্বস্য ভারত।
তস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥"

এবং স্বর্গগত সম্রাটের অমর আত্মার অমরত্ব স্মরণ করিয়া কবির কথা আমরা এই শোকে এই শান্তি পাই :—

"চৈতন্যে মিশিল চিত্ত, স্নেহ হ্রদে স্নেহ নদী,
কিরণে কিরণ;
সৌন্দর্য্যে সৌন্দর্য্য ধারা হাসির তরঙ্গে হাসি,
জীবনে জীবন।"

L. N. Press,—43 Grey Street, Calcutta.

কায়স্থ-পত্রিকা।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৭। } নবপর্য্যায় ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা।

সামাজিক সংবাদ।

উপনয়ন।

—:০:—

৩রা মাঘ, ১৩১৬।

(তেন্তুলা, জেলা বরিশাল)

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র দাস, সাং তেন্তুলা, জেলা বরিশাল। (বঙ্গজ)
,, বসন্তকুমার দাস, ঐ ঐ ঐ
,, ললিতকুমার দাস, ঐ ঐ ঐ

২রা ফাল্গুন, ১৩১৬।

(জেলা বর্দ্ধমান, দাঁইহাট কেন্দ্র)

১। শ্রীগণেশচন্দ্র সরকার, সাং দাঁইহাট, পাইকপাড়া, জেলা বর্দ্ধমান।
২। ,, জিতেন্দ্রনাথ মিত্র, ঐ
৩। ,, বটকৃষ্ণ মিত্র, ঐ
৪। ,, ব্যোমকেশ মিত্র, ঐ

১৬ই ফাল্গুন, ১৩১৬।

(ফরিদপুর জেলাস্থ পোঁড়াব্যুহ, শ্রীঅমলচন্দ্র বসুমহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)

১। শ্রীঅমলকৃষ্ণ বসু, সাং পোড়াব্যুহ, জেলা ফরিদপুর।
২। ,, কালীকুমার পাল, ঐ
৩। ,, বসন্তকুমার দত্ত, ঐ
৪। ,, সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, ঐ

২৩শে ফাল্গুণ, ১৩১৬।

(শোভাবাজার রাজবাটীর কেন্দ্র)

১। কুমার শ্রীঅনীলকৃষ্ণ দেব, বিএ, সাং শোভাবাজার, রাজবাটী।
২। ,, গুণেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, ঐ

৭ই চৈত্র, ১৩১৬।

(গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর, শ্রীপ্রসন্নকুমার বসু মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)

১। শ্রীমনীন্দ্রকুমার বসু, সাং বিদ্যানন্দকাটী, জেলা যশোহর। (দক্ষিণরাঢ়
২। " যতীন্দ্রকুমার বসু, ঐ ঐ
৩। " সত্যেন্দ্রকুমার বসু, ঐ ঐ
৪। " সুকুমার বসু, ঐ ঐ
৫। " সুরেন্দ্রকুমার বসু, ঐ ঐ
৬। " হেমেন্দ্রকুমার বসু, ঐ ঐ

(জেলা বর্দ্ধমান, দাঁইহাট কেন্দ্র)

১। শ্রীকেদারনাথ মিত্র, সাং দাঁইহাট, পাইকপাড়া, জেলা বর্দ্ধমান।
২। ,, শরৎচন্দ্র মিত্র, ঐ
৩। ,, দ্বিজপদ সিংহ, সাং দাঁইহাট, জেলা বর্দ্ধমান।
৪। ,, মনীন্দ্রমোহন দত্ত, ঐ
৫। ,, রাধাগোবিন্দ দত্ত, ঐ
৬। ,, হরেরাম দত্ত, ঐ
৭। ,, শিবচন্দ্র দেব, ঐ

(কাঞ্চনতলা, জেলা মুর্শিদাবাদ)

শ্রীশরৎভূষণ বসু, সাং কাঞ্চনতলা, জেলা মুর্শিদাবাদ। (বঙ্গজ)

১২ই চৈত্র, ১৩১৬।

(কায়স্থোপনয়ন সমিতির অষ্টম কেন্দ্র)

১। শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায়, সাং আল্‌গী, জেলা ফরিদপুর।
২। ,, প্রমথনাথ ঘোষ, ঐ ঐ
৩। ,, রামলাল দত্ত, সাং বাঁশগ্রাম, জেলা যশোহর।

৪। ,, তারণচন্দ্র বিশ্বাস, সাং ভাস্‌ড়া, জেলা ফরিদপুর।
৫। ,, প্রতাপচন্দ্র দত্ত, সাং শোলপুর, জেলা যশোহর।
৬। ,, মথুরানাথ চন্দ্র, ঐ ঐ
৭। ,, যাদবচন্দ্র দত্ত, ঐ ঐ

১৩ই চৈত্র, ১৩১৬।

(ফরিদপুর জেলাস্থ হাবাসপুর, শ্রীকৈলাশচন্দ্র ও অশ্বিনীকুমার দত্ত মহোদয়ের বাটীর কেন্দ্র)

১। শ্রীকুঞ্জলাল রায়, সাং পুটিয়া, জেলা নদিয়া (বারেন্দ্র)
২। ,, অভয়চরণ সরকার, সাং বসোয়া। ঐ
৩। ,, অশ্বিনীকুমার সরকার, ঐ ঐ
৪। ,, জলধর সরকার, সাং রঘুনন্দনপুর। ঐ
৫। ,, বিরজানাথ সরকার, ঐ ঐ
৬। ,, যোগেন্দ্রনাথ সরকার, ঐ ঐ
৭। ,, কেদারনাথ দত্ত, সাং হাবাসপুর। ঐ
৮। ,, কৈলাসচন্দ্র ,, , ঐ ঐ
৯। ,, দ্বারকানাথ ,, , ঐ ঐ
১০। ,, মন্মথনাথ ,, , ঐ ঐ
১১। ,, মুকুন্দলাল ,, , ঐ ঐ
১২। ,, রাধাগোবিন্দ ,, , ঐ ঐ
১৩। ,, শ্রীমন্তলাল ,, , ঐ ঐ
১৪। ,, অভয়চরণ সরকার, ঐ ঐ
১৫। ,, জ্ঞানেন্দ্রনাথ ,, , ঐ ঐ
১৬। ,, তারাপদ ,, , ঐ ঐ
১৭। ,, রাধাপদ ,, , ঐ ঐ
১৮। ,, শরৎচন্দ্র ,, , ঐ ঐ
১৯। ,, দেবেন্দ্রনাথ সিংহ, ঐ ঐ

১৭ই চৈত্র, ১৩১৬।

(বৃন্দাবন কেন্দ্র)

শ্রীআশুতোষ ঘোষ, সাং গোবিন্দপুর, জেলা যশোহর।

২৩শে চৈত্র, ১৩১৬।

(ঢাকাজেলা, ব্রাহ্মণগাঁও কেন্দ্র)

১। শ্রীজগচ্চন্দ্র গুহ-ঠাকুরতা, সাং ব্রাহ্মণগাঁও, জেলা ঢাকা। (বঙ্গজ)

২। ,, জয়চন্দ্র সরকার, ঐ ঐ

৩। ,, নগেন্দ্রচন্দ্র দেব, ঐ ঐ

৪। ,, নিবারণচন্দ্র সরকার, ঐ ঐ

৫। ,, বিধুভূষণ গুহ-ঠাকুরতা, ঐ ঐ

৬। ,, মন্মথনাথ গুহ-ঠাকুরতা, ঐ ঐ

৭। ,, মহিমচন্দ্র সরকার, ঐ ঐ

৮। ,, মনোরঞ্জন গুণরায়, ঐ ঐ

৯। ,, রজনীকান্ত দেব, ঐ ঐ

১০। ,, রেবতীনাথ দত্ত, (উকীল), ঐ ঐ

১১। ,, হীরালাল সরকার, ঐ ঐ

৮ই বৈশাখ, ১৩১৭।

(কায়স্থোপনয়ন-সমিতির নবম কেন্দ্র)

১। শ্রীশরৎচন্দ্র ঘোষ, সাং ইশিবপুর, জেলা ফরিদপুর। (বঙ্গজ)

২। অবিনাশচন্দ্র ঘোষ, সাং দোলকুণ্ডী, ঐ ঐ

৩। ,, যজ্ঞেশ্বর মিত্র, ঐ ঐ ঐ

৯ই বৈশাখ ১৩১৭।

(কায়স্থোপনয়ন-সমিতির দশম কেন্দ্র)

১। শ্রীঅমূল্যরতন ঘোষ, সাং জয়রাঙ্গা পোঃ, জেলা যশোহর (উত্তররাঢ়ী

২। ,, আশুতোষ ঘোষ, ঐ ঐ ঐ

৩। ,, ব্রজেন্দ্রনারায়ণ সিংহ, ঐ ঐ ঐ

৪। শ্রীলালগোপাল দত্ত কবিরঞ্জন (কবিরাজ), সাং গাদগাছী, নরহাটা পোঃ, জেলা যশোহর (উত্তররাঢ়ী

শ্রীনীলমণি দত্ত, সাং ঘোষপুর, ঘোয়াইল পোঃ, জেলা যশোহর। (উত্তররাঢ়ী)

৬। ,, রমেশচন্দ্র ঘোষ, সাং রামনগর, রংমহল পোঃ, জেলা যশোহর, (উত্তররাঢ়ী)।

৭। ,, কৃষ্ণনাথ সিংহ, সাং শিবনগর, নলডাঙ্গা পোঃ, জেলা যশোহর। (উত্তররাঢ়ী)

৮। ,, শরৎচন্দ্র সিংহ, ঐ ঐ ঐ

৯। ,, উপেন্দ্রনাথ সিংহরায়, সাং সাঁড়াপোল, রংমহল পোঃ, জেলা যশোহর। ঐ

(ওশমানপুর কেন্দ্র)

১। শ্রীউপেন্দ্রনাথ সরকার, সাং ওশমানপুর।

২। ,, বনয়ারিলাল দাস, ঐ

১১। ১৪ই বৈশাখ, ১৩১৭।

(কায়স্থোপনয়ন-সমিতির একাদশ কেন্দ্র)

১। শ্রীচিন্তাহরণ চন্দ্র, সাং কালারায়েরচর, জেলা ফরিদপুর।

২। ,, উপেন্দ্রনাথ দাস, সাং কাশিমপুর, ঐ

৩। ,, যোগেন্দ্রনাথ দত্ত, ঐ ঐ

৪। ,, অমৃতলাল দত্ত, সাং দত্তপাড়া, ঐ

৫। ,, অবনীমোহন বসু, ঐ ঐ

৬। ,, রাজকুমার মিত্র, ঐ ঐ

৭। ,, যাদবচন্দ্র দত্ত, সাং বাজিৎপুর, ঐ

৮। ,, সুরেন্দ্রনাথ দত্ত, সাং মানিকদহ, ঐ

৯। ,, হেরম্বচন্দ্র ঘোষ, সাং সরিপাবাদ, ঐ

বিবাহ।

—০—

নিম্নলিখিত বিবাহে দেনাপাওনার কথা হয় নাই শুনা যায় :—

৮ই বৈশাখ, ১৩১৭। কলিকাতা। যব্বলপুরের শ্রীরাজেশ্বর মিত্রের মধ্যম পুত্রের সহিত দর্জ্জিপাড়ার গুহবংশীয় শ্রীহরিচরণ গুহের কন্যার।

১৬ বৈশাখ, ১৩১৭। কলিকাতা। শ্যামপুকুরনিবাসী কুমার শ্রীমন্মথনাথ

মিত্রের তৃতীয় পুত্রের সহিত গোয়াবাগান নিবাসী ৺ ডাক্তার হরনাথ পৌত্রীর।

১৯শে বৈশাখ, ১৩১৭। কলিকাতা। শ্যামপুকুরনিবাসী কুমার শ্রীমন্মথ মিত্রের মধ্যম পুত্র শ্রীবসন্তকুমারের বিবাহে :—

উপরিউক্ত দুই বিবাহে কোন চুক্তি হয় নাই, বরানুগমনেও কোন অপ হয় নাই এবং কন্যাপক্ষ হইতে বরকর্ত্তা কিছু মাত্র লয়েন নাই।

নিম্নলিখিত বিবাহে দেনাপাওনার কথা হইয়াছিল শুনিতে পাওয়া যায় :-

৮ই বৈশাখ, ১৩১৭। কলিকাতা। হরিনাভিনিবাসী শ্রীঅমৃতলাল ব জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীরাজকুমারের সহিত হৃদয়রাম বাঁড়ুয্যের লেনস্থ ১০।১ হলধরবর্দ্ধ লেনের শ্রীদুর্গাচরণ মিত্রের কনিষ্ঠা কন্যার।

অশৌচ।

—:০:—

দ্বাদশ দিস।

১৯শে চৈত্র, ১৩১৬। ফরিদপুরজেলাস্থ পোড়াবুহ গ্রাম নিবাসী শ্রীকৈল চন্দ্র পাল দেববর্ম্মার শ্রাদ্ধ।

ভাগলপুর কায়স্থ সম্মিলনে বক্তৃতা।

কায়স্থ ভ্রাতৃগণ—

অদ্য আমরা একটি গুরুতর আলোচনার নিমিত্ত সমবেত হইয়াছি, —জা উন্নতি ; কিন্তু আমি, 'জাতি' শব্দ সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার করিতেছি—কায়স্থ জা উন্নতি। আমি কায়স্থ ; এ কথা মনে করিলে আমার আত্মশ্লাঘা পরিবর্দ্ধি হয়। যে জাতি বিদ্যা, বুদ্ধি ও প্রভাবে বিন্ধ্যাচলের উত্তরস্থ আর্য্যপ্রদে উচ্চস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে, যে জাতীর নাম ও নিশান বৈদিকক হইতে জাজ্বল্যমান রহিয়াছে, যে জাতি ভারতবর্ষের সর্ব্ব প্রদেশে রাজ্যশাস কার্য্যে বিবিধ প্রকারে সহায়তা করিতেন, যাঁহাদের অভাবে রাজস্ব ও কি বিভাগের কার্য্য চলিত না বলিলেও অত্যুক্তি হইত না, আমি সেই জাতি

জন্মগ্রহণ করিয়াছি—এ কথা কেনই বা শ্লাঘার বিষয় হইবে না ? বাল্যকাল অবধি শুনিয়া আসিতেছি কায়স্থজাতি "যাবৎচন্দ্র-দিবাকর" ভারতবর্ষে আধিপত্য স্থাপন করিয়া রহিয়াছে। সে কালে—আমার বাল্যকালে—গুরুমহাশয়ের কাছে শিক্ষা করিয়াছিলাম—

প্রশ্ন,—কায়স্থ জাতির উৎপত্তি কি ?

উত্তর—"যতদিন চন্দ্র-সূর্য্য গগণে, আমি জান্‌ব কেমনে"।

কিন্তু আর্য্যরবি অস্তমিত হইবার দিন হইতেই, যেদিন তিরোরির যুদ্ধ পৃথ্বিরাজ ও সমর্ষি স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন, সেইদিন হইতেই অস্ত্রধারী ক্ষত্রিয়গণের সহিত কায়স্থগণের অবনতির সূত্রপাত হইয়াছিল। মুসলমান রাজ্যকালে কায়স্থগণের কার্য্য অপর জাতি—বিশেষতঃ মুসলমানগণ করিতেছিল। তৎপরে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি পলাশির যুদ্ধের পর শনৈঃ শনৈঃ ভারতবর্ষের রাজ্যশাসন ভার গ্রহণ করিলে, ক্রমশঃ রাজস্ব ও বিচার বিভাগে অন্য জাতি প্রভূতপরিমাণে পদ পাইতেছে। কায়স্থগণের প্রতিভা, কায়স্থগণের পদমর্য্যাদার প্রতিদিন হ্রাস হইতেছে। ভারতবর্ষীয় ব্রিটিশসম্রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে নিয়োজিত ব্যক্তিগণের সংখ্যা করিলে দেখা যাইবে যে আমাদের সংখ্যা ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে। এক দিকে আমাদের জাতির সংখ্যা ক্রমঃশ বৃদ্ধি হইতেছে ; অপর দিকে আমাদের জীবনযাত্রার পন্থা সংক্ষিপ্ত হইতেছে। যে বিষয়ে আমাদের একচেটিয়া ছিল এখন তাহাতে অন্যান্য জাতি আমাদের প্রায় সমকক্ষ হইয়া উঠিতেছে। ব্রাহ্মণ, বৈশ্য প্রভৃতি জাতিগণ মসিজীবীর কার্য্য করিয়া আপনাদিগকে সম্মানিত বোধ করিতেছেন। রাজ্যশাসনে পদস্থ হওয়া ভালই হইতেছে, কিন্তু আমাদের জাতীয় উন্নতির প্রতি আমাদের লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।

বিদ্যালোচনার প্রতি আমাদের বিশেষ মনোনিবেশ আবশ্যক। বেদ, বেদাঙ্গ দর্শনাদি আর্য্য-বিদ্যায় আমাদের সম্যক প্রবেশ করা আবশ্যক। অনেক প্রদেশে কায়স্থগণ উচ্চপদস্থ হইলেও, বিদ্যা বুদ্ধির নিমিত্ত সর্ব্বত্র সম্মানিত হইলেও, তাঁহারা শূদ্রশ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া ওঁকার উচ্চারণে অনধিকারী হইয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে তাঁহারা শূদ্র নহেন, তাঁহারা আর্য্যবংশসম্ভূত—দ্বিজাতির অন্তর্গত হইবার যোগ্য। জাতিশ্রেণীর মধ্য তাঁহারা উচ্চাসন অধিকার করিয়া রহিয়াছেন, কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে তাঁহার অনেকেই প্রকৃত শূদ্রবৎ অমন্ত্রক। জাতীয় উন্নতির ও প্রত্যেক কায়স্থের আত্মোন্নতির

নিমিত্ত বেদাধিকার ...শ্যক। কতকগুলি কুনীতি কায়স্থ-সমাজের অ
ক্ষতি করিতেছে। আন্তর্গনিক বিবাহের অভাব, বিবাহব্যয়, বরকর্ত্তার
গ্রহণ, সমুচিত স্ত্রীশিক্ষার অভাব প্রভৃতি অনেকবিষয়ে আমাদের মনো
আবশ্যক। ভারতবর্ষীয় সমস্ত কায়স্থের একীভূত হইয়া আমাদিগের প্র
বৃদ্ধি করার আয়োজনও নিতান্ত আবশ্যক। অদ্য এইসকল বিষয়ের আলো
করিবার নিমিত্ত আমরা সমবেত হইয়াছি।

কায়স্থ-জাতির আদি কি? এ কথা নিঃসন্দেহ বলা সহজ নয়। পূর্ব্বকা
ইতিহাস সর্ব্বত্রই তমসাচ্ছন্ন। আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিকগণ স
কিছুই নিরূপণ করিতে পারেন না। অনেকে মনে করেন যে 'কায়স্থ' শ
অর্থ যোগরূঢ়—মসিজীবী। যিনি রাজ্যের রাজস্ব বিভাগে লেখনীধারীর ক
করিতেন তিনিই কায়স্থ ছিলেন এবং তাঁহাদের সন্তানেরা কালক্রমে
জাতি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। শাস্ত্রকারেরা কায়স্থগণকে ক্ষত্রিয়বর্ণা
করিয়াছেন। কায়স্থজাতির মূল যাহাই হউক, আমরা সকলেই এক শ্রেণীস্থ
আমরা যে পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছি তাহার প্রতিষ্ঠা রক্ষার জন্য সমবেত চেষ্টা
আমাদের নিতান্ত কর্ত্তব্য। মূলের বিচারে কোন আবশ্যকতা নাই। তবে এ
নিঃসন্দেহ বলা যাইতে পারে যে আমরা শূদ্র নহি। আমাদের শূদ্রত্বের
নাই। আমাদের যে শাস্ত্রে অধিকার ছিল সে বিষয় কোন সন্দেহ নাই।

Sir Herbert Risley সাহেব আমাদিগকে মোঙ্গল ও দ্রাবিড়িয় বলি
অপর স্থানে বলিয়াছেন যে অন্ততঃ বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণ আর্য্যসন্তান।
বঙ্গদেশস্থ, কি পশ্চিমাঞ্চলস্থ সকল কায়স্থই ৮ চিত্রগুপ্ত দেবের সন্তান, সক
এক ব্যবসায়ী। আমরা কেন একত্রিত হইতে পারি না? বঙ্গদেশীয় কা
গণের আচার নিবন্ধন শূদ্রাপবাদ আছে। সে অপবাদের সহজেই মো
হইতে পারে। তাহারা অনেকেই এখন সংস্কারযুক্ত হইয়াছে। দ্বিজাতিসম্ম
আচার হইলে সমস্ত ভারতবর্ষীয় কায়স্থের সামাজিক একতা অতি সহজ হই
হিন্দুস্থানী কায়স্থগণ বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণকে আচারভ্রষ্ট মনে করিয়া থাকে
বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণ উপবীতধারী হইলে সে ভাব তিরোহিত হইবে।

অনেকে মনে করেন যে লিপির ও ভাষার বিভিন্নতা থাকায় সামাজিক এ
অসম্ভব। কিন্তু আমাদের বর্ণমালা একই, লিপির পার্থক্য গুরুতর নহে।
পার্থক্য যাহাতে না থাকে তজ্জন্য বিবেচক ব্যক্তিমাত্রই যত্নবান হইয়াছে
আশা করি সে পার্থক্য বেশী দিন থাকিবে না।

ভাষার পার্থক্য গুরুতর বোধ হইতে পারে। স্বামী স্ত্রীর ভাষা বুঝিবে না, স্ত্রী স্বামীর ভাষা বুঝিবে না, কথাটা একটু গুরুতর বোধ হইতে পারে। কিন্তু সেদিন বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মিলনে আমি দেখাইয়াছি যে ভাষার পার্থক্য অকিঞ্চিৎকর। আর সর্ব্বদাই দেখা যাইতেছে হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালী স্ত্রীলোক অতি সহজেই পরস্পরের ভাষা শিখিতে পারে। বিশেষতঃ সকল বিদ্বান্ ও বিচক্ষণ ভারতবাসীগণের পরস্পরের প্রধান প্রধান ভাষা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। আমরা ফরাসী ভাষা শিখিব, হিন্দী শিখিব না, একথা মনে হইলে আমাদের আত্মগ্লানির উদ্রেক হওয়া উচিত। আমরা সকলেই এক সনাতন-ধর্ম্মাবলম্বী, এক দেশস্থ, এক রাজশাসনাধীন, আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা একই, আমরা কি এত অপদার্থ যে আমরা ভাষায় এক হইতে পারি না? সামান্য বিভিন্নতায় আমরা সঙ্কুচিত হইতেছি কেন?

আসুন আমরা সকলে ভ্রাতৃভাবে প্রেমালিঙ্গন করি।

শ্রীসারদাচরণ মিত্র।

রাজা রাজবল্লভ সেন
ও
বৈদ্যজাতি।

বর্ত্তমান সময়ে বৈদ্যজাতির প্রসঙ্গে, রাজা রাজবল্লভ সেনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বৈদ্যজাতির মধ্যে উপবীত ধারণ তিনিই প্রথমে প্রবর্ত্তন করেন; তাঁহার অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে বৈদ্যদিগের উপবীত ছিল না। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ডাক্তার বুকানন লিখিয়াছেন—

"Rajballav, the grandfather of the present representative, was in very affluent circumstances, and purchased from the Brahmins at a great expense (it is said 10 lakhs of rupees) the privilege for the medical caste of wearing a thread like the sacred order".

Buchanan's Eastern India, Vol. II, page 615.

স্বর্গীয় মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার মহাশয় তাঁহার রাজাবলী গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"বাদসাহি দেওয়ান নবাব শহামৎ জঙ্গ বড় দাতা ছিলেন। তাঁহার দেওয়ান বৈদ্য রাজা রাজবল্লভ। তিনিও বড় দাতা দিলেন। তিনি বৈদ্যদিগকে যজ্ঞোপবীত দিলেন। পূর্ব্বে বৈদ্যদিগের যজ্ঞোপবীত ছিল না"।

রাজাবলী, ১১০ পৃষ্ঠা।

কি সূত্রে বৈদ্যজাতির মধ্যে যজ্ঞোপবীত ধারণ প্রবর্ত্তিত হইল, এক্ষণে তাহাই বিবৃত করিতেছি। রাজা রাজবল্লভ "অগ্নিষ্টোম" যজ্ঞের আয়োজন করিয়াছিলেন। যজ্ঞের প্রারম্ভেই ব্রাহ্মণপণ্ডিতমণ্ডলি একস্বরে বলিয়া উঠিলেন—"মহারাজ! উপবীতধারী শুদ্ধাচারী আর্য্য ব্যতীত এই যজ্ঞে অন্যের অধিকার নাই।" এই কথায় রাজবল্লভ মর্ম্মে মর্ম্মে আহত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ বৈদ্যজাতির উৎকর্ষসাধনে বদ্ধপরিকর হইলেন। অর্থের অসাধারণ ক্ষমতা, সকল যুগে, সকল সময়েই আছে। অর্থের দ্বারা সম্পন্ন না হইতে পারে এমন কার্য পৃথিবীতে কিছু নাই। নিমেষের মধ্যে দশলক্ষ টাকা রাজবল্লভের ধনাগার হইতে অন্তর্হিত হইল। হিন্দু-শাস্ত্রাদি ও নানাপ্রকার গ্রন্থ হইতে বৈদ্যজাতির বৈশ্যত্ব বিষয়ক প্রমাণ বাহির হইতে লাগিল; বৈদ্যদিগকে "অম্বষ্ঠ" বলিয়া পরিচয় করা হইল। গৌড়েশ্বর সেনরাজগণকে বৈদ্য নির্ণয় করিয়া রাজবল্লভ আপনাকে তাঁহাদের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিলেন।

"অম্বষ্ঠ-সম্বাদিকা" নামে বৈদ্যদিগের একখানি কুলজি গ্রন্থ আছে। ইহাতে লিখিত আছে যে, বৈদ্যদিগের পূর্ব্বে যজ্ঞোপবীত ছিল, কিন্তু তাহারা আচার-ভ্রষ্ট হইয়া যজ্ঞসূত্র পরিত্যাগ করায় রাজবল্লভ অনেক বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া বৈদ্যদিগকে পুনর্ব্বার যজ্ঞসূত্র ধারণ করাইয়াছিলেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে বৈদ্যগণও প্রকারান্তরে আমাদের বাক্য স্বীকার করিতেছেন। আমরা বঙ্গদেশের কুলজি পুস্তকগুলির ঐতিহাসিক মূল্য ও প্রামাণ্য আদৌ স্বীকার করি না। পরন্তু, বৈদ্যকুলজিগুলি নিতান্ত অভিনব। "অম্বষ্ঠ সম্বাদিকা," ১২৫৬ বঙ্গাব্দের ১৯শে ফাল্গুন তারিখে লিখিত হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই অভিনব ও মূল্যহীন পুস্তক হইতে বচন প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া, কোনও কোনও লেখক বিশ্ববিজয়ী বীরের ন্যায়, সাহিত্য-রণক্ষেত্রে পাদবিক্ষেপ পূর্ব্বক সম্মুখযুদ্ধে আহ্বান করিতেছেন। যাহা হউক, পক্ষপাতে অন্ধ "অম্বষ্ঠ-সম্বাদিকা" লেখকও প্রকারান্তরে আমাদের উক্তির সত্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, ইহা সুখের বিষয় বটে।

রাজবল্লভের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে সেনরাজগণ সমাজে "কায়স্থ" বলিয়া পরিচিত ছিলেন, তদনুসারে সচিবশ্রেষ্ঠ আবুল্‌ফজল্ তাহাদিগকে 'কায়স্থ' লিখিয়া গিয়াছেন।

রাজবল্লভ এইরূপে আপনাকে বিশুদ্ধ অম্বষ্ঠ রাজবংশজ প্রতিপন্ন করিয়া "অগ্নিষ্টোম" যজ্ঞ করিয়াছিলেন। রাজবল্লভ মনে করিয়াছিলেন যে বৈদ্যগণ "অম্বষ্ঠ" হইলেই হিন্দুসমাজে বিশুদ্ধ ও উচ্চ-জাতিতে পরিণত হইবে; কিন্তু মনুসংহিতার নবম অধ্যায়ের ৬৬, ৬৭, ৬৮ শ্লোক, এবং দশম অধ্যায়ের ৮ শ্লোক, এবং উশনসংহিতার "বৈশ্যায়াং বিধিনা বিপ্রাৎ" ইত্যাদি শ্লোক দ্বারা অম্বষ্ঠ জাতি "বর্ণশঙ্কর" ভিন্ন আর কিছুই প্রতিপন্ন হয় না।

রাজবল্লভের সাতপুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠপুত্র রামদাস পিতার সহকারী হইয়া ঢাকার রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছিলেন। রামদাস নিতান্ত জঘন্য চরিত্রের লোক ছিলেন। সতীর সতীত্বনাশ তাঁহার নিত্যকার্য্য ছিল। অদ্যাপি ঢাকানিবাসীগণ তাহার এই পাপের কথা স্মরণ করিয়া লজ্জায় অধোবদন হইয়া থাকে। দুর্ব্বৃত্ত রামদাস ও তাঁহার কনিষ্ঠ কেবলকৃষ্ণ পিতার সাক্ষাতে মানবলীলা সংবরণ করেন। কেবলকৃষ্ণের কনিষ্ঠ গঙ্গাদাস। ইনিও রামদাসের ন্যায় দুর্নীতিপরায়ণ ছিলেন। তৎকনিষ্ঠ কৃষ্ণদাস। বিক্রমপুরের ইতিহাস-লেখক বাবু অম্বিকাচরণ ঘোষ বলেন—"এই কৃষ্ণদাসই বাঙ্গলার নবাব সিরাজদ্দৌলার ভয়ে ভীত হইয়া, ইংরেজ কর্ম্মচারী ড্রেক্ সাহেবের আশ্রয় গ্রহণ করেন।" আমার বোধ হয় অম্বিকা বাবু অন্যায়রূপে সিরাজের বিরুদ্ধে লেখনী সঞ্চালন করিয়াছেন। ইহা একটী ঐতিহাসিক সত্য যে বিশ্বাসঘাতক রাজা রাজবল্লভ ঢাকার রাজকীয় ধনাগার হইতে দুই কোটি টাকা অন্যায় রূপে আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। সিরাজ যখন ঢাকা নেবায়তির নিকাশ ও রাজস্ব তলব করেন, তখন কৃষ্ণদাস সেই সকল লইয়া কলিকাতায় পলায়ন করেন। এক্ষণে পাঠকগণ বিচার করিয়া বলুন সিরাজ দুর্ব্বৃত্ত কি রাজবল্লভ ও তাহার পুত্র দুর্ব্বৃত্ত। কোন কোন ঐতিহাসিক সিরাজকে ইতিহাসপটে যে বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন তাহা দেখিয়া আমরা বড়ই ব্যথিত হই।

কৃষ্ণদাসের কনিষ্ঠ গোপালকৃষ্ণ। প্রবাদ আছে যে গোপাল, কার্ত্তিকপুরের মুন্‌সিদিগের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলেন। তৎকনিষ্ঠ রাধামোহন ও কেবলরাম। রাজবল্লভের একটী কন্যা অষ্টমবর্ষ বয়ঃক্রমে বিধবা হইয়াছিলেন।

রাজবল্লভ সেই বিধবা কন্যাকে পুনর্ব্বার বিবাহ দিবার জন্য নানাপ্রকার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতে লিখিত আছে, বিক্রমপুর-বাসী প্রসিদ্ধ রাজা রাজবল্লভ স্বীয় করুণবয়স্কা তনয়ার বৈধব্য-যন্ত্রণা দর্শনে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া, বিধবাবিবাহ প্রচলিত করিবার বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছিলেন। বিধবাবিবাহ শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে, ইহার ব্যবস্থা পূর্ব্ব ও পশ্চিম নানা দেশীয় পণ্ডিতগণের নিকট সংগ্রহ করিয়া নবদ্বীপস্থ পণ্ডিতদিগের ব্যবস্থার জন্য, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সন্নিধানে কতিপয় পণ্ডিত প্রেরণ করেন। রাজবল্লভ তৎকালে ঢাকার নবাব ও প্রভূত ক্ষমতাশালী রাজপুরুষ ছিলেন। সুতরাং তিনি মনে করিলেন, যখন অন্য অন্য অঞ্চলের পণ্ডিতদিগের নিকট অনুকূল ব্যবস্থা পাইয়াছি, তখন রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে অনুরোধ করিলে, অনায়াসে নব-দ্বীপের পণ্ডিতগণের নিকটও ঐরূপ ব্যবস্থা পাইব। তাঁহার প্রেরিত পণ্ডিতেরা রাজবাটীতে আসিলে, কৃষ্ণচন্দ্র সাদরে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন। এবং তাঁহাদের প্রভুর অভীষ্ট সাধনে যথাসাধ্য যত্ন করিতে অঙ্গীকৃত হইলেন। কিন্তু তাঁহার মনোগত ইচ্ছা অন্য প্রকার ছিল।

পরদিবস রাজবল্লভের পণ্ডিতেরা রাজসভায় সমবেত হইলে, রাজা নবদ্বীপস্থ পণ্ডিতদিগকে কহিলেন, "রাজা রাজবল্লভ যে ব্যবস্থা প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা অবশ্যই শাস্ত্রসম্মত হইবে। যদি শাস্ত্রানুমোদিত নাও হয়, তথাপি, যখন তিনি ইহার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন, তখন আপনাদিগকে এ ব্যবস্থায় স্বাক্ষর করিতে হইবে।" পণ্ডিতেরা রাজার মনোগত ভাব অনুমান করিয়া নানা প্রকার আপত্তি উত্থাপন করিয়া উক্ত ব্যবস্থাতে স্বাক্ষর করিতে অসম্মত হইলেন। রাজবল্লভের প্রেরিত পণ্ডিতগণ নিরাস হইয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন। রাজবল্লভও এই অনুষ্ঠান সাধনে ক্ষান্ত হইলেন।

ঢাকা জেলার অন্তর্গত মুন্সিগঞ্জ মহকুমায় অবস্থান কালে রাজবল্লভ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রবাদ শুনিয়াছি। প্রবাদ এই যে রাজবল্লভ যৎকালে মাতৃগর্ভে বাস করিতেছিলেন, সেই সময় একদিন রজনীতে তাঁহার জননী স্বপ্নে দেখিলেন যেন একটী পূর্ণচন্দ্র তাঁহার উদরে প্রবেশ করিতেছে। এই স্বপ্ন দর্শন করিয়া তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। অমনি তিনি তাঁহার স্বামীকে জাগরিত করিয়া স্বপ্ন বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন। তৎশ্রবনে, রাজবল্লভের পিতা বাক্যব্যয় না করিয়া, পত্নীর কপোলে এক চপেটাঘাত করিলেন। রাজবল্লভের জননী রোদন করিয়া অবশিষ্ট রজনী যাপন করিলেন। নিশা অবসান হইলে পতি

পত্নীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "প্রিয়ে! তোমাকে ব্যথা দিবার অভিলাষে আমি চপেটাঘাত করি নাই। তুমি আর নিদ্রা না যাও, ইহাই আমার উদ্দেশ্য। প্রাচীনেরা কহিয়া থাকেন সুস্বপ্ন দেখিয়া নিদ্রা গেলে সে স্বপ্ন কখনই সফল হয় না।" রাজবল্লভজননী পতির এই সকল বাক্য শ্রবণে বিষাদ পরিহার করিলেন। কালক্রমে এই গর্ভে রাজবল্লভ জন্মগ্রহণ করেন।

আর একটী প্রবাদ অনুসারে মগধ দেশের অধিপতি খ্যাতনামা জরাসন্ধ কৃষ্ণজীবন মজুমদারের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া রাজবল্লভ নাম ধারণ করিয়াছিলেন। যথা "আদৌ রাজা জরাসন্ধ ইদানীং রাজবল্লভঃ"। বলা বাহুল্য যে নীচাশয় চাটুকারগণ এই সকল প্রবাদ সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। রাজবল্লভের জীবনচরিত ও রাজকার্য্যের বিস্তৃত আলোচনা করিতে গেলে এই প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি হয়। এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্যও তাহা নহে। রাজবল্লের চেষ্টাতেই যে বৈদ্যজাতি হিন্দু সমাজে উন্নীত হইয়াছে ইহা দেখানই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। স্বজাতিপ্রেমিক কায়স্থ সন্তানগণ প্রাণপনে চেষ্টা ও যত্ন করিলে কায়স্থজাতি যে সত্বরই হিন্দু সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিবেন, তাহাতে আর অনুমাত্রও সন্দেহ নাই।

শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ মজুমদার দেব বর্ম্মা, বি, এল্।
মুন্সিগঞ্জ, ঢাকা।

আন্তর্গণিক বিবাহ সম্বন্ধে দুএকটী কথা।

[সম্পাদকীয় মন্তব্য—বঙ্গীয় চারিশ্রেণীর কায়স্থ চিত্রগুপ্তসন্তান ও মর্সীজীবী ক্ষত্রিয়। তাঁহাদের আদিপুরুষগণ চিত্রগুপ্ত দেবের ভিন্ন ভিন্ন পুত্রের সন্তান হইতে পারেন এবং ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তাঁহারা বঙ্গদেশে নিবাস গ্রহণ করিয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা এক জাতীয় ও সবর্ণ। তাঁহাদের ভাষায় ও আচার ব্যবহারে বিশেষ পার্থক্য নাই। তাঁহাদের পরস্পরের আহার ব্যবহার সনাতন ধর্ম্মের বিরোধী নহেন; বরং সম্পূর্ণ অনুকূল। সুতরাং একত্রে আহার ও পরস্পরের বৈবাহিক সম্বন্ধ প্রার্থনীয়। দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজে অনেকগুলি বৈবাহিক সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইয়াছে; তাহাতে সমাজে বিপ্লবের লক্ষণ কিছুই দেখা যায় না; উপকারই হইয়াছে।

কৌলীণ্য প্রথাসমূহ বেশী বৎসরের নয়; তাহা বেদবেদান্তাদিভিত্তিমূলক নহে; তাহাও সময়ে সময়ে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। দেশ, কাল, পাত্রভেদে পরিবর্ত্তনের বাধা কি? পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতাও নাই। ইহাতে সমাজের সমূহ উন্নতি হইবে।

প্রবন্ধের সূক্ষ্ম আলোচনা সত্বরই প্রকাশিত হইবে।]

গত ১৩ই ও ১৪ই চৈত্র বহরমপুরে বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার যে দ্বিতীয় অধিবেশন হয় ঐ অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রস্তাব উত্থাপিত হয়—"চিত্রগুপ্তসন্তান বঙ্গদেশীয়, দক্ষিণরাঢ়ীয়, উত্তররাঢ়ীয়, বঙ্গজ ও বারেন্দ্র শ্রেণীর কায়স্থদিগের মধ্যে আন্তর্গনিক বিবাহাদি কার্য্য হওয়ার পক্ষে কোন বাধা নাই ও তাহার যথা-সম্ভব প্রচলনের কর্ত্তব্যতা বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভা নির্দ্দেশ করিতেছেন"। সে সময়ে আমি চারিশ্রেণী কায়স্থদিগের মধ্যে আন্তর্গনিক বিবাহ সম্ভব নহে এই আপত্তি করিয়াছিলাম। কি কি যুক্তির বলে আন্তর্গনিক বিবাহ সম্ভব নহে তাহা দেখাইবার জন্য এইপ্রবন্ধের অবতারণা।

প্রথম। উত্তররাঢ়ীয়, দক্ষিণরাঢ়ীয়, বঙ্গজ ও বারেন্দ্র এই চারি শ্রেণী কায়স্থের বীজ পুরুষ যে একই মূলসম্ভূত তাহার কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমান নাই এবং চারিশ্রেণী কায়স্থের বীজপুরুষ এক সময়ে, একই রাজার রাজত্বকালে উত্তর পশ্চিম দেশ হইতে আসিয়া বঙ্গদেশে উপনিবেশ স্থাপন করেন নাই তাহা বোধ হয় সর্ব্বশ্রেণীর কায়স্থই একবাক্যে স্বীকার করিবেন। কতকগুলি কায়স্থ কুল-পঞ্জিকার উপর নির্ভর করিয়া এইসকল তথ্য অবিষ্কার করিতে কেহ কেহ চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তাহার ঐতিহাসিক সত্যতা সম্বন্ধে সকলে একমত নহেন। দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থগণ বলেন যে তাঁহাদের বীজপুরুষ সৌকালিনগোত্রীয় সূর্য্য-ধ্বজবংশসম্ভূত ভট্টনারায়ণশিষ্য মকরন্দ ঘোষ, গৌতমগোত্রীয় চেদিরাজ বসুর বংশসম্ভূত দক্ষশিষ্য দশরথবসু, কাশ্যপগোত্রীয় অগ্নিকুলোদ্ভব শ্রীহর্ষশিষ্য দশরথগুহ, বিশ্বামিত্রগোত্রীয় চন্দ্রবংশোদ্ভব ছান্দড়শিষ্য কালিদাস মিত্র ও মৌদ্গল্য অগ্নিদত্তকুলোদ্ভব বেদগর্ভশিষ্য পুরুষোত্তমদত্ত মহারাজা আদিশূরের সময়ে কনোজ-বাসী পাঁচজন সাগ্নিক ব্রাহ্মণের সহিত বঙ্গদেশে আগমন করেন। বঙ্গজ কায়স্থ-গণ দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থের বীজপুরুষ হইতে অধস্তন পুরুষ হইতে তাঁহাদের উৎপত্তি বলিয়া থাকেন। বারেন্দ্র কায়স্থগণ বল্লালসেনের সময়ে চাকুরী উপলক্ষে আগত ভৃগু নন্দী, মুরহর দেব ও নরহরি দাস এবং তাঁহাদের সহিত মিলিত দেবদত্ত বংশজাত জটাধর নাগ, সিংহবংশীয় পরীক্ষিৎ সিংহ, দক্ষিণরাঢ়ী শিখিধ্বজ দেবের বংশজাত বুধুদেব ও কুলদেব এবং পুরুষোত্তম দত্ত বংশজাত বটগ্রামস্থ নারায়ণ দত্ত এই সাতজন লইয়া বারেন্দ্র শ্রেণীর সৃষ্টি বলেন। উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ সম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন যে মহারাজা আদিশূরের সময়ে আগত অযোধ্যানিবাসী সৌকালিন গোত্রীয় সোমেশ্বর ঘোষ, বাৎস্যগোত্রীয় অনাদিবর সিংহ, মথুরানিবাসী মৌদ্গল্যগোত্রীয় পুরুষোত্তম দাস, বটগ্রাম নিবাসী

বিশ্বামিত্রগোত্রীয় সুদর্শন মিত্র, হরিদ্বারনিবাসী কাশ্যপগোত্রীয় দেবদত্ত এবং গৌড়ীয় শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ঘোষ ১ঘর, কাশ্যপগোত্রীয় দাস ১ঘর, ভরদ্বাজগোত্রীয় সিংহ পোওয়া ঘর ও মৌদ্গল্যগোত্রীয় কর পোওয়া ঘর, এই সাড়ে সাত ঘর লইয়া উত্তররাঢ়ীয় সমাজ গঠিত। কিন্তু যে আদিশূরের সময়ে কায়স্থপঞ্চকের আগমন শুনা যায় সেই আদিশূরের রাজত্বকাল, তাঁহার রাজধানী কোথায় ছিল ও কোন সময়ে এবং কি কারণে কি উপলক্ষে তিনি পাঁচজন সাগ্নিক ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে আনয়ন করেন এ বিষয়ে বিভিন্ন মত দেখা যায়। আজকাল আবার কেহ কেহ দক্ষিণরাঢ়ী ও বঙ্গজ কায়স্থের বীজপুরুষগণ মহারাজা আদিশূরের রাজত্বকালেই বঙ্গদেশে শুভাগমন করিয়াছিলেন একথা স্বীকার করিতে সম্মত নহেন। উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থের বীজপুরুষগণ কেহবা আদিশূরের সময়ে কেহ বা পরে, কেহ বা পূর্ব্বে আগমন করিয়াছিলেন বলিয়া থাকেন, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত কেহই স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারেন নাই।

আদিশূরের রাজত্বকাল।

যদি পাঁচজন সাগ্নিক ব্রাহ্মণের আদিশূরের সময় আগমন হইয়া থাকে তাহা হইলে তাঁহাদিগের আগমনের সময় জানিতে পারিলে আদিশূরের রাজত্বকাল জানা যাইতে পারে। আদিশূরের সময় লইয়া বিভিন্ন মত নিম্নে দেখা যাইবে!

১ম। নূল পঞ্চানন ঘটক রচিত সারাবলীধৃত 'কুলার্ণব' মতে ৮৫৪ শকে পাঁচ জন ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন।

২য়। 'ভট্টগ্রন্থ' মতে ৯৯৪ শকে ব্রাহ্মণদের আগমন।

৩য়। 'বারেন্দ্র কুলপঞ্জী' মতে ৬৫৪ শকে আদিশূর পাঁচ জন ব্রাহ্মণ আনিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

৪র্থ। বাচস্পতি মিশ্র কুলরামের মতে ৯৫৪ শকে গৌড়দেশে বিপ্রগণের আগমন।

৫ম। 'ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত' মতে ৯৯৯ শকাব্দের পূর্ব্ব হইতে কল্পিত আবাসে ব্রাহ্মণগণ নিবিষ্ট হইয়াছিলেন।

৬ষ্ঠ। 'দত্তবংশমালার' মতে দত্ত বংশের আদিপুরুষ ৮০৪ শকে গৌড়ে উপস্থিত হন।

৭ম। 'কায়স্থকৌস্তুভ' রচয়িতামতে ৮১৪ শকে।

৮ম। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে ৮৮৬ শকে।

৯ম। 'গৌড়ে ব্রাহ্মণ' রচয়িতা ৺মহিমচন্দ্র মজুমদারের মত ৯৫৪ শকে।

১০ম। 'সম্বন্ধ নির্ণয়' রচয়িতা লালমোহন বিদ্যানিধির মতে ৮৬৪ শকে।

১১শ। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে চীনপরিব্রাজক হিউ এন্ সিয়াং এর সময়ে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর শেষ ভাগে ব্রাহ্মণদের শুভাগমন হয়।

বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় 'বারেন্দ্র কুলপঞ্জীর' উপর বিশ্বাস করিয়া মহারাজ আদিশূর ৭৩২ খৃষ্টাব্দে সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনাইবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন স্থির করিয়াছেন। কিন্তু তিনি 'বিশ্বকোষে' আদিশূরশীর্ষক প্রবন্ধে বলেন যে ব্রাহ্মণেরা ৭৭৯—৭৮২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে আসেন এবং তাঁহারই প্রণীত 'ব্রাহ্মণ কাণ্ডে' লিখিয়াছেন যে ৭৫৩ হইতে ৭৫৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সাগ্নিক ব্রাহ্মণাগমনে গৌড়মণ্ডল নূতন আলোকে উদ্ভাসিত হইয়াছিল। তিনি আরও বলেন যে কনোজপতি যশোবর্ম্মার রাজত্বকালে গৌড়ভূমি বৌদ্ধবিপ্লাবিত ছিল বলিয়াই তিনি প্রথমে সাগ্নিক ব্রাহ্মণ পাঠাইতে সম্মত হন নাই। পরে ৭৫১ কি ৭৫২ খৃষ্টাব্দে জয়াদিত্যের হস্তে পরাজিত হইয়াই তিনি ব্রাহ্মণ পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

(কায়স্থপত্রিকা, ১ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৫৬ পৃষ্ঠা)

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুমহাশয় অন্যস্থলে ৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে আদিশূরের রাজত্বকাল নিরূপন করিয়াছেন।

মুর্শিদাবাদ জেলার আজিমগঞ্জ রেলওয়ে লাইনের সাগরদিঘী ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তী সাগরদিঘী নামীয় বৃহৎ জলাশয়ের তটে প্রাপ্ত প্রস্তরখণ্ডে লিখিত আছে:—

"শাকে সপ্তদশধিকেস্থিতে সাগরদীর্ঘিকা।
পালবংশে কৃতং খাদং পাপস্যমুক্তিহেতুনা॥"

এই শ্লোকটী হইতে জানাযায় যে ১৭শ শকে অর্থাৎ ৯৫ খৃষ্টাব্দে এই দিঘী খনন করা হইয়াছিল। যদি আইন আকবরীর মতে ৭০০বৎসর পাল বংশীয় রাজাদিগের রাজত্বকাল স্থির হয় তাহাহইলে অষ্টম শতাব্দীতে আদিশূরের রাজত্বকাল নির্ণয় হয়, কারণ আদিশূর পালবংশীয় শেষ রাজাকে পরাজিত করিয়া রাজ্যভার গ্রহণ করেন।

শ্রীযুক্ত পরেশ চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় তাঁহার প্রণীত বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত নামীয় গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে অনুমান ৭৬০ খৃষ্টাব্দে পঞ্চব্রাহ্মণ গৌড়ে পদার্পণ করেন।

১৯৭ খৃষ্টাব্দে কাশীর নিকটস্থ প্রাচীন বৌদ্ধ কীর্ত্তির ধ্বংশাবশেষের তীর্থসারনাথে একখানি প্রস্তরফলক উদ্ধৃত হয়। তদুৎকীর্ণ অক্ষরমালা হইতে বুঝা যায় যে তদানান্তন গৌড়াধীপের নাম মহীপাল এবং তিনি ১০৮৩ সংবতে (৯৩৯শকে) বিদ্যমান ছিলেন। পালবংশীয়েরা বৌদ্ধ; আদিশূর ইহাদের শেষ নৃপতিকে পরাস্ত করিয়া গৌড়েশ্বর হন।

'লঘুভারত'—প্রণেতা বলেন আদিশূর মহীপালবংশ উচ্ছেদ করিয়া গৌড়ে রাজা হন। তাঁহারমতে কলির ৪১৩০ বৎসরের গতে অর্থাৎ ৯৫১ খৃষ্টাব্দে অদিশূর রাজত্ব প্রাপ্তহন। লাসেন সাহেব বলেন ১০৪০ খৃষ্টাব্দে পালবংশীয়ের রাজত্ব শেষ হয়। তাহাতে ৯৭২ খৃষ্টাব্দে আদিশূরের রাজত্ব আরম্ভ হইয়াছিল প্রতিপন্ন হয়।

তাহা হইলে ৮ম শতাব্দীতে মহারাজা অদিশূরের গৌড় মণ্ডলে আবির্ভাব ঠিক হয় না।

এক্ষণে আদিশূরের রাজত্বকাল লইয়াই এত মতভেদ, অতএব পঞ্চব্রাহ্মণের গৌড়ে শুভাগমন করিবার কাল নির্ণয় করা দুরূহ।

আদিশূরের রাজধানী কোথায় ছিল।

এবিষয়েও বিভিন্নজনের বিভিন্নমত। 'বিক্রমপুরের ইতিহাস'-প্রণেতা বলেন যে আদিশূর বিক্রমপুরান্তর্গত রামপাল নামক স্থানে বৃহৎ যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য পাঁচ জন ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। তাঁহার মতে পঞ্চব্রাহ্মণ আশীর্ব্বাদ করিয়া বারি স্থাপিত করা হেতু যে চিরশুষ্ক মল্ল কাষ্ঠ পুনর্জ্জীবিত হয় এখনও সেই অমর গজারি বৃক্ষ বর্ত্তমান ও রামপাল বল্লালদিঘীর উত্তরে অবস্থিত।

'লঘু ভারত' প্রণেতা বলেন যে বঙ্গদেশের রামপাল নগরীই আদিশূরের আদি রাজধানী ছিল।

"আস্তে মৎসন্নিধৌ কন্যে রামপালেতিবিশ্রুতা।
নগরী পালিতা পূর্ব্বে আদিশূরস্য ভূপতেঃ॥
আসীৎ রামনামৈকো বৈদ্যরাজো মহাধনী।
তৎপালিতা নগরী সা রামপালেতি সংজ্ঞিতাঃ॥"

লঘুভারত, ২য় খণ্ড, ১২৭—১২৮ পৃষ্ঠা।

তাহার পর মহারাজা আদিশূর যজ্ঞশেষে পঞ্চব্রাহ্মণকে বাস করিবার জন্য যে পাঁচখানি গ্রাম প্রদান করেন, অদ্যাপি সে সমুদায় গ্রাম "পঞ্চসার"

পঞ্চগ্রাম (পাঁচগাও) নাম লইয়া অতীতের সাক্ষীস্বরূপে দণ্ডায়মান। কুলিগঞ্জের নিকটবর্ত্তী পঞ্চসার গ্রামস্থ লোক পঞ্চব্রাহ্মণের আবাসভূমি দর্শন করিয়া থাকেন।

রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর তাঁহার প্রণীত 'ভক্তির জয়' গ্রন্থে বিক্রমপুরের ইতিহাসপ্রণেতা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের মত সমর্থন করেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় মহারাজ আদিশূরের রাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগর ছিল ও ঐস্থানে পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থের আগমনস্থান নির্ণয় করিয়াছেন। পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগর কোথায় তাহাতেও মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ বলেন রঙ্গপুরের মধ্যে, কেহ বলেন পাবনায় ও কাহারও মতে বগুড়া জেলার অন্তর্গত মহাস্থানগড় প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন। শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত কানসোনাই আদিশূরের রাজধানী। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুর মতে মালদহের নিকটবর্ত্তী পুড়োবা নামক স্থানেই প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন।

বাঙ্গালার পুরাবৃত্তপ্রণেতা শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন যে বিক্রমপুরের অন্তর্গত রামপাল আদিশূরের রাজধানী ছিল না। তাঁহার মতে রামপাল দিঘীর সন্নিকটে গজারিবৃক্ষ দুইশত আড়াই শত বৎসরের অধিক প্রাচীন বলিয়া বোধ হয় না।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় বলেন ব্রাহ্মণগণ "সুরসরিদ্‌বিধৌতপাদ" গৌড়নগরে সমাগত হইয়াছিলেন।

বারেন্দ্রকুলপঞ্জী বলেন,—

"সকলগুণসমেতাঃ সাগ্নিকাঃ ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ।
হুতবহসমভাসা ব্রাহ্মণাঃ কান্যকুব্জাৎ॥
নিজপরিবারবর্গৈঃপাবনং পাপমুক্তং।
সুরসরিদবিধৌতং যান্তি গৌড়ং মনোজ্ঞম্॥"

প্রাচীনকালে পবিত্রসলিলা গঙ্গা মালদহের নিকট দিয়া প্রবাহিত হইত, সুতরাং গৌড় যে "সুরসরিদ্‌বিধৌতং" এই বিশেষণের সম্পূর্ণ উপযোগী ছিল বোধ হয়।

তাহা হইলেই আদিশূরের রাজধানী যে বঙ্গদেশের মধ্যে কোথায় ছিল ও কোনস্থানে তিনি পঞ্চ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন তাহা স্থির সিদ্ধান্ত এখনও হয় নাই।

কি কারণে ও কি উপলক্ষে আদিশূর পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন।

এবিষয়ও আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতে লিখিত আছে যে ছাদের উপর গৃধ্র বসায় অমঙ্গলের হেতু কেন তাহার কারণ ব্রাহ্মণদিগকে জিজ্ঞাসা করায় সদুত্তর না পাওয়ায় মহারাজ আদিশূর পঞ্চ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ আনিতে লোক পাঠান। "দুর্গামঙ্গল কাব্য" প্রণেতা বলেন যে আদিশূর বাজপেয় যজ্ঞ করিবার জন্য পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। উক্ত গ্রন্থে আরও লিখিত আছে যে সে সময়ে অতি বৃষ্টির জন্য প্রজার কষ্ট হওয়ায় যজ্ঞানুষ্ঠানার্থে পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। কুলাচার্য্যগণের মতে আদিশূরের পুত্রেষ্টিযজ্ঞের জন্য পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন। 'সম্বন্ধ নির্ণয়কার' প্রণেতার মতেও পুত্রেষ্টি যজ্ঞের জন্য মহারাজ আদিশূর কান্যকুব্জাধীশ্বরের নিকট পঞ্চগোত্রের পঞ্চজন সাগ্নিক বেদজ্ঞ যজ্ঞনিপুন ও বিদ্বান ব্রাহ্মণ প্রার্থনা করেন।

এই বিভিন্নমতের মধ্যে কোন মতটী ঠিক তাহা কেহ বলিতে পারেন না।

যখন আদিশূরের রাজত্বকাল নিরূপন সম্বন্ধে, তাঁহার রাজধানীর স্থান নিরূপন, কোন সময়ে ও কি উপলক্ষে তিনি পঞ্চ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে নানামুনির নানামত দেখা যায় তখন কুলগ্রন্থবর্ণিত কিম্বদন্তীর উপর বিশ্বাস ও নির্ভর করিয়া প্রকৃত তথ্য আবিষ্কার করা সুসাধ্য নহে। যখন মোটামুটি পরিচয় সম্বন্ধে এত গোলযোগ তখন যে ভিন্ন শ্রেণীর কায়স্থগণের বীরপুরুষগণ কোন্ সময়ে কোন্ রাজার রাজত্ব কালে কোন রাজার সভায় বঙ্গদেশে আগমন করেন ও তাঁহারা যে একই মূলসম্ভূত তদ্বিষয়ে সিদ্ধান্ত করা সহজ নহে। তবে কুলকাহিনীর সহিত ইতিহাসের কতকটা সামঞ্জস্য দেখাইয়া যতদূর সম্ভব নির্ণয় করিতে প্রত্নতত্ত্ববিদ্, ইতিহাসলেখক ও কৃতবিদ্য মহোদয়গণ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

যদি কাশ্মীরের সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাস রাজতরঙ্গিনীর উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা যায় তাহা হইলে ৭৫২ খৃষ্টাব্দে কনোজ হইতে কয়েক জন সাগ্নিক ব্রাহ্মণের আগমন হইয়াছিল প্রতিপন্ন হয়। ঐ পাঁচজন সাগ্নিক ব্রাহ্মণের সহিত পাঁচজন কায়স্থ আসিয়াছিলেন তাহা কুলগ্রন্থে দেখিতে পাই। ঐ পাঁচজন কায়স্থই দক্ষিণরাঢ়ী ও বঙ্গজ কায়স্থের আদিপুরুষ

দক্ষিণরাঢ়ী ও বঙ্গজ কায়স্থমাত্রেই স্বীকার করেন, কিন্তু শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু ও আর দুই একজন আদিশূরের সময় দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থের বীজপুরুষ পাঁচজন ব্রাহ্মণের সহিত আগমন করেন তাই প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের চেষ্টা যে বৃথা তাহা বোধ হয় পাঠককে বলিতে হইবে না।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু ব্রাহ্মণদিগের ও উত্তররাঢ়ী কায়স্থগণের পর্য্যায় মিলাইয়া সিদ্ধান্ত করেন যে "বঙ্গদেশবাসী জনসাধারণের বিশ্বাস যে মহারাজা আদিশূরের যজ্ঞে রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রশ্রেণীব্রাহ্মণের আদিপুরুষ বিপ্রপঞ্চকের সহিত দক্ষিণরাঢ়ী ও বঙ্গজ কায়স্থগণের আদিপুরুষ পঞ্চকায়স্থ আগমন করেন, কিন্তু এক্ষণে সকল কুলগ্রন্থ আলোচনা করায় তাহা অসম্ভব বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। বাস্তবিক একথা জানিতে পারিতেছি যে আদিশূরের সময় পঞ্চবিপ্রের সহিত উত্তররাঢ়ী কায়স্থগণের আদিপুরুষ পঞ্চ কায়স্থ আসিয়াছিলেন। তাহার বহু পরে গৌড়াধিপ বিজয়সেন ও শ্যামল বর্ম্মার সময়ে কনৌজ হইতে দক্ষিণরাঢ়ীয় বঙ্গজ ও বারেন্দ্র শ্রেণীর আদিপুরুষ কয়েক জন পাশ্চাত্যে বৈদিকের সমকালে এদেশে আসিয়াছিলেন।"

নগেন্দ্র বাবুর মত সমর্থন করিয়া শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেন বিত্র কায়স্থ পত্রিকায়, ৪র্থ বর্ষের, ২য় সংখ্যা, ৪২ পৃষ্ঠায় দক্ষিণরাঢ়ী ও বঙ্গজ কায়স্থ গণের আগমন বিজয় সেন ও শ্যামল বর্ম্মার সময়ে স্থির করিয়াছেন।

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব ও সেন মহাশয় যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা কতদূর সঙ্গত জানিনা। কুলপঞ্জিকায় পঞ্চব্রাহ্মণের সহিত মকরন্দ ঘোষ প্রভৃতি পাঁচজন কায়স্থেরই আগমন জানা যায় এবং বহুদিন হইতে এ প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে। বসু মহাশয় সুবিধানুযায়ী সিদ্ধান্ত করিতে প্রস্তুত।

উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ বীজপুরুষগণ কোন সময় কি উপলক্ষে ও কোন রাজার সভায় বঙ্গদেশে আগমন করেন তদ্বিষয়ে বিভিন্ন মত দেখা যায়। যাঁহার যেরূপ অভিরুচি তিনিই সেইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। অনেকেই অনাধিকার চর্চ্চা করিতে গিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

মাননীয় কুমার শরদিন্দু নারায়ন রায় প্রাজ্ঞ মহাশয় কায়স্থ পত্রিকায় লিখিয়াছেন :—

"মহারাজ আদিশূর যে সময় কান্যকুব্জ হইতে স্বীয় যজ্ঞার্থ পঞ্চ বেদবিদ্ ব্রাহ্মণসহ পঞ্চ কায়স্থ বঙ্গ দেশে আনয়ন করেন, কাহারও মতে তৎকালে বঙ্গ দেশে উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থের আগমন হয় নাই। আদিশূর যে পাঁচজন কায়স্থ

আনয়ন করেন, যজ্ঞ সমাপান্তে তাঁহারা আবার দেশে ফিরিয়া যান। কিন্তু তাঁহোদের কান্যকুব্জ সমাজ বঙ্গদেশে গমন হেতু তাঁহাদিগকে পুনরায় স্বীয় সমাজে গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন বলিয়াই হউক কিংবা অপর যে কোন কারণেই হউক তাঁহাদিগকে পুনরায় বঙ্গে প্রত্যাগমন করিতে হয়। এই মতানুসারে তাঁহাদের পরে পাঁচজন উত্তররাঢ়ীর কায়স্থ আপনাপন পাঁচজন ভৃত্য ও পাঁচজন পুরোহিত সঙ্গে লইয়া বঙ্গে আদিশূরের সভায় আগমন করেন। ইহার মত পোষক একটী বচনও তাঁহারা উদ্ধৃত করিয়া থাকেন, যথা,—

"বিপ্রপঞ্চ করণপঞ্চ ভৃত্য পঞ্চজন।
ত্রিপঞ্চকে উপনীত আদিশূরের ভবন॥"

দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজের মূলপুরুষদিগের সহিত উত্তররাঢ়ীয় সমাজের সকল মূলপুরুষদিগের নামের ঐক্য নাই ও পর্য্যায় গণনাতেও বিলক্ষণ পার্থক্য আছে। (কায়স্থ পত্রিকা, ১ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৯১ পৃষ্ঠা।)

(২) শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয় বলেন "উত্তররাঢ়ীয়গণের কুলজী হইতে জানাযায় যে আদিশূরের সময় যাঁহারা বিদ্যমানছিলেন তাঁহাদের ৩।৪ পুরুষ পরে উত্তররাঢ়ী কায়স্থগণের বীজপুরুষেরা উত্তর রাঢ়ে আসিয়া বাস করেন, সুতরাং পালবংশীয়দেরসময় যে তাঁহারা উত্তররাঢ়ে আগমন করিয়াছিলেন সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়।" (কায়স্থ পত্রিকা, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৭৩ পৃষ্ঠা।) নিখিল বাবু কোন কুলজী হইতে পাইয়াছেন জানিতে চাহি।

(৩) 'বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজ' প্রণেতা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবল্লভ রায় মহাশয় বলেন "উত্তর-রাঢ়ীয়েরা বলিয়া থাকেন যে তাঁহাদের পাঁচজন আদিপুরুষ আদিশূরের আনীত, কিন্তু সোমেশ্বর ঘোষ প্রভৃতি পাঁচজন যে কি কারণে মহারাজ আদিশূর কর্ত্তৃক এতদ্দেশে আনীত হইয়াছিলেন বলা যায় না। তবে তাঁহারা চন্দ্রমুখীর ব্রত সম্পাদনার্থে স্বর্ণকৌশিকাদি পঞ্চগোত্রীয় পাঁচ জন ব্রাহ্মণের এতদ্দেশে আগমন বৃত্তান্ত জানা যায়। উক্ত পঞ্চ কায়স্থের ঐ সঙ্গে আসাই সম্ভব।"

এ প্রমান তিনি কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন তাহার কোন বিবরণ তিনি নিজ গ্রন্থে দেন নাই। সিদ্ধান্ত কেবল অনুমানের উপর।

(৪) 'কায়স্থসূত্র'-লেখক বলেন বঙ্গের রাজা শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুপ্তের সময় উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থের বীজপুরুষগণ বঙ্গদেশে শুভাগমন করেন।

কায়স্থ পত্রিকায় বঙ্গীয় কায়স্থ পরিচয় প্রবন্ধে উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ সম্বন্ধে একটী সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেখিতে পাই।

"ঘটক-কেশরীর উত্তররাঢ়ী তালিকায় লিখিত আছে—যেসময় ক্ষিতীশ, মেধাতিথি, বীতরাগ, সুধানিধি ও সৌভরি এই পঞ্চ সাগ্নিক বিপ্র আদিশূরের আহ্বানে গৌড়রাজ সভায় আগমন করেন সেই সময় উত্তররাঢ়ীয়দিগের পঞ্চবীজপুরুষও বঙ্গে আসিতেছিলেন, পথে পঞ্চ সাগ্নিকের সহিত তাঁহাদের দেখা হইয়াছিল কিন্তু তাঁহারা, গৌড় রাজসভায় না গিয়া রাঢ় দেশে মাধব নামক এক রাজার সভায় প্রথমে আগমন করেন। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের কারিকা মতে "দেব বানাঙ্গ শাকেতু গৌড়ে বিপ্রা সমাগতাঃ" অর্থাৎ ৬৫৪ শাকে (৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে) পঞ্চ সাগ্নিক গৌড়রাজসভায় উপস্থিত হন। উত্তররাঢ়ী কায়স্থকারিকায় মাধব ও আদিত্যাশূর প্রভৃতি শূরবংশীয় রাজার নাম পাওয়া যায়।"

কুলনন্দের উত্তররাঢ়ীয় কারিকা হইতে জানা যায় যে গৌড়দেশে সিংহেশ্বর গ্রাম নিবাসী মহারাজ আদিত্যশূর সমাদরে পঞ্চগোত্র শ্রীকরণ আনয়ন করেন। গৌড়, মাথুর ভট্ট, সকসেন, শ্রীকরণ, শ্রীবাস্তব, অহিষ্ঠান ও অম্বষ্ঠ মধ্যে শ্রীকরণই শ্রেষ্ঠ। সৌকালিনগোত্রজ ও বাৎস্য গোত্রজ দুইজন অযোধ্যায়, মৌদগল্যনন্দন মথুরায় বিশ্বামিত্র বটগ্রামে ও কাশ্যপনন্দন হরিহর গ্রামে বাস করিতেন।

"অবধান করি শুন কুলের বন্ধন।
বিবরিয়া কহি আমি যে পঞ্চী করণ॥
বিধি কৈল একজন কর্ম্ম লিখিবারে।
চিত্রগুপ্ত নাম তার হইল অতঃপরে॥
কায়স্থ উৎপত্তি হৈল যমের সমান।
পাপপুণ্য লিখিবারে হইল বিধান॥
কাল ক্রমে হইল তাঁর তিনটী তনয়।
চিত্রসেন চিত্র রথ বিচিত্র নাম হয়॥
চিত্রসেন গেল স্বর্গে বিচিত্র পাতালে।
চিত্র রথ মধ্যে আইলা সেনী যারে বলে॥
যমুনার বিভাকরে হরিষ অন্তরে
দুখে নিবসয় সেনী ভার্য্যার মন্দিরে
যমুনারে গর্ভে হইল বহুজন।
গৌড় মাথুর ভট্ট সকসেন শ্রীকরণ॥
শ্রীবাস্তব অহিষ্ঠান অম্বষ্ঠা।
মুনির যাজনে সভার গোত্রের লিখন॥
তপোবলে শ্রেষ্ঠ বলি শ্রীকরণ গণ্য।
তাহাতে অনেক গোত্র সভে বহু মান্য॥
বাৎস সৌকালীন দোঁহে অযোধ্যা গমন॥
মথুরায় স্থিতি কৈল মৌদ্গল্য নন্দন॥
বটগ্রামে বিশ্বামিত্র করি নিকেতন।
হরিহর গ্রামে ছিল কাশ্যপ নন্দন॥
গৌড় দেশে মহারাজা আদিত্যাশূর নাম।
গঙ্গার সমীপেবাস সিংহেশ্বর গ্রাম॥
আদর করিয়া আনেন বিপ্র পঞ্চজন।
সেই সঙ্গে পঞ্চগোত্র আইলা শ্রীকরণ॥"

উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজের পর্য্যায় গণনা করিয়া জানা যায় যে আদি বীজ পুরুষ হইতে এখন ২৬ হইতে ৩০ পুরুষ। ১০০ বৎসরে তিন পুরুষ ধরিলে ৯০০ বৎসর পূর্ব্বে বীজ পুরুষদের বঙ্গে আগমন স্থির করা যায়। তাহা হইলে আদিশূর একাদশ শতাব্দীতে রাজত্ব করিতেন স্থির করিতে হইবে ও কুলপঞ্জীগণের বিবরণ অবিশ্বাস করিতে হইবে। যদি উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থের বীজপুরুষগণের একাদশ শতাব্দীতে আসিয়া থাকেন ও আদিশূরের রাজত্ব কাল অষ্টম শতাব্দীতে স্থির হয় তাহা হইলেই অষ্টম ও একাদশ শতাব্দীর মধ্যে (আদিশূর ও বল্লাল সেনের মধ্যে) কোনও রাজার রাজত্বকালে আসিয়া থাকিবেন প্রতিপন্ন হয়। যদি তাহা হয় তাহা হইলে ব্যাস সিংহের বল্লালসেনের মন্ত্রিত্বই বা কিরূপে সম্ভব ?

এই সকল কারণে উত্তররাঢ়ী কায়স্থগণ কোন সময়ে ও কোন রাজার রাজত্বকালে বঙ্গদেশে উপনিবেশ স্থাপন করেন তাহা এপর্য্যন্ত নিঃসন্দেহ রূপে নির্ণয় হয় নাই ও নির্ণয় করাও সহজ নহে। তবে কুলপঞ্জী হইতে জানা যায় করণবংশীয় ৫ জন কায়স্থ অযোধ্যা, মথুরা, বটগ্রাম ও হরিহর গ্রাম হইতে বঙ্গদেশের রাজা গঙ্গার নিকটবর্ত্তী সিংহেশ্বর গ্রাম বাসী আদিত্য।

শূরের সভায় আগমন করিয়াছিলেন। অদিত্যশূর কোন শতাব্দীতে রাজ্য করিয়াছিলেন যানা যায় না।

চারি শ্রেণীর কায়স্থ বিভিন্ন বিভিন্ন সময়ে বঙ্গদেশে শুভাগমন করিলেও সকল শ্রেণীর কায়স্থের মূল যে এক তাহার কোন প্রমান পাওয়া যায় না চিত্রগুপ্তের পুত্র চিত্রসেনীর যে দ্বাদশটী পুত্রের নাম কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে সে নাম পুত্রের নাম নহে বংশের নাম। বিভিন্ন স্থানে বাস করাতে ও অন্যকারণে বিভিন্ন আখ্যা হইয়াছে যথা—

(১) শ্রীবাস্তব্যের পূর্ব্বপুরুষেরা কাশ্মীর রাজধানী শ্রীনগরে রাজত্ব করিতে বলিয়া শ্রীবাস্তব্য আখ্যা লাভ করিয়াছেন।

(২) ভটনাগরের পূর্ব্বকালে ভটনদীরতীরে বাস করিতেন বলিয়া আখ্যা।

(৩) শকসেনবংশীয়েরা ফরক্কাবাদ জেলায় প্রাচীন রাজধানী শঙ্কাশ (বর্ত্তমান সঙ্কিস্) হইতে উৎপত্তি বলেন।

(৪) অম্বষ্ঠ এর পূর্ব্বপুরুষগণ গির্ণার পাহাড়ে বাস করিয়া অম্বা দেবীর পূজা করিতেন বলিয়া ঐনাম।

(৫) আহিষ্টান বা অষ্টানেরা কাশীর রাজাকে আট প্রকার মুক্তা দিয়াছিলেন বলিয়া নাম।

(৬) বল্মীক—বিভানুর দেহ তপস্যাকালে বল্মীকে পরিনত হইয়াছিল।

(৭) মাথুর—মথুরায় বাস করা হেতু।

(৮) সূর্য্যধ্বজ—বিভানুসুরসেনের রাজত্বকালে সাহায্য পাইয়াছিলেন বলিয়া উপাধি।

(৯) কুলশ্রেষ্ঠ—পরম ধার্ম্মিক বলিয়া।

(১০) করণ—নর্ম্মদাতীরে কর্ণালি গ্রামেবাস হেতু।

(১১) গৌড়—গৌড়ে বাস হেতু।

(১২) নিগম—নিগম অবলম্বন করিয়া চলিতেন বলিয়া।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশী কায়স্থগন এ দ্বাদশ কায়স্থের উৎপত্তি এই প্রকার উল্লেখ করেন :—

১। শ্রীবাস্তব্য—ভানুর বংশধর।
২। ভটনাগর—চিত্রের সন্তান।
৩। শকসেন—মতিমানের বংশধর।
৪। অম্বষ্ঠ—হিম বানের সন্তান।

৫। অষ্ঠান—বিশ্বভানুর বংশধর।
৬। বাল্মীক—বিভানু বা বীর্য্যভানুর বংশধর।
৭। মাথুর—চারুর বংশধর।
৮। সূর্য্যধ্বজ—বিভানুর বংশধর।
৯। কুলশ্রেষ্ঠ—অতীন্দ্রিয় বা জিতেন্দ্রিয়ের সন্তান।
১০। করণ—অরুণের বংশধর।
১১। গৌড়—সুচারুর সন্তান।
১২। নিগম—চিত্রচারুর বংশধর।

যদি দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র কায়স্থের পূর্ব্বপুরুষগণ উত্তরপশ্চিম প্রদেশে হইতে আগমন করিয়া থাকেন তাহা হইলে তাঁহারা উক্ত দ্বাদশপ্রকার কায়স্থের বংশ হইতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু এক মকরন্দ (যিনি সূর্য্যধ্বজ বংশসম্ভূত বলিয়া দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থেরা পরিচয় দেন) ব্যতীত অন্য কোন বীজপুরুষ উক্ত দ্বাদশ প্রকারের কায়স্থসম্ভূত বলিয়া পরিচয় পাওয়া যায় না। নগেন্দ্র বাবু এই মকরন্দ, যিনি সূর্য্যধ্বজ বংশসম্ভূত, ও উত্তররাঢ়ী মকরন্দ, যিনি করণবংশসম্ভূত, উভয় মকরন্দ অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া উত্তররাঢ়ী ও দক্ষিণরাঢ়ীকে এক করিতে চাহেন।

যাহাহউক ইহাদ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে উত্তররাঢ়ী কায়স্থগণের অরুণের বংশধর কর্ণালি দেশবাসী করণবংশীয় হইতে উৎপত্তি ও তাঁহারা অন্যান্য শ্রেণীর কায়স্থ হইতে বিভিন্ন ও এক মূলীভূত নহে প্রমাণ হয়। ইহা ছাড়া উত্তররাঢ়ী কায়স্থকুলদীপিকা হইতে জানা যায় যে আট প্রকার কায়স্থ মধ্যে শ্রীকর্ণ বংশ হইতে উত্তররাঢ়ী কায়স্থের উৎপত্তি ও শ্রীকর্ণ বংশই অন্যান্য বংশ হইতে শ্রেষ্ঠ।

"চিত্রগুপ্তঃ ক্রিয়োপেতঃ সর্ব্বশাস্ত্রেষু পূজিতঃ।
সেনীপুত্রাষ্টকাঃ পৃথ্যাং সর্ব্বসম্পতিসংযুতাঃ॥
গৌড়াখ্যো মাথুরশ্চৈব সকৃসেনো ভট্টনাগরঃ।
অম্বষ্ঠশ্চ শ্রীবাস্তব্যঃ কর্ণোপকর্ণ উচ্যতে॥
পুত্রানামষ্টকানাঞ্চ শ্রেষ্ঠঃকর্ণঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
শ্রীকর্ণ ইতি সংজ্ঞঃ স বিখ্যাতো ভুবি সর্ব্বতঃ।
তস্যবংশে সমুদ্ভূতাঃ পঞ্চ বিজ্ঞাঃ মহাজনাঃ।
বাৎস্যগোত্রোহনাদিবরঃ সোমঃ সৌকালিনেনচ॥

পুরুষোত্তমো মৌদ্গল্যো বিশ্বামিত্রঃ সুদর্শনঃ।
কাশ্যপেন দেবনামা ইতি তে কথিতং মুদা"

করণ শ্রেণী কায়স্থ যে শ্রেষ্ঠ তাহা দক্ষিণরাঢ়ী ঘটককারিকাতেও দেখা যায়—

"উত্তরে করিয়া বাস তাহারা সকলে।
দাসত্ব স্বীকার আগে কভু নাহি কৈলা॥
* * * *
দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থেরা গুণেতে অতুল।
দাসত্ব স্বীকার কৈল জানি শুদ্ধমূল॥"
"দয়াচ সর্ব্বভূতেষু দৃঢ়ভক্তিশ্চ কেশবে।
দ্বিজসেবা এবতুপূর্ব্বং এতদ্দাসস্য লক্ষণম্॥"

দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থগণ এপর্য্যন্ত নিজনামের পরে 'দাস' শব্দ ব্যবহার করিয়া আসিয়াছেন।

করণ বংশ শ্রেষ্ঠ বংশ বলিয়াই মনু কেবল মাত্র করণ যে ব্রাত্যক্ষত্রিয় সন্তান লিখিয়া গিয়াছেন! বোধ হয় সে সময়ে কায়স্থের মধ্যে করণ শ্রেণী শ্রেষ্ঠ ও প্রধান ছিল এজন্য করণেরই উল্লেখ করিয়াছেন। অন্যান্য শ্রেণী কায়স্থগণের উল্লেখ নাই তাহার কারণ কি? কায়স্থ জাতি মনূক্ত ব্রাত্যক্ষত্রিয় সন্তান ও কায়স্থের যে করণ শব্দ আছে তাহা এই মনূক্ত ব্রাত্যক্ষত্রিয় সন্তান।

তাহা হইলেই উত্তররাঢ়ী কায়স্থগণ মনূক্ত ব্রাত্যক্ষত্রিয় অরুণবংশ সম্ভূত করণবংশীয়ের বংশধর ও অন্যান্য শ্রেণী হইতে বিভিন্ন ও এক মূলীভূত নহেন।

দ্বিতীয়।—আজ প্রায় হাজার বৎসর হইতে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর কায়স্থগণ উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে আসিয়া বাস করিয়াছেন, নিজ শ্রেণীর মধ্যে আদান প্রদান করিয়া আসিতেছেন, আচার ব্যবহারও পৃথক্; তখন এই বিরাট সামাজিক সম্মিলন কি সহজ ব্যাপার? শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট আচার ব্যবহার, মেয়েলী আচার অনুষ্ঠান, জাতি মর্য্যাদা, কুলশীল সকল বিষয়েই প্রভেদ ও পার্থক্য। কেবল কতকগুলি মন্তব্য সভা হইতে গৃহীত হইলেই তাহা কার্য্যে পরিণত করা সুসাধ্য নহে। যে ভাবে মন্তব্য হইয়াছে তদনুসারে কার্য্য হইলে সমাজের কি ক্ষতি বৃদ্ধি কি ইষ্টানিষ্ট সম্যকরূপে চিন্তা

করিতে হইবে। বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে সমাজের উন্নতি হইতে পারে কি না তাহাও ভাবিবার বিষয়।

দক্ষিণরাঢ়ী ও বারেন্দ্র কায়স্থেরা বলেন যে বহুদিন হইতে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মধ্য আদান প্রদান চলিয়া আসিতেছে। উত্তররাঢ়ী কায়স্থ দক্ষিণরাঢ়ী ও বঙ্গজ কায়স্থের ঘরে বিবাহ করিয়া মিলিত হইয়াছেন। নগেন্দ্র বাবু বলেন দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থের বীজপুরুষ মকরন্দ ঘোষ ও উত্তররাঢ়ী কায়স্থের সোম ঘোষের পৌত্র মকরন্দ ঘোষ এক অভিন্ন ব্যক্তি। যদি এ কথা সত্য হয় তাহা হইলে সোমেশ্বর ঘোষ মহাশয় কি এখানে আসিয়া পুনরায় পশ্চিমাঞ্চল প্রত্যাগমন করেন ও সেখানে অবস্থিতি করেন ও তাঁহার পৌত্র মকরন্দ ঘোষ আদিশূরের সময়ে সাগ্নিক ব্রাহ্মণের সহিত আগমন করিয়াছিলেন? প্রথমতঃ, উত্তররাঢ়ী সোম ঘোষ করণবংশীয় দক্ষিণরাঢ়ী মকরন্দ ঘোষ সূর্য্যধ্বজ বংশসম্ভূত, তাহার পর সোমেশ্বর ঘোষ মুর্শিদাবাদ জেলার জজান গ্রামে বাস করিয়া সোমেশ্বর শিব প্রতিষ্ঠা করেন ও তাঁহার বংশাবলীর বঙ্গদেশে থাকা পরিচয় পাওয়া যায়। যদি উভয়ই অভিন্ন ব্যক্তি হন তাহা হইলে সোমেশ্বর ঘোষ আদিশূরের পূর্ব্বে আসিয়াছিলেন কিন্তু কোন কারণে ও কোন রাজার সময়ে তিনি আগমন করিয়াছিলেন জানা যায় না। ঐ মকরন্দ ঘোষ দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থে বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু কুলজী গ্রন্থে স্পষ্ট লেখা আছে যে মকরন্দ দক্ষিণরাঢ়ে গত। তাঁহার বংশাবলীর কোন পরিচয় কুলজী গ্রন্থে দেখা যায় না। বোধ হয় তিনি দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থের সহিত মিলিত হওয়ায় তাঁহাকে কুলত্যাগ করিতে হইয়াছিল ও উত্তররাঢ়ী কায়স্থের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ একবারে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবল্লভ রায় মহাশয় বলেন যে ব্যাস সিংহের পুত্র পরীক্ষিৎ সিংহ বারেন্দ্র শ্রেণী ভুক্ত হন। ঐ ব্যাস সিংহ করতোয়া গ্রামে বাস হেতু করাতিয়াখ্যাতি প্রাপ্ত হন। তাঁহার এই মত আমরা গ্রহণ করিতে অসমর্থ। ব্যাস সিংহের পরীক্ষিৎ নামে কোন পুত্র উত্তররাঢ়ীয় কুলজী গ্রন্থে দেখা যায় না। করণগুরু লক্ষ্মীধর সিংহের পুত্র ব্যাস সিংহের ভ্রাতা ভগীরথ সিংহ বঙ্গেগত এই কথা লেখা আছে। ইহাতে বোধ হয় তিনি বঙ্গদেশে গিয়া অন্য শ্রেণীতে বিবাহ করা হেতু তিনি সমাজচ্যুত হইয়াছিলেন। যদি উত্তররাঢ়ী ২।১ জন অন্য শ্রেণীতে বিবাহ করা হেতু কুলত্যাগী ও

সমাজচ্যুত হইয়া থাকেন তাহা হইলে যে বিবাহসম্বন্ধ ভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে চলিয়া আসিতেছে তাহা প্রতিপন্ন হয় না।

ব্যাস সিংহ করতোয়াবাসী ছিলেন না। তিনি বল্লাল সেনের একজন প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। বল্লালসেন তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার শিরশ্ছেদন করার আদেশ দেন ও করাত দ্বারা উঁহার শিরচ্ছেদন করা হয় এজন্য তাঁহার নাম করাতিয়া ব্যাস সিংহ হইয়াছে। তাঁহার পিতা এজন্য করণ গুরু উপাধি দ্বারা ভূষিত হইয়াছিলেন।

শুনিতে পাই যে বারেন্দ্র সমাজের দেবীদাস খাঁ উত্তররাঢ়ীয় সিংহের কন্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন ও ভুঁইনার রাজা সীতারাম রায়ও অন্য সমাজের কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু সামাজিকগণ আন্তর্গণিক বিবাহে পক্ষপাতী ছিলেন না এজন্য তাঁহাদের বংশধরগণ উত্তররাঢ়ী শ্রেণী সমাজ হইতে বহির্ভূত।

চারি শ্রেণীর সম্মিলন লইয়া অধিকাংশ কায়স্থ ব্যস্ত কিন্তু তাঁহারা ভাবেন না যে কায়স্থগণ নিজ নিজ সমাজের নীচ শ্রেণীর কায়স্থগণের সহিত বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন ও আহার ব্যবহারে এখনও অনুৎসুক। সকল শ্রেণীর মধ্যেই সামাজিক ও অসামাজিক কায়স্থ আছেন। যাঁহারা সমাজে পরিচিত তাঁহারা সমাজিক ও যাঁহাদের কুল পরিচয় জানা যায় নাই তাঁহারা অসামাজিক। উত্তররাঢ়ী কায়স্থ সমাজের পরিচিত কায়স্থের মধ্যেও শ্রেণী বিভাগ আছে। উচ্চ শ্রেণীর কায়স্থগণ নিম্ন শ্রেণীর কায়স্থগণের সহিত বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে এমন কি একত্র আহার করিতেও এখনও কুণ্ঠিত। অনেক কায়স্থ দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দেন কিন্তু কুলজ্ঞেরা তাঁহাদের সংবাদও জানেন না। বঙ্গজ কায়স্থ বলিয়াও অনেক কায়স্থ পরিচয় দেন। অজ্ঞাত কুলশীল এইরূপ কায়স্থগণের সহিতসম্বন্ধ স্থাপন করিতে কি কোন সদ্বংশজাত কায়স্থ শীঘ্র সম্মত হইবেন? যখন প্রত্যেক শ্রেণীর সমাজ নিজসমাজের নীচ শ্রেণীর কায়স্থগণকে কিংবা অসামাজিক কায়স্থগণকে নিজ সমাজস্থ বলিয়া গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত তখন উত্তররাঢ়ী কায়স্থ শীঘ্র অন্য শ্রেণীর কায়স্থকে নিজ সমাজস্থ করিবে বোধ হয় না। আমার স্মরণ হয় কয়েক বৎসর হইলে এক জন সম্ভ্রান্ত সঙ্গতিপন্ন উত্তররাঢ়ী কায়স্থ নিজ সমাজে সঙ্গতিপন্ন পাত্র পাওয়া যায় না বলিয়া নিজ কন্যাকে দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থের সহিত বিবাহ দিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। এই কথা শুনি

উত্তররাঢ়ী সমাজের কয়েক জন সম্ভ্রান্ত ও বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁহাকে একার্য্য হইতে নিরস্ত হইতে অনুরোধ করেন। অবশেষে তিনি নিরস্ত হন। আমিও তাঁহাদের মধ্যে এক জন ছিলাম।

রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণ এক মূলসম্ভূত হইলেও বিবাহসম্বন্ধ প্রচলন হয় নাই, বৈদিক ব্রাহ্মণের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন তো দূরের কথা।

মুসলমানের মধ্যে সেখ, সৈয়দ, মোগল, পাঠান, চারিশ্রেণীর আন্তর্গণিক প্রচলন নাই।

বিবাহাদি সম্বন্ধ স্থাপনে সকলেই উচ্চবংশ বা বিশুদ্ধ শোনিত-সঞ্চারের এজন্য চারি শ্রেণীর একীকরণ যে শীঘ্র হইবার সম্ভব তাহা বোধ হয় না।

তৃতীয়।—বিভিন্ন শ্রেণীর কায়স্থের কুলপ্রথা বিভিন্ন, এরূপ অবস্থায় উভয় শ্রেণীর কুলীনগণ মধ্যে কিরূপে কুলকার্য্য সম্ভব? উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থদিগের মধ্যে কন্যাগত কি পুত্রগত কুল একেবারে নাই। তাঁহাদের কুলীন প্রথা কুলাচার্য্যগণের সৃষ্ট ভাবানুসারে যথা অমুকস্থানের অমুকের সন্তানের ষোলআনা ভাব, অমুক স্থানের অমুকের সন্তানের ৮০ কি ৮৵০ আনা ভাব। তাহার পর উত্তররাঢ়ীয় দিগের মধ্যে পর্য্যায় অনুসারে বিবাহ পদ্ধতি নাই—এরূপ স্থলে সর্ব্বশ্রেণীর কুলমর্য্যাদা বজায় রাখিয়া বিবাহ কিরূপে হইতে পারে বুঝিতে পারা যায় না। যেপর্য্যন্ত চারি শ্রেণী কায়স্থের বিভিন্ন সমাজের কুলনিয়ম এক না হইবে, যে পর্য্যন্ত কায়স্থ সমাজের সংস্কার না হইবে ও যেপর্য্যন্ত সামাজিক কায়স্থের তালিকা না হইবে সেপর্য্যন্ত আন্তর্গণিক বিবাহ হওয়ার সম্ভাবনা নাই। এখনও কায়স্থ সমাজ এতদূর উন্নত ও অগ্রসর হয় নাই যে সমগ্র চারি শ্রেণী সম্মিলিত হইয়া সমাজের উন্নতি সাধন করিবে।

চতুর্থ।—চারি শ্রেণীর কায়স্থমধ্যে আন্তর্গণিক বিবাহ হইলে সমাজের উন্নতি না হইয়া বরং সমাজের মধ্যে দলের সৃষ্টি হওয়ার সম্ভব। সমাজের সকল লোকই আন্তর্গণিক বিবাহের পক্ষাপাতী নহে। যাহারা আন্তর্গণিক বিবাহের বিরোধী তাঁহাদের একদল ও যাঁহারা পক্ষপাতী তাঁহাদের একদল হইবে, ফলে সমাজে দলাদলি ও গৃহবিবাদ ঘটিবে। দলাদলি ও গৃহবিবাদ না হয় এরূপ উপায় করা আমাদের কর্ত্তব্য। যাঁহারা ভিন্ন শ্রেণীতে পুত্র কন্যায় বিবাহ দিবেন তাঁহাদের সহিত হয় তো উক্ত বিবাহের বিরোধিগণ আদান প্রদান ও আহারাদি পরিত্যাগ করিবেন। এরূপে সমাজ বিভক্ত হইয়া বিবিধ সমাজ গঠিত হইবে। সামাজিক শক্তি দৃঢ়তর হওয়া দূরে থাকুক শিথিল হইয়া যাইবে।

পঞ্চম।—উত্তররাঢ়ী কায়স্থের বেশী ভাগই গরীব ও দক্ষিণরাঢ়ী বঙ্গজ কায়স্থের বেশীভাগ সঙ্গতিপন্ন। দরিদ্র সমাজ ও সঙ্গতিপন্ন সমাজে বিবাহাদি সম্বন্ধ স্থাপনে শুভফল আশা করা যায় না। যদিও বিবাহে ব্যয় সংক্ষেপ জন্য চেষ্টা হইতেছে তাহা হইলে দরিদ্রকে যদি সঙ্গতিপন্নের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হয় তাহা হইলে ব্যয় বেশী আপনা হইতেই হইয়া পড়ে। অপর শ্রেণীর ব্যয় বাহুল্যে আর এক শ্রেণী সর্ব্বস্বান্ত হইবে। তাহার পর প্রত্যেক সমাজের ধনী ও কৃতবিদ্যগণ নিজ নিজ সমাজ ছাড়িয়া অন্য সমাজে সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তিগণের আশ্রয় গ্রহণ করিবে। ধনী ও কৃতবিদ্যগণ স্বকীয় সমাজ পরিত্যাগ করিলেই সমাজের ধনহীন ও অকৃতবিদ্যগণ পড়িয়া থাকিবে। ভিন্ন শ্রেণীর কৃতবিদ্য পাত্র পাইলে অন্য সমাজ যথাশক্তি অর্থ ব্যয় করিয়া ঐ পাত্রের সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দিবেন। গরীব সমাজ কৃতবিদ্য বর হইতে বঞ্চিত হইবে। এখন নিজ নিজ সমাজের মধ্যেই খুঁজিয়া সুপাত্র ঠিক করিয়া লওয়া হয় কিন্তু ভিন্ন সমাজে সুপাত্রগুলি লইলে তখন সুপাত্র মেলা একেবারে কঠিন হইবে। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার, এম্ এ, মহাশয় বহরমপুরের অধিবেশনে বলিয়াছেন "বঙ্গজ ও দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থ, উত্তর রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক হইলেও বারেন্দ্র ও উত্তররাঢ়ী মধ্যে সকলেরই কিছু না কিছু স্থাবর সম্পত্তি আছে এবং তাঁহাদের মধ্যে অপর দুই শ্রেণীর ন্যায় শিক্ষা ও কর্ম্মকুশলতা বৃদ্ধি হওয়ায় তাঁহাদের আর্থিক অবস্থারও উন্নতি হইতেছে। সুতরাং বিবাহক্ষেত্রে অন্য দুই শ্রেণীর প্রতিযোগিতা দ্বারায় তাঁহাদের কোন অনিষ্টের আশঙ্কা নাই।" শ্রীযুক্ত সরকার মহাশয় বোধ হয় উত্তররাঢ়ী কায়স্থের আভ্যন্তরিক অবস্থা বিশেষরূপে অবগত নহেন, এজন্য তিনি উপরোক্ত মত প্রকাশ করিয়াছেন। উত্তররাঢ়ী মাত্রেই গরীব। বেশী ভাগ লোকই ২।৪ বিঘা জমীর উপস্বত্বে জীবিকা নির্ব্বাহ করেন ও চাকরী করিয়া সংসার প্রতিপালন করেন। স্থাবর সম্পত্তি অতি অল্প লোকেরই আছে। শিক্ষা ও কর্ম্মকুশলতা বৃদ্ধি হওয়ায় আর্থিক অবস্থার উন্নতির কথা তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা প্রকৃত নহে। দরিদ্র উত্তররাঢ়ী কায়স্থ বালকগণ অর্থাভাবে উপযুক্ত শিক্ষা পায় না ও তজ্জন্য চিরজীবন কষ্টে কাটাইতে হয়। এজন্য কয়েকজন বদান্য ও মহানুভব ব্যক্তি একটী শিক্ষা ভাণ্ডার স্থাপন করিয়া দরিদ্র বালকের শিক্ষার উপায় করিয়াছেন। আর্থিক অবস্থার উন্নতি অতি অল্প লোকেরই হইয়াছে।

ষষ্ঠ।—চারি শ্রেণীর কায়স্থমিলিত হইলে সমাজের আয়তন অতিশয় বৃদ্ধি

হইবে। তাহাতে সমাজের উন্নতি পক্ষে প্রতিবন্ধক ঘটিবে। সমাজের আয়তন ছোট হইলে উন্নতির আশা করা যায়। উত্তররাঢ়ী কায়স্থ সমাজ নিজ সমাজের জন্য যতটা উন্নতি করিতে পারিয়াছে ও যত সংখ্যা বালকের শিক্ষার জন্য টাকা খরচ করিতে পারিতেছেন আমার বোধহয় চারি সমাজ মিলিত হইলে এতদূর উন্নতি এক উত্তররাঢ়ী কায়স্থসমাজের হইবে কিনা সন্দেহ। সাধারণ সমাজে যে টাকা উঠিবে সে টাকা হইতে বিরাট সমাজের কয় জন বালকের শিক্ষায় ও কয়টী অনাথা বিধবার সাহায্য হইবে? নিজ নিজ সমাজে যত চেষ্টা ও যত্ন হইবে সমগ্র সমাজের তত চেষ্টা বা যত্ন হইবে না, এজন্য যাহাতে নিজ নিজ সমাজের উন্নতি হয় তাহার জন্য চেষ্টা করা সকলেরই উচিত। আন্তর্গনিক বিবাহ হইতে প্রতিবন্ধক।

সপ্তম—বিভিন্ন শ্রেণীর আচার ব্যবহার ও ভাষা পৃথক। আচার ব্যবহার ও ভাষার পার্থক্য থাকিলে বিবাহাদি সম্বন্ধ যে সুখকর হইবে তাহা আশা করা যায় না। কন্যা বরের কথা বুঝিতে পারিবেনা, কি বর কন্যার কথা বুঝিতে পারিবে না, কিম্বা পরস্পরের আচার ব্যবহার পরস্পরের নিকট প্রীতিকর হইবে না। এক্ষেত্রে এরূপ অসুখকর সম্বন্ধস্থাপন বাঞ্ছনীয় নহে। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার মহাশয় বলেন যে শিক্ষাবিস্তার ও পরস্পর মেলামেশা দ্বারা এবিষয়ে পার্থক্য দূর হইতেছে। লর্ড কার্জনের বঙ্গবিভাগে আমার বোধ হয় দিন দিন পার্থক্য আরও বেশী হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ।

সভার প্রচার কার্য্য।

৪ঠা বৈশাখ, ১৩১৭। যশোহর।

সভার উদ্যোগে এবং সভায় সভ্য চাঁচড়ার জমীদার কুমার শ্রীযুক্ত সতীশকণ্ঠ রায় মহাশয়ের চেষ্টায় যশোহর টাউনহলে কায়স্থগণের একটী বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল। কুমার সতীশকণ্ঠ অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে সমবেত ভদ্রমহোদয়গণের অভ্যর্থনা করেন। সভায়

যশোহর সহরের এবং নিকটস্থ সকল গ্রামের গণ্যমান্য কায়স্থ মাত্রেই এবং সভার প্রচার সমিতির সভ্য শ্রীযুক্ত সারদা চরণ মিত্র বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার মিত্র বর্ম্মা ও শ্রীযুক্ত বামাপদ পাল চৌধুরি বর্ম্মা (সভার প্রচারক) উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেট ব্রাহ্মণকুলতিলক শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার অগস্তি মহাশয়ও সভার সদুদ্দেশ্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিবার জন্য উপস্থিত থাকিয়া সভাকে অলঙ্কৃত করেন।

যশোহরের ডিষ্ট্রীক্ট জজ শ্রীযুক্ত লোকেন্দ্রনাথ পালিত মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং কুমার সতীশকণ্ঠ রায় মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র বর্ম্মা মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভাপতি মহাশয় কায়স্থগণের বর্ত্তমান অবস্থা এবং কিরূপে স্বজাতির উন্নতি হইতে পারে তদ্বিষয়ে একটী সুন্দর বক্তৃতা করিলেন। *

তৎপরে চাকদহ-যশড়ার শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার মিত্র বর্ম্মা মহাশয় (দক্ষিণরাঢ়ী) আন্তর্গণিক বিবাহ প্রচলনের উপযোগিতা সম্বন্ধে প্রথম প্রস্তাব উপস্থাপিত করিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন যে এরূপ বিবাহের অভাবে কায়স্থ সমাজের বিশেষ অনিষ্ট হইতেছে এবং বিবাহে শাস্ত্রীয় কোন বাধা নাই। যশোহর-পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন রায় চৌধুরী মহাশয় (বঙ্গজ) এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিলেন যে বঙ্গদেশে আগত মূল পঞ্চ জন কায়েস্থেরই বংশধরগণই বর্ত্তমান চারি শ্রেণীর কায়স্থগণের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ বিবাহ কাজে কাজেই শাস্ত্র বিরুদ্ধ নহে। তৎপরে তিনি কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ উদ্ধৃত করেন। স্থানীয় ২।১ জন উকীল ও মোক্তার এই প্রস্তাব গ্রহণে আপত্তি করিলে শ্রীযুক্ত লোকেন্দ্রনাথ পালিত মহাশয় ও সভাপতি মহাশয় তাঁহার আপত্তি খণ্ডন করেন। পরে এই প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

তৎপরে খ্যাতনামা স্থানীয় উকীল ও সুবক্তা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় (দক্ষিণরাঢ়ীয়) বিবাহব্যয়সংক্ষেপ সম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রস্তাব উপস্থাপিত করিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে এই কুপ্রথা সমাজকে শোষণ করিতেছে এবং ইহা বিরোহিত করিবার জন্য উপায় অবলম্বন করা বড়ই আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় যে শিক্ষিত লোকেদেরও এরূপ উৎপীড়ন করিতে দেখা যায়। আজকাল কন্যা হওয়া বড়ই বিপদের কথা

* । বক্তৃতার সারাংশ পরে প্রকাশ হইবে।

পড়িতেছে। কন্যার বিবাহ দিয়াও নিশ্চিন্ত হইবার উপায় নাই, শ্বশুরালয়ে পাঠাইতেও অনেক অর্থব্যয় হইয়া থাকে। এ বিষয়ে যতদিন না public opinion হইবে, অর্থাৎ যতদিন না লোক এই দুর্নীতিকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে শিখিবে ততদিন এ বিষয়ে কোন উপায়ই হইবে না। সামাজিক শাসন একান্ত বাঞ্ছনীয়। আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা করি যে যাহারা পুত্রের বিবাহে জোর করিয়া টাকা আদায় করিবে তাহাদের বাটীতে সে সকল বিবাহে আমরা যাইব না। এ দুর্নীতি কায়স্থ সমাজকে এতই প্রপীড়িত করিতেছে যে আইনের আশ্রয় লওয়া নীতিবিরুদ্ধ না হইলে তাহা গ্রহণেও ক্ষতি ছিল না।

বাগেরহাটের উকীল শ্রীযুক্ত জ্যোতীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন এবং প্রস্তাবটী সর্ব্বসম্মতিক্রমে এইরূপে গৃহীত হইল :— বিবাহ ব্যয়সঙ্কোচ নিতান্ত আবশ্যক এবং যে ব্যক্তি কন্যাকর্ত্তার নিকট হইতে জোর করিয়া টাকা আদায় করিবেন তাহাকে সকলে ঘৃণার চক্ষে দেখিবেন।

তৎপরে সভার বর্ত্তমান বর্ষের দক্ষিণরাঢ়ী সহঃ সভাপতি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু দেববর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব কায়স্থদের ক্ষত্রিয়োচিত আচার ও সংস্কার গ্রহণের আবশ্যকতা বিষয়ক তৃতীয় প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন এবং নানাশাস্ত্রীয় প্রমাণ ও অখণ্ডনীয় যুক্তি দ্বারা সংস্কার গ্রহণের কর্ত্তব্যতা প্রতিপন্ন করেন। সভার সভ্য অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা মহাশয় (বঙ্গজ) এই প্রস্তাব অনুমোদন করিলে যশোহরের উকীল শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় এই প্রস্তাব গ্রহণে আপত্তি উত্থাপন করেন এবং এই সূত্রে ব্রাহ্মণ গণের নিন্দা করেন। সভাপতি মহাশয় বক্তাকে ব্রাহ্মণদিগকে নিন্দা করিতে নিষেধ করিলেন। এই সময়ে সভাস্থলে অত্যন্ত গোলযোগ উপস্থিত হয়। সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে গোলমাল থামিলে মহেন্দ্র বাবু পুনরায় বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতান্তে শ্রীযুক্ত লোকেন্দ্রনাথ পালিত মহাশয়, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এবং সভাপতি মহাশয় প্রতিবাদকারীদের যুক্তির অসারতা দেখাইয়া দিলে উক্ত প্রস্তাবটীও গৃহীত হইল।

তৎপরে যশোহরের খ্যাতনামা বক্তা শ্রীযুক্ত শরদিন্দু মিত্রবর্ম্মা মহাশয় কায়স্থগণের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন বিষয়ে উপায় অবলম্বন ও যশোহরে কায়স্থ সভা সংস্থাপন বিষয়ক চতুর্থ প্রস্তাব উপস্থাপিত করিলেন। সুবিখ্যাত উকীল শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ বসু ও শ্রীযুক্ত বিহারীলাল রায় মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন ও অনুমোদন করিলে প্রস্তাবটী সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

৫ই বৈশাখ, ১৩১৭।

বাঘুটিয়া, জেলা যশোহর।

সভার চেষ্টায় এখানে যশোহর ও খুলনা জেলার কায়স্থদের লইয়া একটী সভা আহূত হয়। প্রায় এক সহস্র কায়স্থমহোদয় উপস্থিত ছিলেন। সভার প্রচার সমিতির শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র বেদবর্ম্মা ও নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব দেববর্ম্মা উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সভায় সমবেত কায়স্থগণকে ক্ষত্রিয়াচার ও সংস্কার গ্রহণের আবশ্যকতা বুঝাইয়া দেওয়া হয় এবং অনেকেই উপবীত গ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন।

১৭ই বৈশাখ, ১৩১৭।

কলিকাতা, সাহিত্য-পরিষদ গৃহে।*

সভাপতি—মাননীয় শ্রীযুক্ত দিগম্বর চট্টোপাধ্যায় হাইকোর্টের জজ।

সভার উদ্যোগে সার্ব্বজনীন একটা সভা আহূত হয়। সভায় কেবলমাত্র বিবাহ ব্যয় সংক্ষেপ লইয়া বক্তৃতাদি হয়। জ্ঞানী শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গোস্বামী মহাশয়, শ্রীযুক্ত হরিদেব শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত বেহারীলাল সরকার (বঙ্গবাসীর সম্পাদক), শ্রীযুক্ত শরদিন্দু মিত্র (যশোহর), অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্রসরকার দেববর্ম্মা, রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ চৌধুরী, শ্রীদ্বারকানাথ মিত্র (হাইকোর্টের উকীল), শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র দেববর্ম্মা মহাশয় বক্তৃতা করেন। চোর বাগানের শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ও ২।৪টী আবশ্যকীয় কথা বলিয়াছিলেন তিনি বলেন, "বক্তৃতা বেশী করিয়া আর লাভ নাই। কাজ আবশ্যক আমি আমার তিন ভ্রাতুষ্পুত্রকে কিছুই না লইয়া বিবাহ দিতে প্রস্তুত আছি আমি প্রকাশ্য বলিতেছি। নাম কিনিবার জন্য বলিতেছি না, পূর্ব্বেও আমার পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রদের বিবাহ কিছুই না লইয়াই দিয়াছি।

সভাপতির বক্তৃতার পর কায়স্থ-সভার পক্ষে সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ-বল্লভ রায় মহাশয় সভাপতিকে ধন্যবাদ দিলেন। শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফি মহাশয় সভাপতিকে ধন্যবাদ দেন এবং শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (হাইকোর্টের উকীল) তাহার অনুসরণ করিয়া বক্তৃতা করেন।

---

* বক্তৃতাগুলি ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে।

বঙ্গদেশীয় ও হিন্দুস্থানী কায়স্থ প্রসঙ্গ।(১)

(১)

এলাহাবাদ হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত ঈশ্বর শরণ বি, এ, এল এল বি, মহোদয় বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার কানপুর-শাখা-সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ ঘোষ দেববর্ম্মাকে ১৯১০ খৃঃ ২৩শে ফেব্রুয়ারী তারিখে যে পত্র লেখেন তাহার অনুবাদ :—

আমি আগ্রায় উপস্থিত ছিলাম না, কিন্তু শুনিলাম কায়স্থ সম্প্রদায়ের বৃহৎ দুইটী শ্রেণীকে একীভূত করা সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা হইয়াছিল। শুনিলাম অধিকাংশ লোকই স্পষ্টরূপে আপনার মতের পোষকতা করিয়াছেন। আমারও স্থির বিশ্বাস যে বঙ্গদেশীয় ও হিন্দুস্থানী কায়স্থগণ অতি শীঘ্রই সম্মিলিত হইবেন। দুঃখের বিষয় আগ্রার কায়স্থ-সম্মিলনীর কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হয় নাই। আপনি যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক সম্মিলনীর সভাপতি এলাহাবাদ হাইকোর্টের উকীল মুন্সী গোবিন্দপ্রসাদকে এতদ্‌সম্বন্ধে পত্রাদি লেখেন তাহা হইলে আমার বিবেচনায় অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারিবেন।

(২)

এলাহাবাদ হাইকোর্টের উকীল মুন্সী গোবিন্দ প্রসাদ এম্ এ, মহোদয়ের ১৯১০ খৃঃ ৩রা মার্চ্চ তারিখের পত্রের সারাংশের অনুবাদ :—

সভায় এই প্রশ্ন সম্বন্ধে ঘোরতর তর্ক উত্থাপিত হইয়াছিল। সমীকরণের বিরুদ্ধমত যে কাল্পনিক তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। আপত্তি যথা :—

প্রথমতঃ। বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণ যখন স্বেচ্ছায় কায়স্থশিক্ষা-সম্মিলনীতে যোগদান করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন নাই, এই সভার স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাদিগকে আহ্বান করা উচিত হয় নাই।

দ্বিতীয়তঃ। বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণের সামাজিক পরিচয় ভালরূপ জানা নাই। যে পর্য্যন্ত না তাঁহারা দ্বিজধর্ম্ম ও ক্ষত্রিয়াচার সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিবেন

৫ই বৈশাখ, ১৩১৭।

বাঘুটিয়া, জেলা যশোহর।

সভার চেষ্টায় এখানে যশোহর ও খুলনা জেলার কায়স্থদের লইয়া একটী সভা আহূত হয়। প্রায় এক সহস্র কায়স্থমহোদয় উপস্থিত ছিলেন। সভার প্রচার সমিতির শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র বেদবর্ম্মা ও নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব দেববর্ম্মা উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সভায় সমবেত কায়স্থগণকে ক্ষত্রিয়াচার ও সংস্কার গ্রহণের আবশ্যকতা বুঝাইয়া দেওয়া হয় এবং অনেকেই উপবীত গ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন।

১৭ই বৈশাখ, ১৩১৭।

কলিকাতা, সাহিত্য-পরিষদ গৃহে।*

সভাপতি—মাননীয় শ্রীযুক্ত দিগম্বর চট্টোপাধ্যায় হাইকোর্টের জজ।

সভার উদ্যোগে সার্ব্বজনীন একটা সভা আহূত হয়। সভায় কেবলমাত্র বিবাহ ব্যয় সংক্ষেপ লইয়া বক্তৃতাদি হয়। জ্ঞানী শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গোস্বামী মহাশয়, শ্রীযুক্ত হরিদেব শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত বেহারীলাল সরকার (বঙ্গবাসীর সম্পাদক), শ্রীযুক্ত শরদিন্দু মিত্র (যশোহর), অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্রসরকার দেববর্ম্মা, রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ চৌধুরী, শ্রীদ্বারকানাথ মিত্র (হাইকোর্টের উকীল), শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র দেববর্ম্মা মহাশয় বক্তৃতা করেন। চোর বাগানের শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ও ২।৪টী আবশ্যকীয় কথা বলিয়াছিলেন তিনি বলেন, "বক্তৃতা বেশী করিয়া আর লাভ নাই। কাজ আবশ্যক আমি আমার তিন ভ্রাতুষ্পুত্রকে কিছুই না লইয়া বিবাহ দিতে প্রস্তুত আছি আমি প্রকাশ্য বলিতেছি। নাম কিনিবার জন্য বলিতেছি না, পূর্ব্বেও আমার পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রদের বিবাহ কিছুই না লইয়াই দিয়াছি।

সভাপতির বক্তৃতার পর কায়স্থ-সভার পক্ষে সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ-বল্লভ রায় মহাশয় সভাপতিকে ধন্যবাদ দিলেন। শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফি মহাশয় সভাপতিকে ধন্যবাদ দেন এবং শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (হাইকোর্টের উকীল) তাহার অনুসরণ করিয়া বক্তৃতা করেন।

---

* বক্তৃতাগুলি ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে।

বঙ্গদেশীয় ও হিন্দুস্থানী কায়স্থ প্রসঙ্গ।(১)

(১)

এলাহাবাদ হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত ঈশ্বর শরণ বি, এ, এল এল বি, মহোদয় বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার কানপুর-শাখা-সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ ঘোষ দেববর্ম্মাকে ১৯১০ খৃঃ ২৩শে ফেব্রুয়ারী তারিখে যে পত্র লেখেন তাহার অনুবাদ :—

আমি আগ্রায় উপস্থিত ছিলাম না, কিন্তু শুনিলাম কায়স্থ সম্প্রদায়ের বৃহৎ দুইটী শ্রেণীকে একীভূত করা সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা হইয়াছিল। শুনিলাম অধিকাংশ লোকই স্পষ্টরূপে আপনার মতের পোষকতা করিয়াছেন। আমারও স্থির বিশ্বাস যে বঙ্গদেশীয় ও হিন্দুস্থানী কায়স্থগণ অতি শীঘ্রই সম্মিলিত হইবেন। দুঃখের বিষয় আগ্রার কায়স্থ-সম্মিলনীর কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হয় নাই। আপনি যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক সম্মিলনীর সভাপতি এলাহাবাদ হাইকোর্টের উকীল মুন্সী গোবিন্দপ্রসাদকে এতদ্‌সম্বন্ধে পত্রাদি লেখেন তাহা হইলে আমার বিবেচনায় অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারিবেন।

(২)

এলাহাবাদ হাইকোর্টের উকীল মুন্সী গোবিন্দ প্রসাদ এম্ এ, মহোদয়ের ১৯১০ খৃঃ ৩রা মার্চ্চ তারিখের পত্রের সারাংশের অনুবাদ :—

সভায় এই প্রশ্ন সম্বন্ধে ঘোরতর তর্ক উত্থাপিত হইয়াছিল। সমীকরণের বিরুদ্ধমত যে কাল্পনিক তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। আপত্তি যথা :—

প্রথমতঃ। বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণ যখন স্বেচ্ছায় কায়স্থশিক্ষা-সম্মিলনীতে যোগদান করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন নাই, এই সভার স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাদিগকে আহ্বান করা উচিত হয় নাই।

দ্বিতীয়তঃ। বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণের সামাজিক পরিচয় ভালরূপ জানা নাই। যে পর্য্যন্ত না তাঁহারা দ্বিজধর্ম্ম ও ক্ষত্রিয়াচার সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিবেন

৫ই বৈশাখ, ১৩১৭।

বাঘুটিয়া, জেলা যশোহর।

সভার চেষ্টায় এখানে যশোহর ও খুলনা জেলার কায়স্থদের লইয়া একটী সভা আহুত হয়। প্রায় এক সহস্র কায়স্থমহোদয় উপস্থিত ছিলেন। সভার প্রচার সমিতির শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র বেদবর্ম্মা ও নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব দেববর্ম্মা উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সভায় সমবেত কায়স্থগণকে ক্ষত্রিয়াচার ও সংস্কার গ্রহণের আবশ্যকতা বুঝাইয়া দেওয়া হয় এবং অনেকেই উপবীত গ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন।

১৭ই বৈশাখ, ১৩১৭।

কলিকাতা, সাহিত্য-পরিষদ গৃহে।*

সভাপতি—মাননীয় শ্রীযুক্ত দিগম্বর চট্টোপাধ্যায় হাইকোর্টের জজ।

সভার উদ্যোগে সার্ব্বজনীন একটা সভা আহুত হয়। সভায় কেবলমাত্র বিবাহ ব্যয় সংক্ষেপ লইয়া বক্তৃতাদি হয়। জ্ঞানী শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গোস্বামী মহাশয়, শ্রীযুক্ত হরিদেব শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত বেহারীলাল সরকার (বঙ্গবাসীর সম্পাদক), শ্রীযুক্ত শরদিন্দু মিত্র (যশোহর), অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্রসরকার দেববর্ম্মা, রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ চৌধুরী, শ্রীদ্বারকানাথ মিত্র (হাইকোর্টের উকীল), শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র দেববর্ম্মা মহাশয় বক্তৃতা করেন। চোরবাগানের শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ও ২।৪টী আবশ্যকীয় কথা বলিয়াছিলেন। তিনি বলেন, "বক্তৃতা বেশী করিয়া আর লাভ নাই। কাজ আবশ্যক। আমি আমার তিন ভ্রাতুষ্পুত্রকে কিছুই না লইয়া বিবাহ দিতে প্রস্তুত আছি আমি প্রকাশ্য বলিতেছি। নাম কিনিবার জন্য বলিতেছি না, পূর্ব্বেও আমার পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রদের বিবাহ কিছুই না লইয়াই দিয়াছি।

সভাপতির বক্তৃতার পর কায়স্থ-সভার পক্ষে সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবল্লভ রায় মহাশয় সভাপতিকে ধন্যবাদ দিলেন। শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফি মহাশয় সভাপতিকে ধন্যবাদ দেন এবং শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (হাইকোর্টের উকীল) তাহার অনুসরণ করিয়া বক্তৃতা করেন।

---

* বক্তৃতাগুলি ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে।

বঙ্গদেশীয় ও হিন্দুস্থানী কায়স্থ প্রসঙ্গ।(১)

(১)

এলাহাবাদ হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত ঈশ্বর শরণ বি, এ, এল এল বি, মহোদয় বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার কানপুর-শাখা-সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ ঘোষ দেববর্ম্মাকে ১৯১০ খৃঃ ২৩শে ফেব্রুয়ারী তারিখে যে পত্র লেখেন তাহার অনুবাদ :—

আমি আগ্রায় উপস্থিত ছিলাম না, কিন্তু শুনিলাম কায়স্থ সম্প্রদায়ের বৃহৎ দুইটী শ্রেণীকে একীভূত করা সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা হইয়াছিল। শুনিলাম অধিকাংশ লোকই স্পষ্টরূপে আপনার মতের পোষকতা করিয়াছেন। আমারও স্থির বিশ্বাস যে বঙ্গদেশীয় ও হিন্দুস্থানী কায়স্থগণ অতি শীঘ্রই সম্মিলিত হইবেন। দুঃখের বিষয় আগ্রার কায়স্থ-সম্মিলনীর কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হয় নাই। আপনি যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক সম্মিলনীর সভাপতি এলাহাবাদ হাইকোর্টের উকীল মুন্সী গোবিন্দপ্রসাদকে এতদ্‌সম্বন্ধে পত্রাদি লেখেন তাহা হইলে আমার বিবেচনায় অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারিবেন।

(২)

এলাহাবাদ হাইকোর্টের উকীল মুন্সী গোবিন্দ প্রসাদ এম্ এ, মহোদয়ের ১৯১০ খৃঃ ৩রা মার্চ্চ তারিখের পত্রের সারাংশের অনুবাদ :—

সভায় এই প্রশ্ন সম্বন্ধে ঘোরতর তর্ক উত্থাপিত হইয়াছিল। সমীকরণের বিরুদ্ধমত যে কাল্পনিক তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। আপত্তি যথা :—

প্রথমতঃ। বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণ যখন স্বেচ্ছায় কায়স্থশিক্ষা-সম্মিলনীতে যোগদান করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন নাই, এই সভার স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাদিগকে আহ্বান করা উচিত হয় নাই।

দ্বিতীয়তঃ। বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণের সামাজিক পরিচয় ভালরূপ জানা নাই। যে পর্য্যন্ত না তাঁহারা দ্বিজধর্ম্ম ও ক্ষত্রিয়াচার সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিবেন

ততদিন তাঁহারা উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কায়স্থজাতির সহিত সমশ্রেণীভুক্ত হইতে পারিবেন না।

তৃতীয়তঃ। যখন এতদ্দেশীয় কায়স্থজাতির মধ্যেও শ্রেণী বিভাগ রহিয়াছে, তখন বঙ্গদেশীয় কায়স্থজাতিকে একীভূত করা এখন এতই দুঃসাধ্য যে তাহাতে হস্তক্ষেপ না করাই উচিত।

এই প্রকার আরও অনেক আপত্তি উঠিয়াছিল। অতি অল্পসংখ্যক লোকই বঙ্গদেশীয় কায়স্থদিগের সহিত একসমাজভুক্ত হইবার প্রস্তাবের আনুকূল্যে ছিলেন। প্রায় ৩ ঘণ্টা আলোচনার পর উক্ত প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইয়াছিল। পরবর্ত্তী সম্মিলনে উক্ত প্রশ্নের পুনরুত্থাপন করা যাইতে পারে এবং তখন হয়ত প্রস্তাবটীর সাপক্ষে অধিক লোককে পাওয়া যাইবে। কোনও সমাজ সংস্কার বাধা ও বিঘ্ন অতিক্রম না করিয়া সুসিদ্ধ হওয়া সম্ভবপর নহে, অতএব যাঁহারা বিপুল কায়স্থ সম্প্রদায়ের সর্ব্বশ্রেণীর সমন্বয় করিয়া পুনরায় সম্বন্ধ স্থাপনে অভিলাষী তাঁহারা এ বিষয়ে নিশ্চয় নিরুৎসাহ ও পশ্চাৎপদ হইবেন না।

(৩)

১৯১০ খ্রীঃ ২১শে এপ্রিল এলাহবাদ "লীডারে" প্রকাশিত মুন্সী ঈশ্বর শরণের পত্রের অনুবাদ ঃ—

মহাশয়,

গত ইষ্টারের বন্ধে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার সাম্বৎসরিক বিরাট অধিবেশনে অনেক হিন্দুস্থানী কায়স্থের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। এই নিমন্ত্রণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং সমীকরণের পথপ্রবর্ত্তক কার্য্যই হইয়াছে। আমার বিশ্বাস যে এই দুই শ্রেণীর মিলন সময়সাপেক্ষমাত্র, কিন্তু অবশ্যম্ভাবী। শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এবং কতিপয় ভদ্রলোক এ বিষয়ে যেরূপ যত্নবান ও কার্য্যক্ষেত্রে যেরূপ অগ্রসর হইয়াছেন তজ্জন্য তাঁহারা আন্তরিক ধন্যবাদার্হ। দুই সম্প্রদায় কায়স্থের এক বিরাট সভায় যোগদান সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয় ও তাহার সময় ও সুযোগ উপস্থিত। এরূপ সম্মিলনে আমাদের উদ্দেশ্য উপস্থিত কার্য্যে পরিণত না হইলেও, ভবিষ্যতে সমাজের প্রভূত হিতসাধন করিবে। আমি তজ্জন্য প্রস্তাব করিতেছি যে আগামী খ্রীষ্টমাসের বন্ধে এলাহাবাদে কায়স্থজাতির একটী বিরাট সভার অধিবেশন হউক। যদি মূল উদ্দেশ্যটী সকলের অনুমোদিত হয় তাহা হইলে উদ্যোগ, আয়োজন ও অপরাপর ছোটখাট আবশ্যকীয় কার্য্যের

বিশেষ অসুবিধা হইবে না। আমার বিশ্বাস যে সমাজের হিতসাধনাভিলাষী বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানী কায়স্থ মাত্রেই সভার উন্নতিকল্পে আনন্দ সহকারে কার্য্য করিয়া সভার সাফল্য বিধান করিবেন। ঐ সময়ে এলাহাবাদে জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন ও উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের শিল্প-প্রদর্শিনী-মেলা উপলক্ষে বহুসংখ্যক লোকের সমাগম হইবে। এলাহাবাদ ভারতবর্ষের মধ্যস্থলে স্থিত এবং এইক্ষেত্রে আমাদের কায়স্থ জাতির সম্মিলন বিশেষ সুবিধাজনক হইবে এবং এ সুযোগ পরিত্যাগ করা বড়ই আক্ষেপের বিষয় হইবে।

এতদ্দেশীয় কায়স্থ সভায় এই প্রশ্নের আলোচনার জন্য একটী বিশেষ অধিবেশনের প্রস্তাব না করিয়া আমি এরূপ প্রস্তাব কেন করিতেছি কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। কারণ আর কিছুই নয়,—আমার ধারণা এই যে এই গুরুতর বিষয়টী কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে যথেষ্ট সাহস ও সময় আবশ্যক। এই সভা যে উপাদানে গঠিত এবং যেভাবে পরিচালিত এবং ইহাতে যে সকল ইতিবৃত্ত ও সম্পর্ক বিজড়িত রহিয়াছে তদ্দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কে বলিতে পারে যে এই সভা এ বিষয়ের সন্তোষজনক সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া আমাদের অভিপ্রায়ানুরূপী কার্য্যের আনুকূল্য বিধান করিবে? আমি যে মতের অবতারণা করিয়াছি সে মতটী সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইলে সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে। বঙ্গদেশীয় ও হিন্দুস্থানী কায়স্থ সম্প্রদায়ের শিক্ষিত ও গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের সম্মিলন ও গবেষণার ফলে বিশেষ হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই। সাবেক উত্তর-পশ্চিম কায়স্থ-সম্মিলন যেরূপ হইত সেরূপ সম্মিলনের একটী বিশেষ অধিবেশন হওয়াতে কোনও আপত্তি নাই। এতদ্দেশীয় কায়স্থ সভার অধিবেশনে এ বিষয়ের অবতারণা করিলে অনেক আপত্তি হইতে পারেন। আমি মন খুলিয়া আমার নিজ মত প্রকাশ করিলাম।

সমাজসংস্কার সম্বন্ধে সকলেই একমত হইবে এরূপ বিশ্বাস করাই ভুল। সূর্য্যকিরণ প্রথমতঃ পর্ব্বতশৃঙ্গে পতিত হয় তৎপরে সানুদেশস্থ পল্লীতে ছড়াইয়া পড়ে। যাঁহারা জাতীয় উন্নতিকল্পে স্বার্থত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করিতে সমর্থ তাঁহাদেরই এ বিষয়ে অগ্রণী হওয়া উচিত। সন্দেহাশ্রিত অনভিজ্ঞ সাধারণ লোকে ইহার মর্ম্ম উপলব্ধি করিয়া ক্রমশঃ পদানুসরণ করিবে। অতীতের ইতিহাস আমাদিগকে এই সত্যই শিক্ষা দিতেছে এবং ভবিষ্যতেও আমাদিগকে এই বহুদর্শিতার ফল ভোগ করিতে হইবে। মহৎ হৃদয়সম্পন্ন কর্ম্মবীর ও তেজস্বী পুরুষকে বাধা বিঘ্ন বিচলিত করিতে সমর্থ নহে বরং তাহাদের

দ্বিগুণতর উৎসাহ বর্দ্ধন করে। বঙ্গদেশীয় ও হিন্দুস্থানীয় কায়স্থগণের মিলন সন্নিকট। গভীর গবেষণা ও অধ্যবসায়ের ফলে আমরা নিঃসন্দেহ বিজয় লাভ করিব। এতদ্‌সম্বন্ধে আমার অনুরোধ শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় বিশেষ মনোযোগী হউন।

ঈশ্বর শরন্।

(৪)

বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র মহাশয়ের "লীডারে" প্রকাশিত পত্রের অনুবাদ :—

মহাশয়! গত ২১শে এপ্রেল তারিখে আপনার "লীডার" নামক পত্রিকায় মুন্সী ঈশ্বর শরণের বঙ্গদেশীয় ও হিন্দুস্থানী কায়স্থের মিলন ও তাহাদের দুই শ্রেণীর সমীকরণ সম্বন্ধে যে পত্র প্রকাশিত হইয়াছে তাহা পাঠ করিয়া আমরা পরম প্রীতি-লাভ করিয়াছি।

মুন্সী ঈশ্বর শরণ যাহা বলিয়াছেন তাহার প্রতিবাক্যের সহিত আমাদের এক মত জ্ঞাপন করিতেছি এবং এলাহাবাদ একটী কেন্দ্রস্থান হওয়ায় তথায় দুই শ্রেণীর একটী সম্মিলিত সভা দর্শন করিলে পরম পরিতোষ লাভ করিব। কিন্তু আগামী বড়দিনের বন্ধে এরূপ একটী মহতী সভা আহ্বান করা আমার মতে বিশেষ সুবিধাজনক হইবে না, কারণ ঐ সময়ে জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন ও শিল্পপ্রদর্শিনীর মেলা উপলক্ষে এলাহাবাদে বহুলোকের সমাগম হইবে; তাহাতে সকলকে যথাযথ বাসস্থান দেওয়া সভার পরিচালকগণের পক্ষে সুকঠিন হইতে পারে এবং তদুপরি খাদ্যদ্রব্যাদি অতিরিক্ত দুর্মূল্য হইবে। আগামী বৎসর জানুয়ারী মাসের শেষে কিম্বা ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথমে তথায় ধর্ম্ম-সঙ্ঘের অধিবেশন হইবে শুনিতেছি। সেই সময়ে আমাদেরও জাতীয় সভার অধিবেশন অধিকতর সুবিধাজনক হইবে।

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় মিলিত জাতীয় সম্মিলন সভা আহ্বান করিবার সুযোগ কখন ছাড়েন না। অতি অল্পদিন হইল তাঁহারই উদ্যোগ ভাগলপুরে একটী সভা আহূত হইয়াছিল। গত জানুয়ারী মাসে ছাপরায় অবস্থান কালে তিনি তথায় একটী সভা আহ্বান করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় সমস্ত উদ্যোগ ও আয়োজন সত্ত্বেও সাংসারিক কারণ বশতঃ তাঁহাকে সে আশা পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল।

বলা বাহুল্য আগামী শীতকালে এলাহাবাদে কিম্বা অন্যত্র (যেরূপ স্থিরীকৃত হইবে) সমগ্র কায়স্থজাতির একটী সম্মিলন সভা আহ্বান করিবার জন্য মুন্সী ঈশ্বর শরণ এবং অন্যান্য উদ্যোগী স্বজাতিবৃন্দের সহানুভূতি সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়।

বশংবদ

শ্রীশরৎকুমার মিত্র।

সম্পাদক, বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভা।

(৫)

২৯শে এপ্রিল তারিখে ছাপরার শ্রীযুক্ত কাশীনাথ সহায় শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয়কে যে পত্র লেখেন তাহার অনুবাদ :—

মহাশয়,

বহুদিবস আপনার কুশল সংবাদ পাই নাই; এতাবৎ সানন্দান্তকরণে আপনার সাধারণের হিতকর কার্য্যে অনুরাগ ও অধ্যবসায়ের দিকে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভায় যোগদান করিতে পারি নাই তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পত্র লিখিয়াছিলাম। আশা করি আপনারা আমার ত্রুটী মার্জ্জনা করিয়াছেন। মুন্সী ঈশ্বর শরণ এলাহাবাদে বঙ্গদেশীয় ও হিন্দুস্থানী কায়স্থের সম্মিলন সভা আহ্বান করিবার জন্য যুক্তিপূর্ণ মতের অবতারণা করিয়া আসিতেছেন। হিন্দুস্থানী রিভিউএ আপনার প্রকাশিত মতও আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়াছি। বিষয়টী সর্ব্বতোভাবে হৃদয় আকর্ষণ করায় 'লীডার' নামক পত্রিকায় আমার অভিমত প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারি নাই এবং শীঘ্রই বেঙ্গলীতে উক্ত মত প্রকাশ করিবার অভিপ্রায় আছে। এলাহাবাদে সম্মিলনে মুন্সী ঈশ্বর শরণের যোগদান ও সহানুভূতি বিশেষ কার্য্যকারী হইবে এবং ভবিষ্যতে জাতীয় উন্নতির সমূহ সাফল্য বিধান করিবে। কায়মনোবাক্যে ভবাদৃশ মহানুভব ব্যক্তির স্বাস্থ্য কামনা করিতেছি—

ইতি

শ্রীকাশীনাথ সহায়।

কলিকাতা আর্য্যবিদ্যালয়।

১১৫।২ গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

হিন্দুমতে ছাত্রদের বিদ্যালয়ে থাকিবার ব্যবস্থা আছে।

এরূপ স্কুল পূর্ব্বে আর ছিল না।

এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় এরূপ ফল খুব কম

বিদ্যালয়েই দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রথম তিনশ্রেণীর মাসিক বেতন	...	৩৲
তৎপরবর্ত্তী চারি শ্রেণীর	...	২৲
শেষ দুই শ্রেণীর	...	১৲

ভর্ত্তি হইবার সময় ১ মাসের মাহিনা দিতে হয়।

বিদ্যালয়ে থাকিলে মাসিক বেতন	...	১৫৲
ঐ (ভর্ত্তি হইবার সময়)	...	৫৲

শ্রীশরৎকুমার মিত্র।

সম্পাদক

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা।

কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি।

একাদশ অধিবেশন।

১৫ই ফাল্গুন, ১৩১৬, রবিবার, অপরাহ্ণ ৪টা।

৫২ নং গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা, সভার কার্য্যালয়-গৃহ।

উপস্থিত :—

শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ রায় দেববর্ম্মা (সহঃ সভাপতি), সভাপতির আসনে।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ মৌলিক। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুহ রায় দেববর্ম্মা।

„ নরেশচন্দ্র সিংহ। „ শরৎচন্দ্র রায় চৌধুরী।

„ বসন্তকুমার মিত্র দেববর্ম্মা। „ নিবারণচন্দ্র দত্ত।

„ ধনেন্দ্রকুমার মিত্র দেববর্ম্মা। „ শরৎকুমার মিত্র দেববর্ম্মা। (সম্পাদক)

„ উপেন্দ্রনাথ মিত্র শাস্ত্রী (সাধারণ সভ্য)

„ রাজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী। } নিমন্ত্রিত।

„ মাখনলাল সরকার দেববর্ম্মা। }

শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরী দেববর্ম্মা মহাশয় (ঘোড়ামারা রাজসাহী) ও সাধারণ সভ্য শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ সিংহ মহাশয় সভায় যোগদান করিতে না পারায় দুঃখপ্রকাশ করিয়া পত্র লেখেন।

গত দশম অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ পঠিত ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল এবং গত পৌষ মাসের হিসাব প্রদর্শিত হইলে তাহাও সর্ব্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হইল।

প্রথম প্রস্তাব। নূতন সভ্যগণ। সম্পাদক মহাশয় নিম্নলিখিত মহোদয়গণকে সভ্যশ্রেণীভুক্ত করিবার প্রস্তাব করিলেন :—

শ্রীমহেন্দ্রনাথ মিত্র, সাং ২ নং হালসী বাগান, কলিকাতা।

„ হরিহর ঘোষ দেববর্ম্মা, সাং দাঁইহাট-পাইকপাড়া, জেলা বর্দ্ধমান।

„ বিপিনবিহারী বসু, সাং আজগড়া, জেলা খুলনা।

„ নলিনাক্ষ রায়, সাং চিথলিয়া, মিরপুর পোঃ, জেলা নদীয়া।

„ যোগেন্দ্রনাথ সরকার, সাং কৃষ্ণনগর।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে উঁহাদের সভ্যশ্রেণীভুক্ত করা হইল।

দ্বিতীয় প্রস্তাব। বিনামূল্যে কিম্বা অর্দ্ধমূল্যে কায়স্থ-পত্রিকা দিবার জন্য অনুরোধ।

(ক) শ্রীযুক্ত ইন্দুব্রহ্মস্বামী মহাশয়ের পত্রানুসারে তাঁহাকে প্রচার কার্য্যের জন্য ও সভ্যসংগ্রহের জন্য বিনামূল্যে কায়স্থ পত্রিকা একবৎসর প্রদান করা সর্ব্বসম্মতিক্রমে সাব্যস্থ হইল।

(খ) কানপুরের শাখা-সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ ঘোষ দেববর্ম্মা মহাশয়ের অনুরোধে এবং তাঁহার দ্বারা সভার নানারূপ উপকার প্রাপ্তির জন্য তাঁহাকে অর্দ্ধমূল্যে কায়স্থ-পত্রিকা দেওয়াও সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল।

তৃতীয় প্রস্তাব। নবম বার্ষিক অধিবেশন।

(ক) আগামী গুড্ ফ্রাইডের বন্ধের মধ্যে ২৭ মার্চ রবিবার ও তৎপরদিন সোমবার বার্ষিক অধিবেশন হইবে সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল এবং শাখা-সমিতি কর্ত্তৃক প্রণীত মন্তব্যপত্র কিয়দংশ পরিবর্ত্তন করিয়া নিম্নলিখিতভাবে সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল :—

প্রথম প্রস্তাব :—পূর্ব্ব পূর্ব্ব সভায় কায়স্থজাতির ক্ষত্রিয়ত্ব-প্রতিপাদক যে মন্তব্য গৃহীত হইয়া আসিতেছে এ সভা পুনরায় তাহার অনুমোদন করিতেছেন। এবং শাস্ত্রানুযায়ী ব্যবস্থানুসারে বঙ্গের চিত্রগুপ্তবংশীয় কায়স্থদিগের উপনয়ন, বিবাহ ও অশৌচাদি বিষয় ক্ষত্রিয়াচার প্রতিপালনের কর্ত্তব্যতা নির্দ্দেশ করিতেছেন এবং এই সভা নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে কায়স্থমণ্ডলীকে বর্ত্তমান বর্ষেই উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতেছেন।

দ্বিতীয় প্রস্তাব। চিত্রগুপ্ত সন্তান, বঙ্গদেশীয় দক্ষিণরাঢ়ীয়, উত্তররাঢ়ীয়, বঙ্গজ ও বারেন্দ্রশ্রেণীর কায়স্থদিগের মধ্যে আন্তর্গণিক বিবাহাদি কার্য্য হওয়ার পক্ষে কোন বাধা নাই ও তাহার যথাসম্ভব প্রচলনের কর্ত্তব্যতা বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা নির্দ্দেশ করিতেছেন।

তৃতীয় প্রস্তাব। বিবাহাদি সামাজিক ক্রিয়ার ব্যয় সঙ্কোচের উদ্দেশ্যে কায়স্থ সভা কর্ত্তৃক এ পর্য্যন্ত যে সকল উপায় অবলম্বিত হইয়াছে তাহা কিয়ৎ পরিমাণে সফল হইলেও তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ সাফল্য লাভের প্রত্যাশায় সভা সমগ্র কায়স্থ সমাজ ও সমাজের নেতৃবর্গের সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছেন এবং প্রত্যেক কায়স্থকে বিশেষতঃ বরকর্ত্তাদিগকে স্বতন্ত্রভাবে মনোযোগী হইতে ও স্ব স্ব কর্ত্তব্য পালন করিয়া সভার কার্য্যে সহায়তা করিতে সানুনয় অনুরোধ করিতেছেন।

চতুর্থ প্রস্তাব। কায়স্থ সভার উদ্দেশ্যগুলি কার্য্যে পরিণত করিতে দেশব্যাপী আন্দোলনের জন্য পূর্ব্ব-প্রতিষ্ঠিত প্রচার সমিতির কার্য্যে সর্ব্ববিষয়ে সহায়তা-জন্য এই সভা সভ্যগণকে বিশেষরূপে অনুরোধ করিতেছেন।

পঞ্চম প্রস্তাব। বর্ত্তমান কায়স্থসমাজের জনসংখ্যা গ্রহণ ও কুলাচার্য্যের প্রায় লোপ হওয়াতে, সভা, সমাজের বিশুদ্ধিরক্ষণার্থ বঙ্গদেশীয় বর্ত্তমান কায়স্থগণের একটী বিস্তৃত তালিকা প্রস্তুত করা ও স্থায়ী কুলাচার্য্য নিযুক্ত করা আবশ্যক বলিয়া বোধ করিতেছেন এবং এ কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য সমগ্র কায়স্থ সমাজের সর্ব্ববিধ সহায়তা ও আর্থিক সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন।

ষষ্ঠ প্রস্তাব। কায়স্থসভা স্থায়ী চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারে সাধ্যানুসারে সাহায্য করিতে সহৃদয় কায়স্থ মাত্রেরই নিকট প্রার্থনা করিতেছেন এবং সভার প্রধান প্রধান মহোদয়গণের নিকট সাহায্য গ্রহণ করিয়া সাধারণে প্রকাশ করিয়া কায়স্থ সাধারণকে জ্ঞাত করার আবশ্যকতা নির্দ্দেশ করিতেছেন।

(খ) তৎপরে আগামী বর্ষের কর্ম্মচারী নিয়োগ সম্বন্ধে কতিপয় মহোদয়গণের নাম আগামী বার্ষিক অধিবেশনে উপস্থিত করা হউক ইহাই কিছু বাদানুবাদের পর সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থিরীকৃত হইল।

(গ) তৎপরে সর্ব্বসম্মতিক্রমে ইহা স্থির হইল যে কায়স্থ সভার সভ্যগণকে বার্ষিক অধিবেশনে উপস্থিত হইবার জন্য সভা হইতে আহ্বান পত্র প্রেরণ করা হউক এবং বহরমপুরে অভ্যর্থনা-সমিতির নিকট তাঁহাদের নাম ধাম পাঠান হউক।

চতুর্থ প্রস্তাব। লেখকের বেতন বৃদ্ধি সম্বন্ধে সম্পাদক মহাশয় প্রস্তাব করিলে পর সর্ব্বসম্মতিক্রমে ইহা স্থির হইল যে যাহাতে বার্ষিক অধিবেশনের পরে ইহা কার্য্যে পরিণত হয় তাহার পোষকতায় আগামী বর্ষের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিকে তাঁহারা অনুরোধ করিতেছেন।

পঞ্চম প্রস্তাব। বিবিধ (ক) সম্পাদক মহাশয় নুরুল্লাপুরের সভ্য শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার বসু মহাশয়ের পত্রানুসারে কতিপয় সভ্যপদগ্রহণেচ্ছু মহোদয়গণের প্রবেশিকা বাদ দিবার জন্য সভ্যগণকে অনুরোধ করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাহা মঞ্জুর হইল।

(খ) তৎপরে নুরুল্লাপুরের শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার বসু মহাশয়ের পত্রানুসারে পত্রিকার মূল্য হ্রাস, পূর্ব্ববঙ্গের চন্দ্রদ্বীপসমাজে আগামী বর্ষে বার্ষিক অধিবেশন প্রভৃতির প্রস্তাব পঠিত হইলে উক্ত পত্র সংরক্ষণ করিবার জন্য সভ্যগণ মত প্রকাশ করিলেন এবং তাঁহাকে সভার মন্তব্য জানাইতে বলিলেন।

(গ) জাতিগুরু শ্রীমদ্ রঘুনাথ দাস গোস্বামী ঠাকুরের মহান্ত শ্রীবিনোদ বিহারী দাস মহাশয়ের পত্রানুসারে তাঁহার জনৈক প্রজাকে নোটীশ দিবার জন্য সম্পাদক মহাশয়ের উপর ভারার্পণ হইল এবং পত্রে লিখিত অপর বিষয় সম্পাদক মহাশয়কে অনুসন্ধান করিতে নির্দ্দেশ করা হইল।

পরিশেষে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভার কার্য্য শেষ হইল।

(স্বাক্ষর।) শ্রীশরৎকুমার মিত্র। (স্বাক্ষর।) শ্রীকৃষ্ণবল্লভ রায়।

সম্পাদক। সভাপতি।

ক্রোড়পত্র।

অন্যান্য কায়স্থ সভার কার্য্যবিবরণী।

ঢাকায় বিরাট কায়স্থ সভা।

৩০শে চৈত্র, ১৩১৬।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার সভ্য দিনাজপুরের মহারাজা মাননীয় শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ রায় বাহাদুরের উদ্যোগে ঢাকা সহরে একটী মহাসভা আহূত হয়। কলিকাতা হইতে সভার এইবৎসরের সহযোগী সভাপতি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব দেববর্ম্মা মহাশয়, শ্রীযুক্ত বামাপদ পাল চৌধুরী দেববর্ম্মা (বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার প্রচারক), ঢাকা ও তন্নিকটস্থ সকল গ্রামের গণ্যমান্য কায়স্থ মাত্রেই এবং ঢাকার পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র বেদাধ্যায়ীও উপস্থিত ছিলেন। সহস্রাধিক লোকের সমাগম হইয়াছিল। ঢাকার খ্যাতনামা উকীল বঙ্গজ কায়স্থ শ্রীযুক্ত রায় ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ বাহাদুরের প্রস্তাবে, বিখ্যাত উকীল দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ ত্রৈলোক্যনাথ বসু মহাশয়ের অনুমোদনে এবং মাল্‌খানগরের বঙ্গজ কায়স্থ শ্রীজয়ন্তকুমার বসুর সমর্থনে দিনাজপুরের মহারাজা সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অভ্যর্থনা-সঙ্গীত ও সভাপতির অভিবাদনের পর বিখ্যাত সাহিত্যরথী বঙ্গজ কায়স্থ শ্রীযুক্ত রায়বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর, সি, আই, ই, মহোদয় সভার উদ্দেশ্য বিষয় বক্তৃতা করেন।

প্রথম নির্দ্ধারণ। কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বের প্রমাণ ও সংস্কারের আবশ্যকতা।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব দেববর্ম্মা, সাং কলিকাতা, (দক্ষিণরাঢ়ী)।

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত রায় ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর, সাং ঢাকা, (বঙ্গজ)

সমর্থক—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুহঠাকুরতা, বি, এল্, সাং বানরীপাড়া (বঙ্গজ)

,, ,, অনন্তকুমার বসু (বড়), বি, এল্, সাং মাল্‌খানগর ঐ।

,, ,, ডাক্তার যোগেশচন্দ্র ঘোষ, সাং পাউলদিয়া।

দ্বিতীয় নির্দ্ধারণ। কায়স্থ সমাজের হিতসাধনের বিরুদ্ধবাদিগণের ভ্রম ধারণা তিরোহিত করিবার জন্য উপায় অবলম্বন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত ডাক্তার রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী বিদ্যাভূষণ।

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার গুহ ঠাকুরতা, সাং বানরীপাড়া। (বঙ্গজ)

সমর্থক—,, শ্রীনাথ গুহ রায় (রাজাবসন্ত রায়ের সন্তান), সাং শ্রীনগর। (বঙ্গজ)।

,, উমেশচন্দ্র সিংহ, সাং নারায়ণগঞ্জ। (দক্ষিণরাঢ়ী)

তৃতীয় নির্দ্ধারণ। বিবাহে পুত্রপণ বা কন্যাপণ গ্রহণ অতীব গর্হিত রীতি এবং সর্ব্বতোভাবে পরিত্যজ্য ও বিবাহের ব্যয়সঙ্কোচন যার পর নাই আবশ্যক ও অপরিহার্য্য।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত বিহারীলাল গুহ মুস্তফী, সাং এসবর। (বঙ্গজ)

অনুমোদক—,, অন্নদাপ্রসাদ মজুমদার দেববর্ম্মা, মুন্সেফ, সাং মুন্সীগঞ্জ, (বারেন্দ্র)।

সমর্থক—শ্রীযুক্ত মদনমোহন দত্ত।

,, যোগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত।

চতুর্থ নির্দ্ধারণ। স্থায়ী কায়স্থ-সমিতি গঠন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত সত্যপ্রসন্ন ঘোষ, বি, এল।

সমর্থক— ,, বামাপদ পাল চৌধুরী দেববর্ম্মা, সাং কলিকাতা। (বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার প্রচারক)

পঞ্চম নির্দ্ধারণ। স্থায়ী ভাণ্ডারের আবশ্যকতা।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রায় ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর, সাং ঢাকা (বঙ্গজ)

সমর্থক— ,, রাজকুমার নাগ, উকীল, মুন্সীগঞ্জ।

ষষ্ঠ নির্দ্ধারণ। কায়স্থ জাতির কল্যাণ কামনায় বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা পূর্ব্বাপর যে সকল অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছেন তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত গগনচন্দ্র ঘোষ, বি, এল।

অনুমোদক— ,, অনন্তকুমার বসু (ছোট), বি, এল্।

সভাপতিকে ধন্যবাদ। প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত প্যারিমোহন ঘোষ, উকীল।

অনুমোদক— ,, গগণচন্দ্র ঘোষ।

তারপুর সুগার ওয়ার্কস্ লিমিটেড্।

মূলধন ৫০০০০০ পাঁচ লক্ষ টাকা।

প্রত্যেক অংশের মূল্য ১০৲ টাকা। প্রথম ২৲ দুই টাকা দেয়; বাকি ৮৲ টাকা চার কিস্তিতে দেয়।

এই কারখানার কল ও বাড়ী প্রস্তুত আছে। শীঘ্র কার্য্যারম্ভ হইবে। এই চিনি কোনও জন্তুজ পদার্থের দ্বারা পরিষ্কার করা হইবে না। সুতরাং সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বী লোকে নিঃসন্দেহে ব্যবহার করিতে পারিবেন।

ডিরেক্টরগণের তালিকা।

১। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী (কাশীমবাজার)।
২। শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ।
৩। „ সুরেন্দ্রনাথ রায়, এম্ এ, বি এল, বেহালা।
৪। কুমার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, জমীদার, উত্তরপাড়া।
৫। শ্রীযুক্ত মহারাজ বাহাদুর সিং, জমীদার, মুর্শিদাবাদ।
৬। „ ইন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, এম্ এ, বি এল, বর্দ্ধমান।
৭। „ জে, চৌধুরী, বার্-এট্-ল।

কারখানা,-জেলা যশোহর, কোটচাঁদপুর পোঃ আঃ, তারপুর গ্রাম।

শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম্ এস্ সি, তারপুর কারখানার অধ্যক্ষ। ইনি জাপান ও আমেরিকায় সুশিক্ষিত হইয়া আমেরিকাতে চিনির কলের প্রধান কেমিষ্ট ও সহকারী অধ্যক্ষের কার্য্য করিরাছেন।

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, ম্যানেজিং-ডিরেক্টেরের নিকট নিয়মাবলী প্রাপ্তব্য।

হেড আফিস :—৮৫ নং গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আর্য্যাবর্ত্ত।

মাসিক পত্র।

সম্পাদক :

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি, এ।

বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় সখারাম বাবুর বাজীরাওয়ের কলঙ্ক-ভঞ্জন, শশিভূষণ বাবুর শিখ্ ধর্ম্ম, যোগেন্দ্র বাবুর চাঁদরায়ের কন্যা সোণা বিবির বিবরণ, রাখালদাস বাবুর পাষাণের কথা—অভিব্যক্তির ইতিহাস, ডিরেক্টার্ জেনারল্ অব্ আর্কিওলজি মিষ্টার মার্ষালের বুদ্ধাস্থি প্রভৃতি বিবিধ মনোজ্ঞ প্রবন্ধ, রমণীবাবু প্রভৃতির সুমিষ্ট কবিতা, সম্পাদকের দুইটী ছোট গল্প ও সংগ্রহে ছয়টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

সম্পাদকের একখানি উপন্যাস ধারাবাহিকক্রমে প্রকাশিত হইতেছে।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲ (তিন টাকা) মাত্র।

প্রকাশক—শ্রীদুর্গানাথ বসু।

১০৬।২ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

মহামায়া।

সাপ্তাহিক পত্র।

সামাজিক ও অন্যান্য সকল প্রকার সংবাদ থাকে।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য—{ চুঁচুড়ায়—৸০ বার আনা। / অন্যত্র—১৷৷০ দেড় টাকা।

ম্যানেজার, মহামায়া কার্য্যালয়।

চুঁচুড়া।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

উচ্চশ্রেণীর

মাসিক কায়স্থ পত্রিকা ও সমালোচনা।

বর্ত্তমান বর্ষ হইতে বর্দ্ধিতাকারে বার্ষিক ১৷৷০ মূল্যে গ্রাহকগণ এই মাসিক পত্রিকা পাইবেন। ডাক মাশুল দিতে হয় না।

"প্রতিভার" ন্যায় সুলভ মাসিক কায়স্থ পত্রিকা আর দ্বিতীয় নাই।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা,

সম্পাদক,

"আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা" কার্য্যালয়।

ফরিদপুর।

কায়স্থ পত্রিকা।

আষাঢ়, ১৩১৭। | নবপর্য্যায় ১ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা।

দান।

শ্রীশ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী ঠাকুরের মন্দির সংস্কারার্থ ঃ—

শ্রীরাজকুমার সরকার দেববর্ম্মা, সাং ঘোড়ামারা, জেলা রাজসাহী ... ৫৲

সামাজিক সংবাদ।

উপনয়ন।

৮ই বৈশাখ, ১৩১৭।

(রংপুর জেলাস্থ কুড়ীগ্রাম, শ্রীকেলিগোবিন্দ দেববর্ম্মা মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)

১। শ্রীঅতুলগোবিন্দ দাস, সাং কুড়ীগ্রাম, জেলা রংপুর, (রারেন্দ্র)।
২। ,, কামিনীগোবিন্দ দাস, ঐ ঐ ঐ
৩। ,, কিশোরীগোবিন্দ দাস, ঐ ঐ ঐ
৪। ,, কুঞ্জগোবিন্দ দাস, ঐ ঐ ঐ
৫। ,, কেলিগোবিন্দ দাস, ঐ ঐ ঐ
৬। ,, গঙ্গাগোবিন্দ দাস, ঐ ঐ ঐ
৭। ,, তারাপ্রসাদ দাস, ঐ ঐ ঐ
৮। ,, প্যারীগোবিন্দ দাস, ঐ ঐ ঐ
৯। ,, শ্রীশগোবিন্দ দাস, ঐ ঐ ঐ

২৫শে বৈশাখ, ১৩১৭।

(বর্দ্ধমান জেলাস্থ রায়নার চতুর্থ উপনয়ন-কেন্দ্র।)

শ্রীসত্যপ্রসন্ন বসু, সাং রায়না, জেলা বর্দ্ধমান, (দক্ষিণরাঢ়ী)।

২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৭।

(জেলা হুগলি, বাতানল কায়স্থ-সমিতির কেন্দ্র)

১।	শ্রীননীলাল দত্ত,	সাং বাতানল,	জেলা হুগলি,	(দক্ষিণরাঢ়ী)।
২।	,, নরেন্দ্রনাথ দত্ত,	ঐ	ঐ	ঐ
৩।	,, ভূদেবচন্দ্র দত্ত,	ঐ	ঐ	ঐ
৪।	,, অজয়চন্দ্র সরকার,	ঐ	ঐ	ঐ
৫।	,, অনুকূলচন্দ্র সরকার,	ঐ	ঐ	ঐ
৬।	,, চারুচন্দ্র সরকার,	ঐ	ঐ	ঐ
৭।	,, জগৎভূষণ সরকার,	ঐ	ঐ	ঐ
৮।	,, নবীনচন্দ্র সরকার,	ঐ	ঐ	ঐ
৯।	,, ভূপালচন্দ্র সরকার,	ঐ	ঐ	ঐ
১০।	,, যোগেশ চন্দ্র সরকার,	ঐ	ঐ	ঐ
১১।	,, শরৎকুমার সরকার,	ঐ	ঐ	ঐ
১২।	,, শ্রীশচন্দ্র সরকার,	ঐ	ঐ	ঐ
১৩।	,, চারুচন্দ্র ভঞ্জ,	সাং মৈগ্রাম,	ঐ	ঐ

৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৭।

(কলিকাতা, ৮৫ নং গ্রে ষ্ট্রীট, শ্রীসারদাচরণ মিত্র দেববর্ম্মা মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)

১। শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, বয়স ১৩, সাং, ৮৫ নং গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা, (দক্ষিণরাঢ়ী)।

২। ,, সুকুমার মিত্র, বয়স ১১, সাং পানিসেহোলা, জেলা হুগলী, ঐ।

৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৭।

(জেলা হুগলী, ৺তারকেশ্বরের নিকট তিরোল কায়স্থ-সমিতির কেন্দ্র)

১।	শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ দত্ত,	সাং তিরোল,	জেলা হুগলী,	(দক্ষিণরাঢ়ী)।
২।	,, হরিনারায়ণ পাল,	ঐ	ঐ	ঐ
৩।	,, কানাইলাল বসু,	ঐ	ঐ	ঐ
৪।	,, ভূবনমোহন বসু,	ঐ	ঐ	ঐ
৫।	,, যুগলকিশোর বসু,	ঐ	ঐ	ঐ
৬।	,, পরীক্ষিত বসু মল্লিক,	ঐ	ঐ	ঐ
৭।	,, বঙ্কুবিহারী বসু মল্লিক,	ঐ	ঐ	ঐ

৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৭।

(কায়স্থোপনয়ন-সমিতির দ্বাদশ কেন্দ্র)

শ্রীশ্যামলাল মজুমদার, বয়স ৪২, সাং কেঁকশেয়ালী, জেলা হুগলী, (দক্ষিণরাঢ়ী)।

বিবাহ।

নিম্নলিখিত বিবাহে দেনাপাওনার কথা হয় নাই শুনা যায় :—

১৬ই বৈশাখ, ১৩১৭। কলিকাতা-ভবানীপুর। জেলা হুগলি, হরিপাল-নিবাসী দক্ষিণরাঢ়ী শ্রীপ্রসন্নকুমার মিত্রের পুত্র শ্রীরাজেন্দ্রনাথের সহিত কলিকাতা-ভবানীপুর-নিবাসী দক্ষিণরাঢ়ী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ঘোষের কন্যা।

১৯শে বৈশাখ, ১৩১৭। উলা, জেলা হুগলী। জেলা বর্দ্ধমান, রায়না-নিবাসী দক্ষিণরাঢ়ী শ্রীবরদাপ্রসন্ন দেববর্ম্মার সহিত উলা-নিবাসী দক্ষিণরাঢ়ী শ্রীশশীভূষণ দেব দেববর্ম্মার কন্যার।

২৩শে বৈশাখ, ১৩১৭। শান্তিপুর, জেলা নদিয়া। জেলা নদিয়া, হরিপুর-নিবাসী ২৩ পর্য্যায়ভুক্ত দক্ষিণরাঢ়ী শ্রীহরিদাস ঘোষ চৌধুরীর প্রথম পুত্রের সহিত গোসাঞী-দুর্গাপুরনিবাসী দক্ষিণরাঢ়ী শ্রীপঞ্চানন মিত্রের প্রথমা কন্যার।

২৩শে বৈশাখ, ১৩১৭। রামনগর, জেলা ২৪ পরগণা। জেলা ২৪

পরগণা, মুলটিগ্রাম-নিবাসী শ্রীসারদাপ্রসাদ দত্তের পুত্র শ্রীসচ্চিদানন্দের সহিত রামনগর-নিবাসী শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষের কন্যার।

২৩শে বৈশাখ, ১৩১৭। ফরিদপুর। ফরিদপুর আর্য্য-কায়স্থ-সমিতির সম্পাদক বঙ্গজ শ্রীকালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীনন্দ-গোপালের সহিত জেলা ফরিদপুর, আরিনিবাসী বঙ্গজ শ্রীপ্রথমনাথ বসু রায়চৌধুরী মহাশয়ের কন্যার।

৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৭। কলিকাতা, ভবানীপুর। জেলা বালেশ্বর, দেউড়-দহ-নিবাসী জমীদার দক্ষিণরাঢ়ী শ্রীকৈলাস চন্দ্র ঘোষ রায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীবিমলচন্দ্রের সহিত ৺তারকেশ্বরের নিকটস্থ বৈদ্যপুরনিবাসী হাইকোর্টের উকীল দক্ষিণরাঢ়ী শ্রীক্ষেত্রমোহন সেনের কন্যার।

১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৭। কলিকাতা। কলিকাতা-দর্জ্জিপাড়া-নিবাসী দক্ষিণরাঢ়ী ৺অমরকৃষ্ণ মিত্রের চতুর্থপুত্র শ্রীরবীন্দ্রকৃষ্ণের সহিত কলিকাতা, ৫৭ নং রামকান্ত-বসুর-ষ্ট্রীট-নিবাসী দক্ষিণরাঢ়ী শ্রীরামকৃষ্ণ বসুর প্রথমা কন্যার।

১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৭। কলিকাতা। কলিকাতা-হোগলকুড়িয়া-নিবাসী দক্ষিণারাঢ়ী ৺দীননাথ বসুর মধ্যম পুত্র ৺নন্দলাল বসুর জ্যেষ্ঠ পুত্রের সহিত দক্ষিণরাঢ়ী শ্রীখগেন্দ্রনাথ দের (এটর্ণি) কন্যার।

১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৭। কলিকাতা। শ্রীহট্টান্তর্গত শ্রীগৌরী-নিবাসী জমিদার বঙ্গজ ৺রত্নগোবিন্দ দেববর্ম্মার প্রথম পুত্র শ্রীশশীভূষণের সহিত কলিকাতা, ১ নং রাজাবাগান-জংসন্-রোড্-নিবাসী দক্ষিণরাঢ়ী শ্রীমন্ম-হান্ত মহারাজ অভিরাম দাস স্বামীর চতুর্থা কন্যার।

নিম্নলিখিত বিবাহে দেনা পাওনার কথা হইয়াছিল শুনিতে পাওয়া যায় ঃ—

২৩শে বৈশাখ, ১৩১৭। কলিকাতা। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত আকুই-গ্রাম-নিবাসী দক্ষিণরাঢ়ী শ্রীপ্রসন্নকুমার দেব মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীশরৎ-চন্দ্রের সহিত কলিকাতা জেনার্ল এসেম্ব্লির হেডমাষ্টার দশঘরার দক্ষিণরাঢ়ী শ্রীমন্মথমোহন বসু দেববর্ম্মার (হাং সাং ৪নঃ গোকুল মিত্রের লেন) মধ্যম কন্যার।

১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৭। কলিকাতা। হুগলী-চন্দননগর-নিবাসী ডুপ্লে-কলেজের অধ্যাপক দক্ষিণরাঢ়ী শ্রীগৌরকিশোর কর দেববর্ম্মার দ্বিতীয় পুত্র

শ্রীললিত মোহনের সহিত এলাহাবাদ-নিবাসী দক্ষিণরাঢ়ী শ্রীশ্রীশচন্দ্র বসু দেববর্ম্মার দ্বিতীয়া কন্যার।

(ক্ষত্রিয়াচারে)

১৯শে বৈশাখ, ১৩১৭। উপরিলিখিত রায়না-নিবাসী শ্রীবরদাপ্রসন্ন বসু দেববর্ম্মার বিবাহ। (বিনা চুক্তিতে বিবাহের তালিকা দেখুন।)

১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৭। উপরিলিখিত শ্রীহট্টান্তর্গত শ্রীগৌরী-নিবাসী শ্রীশশী-ভূষণ দেববর্ম্মার বিবাহ। (বিনা চুক্তিতে বিবাহের তালিকা দেখুন।)

১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৭। উপরিলিখিত হুগলী-চন্দননগর-নিবাসী শ্রীললিত মোহন কর দেববর্ম্মার বিবাহ। (দেনা পাওনার কথাযুক্ত বিবাহের তালিকা দেখুন।)

(আন্তর্গণিক)

১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৭। উপরিলিখিত শ্রীহট্টান্তর্গত শ্রীগৌরী-নিবাসী শ্রীশশী-ভূষণ দেববর্ম্মার বিবাহ। (বিনা চুক্তিতে বিবাহের তালিকা দেখুন।)

(বিবাহের সংবাদের প্রতিবাদ।)

কায়স্থ-পত্রিকার সম্পাদক

মহাশয় সমীপেষু ঃ—

মহাশয়!

এই বর্ষের বৈশাখ মাসের কায়স্থ পত্রিকায় দেখিলাম যে, কলিকাতা শোভাবাজার রাজবাটীর শ্রীঅসীমকৃষ্ণ দেববর্ম্মার সহিত আমার দ্বিতীয়া কন্যার "বিবাহে দেনা পাওনার কথা হইয়াছিল শুনিতে পাওয়া যায়" এই সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। আমি অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, এই সংবাদ সম্পূর্ণ মিথ্যা। এই অলীক সংবাদ যদি শুধু আমার বংশের উপর দোষারোপ করিত, তাহা হইলে আমি উহার প্রতিবাদ করিতে প্রতিনিবৃত্ত হইতাম। কিন্তু উহা দেশপ্রসিদ্ধ শোভাবাজার রাজবংশের উপরেও অযথা কলঙ্ক আরোপ করিতেছে দেখিয়া আমি এই সংবাদের প্রতিবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

তবে স্বীকার করি যে রূপার দানের পরিবর্ত্তে অন্য প্রকার দান দিবার জন্য কুমার অসীমকৃষ্ণ আমাদিগকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। সম্পাদক মহাশয়! আপনি কি এরূপ অনুরোধকে দেনা পাওনা নামে অভিহিত করিতে ইচ্ছা

করেন? এতদ্ভিন্ন আমাদের মধ্যে অন্য কোনরূপ দেনাপাওনার কথাবার্ত্তা হয় নাই। আশা করি, কেবল শুনা কথার উপর নির্ভর করিয়া ভবিষ্যতে এরূপ অলীক সংবাদ প্রকাশ করিয়া কায়স্থ-পত্রিকাকে কলঙ্কিত করিবেন না। আমার এই প্রতিবাদ আপনার পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়া বাধিত হইবেন। ইতি

নিবেদক

শ্রীনবকিশোর বসু বর্ম্মা।

সম্পাদকীয় নিবেদন—এরূপ সংবাদ শুনা কথার উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় নাই এবং শুনা কথা প্রায় সত্যই হইয়া থাকে দেখা যায়। ভুল হওয়াও অসম্ভব নয়। আমরা কিন্তু শুধু শুনা কথার উপর নির্ভর করি না, নিজেরা সঠিক সংবাদ লইতে যথেষ্ট চেষ্টা করি। ভুল হইলে এইরূপ ভুল দেখাইয়া দিলে আমরা বড়ই বাধিত হইব। এরূপ ভুল সংবাদ প্রকাশ হওয়াতে আমরা বিশেষ দুঃখিত।

(নূতন বিবাহ পদ্ধতি)

এইরূপ পদ্ধতিতে কতকগুলি বিবাহ হইয়াছে। নামগুলি পরে প্রকাশিত হইবে।

১। পাত্র ও পাত্রী দেখা শুনা হইবার পর পরস্পর বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য বা অকর্ত্তব্য তাহা স্থির হইবে।

২। কন্যাকর্ত্তার নিকট বরপণ বা কন্যার গহনা, কোন প্রকার কিছুই লওয়া হইবে না, কন্যাকর্ত্তা দিতে চাহিলেও লওয়া হইবে না; যদি এ বিষয়ে কন্যাকর্ত্তা জেদ করেন তবে এই বিবাহ হইবে না।

৩। কন্যাকর্ত্তা কোনপ্রকার অযথা আড়ম্বর করিতে পাইবেন না।

৪। বরকর্ত্তা নিজের সামর্থ ও ইচ্ছামত গহনা কন্যাকে দিবেন, দিতে ইচ্ছা না করেন না দিবেন, তাহাতে কন্যাকর্ত্তা কোন আপত্তি করিতে পারিবেন না।

৫। অব্যূঢ়ান্ন ও গাত্রহরিদ্রা সম্বন্ধে বিনা বাহুল্যে কার্য্য করিতে হইবে।

৬। বরানুগমন প্রভৃতিতে বৃথা আড়ম্বর করা হইবে না।

৭। পাকস্পর্শ সম্ভব ও সঙ্গত মত বরকর্ত্তার ইচ্ছানুরূপ হইবে।

৮। কন্যাকর্ত্তা কোন প্রকার ছলে কোন কিছু দিতে উদ্যত হইলে বিবাহ হইবে না, এমন কি বিবাহ সভা হইতেও বর লইয়া বরকর্ত্তা চলিয়া যাইবেন।

৯। বিবাহ সভায় কন্যাকর্ত্তা বা কন্যাকর্ত্তাগণকে শপথ করিতে হইবে (

তাঁহাদের অথবা তাঁহাদের কর্ত্তৃত্বাধীনে অপর পাত্রের বিবাহেও তাঁহারা এই নিয়ম প্রতিপালন করিবেন ও কন্যাকর্ত্তাগণকে এইরূপে শপথে বাধ্য করিবেন।

অশৌচ।

দ্বাদশ দিন।

১৯শে চৈত্র, ১৩১৭। ফরিদপুর জেলাস্থ পোড়াবুহ-গ্রামনিবাসী শ্রীকেদারনাথ মজুমদারের মাতার আদ্যশ্রাদ্ধ।

৮ই বৈশাখ, ১৩১৭। নদিয়া জেলার জাগতি-গ্রামনিবাসী শ্রীজ্যোতীষচন্দ্র সেন দেববর্ম্মার জ্যৈষ্ঠতাতপত্নীর আদ্যশ্রাদ্ধ।

২৪ বৈশাখ। বর্দ্ধমান জেলার রায়না গ্রামে ৺রামময় বসু দেববর্ম্মার আদ্যশ্রাদ্ধ।

কল্পনার প্রতিবাদ।

কোন কোন শাস্ত্রানভিজ্ঞ ইংরাজী শিক্ষিত ব্রাহ্মণ বলেন যে ভগবান পরশুরাম একবিংশতি বার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন, সুতরাং কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী করিতে পারেন না, পরন্তু ক্ষত্রিয় রমণীগণ পুত্র কামনায় ব্রাহ্মণের বীর্য্যাধান করিয়া সন্তানোৎপাদন করিয়াছিলেন। ঐ সকল সন্তান এক প্রকার বিধবা গর্ভ-সম্ভূত জারজ সন্তান। এই নিন্দাবাদের উত্তর দিতে গেলে প্রথমে বলিতে হইবে যে পরশুরাম ঠাকুর দ্বারা একবিংশতিবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় হওয়া অসম্ভব। কারণ একাধিক বার নিঃক্ষত্রিয় হইতে পারে না। ইহা এক প্রকার অতিশয়োক্তি। হৈহয়বংশীয় প্রবল পরাক্রান্ত রাজা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন তাঁহার

পিতাকে বধ করিয়াছিলেন, সুতরাং ঐ ক্ষত্রিয় রাজা এবং তাঁহার সৈন্য-সামন্তকে বধ করাই সম্ভব। একের দোষে অন্যকে বধ করা ভগবানের কর্ম্ম নহে। পরশুরাম যখন ক্ষত্রিয়দিগকে বধ করিতে আরম্ভ করেন তখন কতকগুলি ক্ষত্রিয় প্রচ্ছন্নভাবে অন্য অন্য উপজীবিকা গ্রহণ করিয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। কতকগুলি ঋক্ষবান পর্ব্বতে ভল্লুকগণ রক্ষা করিয়া ছিল, কতকগুলিকে পৃথিবী স্থান দিয়াছিলেন এরূপ কথাও পুরাণাদিতে পাওয়া যায়। অধিকন্তু পরশুরাম দাশরথি রামচন্দ্রের নিকট সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত হইয়া রৈবতক পর্ব্বতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। আবার মহাভারতে পাওয়া যায় ক্ষত্রিয়বীর ভীষ্মদেব তাঁহাকে সদর্পে বলিয়াছিলেন যে "তুমি যখন ক্ষত্রিয় নিধন করিয়াছিলে, তখন ভীষ্মদেব জন্মগ্রহণ করেন নাই।" কেবল বলা নয়, তাঁহাকে ব্রাহ্মণ তনয় বলিয়া প্রাণে না মারিয়া বাণের দ্বারা আবদ্ধ করিয়াছিলেন। যখন রামচন্দ্রের নিকট তিনি পরাস্ত হন তখন রামচন্দ্রের সৈন্যগণ এবং আত্মীয় স্বজন এবং পুত্রগণ জীবিত ছিলেন। ভীষ্মদেবের সময়ে ও শ্রীকৃষ্ণ ও কুরুপাণ্ডব বীরগণ জীবিত ছিলেন। সুতরাং ইহা এক বাক্যে স্বীকার করা যায় ভারতের প্রবলপরাক্রান্ত ক্ষত্রিয় জাতি বিলুপ্ত করিবার ক্ষমতা পরশুরামের ছিল না। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের দ্বারা সংশোধিত ও মুদ্রিত শ্রীমদানন্দভট্ট কৃত বল্লালচরিত পাঠে অবগত হওয়া যায় যে পরশুরাম ঠাকুর যেমন একবিংশতিবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন কার্ত্তবীর্য্য তনয় সুভৌম তেমনই একবিংশতিবার মুখজ ব্রাহ্মণ হত্যা করিয়া পৃথিবী অব্রাহ্মণ করিয়াছিলেন। যথা :—

ব্যাস উবাচ।

"আয়ুষে নহুষঃ পুত্রো বৃদ্ধশর্ম্মা ততঃ পরং।
রম্ভ রজি রনেনাশ্চ রজেঃ পুত্রশতং হ্যভূৎ॥
রাজেয়মিতি বিখ্যাতং বিষ্ণুদত্ত বরো রজিঃ।
যুদ্ধে দেবাসুরে দৈত্যানবধীৎ সুরবাচিতঃ॥
উৎপন্না পিতৃ কন্যায়াং বিরজায়াং মহৌজসঃ।
নহুষস্য সুতাঃ সপ্ত ষড়িন্দ্রোপম তেজসঃ॥
যতির্যযাতিঃ সংযাতি রায়াতিঃ পাঞ্চিবেণ ভবঃ।
সুযাতিঃ ষষ্ঠ তেষাং বৈ যযাতিঃ পার্থিবোহভবৎ॥

যতিস্তু মোক্ষমাস্থায় ব্রহ্মভূতোহভবন্মুনিঃ।
তেষাং যযাতিঃপঞ্চানাং বিজিত্য বসুধামিমাং॥
দেবযানীমুশনসঃ সুতাং ভার্য্যা মবাপ সঃ।
শর্ম্মিষ্ঠা মাসুরী ঞ্চৈব তনয়াং বৃষপর্ব্বণঃ॥
যদুঞ্চ তুর্ব্বসুঞ্চৈব দেবযানী ব্যজায়ত।
দ্রহ্যঞ্চানুং পুরুঞ্চৈব শর্ম্মিষ্ঠা বার্ষপর্ব্বণী॥
যদুঃ পুরুশ্চাভবতাং তেষাং বংশ-বিবর্দ্ধনৌ।
শৃণুতাথ যদোস্তস্য বংশমদ্ভুত-পৌরুষং॥
বভূবুস্তু যদোঃ পুত্রাঃ পঞ্চ দেবসুতোপমাঃ।
সহস্রদঃপয়োদশ্চ ক্রোষ্ঠানীলোহঞ্জিকস্তথা॥
সহস্রদস্য দায়াদাস্ত্রয়ঃ পরমধার্ম্মিকাঃ।
হৈহয়শ্চ হয়শ্চৈবরাজা বেহয় স্তথা॥
হৈহয়স্যাভবৎ পুত্রো ধর্ম্মনেত্র ইতি শ্রুতঃ।
ধর্ম্মনেত্রস্য কার্ত্তস্তু সাহঞ্জস্তস্য চাত্মজঃ॥
সাহঞ্জনী নাম পুরী তেন রাজ্ঞা নিবেশিতা।
সাহঞ্জস্য তু দায়াদো মাহিষ্মান্নাম পার্থিবঃ॥
মাহিষ্মতী নাম পুরী তেন রাজ্ঞা নিবেশিতা।
আসীন্মাহিষ্মতঃ পুত্রো ভদ্রশ্রেণ্যঃ প্রতাপবান্॥
বারাণস্যধিপো রাজা পুরাণে পরিকীর্ত্তিতঃ।
ভদ্রশ্রেণ্যস্য দায়াদো দুর্দ্দমো নাম বিশ্রুতঃ॥
দুর্দ্দমস্য সুতো রাজা কণকো নাম বিশ্রুতঃ।
কণকাৎ কৃতবীর্য্যস্তু কৃতাগ্নিঃ করবীরকঃ॥
কৃতৌজাশ্চ চতুর্থোহভূৎ কৃতবীর্য্যাদথার্জ্জুনঃ।
যঃস বাহুসহস্রেণ সপ্তদ্বীপেশ্বরোহভবৎ॥
জিগায় পৃথিবীমেকো রথেনাদিত্যবর্চ্চসা।
লঙ্কেশং মোহয়িত্বা তু সবলং রাবণং বলাৎ॥
অসৌ বদ্ধা ধনুর্জ্যাভিরুৎসিক্তং পঞ্চভিঃ শরৈঃ।
নিজ্জিত্যৈব সমানীয় মাহিষ্মত্যাং ববন্ধ তং॥
তস্য বাহুসহস্রস্তু যুধ্যতো ভুবনেশ্বরাঃ।
যোগাদ্যোগেশ্বরস্যেব প্রাদুর্ভবতি মায়য়া॥

অহোবত মৃধেবীর্য্যং ভার্গবোঽস্য যদাচ্ছিনৎ।
রাজ্ঞো বাহু সহস্রন্তু হৈমতালবনং যথা॥
জামদগ্ন্যাত্তদা রামা দ্বাহুজান্ ক্ষত্রিয়ান্ ঘ্নতঃ।
কার্ত্তবীর্য্যস্য মহিষী পলয়াত সুদারুণাৎ॥
অন্তর্ব্বত্নী তু সাদেবী সুষুবে কৌশিকাশ্রমে।
পুত্রং সুভৌম-নামানং বালার্কমিব সুন্দরং॥
স মাত্রা বর্দ্ধিতঃ কালে পুত্রঃ সরসিজাননঃ।
কৌশিকাৎ প্রতিজগ্রাহ ধনুর্ব্বেদং মহাভুজঃ॥
ব্রাহ্মণং পিতৃহন্তারং শ্রুত্বা মাতৃমুখাদ্যবা।
জগাম ব্রাহ্মণান্ হন্তুং দিক্ষু ক্রোধারুণেক্ষণঃ॥
একবিংশতিবারান্ স মহীমব্রাহ্মণামিমাং।
চকারাতো ন বিদ্যন্তে ব্রহ্মণা মুখজাঃ কলৌ॥
শরবান্ কচু কৈবর্ত্তান্ বিলোক্য ভার্গবস্ততঃ।
অব্রাহ্মণ্যে তদা দেশে তেষাং সূত্র মকল্পয়ৎ॥
তুষ্যন্তি ভূষণৈ র্য্যো গাবঃ স্বচ্ছন্দচারত।
কুঞ্জরাঃ পাংশুবর্ষেণ কিন্তেতে পরনিন্দয়া॥
জামদগ্ন্যং ততোযুদ্ধে জঘানার্জ্জুননন্দনঃ।
এবং স ব্রাহ্মণান্ জিত্বা সুভৌমোঽভূজ্জয়ধ্বজঃ॥
ততো বিপ্রাঃ সুতার্থিন্যঃ ক্ষত্রিয়াণুপতস্থিরে।
জাতয়ো জজ্ঞিরে তাসু কদম্ব-পল্লবাদয়ঃ॥
ব্রহ্মহত্যা-পাপ-বিদ্ধো নিবৃতিং সোঽলভন্নৃপঃ।
অযষ্ট বাজিমেধেন যজ্ঞং পাপবিনাশনং॥
তস্য যযোঃ প্রতিকৃতিরদ্যাপস্তি শিলাময়ী।
মহিষ্মতীপুরে রম্যে নর্ম্মদা তটিনীতটে॥
কার্ত্তবীর্য্যস্যতু শতং পুত্রাণাং পঞ্চ বৈ পরাঃ।
শূরসেনশ্চ শূরশ্চ ধৃষ্টোক্তঃ কৃষ্ণ এবচ।
জয়ধ্বজ ইতি খ্যাতঃ সুভৌমশ্চ মহাবলঃ॥
জয়ধ্বজাত্তালজঙ্ঘস্তালজঙ্ঘাৎ শতং সুতাঃ।
তালজঙ্ঘা ইতি খ্যাতাঃ শূরা উত্তম-পৌরুষাঃ॥
তেষাং কুলেঽতিবিমলে হৈহয়ানাং মহাত্মনাং।

বীতিহোত্রাঃস্বয়ংজাতা ভোজাশ্চাবন্তয়ঃ স্মৃতাঃ॥
তৌণ্ডিকেয়াশ্চ বিখ্যাতাস্তালজঙ্ঘথাস্তথৈবচ।
ভরতাশ্চ সুজাতাশ্চ পুরাণে কথিতা ময়া॥

উপরোক্ত পুরাণ বচনে জানা যায় যে নিঃক্ষত্রিয় করা ত বহু দূরের কথা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনেরও বংশ লোপ করিতে পারেন নাই। অধিকন্তু কার্ত্তবীর্য্য-তনয় সুভৌমের সহিত যুদ্ধে পরশুরাম পরাস্ত হইয়া সমনসদনে প্রেরিত হইয়াছিলেন। কলি যুগে মুখজ ব্রাহ্মণ কেহই নাই। পরশুরাম ঠাকুর যে সকল নিকৃষ্ট জাতিকে উপবীত দিয়া ব্রাহ্মণ সাজাইয়াছিলেন তাঁহারাই অধুনা ব্রাহ্মণ নামে বিখ্যাত আছেন। আর ক্ষত্রিয়বীর্য্যে বিধবা ব্রাহ্মণীদিগের ক্ষেত্রে যাঁহারা উৎপন্ন হইয়াছিলেন তাঁহারা এক প্রকার বর্ণশঙ্কররূপে বর্ত্তমান আছেন। ক্ষত্রিয় জাতি অসিজীবী ও মসীজীবী শাখায় এখনও সমগ্র ভারতে বিদ্যমান। এই কারণেই মহামতি বিভীষণ কলির ব্রাহ্মণের উপর দোষারোপ করিয়াছিলেন। পরশুরাম যখন একবিংশতিবার ক্ষত্রিয় রাজগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন তখন তাঁহার দ্বারা ধ্বংশাবশিষ্ট অনেক ক্ষত্রিয় ছিলেন তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়, কিন্তু মুখজ ব্রাহ্মণ কেহই জীবিত ছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। পরশুরাম-কল্পিত ব্রাহ্মণের কথা অনেকেই শুনিয়াছেন। ক্ষত্রিয় কোপানল হইতে জীবিত ব্রাহ্মণগণ হিমালয় পর্ব্বতে ও তীব্বত দেশে পলাইয়া যাওয়াই সম্ভব। যদি সুভৌম রাজার পৃথিবীকে অব্রাহ্মণ করা কল্পনামাত্র হয় ত'রে পরশুরামেরও নিঃক্ষত্রিয় করা আকাশ-কুসুমের ন্যায় অলীক। এই দুই ঘটনা অতিশয়োক্তি স্বীকার করিলে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় কাহারও মান্যের হ্রাস হয় না। শাস্ত্র তারস্বরে বলিতেছেন কলিযুগে কায়স্থই উত্তম ক্ষত্রিয়-নন্দন। মসীজীবী গণেশ অসিজীবী কার্ত্তিকেয়ের যেমন জ্যেষ্ঠ তেমনই মসী-জীবী ক্ষত্রিয় মসীজীবী ক্ষত্রিয়ের সহিত জ্যেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে আবদ্ধ।

দেব শ্রীবামাপদ পাল বর্ম্মা রায় চৌধুরী।
কায়স্থ ধর্ম্ম প্রচারক।

গৃহস্থের ধর্ম্ম।

ব্রহ্মচর্য্য।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(২)

মনুসংহিতায় উক্ত ব্রহ্মচর্য্যের কাল এবং ব্রহ্মচারীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে পূর্ব্ব প্রবন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি,—সম্প্রতি অন্যান্য শাস্ত্রাবলম্বন পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত বিষয় আরও পরিস্ফুট করিবার বাসনা করিতেছি। প্রথমে সর্ব্বশাস্ত্রের শিরোমণি বেদের কথাই কিঞ্চিৎ কহিতেছি :—

"ব্রহ্মচার্য্যেতি সমিধা সমিদ্ধঃ কার্ষ্ণং বসানো দীক্ষিতো দীর্ঘশ্মশ্রুঃ। স সদ্য এতি পূর্ব্বস্মাদুত্তরং সমুদ্রং লোকান্ সঙ্গৃমুহুরাচরিক্রৎ॥ ১॥ ব্রহ্মচারী জনয়ন্ ব্রহ্মাপো লোকং প্রজাপতিং পরমেষ্ঠিনং বিরাজম্। গর্ভে ভূত্বামৃতস্য যোনাবিন্দ্রো হ ভূত্বাঽসুরাংস্ততর্হ॥ ২॥ ব্রহ্মচর্য্যেণ তপসা রাজা রাষ্ট্রং বিরক্ষতি। আচার্য্যো ব্রহ্মচর্য্যেণ ব্রহ্মচারিণমিচ্ছতে॥ ৩॥ ব্রহ্মচর্য্যেণ কন্যা যুবানং বিন্দতে পতিম্। অনড্বান্ ব্রহ্মচর্য্যেণাশ্বো ঘাসং জিগীষতি॥ ৪। ব্রহ্মচর্য্যেণ তপসা দেবা মৃত্যুমুপাঘ্নত। ইন্দ্রোহ ব্রহ্মচর্য্যেণ দেবেভ্যঃ স্বরাভৎ॥ ৫। অথর্ব্ববেদ, ১১শ কাণ্ড, ৩য় অনুবাক্, মন্ত্র ৬।৭।১৭।১৮।১৯॥"

ইহার সরলার্থ :—যিনি ব্রহ্মচারী, তিনি দীর্ঘ শ্মশ্রুধারী, কৃষ্ণসার চর্ম্ম পরিহিত হইয়া সমুদায় বিদ্যাজ্ঞান এবং তপস্যায় সিদ্ধ ও বৈদিকী দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়া ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের পরাপরবর্ত্তী গৃহাস্থাশ্রম শীঘ্রই প্রাপ্ত হন এবং নানাপ্রকার শুভবিদ্যা সংগ্রহ হেতু যাবতীয় লোকের উপদেষ্টা হইবার সৌভাগ্য লাভ করেন॥ ১॥ সেই ব্রহ্মচারী বেদবিদ্যার প্রকৃত জ্ঞান লাভ করতঃ যাবতীয় লৌকিক বিদ্যা এবং ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন এবং এই জ্ঞান বলে ইন্দ্র যেমন অসুরদিগকে নিপাত করেন অথবা সূর্য্য যেমন অন্ধকার রাশি বিনষ্ট করেন,—তদ্রূপ লোকের মূর্খতা এবং অবিদ্যার নাশ করিয়া থাকেন॥২॥ সম্পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পুরঃসর যাবতীয় বিদ্যাশিক্ষা করিলে রাজা সুচারুরূপে রাজ্যশাসন এবং আচার্য্য শিষ্যদিগের অধ্যাপনায় সমর্থ হন॥ ৩॥ (১)

(১) যিনি শিষ্যদিগকে অসত্যাচার ত্যাগ করাইয়া সত্যাচার গ্রহণ করান তাঁহারে আচার্য্য কহে। নিরুক্ত ১।৪॥

কন্যা ব্রহ্মচর্য্য পালন করতঃ সম্পূর্ণ বিদ্যাভ্যাস করিবার পর স্বীয় অনুরূপ যুবা পতি লাভ করেন। অশ্বাদি বেগশীল পশুও ব্রহ্মচর্য্যের বলে অন্যান্য পশুদিগকে জয় করিতে সমর্থ হয়॥ ৪॥ ব্রহ্মচর্য্যরূপ তপস্যা দ্বারাই বিদ্বান্ ব্যক্তি জন্মমৃত্যুর হস্ত হইতে নিস্তার পান। সূর্য্য যেরূপ স্বীয় তেজে সমস্ত লোককে প্রকাশ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ ব্রহ্মচর্য্যের তেজে জীবাত্মা স্বয়ং প্রকাশিত হইয়া সমুদায় প্রকাশময় করিয়া দেন॥ ৫॥ এই বাক্যাবলীতে ব্রহ্মচর্য্যের কিরূপ প্রশংসা কীর্ত্তিত হইয়াছে সুধী পাঠকগণ তাহা প্রণিধান করিবেন।

পূর্ব্বে মনুসংহিতোক্ত শ্লোকে (তৃতীয় অধ্যায়, প্রথম শ্লোক, কায়স্থপত্রিকা ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, ২৯শ পৃষ্ঠা) আমরা দেখিয়াছি যে দ্বিজ বালকের পক্ষে ষট্‌ত্রিংশ, অষ্টাদশ অথবা নবম বৎসর পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্যের সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বৈদিক সাহিত্যানুশীলন-কালে আমরা দেখিতে পাই যে বৈদিক সময়ে দ্বিজগণ আরও অধিককাল ব্রহ্মচর্য্য করিতেন। দেখুন,

"পুরুষো বাব যদন্তস্য যানি চতুর্বিংশতিবর্ষাণি তৎপ্রাতঃ সবনং চতুর্বিংশত্যক্ষরা গায়ত্রি গায়ত্র প্রাতঃ সবনং তদস্য বসবোঽন্বায়ত্তাঃ প্রাণা বাব বসব এতে হীদংসর্বং বাসয়ন্তি॥ ১॥

তং চেদেতস্মিন্বয়সি কিংচিদুপতপেৎস ব্রূয়াৎপ্রাণা বসব ইদং মে প্রাতঃ সবনং মাধ্যংদিনং সবনমনুসংতনুতেতি মাহহং প্রাণানাং বসূনাং মধ্যে যজ্ঞো বিলোপ্‌সীয়েত্যুদ্বৈব তত এত্যগদো হ ভবতি॥ ২॥

অথ যানি চতুশ্চত্বারিংশদ্বর্ষাণি তন্মাধ্যংদিনংসবনং চতুশ্চত্বারিংশদক্ষরা ত্রিষ্টুপ্ ত্রৈষ্টুভং মাধ্যংদিনংসবনং তদস্য রুদ্রা অন্বায়তাঃ প্রাণা বাব রুদ্রা এতে হীদং সর্ব্বংরোদয়ন্তি॥ ৩॥

তং চেদেতস্মিন্বয়সি কিংচিদুপতপেৎস ভূয়াৎপ্রাণা রুদ্রা ইদং মে মাধ্যন্দিনংসবনং তৃতীয় সবনমনুসন্তনুতেতি মাহং প্রাণানাংরুদ্রাণাং মধ্যে যজ্ঞো বিলোপ্‌সীয়েত্যুদ্বৈব তত এত্যগদো হ ভবতি॥ ৪॥

অথ যান্যষ্টাচত্বারিংশদ্বর্ষাণি তত্তৃতীয়সবনমষ্টাচত্বারিংশদক্ষরা জগতী জাগতং তৃতীয়সবনংতদস্যাঽদিত্যা অন্বায়তাঃ প্রাণা বাবাদিত্যা এতে হীদংসর্বমাদদতে॥৫॥

তঞ্চেদেতস্মিন্বয়সি কিঞ্চিদুপতপেৎস ব্রূয়াৎ প্রাণা আদিত্যা ইদং মে তৃতীয়সবনমায়ুরনুসন্তনুতেতি মাহং প্রাণানামাদিত্যানাং মধ্যে যজ্ঞো বিলোপ্‌সীয়েত্যুদ্বৈব তত এত্যাগদো হৈব ভবতি॥৬॥" ছান্দোগ্য উপনিষৎ॥ ৩॥ ১৬।

এই শ্রুতি বাক্যানুসারে দেখা যাইতেছে যে বৈদিক সময়ে তিন প্রকার

ব্রহ্মচর্য্য পালনের বিধান ছিল। প্রথমে সামান্য ব্রহ্মচর্য্য,—ইহাতে ব্রহ্মচারীকে চতুর্ব্বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিতে হইত, এই প্রকার কনিষ্ঠ ব্রহ্মচারীর পারিভাষিক নাম 'বসু" ছিল, মধ্যম ব্রহ্মচারীকে চতুশ্চত্বারিংশৎ বৎসর পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য করিতে হইত এবং তাঁহার পারিভাষিক নাম ছিল "রুদ্র"। আর উত্তম ব্রহ্মচারী অষ্টচত্বারিংশৎ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত নিজ ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিতেন এবং "আদিত্য" এই নামে (২) অভিহিত হইতেন। কথিত আছে যে এইরূপ উত্তম ব্রহ্মচারী শারীরিক এবং মানসিক সর্ব্বপ্রকার উৎকর্ষ-লাভ মনুষ্যের পূর্ণ আয়ুষ্কাল,—অর্থাৎ ৪০০ বৎসর পর্য্যন্ত—জীবিত থাকিতেন এবং অবশেষে মোক্ষপদের অধিকারী হইতেন। স্থূলতঃ এই উত্তম ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গের হেতুভূত বলিয়া গৃহীত হইত।

ব্রহ্মচর্য্যের প্রশংসাত্মক শ্লোক অথবা উপাখ্যান হিন্দু শাস্ত্রের নানাস্থানে এত অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায় যে সকলের নামোল্লেখ করাও অসাধ্য। মহাভারতের বরীচূড়ামণি ভীষ্ম পিতামহের অলৌকিক বীর্য্য এবং পরাক্রমের কারণ ব্রহ্মচর্য্য বলিয়াই উক্ত হইয়াছে। কুমার লক্ষ্মণ যে দেবদৈত্যবিজয়ী ইন্দ্রজিতকে বিনাশ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন তাহার কারণ তাঁহার চতুর্দ্দশ বৎসর ব্যাপী অস্খলিত ব্রহ্মচর্য্য। পবনতনয় হনূমান্ আজন্ম ব্রহ্মচারী বলিয়াই সাগরলঙ্ঘনাদি অলৌকিক কার্য্য করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ-পুত্র পরশুরাম অক্ষত ব্রহ্মচর্য্যের বলেই ভারতের শত শত বীর শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয় রাজার বধসাধনে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা ভিন্ন কোন দুষ্কর কার্য্যে সিদ্ধিলাভের উপায় নাই। প্রশ্নোপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায় যে ব্রহ্মবিদ্যাশিক্ষার অভিলাষে ছয়জন কৃতবিদ্য ছাত্র মহর্ষি পিপ্পলাদের আশ্রমে উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে আচার্য্যপ্রবর তাঁহাদিগকে বলিলেন যে সম্প্রতি তাঁহারা এক বৎসর কাল ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করতঃ আশ্রমে অবস্থান করুন, তৎপরে তিনি যথা সাধ্য প্রশ্নের সদুত্তর দিতে চেষ্টা করিবেন। আগন্তুক ছাত্রগণ তাহাই করিলেন। আধুনিক সময়ে স্বামী শ্রীশ্রীদয়ানন্দ সরস্বতী, শ্রীশ্রীভাস্করানন্দ সরস্বতী প্রমুখ মহর্ষিকল্প সাধুগণ ব্রহ্মচর্য্যের কি আশ্চর্য্য ও অমৃতময় ফলের সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছেন! আমাদের গৃহের নিকটে মহাপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস এবং শ্রীশ্রীবিবেকানন্দ স্বামী

(২) এই সকল নাম ["বসু" "রুদ্র" ও "আদিত্য"] পরে "বিবাহ" শীর্ষক প্রবন্ধে আবশ্যক হইবে।

ব্রহ্মচর্য্যের কি অত্যাশ্চর্য্য মহিমা প্রচার করিয়া গিয়াছেন! এখনও পঞ্চনদ প্রদেশে আর্য্য সমাজের সন্ন্যাসিসমূহ ও বঙ্গদেশে ও ভারতের বিভিন্ন স্থানে,—শুধু ভারতে কেন—সুদূর আমেরিকায় পর্য্যন্ত—রামকৃষ্ণমিশনের স্বামিবৃন্দ ব্রহ্মচর্য্য-প্রসূত জ্ঞানবলে কি অসাধারণ কার্য্যই করিতেছেন! সেদিন ও ইংরাজী পালেয়ান মিঃ ইউজিন্ স্যাণ্ডো এবং আধুনিক ভারতের ভীম শ্রীযুক্ত রামমূর্ত্তি নাইডু স্পষ্টস্বরে মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন যে তাঁহাদের অসাধারণ বীর্য্যের প্রধান কারণ অস্খলিত ব্রহ্মচর্য্য। আর কত বলিব? হিন্দুশাস্ত্র ব্রহ্মচর্য্যকে অমৃত বলিয়া গিয়াছেন। ব্রহ্মচর্য্যের এত মাহাত্ম্য কেন,—তৎসম্বন্ধে আমরা বারান্তরে আলোচনা করিব।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅখিল চন্দ্র পালিত

"বগুড়ার দার্শনিক পণ্ডিত

৺কিশোরীলাল রায়।"

বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজে মহাত্মা ভৃগুনন্দীর বংশ, খ্যাতি ও প্রতিপত্তিতে বিশেষভাবে সুপরিচিত। হিন্দুরাজত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত বহু সুপণ্ডিত ও গুণবান্ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করতঃ এই বংশের গৌরব সমধিক পরিবর্দ্ধিত করিয়াছেন। ভৃগুনন্দীর পুত্রগণমধ্যে কানু ও মাধব সর্ব্ব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। এই মাধবের ধারায় কাশীশ্বর রায়ের প্রপৌত্র, আনন্দচন্দ্র রায়ের পৌত্র ও জগদানন্দ রায়ের পুত্র রূপরাম রায় সাতিশয় গুণবান্ ছিলেন, এবং তাৎকালিক রাজভাষা আর্‌বী পার্‌সীতে বিলক্ষণ কৃতবিদ্য ও রাজকার্য্যে সমধিক বিচক্ষণ হওয়ায় বাঙ্গলার নবাব নাজিম সায়েস্তা খাঁ কর্ত্তৃক প্রধান পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই রূপরাম সম্বন্ধে যদুনন্দনকৃত 'ঢাকুর' নামক গ্রন্থে লিখিত আছে—

"যে বংশে জন্মিয়াছিল কাশীশ্বর রায়।
ঈশ্বর হইল বশ যাঁর তপস্যায়॥
অসীম অনন্ত গুণ পরম বিদ্বান।
তস্য পুত্র জগদানন্দ গুণে অনুপম॥

তৎপুত্র পঞ্চ তার শুনহ বিস্তার।
রামকান্ত গোপীকান্ত দেবীকান্ত আর॥
সর্ব্বানুজ ভবানীকান্ত এক পক্ষে হয়।
পক্ষান্তরে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ হইল রূপরায়॥
সগোত্রে বিবাহ তেঁই না বুঝিয়া কৈলা।
পিতৃরাগে গিয়া ভূতো গ্রামেতে রহিলা॥
নবাব সায়েস্তা খাঁর দেওয়ানী করিয়া।
বিষয় বিভব অতি উঠিল বাড়িয়া॥"

রূপরাম একটী সগোত্রা কন্যাকে বিবাহ করাতে পিতার বিরাগভাজন হইয়া স্বীয় মাতা ও ভ্রাতা রাঘবানন্দ রায়ের সহিত পৈতৃক বাসস্থান পোতাজিয়া গ্রাম পরিত্যাগ করতঃ কিয়দ্দূর পূর্ব্ববর্ত্তী জেলা রাজসাহীর অন্তর্গত ডিহিকাশীপুরের অধীন 'ভূতিয়া' নামক গ্রামে বাস করিতে আরম্ভ করেন। এই সময় হইতে ইঁহার বংশাবলী "ভূতিয়ার নন্দী" নামে সাধারণের নিকট পরিচিত হইতেছেন। কিসামত কাশীপুর প্রভৃতি ২৭ খানি গ্রাম রূপরামের নিজকৃত সম্পত্তি ছিল। রূপরাম রায়ের পুত্র গন্ধর্ব্ব রায়ের তিন পুত্র; তন্মধ্যে কনিষ্ঠ বিজয়গোবিন্দ রায়ের তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করে। ঐ তিন পুত্রের নাম যথাক্রমে কৃষ্ণপ্রসাদ, বিজয়কৃষ্ণ ও কেবলকৃষ্ণ। কৃষ্ণপ্রসাদের পুত্র মোহনলাল রায় ও তাঁহার অপরাপর সরিকগণের সময় ১২০৭ সালে রূপরাম রায়ের অর্জ্জিত প্রায় সমস্ত সম্পত্তিই নীলামে বিক্রীত হওয়ায় মোহনলাল ও বিজয়কৃষ্ণের পুত্র গোবিন্দলাল পিতৃভূমি পরিত্যাগপূর্ব্বক বগুড়া জেলার অন্তর্গত শিববাটী নামক স্থানে বসতি স্থাপন করেন। মোহনলাল রায়ের দুইপুত্র ছিল—কৃষ্ণলাল ও আনন্দলাল। কৃষ্ণলাল বগুড়ার মধ্যে বিশেষ একজন খ্যাতিমান, গুণবান্ ও পরম বৈষ্ণব ছিলেন। বগুড়ার সর্ব্বপ্রধান ভূম্যধিকারী নবাব সৈয়দ আবদুল ছোব্হান্ চৌধুরী সাহেবের পূর্ব্বাধিকারিগণের প্রধান অমাত্যপদে নিযুক্ত থাকিয়া তিনি যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তা ও কার্য্যদক্ষতার পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

এই কৃষ্ণলাল রায়ের ঔরসে এবং রসসুন্দরীদেবীর গর্ভে উত্তর-বঙ্গের গৌরবস্থান ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক, পরমযোগী ও ঋষিকল্প কিশোরীলাল রায় বাঙ্গালা ১২৪৬ সালের মাঘমাসে বগুড়া জেলার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ শিববাটী গ্রামে শুভলগ্নে জন্মগ্রহণ করেন। কিশোরীলালের জ্যেষ্ঠ সহোদর ৺বনওয়ারীলাল রায় সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি বাল্যকালেই কিশোরীলালকে "অমরকোষ" নামক সংস্কৃত অভিধান গ্রন্থ মুখস্থ করাইয়া ভবিষ্যতে তাঁহার সংস্কৃত ভাষা-শিক্ষার পথ সুগম করিয়া দিয়াছিলেন।

পাঠ্যাবস্থা হইতেই কিশোরীলালের রচনা করা অভ্যাস ছিল এবং এ বিষয়েও তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা কর্ত্তৃক যথেষ্ট উৎসাহ প্রাপ্ত হইতেন। কিশোরীলাল তাঁহার "Free Inquiry After Truth" বা "সত্যানুসন্ধান" নামক ইংরেজী গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর লোকের নিকট আহ্লাদ সহকারে বলিতেন "কিশোরী একদিনেই বাঙ্গলা বর্ণমালা শিক্ষা করিয়াছে।" বঙ্গসাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত কিশোরীলালের এই বিষয়ে আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

বাল্যকালে কিশোরীলাল রামায়ণ ও মহাভারত পড়িতে ভালবাসিতেন এবং প্রায়শঃই বহুশ্রোতার নিকট উচ্চৈঃস্বরে সুর করিয়া রামায়ণ মহাভারত পাঠ করিতেন। এই সময় হইতেই কিশোরীলালের এমন ধর্ম্মভাব পরিলক্ষিত হইত যে তাঁহার পিতা অনেক সময় আহ্লাদসহকারে বলিতেন "এ যে দেখি প্রহ্লাদের মত হইল।"

৮।৯ বৎসর বয়ঃক্রমকালে কিশোরীলাল "জিলা ভার্ণাকুলার স্কুলে" ভর্ত্তি হইয়া কিয়ৎকাল তথায় অধ্যয়ন করেন। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে বগুড়া জেলায় সর্ব্বপ্রথম ইংরাজী এণ্ট্রান্স্ স্কুল্ স্থাপিত হইলে কিশোরীলাল এই স্কুলে ভর্ত্তি হন; কিন্তু ৪।৫ বৎসর অধ্যয়নের পর পিতৃ-বিয়োগ এবং সাংসারিক অন্যান্য নানাপ্রকার দুর্ঘটনা নিবন্ধন, বিশেষতঃ এই সময় তিনি বিষম বায়ুরোগগ্রস্ত হওয়ায় তাঁহাকে শীঘ্রই অধ্যয়ন বন্ধ করিতে হইয়াছিল। শুনিতে পাওয়া যায় একদিন একটী গাভীকে প্রসবকালে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে দেখিয়া তাঁহার মনোমধ্যে এই প্রকার চিন্তার উদয় হয় যে মঙ্গলময় ও দয়াময় ভগবানের রাজ্যে অমঙ্গল ও নির্দ্দয়তা কেন? এই বিষয়টী দীর্ঘকাল যাবৎ গভীরভাবে চিন্তা করায় কিশোরীলাল বায়ুরোগগ্রস্ত হইয়াছিলেন। যাহা হউক নানাপ্রকার চিকিৎসার ফলে দীর্ঘকালের পর কিশোরীলাল দুরন্ত বায়ুরোগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া গৃহে বসিয়াই কিয়দ্দিবস বিদ্যাদেবীর আরাধনায় অতিবাহিত করেন। এইভাবে কিয়দ্দিন অতিবাহিত হইবার পর বগুড়ার তাৎকালিক মাজিষ্ট্রেট সাহেব কর্ত্তৃক তিনি একটী কেরাণীগিরি কার্য্যে নিযুক্ত হন বটে, কিন্তু উক্ত কার্য্য প্রবৃত্তির অনুকুল

না হওয়ায় শীঘ্রই তাঁহাকে উক্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিতে হয়। এই ঘটনার পর কিশোরীলাল বগুড়া ইংরেজী বিদ্যালয়ে পঞ্চম শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। এই কার্য্য তাঁহার প্রকৃতির উপযোগী হওয়ায় তিনি দীর্ঘকাল এই কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। বাঙ্গালা ১২৮৬ সালে তিনি "বিশ্ববন্ধু" নামক একখানি উচ্চাঙ্গের মাসিক পত্রিকা প্রচার করেন। বলা বাহুল্য, ইহাই সমগ্র উত্তর-বঙ্গের মধ্যে সর্ব্ব প্রথম মাসিক পত্রিকা। ঐ বৎসরেই কিশোরীলালের "Free Enquiry After Truth" বা 'সত্যানুসন্ধান' নামক গভীর চিন্তাপূর্ণ একখানি প্রথম শ্রেণীর দার্শনিক গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হওয়ায় তাঁহার যশঃ চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়ে।

১২৮৮ সালে কাকিনার বিদ্যোৎসাহী ভূম্যাধিকারী পরলোকগত রাজা মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী মহোদয় কর্ত্তৃক তিনি রাজকুমারের অভিভাবক ও শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া অনেক দিবস কাকিনায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এই সময় তিনি কিছুকাল যাবৎ "রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ" কার্য্যালয়ের অধ্যক্ষের পদেও প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। "রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশে" সত্যসন্দর্ভ, বিশ্বাস-সন্দর্ভ, প্রেম-সন্দর্ভ প্রভৃতি তাঁহার কতিপয় চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। এই প্রবন্ধগুলি ভাষার মাধুর্য্যে, ভাবের ঔদার্য্যে এবং চিন্তা-শীলতার গাম্ভীর্য্যে প্রবন্ধ-জগতে অতি উচ্চস্থান লাভের উপযুক্ত।

কাকিনায় অবস্থান কালে কিশোরীলালের "Essay on Happiness" নামক দার্শনিক গ্রন্থ ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। কাকিনার তাৎকালিক বিদ্যোৎসাহী ও গুণগ্রাহী রাজা ৺ মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী বাহাদুর অনেক পরিমাণে কিশোরীলালের প্রকৃতি অবগত হইতে পারিয়াছিলেন। তিনি কিশোরীলালকে আন্তরিক শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন এবং অত্যন্ত ভালবাসিতেন। রাজা বাহাদুরের এই নিয়ম ছিল যে বিজয়া দশমীর পর দিন কাকিনার সমুদায় ভদ্রলোক তাঁহার বৈঠকখানায় সমবেত হইলে তাঁহাদের সকলের যথাযোগ্য সম্ভাষণাদি করিতেন। একবার কিশোরী লালের আগমনে বিলম্ব দেখিয়া রাজা বাহাদুর বলিয়াছিলেন "কিশোরী বাবু অগ্রে বোধ হয় গুরুচরণ সরকার মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছেন। তিনি যে আর ধনের আদর করেন না যে অগ্রে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবেন। তিনি জ্ঞান ও ধর্ম্মের অধিকতর আদর করেন, তজ্জন্য তিনি অগ্রে জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক গুরুচরণ সরকার মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছেন। তাহাতেই তাঁহার আইসার বিলম্ব হইতেছে।" যথার্থই গুণগ্রাহী রাজা কিশোরী-লালের বিলম্বের নিমিত্ত কিছুমাত্র অসন্তুষ্ট হন নাই বরং কিশোরীলালের জ্ঞান ও ধর্ম্মানুরক্তি দেখিয়া অতি সন্তোষের সহিত এই কথাগুলি প্রকাশ করিয়াছিলেন। ঐ দিবস রাজা আরও বলিয়াছিলেন "কিশোরী বাবু সর্ব্বদা এরূপ চিন্তামগ্ন থাকেন যে তাঁহাকে দেখিলে আমার সার আইজাক্ নিউ-টনের (Sir Isaac Newton) কথা মনে পড়ে। নিউটন্ একদিন অশ্বা-রোহনে যাইতেছিলেন ; তাঁহার অশ্ব একটী জলাশয়ের মধ্য দিয়া গমন করায় তাঁহার শরীর ও বস্ত্র জলে ভিজিয়া গিয়াছিল। কিন্তু তখনও তিনি গভীর চিন্তামগ্ন ছিলেন। কিশোরী বাবুও চিন্তামগ্ন হইলে নিউটনের ন্যায় বাহ্য-জ্ঞান শূন্য হইয়া থাকেন। রাজা বাহাদুর এক দিবস কিশোরী বাবুর পুত্র বাবু মহেন্দ্রলাল রায় মহাশয়কে বলিয়াছিলেন "দেখ, লোকে আমাদিগকে বড়লোক বলে, কিন্তু আমরা তো বড় লোক নই ; কিশোরী বাবুই যথার্থ বড়লোক ছিলেন। রাজত্ব দ্বারাই যদি বড়লোক হওয়া যাইত তাহা হইলে বুদ্ধদেব কপিলাবাস্তুর রাজত্ব পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইতেন না।"

পূজ্যপাদ স্বর্গীয় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের সহিত কিশোরীলালের আন্তরিক ভালবাসা ছিল। কাকিনায় অবস্থানের সময় একদা গোস্বামী মহাশয় কাকিনার গমন করেন। কিশোরীলাল তখন পীড়িত ছিলেন। কিশোরীলালের বাসা হইতে কিয়দ্দূরে একটী বাসায় গোস্বামী মহাশয় সন্ধ্যা আসন করিতেছিলেন। হঠাৎ উপাসনা মধ্যেই তিনি বলিয়া উঠিলেন "কিশোরী বাবু কাতর, তাঁহাকে তো দেখিতে যাই নাই ; তিনি কেমন আছেন। উপস্থিত ব্যক্তিগণ মধ্যে একজন বলিলেন তিনি ভাল আছেন।" তখন গোস্বামী মহাশয় অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়া পুনরায় উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন। পরদিন প্রাতঃকালে গোস্বামী মহাশয় কিশোরী-লালকে দেখিবার নিমিত্ত তাঁহার বাসায় আগমন করিলে অন্যান্য কথা-বার্ত্তার পর কিশোরীলাল গোস্বামী মহাশয়কে বলিলেন "আমি যেন কল্য সন্ধ্যার পর আপনার হরি ওঁ হরি ওঁ শব্দ শুনিলাম।" আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে কিশোরীলাল যে সময়ের কথা বলিলেন ঠিক সেই সময়েই গোস্বামী মহাশয় উপাসনা কালে 'হরি ওঁ' 'হরি ওঁ' শব্দ করিয়াছিলেন। কিশোরীলালের কথার উত্তরে গোস্বামী মহাশয় বলিলেন আত্মার আত্মার মিলন থাকিলে এরূপ ঘটনা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

সন ১৩০০ সালের চৈত্র মাসে কিশোরীলাল ৫৪ বৎসর বয়ঃক্রমকালে নিদারুণ ওলাউঠা রোগে প্রাণত্যাগ করেন।

শ্রীপ্রভাস চন্দ্র সেন দেববর্ম্মা, বি, এল,
উকিল, বগুড়া।

কে বড় ?

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

ফলতঃ অসবর্ণাজ পুত্রগণ স্ব স্ব পিতৃ-সাজাত্য হইতে হীন না হইলে, শ্রীমদ্ভাগবতের খ্যাতনামা টীকাকারগণ কখনই ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক অম্বষ্ঠকন্যা-গর্ভে সঞ্জাত আভীর (ডাক নাম 'আহির') নামক (১) জাতিবিশেষকে একতর বৈশ্য (২) বলিয়া অম্লানবদনে কীর্ত্তন করিতেন না। বলা বাহুল্য ইহা যে, কেবল তাহাদেরই শূন্য গর্ভ প্রলাপোক্তি, তাহা নহে। শাস্ত্রে ও বৃষভানু, রায়াণ বা নন্দ প্রমুখ আভীর বা গোপগণ (৩) একতর বৈশ্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। যথা,—

"রাধা জগাম বারাহে গোকুলং ভারতং প্রতি।
বৃষভানোশ্চ বৈশ্যস্য নাচ কন্যা বভূব হ ॥ ৩৮
অতীতে দ্বাদশাব্দেতু দৃষ্ট্বা তাং নবযৌবনাম।
সার্দ্ধং রায়াণবৈশ্যেন তৎসম্বন্ধং চকারহ ॥ ৩৯"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তে প্রকৃতি-খণ্ডে, ৪৯ অধ্যায়)

"অহো নন্দস্য বৈশ্যস্য তস্মৈ গোরক্ষকায়চ।
সাক্ষাজ্জারায় গোপীনাং গোপালোচ্ছিষ্টভোজনে ॥ ৪৯"

(তত্রৈব জন্মখণ্ডে, ১০৫ অধ্যায়।

---

(১) "আভীরোঽম্বষ্ঠকন্যায়াম্ * * * ।১৫"

(মনুস্মৃতি, ১০ অধ্যায়)

অত্র কল্লুকভট্টঃ—"ব্রাহ্মণেন বৈশ্যায়ামুৎপন্না অম্বষ্ঠা। তস্যাং ব্রাহ্মণাদাভীরাখ্যো জায়ত ইতি। ১০। ১৫".

(২) স্বস্য বৈশ্যত্বাদুক্তামপি বৈশ্যবার্ত্তা বিশিষ্যাহ কৃষীতি" সারার্থদর্শিন্যামুক্তং বিশ্বনাথেন তথাচ শ্রীমজ্জীবগোস্বামিনাপি বৈষ্ণব তোষণ্যামুক্তং "অনিশমিতি বৈশ্যেষ্বাপি গোপত্বাৎ কৃষ্যাদিকাপি বৃত্তিরিতিভাব ইতি" ১০। ২৪। ২১"

(৩) "গোপো গোপাল গোসঙ্খ্য গোধুগাভীর বল্লভাঃ।"

(ইতি বৈশ্যবর্গেঽমরসিংহঃ)

অপিচ আভিজাত্যে অম্বষ্ঠ অপেক্ষা গরীয়ান (৪) হইয়াও, যখন আভীর রাজ নন্দ গোপক্ষত্রিয়গণকে প্রণাম করিতে (৫) কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হন নাই, তখন একতর ক্ষত্রিয়-কায়স্থ অপেক্ষা উচ্চাসনে উপবেশনের আশা করা অম্বষ্ঠ জাতির পক্ষে অতিমাত্র নির্লজ্জতার পরিচায়ক কিনা, তাহা বিজ্ঞ অম্বষ্ঠমণ্ডলী স্থির চিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

উপসংহার কালে বক্তব্য এই যে, শাস্ত্রকারগণ আহির গোয়ালাদিগকে যে জাতি হইতে উচ্চাসন প্রদান করিয়াছেন, সেই অম্বষ্ঠ জাতি যে, হিন্দু সমাজের কোন স্থানে উপবেশনের যোগ্য, আমরা আশা করি অতঃপর সেন্সাসের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতাগণ অনায়াসেই সে কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইবেন। কাজেই অযথা বাক্যব্যয় করিয়া পাঠক মহোদয়গণের বিরক্তি উৎপাদন করিতে বাসনা করি না। ইত্যলং পল্লবিতেন।

শ্রীমধুসূদন রায়।

কায়স্থ সূত্র।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সপ্তম সূত্র।

পূর্ব্ব সূত্রে লিখিত হইয়াছে রাজা দনুজামাধবের একজাই কালে ভিন্নদেশস্থ কায়স্থগণ মনে মনে অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন ; ফলতঃ রাজা দনুজের অব্যবহিত পরেই তাহার উত্তরপুরুষগণের রাজত্বকালে বহিঃস্থ কায়স্থগণ আর চন্দ্রদ্বীপে বৈবাহিক সংশ্রবে আইসেন নাই ; এমন কি উত্তররাঢ় প্রদেশে অনাদ্রিবরসিংহের বংশোজ্জ্বলকারী ব্যাস সিংহ সোমেশ্বর ঘোষ (১) প্রাচীন নিয়ম পরিত্যাগ করিয়া

---

(৪) "বর্ণান্তরগমনমুৎকর্ষাপকর্ষাভ্যাং সপ্তমেন পঞ্চমেন বাচার্য্যা ইতি।"

(গৌতমসংহিতা, ৪র্থ অধ্যায়)

(৫) "দৃষ্ট্বামুনীন্দ্রান্ নন্দশ্চ ব্রাহ্মণান্ভূমিপাংস্তথা।
স্বর্ণপীঠাৎ সমুত্তস্থৌ ব্রজাশ্চোত্তস্থুরেবচ। ১৪
প্রণম্য বাসয়ামাস মুনীন্দ্র বিপ্র ভূমিপান্।
তেষামনুমতিং প্রাপ্য তত্রোবাস পুনর্মুদা। ১৫

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তে জন্মখণ্ডে, ২১ অধ্যায়)

(১) সম্প্রতি শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত বঙ্গের পুরাবৃত্তে দেখিতে পাইয়াছি এই সোমেশ্বরের পুত্র ইছাই ঘোষ ময়নাকোটের রাজাকে নিহত করিয়া কয়েক দিন রাজ্য করিয়াছিলেন।

সুদর্শনমিত্র, দেবদত্ত ও পুরুষোত্তম দাসের বংশধরদিগকে লইয়া একটী পৃথক সমাজ স্থাপন করেন (১); এবং সিংহ ও ঘোষ এই দুই বংশের উচ্চাঙ্গের সৎকার্য্য থাকায় সিংহ, ঘোষ উত্তম 'সংস্কৃত', অপর ত্রয়কে 'সৎকৃতি' বলিয়া প্রচার করিলেন। ইহাতে চন্দ্রদ্বীপাধিপতি সন্তুষ্ট না হইয়া ময়নাকোটের রাজার দ্বারা ব্যাসের শিরচ্ছেদ করিলেন, কিন্তু তথাপি আর উহারা চন্দ্রদ্বীপের অধীন হইল না। অপর দিকে ইহার কিঞ্চিৎ পরেই বরেন্দ্রদেশবাসী কায়স্থগণ আর এক পৃথক সমাজ করিলেন, কিন্তু ইহাদের উত্তররাঢ়ীয়ের ন্যায় অত্যাচার সহ্য করিতে হয় নাই। এই সমাজস্থাপক বঙ্গজ কায়স্থ ভৃগুনন্দী কার্য্যোদ্দেশে বর্ত্তমান যশোহর জিলার সোলকূপার ভূম্যধিকারী বঙ্গজ কায়স্থ জটাধর নাগের নিকট উপস্থিত হন, তথায় কোন কার্য্যের সুবিধা না থাকায় নাগ সুশিক্ষিত ভৃগুকে কনিষ্ঠ ভ্রাতা বরেন্দ্রশাসনকারী কর্কট নাগের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। ভৃগু তথায় উপস্থিত হইলে কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া ক্রমে তাহার প্রধানতম মন্ত্রণা-সচিব হইলেন। ইহার কিছুকাল পরে কর্কটের মৃত্যু হইলে ভৃগুই একরূপ সর্ব্বে-সর্ব্বা হইলেন। এই সময় তাহার একটী বিদেশীয় কায়স্থ লইয়া সমাজ স্থাপনের ইচ্ছা হওয়ায় আত্রেয় গোত্রীয় নরদাসের সহায়তায় দাস, নন্দী, চাকী, নাগ, দেব, দত্ত ও সিংহকে লইয়া সমাজ গঠন করেন। ইহাদের মধ্যে নরদাস নন্দী ও চাকি সিদ্ধ, এবং (২) নাগ, সিংহ এবং দেব ও দত্ত সাধ্য (৩) ভাব প্রাপ্ত হন। নাগ আবার প্রায় সিদ্ধের তুল্য, সিংহ মধ্যম, (৪) দেবদত্ত কনিষ্ঠ (৫)। ইহাদেরও বল্লাল-নিয়ম বহির্ভূত সামাজিক কার্য্য তাই এইরূপ করিয়াছিলেন।

(১) ইহাদের কুলের কোনই বান্ধা বান্ধি নাই; তিন পুরুষ ভাল সম্বন্ধ করিলে কুলীন, তিন পুরুষ অপসম্বন্ধ করিলে ভঙ্গ হয় যথা—

"ত্রৈপুরুষে নিরাবিল ত্রৈপুরুষে ভঙ্গ।
শিব-জটা মধ্যে যেন গঙ্গার তরঙ্গ॥"

(২) যদা কৌলো পরিচয়ে দাস-নন্দিবিধানতঃ।
চাকীত্যেতে সিদ্ধ ভাবাস্তত্রাপি চ বিশেষতঃ॥

(৩) "নাগ সিংহ দেব দত্তশ্চত্বারঃ সাধ্য-সংজ্ঞকাঃ॥"

(৪) তেষাং মধ্যে সিদ্ধতুল্যো নাগোঽপিবলবত্তমঃ॥
সিংহোপাধির্ম্মধ্যবিত্তা সিংহসংহননোমুদা॥
সিংহ উত্তররাঢ়ীয় পরীক্ষিৎ বরেন্দ্র সমাজে মিলিত হইয়াছিলেন।

(৫) "ততঃ কনিষ্ঠতাং প্রাপ্তৌ দেবদত্তৌ সমপ্রভৌ।"

মনেতে ভাবিল পটী আলাদা করিব।
বল্লাল-মর্য্যাদা কিছু মাত্র না লইব॥
আর ইহাই হইল কার্য্য যার
দান-গ্রহণ-শ্রেষ্ঠভাব করণ তাৎপর্য্য।
কুলাকুল দুই হইতে লাভ সৌর্য্যবীর্য্য॥" (ঢাকুর)

আবার ইহার কয়দিন পরে বসুপুরন্দর খাঁ দক্ষিণরাঢ়-প্রদেশে কায়স্থগণের এক একজাই করেন তাহাতে ঘোষ, বসু, মিত্র এই তিন বংশ কৌলীন্য প্রাপ্ত হন, অবশিষ্ট সেন, সিংহ, দত্ত, দাস দেব, কর ও পালিত (১) যে কয়টী কায়স্থ প্রাপ্ত হন তাহাদিগকে এক মৌলিক শ্রেণীভুক্ত করেন। ইনি বল্লাল নিয়ম কতকটা রক্ষা করিয়া মৌলিকে সম্বন্ধ করিবার জন্য বিশেষ বিধি করিয়াছিলেন যে যে মৌলিকে সম্বন্ধ না করিত তৎপ্রতি কৌলীন্য ভাব আসিত না, যথা,—

"আদ্যরস প্রতিরস নাই যার ঘরে।
কুলীন বলিয়া লোকে সন্ধ করে তারে।" (২)

ফলতঃ বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণের এই তিনটী বৃহৎ সমাজ এক মূলেরই বলিয়া অনুমান হয়। উত্তররাঢ়ীরাও যে সেই এক মূলেরই সে বিষয়েও সন্দেহ নাই, কিন্তু কবে বঙ্গে আগমন হইয়াছে সে বিষয় স্থির করা দুরূহ।

(১) ইহার পর আরও অনেক কায়স্থ দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজে আসিয়াছেন; যথা বঙ্গজ বিরাজ গুহ পরবর্ত্তিকালে আসায় মৌলিক শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন।

(২) এই দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজে নিয়ম আছে যে কুলীনের দুই পুত্র থাকিলে প্রথম পুত্র কুলীনে এবং দ্বিতীয় পুত্র মৌলিকে দিতে হইবে; তাহা হইলে কুলীনের আদ্যরস হয় এবং জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়া মৌলিক কন্যা গৃহে আনিবেন তবেই তাহার প্রতিরস হইবে কিন্তু ইহা কিরূপে শাস্ত্রসিদ্ধ হইল বুঝি না কেন না, দ্বিতীয় বিবাহ কুশণ্ডিকা না করিয়া বিবাহ হওয়ায় শাস্ত্রানুসারে অসিদ্ধ হয়; অতএব তাহা দ্বারা কিরূপে কুলের গৌরব বৃদ্ধি হইবে? স্মার্ত্ত রঘুনন্দন শাস্ত্রীয় যুক্তিদ্বারা দেখাইয়াছেন ঐ বিবাহ দশবিধ সংস্কারের সংস্কারই নহে, যথা—

"স্বপিতৃভ্যাং পিতাদদ্যাৎ সুতসংস্কারকর্ম্মসু।
যেষামেকে পিতাদদ্যাৎ তেষামেকে প্রবক্ষ্যতে॥

অস্যার্থ—পুত্রস্য দ্বিতীয়বিবাহাদৌ পিত্রা নান্দিশ্রাদ্ধং ন কার্য্যং দ্বিতীয়বিবাহাদেঃ সংস্কারাভাবাৎ।" (উদ্বাহতত্ত্ব)

যে সব কুলীন ও মৌলিক বংশ এই বিশাল সমাজে এখন অবস্থান করিতেছেন তাহারা প্রায়ই এক গোত্রসম্ভূত, কেবল দত্ত ও দাস অন্যসমাজে পৃথক গোত্রীয় বলিয়া দেখা যায় (১); কিন্তু এই উভয় বংশই প্রাচীনকালে মহা-প্রতিভাশালী ছিলেন. তাঁহারা কোন বংশীয় তাহাদের বংশাবলী আলোচনা দ্বারা নিরাকৃত হয় কি না একবার দেখা উচিত।

(দত্তবংশ)

শকসেনান্বয়ে জাত অগ্নিদত্তের কুলোদ্ভব সুদত্তের বংশদীপক সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ মহাকৃতি পুরুষোত্তম রাজা আদিশূরের যজ্ঞরক্ষার্থ বঙ্গদেশে আগমন করতঃ রাজার প্রার্থনানুসারে বঙ্গদেশে বাস গ্রহণ করেন। এই মহারথী মৌদ্গল্য গোত্রজাত ছিলেন (২) কিন্তু বৌদ্ধবিপ্লবে ইহার অনন্তনগণ নানা দিক্ দেশে গমন করিয়া ভ্রম বশতঃ কেহ কেহ স্বীয় স্বীয় গোত্র ভুলিয়া গিয়া অপর গোত্র গ্রহণ করিয়া পতিত হইয়াছেন। ইহাদের গোত্র সংখ্যা সাতটী হইবে (৩)। এই বংশে মহাবলী অর্কদত্ত জন্মগ্রহণ করিয়া রাজা বল্লাল সেনের অস্ত্র শিক্ষক হইয়াছিলেন। তদাত্মজ মহাবাহু নারায়ণ ঐ রাজার মহা সন্ধি বিগ্রহিক পদ প্রাপ্ত হইয়া মধ্যস্থের অর্থে 'মধ্যলা' এই সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। ইহাঁর পুত্র মুরারিদত্ত, তৎপুত্র সুরেন্দ্র, তৎপুত্র গোবিন্দ, তৎপুত্র মেদিনী। ইঁহার কোক, বিন, রাম ও নরহরি নামে চারি ধর্ম্মতত্ত্ববিৎ পুত্র হয়; ইহার মধ্যে কোক বাকুরী দত্ত সর্ব্বগুণ সমন্বিত। কুই দত্তের সোম, মুক্তি, চন্দ্র ও ভাস্কর নামে চারি পুত্র হয়। সোম নিঃসন্তান। মুক্তির পুত্র বিধু ও কন্দর্প, তৎপুত্র ঈশ্বর, তৎপুত্র কার্ত্তিক, তৎপুত্র গণপতি। ইনি রঙ্গদ্বীপে গিয়া বাসগ্রহণ করেন। ইহার দুই পুত্র বেদগর্ভ ও আনন্দ। বেদগর্ভ জালানপুর আনন্দপুড়ায় গমন করেন।

(১) পুরুষোত্তম দত্তের সন্তানগণ বঙ্গে মৌদ্গল্য, দক্ষিণরাঢ়ে ভরদ্বাজ গোত্রীয় ইহার অধস্তন নারায়ণ দত্তের সন্তান বলিয়া বারেন্দ্র দত্তগণ বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের গোত্র মৌদ্গল্য, কিন্তু উত্তররাঢ়ীয় দত্ত দেবদত্তের সন্তান কাশ্যপ গোত্র। দাস বংশের চন্দ্রশেখর বঙ্গে আগমন করেন। বঙ্গে ও দক্ষিণরাঢ়ে এক কাশ্যপ গোত্রই দেখা যায়, তবে বারেন্দ্র হরদাস আত্রের গোত্র, উত্তররাঢ়ের পুরুষোত্তম দাস মৌদ্গল্য গোত্রীয়।

(২) স চ শকসেনাধরোশৈববরঃ রথিনাঞ্চ রথী স মৌদ্গল্যগোত্রঃ।
মহাবংশাবলী।

(৩) মৌদ্গল্যগোত্রজা দত্তোমধ্যস্থস্ত প্রতিষ্ঠিতঃ।

ভাস্কর দত্তের পুত্র শিব, তৎসুত সারঙ্গ, তৎসুত ধনদত্ত, তৎসুত ভীম ও ভগবৎ। ভীমের পুত্র সতানন্দ ও বিদ্যানন্দ খাঁ। বিদ্যানন্দের গোপীনাথ, গোবিন্দ ও জগন্নাথ তিন পুত্র। গোপীনাথের পুত্র যাদব দস্তিদার, রতি নাথ ও গঙ্গারাম। গঙ্গারামের হরিনারায়ণ ও হরিবল্লভ দুই পুত্র। হরিরায়াণের শ্রীকৃষ্ণ ও রামকিশোর দুই পুত্র। রামকিশোরের নীলকণ্ঠ, রামজীবন ও আনন্দিরাম। ইহারা দেহুগাতিনিবাসী। কৃষ্ণ দত্তের কৃপারাম, রামপ্রসাদ, কৃষ্ণবল্লভ, শুকদেব ও রামনাথ এই পাঁচ পুত্র। শুকদেবের পুত্র রামহরি।

গোবিন্দ দত্তের পুত্র বাণীনাথ, তৎপুত্র কাশীনাথ, কালীনাথ ও লক্ষ্মীনাথ। লক্ষ্মীর পুত্র কালীরাম। ইনি কাঠালিয়ানিবাসি; ইনি অর্দ্ধ কুল প্রাপ্ত হন।

ধন দত্তের পুত্র জয়রাম, তৎপুত্র দুর্গাদাস, তৎপুত্র রাধাকান্ত, রুক্মিনীকান্ত রামকান্ত, রমাকান্ত, ও গোপীকান্ত এই পাঁচ পুত্র। রুক্মিনীর হরি, প্রেম, দর্প ও কীর্ত্তি নামে চারি পুত্র হয়। ইহারা সকলে বাটাজোড় নিবাসী।

কন্দর্প দত্তের পুত্র শ্যাম, তৎপুত্র ইন্দ্র, তৎপুত্র পরশু, তৎপুত্র শ্রীপতি, তৎপুত্র প্রভাকর, গুণাকর, হৃষীকেশ। হৃষীকেশের পুত্র চণ্ডীবর ও বিশ্বনাথ, ইহারাই শ্রেষ্ঠ বিশ্বনাথের পুত্র রামজীবন, পত্রনবীশ, তৎপুত্র রামকান্ত ও রামপ্রসাদ। রামপ্রসাদ রাজকরনিবাসী। রামপ্রসাদের পুত্র গোবিন্দ প্রসাদ উজানিনিবাসী।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সমালোচনা ইত্যাদি।

কায়স্থ-তত্ত্ব-বিচার—বারেন্দ্র কায়স্থ শ্রীযুক্ত প্রভাস চন্দ্র সেন দেববর্ম্মা, বি এল, (উকীল, বগুড়া) প্রণীত। গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য। ১৯১০। ১২১ পৃঃ। মূল্য ॥০ আনা।

পুস্তকখানি আমরা আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছি। প্রচারের সুবিধার জন্য এই আবশ্যকীয় পুস্তকখানি বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার প্রচারকগণকে সর্ব্বদাই তাঁহাদের নিকট রাখিতে পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে। স্বজাতিপ্রেমিক প্রত্যেক কায়স্থ মহোদয়কে আমরা এরূপ সারবান পুস্তক যত্ন সহকারে পাঠ করিতে অনুরোধ করি। আজ কায়স্থ সভার এই শুভ

দেশব্যাপী আন্দোলনের দিনে যাঁহারা সভার পরম হিতৈষী তাঁহারা ত' ইহা পাঠ করিবেনই, অধিকন্তু যাঁহারা "কায়স্থের পৈতা লওয়া একটা হুজুক" "কায়স্থের আবার পৈতা কেন" "বাপ পিতামহ যাহা করেন নাই আমরা তাহা করি কেন" প্রভৃতি স্ত্রীজনোচিত বাক্য বা বিজ্ঞের হাসি হাসিয়া উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন তাঁহারাও ইহা পাঠ করিলে আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি যে অচিরে তাঁহাদেরও সুমতি হইবে। ইহা লেখকের পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে। প্রভাস বাবু একজন কৃতবিদ্য লেখক। তিনি কায়স্থ-সমাজ-সাগরের জলধিতলে প্রবেশ করিয়া রত্নগুলি আহরণ করিয়া তাঁহার পুস্তক মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। কায়স্থ সভার মনিষীগণ ও ভারতের মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ শাস্ত্র সাগর মন্থন করিয়া নানা পুস্তকে ও নানা স্থানে যে সকল কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদক উপাদেয় সামগ্রী উত্তোলন করিয়াছেন আমাদের প্রভাস বাবু সেই সকল দ্রব্য সম্ভার তাঁহার ভাণ্ডারে স্বজাতির সুবিধার ও সুখ পাঠ্যের জন্য স্তরে স্তরে সাজাইয়াছেন।

প্রথম স্তরে বিরুদ্ধ বাদীগণ যে সমস্ত শ্লোক লইয়া লম্ফ ঝম্প করেন তাহা কিরূপ অসার ও কৃত্রিম প্রভাস বাবু তাহা বিশেষরূপ খণ্ডন করিয়াছেন ইহা পাঠ করিলে এমন কোন শাস্ত্রবিদ নাই যিনি প্রভাস বাবুর মতের পোষকতা না করিবেন।

দ্বিতীয় স্তরে তিনি কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। বেদ স্মৃতি, পুরান, তন্ত্র, সংস্কৃত কাব্য, প্রাচীন ঘটক-কারিকা হইতে নির্ভুল প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন ও অকাট্য যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন।

তৃতীয় স্তরে তিনি কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব ও প্রায়শ্চিত্তোপনয়নার্থত্ব সম্বন্ধে ব্যবস্থাপত্র সকল উদ্ধৃত করিয়াছেন। রাজা রাজনারায়ণের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত কায়স্থ সভার দ্বারা যখন যে সময়ে ভারতের যত বড় বড় পণ্ডিতের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা সন্নিবেশ করিয়াছেন।

চতুর্থ স্তবে তিনি উপনীত কায়স্থের কর্ত্তব্য, আচ্যরণ ও দৈনিক ক্রিয়া কলাপ লিখিয়া দিয়া নিত্যকর্ম্ম পদ্ধতি ক্রয়ের দায় হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন।

পঞ্চম স্তরে তিনি সমগ্র ভারতবর্ষে কায়স্থ জাতির প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিষয় লিখিয়াছেন। প্রায় ৪০০০ বৎসর ধরিয়া কায়স্থ জাতি ক্রমান্বয়ে রাজত্ব করিয়াছে ও পুরাকাল হইতে এখন পর্য্যন্ত রাজার মন্ত্রীর পদে

রাজ শাসন কার্য্যে দক্ষিণ হস্তরূপে কোন সময়ে কত কায়স্থ বিরাজিত ছিলেন ও আছেন তাহা দেখাইয়াছেন। কায়স্থগণ উত্তর পশ্চিম, রাজপুতনা, আসাম প্রভৃতি স্থানেও কিরূপ কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা দেখাইয়াছেন। কায়স্থগণ অনেক কবিরাজী গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন, ইহাও কায়স্থজাতির কম গৌরবের বিষয় নহে।

আশা করি প্রভাস বাবু এইরূপ সারবান জাতিতত্ত্ব বিষয়ক পুস্তক লিখিয়া স্বজাতির মহৎ উপকার সাধন করিবেন।

আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে বিনিময়ে নিম্নলিখিত ত্রৈমাসিক, মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি :—

১। **সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা (ত্রৈমাসিক)**—১৩১৬, ৪র্থ সংখ্যা।

২। **অলৌকিক রহস্য**—১৩১৭, জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত।

৩। **আর্য্যাবর্ত্ত**—১৩১৭, জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত।

৪। **আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা**—১৩১৭, বৈশাখ পর্য্যন্ত।

৫। **গৃহস্থ**—১৩১৭, বৈশাখ পর্য্যন্ত।

৬। **জন্মভূমি**—১৩১৬, চৈত্র পর্য্যন্ত।

৭। **দেবনাগর**—৩য় বৎসর, ৪র্থ সংখ্যা পর্য্যন্ত।

৮। **ধর্ম্ম প্রচারক**—১৩১৭, বৈশাখ পর্য্যন্ত।

৯। **প্রবাসী**—১৩১৭, আষাঢ় সংখ্যা।

১০। **বাণী**—১৩১৭, বৈশাখ পর্য্যন্ত।

১১। **বৈষ্ণব-সেবিকা**—১৩১৬, বৈশাখ পর্য্যন্ত।

১২। **ব্রাহ্মণ**—১৩১৭, বৈশাখ পর্য্যন্ত।

১৩। **মানষবী**—১৩১৬, চৈত্র সংখ্যা।

১৪। **হিন্দু সখা**—১৩১৬, চৈত্র পর্য্যন্ত।

হিন্দুসখা সম্বন্ধে মন্তব্য—হিন্দু সখা এক সংখ্যায় শ্রদ্ধের শ্রীযুক্ত সারদা-চরণ মিত্র দেববর্ম্মা মহাশয় খুলনা কায়স্থ সভায় যে বক্তৃতা প্রদান করেন তাহাতে একটু তীব্র ব্যঙ্গোক্তি করিয়াছেন ও কায়স্থ জাতির পৈতা গ্রহণ সম্বন্ধে একটু

শ্লেষ করিয়াছেন। এরূপভাবে কেবল কটাক্ষ করিয়া লঘুচিত্ততার পরিচয় না দিয়া আশা করি ভবিষ্যতে শাস্ত্রীয় যুক্তিপূর্ণ মত প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে বাধিত করিবেন।

১৪।	আনন্দবাজার	সাপ্তাহিক।
১৫।	বঙ্গবাসী।	
১৬।	বিশ্বদূত।	
১৭।	মহামায়া।	

সভার প্রচার কার্য্য।

প্রচারক আচার্য্যদেব শ্রীযুক্ত বামাপদ পাল চৌধুরী বর্ম্মা মহাশয়ের প্রচারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

১৮ই বৈশাখ, ১৩১৭। জগতি (নদীয়া জেলা)। শ্রীযুক্ত জ্যোতীশচন্দ্র সেন বর্ম্মার বাটীতে শ্রাদ্ধান্তে কায়স্থের উপনয়নের উপযোগিতা বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৭। দুর্ব্বাডাঙ্গা (যশোহর জেলা)। প্রচারের ফলে ১৪ জন উপবীত হন।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৭। তিরোল (আরামবাগের নিকট)। সভার উদ্দেশ্যগুলি প্রচার করেন। অনেকে শীঘ্রই উপনীত হইবেন স্থির হইয়াছে।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৭। বাতানল (আরামবাগের নিকট)। প্রচারের ফলে তত্রত্য ব্রাহ্মণেরা সাপক্ষে আসেন এবং কতিপয় কায়স্থ উপনীত হন।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৭। খোক্‌সা (জেলা নদিয়া)। সভার উদ্দেশ্য-গুলি প্রচার করেন।

২৩এ জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৭। চন্দননগর খলসিনির বসু মহাশয়-দিগের বড়বাটীতে এক মহাসভার অধিবেশন হয় এবং প্রচারক মহাশয় কায়স্থের নীচ শূদ্র বা সঙ্কর জাতি নয় তাহা বুঝাইয়া দেন। প্রায় ৪০ জন কায়স্থ যুবক প্রথম শুভদিনে ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করিবেন প্রতিশ্রুত হইলেন।

মহামায়া।

সাপ্তাহিক পত্র।

সামাজিক ও অন্যান্য সকল প্রকার সংবাদ থাকে।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য—{ চুঁচুড়ায়—৸০ বার আনা। / অন্যত্র—১৷৷০ দেড় টাকা।

ম্যানেজার, মহামায়া কার্য্যালয়।

চুঁচুড়া।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

উচ্চশ্রেণীর

মাসিক কায়স্থ পত্রিকা ও সমালোচনা।

বর্ত্তমান বর্ষ হইতে বর্দ্ধিতাকারে বার্ষিক ১৷৷০ মূল্যে গ্রাহকগণ এই মাসিক পত্রিকা পাইবেন। ডাক মাশুল দিতে হয় না।

"প্রতিভার" ন্যায় সুলভ মাসিক কায়স্থ পত্রিকা আর দ্বিতীয় নাই।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা,

সম্পাদক,

"আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা" কার্য্যালয়।

ফরিদপুর।

কায়স্থ-পত্রিকা।

শ্রাবণ, ১৩১৭। } নবপর্য্যায় ১ম খণ্ড; ৪র্থ, সংখ্যা।

দান।

চিত্রগুপ্তভাণ্ডার।

শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল বসু, উকীল, নর্সিংপুর, সেণ্ট্রাল্ প্রভিন্সেস ... ১০৲
" কার্ত্তিকচন্দ্র দে পট্টনায়ক, জামালচক, মেদিনীপুর ... ৫০৲
" গোবিন্দচন্দ্র মিত্র, উকীল বাঁকীপুর ... ... ৫০৲
" ৺ বরদাচরণ বসু রায় বাহাদুর দেববর্ম্মা, অবসরপ্রাপ্ত এক্‌জিকিউটিভ্ এঞ্জিনিয়র্, দেওঘর ... ৫০৲
" কালীপদ বসু, অধ্যাপক, ঢাকা কলেজ, ঢাকা ... ২০৲
" কিরণচন্দ্র দে, সিভিলিয়ান্, শিলং ... ১০৲
" কৃষ্ণবল্লভ রায়, উকীল, রঘুনাথগঞ্জ পোঃ মুর্শিদাবাদ জেলা ... ১০৲
" কৃষ্ণেন্দ্রনাথ সরকার, মাদ্‌লা, বগুড়া ... ১০৲
* " গিরীশচন্দ্র সরকার, পূর্ণনগর পোঃ রংপুর জেলা ... ১০৲
" বসন্তকুমার মিত্র দেববর্ম্মা যশ্‌ড়া চাকদহ, নদিয়া জেলা ... ১০৲
" মোহিনীমোহন ধর, জজ্, ময়ূরভঞ্জ ... ... ১০৲
" যতীন্দ্রমোহন বসু, মুন্‌সেফ, পিলিভিট্ ... ... ১০৲
* " রামকৃষ্ণ বসু, উকীল, কটক ... ... ১০৲
* " রামব্রহ্ম সরকার, ভাতসালা, ডুমকোল পোঃ, মুর্শিদাবার জেলা ১০৲
* " শরৎচন্দ্র মিত্র, উকীল, বিলাসপুর, সেণ্ট্রাল্ প্রভিন্সেস্ ... ১০৲
* " হরেন্দ্রকুমার ঘোষ ... ... ১০৲
" হেমচন্দ্র সরকার দেববর্ম্মা অধ্যাপক, কৃষ্ণনগর কলেজ ... ১০৲

শ্রীযুক্ত	হেমচন্দ্র রায়, উকীল, বহরমপুর ...	... ১০৲
”	হেমাঙ্গচন্দ্র বসু, অবসরপ্রাপ্ত সব্‌জজ্‌, মেদিনীপুর	... ১০৲
”	নৃত্যগোপাল বসু, খড়িয়প্‌ (আমতার নিকট)	... ৬৲
* ”	আনন্দগোপাল দাস, বহড়ান ...	... ৫৲
* ”	কিরণচন্দ্র নাগ, উকীল, বাগেরহাট ...	... ৫৲
”	গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ রায়, মেক্‌লিগঞ্জ, কুচবিহার	... ৫৲
”	জ্ঞানেন্দ্রনাথ দত্ত, ছাত্র, বহরমপুর ...	... ৫৲
* ”	জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী নিমতিতা ...	... ৫৲
* ”	তরণীমোহন রায়, উকীল বহরমপুর	... ৫৲
* ”	দেবরাণী গুহ রায়, কলিকাতা	... ৫৲
”	রামকৃষ্ণ রায়, অবসরপ্রাপ্ত জেলার, বহরমপুর	... ৫৲
* ”	হরিহরদাস, নপাড়া ...	... ৫৲
* ”	হরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ	... ৫৲
* ”	কালিদাস মজুমদার	... ৪৲
* ”	প্রসন্নকুমার সরকার, আমীনবাজার, কৃষ্ণনগর	... ৪৲
”	প্রিয়নাথ গুহ মজুমদার দেববর্ম্মা, মোক্তার, পাবনা	... ৪৲
”	মহেন্দ্রনাথ গুহ রায় দেববর্ম্মা কলিকাতা	... ৪৲
”	শরৎচন্দ্র ও যোগেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, ঘড়িয়ালডাঙ্গা, রংপুর জেলা	৪৲
”	অন্নদাপ্রসাদ দত্ত, ঘাসিপাড়া, দিনাজপুর	... ৩৲
”	অনুকুলচন্দ্র ঘোষ, কোটালপুকুর জমিদারী, পাকুড়	... ২৲
”	কালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা, অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, ফরিদপুর ...	... ২৲
* ”	ইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, ছাত্র, বহরমপুর	... ... ২৲
* ”	দ্বিজদাস ঘোষ, ছাত্র, বহরমপুর	... ... ২৲
”	নরেন্দ্রনাথ ঘোষ, মধুপুর, ইষ্ট্‌ ইণ্ডিয়ান্‌ রেল্‌ওয়ে	... ২৲
”	রাধিকাপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরী দেববর্ম্মা, ঘোড়ামাড়া, রাজসাহী	২৲
২২ জন,	১৲ প্রত্যেকে	... ২২৲
		৫২৩৲

* ইঁহারা সভার সভ্য নহেন।

প্রচার ভাণ্ডার।

রাজা গোপেন্দ্র কৃষ্ণ দেব, দেওধর ... ... ১০৲

সামাজিক সংবাদ।

উপনয়ন।

(রাজসাহী কেন্দ্র)

১। শ্রীক্ষেত্রমোহন ঘোষ।
২। „ ভৈরবানন্দ দে।
৩। „ রজনীরঞ্জন দে।
৪। „ রজনীকান্ত নন্দী।
৫। „ জয়চন্দ্র সরকার।
৬। „ যোগেশচন্দ্র সরকার।

৭ই চৈত্র, ১৩১৬।

(বগুড়া, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ সরকার মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)

১। শ্রীমণীন্দ্রনাথ সরকার।
২। „ সৌরীন্দ্রনাথ সরকার।
৩। „ হীরেন্দ্রনাথ সরকার।
৪। „ রামগোবিন্দ সিংহ।
৫। „ শিশিরগোবিন্দ সিংহ।
৬। „ হর্ষগোবিন্দ সিংহ।

(বগুড়া কেন্দ্র)

১। শ্রীহরচন্দ্র দাস।
২। „ ননীগোপাল নন্দী।
৩। „ রোহিণীসুন্দর নন্দী
৪। „ হরিগোপাল নন্দী।
৫। „ হরিধন নন্দী।

৬। শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র সরকার।
৭। „ সত্যেন্দ্রনাথ সরকার।
৮। „ কৃষ্ণগোপাল সিংহ।
৯। „ ব্রজগোপাল সিংহ।

২০ শে বৈশাখ, ১৩১৭।

(জেলা খুল্না, রুদাঘরা কেন্দ্র)

১। শ্রীশিশিরকান্ত বসু, সাং রুদাখরা, খুল্না জেলা।
২। „ অমূল্যকৃষ্ণ হালদার, ঐ
৩। „ নগেন্দ্রনাথ হালদার, ঐ

৩১ শে বৈশাখ, ১৩১৭।

(জেলা রংপুর, গোপালের খামার, শ্রীযুক্ত ভজনানন্দ দে মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)

১। শ্রীরজনীকান্ত চাকী।
২। „ প্রাণগোবিন্দ দে।
৩। „ ব্রজগোবিন্দ দে।
৪। „ বৈকুণ্ঠচন্দ্র দে।
৫। „ ভজগোবিন্দ দে।
৬। „ ভুবনচন্দ্র দে।

৫ই জৈষ্ঠ, ১৩১৭।

(কুষ্ঠিয়া মহকুমা, শোমষপুর, শ্রীমাখমলাল মিত্র দেববর্ম্ম মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)

১। শ্রীললিতকুমার বসু, সাং আম্লাবাড়ী।
২। „ বাণীনাথ ঘোষ, সাং কাদিরপুর।
৩। „ ঈশানচন্দ্র জান, ঐ
৪। „ রসিকলাল পাল, ঐ
৫। „ ব্রজেন্দ্রনাথ বসু, ঐ
৬। „ কৃষ্ণলাল সরকার, ঐ
৭। „ কেদারনাথ সরকার, ঐ
৮। „ প্রসন্নকুমার রায়, ঐ

৯। শ্রীবসন্তকুমার সরকার, সাং কাদিরপুর।
১০। „ বিধুভূষণ সরকার, ঐ
১১। „ বিপ্রদাস সরকার, ঐ
১২। „ রজনীকান্ত সরকার, ঐ
১৩। „ হলধর সরকার, ঐ
১৪। „ হৃদয়নাথ সরকার, ঐ
১৫। „ আনন্দচন্দ্র ঘোষ, সাং পদমজানি।
১৬। „ গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ, ঐ
১৭। „ সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, ঐ
১৮। „ যজ্ঞেশ্বর দাস, ঐ
১৯। „ বঙ্কুবিহারি বসু, ঐ
২০। „ ত্রৈলোক্যনাথ সরকার, ঐ
২১। „ বরদাকান্ত সরকার, ঐ
২২। „ মাণিকচন্দ্র সরকার, ঐ
২৩। „ রামচরণ সরকার, ঐ
২৪। „ অম্বিকাচরণ ঘোষ, সাং বরইচোরা।
২৫। „ পতিতপাবন ঘোষ, ঐ
২৬। „ রামচরণ ঘোষ, ঐ
২৭। „ ক্ষিতীশচন্দ্র ঘোষ, ঐ
২৮। „ সতীশচন্দ্র ঘোষ, ঐ
২৯। „ রাধারমণ জোয়াদ্দার, ঐ
৩০। „ বসন্তকুমার ভৌমিক, ঐ
৩১। „ খুদীরাম সরকার, ঐ
৩২। „ প্রকুল্লকুমার সরকার, ঐ
৩৩। „ শ্যামাচরণ সরকার, ঐ
৩৪। „ মথুরানাথ দত্ত, সাং মহিষাকোলা।
৩৫। „ উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, সাং মাসিলিয়া।
৩৬। „ কৈলাশচন্দ্র বিশ্বাস, ঐ
৩৭। „ তারিণীচরণ বিশ্বাস (পণ্ডিত), ঐ
৩৮। „ দিনবন্ধু বিশ্বাস, (প্লীডার), ঐ

৩৯। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, সাং মাসিন্দিয়া।
৪০। „ নীলমণি বিশ্বাস, ঐ
৪১। „ পঞ্চানন বিশ্বাস, ঐ
৪২। „ পঞ্চানন বিশ্বাস, ঐ
৪৩। „ প্রফুল্লকুমার বিশ্বাস, ঐ
৪৪। „ রাধাকৃষ্ণ বিশ্বাস, ঐ
৪৫। „ রাধাগোবিন্দ বিশ্বাস, ঐ
৪৬। „ হেমলাল বিশ্বাস, ঐ
৪৭। „ বিজয়গোপাল বিশ্বাস, সাং রঘুনাথপুর।
৪৮। „ বিরিঞ্চিলাল বিশ্বাস, ঐ
৪৯। „ আশুতোষ ঘোষ, সাং সোমপুর।
৫০। „ উদ্ধবচন্দ্র ঘোষ, ঐ
৫১। „ সতীশচন্দ্র ঘোষ, ঐ
৫২। „ মাখমলাল বিশ্বাস, ঐ
৫৩। „ জ্যোতিরিন্দ্র মিত্র (ডাক্তার) ঐ
৫৪। „ মাখনলাল মিত্র, ,, ঐ
৫৫। „ কৈলাশচন্দ্র দত্ত, সাং হোগলা।
৫৬। „ মাণিকচন্দ্র দত্ত, ঐ
৫৭। „ গগনচন্দ্র দাস, ঐ
৫৮। „ প্রহ্লাদচন্দ্র দাস, ঐ
৫৯। „ মাণিকচন্দ্র দাস, ঐ
৬০। „ বেণীমাধব রাহা, ঐ
৬১। „ বসন্তকুমার সিকদার, ঐ
৬২। „ চন্দ্রকান্ত সরকার, ঐ
৬৩। „ হেমলাল সিকদার, ঐ

৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৭।

(রঘুনাথপুর, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত বসু দেববর্ম্মার বাটীর কেন্দ্র)

১। শ্রীসীতানাথ রায়, সাং আমলাবাড়ী।

২। শ্রীমহিমচন্দ্র বিশ্বাস, সাং আম্‌লাবাড়ী।
৩। „ সতীশচন্দ্র বিশ্বাস, ঐ
৪। „ বাণীচন্দ্র কর, সাং গোপালপুর।
৫। „ হেমচন্দ্র পাল, ঐ
৬। „ নিরোদচন্দ্র সরকার, সাং বরইচোরা।
৭। „ বঙ্কিমচন্দ্র ঘোষ, সাং বুংমেজাপুর।
৮। „ রামচরণ ঘোষ, ঐ
৯। „ শশীভূষণ ঘোষ, ঐ
১০। „ ষষ্টিচরণ ঘোষ, ঐ
১১। „ চারুচন্দ্র মল্লিক, ঐ
১২। „ তারাপদ বসু, সাং রঘুনাথপুর।
১৩। „ ত্রৈলোক্যনাথ বসু, ঐ
১৪। „ মুণীন্দ্রনাথ বসু, ঐ
১৫। „ রজনীকান্ত বসু, ঐ
১৬। „ বেণীমাধব বিশ্বাস, সাং রামকৃষ্ণপুর।
১৭। „ জ্যোতীশচন্দ্র কর, সাং সদকি।
১৮। „ শ্রীশচন্দ্র কর, ঐ
১৯। „ নিধিরাম দত্ত, ঐ
২০। „ সুশীলকুমার দত্ত, ঐ
২১। „ হারাণচন্দ্র দত্ত, ঐ
২২। „ ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষ, সাং হোগলা।
২৩। „ হরিবোলা চাকী, ঐ
২৪। „ অশ্বিনীকুমার দত্ত, ঐ
২৫। „ সূর্য্যকুমার দত্ত, ঐ
২৬। „ পূর্ণচন্দ্র পাল, ঐ
২৭। „ বিহারিলাল বসু, ঐ

৭ই জ্যৈষ্ঠ; ১৩১৭।

(জেলা যশোহর, দুর্ব্বাডাঙ্গা, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)

১। শ্রীউপেন্দ্রনাথ রায়, সাং দুর্ব্বাডাঙ্গা, জেলা যশোহর (উত্তরাঢ়ী)।
২। „ কালীনাথ দত্ত, ঐ ঐ ঐ
৩। „ ব্রজেন্দ্রনাথ দত্ত, ঐ ঐ ঐ
৪। „ রামলাল দত্ত, ঐ ঐ ঐ
৫। „ রামেন্দ্রনাথ দত্ত, ঐ ঐ ঐ
৬। „ কালীপদ মিত্র, ঐ ঐ ঐ
৭। „ নরেন্দ্রনাথ মিত্র, ঐ ঐ ঐ
৮। „ যতীন্দ্রনাথ মিত্র, ঐ ঐ (দক্ষিণরাঢ়ী)
৯। „ প্রসাদলাল ঘোষ হাজরা, সাং দেবীদাসপুর, ঐ ঐ
১০। „ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত মজুমদার, সাং শিবপুর ঐ ঐ
১১। „ বিভূতিভূষণ দত্ত মজুমদার, ঐ ঐ ঐ
১২। „ রাধিকারঞ্জন দত্ত, ঐ ঐ ঐ
১৩। „ শ্রীশচন্দ্র দাস, সাং শিয়ালজোড়, ঐ ঐ
১৪। „ জ্ঞানেন্দ্রলাল ঘোষ, সাং সৈদ্‌মামুদপুর, ঐ ঐ

১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৭।

(কাদীরপুর, শ্রীযুক্ত হেমলাল সরকার দেববর্ম্মা মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)

১। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষ, সাং কাদীরপুর।
২। „ মতিলাল মিত্র, ঐ
৩। „ কেশবলাল সরকার, ঐ
৪। „ বিপিনচন্দ্র সরকার, ঐ
৫। „ হেমলাল সরকার, ঐ
৬। „ বসন্তকুমার চন্দ্র, সাং ছিলেনপুর।
৭। „ অভয়চরণ ঘোষ, সাং বুঃ মেজাপুর।
৮। „ যুগলপদ ঘোষ, ঐ

২২ শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৭।

(জেলা নদীয়া, চৌড়হাস, শ্রীযুক্ত দীননাথ বিশ্বাস দেববর্ম্মার মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)

১। শ্রীশরচ্চন্দ্র চাকী।
২। „ শ্রীশচন্দ্র জোয়ারদার।
৩। „ কৈলাসচন্দ্র নন্দী।
৪। „ উমেশচন্দ্র বিশ্বাস।
৫। „ দীননাথ বিশ্বাস।
৬। „ রামজাদু বিশ্বাস।
৭। „ যোগেন্দ্রনাথ রাহা।
৮। „ সতীশচন্দ্র সরকার।
৯। „ সুরেন্দ্রনাথ সরকার।

২৩ শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৭।

(হুগলির নিকট চন্দননগর কেন্দ্র)

১। শ্রীবিরিঞ্চিমোহন কর, এল্ এম্ এস্, সাং চন্দননগর, জেলা হুগলী,
২। „ মদনমোহন কর, ঐ (দক্ষিণরাঢ়ী)।
৩। „ ললিতমোহন কর, এম্ এ, কাব্যতীর্থ, ঐ ঐ
৪। „ চন্দ্রমাধব ঘোষ, ঐ ঐ
৫। „ জ্যোতিপ্রসাদ ঘোষ, ঐ ঐ
৬। „ রমাপ্রসাদ ঘোষ, ঐ ঐ
৭। „ শান্তিপ্রসাদ ঘোষ, ঐ ঐ
৮। „ শিশিরকুমার ঘোষ, ঐ ঐ
৯। „ অশুতোষ মিত্র, ঐ ঐ

২৮ শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৭।

(জেলা রংপুর, হিজ্‌লী, ৺কমলাকান্ত দেব মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)

১। শ্রীরমণীমোহন দাস কর্ণাকাটা, জেলা রংপুর (বারেন্দ্র)।
২। „ কালীকুমার রায়, ঐ ঐ
৩। „ বসন্তকুমার রায়, ঐ ঐ
৪। „ ব্রজকুমার রায়, ঐ ঐ
৫। ব্রজগোপাল রায়, ঐ ঐ
৬। প্রভাশচন্দ্র নন্দী, সাং গছিডাঙ্গা, জেলা রংপুর ঐ
৭। , অম্বিকাপ্রসাদ দেব, সাং হিজ্‌লী, ঐ
৮। „ চন্দ্রনাথ দেব, ঐ ঐ
৯। ,, দুর্গানাথ দেব, ঐ ঐ
১০। ,, ব্রজনাথ দেব, ঐ ঐ
১১। ,, ভরতচন্দ্র দেব, ঐ ঐ
১২। ,, যতীন্দ্রনাথ দেব, ঐ ঐ
১৩। ', রমাকান্ত দেব, ঐ ঐ
১৪। ,, রমেশচশ্চ দেব, ঐ ঐ
১৫। ,, লক্ষ্মীনাথ দেব, ঐ ঐ
১৬। ,, হরিশ্চন্দ্র দেব, ঐ ঐ
১৭। ,, রাধাবিহারী নন্দী, ঐ ঐ
১৮। ,, রাসবিহারী নন্দী, ঐ ঐ
১৯। ,, জ্ঞানদানন্দ হোড়, ঐ ঐ
২০। ,, সুখদানন্দ হোড়, ঐ ঐ
২১। ,, হৃদয়ানন্দ হোড়, ঐ ঐ

৩রা আষাঢ়, ১৩১৭।

(জেলা বর্দ্ধমান, দাঁইহাট, শ্রীযুক্ত হরিহর ঘোষ দেববর্ম্মার বাটীর কেন্দ্র)

১। শ্রীরানপদ সরকার, সাং ধোপাডাঙ্গা, শ্রোনাডাঙ্গা পোঃ, জেলা নদীয়া (দক্ষিণরাঢ়ী)।

২। শ্রীদাশরথি দত্ত, সাং হাঁসপুকুর, বার্ণিয়া পোঃ, জেলা নদীয়া,
৩। „ রামরঞ্জন দত্ত, ঐ ঐ ঐ (দক্ষিণরাঢ়ী)।

(জেলা ফরিদপুর, বিলভরা, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র সেন মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)

১। শ্রী শশাঙ্কশেখর গুহ, পাং কাকরপুর।
২। ,, ত্রৈলোক্যনাথ গুহ, সাং নওপাড়া।
৩। ,, জগবন্ধু ঘোষ, ঐ
৪। ,, জলধর ঘোষ, ঐ
৫। ,, সতীশচন্দ্র ঘোষ, ঐ
৬ ,, যোগেশচন্দ্র গুহ, সাং বাইশরশি।
৭। ,, ইন্দুভূষণ সেন, সাং বিলভরা।
৮। ,, জিতেন্দ্রনাথ জোড়, ঐ
৯। ,, মতিলাল জোড়, ঐ
১০। , প্রকাশচন্দ্র সেন, ঐ
১১। ,, প্রতাপ চন্দ্র সেন, ঐ
১২। ,, বসন্তকুমার সেন, ঐ
১৩। ,, বিপিনচন্দ্র সেন, ঐ
১৪। ,, রমেশচন্দ্র সেন, ঐ
১৫। ,, লোকনাথ সেন, ঐ
১৬। ,, শরৎচন্দ্র সেন, ঐ
১৭। ,, সতীশচন্দ্র সেন, ঐ
১৮। ,, সুরেন্দ্রনাথ সেন, ঐ
১৯। ,, হেমন্তকুমার সেন, ঐ
২০। ,, উপেন্দ্রনাথ গুহ, সাং শৌলড়ুবি।
২১। ,, বীরেন্দ্রনাথ গুহ, ঐ
২২। ,, সারদাকান্ত ঘোষ, ঐ
২৩। ,, হরিলাল ঘোষ, ঐ
২৪। ,, চন্দ্রকান্ত চৌধুরী, ঐ
২৫। ,, ভবতারণ চৌধুরী, ঐ

২৬। ,, বিরাজমোহন জোয়ারদার, সাং শৌলডুবি।
২৭। ,, সুরাজমোহন জোয়ারদার, ঐ
২৮। ,, বসন্তকুমার দত্ত, ঐ
২৯। ,, রাখালচন্দ্র দত্ত, ঐ
৩০। ,, ঈশানচন্দ্র দেব, ঐ
৩১। ,, হেমন্তকুমার দেব, ঐ
৩২। ,, শশীভূষণ নন্দী, ঐ
৩৩। ,, জটাধর বিশ্বাস ঐ
৩৪। ,, বরদাকান্ত বিশ্বাস, ঐ
৩৫। ,, মথুরালাল মজুমদার, ঐ
৩৬। ,, কৈলাসচন্দ্র মিত্র, ঐ
৩৭। ,, গোবিন্দচন্দ্র মিত্র, ঐ
৩৮। ,, জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়, ঐ
৩৯। ,, যামিনীকান্ত রায়, ঐ
৪০। ,, রাসবিহারী সরকার, ঐ
৪১। ,, ললিতকুমার রায়, ঐ

(কলিকাতা, ৮৫ নং গ্রে ষ্ট্রীট, শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র দেববর্ম্মা মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)

১। শ্রীঅভয়চরণ দত্ত, সাং বাতানল, জেলা হুগলী (দক্ষিণরাঢ়ী)।
২। ,, দুলালচন্দ্র দত্ত, ,, ,, ,,
৩। ,, জগদানন্দ সরকার, ,, ,, ,,
৪। ,, বেণীমাধব সরকার, ,, ,, ,,
৫। ,, ভূপতিচরণ সরকার, ,, ,, ,,

(জেলা যশোহর, কাদিরপাড়া, শ্রীযুক্ত গতিনাথ মুন্সী মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)

১। শ্রীশিশিরচন্দ্র ঘোষ, বয়স ২২, সাং কাদীরপাড়া (দক্ষিণরাঢ়ী)
২। ,, প্রিয়নাথ দাস, ,, ২২, ,, ,,
৩। ,, অবিনাশচন্দ্র বিশ্বাস, ,, ৩৪, ,, ,,
৪। ,, অনুকূলচন্দ্র মুন্সী, ,, ৩১, ,, ,,

৫। শ্রীগতিনাথ মুন্সী, বয়স ৭০, সাং কাদীরপাড়া (বারেন্দ্র)
৬। ,, গোপেন্দ্রনাথ মুন্সী ,, ২০, ,, ,,
৭। ,, চন্দ্রনাথ মুন্সী, ,, ৬৭, ,, ,,
৮। ,, তেজেন্দ্রনাথ মুন্সী ,, ৪০, ,, ,,
৯। ,, ননীগোপাল মুন্সী, ,, ১৬, ,, ,,
১০। ,, বনওয়ারীচরণ মুন্সী, ,, ৫৬, ,, ,,
১১। ,, মোহিতকুমার মুন্সী, ,, ১৬, ,, ,,
১২। ,, যতীন্দ্রনাথ মুন্সী, ,, ২৩, ,, ,,
১৩। ,, রণধীর মুন্সী, ,, ৩২, ,, ,,
১৪। ,, শরৎকুমার মুন্সী, ,, ১৮, ,, ,,
১৫। ,, শৈলেন্দ্রনাথ মুন্সী, ,, ২০, ,, ,,
১৬। ,, সতীশকুমার মুনসী, ,, ২২, ,, ,,
১৭। ,, সুধাময় মুন্সী, ,, ৪০, ,, ,,
১৮। ,, শ্রীশচন্দ্র মুন্সী, ,, ৩০, ,, ,,
১৯। ,, ক্ষিতীশচন্দ্র মুন্সী, ,, ২৩, ,, ,,
২০। ,, পূর্ণচন্দ্র সরকার, ,, ৩৫, ,, (দক্ষিণরাঢ়ী)।
২১। ,, যোগেন্দ্রনাথ সিংহ, ,, ৩৩, ,, ,,
২২। ,, দীননাথ সেন, ,, ৪৫, ,, ,,
২৩। ,, রসিকলাল সেন, ,, ৪২, ,, ,,
২৪। ,, প্রসন্নকুমার অধিকারী ,, ৫৭, সাং কাবিলপুর ,,
২৫। ,, বিপিনবিহারী রায়, ,, ৫৭, ,, (বারেন্দ্র)।
২৬। ,, মাধবচন্দ্র রায়, ,, ৬৫, ,, ,,
২৭। ,, কেদারনাথ সরকার, ,, ৪৫, ,, ,,
২৮। ,, কেশবচন্দ্র সরকার, ,, ৪৫, ,, ,,
২৯। ,, বঙ্কবিহারী মিত্র, ,, ৬০, সাং কুপড়িয়া (দক্ষিণরাঢ়ী)।
৩০। ,, বসন্তকুমার রাহুত, ,, ৪২, ,, ,,
৩১। ,, রসিকলাল রাহুত, ,, ৪২, ,, ,,
৩২। ,, নটবর বিশ্বাস, ,, ৪০, সাং ঘাসীয়াড়া, ,,
৩৩। ,, সতীশচন্দ্র বিশ্বাস, ,, ২৮, ,, ,,
৩৪। ,, শ্রীশচন্দ্র রায়, ,, ১৭, ,, ,,

৩৫। শ্রীসকলানন্দ রায়, বয়স ৩৭, ঘাসীয়াড়া (দক্ষিণরাঢ়ী)।
৩৬। ,, সতীশচন্দ্র রায়, ,, ৩৭, ,, ,,
৩৭। ,, কান্তিভূষণ সরকার, ,, ১৭, সাং চণ্ডীপুর, ,,
৩৮। ,, হরেন্দ্রনাথ দাস, ,, ৩০, সাং দরিমাগুরা ,,
৩৯। ,, জয়গোপাল চৌধুরী, ,, ৭২, সাং দ্বারিয়াপুর (বারেন্দ্র)
৪০। ,, বেণীমাধব বিশ্বাস, ,, ৭১, ,, ,,
৪১। ,, লোকনাথ বিশ্বাস, ,, ৪৭, ,, ,,
৪২। ,, সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, ,, ৩২, ,, ,,
৪৩। ,, মুকুন্দলাল মজুমদার, ,, ৩৪, ,, ,,
৪৪। ,, ত্রৈলোক্যনাথ সরকার, ,, ৬০, ,,
৪৫। ,, গুরুচরণ নন্দী, ,, ৬৫, সাং নহাটা, ,,
৪৬। ,, পার্ব্বতীচরণ নন্দী, ,, ২৭, ,, ,,
৪৭। ,, বিধুভূষণ নন্দী, ,, ৩২, ,, ,,
৪৮। ,, নগেন্দ্রনাথ বসু, ,, ৩২, সাং সিঙ্গা (দক্ষিণরাঢ়ী)।
৪৯। ,, অবিনাশচন্দ্র মিত্র, ,, ৩০, সাং সোনাইকুণ্ডী ,,

১৩ই আষাঢ়, ১৩১৭।

(নদিয়া জেলা, শোমপুর, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মিত্র দেববর্ম্মা মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)

১। শ্রীমতিলাল সরকার, সাং কাদীরপুর।
২। ,, অবিনাশচন্দ্র বিশ্বাস, সাং মাসিনীয়া।
৩। ,, বিপিনবিহারী বিশ্বাস, ঐ
৪। ,, যোগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, সাং মোড়াগাছা।
৫। ,, ঐ (২ নং ঐ
৬। ,, রসিকলাল বিশ্বাস, ঐ
৭। ,, চন্দ্রভূষণ সরকার, ঐ
৮। ,, উপেন্দ্রনাথ ঘোষ, সাং রঘুনাথপুর।
৯। ,, জ্যোতীষচন্দ্র ঘোষ, ঐ
১০। ,, সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, ঐ
১১। ,, পূর্ণচন্দ্র মিত্র, ঐ
১২। ,, বিধুভূষণ মিত্র, ঐ

২৩শে আষাঢ়, ১৩১৭।

(জেলা বর্দ্ধমান, রাংদিয়া-পাইকপাড়া, শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ দত্ত মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)

১। শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ, বয়স ২৮, সাং রাংদিয়া (দক্ষিণরাঢ়ী)
২। ,, যোগেশচন্দ্র ঘোষ, ,, ১৮, ,, ,,
৩। ,, অন্নদাচরণ দত্ত, ,, ৩০, ,, ,,
৪। ,, নগেন্দ্রনাথ দত্ত, ,, ১৮, ,, ,,
৫। ,, নিবারণচন্দ্র দত্ত, ,, ৩৫, ,, ,,
৬। ,, প্রহ্লাদচন্দ্র দত্ত, ,, ৫০, ,, ,,
৭। ,, প্রহ্লাদচন্দ্র দত্ত, ,, ৩০, ,, ,,
৮। ,, প্রিয়নাথ দত্ত, ,, ৪৮, ,, ,,
৯। ,, ব্রজেন্দ্রনাথ দত্ত, ,, ২০, ,, ,,
১০। ,, ভরচ্চন্দ্র দত্ত, ,, ৩৫, ,, ,,
১১। ,, মথুরানাথ দত্ত, ,, ৪৫, ,, ,,
১২। ,, যোগেন্দ্রনাথ দত্ত, ,, ৪২, ,, ,,
১৩। ,, রজনীকান্ত দত্ত, ,, ৪২, ,, ,,
১৪। ,, সীতানাথ দত্ত, ,, ৪৫, ,, ,,
১৫। ,, সুরেন্দ্রনাথ দত্ত, ,, ২৫, ,, ,,
১৬। ,, হরিনাথ দত্ত, ,, ১৬, ,, ,,
১৭। ,, অন্নদাচরণ দেব, ,, ৩০, ,, ,,
১৮। ,, হরিনাথ দেব, ,, ১৮, ,, ,,
১৯। ,, প্রমথনাথ বসু, ,, ২৬, ,, ,,
২০। ,, অম্বিকাচরণ মিত্র, ,, ৩০, ,, ,,
২১। ,, দৈবচরণ মিত্র, ,, ১৬, ,, ,,
২২। ,, বেনওয়ারীলাল মিত্র, ,, ৩২, ,, ,,
২৩। ,, সখানাথ মিত্র, ,, ২৮, ,, ,,
২৪। ,, নগেন্দ্রনাথ বসু, ,, ১৬, সাং রাজপাট, ফকিরহাট, (দক্ষিণরাঢ়ী)

২৪শে আষাঢ়, ১৩১৭।

(কায়স্থোপনয়ন-সমিতির ত্রয়োদশ কেন্দ্র)

১। শ্রীদেবেন্দ্রকুমার গুহ রায়, বয়স ২৪, সাং কেন্দুয়া, পোষ্ট দওকেন্দুয়া, জেলা ফরিদপুর (বঙ্গজ)

২। ,, ক্ষেত্রমোহন কর, বয়স ৩৫, সাং হরিপাল, পোঃ বল্লভদি, জেলা ফরিদপুর (বঙ্গজ

৩। ,, সত্যেন্দ্রনারায়ণ কর, বয়স ২২, সাং হরিগঞ্জ, পোঃ হরিগঞ্জ, জেলা শ্রীহট্ট (বঙ্গজ)।

বিবাহ।

নিম্নলিখিত বিবাহে দেনাপাওনার কথা হয় নাই শুনা যায় :—

১৩ই আষাঢ়, ১৩১৭। কলিকাতা। কলিকাতানিবাসী শ্রীঅক্ষয়কুমার মিত্রের পুত্রের সহিত কলিকাতা পটলডাঙ্গা, ২২ নং রাধানাথ মল্লিকের লেন-নিবাসী শ্রীক্ষেত্রচন্দ্র মল্লিকের প্রথমা কন্যার।

৩ রা আষাঢ়, ১৩১৭। কলিকাতা। রামবাগানের ৺নবীনকৃষ্ণ ঘোষের মধ্যমপুত্র শ্রীতিনকড়ি ঘোষের একমাত্র পুত্র শ্রীমান বীরেন্দ্রকৃষ্ণের সহিত গ্রে ষ্ট্রীট-নিবাসী জয়কৃষ্ণ বসুর পুত্র শ্রীযুগলকিশোর বসুর একমাত্র কন্যার।

২৭ এ আষাঢ়, ১৩১৭। শিবপুর। হাওড়া-রামকৃষ্ণপুর নিবাসী ৺নগোপাল ঘোষের তৃতীয় পুত্র শ্রীসুরেশচন্দ্রের সহিত শিবপুর নিবাসী ৺ অমৃতলাল পালের মধ্যম পুত্র (মুনসেফ) শ্রীবসন্তকুমারের দ্বিতীয়া কন্যার।

২৭এ আষাঢ়, ১৩১৭। ভবানীপুর। ভবানীপুর-নিবাসী হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ ৺মহেন্দ্রনাথ বসুর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসুর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ শিবনারায়ণের (বি এস্ সি) সহিত ভবানীপুর নিবাসী (অবসর প্রাপ্ত ডিষ্ট্রীক্ট্ জজ) রায় যোগেশচন্দ্র মিত্র বাহাদুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযতীশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত।

২৭এ আষাঢ়, ১৩১৭। কলিকাতা। ডায়মণ্ড হার্ব্বার মহকুমার অন্তর্গত মেন্টি গ্রামের জমিদার শ্রীকৈলাশচন্দ্র দেবের পুত্র শ্রীশশাঙ্কভূষণের সহিত শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর মিত্রের কন্যার।

নিম্নলিখিত বিবাহে দেনাপাওনার কথা হইয়াছিল শুনা যায় :—

১৩ই আষাঢ়, ১৩১৭। কলিকাতা। ভবানীপুরের শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বসুর দ্বিতীয় পৌত্রের সহিত হাটখোলা দত্তবংশের শ্রীনীলমণি দত্তের প্রথমা কন্যার।

৩রা শ্রাবণ, ১৩১৭। কলিকাতা। ভবানীপুরনিবাসী (রিসীভার্ আফিসের হেড্ ক্লার্ক্) শ্রীনারায়ণদাস দের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীদীননাথের সহিত কলিকাতা ৫৫।৮ নং গ্রেষ্ট্রীট্-নিবাসী (পুলীসকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত ইণ্টারপ্রেটর্) শ্রীকেশবচন্দ্র বসুর কনিষ্ঠা কন্যার।

৬ই শ্রাবণ, ১২১৭। জয়পুর-বাগাটী। লক্ষ্ণৌনিবাসী (অবসর প্রাপ্ত সব্-জজ্) শ্রীগিরিশচন্দ্র বসুর তৃতীয় পুত্র শ্রীচারুচন্দ্রের সহিত জয়পুর-বাগাটী-নিবাসী শ্রীপ্রকাশচন্দ্র পালের চতুর্থা কন্যার।

অশৌচ।

দ্বাদশদিন।

১৪ই ফাল্গুন, ১৩১৬। কানপুর। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ সরকার দেববর্ম্মার স্ত্রীর আদ্যশ্রাদ্ধ।

আটগ্রাম, বগুড়া জেলা। ৺রোহিণীকান্ত নন্দী দেববর্ম্মার আদ্যশ্রাদ্ধ।

হরিপুর, রংপুর জেলা। শ্রীযুক্ত তিনকড়ি চাকী দেববর্ম্মার মাতৃশ্রাদ্ধ।

৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৭। হরিপুর, রংপুর জেলা। শ্রীযুক্ত ফণীভূষণ সরকার দেববর্ম্মার মাতার আদ্যশ্রাদ্ধ।

ব্যবস্থাপত্র।

জেলা রাজসাহীর অন্তর্গত কাশীমপুরের ব্রাহ্মণ জমিদার, শ্রীযুক্ত কেদারপ্রসন্ন লাহিড়ী রায় বাহাদুর মহোদয়ের দ্বারপণ্ডিত বান্দাইখাঁড়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার স্মৃতিতীর্থ মহাশয় স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া অনুগ্রহপূর্ব্বক পাবনা কায়স্থ সভাতে কায়স্থজাতির ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা-পত্রিকা প্রেরণ করিয়াছেন। ইহার আসল কাগজ পাবনা কায়স্থসভায় আছে :—

পূর্ব্ব বঙ্গোত্তর বঙ্গরাঢ় গৌড় দেশেষু কায়স্থাভিধানাশ্চিত্র গুপ্ত বংশোদ্ভবা বহবঃ সন্তি তেষাং ক্ষত্রিয়ত্বে কোঽপি সন্দেহো নাস্তীতি মম বুদ্ধৌ ভাতি ॥

উপনয়নের উপযোগিতা সম্বন্ধে একখানি পত্র।

[সম্পাদকীয় মন্তব্য—৺কাশীর [illegible] ও জ্ঞানী ৺প্রমদাদাস মিত্র রামকৃষ্ণ মিশনের অখণ্ডানন্দ স্বামীকে গত ২[illegible] জুন তারিখে বৈদিক বিদ্যালয় স্থাপন সংক্রান্ত যে পত্র লেখেন তাহার কিয়দংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"* * * বেদের শিক্ষা ত্রৈবর্ণিককে দিতে হইবেক। বঙ্গদেশে কিন্তু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ভিন্ন বর্ণ স্বীকার করেন না, অর্থাৎ নিজের ব্রাহ্মণ মানিয়া সকলকে শূদ্র বলেন। কায়স্থগণ আর্য্যচরিত্র এবং শুদ্ধাচারী, তথাপি তাঁহাদিগকে শূদ্র বলিয়া উপনয়নাদি সংস্কার তাঁহাদিগের (ব্রাহ্মণদের) করিতে ইচ্ছা করেন না। এদেশে বহুবর্ষ পূর্ব্বে বেদে ও অন্যান্য শাস্ত্রে অদ্বিতীয় বিদ্যাসম্পন্ন পরম ধার্ম্মিক মহামহোপাধ্যায় প্রভৃত কীর্ত্তি ৺বাল শাস্ত্রী মহাশয় এবং অন্যান্য প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণ ব্যবস্থা দিয়াছেন যে কায়স্থ শূদ্র নহে, কিন্তু ক্ষত্রিয়সন্তান। সে ব্যবস্থাতে এখানকার বঙ্গদেশীয় প্রধান পণ্ডিতেরও স্বাক্ষর আছে। এরূপস্থলে যদি বঙ্গদেশে বেদ বিদ্যার প্রচার করিতে আপনি প্রযত্ন করেন তবে প্রথমতঃ কায়স্থদিগের উপনয়ন-সংস্কার যাহাতে প্রচলিত হয় তাহা করিতে হইবেক। ইহা মহোদ্যম সাধ্য। কিন্তু ইহা না হইলে কেবল ব্রাহ্মণদিগকে বেদ পড়াইলে তাদৃশ ফল লাভ হইবেক না। বিশেষতঃ যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মে ব্রাহ্মণ কায়স্থ উভয়েই বেদধ্যয়ন করিতেছেন তখন আবার অন্যথাক্রমে তাহার সঙ্কোচ করা বোধ হইতেছে না। অবশ্য ইহাতে সমাজের সম্মতি প্রথমে অপেক্ষিত, কারণ সমানবিরুদ্ধ কোন প্রবন্ধ সফল হইবে না। এতদ্দেশীয় অর্থাৎ হিন্দুস্থানী অনেক কায়স্থ ঐকমত্য করিয়া উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করিয়াছেন ও করিতেছেন। সেখানকার কায়স্থসমাজ যদি একমত হইয়া অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক ব্রাহ্মণগণের সম্মতি লইয়া যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করেন তাহা হইলে যদি বিরোধী ব্রাহ্মণেরা মন্দ প্রতিবন্ধক উপস্থিত করেন তাহার ক্রমে নিবৃত্তি হইবেক। ইতি

(স্বাক্ষর) প্রমদাদাস মিত্র।

কায়স্থ সূত্র।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সপ্তম সূত্র।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(দাসবংশ)

যে সময় বঙ্গের গৌরব স্বরূপ পঞ্চ আর্য্য কায়স্থ আদিশূরের যজ্ঞে আগমন করিয়াছিলেন, তাহার কিছু দিন পরেই দেবদত্ত নাগ (১), দাসকুলের ভূষণ, সূক্ষ্মবুদ্ধি চন্দ্রশেখর ও চন্দ্রভানুনাথ (২), এদেশে আগমন করেন। ঘটকগণ ইঁহাদের আগমন কাল কিঞ্চিৎ পরে উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

কতি বর্ষান্তরাতীতে বিপ্রাঃ কায়স্থজাস্তথা।
বাসার্থং বঙ্গদেশে চ সংকল্পঞ্চ কৃতাপুনঃ।
জ্ঞাত্বা ভাবং তদা তেষাং বীরসিংহো মহাবলঃ।
অনুজ্ঞাতং দদৌ তেভ্যঃ কুরুতৈবং যথামতি॥
নৃপাজ্ঞয়া দ্বিজা সর্ব্বে প্রধানাঃ পঞ্চকাস্তথা।
নাগ নাথদাসক দারা দত্তি-প্রভৃতাশ্চ॥
অত্র দেশে কৃতাবাসাঃ কান্যকুব্জাৎ সমাগতাঃ।
বহবশ্চ প্রজা জাতাঃ নানাঃ গোত্র সমন্বিতাঃ॥

মহাবংশাবলী।

কিন্তু চন্দ্রশেখর আদিশূর নৃপতির সময় আসিলেন (৩) আবার তিনিই কি বল্লাল সেনের সভায় মর্য্যাদা পাইলেন ? (৪)

ইহাতে বোধ হয় একই বংশে দুই চন্দ্রশেখর জন্মিয়াছিলেন, কেন না দুইজনের মধ্যে প্রায় তিনশত বর্ষ ব্যবধান, অথচ উভয়েই এক গোত্রজাত (৫) এবং বৌদ্ধ যুগে ইহাদের প্রতিভা যথেষ্ট ছিল। মহামতি চাকাদাস ধিঙ্গদাস তিব্বতীয় দর্শন

(১) এই বংশীয় রবি নাগ করাপুর হইতে সমেশপুর গিয়া বাস করেন।
(২) এই বংশীয় গৌড়নাথের ৪র্থ পুরুষ শিবচন্দ্র লক্ষ্মীকুলে গমন করেন।
(৩) কায়স্থ কারিকা, ৪১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।
(৪) কায়স্থ কারিকা, ৫৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।
(৫) কায়স্থ কারিকা, ৪৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

আলোচনা করিয়া তিব্বত রাজসভায় যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। (
পুরাদাস দেব খড়্গোর মন্ত্রী, এবং পাণ্ডুদাস ভূলিশ্রেষ্ঠির রাজা হইয়াছিলে
বটুদাস লক্ষ্মণসেনের মহাসামন্ত ছিলেন তৎপুত্র শ্রীধর "সদুক্তি কর্ণামৃত গ্র
রচনা করেন। এবং ঐ রাজার মহা মাণ্ডলিক পদাভিষিক্ত ছিলেন। (
ইহাদের মধ্যে চন্দ্রশেখর দাসই মধ্যল্য পদ প্রাপ্ত হন। ইহার পুত্র বনমা
গণপতি ও লক্ষ্মীধর। বনমালির পুত্র মুরারি, তৎপুত্র কংশারি, তৎপুত্র নারা
তৎপুত্র গঙ্গাদাস. তৎপুত্র গোপীবল্লভ ও মদানন্দ. গোপীর পুত্র রামকান্ত স
কার, রতিকান্ত দাস, রামেশ্বর দাস। রমাকান্ত সরকারের রামনাথ রা
হরিরাম, রঘুরাম ও রাজারাম এই চারিপুত্র। রঘুরাম রায়ের পুত্র রামচ
রামদেব ও রামকিশোর। ইহাঁরা জালালপুরনিবাসী।

গণপতির পুত্র বাসু, রাম ও জগদানি। রামদাসের পুত্র ভাস্করদাস, তৎস
দেবীবর, সুদেব, শম্ভুদাস সরকার নিবাস দক্ষিণরাঢ়ী।

লক্ষ্মীধরসুত নরপতি, তৎসুত দৈত্যকেশব, তৎসুত নারায়ণ, তৎসুত আনন্দ
তৎসুত বিষ্ণু, তৎসুত শিব, তৎসুত মুণ্ড, তৎসুতগজপতি, তৎসুত ধর্ম্মদাস, তৎসু
জানকী, তৎসুত কৃষ্ণদাস ওদদার। নিবাস যশোহর।

জগদানি সুত অলঙ্কার, তৎসুত কুবের, তৎসুত উদ্ধারণ. তৎসুত সর্ব্বেশ
তৎসুত ষষ্টীবর। উদ্ধারণ সুত বিষ্ণু গ্রহপতি, নিশাপতি, বলভদ্র, ভাস্কর ও শুভঙ্ক
দাস। শুভঙ্কর অঙ্কশাস্ত্র বিশারদ ছিলেন, ইঁহার অপর নাম ভৃগুরাম। ইঁহ
দুই পুত্র পরমানন্দ দাস ও মুদ্ধিমন্তখাঁ। পরমানন্দ চাঁদশীনিবাসি, বুদ্ধিমন্ত
দাসকাঠী নিবাসী।

রাজা বসন্ত রায়ের পুত্র চাঁদ রায় দাসবংশীয় কৃষ্ণদাস ও দেদারের ক
বিবাহ করিয়াছিলেন। ইহাতে অনেকে মনে করিতে পারেন এই এক গো
কি করিয়া বিবাহ হইল। তৎসম্বন্ধে তৎকালে বিচার হইয়া জানিতে পা
গিয়াছিল যে গুহবংশের যে কাশ্যপ গোত্র উহার কাশ্যপ, অপসার ও নৈধ্রু
এই তিন প্রবর। অপরের কাশ্যপেয় কাশ্যপ, অবসার, আঙ্গিরস, বার্হস্প.
নৈধ্রুব প্রবর। এতৎ সম্বন্ধে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের উদ্বাহতত্ত্বে ৩ কাশী

(৬) মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ. এম্ এ. সাহিত্য-পরিষদে প্রবন্ধ
করিয়াছেন

(৭) 'বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত' শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম এ. বি এল্ কৃত ও 'ক
সমাজ' দ্রষ্টব্য।

বাচস্পতির টীকায় এইরূপ আছে—"যথা দ্বৌ কাশ্যপৌ গোত্ররূপৌ, তয়োঃ পরস্পরভেদবুদ্ধিঃ প্রবর ভেদেন পঞ্চম প্রবরকাশ্যপাং ত্রিপ্রবর কাশ্যপোভিন্নো-জস্তত, ইতি,,।

ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল যে দুই জন কাশ্যপ ছিলেন। যতদূর জানিতে পারা গিয়াছে তাহাতে অদিতির স্বামী এক কশ্যপ এবং সূর্য্য বংশীয় এক কাশ্যপ এই দুই কাশ্যপ পাওয়া গিয়াছে। ইহা দ্বারা মনে হয় সম্ভবতঃ চন্দ্রশেখর সূর্য্য-বংশীয় কাশ্যপের অধস্তন কেহ হইবেন। ইনিও আর্য্য, সাধারণত লোকে দাস বলিলে যাহা বুঝে তাহা নহে। কেননা সে দিনও রাজপুতনার সূর্য্যবংশীয় কুলের বংশদ্ভোব অম্বর রাজ ভগবান দাস, ঈশ্বর দাস সকলের সমক্ষে আপন আপন ক্ষত্রাপ্রতিভা বিস্তার করিয়া গিয়াছেন।

এই সমস্ত বিশেষ ভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই স্বীকার করিতে হইবে দত্ত ও দাস বংশে যে গোত্র প্রচলিত রহিয়াছে উহাই সমস্ত কায়স্থ সমাজের আর্য্য দত্ত ও দাস বংশের আদি গোত্র। অপরের গোত্র স্থানত্যাগের জন্য বিস্মৃতিবশে সেই সেই স্থানে গিয়া পুরোহিতের গোত্র যুক্ত হইয়াছে। কিন্তু ইহাদের সর্ব্বতোভাবে সেই পৌরাণিক ক্ষত্রিয়াচার প্রায় সকলই বর্ত্তমান আছে। বর্ত্তমান ব্রাহ্মণদিগেব যেরূপ দশ সংস্কার হয় ইহাদেরও তাহাই আছে, তবে কোন স্থলে প্রকার ভেদ হইয়াছে। বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গে বঙ্গজ কায়স্থ মধ্যে পশুপতির প্রাচীন যজুর্ব্বেদীয় কর্ম্ম-পদ্ধতি ও জীমূতবাহনের দায়ভাগ অনুসারেই কার্য্য হইয়া থাকে (১)।

১ম, গর্ভাধান। ইহা স্ত্রীলোকের প্রথম ঋতুর ক্রিয়া; ইহাকে পুনর্বিবাহও বলে। ইহার ৪ দিন অশুচিকাল। পঞ্চম দিন কাদামাটী। যথা শাস্ত্র যজ্ঞান্তে সূর্য্যার্ঘ দেওয়া হয়।

২য়, পুংসবন। ইহা ৪র্থ মাসে নখত্যাগের পর তৈল হরিদ্রা মার্জ্জন দ্বারা পঞ্চতীর্থ জলে স্নান অন্তে বটপত্রের মুকুল স্বর্ণাঙ্গুরী সহ সমস্ত নাভি দেশে ধারণ। ইহা আর এখন সকলে করে না।

৩য়, সীমন্তোন্নয়ন বা সাধভক্ষণ। এই কয়টী কার্য্য পঞ্চম মাসে হইলে সাধারণতঃ

(১) "জীবসেকঃ পুংসবনং সীমন্তোন্নয়ং তথা।
জাতনাম্নি নিষ্ক্রি মণমন্নাশনমতঃ পরম্।
চূড়োপনয়নোদ্বাহা সংস্কারাঃ কথিতাদশ।"

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র, নবম ৯ উল্লাস।

পঞ্চামৃত সপ্তম হইতে ৯ম মাস মধ্যে হইলে সাধ বা সীমন্তোন্নয়ন বলে ; এই সময় গর্ভী নব বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত হইয়া ষট্‌রস যুক্ত অন্ন গ্রহণের পূর্ব্বে পুরস্ত্রী-গণের আদেশমত পুষ্প-দুর্ব্বাচন্দন-বেণামূল ও নৈবেদ্য দ্বারা ষষ্ঠীর পূজা করিতে থাকেন।

৪র্থ, জাতকরণ। শিশু ভূমিষ্ঠ হইলে উদূখল সংঘাত ও হুলুধ্বনি পূর্ব্বক কৌলিক কার্য্য করিতে হয়। তৎপর ষষ্ঠী পূজা করিয়া অষ্টোত্তর বকুল পত্র যজ্ঞ পূর্ব্বক বালক ও প্রতিবাসিদিগকে ফলমূল দিতে হয়।

৫ম, নামকরণ ; ৬ষ্ঠ, নিষ্ক্রামণ ; ৭ম মুখান্নাসন। এখন এই তিন কার্য একদিনে হয় ; শিশুর জন্ম হইতে ষষ্ঠচন্দ্রে শুক্লপক্ষে শুভদিনে হইয়া থাকে। ক্রিয়ার পূর্ব্বাহ্নে নান্দীমুখকর্ত্তা সংযত হইয়া হবিষ্যান্ন গ্রহণ ও পুরস্ত্রীগণ নিশি অধিবাস উপলক্ষে জল সওয়া প্রভৃতি মাঙ্গলিক কার্য্য করিয়া থাকেন। ক্রিয়ার দিন পঞ্চদেবতা ও ষষ্ঠী মার্কণ্ডের পূজান্তে শিশুকে স্নান করাইয়া নান্দীমুখকর্ত্ত বসুধারা দিবার পর শিশু আনয়ন করতঃ ষোড়শ উপচারে তাহার অধিবা করেন। অতঃপর স্ত্রী আচার শেষ হইলে নান্দীমুখকর্ত্তা নয়টী পিণ্ড দান করে পুরোহিত বৈদিক লিখনানুসারে অষ্টোত্তর সমিধসহ হোম করিয়া রাশি নক্ষ সম্মত রাশি নাম ও প্রসূতির অভিপ্রায়ানুসারে ডাক নাম শিলাপৃষ্ঠে লিখিয়া পা করা হয়। তৎপর সগোত্র যে কেহ বালকের মুখে পায়সান্ন প্রদান করে কৌলিক ও দেশাচার কার্য্য শেষ করিয়া সাধ্যানুরূপ দানাদি হয়।

৮ম, বিদ্যারম্ভ বা উপনয়ন। এই উপলক্ষে পঞ্চম বর্ষে শুভ দিনে শুভ ল কুলখড়ি যোগে বালকের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক ভূপৃষ্ঠে বৃহদায়তন প্রণবের রূপাঙ্ক আঁজি লেখাইয়া পরে পঞ্চাশৎ মাতৃকা বর্ণ লিখিয়া থাকেন। তৎপর শিশুকে পাঠশালায় গুরুমহাশয়ের তত্ত্বাবধানে পাঠান হয়। এই দিন সাধ্যানুসা ব্রাহ্মণ ও জ্ঞাতি কুটুম্ব ভোজন করান হয়। কেবলমাত্র সাবিত্রী গ্রহণ ব্রহ্মচ পালন এই দুই কার্য্য হয় না।

৯ম, চূড়াকরণ ও (কর্ণ বেধ)। এই কর্ম্ম বালকের জন্ম হইতে অযু. বর্ষে শুভদিনে শুভলগ্নে একযোগে আচরিত হইয়া থাকে। এই সংস্ক কায়স্থগণের দ্বিজাতিত্বের বিশেষ পরিচায়ক ইহা যথারীতি প্রতিপালন না হই কায়স্থ পুরুষ সর্ব্ববিধ দৈবাদি সৎকার্য্যে অনুপযুক্ত থাকে। এমন কি দেবার্চ্চন পুষ্প ও পূজার পরিচর্য্যা করিতেও বঙ্গজ কায়স্থ সমাজে অসমর্থ। এতদু লক্ষেও নান্দীমুখ, পূজা বসুধরা প্রদানঅবিরাম পিণ্ডদান, হোম প্র

নামকরণের ন্যায় তৎপর নাপিত মুণ্ডন কার্য্য করার পর অভ্যুদায়িক হইলে বালককে পূর্ব্বাস্য দণ্ডায়মান করিয়া পুনরায় নাপিত আসিয়া স্বর্ণ কি রৌপ্য নির্ম্মিত কাটা দ্বারা কর্ণ বেধ করিয়া দেয় ; তৎপরে অন্যান্য মাঙ্গলিক কার্য্য হয়।

১০ম, সংস্কার বিবাহ। বঙ্গজ কায়স্থ মধ্যে বর পক্ষ হইতে কন্যা দেখিতে ইচ্ছা করিলে কন্যার অবমাননা হয়, তবে কতকটা আজকাল চলিত হইয়াছে। উভয় পক্ষের কথাবার্ত্তা হইলে বর ও কন্যায় কোষ্ঠি বিচার হইয়া গণ নিরূপণ করতঃ কথা স্থির হইলে, ঘটক, পুরোহিত, জ্ঞাতি কুটুম্ব সমক্ষে, শুভদিনে শুভলগ্নে দেবতার নির্ম্মাল্যসহ অষ্ট দুর্ব্বা কন্যার হস্তস্পর্শ করাইয়া সিন্দূর বিন্দুযুক্ত পত্রসহ যোগে বরের নিকট পাঠান হয়, ইহাই কন্যা কর্ত্তার বাগদান বা উভয় পক্ষের অবধারিত কার্য্যের পত্র.(১)। অতঃপর নির্দ্দিষ্ট দিনের পূর্ব্ব রাত্রিতে উভয়পক্ষে অবিরাম দধিমঙ্গল গাত্রহরিদ্রা প্রভৃতির পর, বিবাহ বাসরে বর উপস্থিত হইলে তৎ-কালে কন্যাকে গোত্রান্তর দ্বারা বৈদিক নিয়মানুসারে সপ্তপদী গমন, ধ্রুব দর্শন করাইয়া সম্প্রদান করা হয় অতঃপর কুলাচার ইত্যাদি হয়। পরদিন, কুশণ্ডিকা বিবাহ (বাসিবিবাহ) হোম ইত্যাদি হয়। তৎপর অষ্টমাঙ্গলীয় বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হয়।

বঙ্গজ কায়স্থগণের যেরূপ দশবিধ সংস্কার হইয়া থাকে, কায়স্থ সমাজে আর কুত্রাপিও তদ্রূপ দৃষ্ট হয় না, কোথায় গর্ভাধান কোথায় সীমন্তোন্নয়ন কোথায় চূড়াকরণ, বিদ্যারম্ভ, কুশণ্ডিকা এই যে অভাব দৃষ্ট হয়, ইহা যে কেবল আধুনিক শিক্ষার ফলে হইয়াছে তাহা নহে, স্থান ত্যাগে উপযুক্ত সামাজিকের অভাবে বহু পূর্ব্ব হইতেই ইহারা কতকটা সংস্কার হীন হইয়াছে। (২) বঙ্গজ সমাজে সম্পূর্ণ মনুর শাসনানুযায়ী আর্য্যাচার প্রতি পালিত হইয়া থাকে ইহাদের কোনরূপ বর

(১) এইরূপ না হইলে পরস্পর প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক কুশত্যাগ করিবেন। "কন্যাভাবে কুশত্যাগঃ প্রতিজ্ঞা বা পরস্পরম্"॥

(২) উত্তর দক্ষিণরাঢ়ৌচ বঙ্গবারেন্দ্রকৌ তথা।
ইতি চতস্রঃ সংজ্ঞা স্তদ্দেশনিবাসনাৎ॥
স্থানভেদা বচতে সর্ব্বে আচারান্তরতং গতাঃ।
যেষু স্থানেষু সদ্ধর্ম্মঃ কুলাচারশ্চ যাদৃশঃ॥
এতন্নাব মন্যত ধর্ম্মস্ত এব তাদৃশঃ।

মহাবংশাবলী।

বা কন্যাপণ নাই—তবে কৌলীন্যের উচ্চ নীচ ভেদে ৭৲ টাকা ১৪৲ টাকা ও ২১৲ টাকা পণ আদান প্রদান হইয়া থাকে. ইহাও চারি কুলীন ঘরে যিনি প্রাপ্ত হন তিনি নববধু কি জামাতাকেই দান করেন এরূপ অবধারিত আছে তবে, কনকাঞ্জলি বলিয়া যেটা দেওয়া হয়, গৃহস্থকর্ত্তারাই তাহা প্রাপ্ত হন। কেননা উহা লোকে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছা প্রণোদিত হইয়া দিয়া থাকে। মৌলিকগণ বলিতে পারেন আমরা কুলীনকে পণ দিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছি, সে স্থলে বিবেচনা করা উচিত যে সমানে সমানে বিবাহেরই নিয়ম পূর্ব্বে ছিল। বড়কে স্বদলে আনিতে হইলেই তাহাকে বিশেষরূপে পূজা দিতে হইবে নতুবা সে কেন তোমার হইবে, অসক্ত হও সমানেই কার্য্য কর, কে তোমার নিন্দা করিবে? বঙ্গজ কায়স্থকে কাহার সহিত সম্বন্ধে কিভাব প্রাপ্ত হন এস্থলে তাহাই উদ্ধার করিয়া সূত্রাধ্যায় শেষ করিব। মহাবংশাবলী যথা—

১ম। ৬ ছয় জনকে কন্যা দান করিবে না—

নাতিদূরে সমীপেচ ঋণগ্রস্তেচ দুর্জ্জনে।
ব্যাধিযুক্তে চ মূর্খে চ ষটসু কন্যা ন দীয়তে॥

২য়। নিম্নের বচনের যে কোন প্রকারে কুল রক্ষা করিবে—

আদানঞ্চ প্রদানঞ্চ কুশত্যাগ স্তথৈবচ।
প্রতিজ্ঞা ঘটকাগ্রে চ কুল কর্ম্ম চতুর্ব্বিটা॥

৩য়। কুলের গতি—

কুল কর্ম্ম কুলীনস্য কন্যায়াঞ্চ সমাহিতম্।
আদানঞ্চ প্রদানঞ্চ সপর্য্যেষং প্রশস্তকা॥
দানাদি গ্রহণাদ্দোষং বর্জ্জয়েৎ বিধি পূর্ব্বকম্।
গঙ্গাস্রোত কুলংতস্য কথ্যতে কুলভূষর্ণৈঃ॥

৪র্থ। কুলের ভাব—

আত্মোচিত গৃহ করি চতুভাবানি প্রাপ্নুয়াৎ।
ক্রমশশ্চাপি কুলীনো বিধিভিঃ কর্ম্মভিঃ॥

কুলজ কুলীনের সহিত সম্বন্ধ করিলে আত্মভাব, কুলজ কুলীনের সহিত ক্রিয় কুলজের উচিৎভাব, মধ্যল্য কুলীনের সহিত করিলে তাহার গৃহভাব, মহাপাত্র করিলে তাহার করি ভাব কিন্তু কুলীনের পক্ষে যথাক্রমে কুলজে উপ, মধ্যল্যে ক্ষম মহাপাত্রে অপভাব পায়

কুলজেন সহ কর্ম্মঃ কুর্য্যাচ্চেৎ কুলীনযদা।
তাদাপ্নুয়াৎ চোপভাবং তদ্বদেতুপ কর্ম্ম চ॥
মধ্যকাল্যেন ক্ষমং ভাবং মহাপাত্রেণ চাপকং।
প্রাপ্নুয়াৎ কুলীনোয়ঃ তৎ কর্ম্মানুসারতঃ॥

মহাবংশাবলী।

কুলীনের বংশাবলীতে কুলজের পরিচয় আছে ও বল্লাল বিধানে মধ্যল্যের কার্য্য এইরূপ আছে——

কুলীন কুল রক্ষার্থং বিবাদেষু মামাংসয়া।
এতেষাং গুণমাশ্রিত্য মধ্যল কুলমুত্তমম্॥

মহাবংশাবলী।

(ক্রমশঃ)

কায়স্থের ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, পাশ্চাত্য সভ্যতা ও শিক্ষার উজ্জ্বল বিদ্যুতালোকে আজি এই বঙ্গদেশে কি ভীষণ সমাজ বিপ্লব উপস্থিত হইল। যে যুগে সমগ্র বিশ্বময় একটা একাকারের ভাব দাঁড়াইয়া যাইতেছে, যে যুগে সমস্ত সভ্য দেশের শিক্ষিত নরনারীগণ চিরন্তন কুলসংস্কার ঠেলিয়া ফেলিয়া সাম্য, মৈত্রী ও স্বাবলম্বন মন্ত্রে দীক্ষিত হইতেছেন, এমন কি, যে যুগে স্বয়ং ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞোপবীত ফেলিয়া দিয়া বৈদিক ক্রিয়া কলাপের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেছেন সে যুগে বঙ্গীয় কায়স্থজাতি যজ্ঞোপবীত গ্রহণের জন্য কেন এত লালায়িত হইলেন, এ প্রশ্ন আজ কাল অনেকেই জিজ্ঞাসা করিতেছেন। যজ্ঞোপবীতের মধ্যে এমন কি আছে, যাহার জন্য সমস্ত কায়স্থজাতি দেশব্যাপী তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন, যাহার জন্য গত দশ বৎসর অবধি বঙ্গীয় কায়স্থজাতির বা মুখোজ্জ্বলকারী মনীষিগণ, স্বজাতিবর্গকে নির্ব্বন্ধাতিশয়ে যজ্ঞোপবীত ধারণ করিতে অনুরোধ করিতেছেন। বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার কর্ণধারগণ অজ্ঞান বা বিবেকহীন বা বাতুল নহেন। সকলেই মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত এবং সমগ্র ভারতবর্ষের উজ্জ্বল রত্ন। তাঁহা-

দের কথা অগ্রাহ্য করিবার পূর্ব্বে, তাঁহাদিগকে উপহাসাস্পদ মনে করিবার পূর্ব্বে, একবার ভাবিয়া দেখা উচিত, তাঁহাদের উপদেশে কায়স্থজাতির কল্যাণ-সাধক কিছু আছে কিনা।

প্রথমতঃ, পৃথিবীর ইতিহাস অনুসন্ধান করিয়া দেখা যাউক। এই বিপ্লবের সহিত অতুলনীয় কোনও সমাজ-বিপ্লব বা ধর্ম্মবিপ্লব পূর্ব্বে কখনও কোনও দেশে সংঘটিত হইয়াছে কিনা। এবং তাহার পরিণাম কি হইয়াছে। কয়েক শতাব্দি পূর্ব্বে জার্ম্মান্ দেশে একজন ধর্ম্মবিপ্লবকারী মহাত্মার জন্ম হইয়াছিল তাঁহার নাম মার্টিন্ লুথার্। এই মহাত্মা তৎকালিক খৃষ্টানগণকে বক্তৃতা মুগ্ধ করি। সুস্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দিলেন যে তাঁহারা কেহই পোপের দা নহেন। নিজ নিজ চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করিয়া যদি যথার্থ ঈশ্বরপ্রেমি ও ধার্ম্মিক হইতে পারেন, তবে তাঁহাদিগের স্বর্গে গমন করিবার জন্য পোপে সুপারিশের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। সমগ্র ইয়ুরোপে খৃষ্টানগণ মধ্যে তৎকালে পোপের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ—একচ্ছত্র আধিপত্য। পোপের একাধি পত্যের বিরুদ্ধে সাহস করিয়া কথা বলে কি মাথাতোলে এমন লোক অ কেহ ছিলেন না। সুতরাং মার্টিন্ লুথার্ অনেক নির্য্যাতন সহ্য করিলে কিন্তু নিজের মত খ্রীষ্টান্ জগতে প্রচার করিতে কিছুতেই ক্ষান্ত রহিলেন ন কিন্তু পরিণামে কি হইল? পোপের স্বর্ণসিংহাসন প্রকম্পিত হইয়া অর্দ্ধে কের অধিক খৃষ্টান্ নরনারীগণ মধ্যে তাঁহার একাধিপত্য এককালীন বি হইল। আজি বঙ্গদেশেও ঠিক এই ভাবের একটা বিপ্লব উপস্থিত। কা পণ্ডিতগণ একবাক্যে প্রচার করিতেছেন যে কায়স্থজাতি ব্রাহ্মণের দা নহেন। কায়স্থজাতির পারলৌকিক মঙ্গল সাধনের জন্য ব্রাহ্মণের পদসে করিবার কিছু মাত্র প্রয়োজন নাই। ভ্রমবশতঃ কায়স্থের পিতৃপুরুষগণ মধ্যে কে কেহ ব্রাহ্মণের দাসত্ব স্বীকার করিয়া থাকিলেও প্রত্যেক কায়স্থের উচি যে ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করিয়া পিতৃপুরুষগণের ললাট হইতে তাঁহাদিগের দা লেখা প্রক্ষালন করেন। কায়স্থ পণ্ডিতগণ সকলে একবাক্যে এই কথা বলিতেছেন। শূদ্রাচার মোচন ও পিতৃপুরুষগণের দাসত্ব মোচন একই কথা

বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে এক সম্প্রদায় বলিতেছেন "তোমা পিতৃপুরুষগণ সত্য সত্যই ব্রাহ্মণের দাস ছিলেন। তাই তাঁহারা ব্রাহ্ম 'দাস' বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। এখন তোমরা ধনমদে ও বিদ্যার অভি নত্ত হইয়া আর দাস বলিয়া স্বীকার কর না।" এই কথার উত্তরে আ

বলি যে কায়স্থ জাতির পূর্ব্ব পুরুষগণ মধ্যে কেহ কেহ নিজ নিজ নামের শেষে 'দাস' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন বটে কিন্তু তাহা বিনয়সূচক, তাহার অর্থ ব্রাহ্মণের চাকর নয়। সংস্কৃত সাহিত্যে এইরূপ বিনয় অর্থে 'দাস' শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। মহাকবি কালিদাস কুমারসম্ভবে এই অর্থে 'দাস' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। শিব পার্ব্বতীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

"অদ্যপ্রভৃত্যনবদ্যাঙ্গি তবাস্মি দাসঃ
ক্রীতস্তবোভিরিতি বাদিনি চন্দ্রমৌলৌ।
অহ্নায় সা নিয়মজং ক্লমমুৎসসর্জ
ক্লেশঃ ফলেনহি পুনর্নবতাং বিধত্তে॥

কুমার সম্ভব, ৫ম সর্গ, ৮৬ শ্লোক।

"হে অনিন্দ্য সুন্দরী! আমি আজি হইতে তোমার তপস্যা দ্বারা ক্রীতদার হইয়াছি। চন্দ্রমৌলী এই কথা বলিলে পর তৎক্ষণাৎ পার্ব্বতীর কঠোর তপস্যা-জাত শ্রম দূরীভূত হইল, যেমন কোনও বিষয়ে ফল প্রাপ্তি হইলে তাহার ক্লেশ নূতনত্ব প্রাপ্ত হয়।"

নারদ ঋষি ক্ষত্রিয় মহারাজ সুরথের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন :—

"ধন্যস্ত্বং হি সুরথো ধন্যঃ শৈবস্ত্বং হি শিবঃ স্বয়ম্।
শাক্তস্ত্বং হি স্বয়ংশক্তিঃ বিষ্ণুস্ত্বং বৈষ্ণবোত্তমঃ॥
ভবানীপূজনফলাদ্ অদ্য ত্বং বৈষ্ণবাগ্রণী।
অদ্য মে সফলং জন্ম তব দর্শনমাত্রতঃ॥

প্রত্যুত্তরে ক্ষত্রিয় রাজা সুরথ বিনয় সহকারে বলিলেন :—

"দাসোঽস্মি তব বিপ্রেন্দ্র মনো মে দয়তে সদা।
ইমেব সংশয়চ্ছেত্তা সংশয়ং ছিন্দি মে দ্বিজ।"

কিন্তু কালের কি কুটিল গতি! পরবর্ত্তী কালের ব্রাহ্মণগণ এই বিনয়বোধক 'দাস' শব্দ শূদ্রার্থবোধক করিয়া লইলেন, এবং কায়স্থগণকে শূদ্রত্বে পরিণত করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করিলেন না। কিন্তু আমরা এখন সকলি বুঝিয়াছি, সকলি জানিয়াছি, জানিয়া শুনিয়া আমাদের পিতৃপুরুষগণের ললাট হইতে এই দাসত্ব লেখা প্রক্ষালন করা কি আমাদের উচিত নয়?

বঙ্গীয় কায়স্থজাতি আজিও মোহনিদ্রায় অচেতন। এখনও থাকিয়া থাকিয়া স্বপ্ন দেখিতেছেন যে, হিন্দুসমাজে তাঁহাদের স্থান এখনও বুঝি ব্রাহ্মণের ঠিক

নীচেই আছে। কিন্তু এটী বিষম ভ্রম। তাঁহারা বহুকাল হইল স্বস্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া কয়েকটী নিম্নজাতিরও নিম্নে পতিত হইয়াছেন। বিগত সেন্সসের রিপোর্ট দেখিলেই ইহার সত্যতা অনুভূত হইবে। এখনও যদি তাঁহারা মোহনিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া স্বস্থান অধিকার না করেন, তবে হিন্দুসমাজের বহুনিম্নপঙ্কে চিরদিনের জন্য নিমজ্জিত হইবেন। সেই জন্যই কায়স্থ পণ্ডিতগণ তারস্বরে বলিতেছেন,—"স্বজাতীয় ভ্রাতৃগণ,—যদি যথার্থ হিন্দু হও, তবে শূদ্রাচার ত্যাগ করিয়া ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ কর, তোমাদের পিতৃপুরুষগণ তাঁহাদের ভ্রম বুঝিতে না পারিয়া শূদ্রাচারী ছিলেন, অজ্ঞানকৃত কার্য্যে তাঁহাদের কোনও পাপ হয় নাই। কিন্তু তোমরা যদি ভ্রম বুঝিতে পারিয়া সেই ভ্রম অপনোদন না কর তাহা হইলে তোমাদিগের অধর্ম্মাচরণ করা হইবে।"

শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ মজুমদার, বি এল্।
মন্সীগঞ্জ, ঢাকা।

গৃহস্থের ধর্ম্ম।

ব্রহ্মচর্য্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

গত প্রবন্ধে আমরা সংক্ষেপে ব্রহ্মচর্য্যের শাস্ত্রসম্মত মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছি ব্রহ্মচর্য্যের এরূপ মহিমা সর্ব্বশাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ কেন কথিত হইয়াছে, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। তদ্ধেতু প্রথমতঃ ব্রহ্মচারীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে মনু কথিত শ্লোকগুলির পুনরুক্তি করিব :—

"সেবেতেমাংস্তনিয়মান্ ব্রহ্মচারী গুরৌ বসন্।
সংনিথম্যেন্দ্রিয়গ্রামং তপোবৃদ্ধ্যর্থমাত্মনঃ ॥ ১৭৫ ॥
নিত্যং স্নাত্বা শুচিঃ কুর্য্যাদ্দেবর্ষিপিতৃতর্পণং।
দেবতাভ্যর্চ্চনং চৈব সমিদাধানমেবচ ॥ ১৭৬ ॥
বর্জয়েন্মধু মাংসঞ্চ গন্ধং মাল্য রসান স্ত্রিয়ঃ।
শুক্তানি যানি সর্ব্বাণি প্রাণিনাং চৈব হিংসনম্ ॥ ১৭৭ ॥

অভ্যঙ্গমঞ্জনং চাক্ষ্ণোরুপানচ্ছত্রধারণং।
কামং ক্রোধং চ লোভং চ মর্ত্তনং গীতবাদনম্ ॥ ১৭৮ ॥
দ্যূতং চ জনবাদং চ পরিবাদং তথানৃতং।
স্ত্রীণাং চ প্রেক্ষণালম্ভমুপঘাতং পরস্য চ ॥ ১৭৯ ॥
একঃ শয়ীত সর্ব্বত্র ন রেতঃ স্কন্দয়েৎ ক্বচিৎ।
কামাদ্ধি স্কন্দয়ন্ রেতো হিনস্তি ব্রতমাত্মনঃ ॥ ১৮০ ॥

মনুসংহিতা, দ্বিতীয় অধ্যায়।

ইহার ভাবার্থ এই যে ব্রহ্মচারী আপনার তপোবৃদ্ধির নিমিত্ত ইন্দ্রিয়গ্রাম সংযত করতঃ গুরুর গৃহে বাস করিয়া বক্ষ্যমান নিয়মগুলি প্রতিপালন করিবেন। তিনি নিত্য স্নান করতঃ শুচি হইয়া দেবার্চ্চন, দেব ও ঋষি তর্পণ এবং হোমকর্ম্ম করিবেন। মদ্য, মাংস, গন্ধদ্রব্য, মাল্য, মিষ্টাদি রসনালোভনীয় বস্তু, স্ত্রীসঙ্গ, সর্ব্ববিধ শুক্ত (মধুর রস উৎসেচিত হইয়া অম্লরসে পরিণত হইলে তাহাকে 'শুক্ত' বলে), প্রাণীহিংসা, তৈলমর্দ্দন, চক্ষুতে অঞ্জনলেপ, পাদুকা, ছত্র, কাম, ক্রোধ, লোভ, গীত, বাদ্য, দ্যূতক্রীড়া, জনবাদ (politics), পরনিন্দা, মিথ্যাচার, স্ত্রীলোককে কামভাবে দর্শন বা স্পর্শ করা এবং পরের অপকার পরিত্যাগ করিতে হইবে। একা শয়ন করিবে, কদাচ শুক্রস্খলন করিবে না এবং ইচ্ছাপূর্ব্বক শুক্রস্খলিত করিলে ব্রত ভঙ্গ হইবে।

উল্লিখিত শ্লোকাবলী এবং তাহার ভাবার্থ বিশেষরূপে প্রণিধানযোগ্য। এই নিয়ম সকল যথাবিধি প্রতিপালিত হইলে তপস্যা বৃদ্ধি হয়। এখন "তপস্যা" বলিলে আমরা একটা উৎকট সাধনা বলিয়া মনে করি। মনে হয়, উপবাসে অনিদ্রায় ক্লিষ্টদেহ হইয়া শীতাতপ নিবারণের উপায় বিরহিত হইয়া, জনশূন্য অরণ্যে অথবা অত্যুচ্চ গিরিশিখরে গিয়া না বসিলে তপস্যা করা হয় না। প্রাচীন ভারতে কিন্তু "তপস্যা" শব্দের এবম্বিধ উৎকট অর্থ ছিল না। তখন দ্বিজমাত্রকেই জীবনের কোন সময়ে তপস্যা করিতে হইত। তখন তপস্যার অর্থ ছিল আত্মোৎকর্ষ। ব্রহ্মচর্য্য সেই আত্মোৎকর্ষ সাধনের একমাত্র উপায় বলিয়া পরিগণিত হইত, তাই ব্রহ্মচর্য্যের এত মহিমা।

"আত্মোৎকর্ষ" বলিতে কি বুঝায়? সবল, কষ্টসহিষ্ণু দেহ,—ইন্দ্রিয়সংক্ষোভশূন্য উচ্চ উদার মন—অকলুষিত, পবিত্র, পুণ্যময় চরিত্র লাভ করাই আত্মোন্নতির লক্ষ্য। শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিগুলির সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তি চরিতার্থই আত্মোন্নতি। এই উন্নতি লাভ করিবার উদ্দেশ্য পবিত্র এবং নির্ম্মল

সুখভোগ করা। ইন্দ্রিয়গুলি আমাদিগের সর্ব্ববিধ সুখের দ্বার—সুতরাং ইন্দ্রিয়গুলির যথাযথ ব্যবহার শিক্ষাই আত্মোন্নতি সাধনের প্রধান শিক্ষা। ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা সেই ব্যবহারেই শিক্ষা করা যায়। তাই ব্রহ্মচর্য্যের এত মহিমা।

এই ইন্দ্রিয় ব্যবহার অথবা বশীকরণ সম্বন্ধে মহর্ষি মনু বলিতেছেন,—

"ইন্দ্রিয়াণাং বিচরতাং বিষয়েষ্বপহারিষু।
সংযমে যত্নমাতিষ্ঠেদ্বিদ্বান্ যন্তেব বাজিনাম্ ॥ ৮৮ ॥
একাদশেন্দ্রিয়াণ্যাহুর্যানি পূর্ব্বে মনীষিণঃ।
তানি সম্যক্ প্রবক্ষ্যামি যথাবদনুপূর্ব্বশঃ ॥ ৮৯ ॥
শ্রোত্রং ত্বক্ চক্ষুষী জিহ্বা নাসিকা চৈব পঞ্চমী।
পায়ূপস্থং হস্তপাদং বাক্ চৈব দশমী স্মৃতা ॥ ৯০ ॥
বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি পঞ্চৈষাং শ্রোত্রাদীন্যনুপূর্ব্বশঃ।
কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চৈষাং পায়্বাদীনি প্রচক্ষতে ॥ ৯১ ॥
একাদশং মনো জ্ঞেয়ং স্বগুণেনোভয়াত্মকং।
যস্মিন্ জিতে জিতাবেতৌ ভবতঃ পঞ্চকৌ গণৌ ॥ ৯২ ॥
ইন্দ্রিয়ানাং প্রসঙ্গেন দোষমৃচ্ছত্যসংশয়ম্।
সংনিয়ম্য তু তান্যেব ততঃ সিদ্ধিং নিষচ্ছতি ॥ ৯৩ ॥
ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে ॥ ৯৪ ॥
শ্রুত্বা স্পৃষ্ট্বা চ দৃষ্ট্বা চ ভুক্ত্বা ঘ্রাত্বা চ যো নরঃ।
ন হৃষ্যতি গ্লায়তি বা স বিজ্ঞেয়ো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৯৮ ॥
ইন্দ্রিয়াণাং তু সর্ব্বেষাং যদ্যেকং ক্ষরতীন্দ্রিয়ম্।
তেনাস্য ক্ষরতি প্রজ্ঞা দৃতেঃ পাত্রাদিবোদকম্ ॥ ৯৯ ॥
বশে কৃত্বেন্দ্রিয়গ্রামং সংযম্য চ মনস্তথা।
সর্ব্বান্ সংসাধয়েদর্থানক্ষিণ্বন্ যোগতস্তনুম্ ॥ ১০০ ॥

ইহার ভাবার্থ: বন্য অশ্বগণ স্বভাবতঃই স্বাধীনতা প্রয়াসী এবং সে জন্য যদৃচ্ছাগমনেই ইচ্ছা প্রকাশ করে; তথাচ সুশিক্ষিত সারথি নিজ নৈপুণ্য বশতঃ তাহাদিগের বেগ সংযত করিয়া নিজ অভীপ্সিতপথে পরিচালিত করিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়দিগের স্বভাবই এই যে তাহারা নিজ নিজ বিষয়ে যদৃচ্ছা ধাবিত হয়, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের কর্ত্তব্য এই যে সুসারথির অশ্বসংযমের ন্যায় নিজ ইন্দ্রিয়সমূহকে সংযত করিয়া আপনার বশে আনেন। কর্ণ, ত্বক, চক্ষু, জিহ্বা, নাসিকা এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, ও হস্ত, পদ, বাক্, পায়ু, এবং উপস্থ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং উভয়াত্মক মন এই একাদশ ইন্দ্রিয়ের কথা ঋষিরা কহিয়া গিয়াছেন। মন নিজ স্বাভাবিক শক্তি বশতঃ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় সমূহের কেন্দ্রাত্মক হওয়ায় মনকে বশীভূত করিতে পারিলেই সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাম বশীভূত হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়গণ যদৃচ্ছা বশতঃ নিজ নিজ বিষয়ে ধাবিত হইলে দোষের বিষয় হয় আর উহাদিগের সংযম করিতে পারিলেই সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। উপভোগের দ্বারা ভোগ করিয়া কখনও ভোগেচ্ছা প্রশমিত হয় না—ঘৃত সেক দ্বারা অগ্নি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়াই উঠে। সুগন্ধ সেবনে, সুসঙ্গীত শ্রবণে, সুমিষ্ট আস্বাদনে, সুরূপ দর্শনে এবং স্পৃহনীয় স্পর্শে যিনি উল্লসিত না হন, অথবা ইন্দ্রিয় সকলের বিরক্তিজনক বিষয়ে সেবায় যাঁহার মন বিষণ্ণ না হয়, তিনিই জিতেন্দ্রিয়। জলপূর্ণ পাত্রে যেমন ক্ষুদ্র একটী মাত্র ছিদ্র থাকিলেও সমস্ত জল পড়িয়া যায়, তদ্রূপ মনুষ্যের একটী মাত্র ইন্দ্রিয় অসংযত হইলে তাহার বুদ্ধিভ্রংশ ঘটে।

উপরিধৃত বচন হইতে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে মহর্ষি আমাদিগকে আমাদিগের ইন্দ্রিয়সমূহকে সংযত করিতে উপদেশ দিতেছেন। অসংযত ইন্দ্রিয়গণ আমাদিগকে কিরূপ বিপন্ন করে তাহা আমরা নিজ নিজ জীবনে নিত্য প্রত্যক্ষ করিতেছি। রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ এবং ঘ্রাণাত্মক বিষয়ের সহিত আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রামের সম্পর্কহেতু অন্তঃকরণে কামাদি রিপুর উৎপত্তি হয়। শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন:—

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎসংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে ॥ ৬২ ॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎস্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥ ৬৩ ॥
রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ৬৪ ॥
প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে ॥ ৬৫ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, দ্বিতীয় অধ্যায়।

ভাবার্থ:—পুরুষ যখন রূপরসাদি বিষয়ের অনুধ্যানে রত হয় তখনই সেই

সকল বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়গণের সংসর্গ ঘটে। সেই সংসর্গ হইতে এ সকল বিষয় উপভোগের ইচ্ছা হয়, সেই ইচ্ছা হইতে ক্রোধের উৎপত্তি হয়,—ক্রোধ হইতে মোহ এবং মোহ হইতে স্মৃতি ভ্রংশ উপস্থিত হয়। স্মৃতিভ্রংশ হইলে বুদ্ধিনাশ ঘটে, এবং যে পুরুষের বুদ্ধি বিনষ্ট হইয়াছে তাহার সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়।* আর আত্মবস ব্যক্তি রাগদ্বেষ রহিত (সুসংযত) ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় ভোগ করিয়াও এরূপ বিপন্ন হন না, প্রত্যুত প্রসাদই লাভ করেন। যাহার চিত্ত প্রসন্ন তাঁহার কোন দুঃখই থাকে না, তাহার বুদ্ধি স্থিরতা প্রাপ্ত হয়। ভগবান স্পষ্টই বলিতেছেন—

"ইন্দ্রিয়ানাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি ॥ ৬৭ ॥

যাহারা ইন্দ্রিয়গণকে যদৃচ্ছাপথে প্রধাবিত হইতে দেয়,—তাহাদের ইন্দ্রিয়গণ ঘোর বাত্যা যেমন সমুদ্রবক্ষে পোত ধ্বংস করিয়া ফেলে,—তদ্রূপ বুদ্ধি নষ্ট করিয়া ফেলে। সুতরাং ভগবান বলিতেছেন,—

"তস্মাদ্যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬৮ ॥
আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং।
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ॥ ৭০ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

* উদাহরণ স্বরূপ মনে করুন,—এক ব্যক্তি এক পরম রূপবতী স্ত্রীর সুন্দর অঙ্গে দৃষ্টি করতঃ মনে মনে তাহার সৌন্দর্য্যের অবধ্যান করিতে লাগিল। এবং এইরূপ অনুধ্যান করিতে করিতে সেই রমণীকে পাইবার অভিলাষ (কাম) তাহার হৃদয়ে উৎপন্ন হইল। ক্রমে সে জানিতে পাইল যে দ্বিতীয় এক ব্যক্তি সেই কামিনীর প্রণয় ভাজন এবং তাহার অভিলাষ পূর্ণ হইবার নহে। এরূপ স্থলে প্রতিরুদ্ধ কামনা ক্রোধে পরিণত হইল। ক্রোধের ধর্ম্ম এই যে সে যাহার স্কন্ধে আরোহণ করে, তাহাকে অন্ধ করিয়া তুলে। তখন সেই মোহান্ধ ব্যক্তি নিজের গুণ, রূপ, চরিত্র, বিদ্যা, বুদ্ধি প্রভৃতি সমস্ত ভুলিয়া গিয়া হয় আত্মহত্যা করেন, নয় নিজ অভিলাষের সামগ্রী অথবা তাহার প্রণয় ভাজনের বধ সাধন করিয়া থাকে। তখন তাহার সর্ব্বনাশই উপস্থিত হয়।

তজ্জন্য বলিতেছি, যে মহাবীর, যে পুরুষ বিষয়সমূহ হইতে ইন্দ্রিয়গ্রামকে সংযত করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার বুদ্ধিই একাগ্রতা বা স্থিরতা প্রাপ্ত হইয়াছে। মহাসমুদ্রে শত শত নদ নদীর পর্ব্বতপ্রমাণ জল অহরহঃ প্রবেশ করিয়াও যেমন সমুদ্রের কোন ক্ষোভ উৎপাদন করিতে পারে না,—তদ্রূপ যে পুরুষের মধ্যে সংসারের তাবৎ কামনা প্রবেশ করিলেও তিনি অবিকৃত থাকিতে পারেন, তিনি শান্তির অধিকারী;—আর যিনি কামনা উপভোগের জন্য লালায়িত, তিনি কদাচ শান্তি প্রাপ্ত হন না।

ইন্দ্রিয়-সংযমন সমস্ত ধর্ম্মের মুখ্যদ্বার এবং ব্রহ্মচর্য্য সেই ইন্দ্রিয়-সংযমের প্রধান উপায়, তাহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। আমাদের ইন্দ্রিয়গণ সকলেই অতিশয় বলবান এবং তাহাদিগকে যথাবিধি সংযমন করিতে হইলে বাল্যকাল হইতেই শিক্ষা করিতে হয়। ব্রহ্মচারীর কর্ত্তব্যগুলি প্রণিধান করিলে আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাই যে প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের শাসন-ব্যবস্থা অতি সুন্দররূপে বিধিবদ্ধ হইয়াছে। ভবিষ্যৎ জীবনে উচ্ছৃংখল ইন্দ্রিয় গ্রাম যাহাতে মানবকে বিপন্ন করিতে না পারে তাহার উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া নিয়মগুলি প্রণীত হইয়াছে। বাল্যে লোভনীয় আহার ও পানের প্রতি,—সুন্দর ও মোহকর নৃত্যগীতের প্রতি, উত্তেজক ক্রীড়াদির প্রতি স্বতঃই একটা আকর্ষণ জন্মে এবং তাহার ফলে আধুনিক বিদ্যার্থীগণ অতি অল্প বয়সেই বড় "বাবু" হইয়া উঠে। উৎকৃষ্ট বেশভূষা, মৎস্য, মাংস, ঘৃতপক্ক পোলাও, ও কালিয়া মিষ্টান্ন ভোজন,—যাত্রা থিয়েটার দর্শন ও শ্রবণ বালকদিগের ভাবি সর্ব্বনাশের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেয়, কিন্তু স্নেহশীল পিতা মাতা অথবা অভিভাবকগণ সে দিকে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকেন, এমন কি অনেক স্থলে দোষের প্রশ্রয় দিয়া থাকেন।

আমরা একবার আধুনিক সময়ের নবীন বিদ্যার্থীর সহিত নবীন ব্রহ্মচারীর তুলনা করিবার ইচ্ছা করিতেছি। উভয়েই বালক বালক, উভয়েই আর্য্যবংশজ উভয়েই বিদ্যার্থী। * উভয়ের তুলনায় সামঞ্জস্য এই পর্য্যন্ত। আধুনিক বিদ্যার্থীবালক প্রাতঃকালে নিজে বিছানা হইতে উঠিতে পারে না। চাকর কি চাকরাণী ঘুম ভাঙ্গাইয়া "চা" খাওয়ায়, মুখ হাত ধোয়ায়, কাপড় পরায় পরে "মাষ্টার" আসিয়া "পড়ান"। আবার চাকর চাকরাণীরা তেল মাখাইয়া স্নান করাইয়া চুল আঁচড়াইয়া দিলে বালক আহার করিতে বসে। নানাবিধ

* যুবক ব্রহ্মচারী ও যুবক under graduate দিগের তুলনা পরে করিব। এখন কেবল বালকদিগের কথাই কহিতেছি।

মশলা ও ঘৃত সংযুক্ত মৎস্য মাংসযুক্ত ভোজনের, সুস্বক্ষ, মহার্ঘ, সুগন্ধ
পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া শকটারোহণে সে স্কুলে যায়, শক্ত জুতা প
পায়ে বেদনা হয়, ছাতা না লইয়া এক পা হাঁটিলে মাথা ধরে। স্কুলে
পাখা কি বৈদ্যুতিক পাখার হাওয়া খাইতে খাইতে পড়াশুনা হয়। ম
সময়ে চাকরে নানাবিধ মিষ্টান্ন লইয়া স্কুল যায় এবং বালককে খাওয়া
আসে। পরে অপরাহ্নে পুনশ্চ শকটারোহণে বাড়ী আসিয়া গুরুপাক
পক্কাদি আহারাদি ইত্যাদি। মায়ের আদরে বালক একেবারে গলিয়া
বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা নিজে দেখিয়াছি এক দেশ-বিখ
ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পুত্র কপোত মাংস ও হংসাণ্ড না হইলে ভাত খাইতে পা
না এবং মা সঙ্গে না থাকিলে স্থানান্তরে যাইতে পারেন না। সেই সপ্ত
বর্ষীয় ব্রাহ্মণ যুবকের মা সঙ্গে আসিলে তবে তিনি matriculation পরীক্ষা দি
আসিয়াছিলেন। আর নবীন ব্রহ্মচারী (রাজপুত্র হইলেও) মুঞ্জমে
দ্বারা একখণ্ড বল্কল কটিতে বাঁধিয়া ভূমিতে শয়ন করেন,—চারিদণ্ড রা
থাকিতে উঠিয়া স্নান, প্রাতঃসন্ধ্যা ও হোম সমাপন করিয়া প্রাতঃস
সমাপ্ত করেন ও মধ্যাহ্নে দণ্ড ও ভিক্ষাপাত্র হস্তে গ্রহণ করিয়া দ্বারে দ
ভিক্ষা করিয়া থাকেন। ভিক্ষান্ন সমস্তই গুরুকে নিবেদন করিয়া দিলে
যদৃচ্ছাক্রমে যাহা দেন, সন্তুষ্ট চিত্তে তাহাই দিনান্তে একবার আহার কর
তাঁহার মাথায় ছাতা নাই, পায়ে জুতা নাই, গায়ে তেল নাই। আ
পরিচ্ছদে গন্ধদ্রব্য ব্যবহারে সর্ব্ববিষয়ে তিনি নির্লোভ। নিজের গ্রাসাচ্ছ
জন্য তিনি কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন। এইরূপ কঠোর শিক্ষার ফ
প্রাচীন ভারতে মহারাজ দিলীপের গোসেবা, সস্ত্রীক, সভ্রাতৃক রামচ
চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস, অর্জ্জুনের দ্বাদশ বর্ষ ব্যাপী ব্রহ্মচর্য্য ব্রত সম্ভব হইয়াছি
ক্ষত্রিয় রাজকুমারগণের বাল্যকালে ও প্রথম যৌবনে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অ
ছিল বলিয়াই মহর্ষি বশিষ্ঠ পৃথিবীর রাজা দিলীপকে সস্ত্রীক কঠোর গো
চর্য্যায় নিযুক্ত করিতে পারিয়াছিলেন এবং মহাকবি কালিদাসও সেই
নিজ কাব্যে লিপিবদ্ধ করিতে পারিয়াছিলেন। আধুনিক সময়ে
ব্রাহ্মণ একজন সামান্য জমিদারকে এরূপ ব্রত করিতে উপদেশ দিবার
রাখেন? যদি কোন আধুনিক কবি কোনও ক্ষুদ্রাপি ক্ষুদ্র জমিদারের এ
ব্রত পালন সম্বন্ধে উপাখ্যান রচনা করেন, সকলেই তাঁহাকে উন্মত্ত
উপহাস করিবেন। কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি রিপুগণকে দমন ক

উপায়স্বরূপ ব্রহ্মচর্য্য আচরিত হইত বলিয়া সেকালে মহাতেজস্বী জমদগ্নি সদৃশ ব্রাহ্মণ এবং যশবীর্য্যশালী লোকপাল পরাঙ্মুখকারী ক্ষত্রিয়গণ ভারতভূমি অলঙ্কৃত করিতেন। আর অধুনা ব্রহ্মচর্য্য রহিত হইয়া কি হইয়াছি, তাহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন,—অধিক লেখা বাহুল্যমাত্র।

ব্রহ্মচর্য্য ব্রতের মুখ্য নিয়ম কামেন্দ্রিয় দমন অথবা শুক্রধারণ, আগামীবারে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করার ইচ্ছা রহিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅখিলচন্দ্র পালিত।

স্বর্গাগত রায় বরদাপ্রসাদ বসু দেববর্ম্মা বাহাদুরের

ত্রিদিব প্রয়াণে।

তেজোময় প্রেমোময় ক্ষত্রকুল ঋষি
পবিত্রমহান্!
নর দুঃখে কাঁদি নিত্য কাঁদাইয়ে কোথা আজ
করিলে প্রয়ান?
ব্যাধিগ্রস্থ পীড়িতের মর্ম্মন্তুদ আর্ত্তনাদ
কে শুনিবে আর?
কোলে লয়ে কে মুছাবে তাহাদের অশ্রুরাশি
তীব্র যাতনার?
আকুল পরাণে তারা কাঁদিতেছে শুন দেব
কোথা পিতা বলে,
দাঁড়াইতে এবে তারা পাবে কিগো বল আর
স্নিগ্ধ ছায়াতলে?
জাগে মনে সেই মূর্ত্তি মূর্ত্তিমান গাম্ভীর্য্যের
উন্নত সে তরু,
উছলিয়া হৃদি সিন্ধু উছলিয়া প্রেমধারা
ভিজাইয়া মরু।

নব দুঃখে করুণায় মমতার প্রাণতার
যে'তে গো গলিয়া,
গিরি নিঝরিণী সম দয়া উৎস চারিধারে
পড়িয়া ছুটিয়া।
প্রথম দর্শনে তাঁয় ক্ষুদ্র কি মহৎ, যত
মানবের মনে ;
জানিতেন তিনি ভবে হিয়া দিয়া হিয়া নিতে
হয় গো কেমনে।
গলদেশে যজ্ঞসূত্র উজলিয়া উঠিত গো
আর্য্যের গরিমা,
কায়স্থ সমাজ চূড়ে ফুটিয়া উঠিত তাহে
জাতীয় মহিমা।
হিমাদ্রি ভূধর অঙ্গে সফেন সে শ্বেতময়
জাহ্নবীর বেলা,
ধূর্জ্জটীর বক্ষে যেন বিজড়িত শ্বেতাঙ্গিনী
নাগিনীর মালা।
ক্ষাত্রতেজে উদ্ভাষিত কমনীয় বরবপু
দিব্যজ্যোতির্ম্ময়,
সুবিশাল বক্ষোপরি, প্রলম্বিত চারিদিকে
শ্বেত শ্মশ্রুচয়।
কায়স্থকুলের মণি, বঙ্গদেশ অলঙ্কার
সমাজ গৌরব,
দেবঘর অন্ধকার তোমার বিহয়ন দেব
উঠে হাহারব।
"সৌদামিনী সুখ বাস" ছিন্নবাস এবে হায়
বিধির বিধানে।
গুমরিয়া কাঁদে প্রাণ বিসর্জ্জি সুবর্ণ মূর্ত্তি
দশমীর দিনে।
দুর্ভিক্ষ রাক্ষস যবে এসেছিল ব্যাদানিয়া
বিকট বদন,

উৎকল পরাণী যবে ছুটেছিল মরণেরে
দিতে আলিঙ্গন,
"রিলিফের" কার্য্যভার লয়ে তুমি গিয়েছিলে
রক্ষিতে তাদের
অভিমানে অবশেষে ফিরিয়া আসিলে দেখে
দুঃখ মানবের।
ক্ষুধানলে প্রাণী মরে, অত্যাচার তদুপরে
সহিবে কেমনে,
বুকফাটা আঁখিজল ফেলিয়া আসিলে তাই
কঙ্কর পাষাণে।
মহানদী সেই অশ্রু তীব্র বেগে লয়ে গেল
জলধি সলিলে,
উদ্বেলিত হ'য়ে উঠে সাগরের বক্ষে আজও
পবন হিল্লোলে।
আর কি আসিবে ফিরে, ধরাধামে পুনর্ব্বার
যুগযুগান্তরে,
নরহিতে জন্ম নিতে এইরূপে ক্ষত্র বর্ণ
কায়স্থের ঘরে ?
অপূর্ণ রহিল দেব তোমার পবিত্র ব্রত
স্বজাতি উদ্ধার,
অতিশপ্ত ক্ষত্রজাতি চলিবে কি অনুসরি
পদাঙ্ক তোমার ?

শ্রীপ্রবোধগোপাল বসু দেববর্ম্মা।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সমাহোচনা ইত্যাদি।

কমলাকান্তের জীবন চরিত—বাঙ্গেন্দ্র কায়স্থ কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার দেববর্ম্মা, এম্, এ, প্রণীত। গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য। ১৩১৫। ১৫৬ পৃঃ। মূল্য ॥০ আনা মাত্র।

পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি। কায়স্থ মহোদয়দের জীবনী আত্মশিক্ষা ও জাতি-ধর্ম্ম শিক্ষার প্রধান উপায়। স্বজাতির মহৎলোকদের আদর্শ সর্ব্বদা মান না থাকিলে, স্বজাতির এবং নিজ দেশের অহঙ্কার না থাকিলে, জাতিত্ব এবং নিজত্ব না থাকিলে—কি কখন কোন ব্যক্তি বা কোন জাতির উন্নতি হয়? হেম বাবু সুলেখক, ভাবুক এবং জাতিপ্রেমিক তাঁহার পুস্তকের আলোচনা আর আমরা কি করিব? ছাপা ভাল।

কায়স্থ দর্পণ—দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র রায় চৌধুরী প্রণীত। গ্রন্থকার ও কায়স্থসভা কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য ১॥০, সম্প্রতি ১৲ টাকা মাত্র।

পুস্তকখানি নূতন নহে। গ্রন্থকার ও পাঠকের অপরিচিত নহে। স্বজাতি প্রেমিক কায়স্থমাত্রেরই যদি পুস্তকখানি না পড়িয়া থাকেন তাহা হইলে পড়া উচিত।

নবাব হরেকৃষ্ণ—শ্রীহট্টের ইতিহাসে একটী অধ্যায়—বঙ্গজ কায়স্থ শ্রীসারদাচরণ ধর প্রণীত। গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য। ১৯১০। মূল্য ॥০ মাত্র।

কায়স্থকুল প্রদীপ মহাত্মা সম্‌সের-উল্‌মুল্লুক হরেকৃষ্ণ দাস অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে শ্রীহট্টের অদ্বিতীয়, অসাধারণ, প্রতিভাসম্পন্ন হইয়া দিল্লীশ্বর ঔরাঙ্গজেবের প্রপৌত্র বাদসাহ মহম্মদ শাহার নিকট ১৭২০ খৃষ্টাব্দে নবাবী সনন্দ প্রাপ্ত হইয়া প্রায় আড়াই বৎসরকাল শ্রীহট্টে প্রধান রাজ প্রতিনিধি হইয়া প্রকৃত প্রস্তাবে রাজত্ব করেন! এই পুরুষ সিংহ কেবল শ্রীহট্টের গৌরব ছিলেন না। সুবিখ্যাত প্রতাপাদিত্যের ন্যায় বঙ্গের গৌরব ছিলেন। অকালে, অরক্ষিতাবস্থায় হত্যাকারীর হস্তে তাহার মুণ্ডচ্ছেদন হয়। তৎকালে তিনি দেবচিন্তায় ধ্যানমগ্ন ছিলেন। তাঁহার শত্রু শুকুরুল্লা এই ঘৃণিত কার্য্য করেন। ধর মহাশয় অল্প কথায় সুন্দর চরিত্র ব্যাখ্যান করিয়াছেন। ভাষা সুন্দর ও সবল। এই পুস্তিকা কায়স্থমাত্রেরই কেন, বঙ্গ দেশীয় সকলেরই পাঠ্য। হরেকৃষ্ণর সেনাপতি রাধানাথের বিবরণ ও প্রকাশের উপযুক্ত। নবাব হরেকৃষ্ণের ভ্রাতার বংশধরগণ এখনও শ্রীহট্টের কায়স্থ সমাজের নেতা।

হিন্দুবিজ্ঞান সূত্র—বঙ্গজ কায়স্থ শ্রী * * * প্রণীত।

গ্রন্থকারের নিকট এবং কলিকাতা বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে প্রাপ্তব্য। মূল্য ১॥০ টাকা মাত্র।

ধর্ম্ম, সমাজ, রাজনীতি সম্বন্ধে অতি সুন্দর পুস্তক। এই সকল গুরু বিষয় যে এরূপ সরসভাবে লেখা যায় তাহা আমাদের ধারণা ছিল না, আরও আশ্চর্য্যের বিষয় যে সরস হইয়াও ভাষা অতি প্রাঞ্জল। ছাপা সুন্দর।

নিম্নলিখিত পত্রিকাগুলি গতসংখ্যা প্রকাশ হইবার পর পাইয়াছি :—

১। অলৌকিক রহস্য—১৩১৭, আষাঢ় সংখ্যা।
২। আর্য্যাবর্ত্ত—১৩১৭, আষাঢ় সংখ্যা।
৩। আর্য্যকায়স্থ প্রতিভা—১৩১৭, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় সংখ্যাদ্বয়।
৪। গৃহস্থ—১৩১৭, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় সংখ্যাদ্বয়।
৫। জন্মভূমি—১৩১৭, আষাঢ় সংখ্যা।
৬। ধর্ম্মপ্রচারক—১৩১৭, ৩১ শ খণ্ড, ১ম হইতে ৩য় সংখ্যা (মেষ, বৃষ, মিথুন)।
৭। প্রজাপতি—১৩১৭, আষাঢ় ও শ্রাবণ সংখ্যাদ্বয়।
৮। বাণী—১৩১৭, জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা।
৯। ব্রাহ্মণ—১৩১৭, শ্রাবণ সংখ্যা।
১০। আনন্দবাজার
১১। বঙ্গবাসী।
১২। বিশ্বদূত।
১৩। মহামায়া।

সাপ্তাহিক।

সভার প্রচার কার্য্য।

প্রচারক আচার্য্য দেব শ্রীযুক্ত বামাপদ পাল চৌধুরী বর্ম্মা মহাশয়ের প্রচারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

২৬শে আষাঢ়, ১৩১৭। সমসপুর (নদীয়া জেলা, খোক্‌সা রেল-

ওয়ে ষ্টেসনের নিকট)। বিদ্যালয়ে একটী বিরাট সভা হয়। চতুপার্শ্বস্থ গ্রামের প্রায় ৪০০ সুশিক্ষিত উকীল, মোক্তার ডাক্তার, জমীদার ও ব্যবসায়ী গণ্য মান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। অনেক তর্কবিতর্ক হইয়া কায়স্থের উপনয়ন সংস্কার যে অবশ্যকর্ত্তব্য তাহা সাব্যস্ত হয়। ফরিদপুর-রাজবাড়ীর রাজা সূর্য্যকান্ত রায় চৌধুরীর সভাপণ্ডিত শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার স্মৃতিতীর্থ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যদুনাথ স্মৃতিতীর্থ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র বিদ্যানিধি, শ্রীযুক্ত সীতানাথ কবিভূষণ, শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর তর্করত্ন প্রভৃতি প্রায় ৫০ জন বিরোধী ব্রাহ্মণ উপস্থিত ছিলেন। ফরিদপুর আর্য্য-কায়স্থ-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা ও কায়স্থ সভার সভ্য শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী দেববর্ম্মা ও সভার প্রচারক মহাশয় বিরোধী ব্রাহ্মণদের যুক্তি খণ্ডন করেন।

২৮শে আষাঢ়, ১৩১৭। সেনগ্রাম (নদীয়া জেলা ও ফরিদপুরের মধ্যবর্ত্তী) শূদ্র কাহাকে বলে, সমাজে শূদ্রের কিরূপ আসন ও শূদ্রধর্ম্ম বিষয়ক বক্তৃতা হয়। অনেকেই শীঘ্র উপবীত হইবেন।

২৯শে আষাঢ়, ১৩১৭। কুমারখালি (নদীয়া জেলা) লোন্ আফিসে একটী সভা হয়। সভাপতি দেশমান্য ও অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট ব্রাহ্মণ কুলশ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ সান্যাল মহাশয় অনেক গবেষণার পর স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করিলেন যে কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করিলে ব্রাহ্মণসমাজের কোন ক্ষতি নাই এবং ব্রাহ্মণ সমাজের গৌরব বৃদ্ধি হইবে।

৩০শে আষাঢ়, ১৩১৭। এতমামপুর (নদীয়া জেলা, গৌর নদীর তীরবর্ত্তী। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বসু মহাশয়ের বাটীতে একটী সভা হইয়াছিল। এখানকার ব্রাহ্মণগণ বিবেচনা করেন কায়স্থজাতি প্রকৃত শূদ্র। তাঁহাদের সহিত ব্রাহ্মণগণের পূর্ব্বাপর যেরূপ ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে তাহার অধিক কিছুই করিতে তাঁহারা অসমর্থ। কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করিলে তাঁহারা কায়স্থদিগের সহিত কোন সম্পর্ক রাখিবেন না। সুখের বিষয় এই যে এখানকার কায়স্থগণের মনে দৃঢ় ধারণা যে তাঁহারা শূদ্র নহেন। ব্রাহ্মণগণের ঈদৃশ উক্তিতে তাঁহারা বিশেষভাবে উত্তেজিত হইয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন যে তাঁহারা এক মাসের মধ্যে ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করিয়া জাতীয় উন্নতির পথে অগ্রসর হইবেন।

কায়স্থ-পত্রিকা।

ভাদ্র, ১৩১৭। | নবপর্য্যায় ১ম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা।

দান।

প্রচার ভাণ্ডার।

পূর্ব্ব প্রকাশিত	...	...	১০৲
শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ মৌলিক (উত্তরাঢ়ী), সাং পাঁচথুপি, মুর্শিদাবাদ জেলা	...	...	২৫৲
„ তারকনাথ ঘোষ মহাশয় (উত্তররাঢ়ী), সাং চম্পানগর, ভাগলপুরের নিকট	...		১৫৲
যোগেশচন্দ্র সিংহ (উত্তররাঢ়ী), হাঃ সাং কলিকাতা	...		৫৲
			৫৫৲

সামাজিক সংবাদ।

উপনয়ন।

২৪শে আষাঢ়, ১৩১৭।

(জেলা ফরিদপুর, কাচারদিয়া, শ্রীযুক্ত সোমেশ্বর বিশ্বাস দেববর্ম্মার বাটীর কেন্দ্র)

১। শ্রীভোলানাথ দাস, সাং কাচারদিয়া, জেলা ফরিদপুর (বঙ্গজ)।
২। „ সোনেশ্বর বিশ্বাস, „ „ ঐ

৩। শ্রীপুলিনচন্দ্র ঘোষ, সাং কৃষ্ণনগর, জেলা ফরিদপুর (বঙ্গজ)
৪। „ প্রসন্নকুমার ঘোষ, „ „ ঐ
৫। „ হেমেন্দ্রনাথ ঘোষ, „ „ ঐ
৬। „ জ্ঞানদাশঙ্কর চন্দ্র, „ „ ঐ
৭। „ পূর্ণচন্দ্র মিত্র, „ „ ঐ
৮। „ প্যারীলাল সরকার, সাং কোমরপুর, „ ঐ
৯। „ কেদারনাথ গুহ, সাং গোবিন্দপুর, „ ঐ
১০। „ ভোলানাথ গুহ, „ „ ঐ
১১। „ মজ্ঞেশ্বর ঘোষ, „ ঐ
১২। „ লোকনাথ ঘোষ, „ „ ঐ
১৩। „ লোকনাথ দাস, সাং গোবিন্দপুর, „ ঐ
১৪। „ হারানচন্দ্র দাস, „ „ ঐ
১৫। „ উমেশচন্দ্র মণ্ডল, „ „ ঐ
১৬। „ বরদাকান্ত মণ্ডল, „ „ ঐ
১৭। „ যাদবচন্দ্র মণ্ডল, „ „ ঐ
১৮। „ যামিনীকুমার মণ্ডল, „ „ ঐ
১৯। „ জানকীনাথ পাল, সাং ভাবুকদিয়া, „ ঐ
২০। „ শরৎচন্দ্র দত্ত, সাং মাধবপুর, „ ঐ

১লা শ্রাবণ, ১৩১৭।

(জেলা যশোহর, শৈলকুপা, শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র মজুমদার দেববর্ম্মার বাটীর কেন্দ্র)

১। শ্রীআশুতোষ ঘোষ।
২। „ শরৎচন্দ্র ঘোষ।
৩। „ অবনীনাথ নন্দী, সাং সোনদহ।
৪। „ আশুতোষ নন্দী, বি. এ।
৫। „ ললিতচন্দ্র ভৌমিক।
৬। „ গজেন্দ্রনাথ মজুমদার।
৭। „ পরেশনাথ মজুমদার বি এ, সাং শৈলকুপা।
৮। „ প্রমথনাথ মজুমদার।

৯। শ্রীবনওয়ারিলাল মজুমদার।
১০। „ বঙ্কিমচন্দ্র মজুমদার।
১১। „ বিধুভূষণ মজুমদার।
১২। „ মহেন্দ্রনাথ মজুমদার।
১৩। „ সতীশচন্দ্র মজুমদার।
১৪। „ হৃদয়নাথ মজুমদার।
১৫। „ ক্ষিতীশচন্দ্র মজুমদার।
১৬। „ আশুতোষ সরকার।
১৭। „ হেমচন্দ্র সরকার, সাং মহেন্দ্রপুর।

৫ই শ্রাবণ, ১৩১৭।

(জেলা ঢাকা, বজ্রযোগিনী কেন্দ্র)

১। শ্রীনলিনীকিশোর গুহ, সাং গুহপাড়া (বঙ্গজ)।
২। „ পূর্ণচন্দ্র গুহ, ঐ „
৩। „ যতীন্দ্রচন্দ্র গুহ, ঐ „
৪। „ জিতেন্দ্রচন্দ্র দত্ত রায়, ঐ „
৫। „ সতীশচন্দ্র বসু, ঐ „
৬। „ হীরালাল বসু, ঐ „
৭। „ ক্ষিতীশচন্দ্র বসু, ঐ „
৮। „ ভুবনমোহন গুহ, সাং ঘোষপাড়া „
৯। „ উপেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, ঐ „
১০। „ নগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, ঐ „
১১। „ বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, ঐ „
১২। „ ব্রজেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, ঐ „
১৩। „ মনমোহন ঘোষ, ঐ „
১৪। „ সুরেশচন্দ্র ঘোষ, ঐ „
১৫। „ গিরীশচন্দ্র চৌধুরী, ঐ „
১৬। „ চন্দ্রকুমার চৌধুরী, ঐ „
১৭। „ জিতেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী, ঐ „
১৮। „ প্রসন্নকুমার চৌধুরী, ঐ „

১৯। শ্রীহেমচন্দ্র চৌধুরী, সাং ঘোষপাড়া (বঙ্গজ)
২০। „ গগনচন্দ্র সিংহ, ঐ „
২১। „ সূর্য্যকান্ত সিংহ, ঐ „
২২। „ কেদারেশ্বর গুহ, সাং নাহাপাড়া, „
২৩। „ গিরীশচন্দ্র গুহ, ঐ „
২৪। „ তারাকান্ত গুহ, ঐ „
২৫। „ নগেন্দ্রনাথ গুহ, ঐ „
২৬। „ বিজয়গোপাল গুহ, ঐ „
২৭। „ মাখমলাল গুহ, ঐ „
২৮। „ যতীন্দ্রমোহন গুহ, ঐ „
২৯। „ লালমোহন গুহ, ঐ „
৩০। „ শশাঙ্কমোহন গুহ, ঐ „
৩১। „ শ্রীশচন্দ্র গুহ, ঐ „
৩২। „ হরিশচন্দ্র গুহ, ঐ „
৩৩। „ কালীপ্রসন্ন ঘোষ, ঐ „
৩৪। „ গিরিজাকান্ত ঘোষ, ঐ „
৩৫। „ নিশিকান্ত ঘোষ, ঐ „
৩৬। „ শচীন্দ্রকুমার ঘোষ, ঐ „
৩৭। „ শৈলেন্দ্রকুমার ঘোষ, ঐ „
৩৮। „ সত্যেন্দ্রকুমার ঘোষ, ঐ „
৩৯। „ সুবোধরঞ্জন ঘোষ, ঐ „
৪০। „ কামিনীকুমার নাহা, ঐ „
৪১। „ নরেন্দ্রচন্দ্র নাহা, ঐ „
৪২। „ বসন্তকুমার নাহা, ঐ „
৪৩। „ মুনীন্দ্রচন্দ্র নাহা, ঐ „
৪৪। „ হরেন্দ্রকুমার নাহা, ঐ „
৪৫। „ কালীকিশোর বসু, ঐ „
৪৬। „ কৃষ্ণগোপাল বসু, ঐ „
৪৭। „ নগেন্দ্রনাথ বসু, ঐ „
৪৮। „ রাধাকিশোর বসু, ঐ „

৪৯। শ্রীফণীন্দ্রচন্দ্র মজুমদার, সাং নাহাপাড়া, (বঙ্গজ)।
৫০। „ রাজেন্দ্রকুমার মজুমদার, „ ঐ
৫১। „ ভুবনমোহন মিত্র, „ ঐ
৫২। „ অবনীকান্ত বসু, „ ঐ
৫৩। „ অশ্বিনীকুমার বসু, „ ঐ
৫৪। „ জিতেন্দ্রনাথ বসু, „ ঐ
৫৫। „ মুনীন্দ্রচন্দ্র বসু, „ ঐ
৫৬। „ রাজেন্দ্রকুমার বসু, „ ঐ
৫৭। „ উপেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, সাংপূর্ব্বপটি-ইদিলপুর, ঐ
৫৮। „ রাজেন্দ্রকুমার দত্ত, সাং বিদ্‌গাঁ, ঐ
৫৯। „ কালীপ্রসন্ন দত্ত, সাং সোমপাড়া ঐ
৬০। „ রাজমোহন বসু মজুমদার „ ঐ
৬১। „ রাজেন্দ্রচন্দ্র বসু মজুমদার, „ ঐ
৬২। „ শরচ্চন্দ্র বসু মজুমদার, „ ঐ
৬৩। „ হরিমোহন বসু মজুমদার, „ ঐ
৬৪। „ অতুলচন্দ্র সোম, „ ঐ
৬৫। „ অনাদিকিশোর সোম, „ ঐ
৬৬। „ আদিনাথ সোম, „ ঐ
৬৭। „ উপেন্দ্রনাথ সোম, „ ঐ
৬৮। „ গিরিশচন্দ্র সোম, „ ঐ
৬৯। „ তরণীচরণ সোম, „ ঐ
৭০। „ নৃপেন্দ্রনাথ সোম, „ ঐ
৭১। „ বরদাপ্রসন্ন সোম, „ ঐ
৭২। „ বসন্তকুমার সোম, „ ঐ
৭৩। „ মনমোহন সোম, „ ঐ
৭৪। „ জগচ্চন্দ্র গুহ (জগদাবন্দ যোগাচারী), সাং বজ্রযোগিনী। ঐ
৭৫। „ গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ (জিঃ ঘোষ), ঐ* ঐ
৭৬। „ বিজয়কুমার দত্ত রায়, ঐ* ঐ
৭৭। „ মাখনলাল বসু, ঐ* ঐ
৭৮। „ যোগেশচন্দ্র বসু মজুমদার, ঐ* ঐ
৭৯। „ শশীকুমার বসু, ঐ* ঐ

* ইঁহারা পূর্ব্বে উপনীত হইয়াছেন।

১৮ই শ্রাবণ, ১৩১৭।

(কায়স্থোপনয়ন-সমিতির চতুর্দ্দশ কেন্দ্র)

১। শ্রীকিরণচন্দ্র দে (সিভিলিয়ান), বয়স ৪০, সাং কলিকাতা (দক্ষিণরাঢ়ী)।
২। „ জ্যোৎস্নাকুমার দে, „ ১৫, ঐ ঐ

অশৌচ।

দ্বাদশদিন।

২০এ শ্রাবণ, ১৩১৭। চিকদাইর, দাবনা পোঃ, চট্টগ্রাম। সুপ্রসিদ্ধ লেখক (দক্ষিণরাঢ়ী) শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণ মজুমদার দেববর্ম্মার মাতার আদ্যশ্রাদ্ধ।

"আন্তর্গণিক বিবাহ সম্বন্ধে দুএকটী কথা"র

প্রতিবাদ।

গত জ্যৈষ্ঠ মাসের কায়স্থ-পত্রিকায় শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ মহাশয় চারি শ্রেণীর কায়স্থগণের মধ্যে আন্তর্গণিক বিবাহেয় প্রস্তাবের যে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, তাহা সমীচীন নহে। উক্ত প্রকার বিবাহের বিরুদ্ধে তিনি যে যুক্তিগুলি প্রদান করিয়াছেন, তাহা কতদূর আদৃত হইতে পারে, এ প্রবন্ধে তৎসম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব। ইন্দ্র বাবুর প্রবন্ধের মুখবন্ধে সম্পাদকীয় মন্তব্যে ইন্দ্র বাবুর যুক্তির প্রতিবাদের আভাস দেওয়া হইয়াছে মাত্র।

শ্রীযুক্ত ইন্দ্র বাবুর প্রথম আপত্তির প্রথম শাখা এই যে চারি শ্রেণীর কায়স্থের বীজ পুরুষ যে এক তাহার কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নাই। তিনি ইহা বলেন না যে কোন প্রমাণ নাই। প্রমাণ আছে, তবে তিনি তাহা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া স্বীকার করিতে রাজী নহেন। কোন বিষয় বিশ্বাস করা না করা অনেকটা ব্যক্তিগত। ইন্দ্র বাবু যাহা বিশ্বাসযোগ্য মনে করেন না, তাহা হয় ত অনেকে বিশ্বাসযোগ্য মনে করিতে পারেন। ইহার উদাহরণ নিষ্প্রয়োজন। বিশ্বাস করিলেও যুক্তির উপর কষাঘাত করা হইবে না। দ্বিতীয় শাখা এই যে চারিশ্রেণীর কায়স্থের বীজ পুরুষ একই সময়ে একই

রাজার রাজত্বকালে উত্তর-পশ্চিম হইতে আসিয়া বঙ্গদেশে উপনিবেশ স্থাপন করেন নাই। ইহাকে আন্তর্গণিক বিবাহের বিরুদ্ধে কোন যুক্তি বলা যায় না। ইন্দ্র বাবুর প্রবন্ধে ইহার অবতারণা অবান্তর বলিতে হইবে। চারি-শ্রেণীর কায়স্থ জাতি যখন মূলতঃ একই বর্ণের অন্তর্গত, একই জাতির বিভিন্ন শাখামাত্র, তখন তাঁহাদের বঙ্গদেশে বিভিন্ন সময়ে আগমন, বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইবার বিরুদ্ধে কোন কারণ হইতে পারে না। আদিশূর যে সময়েই রাজত্ব করুন না কেন তাহা লইয়া আন্তর্গণিক বিবাহ সম্বন্ধে বিচার করিতে বসিয়া, বিতণ্ডা করা নিষ্প্রয়োজন। যিনি যে সময়েই আসুন না কেন তাহাতে আন্তর্গণিক বৈবাহিক সম্বন্ধে আপত্তি হইতে পারে না। কোন শ্রেণী কোন সময়ে বঙ্গদেশে আসিয়াছেন তাহার ঐতিহাসিক তথ্যের উপর চারিশ্রেণীর কায়স্থ একবর্ণসম্ভূত কিনা, এ প্রশ্নের মীমাংসা নির্ভর করিতে পারে না। শ্রীযুক্ত ইন্দ্র বাবু কি বলিতে চান যে অপর তিন শ্রেণীর কায়স্থগণ যাঁহারা উত্তর-পশ্চিম হইতে আসিয়াছেন তাঁহারা উত্তর রাঢ়ীয়গণ হইতে স্বতন্ত্র জাতি? উত্তর-পশ্চিমে সে জাতীর পৃথক অস্তিত্ব সম্বন্ধে ইন্দ্র বাবু কোন প্রমাণ উপস্থিত করেন নাই। হয় তাঁহাকে বলিতে হইবে অপর তিন শ্রেণীর কুল-পঞ্জিকা অবান্তর নচেৎ বলিতে হইবে উত্তররাঢ়ীয় শ্রেণীর কায়স্থ "কায়স্থ" নহেন। অথবা ইঁহারা উত্তর-পশ্চিম হইতে আসেন নাই? কায়স্থ বংশীয় যখন যিনি বঙ্গদেশে আসিয়া বাস করিয়াছেন তখন হইতে তাঁহার নিজ নিজ বংশাবলীর পরিচয় পাওয়া যায়। এ দেশে আগমনের পূর্ব্বে চারিশ্রেণীর কায়স্থের মূল এক ছিল না তাহা শ্রীযুক্ত ঘোষ মহাশয়ের প্রমাণ সংগ্রহ হইতে বুঝিতে পারিলাম না। শ্রীযুক্ত ঘোষ মহাশয় কোন এক শ্রেণী অপর শ্রেণী হইতে শ্রেষ্ঠ ইহার যে প্রমাণ দিয়াছেন তাহা মনুষ্য হস্ত তুলিকায় সিংহাকৃতি অঙ্কনের গল্পের আভাস দেওয়া মাত্র। তাঁহারই উত্তররাঢ়ী সমাজে যে সব কায়স্থ আছেন, তাঁহার মধ্যে পাঁচটী বংশমাত্র পশ্চিম হইতে আগত বলিয়া কথিত, কিন্তু অপর চারিটী বংশ, যথা ভরদ্বাজগোত্রীয় সিংহ, শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ঘোষ, কাশ্যপ-গোত্রীয় দাস ও কর বংশ পূর্ব্ব হইতেই বঙ্গদেশেই বাস করিতেছিলেন। বিভিন্ন সময়ে বঙ্গে আগমন হেতু তাঁহাদের মধ্যে পরস্পর বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনে কোন অন্তরায় হয় নাই। ইন্দ্র বাবু আপনার পূর্ব্ব পুরুষকে করণ জাতীয় কায়স্থ বলিয়া গৌরব করিয়াছেন, কিন্তু করণ জাতীয় কায়স্থের সহিত উপরি উক্ত চারি বংশের গৌড়ীয় কায়স্থের বিবাহ সহস্র বর্ষ পূর্ব্বেও হইয়াছে,

এখনও হইতেছে, কিন্তু তজ্জন্য কেহ সমাজের গণ্ডী বহির্ভূত হয় নাই। উত্ত
রাঢ়ীয় সমাজেরই আর একটী উদাহরণ এইখানে দিই। উক্ত সমাজভুক্ত
প্রায় তিন চারি সহস্র ব্যক্তি ভাগলপুর ও সন্নিকটবর্ত্তী বেহার প্রদেশে বাস করেন।
কেহ বা বহু শতাব্দী হইতে তদ্দেশে বাস করিতেছেন। কেহ বা দুই এক
পুরুষ মাত্র বাস করিতেছেন। বিভিন্ন সময়ে ভাগলপুরে আগমন হেতু
এই এই উভয় প্রকার উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ মধ্যে বিবাহ হইতে কোন বাধা আছে
কি? এরূপ বিবাহ বরাবর হইয়া আসিতেছে। পূর্ব্বেও আমাদিগের পূর্ব্ব-
পুরুষদিগের আগমনে চারিশ্রেণী কায়স্থের মধ্যে পরস্পর বিবাহ হওয়ার ভূরি
ভূরি দৃষ্টান্ত বর্ত্তমান। উত্তররাঢ়ীয় সমাজের শীর্ষ স্থানীয় করাতিয়া ব্যাস
সিংহের পুত্র বারেন্দ্র কায়স্থের কন্যা বিবাহ করেন ও বারেন্দ্র সমাজে গৃহীত
হয়েন। বারেন্দ্র শ্রেণীর দেবীদাস যখন নিজামতের দেওয়ান তখন তাঁহার
পুত্রের বিবাহ উত্তররাঢ়ীয় সিংহবংশে দেন। উত্তররাঢ়ীয় দাস বংশ হইতে
কেহ কেহ বারেন্দ্র সমাজভুক্ত হন। এখনও দিনাজপুর ও মালদহ অঞ্চলে
এমন উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ বর্ত্তমান আছেন জানি যাঁহার বৈবাহিক সম্বন্ধ
উত্তররাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র এতৎ উভয় সমাজ মধ্যেই আছে। উত্তররাঢ়ীয়
সমাজ কর্ত্তৃক তাঁহারা একেবারে পরিত্যক্ত হন নাই। ব্যাস সিংহের এক
ভ্রাতাও করণগুরু লক্ষ্মীধর সিংহের পুত্র বঙ্গজ কন্যা বিবাহ করেন। উত্ত
রাঢ়ীয় ঘোষবংশের আদি পুরুষ সোম ঘোষ, যিনি বঙ্গদেশে প্রথম আগম
করেন, তাঁহারই পৌত্র মকরন্দ দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজের অন্তর্ভুক্ত হন
ইহা উত্তররাঢ়ীয় কুলগ্রন্থাদি হইতে জানা যায়। উপরিউক্ত কয়েকটি দৃষ্টা
হইতে বুঝা যায় যে এক সমাজের কায়স্থ অপর সমাজে পূর্ব্বকালে যৌন সম্ব
আবদ্ধ হইতেন। অন্ততঃপক্ষে বারেন্দ্র, দক্ষিণরাঢ়ী ও বঙ্গজ কায়স্থগণ সঙ্কীর্ণ
পরিহার পূর্ব্বক ভিন্ন সমাজের কায়স্থকে নিজ সমাজে স্থান দিয়াছেন। ঐ
কালে যাতায়াতের অসুবিধা হেতুই চারি সমাজ-মধ্যে পরস্পর আদান প্রদা
ক্রমেই বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। এক্ষণে সে অসুবিধা নাই, তবে এরূপ বিবাহ সম্ব
স্থাপনে কি আপত্তি হইতে পারে? শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সময়েও একই ব
পৃথক্ পৃথক্-শ্রেণীতে বিবাহ হইত। 'প্রেমবিলাসে' দেখিতে পাই—

"নিত্যানন্দ প্রভুর কন্যা হয় পারাগম।
মাধব আচার্য্যে প্রভু কৈল কন্যাদান॥

রাঢ়াতে বারেন্দ্রে বিয়ে না ভাবিত আন।
রাঢ়ী ও বারেন্দ্র হয় একের সন্তান॥
রাঢ়ী ও বারেন্দ্রে বিয়ে হইয়াছে অনেক।
দেশভেদে নামভেদ এই পরতেক॥"

শাস্ত্রেও কোনও এরূপ আন্তর্গণিক বিবাহে বাধা নাই। একই বর্ণের পরস্পর বিবাহ সম্বন্ধ কোনও শাস্ত্রেরই বিরুদ্ধ নহে, তবে এ অযথা সঙ্কীর্ণতা কেন?

ইন্দ্র বাবুর অপর এক আপত্তি এই যে সমাজ চতুষ্টয়ের মধ্যে আচার ব্যবহার পরস্পর পৃথক্, ভাষাও পৃথক্। ইহা যুক্তি বলিয়াই গণ্য হইতে পারে না। আচার ব্যবহারগুলি কি শাস্ত্রের নিগড়ে বদ্ধ? মেয়েলী আচারগুলি কি এতই গুরুভার যে ন্যায় ও যুক্তি তাহা অপসারিত করিতে পারে না। আমাদেরই উত্তররাঢ়ীয় সমাজের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন আচার ব্যবহার রহিয়াছে। "ফতেসিংহের" উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থগণের আচার ব্যবহার ভাগলপুর জেলার উত্তর-রাঢ়ীয়গণের আচার ব্যবহারের সঙ্গে বহু পৃথক্; দক্ষিণরাঢ়ীয়গণের আচার ব্যবহারের সঙ্গে উহা অনেক কম পৃথক্। ভাগলপুর অঞ্চলের মাড়েয়া প্রভৃতি অনেক আচার বঙ্গদেশে একেবারেই নাই। যখন এত বেশী পার্থক্য সত্বেও ভাগলপুরে ইন্দ্র বাবুর স্বজাতিবর্গের বিবাহ হইতেছে, তখন দক্ষিণরাঢ়ীয়ের সঙ্গে বিবাহে আপত্তি কি? ভাষার পার্থক্য,—বাঙ্গালী কায়স্থগণ মধ্যে নাই বলিলেই চলে; যে পার্থক্য আছে, তাহা অতি সামান্য। যখন হিন্দিভাষী ভাগলপুরের কায়স্থের সহিত মুর্শিদাবাদ জেলার কায়স্থের অবাধে বিবাহ হইতেছে তখন বাঙ্গালীভাষী দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থের সহিত উত্তররাঢ়ী কায়স্থের বিবাহ হইতে আপত্তি কি? যদি দক্ষিণরাঢ়ের বালি বা বাশবেড়িয়া গ্রামে উত্তররাঢ়ীয়গণ বিবাহে অসুবিধা বোধ করেন না, তখন ঐ গ্রামগুলির দক্ষিণরাঢ়ীয়কে বিবাহ করিলে ভাষার পার্থক্য জন্য কেন অসুবিধা হইবে বুঝি না। আচার ব্যবহারের কথা উঠিয়াছে, সেইজন্য আরও একটা কথা এখানে বলিতেছি ইন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন, "উচ্চশ্রেণীর কায়স্থ-গণ নিম্নশ্রেণীর কায়স্থগণের সহিত বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে, এমন কি একত্র আহার করিতেও এখনও কুণ্ঠিত"। সমাজের সকলেই কি অনুৎসুক। আহারের আপত্তি এখন প্রায়ই হয় না। বিবাহের আপত্তিও ধনগত হইয়াছে। নির্ধনী, অথচ নিম্নশ্রেণীর হইলেই আপত্তির কথা বেশী শুনা যায়; ধনী নিম্নশ্রেণীর সহিত যৌবনসম্বন্ধ প্রত্যহই ঘটিতেছে। সমাজ মধ্যে যে সঙ্কীর্ণতার উল্লেখ ইন্দ্রবাবু করিয়াছেন, তাহা অনেকটা দরিদ্রের পক্ষেই প্রযোজন। কোন

সদ্বংশীয় কায়স্থ, ধনী অথচ কুলমর্য্যাদাহীন কোনও কোনও রাজব বা অ
সম্ভ্রান্তবংশে বিবাহ দিতে অনুৎসুক। আমাদেরই উত্তররাঢ়ীয় সমাজে চা
বৎসর পূর্ব্বে যাঁহাদের সহিত পংক্তি ভোজনে অনেকের আপত্তি হইত, এক্ষ
ধনবান হওয়াতে তাঁহাদের সহিত যৌবনসম্বন্ধে বিশিষ্ট কুলীনও সাগ্রহে আ
হইতেছেন। বর্ত্তমানে অর্থগত উচ্চনীচতাই কৌলিন্য মর্য্যাদার স্থান অধিক
করিতেছে। ইহা যে বাঞ্ছনীয় সে কথা আমি বলি না। কুলের দরুণ ই
বাবুর যে আপত্তি, তাহাও এই সঙ্গে কিছু বিচার করিলে ভাল হয়। কৌলি
প্রথার ভিত্তি যাহা লইয়া শাস্ত্রে বিধিবদ্ধ হইয়াছিল এক্ষণে কৃত্রিমভিত্তির উ
উহা স্থাপিত হইয়াছে, সুতরাং ক্রমশঃই উহার লোপ হইয়া আসিতেছে। ধ
ও বিদ্যার আধিক্যই কৌলিন্যের স্থান অধিকার করিতেছে। শিক্ষার গরি
বৃদ্ধি যতই হইবে, আধুনিক কৌলিন্যপ্রথা ততই মন্দীভূত হইবে। ি
কৌলিন্য প্রথা বজায় রাখিয়াও আন্তর্গণিক বিবাহ চলিতে পারে। ইহার বিস্তা
বিচার করিতে হইলে প্রবন্ধের আকার অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ১৩ ৯ সা
ও ১৩১৬ সালের কায়স্থ পত্রিকায় এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবল্লভ বাবু ও শ্রী
সারদাচরণ বাবু দেখাইয়াছেন যে আন্তর্গণিক বিবাহেও কুলরক্ষা করা চলে।

ইন্দ্র বাবুর অন্য এক আপত্তি যে অনেকে কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দেয়, ি
তাহারা কুলপরিচয় দিতে পারে না। বিবাহের গণ্ডী বিস্তৃত হইলে প্র
ও অপ্রকৃত কায়স্থের প্রভেদ করা কঠিন হইবে। এখনও শ্রেণীবি
সত্বেও অন্য জাতি কায়স্থজাতির নিম্ন স্তরে প্রবেশের চেষ্টা করে। কুলাচার্য্যদি
কুলগ্রন্থলেখা প্রথা পূর্ব্বে প্রচলন থাকায়, এ বিপদ হইতে উদ্ধার হই
এখন কুলাচার্য্যগণের প্রায় লোপ হওয়ায়, এ বিপদ হইতে উদ্ধার হওয়ায় উ
সামাজিক কায়স্থগণের তালিকা প্রস্তুত করা। ইন্দ্র বাবুর একথা বলিয়াছে
এরূপ তালিকা উত্তররাঢ়ীর সমাজে প্রায় শেষ হইয়াছে। অন্যান্য সমা
কায়স্থ সভার চেষ্টায় হইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এ তালিকা প্রস্তুত হইলেও ি
সময়ে সময়ে সংস্কৃত হইলে ইন্দ্র বাবুর পূর্ব্বোক্ত আপত্তি খণ্ডন হইবে।

ইন্দ্র বাবুর অন্য আপত্তি আন্তর্গণিক বিবাহে দলাদলির সৃষ্টি হই
সমাজ যদি ইহার অনুমোদন করে, তবে দলাদলির ভয় কি প্রকারে আ
তবে নূতন কোনও সংস্কারই প্রথমে সর্ব্ববাদীসম্মত হইয়া প্রচলিত হয়
কিন্তু কালক্রমে তাহা নিঃশব্দে চলিয়া যায়। বিদ্যাশিক্ষার জন্য বিলাত যা
কালিয়াগার গ্রহণ ইহার দৃষ্টান্ত। এতদুভয়ের বিরুদ্ধে প্রথমতঃ ঘোর অ

ছিল, দলাদলিও হয়, কিন্তু এখন ক্রমশঃই উহা চলিয়া যাইতেছে। উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থসমাজেই এমন অনেক কায়স্থ আছেন, যাঁহাদের সহিত বিশিষ্ট পরিচিত বংশ বিবাহের আদানপ্রদান করিতেন না, কিন্তু যদি কেহ স্বসমাজের মুখাপেক্ষা না করিয়া এরূপ বৈবাহিক সম্বন্ধস্থাপন করেন, তবে সমাজ তাঁহাকে এক্ষণে পরিত্যাগ করেন না। পূর্ব্বে ইহাতে দলাদলি হইত বটে, কিন্তু এখন আর হয় না। ইন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন যে তিনি ও আর কয়েকজন এক-জন সম্ভ্রান্ত উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থকে দক্ষিণরাঢ়ীয়কে কন্যা দিতে নিরস্ত করেন, কিন্তু সেই সম্ভ্রান্তব্যক্তির বংশেই সমাজের নিম্নস্তরের কায়স্থের সহিত যে বিবাহ হইয়াছে, পূর্ব্বে হইলে তাহাতে দলাদলির সৃষ্টি হইত; এখন সমাজ অনেক উদার হইয়াছে, দলাদলির কোনও কথাই হয় নাই।

ইন্দ্রবাবুর পঞ্চম আপত্তি বিশেষ ভাবিবার কথা। ইন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন যে উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থগণ সাধারণতঃ দরিদ্র; বিবাহের বাজারে ধনী দক্ষিণরাঢ়ীয়-গণের সহিত প্রতিযোগিতায় উত্তররাঢ়ীয়গণ পাত্রক্রয় করিতে পারিবে না। উত্তররাঢ়ীয়গণ মধ্যে অন্ততঃ অর্দ্ধেক বিবাহে নগদ টাকা দেওয়া হয় না। যে ক্ষেত্রে টাকা দেওয়া হয়, সেখানেও টাকার পরিমাণ সামান্য; একসহস্রের কখনও বেশী হয় না; দুই একটি ক্ষেত্রে মাত্র বেশী হইয়াছে। ওজন করিয়া অলঙ্কার লওয়ারও কোনও চুক্তি হয় না। ফুলশয্যা প্রভৃতি তত্ত্বের জন্য বিষম ফর্দ্দও হয় না। দক্ষিণরাঢ়ীয়গণকে এই পাত্র বিক্রয়ের রাক্ষসীপ্রথা যেরূপভাবে গ্রাস করিয়াছে, তাহাতে শীঘ্র যে এ প্রথার সংস্কার হইবে তাহাও বলা যায় না। সুখের বিষয় কায়স্থসভার চেষ্টায় কতক ফল ফলিয়াছে। কিন্তু চুক্তি না হইলেও দক্ষিণরাঢ়ীয়গণ মধ্যে বিবাহে যে ব্যয়বাহুল্য তাহাও ভয়ানক। নগদ টাকা না দিলেও প্রথা অনুযায়ী তত্ত্ব প্রভৃতি পাঠাতে অনেক খরচ করিতে হয়। কয়েক দিবস হইল একখানি সংবাদপত্রে দেখিলাম একজন দক্ষিণরাঢ়ীয় চুক্তি করিয়া পুত্রের বিবাহ দেন নাই; তত্রাচ কন্যা কর্ত্তার পনের হাজার টাকা খরচ হইয়াছে। এই কন্যাকর্ত্তার সমান অবস্থায় উত্তররাঢ়ী হইলে এই পনের হাজার টাকায় অন্ততঃ ছয়টি বিবাহ হইয়া যায়। বিবাহের ব্যয়সংক্ষেপ না হইলে আন্তর্গণিক বিবাহে উত্তররাঢ়ীয়, বারেন্দ্র প্রভৃতি দক্ষিণরাঢ়ীয় হইতে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র সমাজগুলি অনুমোদন করিতে অনিচ্ছুক। কায়স্থসভার চেষ্টায় এ সংস্কার হইয়া গেলে আন্তর্গণিক বিবাহে আমি অপর কোনও যুক্তিযুক্ত আপত্তি দেখি না।

ইন্দ্রবাবুর শেষ আপত্তি যে গণ্ডীর বিস্তৃতি হইলে সমাজের উন্নতি পথে প্রতিবন্ধক ঘটিবে। চারিশ্রেণী একত্রিত হইলে কর্ম্মক্ষেত্র বাড়ি যাইবে সত্য, কিন্তু এক উত্তররাঢ়ীয় সমাজের জন্য যেরূপ অর্থসংগ্রহ ও বৃত্তিদানের ব্যবস্থা হইয়াছে, যদি তাহার অনুকরণে অন্যান্য সমাজেও ঐরূ চেষ্টা হয় তাহা হইলে এই সাহায্য-ও-শিক্ষা-ভাণ্ডারের আয় প্রভূত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। এখন উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থগণের সংখ্যার সহি এই ভাণ্ডারের যে অনুপাত, চারিশ্রেণী একত্রে এইরূপ উদ্যমের সহি চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারের জন্য উদ্যম করিলে, সে অনুপাত বেশী হইবে, কা অন্যান্য সমাজে উত্তররাঢ়ীয় সমাজ অপেক্ষা মোটের উপর ধনাঢ্য ব্যক্তি অনেক বেশী। উত্তররাঢ়ীয়গণের এ স্বজাতিপ্রীতি, ও উত্তররাঢ়ীয় ধনীগণে দরিদ্র স্বজাতির প্রতি এরূপ সাহায্য করিবার ইচ্ছা অন্যান্য সমাজে সংক্রামি হওয়া উচিত। তাহা হইলে আন্তর্গণিক বিবাহে আরও সুফল ফলিবে।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষ হাজরা (উত্তররাঢ়ী)।
পাঁচথুপী, জেলা মুর্শীদাবাদ

যশোহরে শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র বর্ম্মার বক্তৃতা।

[কয়েকটী সাধারণ কথার পর তিনি বলেন :—

আমাদের অদ্য জাতীয় সম্মিলন। আমাদের অদ্যকার কার্য্য গুরুত্ব জাতীয় উন্নতি সাধনের চেষ্টা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। জাতীয় উন্নতি শুভদিন, শুভ সুযোগ আজ সকলের সম্মুখে সমুপস্থিত। কিন্তু 'জাতি' শব্দটী আমি এ সভায় সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহার করিলাম। 'জাতি' দ্বা আমি কেবল কায়স্থ জাতিকেই উল্লেখ করিলাম। কায়স্থ সমাজ চ কালের, কায়স্থগণ বহুকাল হইতে এই ভারতবর্ষে বিশেষরূপে সমাদৃত হ আসিতেছেন। "যতকাল চন্দ্র সূর্য্য গগনে"। 'মৃচ্ছকটিক' নাটক বহু হইল রচিত হইয়াছে। বোধ হয় সহস্রাধিক বৎসর হইল উহা চ

হইয়াছে। উক্ত নাটক পাঠে দেখা যায় কায়স্থগণ ধর্ম্মাধিকরণে নিযুক্ত ছিলেন।

রাজ্যশাসন কার্য্যে কায়স্থগণ সর্ব্বতোভাবে রাজাকে সাহায্য করিতেন। রাজার একদিকে অস্ত্রধারী ক্ষত্রিয়গণ, অপর দিকে মসিজীবি ক্ষত্রিয়গণ দ্বারা রাজ্য শাসনের কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। Military বিভাগে অস্ত্রধারী ক্ষত্রিয়গণ কার্য্য করিতেন, এবং Home Government এ মসিজীবী ক্ষত্রিয় কায়স্থগণ কার্য্য করিতেন। ব্রাহ্মণগণ কেবল মাত্র প্রাড়্‌বিবাকের (জজের) কার্য্য ও যাজ্যক্রিয়া করিতেন এবং ধর্ম্মোপদেশ দিতেন। যে দিন তিরোরীর যুদ্ধে মহারাজা পৃথুরায় স্বর্গারোহণ করিলেন ও যে দিন এই ভারতবর্ষে স্বাধীনতা সূর্য্য চিরদিনের জন্য অস্তমিত হইল, সেই দিন হইতেই এই-কায়স্থ জাতির গৌরব বিলুপ্ত হইতে আরম্ভ হইল। কিন্তু মুসলমান রাজত্বেও আমাদের যথেষ্ট গৌরব ছিল। কায়স্থ-কুলদীপক অনেকেই রাজদরবারে সম্মান পাইয়াছিলেন। রাজা সীতারাম রায় পলাশির যুদ্ধের পরেও কায়স্থ জাতিকে সম্মানিত করিয়া গিয়াছেন। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ইংরাজ রাজ্যের অভ্যুদয়েও এক প্রকার রাজস্ব সচিবের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মুসলমান রাজত্বের সময়েও রাজা রাজবল্লভ উড়িষ্যাদেশে রাজ্য শাসন করিতেন। মহারাজা প্রতাপাদিত্যের নাম কে না জানেন? রাজা সীতারাম রায়ের নাম আজও কায়স্থের ঘরে ঘরে কীর্ত্তিত হইতেছে। অদ্য আমরা রাজা ভবেশ্বরের রাজ্যে তাঁহার উত্তরাধিকারী দ্বারা আহূত হইয়াছি। প্রতাপাদিত্য বঙ্গজকুল পবিত্র করিয়া গিয়াছেন, সীতারামও ভবেশ্বর উত্তররাঢ়ী সমাজকে পবিত্র করিয়া গিয়াছেন। বোধ হয় তাঁহাদের পরে কায়স্থ কুলবীর পলাসীর যুদ্ধে মোহনলালই বঙ্গের শেষ বীর।

আজ আমরা যে পুরাতন নগর যশোহরে উপস্থিত হইয়াছি, এই নগরের প্রতিষ্ঠাতা চাঁচড়ার রাজা ভবেশ্বরও উত্তররাঢ়ী সমাজকে সম্মানিত করিয়া গিয়াছেন, এই চাঁচড়ার রাজধানীতে তাঁহার যে সকল কীর্ত্তিকলাপ আজও স্মৃতির নিদর্শন-রূপে বিরাজিত রহিয়াছে, তাহাও কায়স্থ জাতির গৌরবের বিষয়। এই রাজ পরিবারের বংশধর, অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি কুমার শ্রীযুক্ত সতীশকণ্ঠ রায় মহাশয় আজ আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত রহিয়াছেন।

অনেকে সন্দেহ করেন যে আমাদের কায়স্থ জাতির মূল কি এ জাতি যে বহুদিন সমাজমধ্যে শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়া আছে, এ জাতি যে

উচ্চ জাতি এবং ইহাদের মূল পুরুষ যে ক্ষত্রিয় তদ্‌বিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

যে সকল কার্য্যে পূর্ব্বে কেবল কায়স্থ জাতি নিযুক্ত হইত, এখন সমাজের অপরাপর জাতি সকল সেই কার্য্যে নিযুক্ত হইতেছে। ব্রাহ্মণগণ পূর্ব্বে কেবল যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা কার্য্যেই নিযুক্ত থাকিতেন, বৈদ্যগণ কেবল চিকিৎসক ছিলেন, কিন্তু তাহারা অনেকেই আজ কায়স্থের কার্য্য গ্রহণ করিতেছেন। ইহাতে আমি দুঃখিত নহি। সকল জাতিরই পদোন্নতিই হউক, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে যেন আমাদেরও পদোন্নতি হয় ইহাই আমার আন্তরিক কামনা। কায়স্থজাতির যে সকল জীবনোপায় ছিল সেই সকল রক্ষা করা আমাদের বিশেষ কর্ত্তব্য এবং জীবন উপায়ের পথ বৃদ্ধি করা কর্ত্তব্য। যে সকল উচ্চ পদে কায়স্থগণ অধিরূঢ় থাকিতেন, সেই সকল উচ্চপদ ও জীবনোপায়গুলির উপর আমাদের সকলেরই লক্ষ্য রাখিতে হইবে। বঙ্গদেশীয় বর্ত্তমান কায়স্থ সভা এক্ষণে কি করিতে পারে? সকলেই আসুন: উত্তররাঢ়ী দক্ষিণরাঢ়ী, বঙ্গজ ও বারেন্দ্র সমাজের যে যেখানে আছেন, সকলে এই বঙ্গদেশীয় কায়স্থ মহাসভায় যোগদান করুন। এক জাতীয় মহাক্ষেত্রে সম্মিলিত হউন। কায়স্থ মহাসভার মহান্ উদ্দেশ্যগুলি সংশোধনে যত্নবান্ হউন। ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমের, মহারাষ্ট্র দেশের সমগ্র কায়স্থ জাতিকে লইয়া এক বিরাট জাতিতে পরিণত করিতে পারা যায় কি না তদবিষয়ে সকলে বিবেচনা করুন। গত সেন্‌সাসে আমরা জানিয়াছি যে এই বঙ্গদেশেই নবলক্ষ কায়স্থের বাস আছে। আমরা যদি এই নবলক্ষ কায়স্থ সন্তান এক হইতে পারি, আমরা আমাদের সকল বিষয়েই যদি একমত হইতে পারি, তবে আমরা সমাজে কত না উন্নতিকর কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারি। অনেকেই মনে করেন যে আমরা 'ভাই, ভাই ঠাঁই, ঠাঁই,' কিন্তু আমার মনে হয় ভাই ভাই বিদেশে থাকিলেও যদি মনের মিল থাকে, যদি আমরা একমতাবলম্বী হই, সমাজের উন্নতি আমাদের প্রত্যেক ভাইয়ে এক লক্ষ্মীভূত হই, যদি আমরা সকলে একত্র হই, আমরা অনেক সমাজহিতকর কার্য্য করিতে পারিব। তবে আমরা সর্ব্বদাই এমন ভাবে কার্য্য করিব যাহাতে অপরের ক্ষতি না হয়। সমস্ত ভারতবর্ষের কায়স্থকে লইয়া কার্য্য করা যায় কি না তাহাও ভাবিবার বিষয়। হিমাচল হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত, সিন্ধুদেশ হইতে আসাম পর্য্যন্ত, ভারতের সর্ব্বত্রই এখনও কায়স্থের প্রাদুর্ভাব আছে। অনেক স্থানেই কায়স্থ হাইকোর্টের জজ ছিলেন, বিভাগীয়

কমিশনারের পদ কায়স্থ সর্ব্ব প্রথমেই পাইয়াছিলেন। বড় লাটের সভায় সদস্য পদ সর্ব্ব প্রথম কায়স্থকেই প্রদান করা হইয়াছে। এমন কি জেলায় জেলায় জজের পদও অনেক কায়স্থ নিযুক্ত ছিলেন ও আছেন। এই যশোহর জেলার জজ শ্রীযুক্ত লোকেন্দ্রনাথ পালিত মহাশয় আজ আপনাদের সম্মুখে সমুপস্থিত। সম্পূর্ণরূপে যাহাতে আমরা এই সকল উচ্চ উচ্চ পদ অধিকার করিতে সমর্থ হই, তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

আমরা সকলে কিরূপে একত্রিত হইতে পারি? একতা লাভের উপায় কি? আমাদের যখন এক ভাষা, আমরা যখন এক চিত্রগুপ্তের সন্তান, তখন আমরা কেননা এক হই। দুঃখের বিষয় আমাদের শ্রেণী বিভাগ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বে আমাদের মধ্যে পরস্পরের আদান প্রদান ছিল। এখনও হওয়া উচিত। যখন শ্রেণী বিভাগ হইয়াছিল তখন আমাদের যাতায়াতের অসুবিধা ছিল। এখন আর সে সকল কোন অসুবিধার কারণ নাই। এখন আমরা কেন একত্রিত না হই। আন্তর্গণিক বিবাহ পূর্ব্বে আমাদের মধ্যে কতকটা অপ্রচলিত থাকিলেও এখন উহার আর কোন অন্তরায় নাই। আন্তর্গণিক বিবাহ দেওয়া যে বিশেষ সুবিধাজনক ও সমাজের হিতকর তদ্‌বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

কায়স্থ সভার আর এক উদ্দেশ্য বিবাহের ব্যয়-সংক্ষেপ। আমাদের কন্যা বিবাহ দেওয়া যেরূপ কষ্টকর হইয়াছে তাহা প্রত্যেক কায়স্থই হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন। মেয়ের বিবাহ দিতে হইলে আমাদের শিরে বজ্রাঘাত হয়। পূর্ব্বে দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলীনের বড় ছেলের বিবাহ দিতে একটু কষ্ট ছিল; কিন্তু এখন কি কুলীন, কি অকুলীন প্রত্যেক কায়স্থপরিবারের মধ্যে কন্যার বিবাহ দেওয়া ভয়ানক কষ্টকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বরের বাপসকল পুত্রের বিবাহে যথার্থই ডাকাইতি করিতেছে, ভয়ানক পীড়ন করিয়া কন্যার বাপের নিকট হইতে টাকা আদায় করিতেছে। কি কি উপায়ে, কত রকম ভাবে কন্যার বাপের নিকট অর্থ আদায় করিতে হইবে, অনেক বরের বাপ ও তাঁহার গৃহিণী সেই চিন্তা করিতেছেন এবং নানারূপ কৌশল উদ্ভাবন করিতেছেন। বস্তুতই অনেককে বরের বাপের জ্বালায় মেয়ের বিবাহে একবারে নিঃস্ব হইতে হইয়াছে। যদিও বরের বাপ ঠিক সদলবলে আসিয়া কন্যার বাপের বাড়ী ঘেরোয়া করিয়া তাহার যাহা কিছু আছে তাহা কাড়িয়া লন না, কিন্তু নানা প্রকারে কন্যার বাপের নিকট হইতে অর্থ কাড়িয়া লয়েন। অনেক

সময়ে আমি দেখিয়াছি যে কন্যার বাপ বরের বাপের বা তাঁহার গৃহিণীর মনোমত অর্থ বা তত্ত্বাদির দ্রব্যাদি দিতে না পারিলে ছোট বৌটীকে অশেষ যন্ত্রণা পাইতে হয়। হায়! এরূপ নিকৃষ্ট ব্যবহার আমাদের সমাজ মধ্যে কত দিনে দুরীভূত হইবে। আসুন, আমরা সকলে মিলিয়া প্রতিজ্ঞা করি বিবাহে অন্যায় খরচ করিব না। বরের বাপের অন্যায় আব্দার শুনিব না, যে বিবাহে অন্যায় দাবি করিয়া, বরকর্ত্তা কন্যাকর্ত্তার নিকট অযথা দাবী করিয়া অর্থ গ্রহণ করিতেছেন সে রূপ বিবাহক্ষেত্রে অতি নিকট আত্মীয় হইলেও আমরা উপস্থিত হইব না। ডাকাইত বা ভিখারী বর কর্ত্তার সহিত এক সঙ্গে বসিব না এবং খাইব না। এইরূপ ভাবে আমরা যদি দশজনেও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই, তাহা হইলে ভদ্রব্যক্তির দল পুষ্ট হইবে। সত্য এবং ধর্ম্মের জয় লাভ হইবে।

আমাদের সমাজের মধ্যে দুঃস্থা বিধবা রমণীগণের ও নিরাশ্রয় কায়স্থ বালকগণের উপকারার্থে আমরা কায়স্থ সভার সংশ্লিষ্ট একটি চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডার স্থাপন করিয়াছি। সেই ভাণ্ডারে আমরা এখন আশানুরূপ অর্থ সংগ্রহ করিতে পারি নাই। তাহা পুরণের জন্য আমি কায়স্থ মাত্রকেই অনুরোধ করিতেছি। কত দুঃস্থা বিধবা রমণী অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতেছে, পেটের দায়ে কত রমণীকে পরের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নীচ বৃত্তি অবলম্বন করিতে হইয়াছে। কত কায়স্থ, বালককে লেখা পড়া না শিখিতে পারায় অগত্যা পেটের দায়ে দাসত্ব পর্য্যন্ত করিতে হইতেছে। বিশাল কায়স্থ সমাজ মনে করিলে, এই সকল দুরবস্থা নিবারণ করিতে পারা যায়। আমাদের পাশ্চাত্য স্বজাতিগণ স্বজাতির উপকারের জন্য কত সভা, কত উপকার সাধন করিতেছেন। কাশীতে ভূমিহার ব্রাহ্মণ সভা অতি অল্প দিনের মধ্যে যে টাকা সংগ্রহ করিয়াছে, তাহা আশ্চার্য্য জনক। আমরা অর্থসংগ্রহ করিতে পারিলে আমরা কায়স্থের কত না উপকার করিতে পারি। এ বিষয় সহৃদয় কায়স্থগণকে আর বিশেষ করিয়া বলিবার আবশ্যক নাই।

আমাদের কুলিনের লক্ষণ :—

"আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্।
নিষ্ঠা বৃত্তিস্তপো দানং নবধা কুললক্ষণং॥"

বিদ্যা আমাদিগের লক্ষণ। 'বিদ্যা' শব্দ বিদ্ হইতে, অর্থাৎ বেদ অধ্যয়ণ আমাদের লক্ষণ। এবং শূদ্রের বেদ অধ্যয়ন নিসিদ্ধ, কি

বিদ্যা আমাদের অলঙ্কার স্বরূপ। সুতরাং আমরা যে কোন মতেই শূদ্র নহি তাহা আর বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না। উপরোক্ত শ্লোকেই তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবে। অথচ বাল্যকালে একদিন আমি স্কুলে বসিয়া শ্লেটে ওঁ শব্দ লিখিয়াছিলাম; পণ্ডিত মহাশয় ব্রাহ্মণ, তাহা দেখিয়া রাগে অগ্নিতুল্য হইয়া আমার শ্লেট খানি কাড়িয়া লইয়া মাটীতে ফেলিয়া দিলেন। অবশেষে আমাকে বেঞ্চির উপর দাঁড় করাইয়া দিলেন। আর বলিতে লাগিলেন,—"এত বড় স্পর্দ্ধা যে শ্লেটের উপর ওঁ লেখে"। সেই দিন হইতেই আমি মর্ম্মাহত হইলাম কিন্তু ভাল করিয়া সংস্কৃত পড়িব প্রতিজ্ঞা করিলাম। তাহার পর যখন আমি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পরীক্ষার জন্য সংস্কৃত পড়ি এবং পণ্ডিতপ্রবর স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় আমাকে ঋগ্বেদ পড়াইতে ছিলেন,—আমি একদিন উচ্চৈঃস্বরে 'অগ্নিমীলে পুরোহিতম্ যজ্ঞস্য', ঋগ্বেদের প্রথমাষ্টক পাঠ করিতেছিলাম। ন্যায়রত্ন মহাশয় একজন শূদ্রকে বেদ শিক্ষা দিতেছেন, ইহাতে অনেক ব্রাহ্মণ বিরক্তি ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইংলণ্ড, জার্ম্মণী প্রভৃতি আমাদের যে শাস্ত্রকে মান্য করেন, আদর করিয়া পাঠ করেন, আমরা আমাদের দেশের সেই শাস্ত্র পড়িতে পারিব না ইহা নিতান্ত অযৌক্তিক। অনেকের ইচ্ছা যে আমরা পাটয়ারীর ন্যায়, পাঠশালের সে কালের গুরুমহাশয়ের নিকট কেবল শুভঙ্করী ধারাপাত ও শিশুবোধ পড়িয়া দিন যাপন করিব। আমরা মন্ত্রের অধিকারী নহি; "স্ত্রী শূদ্রানাং অমন্ত্রকং।" আমাদের পুরোহিতগণ মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন আর আমাদিগকে বলিবেন "তোমরা এই খানটা কেবল 'নমঃ নমঃ' বল"। আমাদের এই সকল শূদ্রত্বের অপবাদ না ঘুচাইলে আমরা সকলের চক্ষে চিরকালই হীন শূদ্র ভাবাপন্ন হইয়া থাকিব। সুতরাং ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করা একান্ত কর্ত্তব্য।

* * * *

[সারদা বাবু কতিপয় সভ্যগণের প্রতিবাদে পুনরায় আর এক স্থানে বলেন]

—আমরা যে ক্ষত্রিয়বর্ণ তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। বঙ্গদেশে কায়স্থগণই কেবলমাত্র উপবীত ত্যাগ করিয়াছে। আমরা সংস্কার ত্যাগ করিয়াছি বলিয়াই আজ আমরা শূদ্রের ন্যায় হইয়া পড়িয়াছি। " রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে Max Muller সাহেব শূদ্র বলিতেন না। স্বামী বিবেকানন্দকে কে শূদ্র বলিতে সাহসী হইবে? কার্য্যের দ্বারাই ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় মনে হয়? ক্ষত্রিয়ের দশবিধ সংস্কার আমরা গ্রহণ করি না বলিয়াই আজ আমরা শূদ্ররূপে পরিগণিত হইয়াছি।

আর্য্য জাতির উপনয়ন সংস্কার একান্ত কর্ত্তব্য। যদি আমরা আর্য্য বলিয়া স্বীকা করি বা অভিমান থাকে তবে আমাদের আর্য্যজনোচিত চিহ্ন উপবীত ধা একান্ত কর্ত্তব্য। উপবীত না থাকায় অপর দেশের কায়স্থগণ আমাদের সহি ব্যবহার রাখেন না; সকলে ঘৃণা করেন। আমরা যদি উপনয়ন সংস্কার গ্র করি তবে সমস্ত ভারতবর্ষের কায়স্থগণের সহিত মিলিত হইতে পারিব, আম সমগ্র কায়স্থ জাতি ক্ষমতাশালী জাতি হইয়া দাঁড়াইব। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণে উপনয়ন ছিল না বটে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যে কার্য্য করিতেন তাঁ সকল কার্য্য কি আমরা করিয়া থাকি? মধ্যে তাঁহারা বেদ অধ্যয়ন করিতেন আমরা তজ্জন্য কি বেদ অধ্যয়ন করিব না? কেবল কি আমরা কেরাণীগি করিব? যদি আমরা বেদমন্ত্র গ্রহণ করিতে চাই তবে আমাদের উপবীত সং আবশ্যক। তবে জোর করিয়া আমি কাহাকেও যজ্ঞ সূত্র গ্রহণ করিতে বলি পছিনা যাঁর ক্ষত্রিয় বলিয়া মনে হইবে তিনিই উপনয়নের অধিকারী। যাঁহারা হইয়া থাকিতে ইচ্ছা হইবে তিনি শূদ্র হইয়া থাকিবেন।

অতঃপর তিনি আন্তর্গণিক বিবাহ সম্বন্ধে আর একস্থানে বলেন :—

"আন্তর্গণিক বিবাহ দেওয়া যেখানে সুবিধা হইবে সেখানে কেন না হই Potentiality দরকার। Practicafility যে সকল স্থানে হবে আমি করি না। সুবিধা হইলেই বিবাহ হইতে পারিবে।"

—

গুণিজন সর্ব্বত্রই আদরণীয়।

গুনবান্ ব্যক্তি সকল বর্ণেরই আদরণীয়; গুণহীন হইলে আদরের পা ঘৃণিত। যদি পুনরায় কায়স্থ সমাজে পূর্ব্বের মত গুণেরই আদর হয় ক্রমে সকলেই গুণবান হইবার চেষ্টায় থাকিবে। গুণানুসারেই আর্য্য চারিটি বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে। যথা—

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়াসৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ। ইত্যাদি।

গীতা।

এখন আর গুণের আদর নাই; তজ্জন্যই কায়স্থসমাজ এরূপ অধঃপতি তেছে। যখন গুণের আদর ছিল, তখন গুণিজনাধিক্যবশতঃ সমাজো ছিল। কেবলমাত্র বিনয়গুণের অভাবেই দত্ত কুলীন হইতেই পারে

সেই গুণ[illegible]ভূত ব্যক্তিগত সম্মান, ক্রমে বংশগত হওয়ায়, গুণের প্রতি আর কাহারও লক্ষ্য নাই; সহজেই নির্গুণ* লোকের সংখ্যা অধিক হইতেছে। কৌলীন্যের ভিত্তিস্বরূপ সেই—

"আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্
নিষ্ঠা বৃত্তিস্তপোদানং নবধা কুললক্ষণম্॥"

ইত্যাদি গুণসমূহের হয়ত একটীও নাই, তথাপি অভিমান ক্রমশঃই বৃদ্ধি হইতেছে। মূল কথা, স্বার্থত্যাগী ও সদ্গুণাবলীর সম্মান সমাজ কর্ত্তৃক প্রদত্ত না হইলে বিবাহব্যয় সংক্ষেপ বা আন্তর্গণিক বিবাহ প্রভৃতি স্বার্থত্যাগমূলক দৈবভাবের সম্যক অভ্যুত্থান সমাজ মধ্যে কিরূপে হইবে?

মধ্যে মধ্যে দেশকাল পাত্রানুযায়ী কুলপ্রথার পরিবর্ত্তন অনেক সময়ে হইয়াছে। জগৎই পরিবর্ত্তনশীল। নূতন নিয়ম সংস্থাপনকালে কোনপ্রকার বিশৃঙ্খলা হয় নাই। অতএব এক্ষণে চারিটি সমাজের মিলিত শক্তি সর্ব্বসাধারণের উপযোগী যে নিয়ম, তাহাই স্থির করিয়া চলিতে পারেন। তাহাতে কোন বিশৃঙ্খলা হইবার সম্ভাবনা নাই।

তপস্যাগুণের প্রভাবে ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। তিনিই গায়ত্রী মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। সেদিনও খেতুর গ্রামের নরোত্তম দত্ত, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্জীব-গোস্বামী কর্ত্তৃক 'শ্রীঠাকুর মহাশয়' আখ্যা প্রাপ্ত হইলেন। তিনি চারিবর্ণেরই বন্দনীয় হইয়াছেন এবং এখনও হইতেছেন। কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি। বৃন্দাবন দাস ঠাকুর, রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভৃতি অনেক ভগবৎতত্ত্ববিৎ কায়স্থ মহাত্মাগণ চারি বর্ণের পূজ্য হইয়াছেন। তাঁহাদের পবিত্র কুলে অদ্যাপিও সেই অধিকার রহিয়াছে। কায়স্থজাতির মত সর্ব্বগুণালঙ্কৃত ক্ষত্রিয়বর্ণকে শূদ্র বলা অতি সাহস মাত্র। ত্রিশ দিবস অশৌচ লইলেই শূদ্র হয় না, এবং দশ দিবস-অশৌচ গ্রহণকারীগণও সকল ব্রাহ্মণ নহেন। এই জাতির অতীত গৌরবের কথা স্মরণ করিয়া দেখুন। ইহাদের মধ্যে=

"শৌর্য্যং তেজোধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্॥" গীতা।

প্রভৃতি ক্ষত্রিয়স্বভাবজাতগুণ সমূহ অদ্যাপিও বর্ত্তমান রহিয়াছে। সকলে সেই শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট ক্ষত্রিয়গণের প্রতি লক্ষ্য করুন। সেই নবধাগুণে কুলীন

* পরমেশ্বরের প্রতি 'নির্গুণ' শব্দ যে অর্থে ব্যবহার হয় এস্থলে তাহা নহে। 'ত্রিগুণাতীত' শব্দের পরিবর্ত্তে 'সদ্গুণবিহীন' অর্থই ব্যবহার করিতে হইবে।

হউন। দৈবভাবের আবির্ভাবে স্বার্থ ও বৃথাবংশাভিমানরূপ অহঙ্কার ত্যাগ হইয়া যাইবে। পূর্ব্বপুরুষগণের মত গুণের প্রতি লক্ষ্য করিলেই "স্বনামপুরুষঃ ধন্যঃ" হইবেন। স্বার্থত্যাগ ভিন্ন এ সংসারে এ পর্য্যন্ত কেহই শ্রেষ্ঠ হইতে পারেন নাই।

পরস্পরকে ঘৃণাচক্ষে দৃষ্টি না করিয়া ভিন্নজাতির নিকট হাস্যাস্পদ না হইয়া আমাদের চারিটি সমাজের মধ্যগত ভেদজ্ঞান দূরীভূত করিয়া একতা স্থাপন করিতে পারিলে সকলেই উন্নত হইবেন। ঘরের শত্রুদ্বারা ঘর নষ্ট হয়, পরের দাসত্ব করিয়াও জ্ঞাতির মস্তকে পদাঘাত করিব, সে চেষ্টা বড়ই দোষের। অনেকে ধারণা করেন,—"বঙ্গদেশীয় কায়স্থের একটী সমাজ হইলে, আমরা সকল ভ্রাতৃগণ মিলিত হইলে, 'আমিই সকল কায়স্থের শ্রেষ্ঠ' এ কথা তো বলিতে পাইব না; অতএব এক হইব না।" পাছে পৈতা গলায় দিয়া এ সূত্রে বাঁধি, এ ধারণাও কেহ কেহ মনে স্থান দেন। তাঁহারা ভাবেন যে পাঁচগাছি লাঠি একত্রিত হইলে একটী বোঝা হয়। সুধীগণ জানেন ভারতীয় কায়স্থের যদি একটি সমাজ হয়, তবে সে সভার ওজন এত গুরু হইবে যে অন্য জাতির সমাজ আর কখনও এজাতিকে ঈর্ষাপরবশ হইয়া ঘৃণ চক্ষে দেখিয়া পদদলিত করিতে পারিবে না।

আসুন বঙ্গদেশীয় কায়স্থ ভ্রাতৃগণ! সকলে মিলিত হইয়া এই শুভদি ভ্রাতৃস্নেহে আলিঙ্গন করিয়া কৃতার্থ হই। মনের কুটিলতা দূরে যাউক। শান্তিতে অধিষ্ঠিত হউন।

অগ্নিহোত্রী শ্রীহরিহর ঘোষ দেববর্ম্মা।

বর্ণগত পার্থক্যের লক্ষণ কি?

শাস্ত্রীয় প্রমাণ গ্রহণ না করিয়াও এমন কোন প্রত্যক্ষ বা জ্বলন্ত প্র আছে কি না যদ্দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি, অথবা নির্ভুল অনুমান করিতে যে, কোন একটী নির্দ্দিষ্ট জাতি বা শ্রেণী বা ব্যক্তি, ব্রাহ্মণ অথবা ব্রাহ্মণে কোন শ্রেণীভুক্ত?

এই গুরুতর বর্ণবিশেষ-পরীক্ষার প্রণালী সম্পূর্ণরূপে ভূয়োদর্শন, সুবিবে বুদ্ধিমত্তা, উদারতা, কল্পনার বলবত্তা প্রভৃতি সুদুর্ল্লভ গুণাবলীর উপর নি করিতেছে।

যে কোন ব্যক্তিকে বা যে কোন সম্প্রদায়স্থ ব্যক্তিবর্গকে আমাদের উদ্দেশ্যানুরূপ সূক্ষ্মভাবে বিচার করা আমাদের ন্যায় সামান্য বুদ্ধিবিশিষ্ট ও হৃদয়-বিশিষ্ট জীবের কর্ম্ম নহে। তবে জাতিতত্ত্ব আলোচনায় ইহার একটী অভিনব অথচ সম্ভবপর উপায় বিবেচনায় আমাদের মন্তব্য সন্নিবেশিত হইল।

আমরা তিনটী প্রধান অথচ প্রত্যক্ষ বিষয় হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া বর্ণগত পার্থক্যের পরিচয় প্রদান করিতে চেষ্টা করিব।

প্রথম,—ব্যক্তি বিশেষের বা সম্প্রদায় বিশেষের আকৃতি ও গঠন।

দ্বিতীয়,—ব্যক্তিবিশেষের আচার, ব্যবহার ও বুদ্ধিপ্রকাশ।

তৃতীয়,—ব্যক্তিবিশেষের বা সম্প্রদায় বিশেষের বর্ত্তমান সমাজে পদ ও প্রভাব।

প্রথমতঃ—

আমরা ইতিহাস পাঠে অবগত আছি যে আর্য্যগণ সুন্দর আকৃতিবিশিষ্ট ছিলেন। তাঁহাদের দেহের গঠন কর্ত্তব্যবিভাগানুযায়ী মনোহর ছিল। ব্রাহ্মণের দেহে জপ, তপ, ব্রহ্মবিদ্যা প্রভৃতির লক্ষণস্বরূপ সৌম্যভাব অথচ তেজোময় দীপ্তি প্রকাশ পাইত। ক্ষত্রিয়ের দেহের গঠন শাসনকার্য্যোপযোগী সামরিকভাবপূর্ণ ছিল। বৈশ্যের দেহের গঠন ব্যবসা ও কৃষিকার্য্যের অনুরূপ ছিল। শূদ্রের দেহের গঠন বলিষ্ঠ ছিল বটে, কিন্তু আর্য্যজনোচিত সুন্দর ছিল না।

ইতিহাস পাঠক মাত্রেই জানেন প্রাচীন আর্য্যরক্তে কত বিভিন্ন জাতির রক্ত অল্প বিস্তর দেশভেদে ও কালভেদে এ যাবৎ মিশিয়া আসিতেছে, এবং ইহার ফলে কত শঙ্কর জাতির উৎপত্তি হইয়াছে এবং কত বর্ণের কত ভিন্ন সম্প্রদায়ের সহিত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের মিশ্রণ হইয়াছে।

আধুনিক বঙ্গীয় সমাজ পরীক্ষা করিলে দৃষ্ট হইবে যে ব্রাহ্মণ যতই কেন পতিত হউন না, ক্ষত্রিয় নাম যতই কেন লুপ্ত হউক না, আর্য্যজনোচিত সুগঠন ও মুখের সুঠাম অধিকাংশ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈশ্যের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব প্রমাণ করিতে হইলে শাস্ত্র ও ইতিহাস পাঠ আবশ্যক। কিন্তু কায়স্থজাতি যে আকৃতে ও গঠনে ব্রাহ্মণের পরেই স্থান পাইতে পারে, তদ্বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ না থাকিবারই কথা।

আমরা আর একটী জাতি জানি, যাহাতে ভিন্ন জাতি মিশিয়া সঙ্কর জাতির সূচনা করিতেছে। সচ্চাষী জাতি কৃষিকার্য্য জীবিকা করিয়াছিল বলিয়া বৈশ্য বলিয়া পরিগণিত; কিন্তু মুসলমান রাজত্বকালে অনেক সচ্চাষী নবাবের হাবিলদার বা হাওলাদার বা সৈন্য বিভাগের কর্ত্তা পদ ও উপাধি পাইয়াছিলেন;

সুতরাং সচ্চাষী কে আরও প্রাচীনকালে ক্ষত্রিয়ের কার্য্য করিত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বর্ত্তমান সমাজে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, তন্তুবায়, সুবর্ণবণিক প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতির বা সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার আকৃতি ও গঠন দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্য ইহাও স্বীকার্য্য যে এই নিয়মের ব্যতিক্রমও ঘটে। একটী গোপবালক এত সুন্দর ও সুঠাম দেখিয়াছি যে আর্য্যগৌরব ব্রাহ্মণ সদৃশ বলিয়া ভ্রম জন্মে। কিন্তু ব্রাহ্মণের সহিত পার্থক্য সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বোধগম্য হয়, অর্থাৎ প্রতিভা-ব্যঞ্জক মুখের ভাব গোপবালককে দৃষ্ট হইবে না।

উচ্চবংশ, উচ্চচিন্তা, উচ্চকর্ম্ম প্রভৃতি কারণই যে আকৃতির সুন্দরত্বের পরিচায়ক তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুতরাং বর্ত্তমান কায়স্থ জাতির আকৃতি বিচার করিলে ইহা স্পষ্টই অনুমিত হয় যে উক্ত জাতি কখনই নীচ শূদ্রজাতি হইতে পারে না।

অনেক সময় কায়স্থকে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণকে কায়স্থ ভ্রম সাধারণে দৃষ্ট হয়; ইহার কারণ আকৃতির বিশেষত্ব ব্যতীত আর কিছুই নহে। আমার একটী সুবর্ণবণিক বন্ধু এমন প্রিয়দর্শন যে ব্রাহ্মণকুমার বলিয়া সন্দেহ হয়।

মানবের কর্ম্মভেদে বুদ্ধিভেদ ঘটে। তাহার চিন্তা, বুদ্ধি ও কর্ম্মানুগ প্রবৃত্তি তাহার বদনপটে প্রতিফলিত হয়। অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ মুখের সেই রহস্য-জনক চিহ্নগুলি পাঠ করিয়া কে কোন্ জাতি বা কি ব্যবসায়ী বলিতে পারেন।

এই আকৃতিবিচার পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া শিক্ষিত পাঠক মাত্রেই সমাজ-শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের স্বাভাবিক অবস্থা অনেকটা জানিতে পারিবেন।

দ্বিতীয়তঃ———

যে সম্প্রদায় যত উন্নত, তাহাতে তত বেশী শিষ্ট ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা সেই জন্য কোন ব্রাহ্মণকুমারকে অশিষ্ট ব্যবহার করিতে দেখিলে বলিয়া থাকি "পূর্ব্বজন্মে তুমি চাষা ছিলে, তাই সংস্কার বশতঃ ব্রাহ্মণোচিত আচার ব্যবহার শিখিতে এখনও বিলম্ব হইতেছে।"

ব্রাহ্মণের আচার পরম আদর্শ ছিল, ক্রমে ব্রাহ্মণগণ আচারহীন হইতেছেন। ক্ষত্রিয়ের আচার ব্যবহার অতি মহৎ ছিল; শত্রু অতিথি হইয়া আসিলেও তাহার পূজার ত্রুটি হইত না। কিন্তু কালধর্ম্মে সকলই ভাসিয়া যাইতেছে।

কায়স্থগণ বর্ত্তমান ভদ্র সমাজে অনেক উচ্চস্থান অধিকার করিয়া আছেন

তাঁহারা কথাবার্ত্তায়, আচার ব্যবহারে অতি শিষ্ট ব্যবহার করেন; অশ্লীলতা বা কর্কশতা খুব কমই ইঁহাদের মধ্যে দৃষ্ট হয়। অবশ্য এমন কায়স্থ কি বৈদ্য অথবা এমন ব্রাহ্মণও থাকিতে পারেন ও আছেন যাহাদের আচার ব্যবহার দেখিয়া বর্ণ বিশ্লেষণ করিলে প্রকাণ্ড ভ্রমে পতিত হইতে হইবে।

সঙ্গনানুসারে মানব আচার ব্যবহার শিক্ষা করে। সুতরাং আচার মূলতঃ জাতিগত এবং গৌণতঃ সঙ্গ ও শিক্ষাগত।

উচ্চজাতি বা উচ্চ সম্প্রদায় স্বভাবতঃ কর্ম্মানুযায়ী উচ্চবুদ্ধিসম্পন্ন। সুতরাং প্রতিভাব্যঞ্জক মুখকান্তি উচ্চজাতির পরিচায়ক। অনেকে আপত্তি করেন যে নরসুন্দর বা নাপিত সম্প্রদায় বুদ্ধিমত্তার জন্য খ্যাত, সুতরাং উহারাও উচ্চজাতি মধ্যে গণ্য। উত্তরে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলেন যে নাপিতেরা দ্বিজজাতির ন্যায় মার্জ্জিত বুদ্ধিসম্পন্ন নহে, কারণ উভয়ের কর্ম্মক্ষেত্রে ও চিন্তাপ্রসার সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

কর্ম্মভেদ হইতেই জাতিভেদ, ও বুদ্ধিভেদ এবং প্রবৃত্তিভেদ। তাই ভগবান শ্রীমুখে বলিয়াছেন "গুণকর্ম্মবিভাগশঃ"। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ গুণের তারতম্য বশতঃ বুদ্ধিবৃত্তি বহুধা বিভিন্না হইয়া অনাদি কাল হইতে অনন্ত কাল পর্য্যন্ত বহুবিধ জাতি নিচয়ের সূচনা করিবে। ইহাই প্রকৃতির অপরিহার্য্য নিয়ম।

সুতরাং জাতিগত প্রকৃতি, আচার ব্যবহারে সুস্পষ্ট প্রতিফলিত হয়।

তৃতীয়তঃ———

ব্যক্তিবিশেষের বা সম্প্রদায় বিশেষের বর্ত্তমান সমাজে পদ ও প্রভাব বিচার করিলেও আমরা অনেকটা জাতিতত্ত্বের সমাধান করিতে পারি। কিন্তু ইহা স্বীকার্য্য যে, কলিযুগে ব্রাহ্মণের পদমর্য্যাদা ও প্রভাব বর্ত্তমান সমাজে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকটা খর্ব্ব হইয়াছে এবং অনেক ব্রাহ্মণেতর জাতি পদগৌরবে সমাজের শীর্ষস্থানে উঠিবার জন্য উদ্যম করিতেছে, ও অনেক ক্ষেত্রে উঠিয়াছে।

উপস্থিত সমাজে যে শৈথিল্য সঞ্চার হইয়াছে তাহাতে অর্থগৌরবে বলীয়ান্ নীচ জাতিও অর্থহীন অপেক্ষাকৃত উচ্চজাতির যোগ্য সমাদর করে না। দুই একটী নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি নীচজাতি হইতে সমাজে উন্নত পদ অর্থসাহায্যে ও বুদ্ধিসাহায্যে লাভ করিয়াছে বলিয়া আমাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে না।

যাহা হউক, সমাজে এখন যাহারা পদগৌরবে উন্নত ও বিশিষ্ট ক্ষমতাপন্ন তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য ও বৈশ্য জাতি। কারণ, আর্য্য-জনসুলভ প্রতিভা সাহায্যেই সমাজে পদ ও প্রভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়।

যাহার যে জাতি, তাহা তাহার গায়ে লেখা আছে। কিন্তু সে লেখা পড়ে কে? জুগী যে ব্রাহ্মণ নহে, কায়স্থ যে শূদ্র নহে, ইহা ঐ জাতির গায়েই লেখা আছে।

অবকাশ পাইলে বারান্তরে সুদীর্ঘ আলোচনা করিব।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার চক্রবর্ত্তী, বি এ।

কপালকুণ্ডলা।

কি কারণ, এ কাননে, শ্বাপদ মাঝারে
ভ্রমিছ নিশীথে আজি কহ তা আমায়
প্রিয়তম, বিস্ফারিত নয়ন তোমার
কি কারণে বল বরষে অনলকণা
রক্তজবারাগে ক্রুদ্ধ বিষধর সম।
নিবাত নিষ্পন্দ স্থির সরসী সমান
ছিল যে হৃদয় তব আজি অকস্মাৎ
প্রচণ্ড আবর্ত্তে তাহা কেন আন্দোলিত;
রোষদীপ্ত দুনয়নে কটাক্ষ ভীষণ
কারে করে অন্বেষণ এ নিবিড় বনে।
সস্নেহ সম্ভাষ যত সকলি পাশরি
জলদগম্ভীরস্বরে কেন গরজিলে
'কপালকুণ্ডলা' বলি; পশিল সে ধ্বনি
কালান্তক বজ্রসম অন্তঃস্তলে মম
বিবশ হৃদয়তন্ত্রী ভীম প্রহরণে,
সহচর বনচর ভীষণদর্শন
সাগরসৈকতবাসী জটাজূটধারী
ঘোর বামাচারী সেই কাল কাপালিক;
রুদ্রাক্ষমালিকা গলে ব্যাঘ্রচর্ম্ম বাস
দ্বিতীয় কৃতান্ত সম করাল বদন
নিরখি উভয়ে আজি এ বিজন স্থানে

সহসা পড়িছে মনে পূর্ব্বকথা যত
সুখনিশা অবসানে সুখস্বপ্ন সম।
বালিকা বয়সে আহা! ছিনু বনচরী,
ফিরিতাম কত বনে, বনে, হেরিতাম
প্রাণভরি জলধীর নীলাম্বুলহরী।
অস্তোন্মুখ দিবাকর পানে রহিতাম
নীরবে চাহিয়া মন্ত্রমুগ্ধসম; নীল
সিন্ধুনীরে ডুবিত দিনমনি,
ছড়ায়ে সুবর্ণদ্যুতি মৃদুল কিরণ,
ডুবাইয়ে চরাচর তিমির মাঝারে।
শুনিতাম-সুগম্ভীর সাগরগর্জ্জন,
ময়ূরী যেমতি আহা আকুল শ্রবণে
অধীর উল্লাসে শোনে জলধরধ্বনি।
সেইদিন নিরখিনু যবে দুনয়নে
মোহন মূরতি তব বারিধি-সৈকতে
প্রদোষ-তিমিরে চারু চিত্রলেখা সম,
সেই কালনিশা, স্মৃতি উদিলে মানসে
আজিও আতঙ্কে দেহ হয় রোমাঞ্চিত;
জনহীন শৈকতপ্রদেশে বধ্যভূমি
ভয়ঙ্কর; লক্‌লকে জ্বলিছে অনল
বিস্তারিয় লোলজিহ্বা বিকট ব্যাদানে,
চারিদিকে তান্ত্রিকের পূজা আয়োজন,
মধ্যস্থলে নৃমুণ্ডখর্পরে মহাসব
রক্তবর্ণ; একপ্রান্তে খড়্গ খরসান,
মনুষ্য শোণিত পানে সতত লোলুপা
সৈকতে পড়িয়া স্বর্ণতরু, লতাগুল্মে
সুদৃঢ় বন্ধন; আসন্ন মরণ গণি
প্রভাত চন্দ্রমা সম বদন মলিন।
সেই পূত দেবালয়, সেই ভীমকান্ত
কৌষিকী মূরতি, শৈশবের লীলাভূমি

অভয় ভবন ; হরিষ অন্তরে যথা
হেমকণ্ঠে বরমালা করিনু প্রদান।
উদ্বাহান্তে সপ্তগ্রামে উত্তরিনু আসি
তোমাসনে, ভয়ভীতা কুরঙ্গী যেমতি
ঘোর দাবানল হেরি কানন ভবনে
প্রাণ ল'য়ে দূরদেশে করে পলায়ন।
যাত্রাকালে শ্যামাপদে করিয়া প্রণতি
ভক্তিভরে বিল্বপত্র অর্পিনু চরণে
জানিবারে শুভাশুভ অদৃষ্ট লিখন।
শ্রীচরণ শতদল ত্যজি, বিল্বপত্র।
পড়িল ভূতলে ; আতঙ্কে কাঁপিল প্রাণ ;
ভাবী অমঙ্গল মম হইল সূচিত।
সেই দিন মনে স্থির জানিনু নিশ্চয়
না হইবে সুখী নব পরিণয়ে কভু
চির অভাগিনী ; কপালে নাহিক সুখ
লভিয়ে দেবতাতুল্য দয়িত রতনে।
আজি পুন ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দরশনে
কাঁপিয়া উঠিল প্রাণ বিষম তরাসে।
ধরণীর সুশীতল শ্যামল বিপিনে
শাখিশাখে সুখাসীনা কপোতী যেমতি
নিরখিয়ে কালসম সশস্ত্র কিরাতে
নিশ্চয় মরণ গণে তেমতি গো আমি
সহসা দেখিনু মম অন্তিম নিকটে।
উষার কনক জ্যোতিঃ হ'লে বিকসিত
স্বল্প তন্দ্রাবেশে দেখিলাম সিন্ধুবক্ষে
সুসজ্জিত তরী মনোহর ; উঠিতেছে
পতাকা বাসন্তী বর্ণ তাহে ধীরে ধীরে
প্রদোষ মৃদুল পবনে ; নাবিকবৃন্দ
সুবাসিত বনফুল মাল্যদাম গলে
হরষে গাহিছে রাধাকৃষ্ণ প্রেম গাথা ;

আনন্দে তরণী বক্ষোপরি ভাসিতেছি
কত রঙ্গে হেরিতেছি পয়োনিধি নীরে
অস্তাচলগামী স্বর্ণ-রবি রশ্মিছটা।
অকস্মাৎ কোথা সূর্য্য হ'লে অন্তর্হিত,
ছাইল ধরণী ঘোর নৈশ অন্ধকারে,
ঘিরিল গগন প্রান্ত দিগন্ত প্রসারি,
ভীষণ নিবিড় নীল কাল কাদম্বিনী।
দূরে গেল উল্লাস অচিরে স্তব্ধ হ'ল
হরষ সঙ্গীত ; ছিঁড়িল সাধের মালা ;
খসিয়া পড়িল জলে পতাকা অমনি।
স্বপ্ন হেরি মনে মনে বুঝিনু সকলি
ভেঙ্গেছে আশার তরু কাল ঝঞ্ঝাবাতে,
বাজিল কালের ভেরি জীবন সঙ্গীতে।
মৃত্যুর করাল ছায়া অট্টহাস্য করি
ভীষণ রাক্ষসীবেশে আসিছে গ্রাসিতে
এ ক্ষুদ্র পরাণ মোর, যত আশা ছিল
নিমেষে ফুরাল সব কৃতান্ত নির্দ্দয়
অভাগীর সুখসাধে সাধিল রে বাদ।
মিছে কাঁদি ; স্বামী যার ভাবে কলঙ্কিনী
বিনা অপরাধে, সে কেন রাখিবে প্রাণ ?
সে কেন বাঁচিতে চায়, কিবা সুখ আশে ?
নিদারুণ তাপানল হৃদে জ্বলে যায়
সে কেন ডরায় আজি হেরি চিতানলে ?
বঞ্চিত যে অভাগিনী পতি প্রেম লাভে,
নাহি তোষে কটু ভাষে নিতান্ত নির্দ্দয়।
কৃতান্তের কাল শয্যা ফুলশয্যা তার।
তাই বলি, চল নাথ ! চল ত্বরা করি
শ্যামার চরণে মোরে দিতে বলিদান।
অই দেখ, অই যেন বিকটদশনা,
নৃমুণ্ডমালিনী শ্যামা নীরদবরণী

মুক্তকেশী কটিবেড়া নরকর-রাজি
নবশশি-সুশোভিত-ললাটে উজ্জ্বল।
বরাভয় অসি হস্তে করিয়া ধারণ
ডাকিছে জননী যেন ক্রোড়ে দিতে স্থান।
স্নেহ আশা ভালবাসা সকলি পাশরি
পুলকে সঁপিব প্রাণ সে চরণমূলে ;
নিরখিয়া তব পদ সুচারু বয়ান
ত্যজিব এ ছার প্রাণ ও রাঙ্গা চরণে।
কোথা তুমি, হে অজ্ঞাত জননী আমার,
জন্মাবধি না হেরিনু যাঁর মুখখানি,
কোথা তুমি এ দাসীরে দেও দরশন।
আজি এ অন্তিম কালে তোমার চরণে,
উদ্দেশ্যে প্রণমি মাগো জনমের মত,
দুখিনী তনয়া তব হইছে বিদায়।

শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ মজুমদার দেববর্ম্মা, বি,

মুন্সীগঞ্জ, ঢাকা।

ব্যবস্থাপত্র।

উপনীত শূদ্রস্পৃষ্টান্নাদি ভক্ষণরূপ সংসর্গকারী মৃতশূদ্রঃ।

অতিসার রোগাত্মনুমিত জন্মান্তরায় মহাপাতকশেষ-পাপক্ষয়কামীচ পরা কৃত্বা ব্যবহার্য্যো ভবতি তদগ্নি কার্য্যাদিকঞ্চ ॥ ইতি বিদুষাম্পরামর্শঃ ॥

শ্রীরণজিতানন্দ দেবশর্ম্ম

শ্রীচন্দ্রকুমার দে

কায়স্থসমাজ ও আত্মজ্ঞান।

যাঁহারা কায়স্থ-সাহিত্যের আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই অবগত আছেন—'কায়স্থ' নাম বহু পুরাতনকাল হইতে ভারতভূমে প্রতিষ্ঠিত। সভ্য ভারতের মধ্যে এমন কোন স্থান মিলিবে না, যেখানে—অন্ততঃ যাহার সন্নিকটে—কায়স্থের বাস নাই। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস, তন্ত্র, কাব্য, শিলাফলক—সর্ব্বত্র কায়স্থের নাম বা বর্ণনা উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত। ভারতের এক বিরাট ও শক্তিশালী জাতি 'কায়স্থ' আখ্যায় অভিহিত। কিন্তু, পাঠক, বলুন দেখি – এই জাতি কি নিমিত্ত 'কায়স্থ' অভিধান প্রাপ্ত হইল ? কায়স্থ জাতি ক্ষত্রিয় বর্ণের অন্তর্গত, বা কায়স্থ লিপি-ব্যবসায়ী ক্ষত্রিয় - এ কথা আজি আর কাহাকেও বলিয়া দিবার আবশ্যকতা নাই। কিন্তু কেন ইহারা সাধারণ ক্ষত্রিয়গণ হইতে স্বতন্ত্রীভূত হইয়া 'কায়স্থ' নামে প্রসিদ্ধ হইল ? কেনই বা ক্ষত্রিয় সাধারণের ধর্ম্ম যুদ্ধবৃত্তি পরিহার পূর্ব্বক লেখ্যবৃত্তি অবলম্বন করিল ? 'কায়স্থ' এ কথার অর্থ কি ?

অনেকে বলেন,—"আদিম কায়স্থ চিত্রগুপ্তজ কায়স্থগণ ; ইহাঁদের মূল-পুরুষ চিত্রগুপ্ত দেব ব্রহ্মার কায় হইতে জাত বলিয়া কায়স্থজাতি 'কায়স্থ' নামে অভিহিত"। কিন্তু প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে এ কথার উল্লেখ নাই। কোথাও কোথাও এই ভাবের আখ্যান দৃষ্ট হয় বটে, যথা—শব্দকল্পদ্রুমোক্ত ভবিষ্য-পুরাণের উপাখ্যানে, বিশ্বকোষে উদ্ধৃত পদ্মপুরাণীয় পাতাল-খণ্ড-বিবরণে, কমলাকর ভট্টের কথিত পদ্মপুরাণীয় সৃষ্টিখণ্ডের বচনে, এবং "চিত্রগুপ্ত-কথা" নামক পুস্তকে। কিন্তু পণ্ডিত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের "কায়স্থের বর্ণনির্ণয়" প্রকাশিত হইবার পর হইতে এই সকল আখ্যানের মৌলিকতা সম্বন্ধে অনেকেই সন্দিহান। কেন না আসল ভবিষ্যপুরাণে, পদ্মপুরাণে, বা অন্য কোন পুরাণে এই সকল বিবরণ পাওয়া যায় নাই। কিন্তু যাহাই হউক, তবু স্বীকার করিতে হইবে যে, এই সকল আখ্যান হইতেই 'ব্রহ্মকায়-সমুদ্ভূত বলিয়া কায়স্থ' এই কথার সৃষ্টি হইয়াছে। অধিকন্তু ইহা হইতে, আরও জানা যায় যে, স্মরণাতীত প্রাচীনকাল হইতে কায়স্থগণ হিন্দুসমাজে কিরূপ গৌরব, কিরূপ সম্মান, ও কিরূপ উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আসিতেছেন। হায় ! তুলনায় আজি আমরা কতদূর হীনাবস্থা !

বলিয়াছি, প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে 'ব্রহ্ম-কায়-জাত বলিয়া কায়স্থ' এ কথার উল্লেখ নাই। পরন্তু ইহার বিপরীত কথাই শাস্ত্রে আছে। স্কন্দ-পুরাণের প্রভাসখণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে যে—এই ধরাতলে 'মিত্র নামে ধর্ম্মাত্মা এক কায়স্থ ছিলেন। চিত্র নামে তাঁহার পত্নীর গর্ভে তাঁহার এক পরম তেজস্বী পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। চিত্র শৈশবে মাতৃ পিতৃহীন হইয়া মহারণ্যে ঋষিগণ কর্ত্তৃক পালিত হয়েন ও পরে তপোশ্চরণ পূর্ব্বক সিদ্ধি লাভ করেন। পরে ইনি ধর্ম্মরাজসভায় চিত্রগুপ্ত নামে বিশ্বচরিত্র-লেখক হয়েন। এই আখ্যায়িকা হইতে দুইটি বিষয় নিশ্চিত হইতেছে। প্রথমতঃ—চিত্রগুপ্তের ধরাতলে মনুষ্যকুলে মাতৃগর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। দ্বিতীয়তঃ—চিত্রগুপ্তের পূর্ব্বেও 'কায়স্থ' নাম বর্ত্তমান ছিল; তাঁহার পিতা মিত্রও কায়স্থ ছিলেন। সুতরাং আর কিরূপে বলিব যে, চিত্রগুপ্ত ব্রহ্মকায় হইতে সমুদ্ভূত বলিয়া প্রথম 'কায়স্থ' অভিধানপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন?

'কায়স্থ' নামের যে সকল ব্যুৎপত্তি প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে প্রাগুপ্ত ব্রহ্ম-কায়-সমুদ্ভব বিষয়ক কিংবদন্তীই প্রসিদ্ধ। কিন্তু ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে উহা অধিক মূল্যবান বলিয়া বোধ হয় না। আবার চান্দ্রসেনী ও প্রভু কায়স্থগণের উৎপত্তির পূর্ব্বেও চিত্রগুপ্তজ কায়স্থগণ বিদ্যমান ছিলেন। অতএব ইহাঁদেরও পূর্ব্বেই কায়স্থের নাম ও বৃত্তি নিরূপিত হইয়াছিল। কিন্তু কিরূপে? কিরূপেই বা ক্ষত্রিয়বর্ণের শাখাবিশেষ কায়স্থ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল? আর কিরূপেই বা শান্তিময় লিপিকার্য্য ইহাঁদের জীবিকা হইয়াছিল?

পাঠক, কায়স্থ যে একটি জাতির নাম, এ কথাটা রাখিয়া, একবার স্বতন্ত্র-ভাবে 'কায়স্থ' পদের অর্থ-চিন্তা করুন। কায়স্থ অর্থাৎ শরীরস্থ। এখন এই 'কায়স্থ' বা শরীরস্থ বস্তু কি? প্রাচ্য দর্শন চিরদিন হিন্দুকে এই শ্রেষ্ঠ সত্য শিখাইয়া আসিতেছে যে, আমাদের পরিদৃশ্যমান পাঞ্চভৌমিক কায় পরিণামী ও অনিত্য—পূর্ব্বে ছিল না এবং পরে থাকিবে না। এই কায়ের অভ্যন্তরে এক অখণ্ড, অপরিণামী, অক্ষয় অনাদি, অনন্ত বস্তু আছে—তাহাই দেহী বা দেহের চৈতন্য শক্তি। ইহাই কায়স্থ দ্রষ্টা পুরুষ, কূটস্থ চৈতন্য, আত্মা বা ব্রহ্ম। জীব এই ব্রহ্মবস্তুর সহিত অভিন্ন হইয়াও, অবিদ্যার আবরণে জ্ঞানদৃষ্টি আবদ্ধ থাকায়, ইহা বুঝিতে পারেন না। যেমন রঙ্গমঞ্চের যবনিকা সরিয়া গেলে ভিতরের দৃশ্য নেত্রপথবর্ত্তী হয়, সেইরূপ অবিদ্যার আবরণ সরিয়া গেলে আপনার অভ্যন্তরে এই আত্মার দর্শনলাভ হয়। যতদিন এই আত্মদর্শন বা

'কায়স্থ'-দর্শন না ঘটে, ততদিন জীব অবিদ্যাবশতঃ এই ভৌতিক দেহকে সকল কার্য্যের কর্ত্তা ও সকল ভোগের ভোক্তা বলিয়া অনুমান করে—মনে করে, "এই শরীরই আমি"। পরন্তু যিনি আত্মদর্শী জ্ঞানী তাঁহার উল্লিখিত অবিদ্যাজনিত কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব বোধ অপগত হইয়াছে—তিনি কায়কে উপেক্ষা করেন এবং 'কায়স্থ' আত্মার সহিত স্বীয় অভিন্নতা বুঝিতে পারেন। তিনি বলেন,—"আমি কায় নহি; আমি 'কায়স্থ'—আমি 'কায়স্থ'।"

এই ভারতভূমি একদিন ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনা দ্বারা উজ্জ্বল শ্রী ধারণ করিয়াছিল। বেদান্ত, সাংখ্য প্রভৃতি দর্শন আজি তাহার সাক্ষী। ভারতের সেই গৌরবময় দিনে কতিপয় ক্ষত্রিয় সন্তান আত্মানাত্মবিবেক জ্ঞানের বিমল জ্যোতিঃ লাভ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মবিচার পূর্ব্বক তাঁহারা কায়কে নশ্বর এবং 'কায়স্থ'কে অবিনশ্বর বলিয়া অবধারণ করিয়াছিলেন। সেই মহনীয় সত্যলাভ করিয়া তাঁহারা সকলেই বলিয়াছিলেন,—"আমি কায় নহি; আমি 'কায়স্থ'।" ক্রমশঃ তাঁহারা কায়স্থ বলিয়া জন সমাজে সুপরিচিত হইয়াছিলেন, এবং অন্য সাধারণের নিকটেও 'কায়স্থ' নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। এইরূপে বিশাল ক্ষত্রিয় সমাজের এক শাখা কায়স্থ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল।

ব্রহ্মবিদ্যাপরায়ণ ভারতে এই জ্ঞানী ক্ষত্রিয়গণ প্রতিদিন সংখ্যায় বৃদ্ধি পাইতেছিলেন, তাহাতে সংশয় নাই। আত্মদর্শী জ্ঞানী ব্যক্তিগণের সহিত যাঁহারা নিয়ত সংসর্গ করেন তাঁহাদেরও জ্ঞানোৎপত্তি হয়—ইহা স্বাভাবিক নিয়ম এবং ইহা দার্শনিক সত্য। যাঁহারা সাংখ্যসূত্র পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের মনে পড়িবে, কপিলদেব বলিয়াছেন,—"লব্ধাতিশয়যোগাদ্ বা তদ্বৎ" তর্থাৎ লব্ধাতিশয় বা জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা-প্রাপ্ত ব্যক্তির যোগ বা সঙ্গের দ্বারাও বিবেক-লাভ হয়। সুতরাং যাঁহারা উল্লিখিত জ্ঞানিগণের সহিত এক পরিবারে বাস করিতেন—অথবা মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ থাকিতেন—অথবা অন্য প্রকারে সংসর্গ রাখিতেন—তাঁহারও কালক্রমে জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হইয়া 'কায়স্থ' নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। এইরূপে কায়স্থগণ জন-সংখ্যায় বৃদ্ধি পাইয়াছিলেন, এবং কালে এক স্বতন্ত্র সমাজরূপে পরিণত হইয়াছিলেন।

ইহা বড় সামান্য কথা নহে। "সোঽহং" "অহং ব্রহ্মাস্মি" ইত্যাদি মহাবাক্য সকলের ন্যায় "কায়স্থোঽহং" বা "অহং কায়স্থোঽস্মি" অতি গৌরবজনক বাক্য। উদ্দালক ঋষি আপনি পুত্র শ্বেতকেতুকে বলিয়াছিলেন,—"তৎত্বমসি" (তুমি সেই ব্রহ্ম)। এক দিন বুঝি কায়স্থ পিতা ও স্বীয় পুত্রকে বলিতেন,—

"কায়স্থস্তু মসি"। পৃথিবীর সমুদয় বৈজ্ঞাদিক তত্ত্বের মধ্যে যাহা সকলের শ্রেষ্ঠ দার্শনিকতত্ত্ব, ইহা সেই অপরাজয়ের অদ্বৈতবাদের সার সত্য। যে আত্মতত্ত্বের বৃত্তান্তে আজি সমগ্র সভ্য জগৎ স্তম্ভিত, চমকিত—যাহার জয় নিনাদে আজি দূরদূরান্তর পর্য্যন্ত মুখরিত, সেই আত্মতত্ত্ব আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ লাভ করিয়াছিলেন। আর অধুনা তাঁহাদিগের বংশধরগণ, যেমন অন্যান্য সম্পদ হারাইয়াছে, তেমনি এই অতুলনীয় সম্পদও হারাইয়া বসিয়া আছে।

যাঁহারা জ্ঞানের গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করেন না, তাঁহারা এ সকল কথায় সন্তুষ্ট হইবে না। তাঁহারা বলেন,—জ্ঞান একটা নীরস সামগ্রী। কিন্তু জ্ঞানীর নিকটে জ্ঞান নীরস নহে। জ্ঞানী জানেন, জ্ঞানের অপেক্ষা সরসসামগ্রী আর কিছুই নাই। ভক্তি যদি সরস হয়, কর্ম্ম যদি সরস হয়, জ্ঞান সরস হইতে সরসতর। আর ভক্তিবিরহিত জ্ঞানই বা কোথায়? যেখানে ভক্তি আছে, সেখালে জ্ঞান না থাকিতে পারে। কিন্তু যেখানে জ্ঞান আছে, সেখানে ভক্তি আছেই আছে। ভক্তি জ্ঞানের অনুগামিনী। ভক্তি জ্ঞানের সহচারিণী। জ্ঞানহীনা ভক্তি সম্ভব; কিন্তু ভক্তিহীন জ্ঞান সম্ভবে না। প্রকৃত জ্ঞানী ব্রহ্মনির্ব্বাণের জন্য যত ব্যাকুল হন, তত ব্যাকুল আর কেহ কিছুতে হয় না। এই ব্যাকুলতাই ভক্তি।

সুস্পষ্ট হইল কিনা, জানি না—কিন্তু কি প্রকারে প্রাচীন হিন্দু সমাজে কায়স্থ জাতির সমুদ্ভব হইয়াছিল, তাহা ব্যক্ত করিতে একরূপ চেষ্টা করিয়াছি। এখন কিরূপে ইহাঁদের লিপিকার্য্য জীবিকা হইয়াছিল, সেই বিষয় বিবেচ্য।

বেদান্ত মোক্ষাভিলাষীর জন্য সাধন চতুষ্টয় নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে প্রথম সাধন—নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ—অর্থাৎ একমাত্র আত্মা নিত্য তদ্ভিন্ন সকলই অনিত্য, এইরূপ বিবেক। ইহা মুখের কথা নহে। হৃদয়ে এই জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত করিয়া, ব্যবহারিক জীবনে ইহার প্রয়োগ করিতে হইবে। তবেই জীব মোক্ষপদের অধিকারী হয়। সেটি কিঞ্চিৎ প্রয়াস-সাধ্য। তাই নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক লাভের নিমিত্ত অধ্যাত্মবিদ্যালোকিত প্রাচীন ভারতে অষ্টাঙ্গযোগ উদ্ভাবিত হইয়াছিল। মহাত্মা পতঞ্জলি বলিতেছেন,—

"যোগাঙ্গানুষ্ঠানাদবিশুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তিরাবিবেকখ্যাতেঃ।"

এথাৎ যোগাঙ্গ সকলের অনুষ্ঠান দ্বারা অবিশুদ্ধিক্ষয় এবং ক্রমশঃ জ্ঞানদীপ্তি হইয়া বিবেকোদয় হয়। যোগাঙ্গ আট প্রকার, যথা,—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। ইহার মধ্যে প্রথম অনুষ্ঠান—যম।

যম আবার পাঁচ প্রকার—অহিংসা, সত্য, অস্তেয় (অচৌর্য্য), ব্রহ্মচর্য্য অপরিগ্রহ। অহিংসাই সকলের প্রথমে। অতএব অধ্যাত্মজ্ঞানীর প্রথম অনুষ্ঠেয় বিষয় অহিংসা। যাঁহারা জ্ঞানী এবং জ্ঞানার্থী তাঁহারা সর্ব্বপ্রথমে অহিংসা অভ্যাস করিবেন। অহিংসা সর্ব্বপ্রকার হননেচ্ছার অভাব। জ্ঞানপথাবলম্বী কাহারও হনন ইচ্ছা করিবেন না, কাহারও কোন অনিষ্ট করিবেন না। তিনি প্রাণিহিংসার সংস্রবে আসিবেন না। এমন কি জীব হিংসার সহিত সম্বন্ধ আছে বলিয়া, আহারে মৎস্য মাংস পর্য্যন্ত বর্জ্জন করিবেন। যুদ্ধ বিগ্রহের সহিতও জীবহিংসার সম্বন্ধ আছে। অতএব মুমুক্ষু জ্ঞানীর নিকটে যুদ্ধকার্য্যও পরিবর্জ্জনীয়। এই জন্যই জ্ঞানী কায়স্থগণ যুদ্ধবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

অবশ্য ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যুদ্ধবৃত্তি পরিত্যাগের কথা একটু অভিনব মনে হইতে পারে। বিশেষতঃ গীতায় ভগবানের শ্রীমুখে ব্যক্ত হইয়াছে,—"ধর্ম্মাদি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োহন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে"। অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ধর্ম্মযুদ্ধের অপেক্ষা শ্রেয়স্কর আর কিছুই নাই। সুতরাং ধর্ম্মযুদ্ধই যখন ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠ-কর্ম্মরূপে নির্দ্দিষ্ট, তখন ক্ষত্রিয় কায়স্থগণ যুদ্ধকার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, ইহা কিরূপে বলা যায়?

কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে সকল যুদ্ধই ধর্ম্মযুদ্ধ নহে। অধর্ম্মযুদ্ধও আছে। দেশ বা সমাজের হিতার্থ যুদ্ধ ধর্ম্মযুদ্ধ; কিন্তু যে যুদ্ধের পরিণতি কেবল পরপীড়ন, তাহা ধর্ম্মযুদ্ধ নহে। তস্করের হস্ত হইতে কাহারও সম্পত্তির উদ্ধারার্থ যুদ্ধ ধর্ম্মযুদ্ধ; কিন্তু যে যুদ্ধের উদ্দেশ্য পরস্বাপহরণ, তাহা ধর্ম্মযুদ্ধ নহে। দুর্জ্জনের শাসনার্থ যুদ্ধ ধর্ম্মযুদ্ধ; কিন্তু যে যুদ্ধের দ্বারা কোন কুনীতির সহায়তা হয়, তাহা ধর্ম্মযুদ্ধ নহে। সেকালে রাজারা দিগ্বিজয় মানসে যে যুদ্ধ করিতেন, তাহাও অধর্ম্মযুদ্ধ। ধর্ম্মযুদ্ধের ব্যাখ্যায় স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহোদয় যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহাতে আমাদিগের কথা স্পষ্টতর হইবে। তদীয় ব্যাখ্যার মর্ম্মাংশ এইরূপ;—"অনেক সময়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া যোদ্ধার পক্ষে অধর্ম্ম। অনেক রাজা পরস্বাপহরণ জন্যই যুদ্ধ করেন। তাদৃশ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া ধর্ম্মানুমত নহে। কিন্তু যে যুদ্ধব্যবসায়ী মনুষ্য, সমাজের দোষে তাহাকে তাহাতেও প্রবৃত্ত হইতে হয়। যোদ্ধাগণ রাজা বা সেনাপতির আজ্ঞানুবর্ত্তী। তাঁহাদের আজ্ঞামত যুদ্ধ করিতে অধীন যোদ্ধামাত্রেই বাধ্য। কিন্তু সে অবস্থায় যুদ্ধ করিলেও তাঁহারা পরস্বাপহরণ ইত্যাদি পাপের অংশী হয়েন। এই অধর্ম্মযুদ্ধেই অনেক যোদ্ধা তাহা হইতে কোনরূপে নিষ্কৃতি পান না। ভীষ্মের

ন্যায় পরম ধার্ম্মিক ব্যক্তিরও অন্নদাসত্ববশতঃ দুর্য্যোধনের পক্ষাবলম্বন পূর্ব্বক অধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার কথা এই মহাভারতেই আছে। ইউরোপীয় সৈন্যের মধ্যে খুঁজিলে ভীষ্মের অবস্থাপন্ন লোক সহস্র সহস্র পাওয়া যাইবে। অত যোদ্ধার এই মহৎ দুর্ভাগ্য যে স্বধর্ম্ম পালন করিতে গিয়া, অনেক সময়ে অধর্ম্মে লিপ্ত হইতে হয়। ধার্ম্মিক যোদ্ধা ইহাকে মহদ্দুঃখ বিবেচনা করেন।"

বস্তুতঃ যিনি বলিয়াছেন, ধর্ম্মযুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম্ম, তিনিই আবার অ বলিয়া দিয়াছেন, অহিংসা শৌচ প্রভৃতি জ্ঞানের লক্ষণ। (গীতা, ত্রয়ো অধ্যায়, সপ্তম হইতে একাদশ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। অতএব যাহাতে দেশের সমাজের কল্যাণ নাই, এমন যুদ্ধের জীবহিংসা শ্রীকৃষ্ণের সম্মত নয় জ্ঞানী কায়স্থগণও বোধ হয় এইরূপ চিন্তা করিয়াছিলেন। তাঁহারা বুঝি ছিলেন, ধর্ম্মযুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম্ম হইলেও অধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে আর অহিং রক্ষিত হয় না। এবং ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অধর্ম্মযুদ্ধও সুলভ। সুতরাং যু ব্যবসায়ে হিংসাকার্য্যে প্রবৃত্তির অবসরও অধিক। এই কারণে তাঁহা যুদ্ধবৃত্তিই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

যুদ্ধ ব্যবসায় ত বর্জ্জিত হইল। কিন্তু এখন জীবিকা নির্ব্বাহ কিরূপে হ সুতরাং অন্য কোন জীবনোপায় আবশ্যক হইল। যাজনাদি ক্রিয়া ক্ষত্রি পক্ষে শাস্ত্রানুমত নহে। অপিচ অহিংসার ন্যায় 'অপরিগ্রহ' ও মুমুক্ষু ব্যক্তি অনুষ্ঠেয় কার্য্য; অতএব দানগ্রহণও নিষিদ্ধ। আবার এদিকে রাজ কর্ম্মই ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম। তাহার দুই অঙ্গ। একতর রাজ্যের অর্জ্জন-রক্ষণার্থ যোদ্ধৃবৃত্তি; তাহা বর্জ্জিত হইয়াছে। অন্যতর রাজ্যের স্থাপন-পালনার্থ লিপিকার্য্য; কায়স্থগণ তাহাই জীবিকাস্বরূপ গ্রহণ করিলেন। তদ শান্তিময় লিপিকার্য্য কায়স্থগণের বৃত্তি হইল।

এইরূপে কায়স্থ-সমাজের উদ্ভব—কতকাল পূর্ব্বে তাহা প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গ বিচার্য্য। বিশ্বামিত্রের ন্যায় যে সকল ক্ষত্রিয় ব্রহ্মনির্ব্বাচন প্রয়াসে গৃহত্য পূর্ব্বক বনচারী হইতেন, তাহারা ব্রাহ্মণ পদবী লাভ করিতেন; আর ক্ষত্রিয়গণ অক্ষরোপাসক এবং অক্ষরজীবক হইয়া গৃহস্থধর্ম্ম পালন করিতে তাঁহারা 'কায়স্থ'-অভিধা প্রাপ্ত হইতেন।

আবার কি সে শুভদিন আসিবে? আবার কি কায়স্থকুল অধ্যাত্মবি বিমল আলোকে সমুদ্ভাসিত হইবে? আবার কি কায়স্থ বুঝিবে যে, আত্মদ জীবনের চরম লক্ষ্য? যে দিন এই জাতির হৃদয়ে লুপ্ত আত্ম-সম্মান অ

প্রাপ্ত হইবে, যে দিন আত্মোন্নতির জন্য এই জাতি আবার সমুৎসুক হইবে, যে দিন অতীতের সেই দ্বিজভাব ও শৌচাচার আবার এই সমাজকে সুরভিত করিবে, সেই দিনে শুধু কায়স্থের নহে, সমগ্র হিন্দুসমাজের জাতীয় জীবন আবার পূর্ব্বগগনে প্রভাবিত হইবে। কেন না কায়স্থ ক্ষত্রিয়রূপে হিন্দুসমাজের—সমাজ-দেহের বাহুস্বরূপ।

পোঃ অওরঙ্গাবাদ.
জেলা মুর্শিদাবাদ।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার।

ওঁ

কায়স্থ সভার পুস্তকাগার।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার মাননীয়
সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়,—

আমি অনেক সময়ে জাতীয় ও সামাজিক বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিবার জন্য পুস্তকের অভাব অনুভব করিয়াছি। অন্ততঃ কায়স্থ সভার পুস্তকাগারে ঐ বিষয়ের প্রয়োজনীয় পুস্তকসমূহ সংগৃহীত থাকিলে আমরা মাঝে মঝে তাহার আহার্য্য প্রাপ্ত হইতে পারি। সেই জন্য কৃতাঞ্জলিপুটে কায়স্থ সমাজের নিকট নিবেদন এই যে তাঁহাদের মধ্যে বিদ্যোৎসাহী মহোদয়গণ কিছু কিছু সাহায্য করিলে, সহজেই এই অভাব দূরীভূত হইতে পারে।

কায়স্থ সভার পুস্তকাগার স্থাপনার্থে দুই শত সভ্য যদি দশ টাকা করিয়া চাঁদা দেন তবে শীঘ্রই দুই হাজার টাকা উঠিতে পারে এবং উহাতেই এক-প্রকার বিশেষ প্রয়োজনীয় গ্রন্থাবলী সংগ্রহ হইতে পারে। পরে নানা উপলক্ষে ও অন্যান্য সভ্যগণের চাঁদার সাহায্যে, উহার শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করা যাইতে পারে। এতদর্থে আমি দশ টাকা দিলাম।

২৯শে শ্রাবণ। ১৩১৭।
৭।১ নং সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিনীত
শ্রীহেমেন্দ্র নাথ সিংহ।

সম্পাদকীয় নিবেদনঃ—

কায়স্থ সাধারণের নিকট আমাদের প্রার্থনা যে কায়স্থ সভার পুস্তকাগারের জন্য গু বাবুর ন্যায় অনেকেই মুক্ত হস্ত হইবেন। সম্প্রতি কায়স্থ সভার পুস্তকাগার স্থাপিত হই এবং আমাদের ঐকান্তিক ইচ্ছা যে জাতিতত্ত্ব বিষয়ক সামাজিক ও পুরাণাদি শাস্ত্র গ্রন্থ আমরা সংরক্ষণ করিব। কায়স্থ গ্রন্থকারগণের নিকট আমাদের প্রার্থনা যে তাঁহারাও প্র অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদের স্বরচিত পুস্তকগুলি সভার পুস্তকাগারে পাঠাইয়া বাধিত কা কারণ কায়স্থ সভার পুস্তকাগারে কায়স্থ মাত্রেরই রচিত পুস্তক সংরক্ষণ বড়ই গৌরবজনক জনসাধারণের বিশেষ প্রীতিপ্রদ হইবে সন্দেহ নাই।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সমালোচনা ইত্যাদি।

বেদসংহিতা, দ্বিতীয় ভাগ।—বঙ্গজ কায়স্থ শ্রীযুক্ত মধুসূদন সর কর্ত্তৃক পদ্যে অনূদিত ও বাঙ্গলা টীকা সহ প্রকাশিত। গ্রন্থকারের নিক কলিকাতা ২০১ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটস্থ শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোক প্রাপ্তব্য। ১৩১৬। ৪৭৫ পৃঃ মূল্য ১৷৷০ ও ২৲।

অতি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ। এ ভাগে ১৬১২টী মন্ত্রের পদ্যে অনু প্রকাশিত করিয়া সরকার মহাশয় বঙ্গের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। এ মন্ত্র সকল কায়স্থগণের নিকট গুপ্ত ছিল। তাঁহাদের শূদ্রাপবাদ ছিল, “স্ত্রীশূদ্রাণামমন্ত্রকম্।” এখন দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে। কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় তাহারা ক্ষত্রিয় আচার ব্যাবহারের বশবর্ত্তী হইয়াছেন। অনুবাদ পদ্য হই অতি সুন্দর হইয়াছে। বস্তুতঃ ঠিক অনুবাদ নহে। সটিক ভাবার্থ। সক সুপাঠ্য। ৫ম হইতে ১০ম খণ্ড এইরূপে অনুদিত হইয়াছে। সরকার ম অনুবাদেও বিশেষ কবিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। ভাষাও খুব সরল।

সমাজ ও তাহার আদর্শ, প্রথম খণ্ড, সমাজ আত্মা।— দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ সবজজ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবিজয় বসু, এম এ, বি এল্ প্রণী গ্রন্থকারের কিনট ও কলিকাতার প্রধান ২ পুস্তকালয়ে প্রপ্তব্য। ১৩২৫। পৃঃ। মূল্য ১৷০ পাঁচ সিকা মাত্র।

দেবেন্দ্র বাবু সাহিত্যক্ষেত্রে অনেককাল পরিচিত। তাঁহার পু আলোচনা করিবার আবশ্যক নাই। লেখকের চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়।. বঙ্গভাষায় sociologyর পুস্তক বড়ই বিরল। সকলেরই সারবান পুস্তক পাঠ করা উচিত। ছাপা মন্দ নয়।

নিম্নলিখিত পত্রিকাগুলি বিনিময়ে গতসংখ্যা প্রকাশ হইবার পর পাইয়াছি।—

১। আর্য্যাবর্ত্ত—১৩১৭, শ্রাবণ সংখ্যা।
২। গৃহস্থ— ঐ
৩। জন্মভূমি— ঐ
৪। ডন্ (ইংরাজী মাসিক)—১৯১০, আগষ্ট সংখ্যা।
৫। দেবালয়—১৩১৭, ভাদ্র সংখ্যা।
৬। পন্থাঃ—১৩১৭, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় সংখ্যাত্রয়।
৭। প্রজাপতি—১৩১৭, ভাদ্র সংখ্যা।
৮। প্রবাসী—১৩১৭, ভাদ্র সংখ্যা।

৯। আনন্দবাজার (কলিকাতা)	সাপ্তাহিক।
১০। নববঙ্গ (চাঁদপুর)	
১১। প্রসূন (কাটোয়া)	
১২। বঙ্গবাসী (কলিকাতা)	
১৩। বিশ্বদূত (হাওড়া)	
১৪। মহামায়া (চুঁচুড়া)	
১৫। সঞ্জীবনী (কলিকাতা)	

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা।

কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি।

তৃতীয় অধিবেশন।

৫ই আষাঢ়, ১৩১৭, রবিবার অপরাহ্ণ ৪টা।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দির, হালসীবাগান, কলিকাতা।

উপস্থিত ঃ—

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বেদবর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব (সহঃ সভাপতি) সভাপতির আসনে।

মাননীয় মহারাজা শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ রায় বাহাদুর।

মাননীয় কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় সাহেব দেববর্ম্মা।

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র দেববর্ম্মা। মহাশয় শ্রীযুক্ত তারকনাথ ঘোষ।
„ যোগেশচন্দ্র সিংহ। রায় „ বিনোদবিহারী বসু।
শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুহ রায় দেববর্ম্মা। শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ পালচৌধুরী দেববর্ম্মা।
কুমার „ অসীমকৃষ্ণ দেববর্ম্মা। ডাঃ „ ধনেন্দ্রকুমার মিত্র দেববর্ম্মা।
„ মন্মথমোহন বসু দেববর্ম্মা। „ শরৎচন্দ্র ঘোষ মৌলিক।
„ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। „ কৈবল্যনাথ বিশ্বাস
„ বিপিনকৃষ্ণ ঘোষ দেববর্ম্মা। „ রাধাকান্ত রায়।
„ শরৎচন্দ্র রায় চৌধুরী। „ নরেশ চন্দ্র সিংহ।
„ শরৎকুমার মিত্র দেববর্ম্মা। „ ইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ।*

(সম্পাদক)।

„ বীরচন্দ্র সিংহ।* „ অবিনাশচন্দ্র ঘোষ হাজরা।*
„ পূর্ণচন্দ্র সিংহ।* „ সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ।*
„ উপেন্দ্রনাথ মিত্র শাস্ত্রী দেববর্ম্মা।† „ ননীলাল দত্ত দেববর্ম্মা।*

সভাপতি শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবল্লভ রায়, রাজর্ষি শ্রীযুক্ত বনমালী রায় বাহাদুর, শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরী দেববর্ম্মা, ও শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গুহ দেববর্ম্মা মজুমদার মহাশয়গণ সভায় উপস্থিত হইতে না পারায় দুঃখ প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন।

গত কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণী পঠিত ও গৃহীত হইল এবং গত জ্যৈষ্ঠ মাসের হিসাব অনুমোদিত হইল।

প্রথম প্রস্তাব। আগামী গভর্ণমেণ্টের সেন্সাসে আবেদন সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সাদাচরণ মিত্র মহাশয় বলিলেন যে গভর্ণমেণ্টের নিকট আমাদের কি ভাবে আবেদন করা উচিত?

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে আমাদের শ্রেণীভেদের জন্য আবেদন করা উচিত। উত্তররাঢ়ী সমাজ সেন্সাস্ সম্পন্ন করিয়াছেন, তাঁহারা শীঘ্রই তাঁহাদের বিবরণ গভর্ণমেণ্টে প্রেরণ করিবেন।

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় বলিলেন যে আমাদের শ্রেণীবিভাগ রাখা উচিত নহে।

* ইহার পরে সভার সভ্য হইয়াছেন।
† ইনি কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে নাই।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চেধুরী মহাশয় বলিলেন যে আমরাও উত্তরাঢ়ী সমাজের ন্যায় সেন্সাস করি না কেন?

সম্পাদক মহাশয় বলিলেন যে আমাদে টাকা সংগৃহীত হয় নাই এবং টাকা সংগ্রহ করিয়া এ কার্য্য সম্পন্ন করিতে গভর্ণমেণ্টের সেন্সাসের পূর্ব্বে সময়ে কুলাইবে না।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহায়শ বলিলেন যে গভর্ণমেণ্ট যাহাতে আমাদের জাতি বিভাগ অনুসারে একেবারে নিম্নে না স্থান দান করেন তাহার জন্য আবেদন করা কর্ত্তব্য।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে উপবীতি কায়স্থদের সেন্সাসে কিরূপ পরিচয় দেওয়া হইবে তাহার নির্দ্ধারণ কায়স্থ সভা হইতে করা হউক। সম্পাদক মহাশয় বলিলেন যে আমাদের আবেদন করা উচিত কিনা এবং নাম স্বাক্ষরের সময় কিছু লেখা যাইতে পারে কিনা?

এই সম্বন্ধে পরিশেষে সর্ব্বসম্মতিক্রমে ইহা স্থির হইল যে নিম্নলিখিত মহোদয়গণকে লইয়া একটী শাখা সমিতি গঠিত হউক :—

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবল্লভ রায়, সভাপতি। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী।
„ নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব „ যোগেশচন্দ্র সিংহ।
সম্পাদক মহাশয়।

দ্বিতীয় প্রস্তাব। বহরমপুরের বার্ষিক অধিবেশনের যাতায়াতের রেল ভাড়া ও রেল কোম্পানীর সহিত গোলযোগ সম্বন্ধে সর্ব্বসম্মতিক্রমে ইহা স্থির হইল যে সম্পাদক মহাশয় যদি নালিশ না করিয়া এই ব্যাপারের মীমাংসা না করিতে পারেন তাহা হইলে নালিশই করিবেন।

তৃতীয় প্রস্তাব। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলবাসী এবং বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণের সম্মিলনী বিষয়ে সকলেই সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন এবং স্থির হইল যে এ বিষয়ে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলবাসী কায়স্থদের আগ্রহ যদি দেখা যায় তবে সম্মিলনীতে এই সভা যোগদান করিবেন কিন্তু সে সম্মিলনীতে কোনরূপ প্রস্তাব ও নির্দ্ধারণ থাকিবে না কেবল বক্তৃতাদি বা সান্ধ্য জলযোগ ইত্যাদি হইতে পারে।

চতুর্থ প্রস্তাব। কায়স্থ সভার হিতৈষী সভ্য ৺রায় বরদাচরণ বসু

বাহাদুরের ও নীমতীতা নিবাসী কায়স্থ সভার অপর এক মহানুভব সভ্য ৺দ্বারকানাথ চৌধুরী মহাশয়ের মৃত্যুতে সভা নিরতিশয় দুঃখ প্রকাশ করিলেন এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে ইহা স্থির হইল যে তাঁহাদের পরিবারবর্গের নিকট কায়স্থ সভার শোক সমাচার ও সহানুভূতি প্রেরণ করা হউ ।

পঞ্চম প্রস্তাব। নূতন সভ্যগণ। সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত মহোদয়গণকে কায়স্থ সভার সভ্যশ্রেণীভুক্ত করা হইল ঃ—

শ্রীযুক্ত রামরতণ নিয়োগী, ১২ নং হরলাল মিত্রের গলি।

প্রস্তাবক ঃ—ডাঃ ধনেন্দ্রকুমার মিত্র।

শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সিংহ, বি এল্. রাইগঞ্জ, দিনাজপুর।

প্রস্তাবকঃ—মাননীয় মহারাজা শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ রায় বাহাদুর

শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ্র, রাজসাহী।

কুমার „ ইন্দ্রদেব রায় মহাশয়, বাশবেড়িয়া, জেলা হুগলী।

„ হরেন্দ্রনারায়ণ রায়, দিনাজপুর।

প্রস্তাবকঃ—মাননীয় শ্রীযুক্ত কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায় সাহেব।

শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র নারায়ণ সিংহ, দিনাজপুর।

„ গোপীমোহন সিংহ, বাঁশবেড়িয়া শিবপুর, হুগলী।

„ সতীশচন্দ্র সিংহ, বালীয়াল, কান্দী পোঃ, জেলা মুর্শিদাবাদ।

প্রস্তাবক ঃ—শ্রীযুক্ত তারকনাথ ঘোষ মহাশয়।

শ্রীযুক্ত বীরচন্দ্র সিংহ, অধ্যাপক, ভাগলপুর।

„ উপেন্দ্রনাথ সিংহ, কুচবিহার।

ডাঃ „ মোহিনীমোহন ঘোষ, ভাগলপুর।

„ ইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ ঐ

প্রস্তাবক ঃ—মহাশয় শ্রীযুক্ত তারকনাথ ঘোষ।

শ্রীযুক্ত রায় হরিমোহন চন্দ্র বাহাদুর, দার্জ্জিলীং।

প্রস্তাবক ঃ—শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র।

শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ দত্ত, তিরহানা, দার্জ্জিলীং।

প্রস্তাবক ঃ—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু।

শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র ঘোষ, ৪৫ হরিশ মুখার্জ্জির রোড।

প্রস্তাবক ঃ—সম্পাদক মহাশয়।

কায়স্থ পত্রিকা।

আশ্বিন, ১৩১৭। | নবপর্য্যায় ১ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

দান।

চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডার।

* ১।	রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, বরাহনগর	...	৫০০৲
* ২।	,, নিবারণচন্দ্র দত্ত কলিকাতা (দুই বারে),	...	২০০৲
‡ * ৩।	,, শ্রীমতী কৃষ্ণরমণী দেবী, শোভাবাজার রাজবাটী		১০০৲
* ৪।	,, চন্দ্রকান্ত ঘোষ. হাইকোর্টের উকীল	...	১০০৲
* ৫।	,, নগেন্দ্রনাথ বসু দেববর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, কলিকাতা	...	১০০৲
* ৬।	,, নবকিশোর বসু, ক্যাঁকশিয়ালী, চুঁচুড়া	...	১০০৲
* ৭।	,, বিজয়চন্দ্র সিংহ, কলিকাতা	...	১০০৲
‡ * ৮।	,, মন্মথনাথ মল্লিক, কলিকাতা	...	১০০৲
* ৯।	,, শরৎচন্দ্র ঘোষ মৌলিক, পাঁচথুপী	...	১০০৲
* ১০।	,, শরৎচন্দ্র রায় চৌধুরী, হাইকোর্টের উকীল	...	১০০৲
* ১১।	,, হরিমোহন সিংহ, দিনাজপুর	...	২৫৲
‡ * ১২।	,, জে, সি, সেন, বহরমপুর	...	১৬৲
* ১৩।	,, যোগেশচন্দ্র সিংহ, হাং সাং কলিকাতা	...	১০৲

‡ * ১৪।	শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত রায়	...
‡ * ১৫।	,, সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, কলিকাতা	...
* ১৬।	,, হরেন্দ্রনারায়ণ রায়, দিনাজপুর	...
‡ * ১৭।	,, ক্ষিতীন্দ্রদেব রায়, বাঁসবেড়িয়া	...
‡ * ১৮।	,, কুঞ্জবিহারী ঘোষ, বহরমপুর	...
‡ * ১৯।	,, কালীপদ ঘোষ, উকীল, ঐ	...

পুস্তকাগার ভাণ্ডার।

† শ্রীহেমেন্দ্রনাথ সিংহ, বি এ, ...

জনসংখ্যা ভাণ্ডার।

* রাজা জানকীবল্লভ সেন, সাং মাহিগঞ্জ পোং, রংপুর জেলা ...
* শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত, সাং চোরবাগান, কলিকাতা ...
† ,, নৃত্যগোপাল বসু, উকীল, নর্সিংপুর, সেণ্ট্রাল্ প্রভিন্সেস্
† ,, কালীপদ বসু, অধ্যাপক, ঢাকা কলেজ, ঢাকা ... ...
† ,, যতীন্দ্রমোহন বসু, মুন্সেফ্, পিলিভিত, রহিলখণ্ড ...
† ,, কুমুদরঞ্জন মজুমদার, কাহালু, নরহাট্টা পোঃ, বগুড়া জেলা
† ,, নগেন্দ্রনাথ বসু, জয়পুরহাট, বগুড়া জেলা ...
† ,, হেমন্তকুমার বসু, নুরুল্লাপুর, বরিশাল জেলা ...

উপনয়ন ভাণ্ডার।

† শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দে, সিভিলিয়ান ... ...

* ইঁহারা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।
† ইঁহারা দিয়াছেন। ‡ ইঁহারা সভার সভ্য নহে।

সামাজিক সংবাদ।

উপনয়ন।

৬।১১।২৩।২৯ এ শ্রাবণ, ১৩১৭।

(জেলা যশোহর, পাঁজিয়া, কালীবাটীর কেন্দ্র)

১।	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ,	বয়স ২৫,	সাং কড়িয়াখালি,	(দক্ষিণরাঢ়ী)
২।	,, ভবনাথ ঘোষ,	,, ১৫,	ঐ	ঐ
৩।	,, ফণীভূষণ রায় চৌধুরী,	,, ১৮,	সাং কাসেমপুর,	ঐ
৪।	,, মন্মথনাথ রায় চৌধুরী,	,, ২২,	ঐ	ঐ
৫।	,, নগেন্দ্রনাথ ঘোষ,	,, ১৯,	সাং গৌরীঘোনা,	ঐ
৬।	,, ভূপতিনাথ বসু,	,, ২৫,	সাং চূয়াডাঙ্গা,	ঐ
৭।	,, কালিদাস ঘোষ,	,, ২২,	নারায়ণপুর,	ঐ
৮।	,, অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ,	,, ১৬,	সাং পাঁজিয়া,	ঐ
৯।	,, কালীপদ ঘোষ,	,, ২৮,	ঐ	ঐ
১০।	,, গোপালচন্দ্র ঘোষ,	,, ২৬,	ঐ	ঐ
১১।	,, পূর্ণচন্দ্র ঘোষ,	,, ১৬,	ঐ	ঐ
১২।	,, প্রফুল্লকুমার ঘোষ,	,, ১৬,	ঐ	ঐ
১৩।	,, প্রফুল্লকুমার ঘোষ, ২নং	,, ১৬,	ঐ (মিত্রপাড়া)	ঐ
১৪।	,, বসন্তকুমার ঘোষ,	,, ৩৮,	ঐ	ঐ
১৫।	,, ললিতমোহন ঘোষ, ১নং	,, ২৬,	ঐ	ঐ
১৬।	,, ললিতমোহন ঘোষ, ২নং	,, ২২,	ঐ	ঐ
১৭।	,, সতীশচন্দ্র ঘোষ,	,, ৩৫,	ঐ	ঐ
১৮।	,, সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ,	,, ২৪,	ঐ	ঐ
১৯।	,, হরিমোহন ঘোষ,	,, ১৮,	ঐ	ঐ
২০।	,, ক্ষেত্রনাথ ঘোষ,	,, ৪৫,	ঐ	ঐ
২১।	,, কানাইলাল চৌধুরী,	,, ২৫,	ঐ	ঐ

২২। শ্রীনেপালচন্দ্র চৌধুরী, বয়স ২৮, সাং পাঁজিয়া, (দক্ষিণরাঢ়ী)।
২৩। ,, প্রমথনাথ চৌধুরী, ,, ২৭, ঐ ঐ
২৪। ,, ব্রজেন্দ্রনাথ চৌধুরী, ,, ২৫, ঐ ঐ
২৫। ,, ভূপেন্দ্রনাথ চৌধুরী, ,, ২৮, ঐ ঐ
২৬। ,, পশুপতি দাস, ,, ২৭, ঐ ঐ
২৭। ,, অনুকূলচন্দ্র বসু, ,, ৩০, ঐ ঐ
২৮। ,, অন্নদাপ্রসাদ বসু, ,, ৪০, ঐ ঐ
২৯। ,, ইন্দুভূষণ বসু, ,, ৫৫, ঐ ঐ
৩০। ,, কালীপদ বসু, ,, ২৭, ঐ ঐ
৩১। ,, কালীনাথ বসু, ,, ১৭, ঐ ঐ
৩২। ,, কুমুদবন্ধু বসু, ,, ২৩, ঐ ঐ
৩৩। ,, জিতেন্দ্রনাথ বসু, ,, ২৭, ঐ ঐ
৩৪। ,, জ্যোতির্ম্ময় বসু, ,, ১৬, ঐ ঐ
৩৫। ,, নরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, ,, ৩৮, ঐ ঐ
৩৬। ,, নিবারণচন্দ্র বসু, ,, ৫৫, ঐ ঐ
৩৭। ,, পশুপতি বসু, ,, ১৭, ঐ ঐ
৩৮। ,, প্রমোদকুমার বসু, ,, ১৬, ঐ ঐ
৩৯। ,, প্রহ্লাদচন্দ্র বসু, ,, ৩৬, ঐ ঐ
৪০। ,, বিনয়কৃষ্ণ বসু, ,, ১৬, ঐ ঐ
৪১। ,, বিমলচন্দ্র বসু, ,, ১৬, ঐ ঐ
৪২। ,, ভূপতিনাথ বসু, ,, ৩৪, ঐ ঐ
৪৩। ,, মন্মথনাথ বসু, ,, ২০, ঐ ঐ
৪৪। ,, যোগেন্দ্রনাথ বসু, ,, ৫৫, ঐ ঐ
৪৫। ,, রমানাথ বসু, ,, ২৮, ঐ ঐ
৪৬। ,, সুরেন্দ্রনাথ বসু, ,, ১৮, ঐ ঐ
৪৭। ,, সুশীলচন্দ্র বসু, ,, ১৩, ঐ ঐ
৪৮। ,, কালীকুমার বিষ্ণু মজুমদার, ,, ২৮, ঐ ঐ
৪৯। ,, সতীশচন্দ্র বিষ্ণু মজুমদার, ,, ২৯, ঐ ঐ
৫০। ,, হীরালাল বিষ্ণু মজুমদার, ,, ৩৩, ঐ ঐ
৫১। ,, নন্দগোপাল মজুমদার, ,, ১৮, ঐ ঐ

৫২। শ্রীশ্যামাচরণ মজুমদার, বয়স ৫৫, সাং পাঁজিয়া, (দক্ষিণরাঢ়ী)।
৫৩। ,, হরিদাস মজুমদার, ,, ২২, ঐ ঐ
৫৪। ,, কেদারনাথ মিত্র, ,, ৪৯, ঐ ঐ
৫৫। ,, নগেন্দ্রনাথ মিত্র, ,, ২৫, ঐ ঐ
৫৬। ,, নেপালচন্দ্র মিত্র, ,, ৩৪, ঐ ঐ
৫৭। ,, পরেশনাথ মিত্র, ,, ৬০, ঐ ঐ
৫৮। ,, যতীন্দ্রনাথ মিত্র, ,, ৩৬, ঐ ঐ
৫৯। ,, ললিতমোহন মিত্র, ১ নং ,, ৯৬, ঐ ঐ
৬০। ,, ললিতমোহন মিত্র, ২ নং ,, ..., ঐ ঐ
৬১। ,, সরোজভূষণ মিত্র, ,, ২০, ঐ ঐ
৬২। ,, বামাচরণ সরকার, ,, ৪৮, ঐ ঐ
৬৩। ,, যামিনীভূষণ সরকার, ,, ৪৮, ঐ ঐ
৬৪। ,, শ্রীকৃষ্ণ সরকার, ,, ৩০, ঐ ঐ
৬৫। ,, যামিনীকান্ত ঘোষ, ,, ১০, সাং মজিদপুর, ঐ
৬৬। ,, নরেন্দ্রনাথ পাল, ,, ১৬, সাং মণিরামপুর, ঐ
৬৭। ,, শিবেন্দ্রনাথ ঘোষ, ,, ২৭, সাং হদ, ঐ
৬৮। ,, সুবোধকুমার ঘোষ, ,, ২৬, ঐ ঐ

১৪ই শ্রাবণ, ১৩১৭।

(জেলা নদীয়া, কৃষ্ণনগর, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)

১। শ্রীগোপালচন্দ্র কুণ্ডু, সাং কৃষ্ণনগর (দক্ষিণরাঢ়ী)।
২। ,, যোগেন্দ্রনাথ সরকার, এম এ, বি এল্, ঐ ঐ
৩। ,, সুরেন্দ্রনাথ সরকার, বি এ, ঐ ঐ

১৭ই শ্রাবণ, ১৩১৭।

(জেলা রাজসাহী, বানেশ্বর, বর্ম্মাহাউস্ কেন্দ্র)

১। শ্রীপ্রমথনাথ নন্দী, সাং আড়ানী, রাজসাহী জেলা, (বারেন্দ্র)।
২। ,, চন্দ্রনাথ সরকার, সাং বাসাইল, ঐ ঐ
৩। ,, দ্বারকানাথ সরকার, ঐ ঐ ঐ

২৬ শে শ্রাবণ, ১৩১৭।

(পাবনা কেন্দ্র)

১। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ নন্দী, সাং জুনিয়াদহ, ফরিদপুর জেলা, (বারেন্দ্র)।
২। ,, মনীন্দ্রমোহন রায়, সাং বাগদুলী, ঐ ঐ
৩। ,, যতীন্দ্রমোহন রায়, ঐ ঐ ঐ

২৭ শে শ্রাবণ, ১৩১৭।

(জেলা যশোহর, পাঁজিঁয়া, কালীবাটীর কেন্দ্র)

১। শ্রীদীনবন্ধু ঘোষ, বয়স ১২, সাং কড়িয়াখালি, (দক্ষিণরাঢ়ী)।
২। ,, গিরিজাকান্ত হালদার, ,, ১৮, সাং ঘাঘা, ঐ
৩। ,, বিজয়গোপাল হালদার, ,, ১৮, ঐ ঐ
৪। ,, রাজেন্দ্রনাথ হালদার. ,, ২৫, ঐ ঐ
৫। ,, শ্রীশচন্দ্র মিত্র, ,, ৩৫, ঐ ঐ
৬। ,, অতুলকৃষ্ণ বসু, ,, ২৫, সাং মাগুরখালি, ঐ
৭। ,, ভূপতিনাথ মিত্র, ,, ২৫, ঐ ঐ
৮। ,, নারায়ণচন্দ্র ঘোষ, ,, ১২, সাং হদ, ঐ
৯। ,, ফণীন্দ্রনাথ ঘোষ, ,, ২০, ঐ ঐ
১০। ,, বসন্তকুমার ঘোষ, ,, ৬০, ঐ ঐ
১১। ,, যদুনাথ ঘোষ, ,, ৭০, ঐ ঐ

২৯ শে শ্রাবণ, ১৩১৭।

(কলিকাতা, কায়স্থোপয়ন-সমিতির পঞ্চদশ কেন্দ্র)

১। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দত্ত, বয়স ২৭, সাং আকনা (মগরার নিকট), (দক্ষিণরাঢ়ী)।
২। ,, দুর্গাপ্রসাদ সেন, ,, ৪৫, কানুঙ্গো, মেদিনীপুর, সাং চন্দননগর, হুগলি জেলা, (দক্ষিণরাঢ়ী)।

৩১ এ শ্রাবণ, ১৩১৭।

(জেলা যশোহর, পাঁজিয়া, কালীবাটীর কেন্দ্র)

১। শ্রীমনীন্দ্রনাথ বসু, বয়স ২২, সাং ধোপাদি (দক্ষিণরাঢ়ী)।
২। ,, শশাভূষণ ঘোষ, ,, ১২, সাং পাঁজিয়া ঐ
৩। ,, শীতলচন্দ্র ঘোষ, ,, ১০, ঐ ঐ

৪। শ্রীগিরিজানাথ চৌধুরী, বয়স, ৮, সাং পাঁজিয়া, (দক্ষিণরাঢ়ী)।
৫। ,, জগবন্ধু চৌধুরী, ,, ২০, ঐ ঐ
৬। ,, ইন্দুভূষণ বসু, ,, ২২, ঐ ঐ
৭। ,, বীরেন্দ্রনাথ বসু, ,, ১৫, ঐ ঐ
৮। ,, নগেন্দ্রনাথ মজুমদার, ,, ২০, ঐ ঐ
৯। ,, প্রফুল্লকুমার মজুমদার, ,, ৮, ঐ ঐ
১০। ,, সুরেন্দ্রনাথ মিত্র, ,, ২৮, ঐ ঐ
১১। ,, রজময় রায় চৌধুরী, ,, ১৫, সাং হরিঢালী, ঐ

২রা ভাদ্র, ১৩১৭।

(মহকুমা মাগুরা, আলাইপুর, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল বসু মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)

১। শ্রীকেশবচন্দ্র ঘোষ, ডাক্তার, সাং আলাইপুর, খুলনা জেলা, (দক্ষিণরাঢ়ী)।
২। ,, পশুপতি ঘোষ, ঐ ঐ ঐ
৩। ,, মহেন্দ্রনাথ ঘোষ, ঐ ঐ ঐ
৪। ,, রামচরণ ঘোষ, ঐ ঐ ঐ
৫। ,, ললিতমোহন ঘোষ, ঐ ঐ ঐ
৬। ,, হীরালাল ঘোষ, ঐ ঐ ঐ
৭। ,, অম্বিকাচরণ দেব, ঐ ঐ ঐ
৮। ,, কালিদাস পাল, ঐ ঐ ঐ
৯। ,, কেশবচন্দ্র পাল ঐ ঐ ঐ
১০। ,, ত্রৈলোক্যনাথ পাল, ঐ ঐ ঐ
১১। ,, কৃষ্ণলাল বসু (হেড মাষ্টার), ঐ ঐ ঐ
১২। ,, মহেন্দ্রনাথ বসু, ঐ ঐ ঐ
১৩। ,, যতীন্দ্রনাথ বসু, ঐ ঐ ঐ
১৪। ,, ঐ (শিক্ষক), ঐ ঐ ঐ
১৫। ,, প্রিয়নাথ মিত্র, ঐ ঐ ঐ
১৬। ,, বসন্তকুমার মিত্র, ঐ ঐ ঐ
১৭। ,, লালবিহারী মিত্র, ঐ ঐ ঐ
১৮। ,, তারকনাথ নন্দী, সাং উথলী, ঐ ঐ

১৯।	শ্রীসতীশচন্দ্র কুণ্ডু,	সাং দ্বারিয়াপুর, খুলনা জেলা, (দক্ষিণরাঢ়ী)।			
২০।	,, অম্বিকাচরণ ঘোষ,	ঐ	ঐ	ঐ	
২১।	,, বিজয়গোপাল ঘোষ,	ঐ	ঐ	ঐ	
২২।	,, মন্মথনাথ ঘোষ,	ঐ	ঐ	ঐ	
২৩।	,, রামপদ ঘোষ,	ঐ	ঐ	ঐ	
২৪।	,, হরিপদ ঘোষ,	ঐ	ঐ	ঐ	
২৫।	,, নরেন্দ্রনাথ মিত্র,	ঐ	ঐ	ঐ	
২৬।	,, অশ্বিণীকুমার সরকার,	ঐ	ঐ	ঐ	
২৭।	,, প্রতাপচন্দ্র সিংহ,	ঐ	ঐ	ঐ	
২৮।	,, শশীভূষণ চন্দ্র কবিরাজ,	সাং নড়ীবাটি,	ঐ	ঐ	
২৯।	,, পঞ্চানন বসু,	সাং পানিঘাটা,	ঐ	ঐ	
৩০।	,, জটাধর দত্ত,	সাং মিঠাপুর,	ঐ	ঐ	
৩১।	,, মতিলাল নন্দী,	ঐ	ঐ	ঐ	
৩২।	,, কালীভূষণ বসু,	ঐ	ঐ	ঐ	
৩৩।	,, তারিণীচরণ ঘোষ,	সাং রাউতড়া,	ঐ	ঐ	
৩৪।	,, মতিলাল বসু,	ঐ	ঐ	ঐ	
৩৫।	,, রতিলাল সরকার বক্সী,	ঐ	ঐ	ঐ	
৩৬।	,, বিশ্বেশ্বর দত্ত,	সাং শ্রীরামপুর,	ঐ	ঐ	
৩৭।	,, নীলমণি দত্ত,	ঐ	ঐ	ঐ	
৩৮।	,, পঞ্চানন চন্দ্র,	সাং হাজরাপুর,	ঐ	ঐ	
৩৯।	,, সীতানাথ ঘোষ,	ঐ	ঐ	ঐ	
৪০।	,, বিশ্বেশ্বর দত্ত,	ঐ	ঐ	ঐ	
৪১।	,, নিবারণচন্দ্র বসু কবিরাজ,	ঐ	ঐ	ঐ	
৪২।	,, তারিণীকান্ত বিশ্বাস,	ঐ	ঐ	ঐ	
৪৩।	,, যোগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস,	ঐ	ঐ	ঐ	

১১ই ভাদ্র, ১৩১৭।

(কলিকাতা কায়স্থোপনয়ন-সমিতির ষোড়শ কেন্দ্র)

শ্রীসতীশচন্দ্র দেব, বয়স ২০, সাং যশোহর, (দক্ষিণরাঢ়ী)।

বিবাহ।

নিম্নলিখিত বিবাহে দেনা পাওনার কথা হয় নাই শুনা যায় :—

২০এ বৈশাখ, ১৩১৭। রামনগর, যশোহর জেলা। যশোহর-জেলাস্থ মুলটী-নিবাসী দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ শ্রীসারদাপ্রসাদ দত্তের তৃতীয় সহোদর শ্রীবরদা-প্রসাদের মধ্যম পুত্র শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্রের সহিত যশোহর-জেলাস্থ রামনগর-নিবাসী দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ শ্রীমনীন্দ্রকুমার ঘোষের মধ্যমা কন্যার।

(নূতন বিবাহের পদ্ধতি অনুসারে)

১৬ই শ্রাবণ, ১৩১৭। কলিকাতা। চন্দ্রকোণা-নিবাসী ভগলপুরের উকীল উত্তররাঢ়ী কায়স্থ শ্রীচন্দ্রশেখর সরকারের তৃতীয় পুত্র শ্রীসৌরেন্দ্রমোহনের সহিত রাইপুর-নিবাসী উত্তররাঢ়ী কায়স্থ শ্রীহেমেন্দ্রনাথ সিংহের তৃতীয়া কন্যা।

১৬ই শ্রাবণ, ১৩১৭। নিম্নলিখিত কুষ্ঠিয়ান্তর্গত বাড়াদি-নিবাসী শ্রীদ্বিজেন্দ্র-নাথ চাকী দেববর্ম্মার বিবাহে। (ক্ষত্রিয়াচারে বিবাহ দেখুন)।

২৬এ শ্রাবণ, ১৩১৭। কলিকাতা। জেলা যশোহর, চাঁচড়া-নিবাসী উত্তররাঢ়ী কায়স্থ কুমার সতীশকণ্ঠ (সিংহ) রায়ের চতুর্থ ভ্রাতা শ্রীনৃপতীশকণ্ঠের সহিত জেলা বর্দ্ধমানান্তর্গত কান্দারা পোষ্ট আফিসের অধীন কুলাইগ্রাম-নিবাসী (হাং সাং যশড়া, মেদিনীপুর জেলা) উত্তররাঢ়ী কায়স্থ শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষের কন্যা।

২৬এ শ্রাবণ, ১৩১৭। কলিকাতা। কলিকাতা, ৩৭ নং শিকদারবাগান ষ্ট্রীট্ নিবাসী দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ শ্রীবরদাদাস বসুর পঞ্চম পুত্র শ্রীহীরেন্দ্রনাথের সহিত বারাসতের নিকটস্থ হাদিপুরগ্রাম-নিবাসী (হাংসাং ৮৬।১ নং দুর্গাচরণ মিত্রের গলি) দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ শ্রীগোপালচন্দ্র বিশ্বাসের কন্যার।

৪ঠা ভাদ্র, ১৩১৭। কলিকাতা। শ্রীহট্টান্তর্গত শ্রীগৌরী-নিবাসী জমিদার বঙ্গজ কায়স্থ শ্রীশশীভূষণ দেব দেববর্ম্মার ভ্রাতা শ্রীপুলিনবিহারীর সহিত কলিকাতা ১৪।১৫ নং ভীম ঘোষের লেন্ নিবাসী দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ শ্রীপ্রমথনাথ ঘোষ দেববর্ম্মার কনিষ্ঠা কন্যার।

নিম্নলিখিত বিবাহে দেনা পাওনার কথা হইয়াছিল শুনা যায় :—

২৬এ শ্রাবণ, ১৩১৭। কলিকাতা। কলিকাতা-হাওড়া, ২০ নং গ্র্যাণ্ড্-ট্রাঙ্ক্-রোড্ নিবাসী ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ শ্রীশরৎচন্দ্র বসুর মধ্যম পুত্র শ্রীসনৎকুমারের সহিত, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ নিবাসী দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দত্তের ভ্রাতুষ্পুত্রীর।

২৬শে শ্রাবণ, ১৩১৭। কলিকাতা। কলিকাতা, ১৬ নং বিডন্ ষ্ট্রীট নিবাসী হাইকোর্টের উকীল দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ শ্রীনীলমাধব দাস বসুর কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীনরেশেন্দ্রনাথের সহিত কলিকাতা-দর্জ্জিপাড়া-নিবাসী দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ শ্রীপ্রমথনাথ মিত্রের দ্বিতীয়া কন্যার।

(ক্ষত্রিয়াচারে)

১৬ই শ্রাবণ, ১৩১৭। গোয়াটী-কৃষ্ণনগর। কুষ্টীয়ান্তর্গত বাড়াদি নিবাসী বারেন্দ্র কায়স্থ ৺তারকচন্দ্র সরকার চাকীর জ্যেষ্ঠ পুত্র বর্ম্মা শ্রীবিজেন্দ্রনাথের সহিত গোয়াটী-কৃষ্ণনগরের উকীল বারেন্দ্র কায়স্থ শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সরকার দেববর্ম্মার জ্যেষ্ঠা কন্যার।

৪ঠা ভাদ্র ১৩১৭। উপরিলিখিত শ্রীহট্টান্তর্গত শ্রীগৌরী নিবাসী শ্রীপুলিন-বিহারী দেববর্ম্মার বিবাহ। (বিনা চুক্তিতে বিবাহের তালিকা দেখুন)।

(আন্তর্গণিক)

৪ঠা ভাদ্র, ১৩১৭। উপরিলিখিত শ্রীহট্টান্তর্গত শ্রীগৌরীনিবাসী শ্রীপুলিন-বিহারী দেববর্ম্মার বিবাহ। (বিনা চুক্তিতে বিবাহের তালিকা দেখুন)।

(একটী বিবাহের বৃত্তান্ত।)

কায়স্থ-পত্রিকার শ্রাবণ সংখ্যায় ১১৯ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত (শেষ তিন লাইন) বিবাহের সবিশেষ বৃত্তান্ত !—

নিম্নলিখিত নিয়মে বিবাহ হইয়াছে——

তাঁমা, তুলশী, গঙ্গাজল ও ব্রাহ্মণ সাক্ষাতে কন্যাকর্ত্তা শপথ গ্রহণ করিয়াছেন যে—

১। তাঁহার পুত্রগণের বিবাহে তিনি এক কপর্দ্দকও লইবেন না।

২। কন্যার পিতা স্বেচ্ছায় যাহা দিতে চাহিবেন তাহাও পর্য্যন্ত তিনি অন্ততঃ বিবাহক্ষেত্রে—লইবেন না।

আর একটী বিশেষ প্রয়োজনীয় শপথ কন্যাকর্ত্তাকে লওয়ান হয় নাই, কারণ বিবাহক্ষেত্রে শপথ লইয়া বিশেষে গোলযোগ হইয়াছিল; তবে বরকর্ত্তা সেইমত কার্য্য করিয়াছেন;—সেটি এই—

"বিবাহ ক্ষেত্রে পাত্রের পিতা স্বয়ং কোনও গহনা কন্যার গায়ে দিতে আনিতে পারিবেন না"।

বড়লোকে যদি এইভাবে কন্যা লইয়া আসেন তাহা হইলে সাধারণ লোকে ঐভাবে আনিতে কুণ্ঠিত হইবে না। দেখা যায় অনেক লোক বাজার-সম্ভ্রম নষ্ট হইবার ভয়ে ইচ্ছা থাকিলেও উপরোক্ত নিয়মে বিবাহ দিতে সম্মত হন না।

আমাদের বিশ্বাস যে এই নিয়মে যদি ২।৪ জন লোকে বিবাহ দিতে আরম্ভ করেন তাহা হইলে অল্প চেষ্টায় শীঘ্র এই মত প্রচলিত হইবে।

চিত্রগুপ্তায় নমঃ।

কায়স্থ কথা।

প্রায় ৩৬ বৎসর গত হইল যুক্ত-প্রদেশের বুলন্দ সহরের ডেপুটী কলেক্টার্ রাজা লছ্মন্ সিংহ ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের আদেশ অনুসারে 'বুলন্দসহর মেময়ার' (memoir) নামক ইতিহাস রচনা করেন। ঐ গ্রন্থে তিনি ভ্রমবশতঃ তত্রত্য কায়স্থগণকে শূদ্র-শ্রেণীভুক্ত করিয়াছিলেন। লক্ষ্ণৌএর খ্যাতনামা উকীল স্বর্গীয় মুন্সি কালীপ্রসাদ ঐ সময়ে 'কায়স্থ কন্‌ফারেন্স্' নামক সভাস্থাপন করিয়া সাগর-মন্থন করিয়া 'কায়স্থ এথ্‌নলজি' নামক পুস্তক রচনা করিয়া ঐ পুস্তক সহ 'বুলন্দসহর মময়ারে'র প্রতিবাদ গভর্ণমেণ্টে প্রেরণ করেন। এলাহাবাদের লেফ্‌টেনেণ্ট-গভর্ণর বাহাদুর ঐ আবেদন পত্র ও 'কায়স্থ এথ্‌নলজি' রাজা লছ্‌মন্ সিংহের নিকট বিশেষ বিবেচনা করিবার জন্য প্রেরণ করেন। রাজা লছ্‌মন্ সিংহ 'কায়স্থ এথ্‌নলজি' পাঠ করিয়া স্বীয় অভিমত গভর্ণমেণ্টে লিখিয়া পাঠান যে "কায়স্থ জাতি বাস্তবিক ক্ষত্রিয়, আমি যদি পূর্ব্বে 'কায়স্থ এথ্‌নলজি' পাঠ করিতাম তাহা হইলে এরূপ ভ্রমে পতিত হইতাম না"। গভর্ণমেণ্টের আদেশ অনুসারে তিনি 'বুলন্দ সহর মেময়ার' সংশোধন করিয়া কায়স্থ জাতিকে ক্ষত্রিয়বর্ণান্তর্গত প্রকাশ করিয়া 'বুলন্দসহর মেময়ার' পুর্ণমুদ্রিত করেন। সেই অবধি যুক্ত প্রদেশের কায়স্থগণ গভর্ণমেণ্টের নিকট এবং হিন্দু সমাজে ক্ষত্রিয়-মর্য্যাদায় ভূষিত। গত সেন্‌সসে তথাকার কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় বলিয়াই গণ্য হইয়াছিল। আবার সেন্‌সস্ আগতপ্রায়, ঐ সেন্‌সসের পূর্ব্বে যদি বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়োচিত

সংস্কার গ্রহণ করেন, তবে নিশ্চয়ই তাঁহারা ঐ সেন্‌সস্‌-রিপোর্টে ক্ষত্রিয়স্থান পাইবেন, নতুবা তাঁহারা ঘৃণিত শূদ্র-স্থানই পাইবেন! বঙ্গদেশীয় কায়স্থ ভ্রাতৃগণ সত্বর জাগরিত হউন। একবার আলস্য ত্যাগ করিয়া গা ঝাড়া দিয়া উত্থিত হউন। জাতীয় সম্মান রক্ষা করিবার আয়োজন করুন।

কায়স্থাচার্য্য দেব শ্রীবামাপদ রায় চৌধুরী বর্ম্মা।
সম্পাদক, কায়স্থোপনয়ন-সমিতি ও সভার প্রচারক।

চিত্রগুপ্তদেবের মন্দির।

জেলা হুগলি বন্দিপুরের জমিদার রায় শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল রায় বর্ম্মা সরস্বতী মহাশয় চিত্রগুপ্তমন্দিরের পুরোহিত ও বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার প্রচারক কায়স্থাচার্য্য দেব শ্রীবামাপদ পাল বর্ম্মা রায় চৌধুরী মহাশয়ের অনুরোধে বঙ্গদেশে একটী চিত্রগুপ্ত মন্দির ও কায়স্থাশ্রম করিবার জন্য ঐ জেলায় ভাগীরথী তীরে আড়াই বিঘা জমি প্রদান করিয়াছেন। এক্ষণে বঙ্গদেশীয় অন্যান্য কায়স্থ মহাশয়দিগের নিকট অনুরোধ করি তাঁহারা কায়স্থাচার্য্য মহাশয়ের এই উদ্যোগে সাহায্য করিবেন।

সম্পাদকস্য।

চাঁচড়ার রাজবংশ।

বঙ্গজ কায়স্থ চূড়ামণি যশস্বী যশোহরেশ্বর মহারাজা প্রতাপাদিত্যের কালচক্রে অমিতপ্রতাপের উৎসন্ন ও উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ বাৎস্যগোত্র সিংহবংশীয় চাঁচড়ার রাজপরিবারের অভ্যুত্থান যুগপৎ ঘটিয়াছিল। দিল্লীর বাদসাহ মোগলসম্রাট জাহাঙ্গীর প্রকৃতিপুঞ্জ-পূজ্য আকবর্ সাহের ত্যক্ত সিংহাসনে ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে অধিষ্ঠিত হন। তৎকালে প্রতাপাদিত্য বঙ্গের দক্ষিণ

প্রদেশের স্বাধীন রাজা ছিলেন। তিনি মুসলমান সম্রাট ও নবাবের উপেক্ষা করিয়া স্বাধীন দণ্ড পরিচালনা করিতেছিলেন। এবং স্বাধীনতার চিহ্নস্বরূপ নিজ নামাঙ্কিত মুদ্রাও প্রকাশ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান যশোহর জেলার অধিকাংশই তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল। বর্ত্তমান যশোহর নগরের তৎকালে কসবা নাম ছিল; এখনও সে নাম সাধারণের নিকট চলিত আছে এবং কসবাও তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল। তাঁহাকে দমন করিবার জন্য মোগল সম্রাটের বিশেষ শক্তি প্রয়োগ করা আবশ্যক হইয়াছিল। ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে মোগল সেনানী রাজা মানসিংহ প্রতাপাদিত্যের রাজ্যে সসৈন্যে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই কসবা হস্তগত করিলেন। চাঁচড়ার রাজবংশের সংস্থাপয়িতা ভবেশ্বর রায় তাহার পূর্ব্বে অযোধ্যায় বাস করিতেন এবং খান-ই-আজমের অধীনে জনৈক সৈনিক ছিলেন। তখনও বাঙ্গালী সমরপ্রিয় ছিল, তখন ক্ষত্রিয়তেজ লেখনীধারী কায়স্থের ধমনীতে প্রবাহিত হইত। তিন শত বৎসরের পূর্ব্বেরও এখানকার কায়স্থের শৌর্য্যবীর্য্যে অনেক প্রভেদ ছিল। এখনকার মত সকলেই কেরাণী হইবার জন্য লালায়িত হইতেন না। তখন অনেক কায়স্থই মসীধারী ছিলেন না। উত্তররাঢ়ীয় ভবেশ্বর রায়ের অস্ত্রধারণে ও রণকৌশলে বিলক্ষণ সুখ্যাতি ছিল। তিনি কসবা বা তন্নিকটেই থাকিতেন। ভবেশ্বর রায়ের পূর্ব্বপুরুষ উত্তররাঢ় (জেমো) ত্যাগ করিয়া উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে অযোধ্যার নিকট মোগল সম্রাটের অধীনে সৈন্যবিভাগে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি কাঁদীর নিকটস্থ জেমোর সিংহবংশীয়। ভবেশ্বর সম্রাটের নিয়োগ অনুসারে বঙ্গীয় সৈন্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিলেন।

১৬০৬ খৃষ্টাব্দে মানসিংহ যশোহরের যুদ্ধে দক্ষিণ বঙ্গের স্বাধীনতা "নপুনরাবৃত্তয়ে" অপহরণ করিয়াছিলেন। এই সুপ্রসিদ্ধ যুদ্ধ যশোহরেশ্বরীর মন্দিরের অনতিদূরেই সংঘটিত হইয়াছিল। উহার বর্ণনা এ স্থলে অনাবশ্যক। যুদ্ধাবসানে মানসিংহ প্রতাপাদিত্য ও তাঁহার মন্ত্রী শঙ্করকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া দিল্লীর সম্রাট জাহাঙ্গীরকে উপহার দিবার জন্য লইয়া যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে বারাণসীধামে সৌভাগ্যবান্ প্রতাপ স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন।

প্রতাপের পরাজয়ের অনতিপূর্ব্বেই দেবী যশোহরেশ্বরী প্রতাপের রাজধানী ও দক্ষিণবঙ্গ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন; তাঁহার মূর্ত্তি মানসিংহের রাজ্যে (অম্বরে) নীত হইয়াছিল। তাঁহার মন্দির শূন্য হইল; নিকটস্থ অরণ্যে সত্বরই প্রতাপের যশোহর রাজধানী অধিকার করিল এবং এখন

তথায় ভগ্নাবশেষ ও বন ভিন্ন আর কিছুই লক্ষিত হয় না। যশোহর নামও কসবায় নীত হইল এবং কসবায় চাঁচড়া প্রভৃতি প্রায় সকল চাঁচড়াবংশের যশোহর নাম প্রাপ্ত হইল। কিন্তু নূতন যশোহরে দেবী যশোহরেশ্বরী থাকিলেন না।

প্রতাপাদিত্যের শেষ পরাজয়ের পূর্ব্বেই পরগণা সাইদপুর, আমাদপুর মুড়াগাছা ও মল্লিকপুর মোগলসেনানী তাঁহার হাত হইতে ছিনাইয়া লইয়া ভবেশ্বরকে তাহার কার্য্যদক্ষতা ও নিপুণতার জন্য দিয়াছিলেন। তাহার রাজ্যবিভাগকালে ঐ চারি পরগণা চাঁচড়ার রাজবংশের অধিকৃত রহিল। ভবেশ্বর রায় মহারাজ প্রতাপাদিত্যের রাজ্যের একাংশ উক্ত চারিটী পরগণা পাইয়াই কোথায় গড় ও রাজপ্রাসাদ সংস্থাপন করিবেন চিন্তা করিতে লাগিলেন। চাঁচড়ায় তখন তাহাঁর শিবির। তিনি শিবিরে নিদ্রিতা দেবী বালার্ক সদৃশা তেজস্বিনী ষোড়শী বালার মূর্ত্তি ধারণ করিয়া শিরোদেশে দণ্ডায়মান হইলেন, স্নেহপূর্ণ কোমল স্বরে ভবেশ্বরকে বলিলেন—"তুমি চিন্তা করিতেছ কি, এইখানেই গড় ও প্রাসাদ প্রস্তুত কর, পুরুষানুক্রমে চাঁচড়া তোমারই হইবে।" স্বপ্নাদেশ পাইয়া ভবেশ্বর চাঁচড়ায়ই রাজধানী সংস্থাপন করিবেন স্থির করিলেন এবং শিবিরের স্থানেই দেবীর পূজার স্থান নিরূপণ করিলেন। এখনও সেইখানেই সুন্দর সুপ্রশস্ত দেবীর পূজার দালান; দালানটি দর্শকমাত্রেরই দেখিবার বিষয়। দেবী সেইখানেই ভবেশ্বরকে দর্শন দিয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান পরিমাণের ৩০০ বিঘা ভূমি বেষ্টিত করিয়া সত্বর গড় খাদিত হইল এবং তন্মধ্যে রাজপ্রাসাদ নির্ম্মিত হইল। কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মী চিরস্থায়ী নহে। তিন শত বৎসরে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। গড়ের বর্ত্তমান অবস্থা শোচনীয়। বলিষ্ঠ তেজস্বী মানবের পরিবর্ত্তে এখন হিংস্রজন্তু সমূহ তথায় ক্রীড়া করিতেছে। স্বাস্থ্যের পরিবর্ত্তে চাঁচড়া এখন সংক্রামক জ্বরের নিবাস হইয়াছে। স্বচ্ছসলিল সরোবরসমূহের পরিবর্ত্তে এখন গড়ে দুর্গন্ধময় অনেকগুলি জলাশয় অস্বাস্থ্যের আকর হইয়াছে। দেব-মন্দিরের ভগ্নাবশেষ অতীত গৌরবের চিহ্নস্বরূপ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। গড়ের মধ্যে রাজপ্রাসাদের অবস্থা মন্দ নহে, কিন্তু সে সুন্দর অট্টালিকারও সংস্কার আবশ্যক। গড়ের চিহ্নমাত্র বিদ্যমান্ আছে।

প্রতাপাদিত্যের পতনের পূর্ব্বেই ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দে ভবেশ্বর রায় স্বর্গগামী হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র মটুকরাম রায় পিতৃত্যক্ত পদে অধিষ্ঠিত হইয়া

১৬১৯ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। প্রতাপাদিত্যের সহিত মানসিংহের সমরে তিনি উচিত প্রভুভক্তির সহিত দিল্লীর সম্রাটের যথোচিত সাহায্য করিয়াছিলেন। মানসিংহ সমরে বিজয়ী হইলে পূর্ব্বোক্ত চারিটী পরগণা মহাতাপ রামরায়ের পূর্ব্ববৎ হস্তগত থাকিল। চারিটী পরগণাই তিনি জাইগীর স্বরূপ প্রাপ্ত হইলেন। ইসলাম্ খাঁ বাঙ্গালার নবাব নিয়োজিত হইয়া মহাতাপ রামরায়কে সাধারণ জমীদার শ্রেণীভুক্ত করিতে ইচ্ছা করেন। সুতরাং ১৬১২ খৃষ্টাব্দ হইতে উক্ত চারিটী পরগণার রাজকর ধার্য্য হইয়াছিল।

মটুকরাম রায় ১৬১৯ খৃষ্টাব্দে তনুত্যাগ করিলে তাঁহার পুত্র কন্দর্প রায় তাঁহার পদ প্রাপ্ত হইয়া বাঙ্গালার নবাব সরকারে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন। তিনি তাঁহার কার্য্যদক্ষতা নিবন্ধন দাঁতিয়া, খলিসখালি, রামসারা মলিমাবাদ ও সাহজিয়ালপুর পরগণার জমিদারী সত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

কন্দর্প রায় ১৬৯৪ খৃষ্টাব্দে পরলোকগত হইলে তাঁহার পুত্র মনোহর রায় চাঁচড়ার রাজ্যে অভিষিক্ত হন। তিনি অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন ও পরম ধার্ম্মিক ছিলেন এবং তাঁহার সময়েই চাঁচড়া সম্পত্তির ও মর্য্যাদার বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। তিনি ক্রমান্বয়ে কয়েকটী পরগণার জমিদারী সত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রামচন্দ্রপুর ১৬৮২ খৃঃ অব্দে, হোসেনপুর ১৬৮৯ খৃঃ অব্দে, ইসফপুর ১৬৯৬ খৃঃ অব্দে, মলুই, সোবনালি ও সোবনা ১৬৯৯ খৃঃ অব্দে এবং সাহস ১৭০৩ খৃঃ অব্দে অর্জ্জিত হওয়ায় তাঁহার রাজত্ব বিলক্ষণ বিস্তৃত হইয়াছিল। এই সকল সম্পত্তি ও অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্পত্তি তিনি বল প্রকাশ বা প্রতারণা দ্বারা অর্জ্জন করেন নাই। পূর্ব্ব মালিকগণের দেয় বাকী রাজস্ব নবাব সরকারে প্রদান করিয়া ও ভবিষ্যতে যথারীতি রাজস্ব প্রদানের অঙ্গীকার করিয়া তিনি ঐ সকল পরগণার জমিদারী সত্ব পাইয়াছিলেন। ১৬১২ শকাব্দে অর্থাৎ ১৬৯১ খৃষ্টাব্দে তিনি একটী সুন্দর কারুকার্য্য চিত্রিত দেব মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে দেবাদিদেব মহাদেবের লিঙ্গ স্থাপন করেন। মন্দির এক্ষণে জীর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে; লতা বৃক্ষাদিতে আবৃত; প্রবেশ পথ এক প্রকার রুদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু এখনও মনোহর রায়ের নাম ও ১৬১২ শকাব্দে প্রতিষ্ঠাকালে মন্দিরের শীর্ষ দেশে সুপাঠ্য রহিয়াছে। ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে মনোহরের মৃত্যু হইলে তাঁহার সুযোগ্য পুত্র কৃষ্ণরাম রায় তাঁহার স্থলে অভিষিক্ত হইয়া রাজকীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া পৈত্রিক সম্পত্তি পরিবর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। মহেশ্বরপাসা, রায়মঙ্গল, বাজিতপুর পরগণাসমূহ প্রভৃতি তাঁহারই অর্জ্জিত। কৃষ্ণরাম রায়ের দুই

পুত্র সুখদেব রায় ও শ্যামসুন্দর রায়। ১৭২৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে সুখদেব মাতার আদেশমত পৈত্রিক সম্পত্তির ৮০ আনা অংশ স্বয়ং রাখিয়া অবশিষ্ট ৷০ আনা অংশ তাঁহার ভ্রাতা শ্যামসুন্দরকে দিয়াছিলেন। কিন্তু শ্যামসুন্দরের অংশ লুপ্ত হইয়াছিল। অবশেষে সেই অংশ সাইদপুর ষ্টেট নাম প্রাপ্ত হইয়া হুগলী ইমামবাড়ীর সম্পত্তির একাংশ হইয়াছে।

সুখদেব রায়ের ১৭৪৫ খৃঃ অব্দে মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র নীলকণ্ঠ রাজত্ব করিয়া ১৭৬৪ খৃঃ অব্দে পরলোক প্রাপ্ত হন। তাঁহার পুত্র শ্রীকণ্ঠ রায় পরম ধার্ম্মিক ও দাতা ছিলেন, কিন্তু বিষয়ৈষী বা বিষয় কর্ম্মে পারদর্শী ছিলেন না। তিনি কল্পতরু ব্রতাবলম্বী হইয়া অনেক সম্পত্তিই দান করিয়াছিলেন। ১৭৯০ খৃঃ অব্দে দশশালা বন্দোবস্ত হইয়া ১৭৯৩ খৃঃ অব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচারিত হইলে বঙ্গদেশের অন্যান্য অনেক জমিদারের ন্যায় তাহার অনেক জমিদারী নষ্ট হইয়াছিল। অবশেষে দান ও দশশালা বন্দোবস্তের কঠোরতা নিবন্ধন তিনি এরূপ নিঃস্ব হইয়াছিলেন যে তিনি ইংরাজ সরকার বাহাদুরের সাহায্যে দিনপাত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ১৮০২ খৃঃ অব্দে তিনি পরলোক প্রাপ্ত হইলে তাঁহার পুত্র বাণীকণ্ঠ আদালতের সাহায্যে অনেক পৈত্রিক সম্পত্তি ফিরিয়া পাইয়াছিলেন। বাণীকণ্ঠ ১৮১৭ খৃঃ অব্দে মানবলীলা সম্বরণ করায় তাঁহার অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র বরদাকণ্ঠ তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়াছিলেন। ১৮২৩ খৃঃ অব্দে তিনি সাহস পরগণা পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং শিপাহী যুদ্ধের সাহায্য করায় তিনি রাজোপাধি প্রাপ্ত হইয়া ১৮৭৯ সন পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।

রাজা বরদাকণ্ঠের তিন পুত্র রাজা—কুমার জ্ঞানদাকণ্ঠ, কুমার মানদাকণ্ঠ ও কুমার হেমদাকণ্ঠ। রাজা জ্ঞানদাকণ্ঠ অনেক গুণেই অলঙ্কৃত ছিলেন। তিনি সুকবি ও গান্ধর্ব্ববিদ্যায় সুনিপুণ ছিলেন। গভর্ণমেণ্ট তাহাকে 'রাজা' উপাধি প্রদান করিয়া চাঁচড়া বংশের প্রতিষ্ঠা রক্ষা করেন। রাজা জ্ঞানদাকণ্ঠ অপুত্রক স্বর্গগামী হইলে রাণী কুমার মানদাকণ্ঠের তৃতীয় পুত্র ক্ষিতীশকণ্ঠকে দত্তক-পুত্র গ্রহণ করিয়া পরলোক প্রাপ্ত হন (দত্তকান্তে নাম ক্ষিরোদদাকণ্ঠ হয়)। কুমার মানদাকণ্ঠের অপর তিন পুত্র—সতীশকণ্ঠ, জ্যোতিশকণ্ঠ, নৃপতীশকণ্ঠ। কুমার হেমদাকণ্ঠ জীবিত আছেন, কিন্তু তিনি অপুত্রক।

শ্রীসারদাচরণ মিত্র।

জাতি-তত্ত্ব।

বর্ণভেদই যেমন প্রাচীন ভারতের উন্নতির কারণ, আবার উহাই তেমন অবনতির কারণ। বর্ণভেদহেতুই পূজনীয় ব্রাহ্মণেরা একদিন উদরান্নচিন্তাবিরহিত হইয়া একমাত্র জ্ঞানানুশীলনে নিরত হইতে পারিয়াছিলেন। যে সময়ে সপ্তনদবিধৌত সমগ্র পঞ্চনদ প্রদেশ ঔপনিবেশিক আর্য্যগণের বাসভূমি-রূপে পরিণত হয়, তখন তাঁহারা এক জাতি ছিলেন। পরে যখন সমাজের সুশৃঙ্খলাসংবর্দ্ধনার্থ পরস্পরের কার্য্যের সুবিধার জন্য বর্ণভেদের আবশ্যকতার উপলব্ধি হইল, তখন আর্য্যগণ এই প্রথা প্রচলনে যত্নবান্ হইলেন। কালে ইহা দৃঢ়মূল হওয়ায় ভারতীয় আর্য্যগণের অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিল। এমন কি বৈদিকযুগের আর্য্য ও তদ্বংশধর আধুনিক আর্য্যগণের সামাজিক অবস্থা দেখিয়া উভয়েই যে এক জাতি তাহা সহজে স্বীকার করিতে ইতস্ততঃ করিতে হয়। সে যাহা হউক সেই সময়ের ঐ একনিষ্ঠাই সাহিত্যদর্শনাদির মূল। আবার জ্ঞান সীমাবদ্ধ হওয়ায় ব্রাহ্মণেরা যখন জ্ঞানচর্চ্চায় অবহেলা করিলেন, তখন জ্ঞান দেশ হইতে একেবারে অন্তর্হিত হইল। জ্ঞানের অন্তর্ধানে দেশের অধঃপতনের সূত্রপাত অবশ্যম্ভাবী।

আর্য্যগণের এই বর্ণভেদপ্রণালী সামাজিক তথা রাজনীতিক উদ্দেশ্যে অর্থনীতির অত্যাবশ্যকীয় "শ্রমবিভাগ" প্রণালীর উপর সংস্থাপিত। আর্য্য-শাস্ত্রানুসারে—সৃষ্টিকালে কেবলমাত্র এক জাতি ছিল। ক্রমে লোকে জাতি-ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট তথা দূষিত হওয়ায়, আর্য্যসমাজে বর্ণবিভাগের আবশ্যকতা উপলব্ধি হয়। তাই সেই এক জাতি হইতে চারিটী মাত্র বর্ণ উৎপন্ন হইল। পূর্ব্বে এই বর্ণ বা জাতি পৈতৃক অর্থাৎ জন্মানুগত বলিয়া সাধারণে পরিগণিত হয় নাই, ব্যক্তিগত সংস্কার (বৃত্তি, ব্যবসায়) ও গুণ (আচার বা ধর্ম্ম) অনুসারে সেই ব্যক্তির বর্ণ নির্ণীত হইত। যাঁহারা স্ব স্ব প্রবৃত্তি অনুযায়ী রিপুবশীভূত হইয়া তদ্রিপুপ্রণোদিত বিষয়কর্ম্মনিচয় সাধনে নিরত হওয়ায় সাধারণ একএকটী ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন তাঁহারাই ব্রাহ্মণত্ব হইতে

বিচ্যুত হইয়া ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিলেন। ঐরূপে যাহারা ক্রয়বিক্রয় তথা পশু-পালনাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া নিজ নিজ জীবিকা-নির্ব্বাহার্থ কৃষিকার্য্যের আশ্রয় লইলেন, তাঁহারা স্বজাতীয় সাধারণ বৃত্তির কিছু কিছু ছাড়িয়া দিয়া বৈশ্য নামে ভূমণ্ডলে প্রথিত হইলেন। আবার যাঁহারা পশুহিংসা, হীনবৃত্তি ও সেবাদি কার্য্যে জীবিকা-নির্ব্বাহ সুখকর ভাবিয়া কতিপয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন, তাঁহারাই শূদ্ররূপে জনসমাজে পরিগণিত হইলেন। শেষোক্ত কার্য্য অতীব জঘন্য ও অপবিত্র বলিয়া তৎ তৎ ধর্ম্মাবলম্বিগণও অপবিত্র শূদ্র হইল। এইরূপে চারিজাতি উৎপন্ন হইল। কালে এই চারিজাতি হইতে ক্রমে ক্রমে নানাজাতির সৃষ্টি হওয়ায় ভারতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ভিন্ন বহুতর সঙ্কর জাতির আবির্ভাব হয়।

এই সকল স্ব স্ব ধর্ম্মভ্রষ্ট জাতির সন্তানেরা যে নিজ নিজ বৃত্তি বা সংস্কারের উন্নতি দ্বারা অর্থাৎ সময়ে সময়ে উচ্চবর্ণের বৃত্তি অবলম্বন করায়, যে উন্নীত হন নাই, এমন নহে। কালে তাঁহারাও দুই বা তিন পুরুষ পরে নিকৃষ্ট বর্ণ ছাড়িয়া, উৎকৃষ্ট বর্ণে আশ্রয় লইয়া, যে বর্ণ-শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহারও প্রমাণ আর্য্যশাস্ত্রে বহুল পরিমাণে পাওয়া যায় (১)। আবার যাহারা উচ্চবর্ণে জন্মিয়া পৈতৃক ধর্ম্ম ছাড়িয়া হীনবর্ণে আশ্রয় লইয়াছিলেন তাঁহারাও যে অধঃপতিত অর্থাৎ হীনবর্ণমধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন, তাহারও যথেষ্ট প্রমাণপ্রয়োগ হিন্দুশাস্ত্রমধ্যেই লিপিবদ্ধ আছে। ইহা ছাড়া অনার্য্যসম্ভূত আর্য্যসন্তানও গুণের উৎকর্ষবশত আর্য্যসমাজে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়া আর্য্যরূপে গণ্য হইয়াছিল। (২) এই সকল হইতে স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে আর্য্যগণ এই জাতিবিভাগ সামাজিক তথা রাজনীতিক কোন গূঢ়তর উদ্দেশ্যসংসিদ্ধির জন্য সংগঠিত করিয়াছিলেন।

আর্য্যশাস্ত্রানুশীলনে জানা যায় যে আর্য্যগণমধ্যে পূর্ব্বে কোন রূপে জাতি-

(১) শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চেতি শূদ্রতাম্।
ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবন্তু বিদ্যাদ্বৈশ্যাত্তথৈবচ।
মনু, ১০ অঃ। ৬৫ শ্লোঃ।
বর্ণান্তরগমনমুৎকর্ষাপকর্ষাভ্যাম্।
গৌতম, ৪ অঃ।

(২) জাতো নার্য্যামনার্য্যায়াম্ আর্য্যাদার্য্যো ভবেদ্গুণৈঃ।
জাতোঽপ্যনার্য্যাদার্য্যায়ামনার্য্য ইতি নিশ্চয়ঃ॥"
মনু, ১০ অঃ। ৬৭ শ্লোঃ।

ভেদ ছিল না অর্থাৎ সকলেই এক জাতি মধ্যে পরিগণিত ছিলেন। সংস্কার (বৃত্তি) ও গুণ (ধর্ম্ম বা আচার) অনুসারে চারি বা ততোধিক বর্ণের সৃষ্টি হয়। আর্য্যজাতির এই সকল ব্যতিহারে ভারতবর্ষে আর্য্যগণের বংশধরগণ ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে পরিণত হইয়া সামাজিক অবস্থার পরিবর্ত্তন উৎপাদন করেন। এমন কি সেই সকল জাতি মূলতঃ এক হইলেও আচারব্যবহারাদি নিবন্ধন কেহ উচ্চবর্ণে কেহ বা নিম্নবর্ণে পরিগণিত হয়। পরে এই উচ্চবর্ণের সন্তান নীচ-বর্ণে আশ্রয় লইলে তাহাদের হীনতা ঘটিত। এই সকল পরিবর্ত্তনের প্রমাণও আর্য্যশাস্ত্রে ভূরি ভূরি পাওয়া যায়। ঐ সকল হইতে জানা যায় যে জন্ম সংস্কার ও ধর্ম্ম হইতে বর্ণের উৎপত্তি। এই জন্ম সংস্কার ও ধর্ম্মের পরস্পর সংমিশ্রণে [combination] যে ৭টী শ্রেণী পাওয়া যায় তাহা এই—

(১) জন্ম + সংস্কার [বৃত্তি] + ধর্ম্ম [আচার ও গুণ]। (২) জন্ম + ধর্ম্ম। (৩) সংস্কার + ধর্ম্ম। (৪) ধর্ম্ম। (৫) জন্ম + সংস্কার। (৬) জন্ম। (৭) সংস্কার। শেষোক্ত ৩টী অর্থাৎ (৫) জন্ম + সংস্কার, (৬) জন্ম ও (৭) সংস্কার একটী সম্পূর্ণ জাতিগঠনের যথেষ্ট উপাদান নহে। কিন্তু উপরোক্ত ৪টী হইতে পর্য্যায়ক্রমে (১) সম্পূর্ণ জাতি, (২) তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ হীন, (৩) পূর্ব্বাপেক্ষা কথঞ্চিৎ হীন ও (৪) পূর্ব্বাপেক্ষা হীনগুণান্বিত সম্পূর্ণজাতির উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়।

প্রথমতঃ বৈদিকগ্রন্থ হইতে উল্লিখিত মতগুলির প্রমাণ করা যাউক। আর্য্যজাতির সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ ঋগ্বেদের নবম মণ্ডলের ১১২ সূক্তের ঋষি বা দ্রষ্টা মহাত্মা শিশু। তিনি তৃতীয় ঋকে পবমান সোমদেবকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিতেছেন "দেখুন, আমি স্তোত্রকার, আমার পুত্র চিকিৎসক ও কন্যা শিলায় শস্যাদি চূর্ণ করেন। আমরা সকলে বিভিন্ন কার্য্যে ব্যাপৃত আছি।" ইহা হইতেই স্পষ্টই প্রতীত হয় যে পূর্ব্বে স্মৃতিভেদ ছিল না। যে কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছামত কোন বৃত্তি গ্রহণ করিলে স্বতন্ত্র জাতিরূপে গণ্য হইতেন না।

ঋগ্বেদের সপ্তম মণ্ডলের ৩৩শ সূক্তে ১১—১৩ ঋকে বশিষ্ঠের জন্মবৃত্তান্তে তাহাকে বেশ্যাপুত্র বলা হইয়াছে। এই বশিষ্ঠদেব ব্রাহ্মণসমাজে বরণীয় ও মান্যমান হইয়াছিলেন। যদি জন্মগত বর্ণ তৎকালে প্রচলিত থাকিত তাহা হইলে বশিষ্ঠদেব কোন শ্রেণীস্থ হইতেন তাহাও বিচার্য্য।

উক্ত প্রাচীনগ্রন্থের দশম মণ্ডলের কয়েকটী সূক্তের ঋষি মহাত্মা কবষ।

তদীয় জন্মবৃত্তান্তও রহস্যময়। তিনি ইলুষানাম্নী জনৈক দাসীগর্ভে জন্মিয়া ব্রাহ্মণোচিত ধর্ম্মাদি বিভূষিত হওয়ায় ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। * একদা কোন সোমযাগে তিনি উপস্থিত হইলে ঋত্বিকগণ তাঁহাকে দাসীপুত্র বলিয়া যজ্ঞস্থল হইতে তাড়াইয়া দেন, কিন্তু পরে তিনি সেই সকল ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়া সেই যজ্ঞেরই অধ্যক্ষতা করেন। এই বিষয় লইয়া ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (১।১৬ ও ২।১৭) লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকৃত হন নাই, সেই অব্রাহ্মণোক্ত জনও যাজক তথা যজ্ঞকর্ত্তা ছিলেন। আবার উক্ত ব্রাহ্মণের ৭।২৯ পাঠে বুঝা যায় যে বর্ণসম্বন্ধীয় নিয়মগুলির তত বাঁধাবাঁধি বা কড়াকড়ি ছিল না। বরং কোন ব্যক্তি বর্ণান্তরে প্রবেশ অনায়াসে করিতে পারিত। কোন যজ্ঞে যদি কোন ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের ভাগ লইতেন, তাহা হইলে তাঁহার বংশধরেরা ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম অর্থাৎ প্রতিগ্রহাদি লইতে প্রস্তুত, সোমপানার্থ তৃষাতুর, খাদ্যের জন্য ক্ষুধার্ত্ত, ও স্বেচ্ছাচারী হইয়া সর্ব্বত্র বিচরণে উদ্যত হইতেন। ইঁহাদের অধস্তন ২।৩ পুরুষেরা ব্রাহ্মণ বলিয়া সমাজে গণ্য হইতেন। যাঁহারা বৈশ্যভাগ আহরণ করিতেন, তাঁহাদের সন্তান-সন্ততিগণ বৈশ্যধর্ম্ম লাভ করায় রাজাকে কর দিতেন এবং তাঁহাদের অধস্তন দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরুষ বৈশ্যবর্ণে পরিণত হন। ঐরূপ শূদ্রাংশগ্রহণে তদীয় বংশধরেরা শূদ্র হইয়া দ্বিজাতিত্রয়ের সেবা ও পরিচর্য্যায় নিরত থাকিতেন। সময়ে সময়ে তাঁহারা যে প্রভুগণ কর্তৃক নিগৃহীত হইতেন না এমন নহে। যাহা হউক তাঁহাদেরই অধস্তন দ্বিতীয় বা তৃতীয় পুরুষ সম্পূর্ণ শূদ্রত্ব লাভ করিয়া সমাজের সর্ব্বনিম্নস্তর শূদ্ররূপে গণিত হইত। আবার শতপথ ব্রাহ্মণেও দেখিতে পাওয়া যায় যে বাজসনেয় যাজ্ঞবল্ক্য রাজর্ষি জনকের নিকট ব্রাহ্মণগণের অজ্ঞাত বিষয় লাভ করিয়া তাঁহার উপর প্রীত হইয়া তাঁহাকে বর দিতে স্বীকার করায়, রাজা বলিলেন, "যাজ্ঞবল্ক্য আমি যাহা চাহিতেছি তাহা দেও।" তদনন্তর রাজর্ষি জনক ব্রাহ্মণ হন। এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে সম্যকরূপে বুঝা যায় যে যখন আর্য্য হিন্দুগণ বেদের ব্রাহ্মণাংশ সংগ্রহে নিরত ছিলেন তখন সমাজে জাতিভেদপ্রথা প্রবর্ত্তনের সূত্রপাত হইলেও উহা তদানীন্তন

* ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ২।১৯ কবষ সম্বন্ধে এইরূপ বিবরণ পাওয়া যায়—সোমযাগে কবষকে উপস্থিত দেখিয়া সমাগত ঋষিগণ বলিলেন, 'দাসীপুত্র কিরূপে এস্থানে স্থান পাইল, একজন দ্যূতকার ও অব্রাহ্মণ কেমনে এখানে আসিল। কেমন করিয়াই বা এ আমাদের নিকট থাকিতে পারে—কিরূপেই বা যজ্ঞের অধিকারী হইবে।' কিন্তু কবষ দেবগণকে জানিতেন দেবতারাও তাঁহাকে জানিতেন সুতরাং তিনি ঋষি বলিয়া স্বীকৃত হইলেন।

সমাজকে শৃঙ্খলিত করিতে পারে নাই। সুতরাং তৎপরে ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণের বিভাগ বৃত্তি হইতে নির্দ্ধারিত হইত। উহা তখনও জন্মগত হয় নাই। তবে জন্মগত হইবার অঙ্কুর দেখা দিয়াছিল।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায় পূর্ব্বে একমাত্র জাতি ছিল। (১) ঐ শ্লোকের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, বর্ত্তমান ক্ষত্রিয় ও অপরাপর জাতি-বৃন্দ ব্রাহ্মণ জাতি হইতে বিভিন্ন নহে—পূর্ব্বে কেবল ব্রাহ্মণ ছিল। তাঁহারা রক্ষক ক্ষত্রিয় বা অন্যান্য জাতি কর্তৃক অরক্ষিত হইয়া ভূমণ্ডলে বিদ্যমান ছিলেন।(২)

ছান্দোগ্য উপনিষদে সত্যকাম জাবালের উপাখ্যানে (৩) দেখা যায় যে সত্যবাদিতা তথা বিদ্যাবলে লোকে সর্ব্বোচ্চসম্মান ও জাতিত্ব লাভ করিত। ঐ উপাখ্যানটী এই—

১। জবালাতনয় সত্যকাম তাঁহার মাতাকে বলেন, "মাতঃ, আমি ব্রহ্মচারী হইতে ইচ্ছা করি। আমি কোন গোত্রে উৎপন্ন হইয়াছি, বলুন।"

২। মাতা বলিলেন, "বৎস, তুমি কোন বংশে জন্মিয়াছ তাহা আমি জানি না। আমার যৌবনকালে যখন আমি দাসীভাবে নিযুক্ত ছিলাম তখন তোমাকে গর্ভে ধারণ করি। আমি জানি না তুমি কোন বংশে জন্মিয়াছ। আমার নাম জবালা, তোমার নাম সত্যকাম, তুমি সত্যকামজাবাল বলিয়া পরিচিত হও।"

৩। তখন সত্যকামজাবাল গৌতম হরিদ্রুমতের নিকটে গিয়া বলিলেন, "আমি আপনার নিকট ব্রহ্মচারী হইয়া বাস করিতে ইচ্ছা করি। মহাশয়, আমি কি আপনার শিষ্য হইতে পারি?"

৪। তিনি বলিলেন, "বৎস, তুমি কোন বংশজ?" সত্যকাম বলিলেন, "মহাশয়, আমি যে কোন বংশে জন্মিয়াছি, তাহা জানি না। আমি মাতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তিনি বলিলেন; 'বৎস আমার যৌবনকালে

(১) বৃহদারণ্যক উপনিষদ ১।৪ [কলিকাতা সংস্করণ] ৩৩—৬ পৃষ্ঠা।

(২) পুরাণাবলীও এ সম্বন্ধে একমত—

যথা কৃতযুগে পূর্ব্বমেকবর্ণমভূৎ কিল।
তথা কলিযুগস্যান্তে শূদ্রীভূতাঃ প্রজাস্তথা॥
মৎস্য, ১৪৪ ৩৮।

(৩) ছান্দোগ্য উপনিষদ [কলিকাতা সংস্করণ] ২৩৮—৯ পৃষ্ঠা।

যখন আমি দাসীর কার্য্যে ঘুরিতাম, সেই সময় তোমাকে গর্ভে ধরিয়াছি। তুমি যে কোন বংশজ তাহা আমার জানা নাই। আমার নাম জবালা, তুমি সত্যকাম।' মহাশয়, তজ্জন্য আমি সত্যকামজাবাল।

৫। গৌতম বলিলেন "প্রকৃত ব্রাহ্মণ ভিন্ন এরূপ কেহ বলিতে পারে না। যাও, কাঠ লইয়া আইস। বৎস, আমি তোমাকে দীক্ষিত করিব। তুমি সত্যভ্রষ্ট হও নাই।"

এই সত্য-প্রিয় যুবক দীক্ষিত হইয়া তৎকালোচিত প্রথানুসারে গুরুর পশুচারণে নিযুক্ত হন। যথাকালে সত্যকামের সত্যসম্বন্ধীয় মহৎ জ্ঞান জন্মিল। তিনি প্রকৃতি—এমন কি পশুজগৎ হইতে সত্য-জ্ঞান লাভ করেন। তিনি যে পশুপালের রক্ষক ছিলেন; তাহার অন্তর্ভূত কোন একটী ষণ্ড তাঁহাকে জ্ঞান শিক্ষা দেন। যে অগ্নি তিনি জ্বালিতেন—তাহা হইতেও জ্ঞান লাভ করেন এবং সন্ধ্যাকালে যখন তিনি আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়া পশুশালায় পশুবৃন্দকে বদ্ধ করিয়া, অগ্নিতে কাষ্ঠ দিয়া তৎসান্নিধ্যে উপবিষ্ট ছিলেন তখন একটী হংসের নিকট দিব্য জ্ঞান লাভ করেন। অনন্তর গুরুর নিকট যাওয়ায় গুরু বলিলেন—"বৎস, তোমাকে ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির মত দীপ্তিমান দেখিতেছি। কে তোমাকে ব্রহ্মজ্ঞান শিখাইল?" যুবক বলিলেন, "মনুষ্য নয়।" সেই যুবক যে মহাসত্য বুঝিয়াছিল, তাহা এই—"এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই ব্রহ্ম"।

উক্ত উপাখ্যানে পাওয়া যায়—একটি বালক গুরুসন্নিধানে দীক্ষার্থ যাইয়া বলে, "গুরো! আমায় দীক্ষা ও শিক্ষা দিউন।" গুরু তাঁহার গোত্র জিজ্ঞাসা করায়, তিনি বলিলেন, "আমার কি গোত্র তাহা আমি জানি না, মাতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াও জানিতে পারি নাই। তিনিও আমার গোত্র বলিতে পারেন নাই।" ইহা শুনিয়া গুরু বলিলেন, "ব্রাহ্মণ ভিন্ন এরূপ সত্য কথা কে বলিতে পারে না। তুমি সত্য কথা কহায় বুঝিলাম তুমি ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়াছ।" পিতৃবিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ সামান্য দাসীপুত্র যে কেবল মাত্র সত্যপ্রিয় বলিয়াই ব্রহ্মচারী তথা ব্রহ্মজ্ঞ হইতে পারিয়াছিলেন এবং কালে ধর্ম্মশিক্ষক হইয়া তদানীন্তন আর্য্যসমাজের সবিশেষ পূজ্য হন তাহার কারণ কি? তখন জাতিভেদপ্রথা বিশেষরূপ বলবতী থাকিলে তাঁহার ভাগ্যে এরূপ ঘটাও অসম্ভব। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় বেদের উপনিষদ ভাগ প্রণয়নকালে দেশমধ্যে জাতিভেদ প্রথা ততটা দৃঢ়মূল হয় নাই।

শ্রুতির দৃষ্টান্ত এই পর্য্যন্ত। স্মৃতিশাস্ত্রে—ভগবান্মনু বলিয়াছেন—দ্বিজ বেদাধ্যয়নে

অনাস্থা প্রদর্শন করিলে, শূদ্র হয়। (১) মহর্ষি অত্রি শঠ (দুষ্ট দুর্ব্বৃত্ত) ব্রাহ্মণ-বধে শূদ্র-বধের প্রায়শ্চিত্ত বিধান-করিয়াছেন। (২)

এক্ষণে ইতিহাস হইতে কএকটী উদাহরণ দিয়া আমাদের মত প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতেছি। মহাভারতকে অবশ্যই হিন্দুমাত্রেই ইতিহাস বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। ইহাতে ভারতের পৌরাণিক কালের অনেক ইতিবৃত্তাদি ও তৎকালীন সামাজিক নিয়ম আচারব্যবহারাদির অনেক তথ্য লিপিবদ্ধ আছে। এই প্রামাণিক গ্রন্থের শান্তিপর্ব্বান্তর্গত মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বে ১৮৮ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, "বর্ণসকলের বিশেষ নাই, এই সমস্ত জগৎ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রথম সৃষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণময় হইয়াছিল, পরে কর্ম্মানুসারে বিবিধ বর্ণ হইয়াছে। (৩) যে সমস্ত ব্রাহ্মণ কামভোগে নিরত, তীক্ষ্ণস্বভাব, ক্রোধী, সাহসিক, স্বধর্ম্মত্যাগী ও লোহিতাঙ্গ তাহারাই ক্ষত্রিয়ত্ব পাইয়াছে। যাহারা গোসমুদয় হইতে জীবিকা নির্ব্বাহ করত কৃষিজীবী হইয়াছে এবং স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে না, সেই পীতবর্ণ ব্রাহ্মণেরা বৈশ্যত্ব লাভ করিয়াছে। আর যে সকল ব্রাহ্মণেরা হিংসা ও মিথ্যারত সর্ব্বকর্ম্মোপজীবী, কৃষ্ণবর্ণ এবং শৌচপরিভ্রষ্ট তাহারাই শূদ্র। এই সমস্ত কর্ম্মদ্বারা যে পৃথক্কৃত ব্রাহ্মণেরা বর্ণান্তরে গমন করিয়াছে। তাহাদিগের যজ্ঞক্রিয়ারূপ ধর্ম্ম নিয়ত প্রতিষিদ্ধ নহে। ব্রাহ্মণেরা বেদচতুষ্টয়ে বিভক্ত হইলেও সকলেরই বেদে অধিকার ছিল, কেবল যাহারা লোভবশতঃ জ্ঞানহীন হইল, সেই শূদ্রগণের বেদে অধিকার নাই। ইহা বিধাতৃকর্ত্তৃকও

(১) যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্রকুরুতে শ্রমম্।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশুগচ্ছতি সান্বয়ঃ॥
মনু. ২ অঃ। ১৬৮ শ্লোক।

(২) শঠঞ্চ ব্রাহ্মণং হত্বা শূদ্রহত্যাব্রতং চরেৎ।
অত্রিসংহিতা ২৮৭ শ্লোক।

(৩) ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মণা বর্ণতাং গতম্॥
কামভোগপ্রিয়াস্তীক্ষ্ণাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয়সাহসাঃ।
ত্যক্তস্বধর্ম্মা রক্তাশ্চ দ্বিজাস্তে ক্ষত্রতাং গতাঃ॥
গোভ্যো বৃত্তিং সমাস্থায় পীতাঃ কৃষ্ণুপজীবিনঃ।
স্বধর্ম্মং নাধিতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজাঃ বৈশ্যতাং গতাঃ॥
হিংসানৃতপ্রিয়ালুব্ধাঃ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণা শৌচপরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ॥

বিহিত হইয়াছে যে সমস্ত ব্রাহ্মণ বেদোক্ত কার্য্য সকলের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন এবং নিয়ত ব্রত ও নিয়ম ধারণ করতঃ বেদাধ্যয়ন করেন, তাঁহাদিগের তপস্যার ক্ষয় হয় না। যাহারা বিধাতৃবিহিত পরমশ্রেষ্ঠ বেদে অনভিজ্ঞ তাহারা ব্রাহ্মণ নহে, পিশাচাদি বহুবিধ জাতি তাহাদের তুল্য। পিশাচ, রাক্ষস, প্রেত ও বহুবিধ ম্লেচ্ছজাতিরা জ্ঞানবিজ্ঞানবিহীন হইয়া স্বেচ্ছাচারে কার্য্য করিয়া থাকে।”

ঐ শান্তিপর্ব্বেরই ১৮৯ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, ভরদ্বাজ ভৃগুকে জিজ্ঞাসা করিলেন. “বিপ্রর্ষে, কোন কর্ম্মের দ্বারা ব্রাহ্মণ হয়? কি করিলে ক্ষত্রিয়. বৈশ্য বা শূদ্র হয় তাহা বর্ণন করুন!” তদুত্তরে মহর্ষি ভৃগু বলিলেন, “জাতকর্ম্মাদি সংস্কার দ্বারা যিনি শুচি ও সংস্কৃত হইয়াছেন, যিনি বেদাধ্যয়ন করিয়াছেন, প্রতিদিন সন্ধ্যা, ন্যাস, জপ, হোম, দেবপূজা. আতিথ্য ও বলি-বৈশ্বদেব—এই ষট্ কর্ম্ম করিয়া থাকেন, শৌচ আচার সমন্বিত সম্যক্‌রূপে বিঘসাশী, গুরুজনের প্রিয়পাত্র, নিত্যব্রতী এবং সত্যপরায়ণ তিনিই বিপ্রপদবাচ্য। যাহাতে সত্য দান, অদ্রোহ, আনৃশংস্য, দয়া, লজ্জা ও তপস্যা আছে তিনিই ব্রাহ্মণ। যিনি যুদ্ধাদি হিংসা কার্য্য করিয়া থাকেন, বেদাধ্যয়নে অনুরক্ত হন এবং ব্রাহ্মণগণকে অর্থ দান ও প্রজাগণ হইতে অর্থ আদান করেন, তাহাকে ক্ষত্রিয় বলা যায়। যিনি কৃষি ও পশু পালন করেন, দানে অনুরক্ত, শুচি ও বেদাধ্যয়নসম্পন্ন তিনিই বৈশ্য সংজ্ঞক হইয়া থাকেন। যে জন সতত সর্ব্বকর্ম্মকরণে আসক্ত, অশুচি, বেদজ্ঞানবিহীন ও অনাচার তাহাকেই শূদ্র বলা যায়। ব্রাহ্মণের লক্ষণ যদি শূদ্রে লক্ষিত হয়, তবে তাদৃশ শূদ্রও শূদ্র নহে এবং ব্রাহ্মণে যদি ব্রাহ্মণোচিত লক্ষণ না থাকে, তবে তাহাকে ব্রাহ্মণ বলা যায় না।(১)

নীলকণ্ঠ তাঁহার ভাষ্যে এই স্থানে লিখিয়াছেন—“আচারই কেবল জাতিভেদের মূল কারণ, জন্ম নহে।” এই সকল সত্য প্রভৃতি সপ্ত গুণ দ্বিজত্বের কারণ সুতরাং জন্ম নহে—ইহাই ইহার অর্থ।(২) (ক্রমশঃ

বাসব শ্রীললিতকৃষ্ণ দেববর্ম্মা।

(১) শূদ্রে চৈতদ্ভবেল্লক্ষ্যং দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে।
ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণো ন চ ॥

(২) শিবপুরাণ ধর্ম্মসংহিতায় ২০ । ৯৪ । আছে—
“বিদ্যয়া জন্মনা বাপি ন কেবলং ব্রাহ্মণো ভবেৎ।
[illegible]

শঙ্কর তরঙ্গ।

“অতি প্রিয় পারিষদ শঙ্করতরঙ্গ
পরাহিত রাখ বোল সদা অঙ্গ সঙ্গ”

ভারতচন্দ্র রায়

নবদ্বীপাধিপতি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভা মহান পণ্ডিতমণ্ডলীতে পরিবেষ্টিত ছিল। তৎকালে তাহাদের যশ ও গৌরবের পরিসীমা ছিল না। শুনা যায় পূর্ব্ববর্ত্তী বিক্রমাদিত্যের সভামণ্ডলীর ন্যায় এই রাজারও সভায় পণ্ডিতগণ বর্ত্তমান ছিলেন এবং তদ্রূপ যশ ও গৌরবে সর্ব্বত্র আদরনীয় ছিলেন। এই রাজসভায় তত্রত্য পণ্ডিত-মণ্ডলী মধ্যে কায়স্থ ক্ষত্রিয়বর্ণান্তর্গত বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বের পরিচয় আজ কাল সকলে নূতন মনে করেন, কিন্তু তাহা নহে। কায়স্থগণ পূর্ব্বাপর ক্ষত্রিয়বর্ণ বলিয়াই পরিচিত আছেন। ইহা এই রাজবংশাবলি পাঠ করিলেও সকলে বিদিত হইবেন। যৎকালে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র অগ্নিহোত্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তৎকালে এই রাজসভা হইতে কায়স্থকেই ক্ষত্রিয় বরণ প্রদান করিয়াছেন। কায়স্থগণ পূর্ব্বাপর চিরকালই বিদ্যা, বুদ্ধি, ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ও স্বাধ্যায়ের জন্য প্রসিদ্ধ ও অসীম জ্ঞানসম্পন্ন; ইহারা কোন কালেই শূদ্র নহেন এবং ইঁহাদিগের তদ্রূপ ব্যবহারাদিও নাই। প্রায় দুইশত বৎসর অতীত হইল রাজা কৃষ্ণচন্দ্র মহাসভায় সভাসদগণের মধ্যে একজন কায়স্থপ্রবর রাজার অতিপ্রিয় পারিষদ ছিলেন; ইহার নাম শঙ্করতরঙ্গ ছিল, ইনি সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ, ধর্ম্মপরায়ণ ও অশেষগুণালঙ্কৃত বলিয়াই সভাস্থ অন্যান্য পারিষদগণ অপেক্ষা উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া সমধিক সমাদৃত ও রাজার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। ইঁহার অলৌকিক কার্য্যদক্ষতা ও বিদ্যা ও বুদ্ধির প্রভাব দর্শনে সকলেই আশ্চর্য্য হইয়াছিল। শঙ্কর এইরূপ কার্য্যদক্ষতা, বুদ্ধিমত্তা ও অসাধারণ গুণের প্রভাবেই অন্যান্য রাজ সভাসদগণকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। রাজা শঙ্করের মন্ত্রণা ও পরামর্শ ভিন্ন কখনও কোনও রাজকার্য্যে বা কোনও কার্য্যে অগ্রসর হইতেন না। এই প্রকার শঙ্কর নানা বিষয়ে গুণালঙ্কৃত প্রযুক্ত রাজসভাসদগণের ও রাজার নিকট “অশেষ গুণের তরঙ্গ” বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। শঙ্করের অসাধারণ বুদ্ধি কৌশলে ও কার্য্যের পারদর্শিতায় রাজা অনেক সময়ে অনেক বার অনেক বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন; তদ্বিষয়ে অনেক প্রবাদ শুনিতে যায়। ঐ সকল বিষয় সাধারণের নিকট কৌতুকপ্রদ। শঙ্করের অপস্তন দ্বিতীয় পঞ্চম

অযোধ্যারাম ও তৃতীয় গঙ্গাধর রাজসভায় কার্য্য করিয়াছিলেন কিনা তদ্বিষয়ে কিছু অবগত হইতে পারা যায় না। ইহার অধস্তন চতুর্থ পুরুষের নাম প্রেমনারায়ণ। ইনি চাকুরিতে রাজসকার অবস্থিত ছিলেন। প্রেমনারায়ণকে একজন মহাপুরুষ বলিলেও বলা যায়, কারণ তিনি স্বধ্যায়সম্পন্ন, তপস্যানিরত, ও ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। তৎকালে এতদ্দেশে তাহার যশ ও গৌরবের পরিসীমা ছিলনা। তিনি এই রাজ সরকার হইতে ৭।২ বিঘা ভূমি দান প্রাপ্ত হয়েন; ইনি ইহার নিজ বাটীতে নানাবিধ দেব দেবীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে আপন ইষ্টদেবের একটী প্রতিমূর্ত্তিও প্রতিষ্ঠা করেন। প্রেমনারায়ণ অত্যন্ত জাপক ছিলেন; তিনি স্বয়ং স্বর্ণোপবীত ধারণ করিয়া প্রত্যহ নিজ ইষ্টদেবের প্রতিমূর্ত্তির ষোড়ষোপচারে পূজা ও হোমাদি ক্রিয়া সমাধন করিয়া দিবা দ্বিপ্রহর কালে ভোজনান্তে রাজবাটীতে গমন করিতেন। তাঁহার যেরূপ ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ছিল, তাহা অধুনা অতি বিরল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তৎকালিন এতদ্দেশে তাঁহার মান ও মর্য্যদা অপরিসীম ছিল এবং কেহই তাঁহার যশ কীর্ত্তনে পরাঙ্মুখ হইত না।

উল্লিখিত শঙ্করের বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রবাদ শুনা যায় তাহা অত্যন্ত কৌতুকপ্রদ। তাহা শুনিলে সকলেই আহ্লাদিত হইবেন এবং তাহার বুদ্ধিমত্তা ও কার্য্যদক্ষতার পরিচয় জানিতে পারিবেন। কোন সময়ে বর্দ্ধমানাধিপতি কৌতুকচ্ছলে সমস্ত দেশের রাজগণকে আহ্বান করিয়া একটী মহাসভা স্থাপন করেন; ঐ সভার অন্য উদ্দেশ্য যাহাই হউক প্রধান উদ্দেশ্য এই যে সভামণ্ডপে একটী কৌতুক ও রহস্যের উদ্ভব হইবে এবং তজ্জন্য একটী উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। ঐ সভার সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণটী এরূপ প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল যে তদ্দর্শনে নবাগত ব্যক্তি মাত্রেরই মনে ঐ প্রাঙ্গনের সম্মুখে একটী সরোবরের তুল্য জলাশয় থাকা বলিয়া প্রতীত হয়। ঐ সভায় কৃষ্ণচন্দ্র আহূত হন। এবং তিনি সভাস্থলে গমন করিবার আগ্রহ প্রকাশ করিয়া শঙ্করের সহিত পরামর্শ করিতে বাধ্য হন। শঙ্কর ও রাজা এই সভার উদ্দেশ্য কি কিছুই জানিতেন না। শঙ্কর অনন্যোপায় হইয়া কিরূপে রাজা তথায় যাইবেন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। অতঃপর শঙ্কর তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধিকৌশলে রাজাকে বলেন যে ঐ সভায় প্রথমতঃ তিনি অগ্রগামী হইবেন, পশ্চাতে আপনি ছদ্মবেশে গমন করিবেন, এরূপ করিলেই তিনি এই সভার উদ্দেশ্য অবগত হইয়া কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে নিদ্ধারণ করিবেন, এই স্থির করিয়া প্রথমতঃ শঙ্কর ও পশ্চাতে রাজা ছদ্মবেশে গমন করেন। শঙ্কর সভা

প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইয়াই দেখিলেন প্রাঙ্গনটী যেন সরোবরের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে। তখন তিনি অতি প্রত্যুৎপন্নমতিপ্রভাবে রাজার গমনের বাধা ও ভ্রম নিবারণের জন্য তৎক্ষণাৎ হস্ত হইতে নিজ অঙ্গুরীয় তদুপরি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন; তদৃষ্টে রাজা এই সভার সত্য গুঢ় রহস্য ও মর্ম্ম ভেদ করিয়া অবিচলিতপদবিক্ষেপে সভাস্থ সকলের বিনা হাস্যাস্পাদনে রাজসভাস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তদ্দৃষ্টে তৎকালে সভাস্থগণ গম্ভীর প্রকৃতি অবলম্বনে হাস্যাস্পাদনে নিরস্ত হইয়া যথা সমাদরে রাজাকে অভ্যর্থনা করিয়া উপবিষ্ট করাইয়াছিল। এম্ববিধ শঙ্করের আরো অনেক বুদ্ধিমত্তার পরিচয় আছে।

পণ প্রথার বিষময় ফল!

(শ্রীশ্রীভারত ধর্ম্মমহামণ্ডলের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত "ত্রিশূল" নামক সাপ্তাহিক পত্রে ৯ই ভাদ্র তারিখে প্রকাশিত)

হরিহর বাবুর পুত্র নগেন্দ্রনাথ বি এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। হরিহর বাবুর আনন্দের সীমা নাই। নগেন্দ্র বি এ পাস করিলেই বিবাহ দিয়া তিনি বিস্তর টাকা লাভ করিবেন। নগেন্দ্র একদিন বারান্দায় বসিয়া পুস্তক পাঠ করিতেছেন, এমন সময় একটী পরমা সুন্দরী বালিকা তাহার নিকট দিয়া পুকুরে জল আনিতে গমন করিল। বালিকার নাম চারু।

হরিহরের প্রতিবেশী নবীন বাবুর পাঁচটী কন্যার মধ্যে চারু সর্ব্বকনিষ্ঠা। নবীন বাবু চারিটী কন্যা পণগ্রহণে বিক্রয় করিয়া কিছুদিন সুখে স্বচ্ছন্দে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করতঃ এখন চারুকে বিক্রয় করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। অনেক সম্বন্ধ আসিতেছে, কিন্তু নবীন বাবুর সহিত দেনার গোলযোগে বিবাহ হইতেছে না।

নগেন্দ্র অনেক সময় চারুকে দেখিয়াছেন, কিন্তু অদ্যকার দর্শনে মনে কি যেন এক নূতন ভাবের উদয় হইল। চারু বাল্য ও যৌবনের সন্ধিস্থলে পদার্পণ করায় তাহার রূপমাধুরী বর্ষাকালের নদীর ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। নগেন্দ্র চারুর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তাহার অপরূপ রূপমাধুরী, সরলস্বভাবের পরিচায়ক হাস্যযুক্ত মুখদর্শনে মুগ্ধ হইলেন। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, চারু যাহার গৃহলক্ষ্মী হইবে, জগতে সেই ধন্য। আমি কি চারুকে পাইব? এই অমূল্য রত্ন লাভ কি আমার ভাগ্যে ঘটিবে? এইরূপে কিছুক্ষণ চিন্তার পর স্থির

করিলেন, যদি বিবাহ করিতে হয় চারুকেই বিবাহ করিব, অন্যথা সংসারবন্ধন ছিন্ন করিয়া বিদ্যাশিক্ষায় জলাঞ্জলি দিয়া কাশীর ব্রহ্মচারী আশ্রমে যাইয়া ভর্ত্তি হইব।

চারু জল লইয়া গমন করিল। নগেন্দ্র পুস্তক বন্ধ করিয়া কত কি চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে তাহার বাল্যবন্ধু অনাথনাথ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনাথ নগেন্দ্রের মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'নগেন্দ্র! তোমার মুখশ্রী আজ প্রদোষতিমিরাচ্ছন্ন দিঙ্মুখের ন্যায় মলিন দেখাইতেছে কেন? কোন অসুখ হয় নাই ত?

নগেন্দ্র অনাথকে দেখিয়া বলিলেন 'ভাই! আমি বাল্যকাল হইতে তোমাকে বন্ধু বলিয়া জানি; তুমিও কোন দিন তাহার অন্যরূপ মনে কর না। আজ তোমাকে একটী কার্য্যের ভার অর্পণ করিতেছি, আশা করি ইহা পূর্ণ হইবে।' অনাথ বলিলেন 'তোমার কি কার্য্য বল, অবশ্যই সাধ্যানুসারে সম্পাদন করিতে চেষ্টা করিব।'

নগেন্দ্র বলিলেন 'ভাই! তুমি নবীন বাবুর কন্যা চারুকে অবশ্যই জান। আমি তাহাকে বিবাহ করিব মনস্থ করিয়াছি। তুমি উভয় পক্ষের অভিভাবকগণকে সম্মত করাইয়া চারুর সহিত আমার বিবাহ স্থির করাইয়া দাও।'

অনাথ জানেন নগেন্দ্রের পিতা যেস্থানে অধিক টাকা পাইবেন সেই স্থানেই পুত্রের বিবাহ দিবেন, এদিকে আবার চারুর পিতাও অর্থ-গ্রহণ না করিয়া কন্যার বিবাহ দিতে সম্মত হইবেন না। সুতরাং এ অবস্থায় চারুর সহিত নগেন্দ্রের বিবাহ হওয়া অসম্ভব। এইরূপ চিন্তা করিয়া নগেন্দ্রকে বলিলেন "নগেন্দ্র! এ বড় কঠিন কথা। যাহা হউক অবশ্যই একবার চেষ্টা করিয়া দেখিব।"

অনাথ হরিহর বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নগেন্দ্রের বিবাহ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বুঝিলেন যে যে স্থানে অধিক টাকা পাওয়া যাইবে সেই স্থানেই নগেন্দ্রের বিবাহ হইবে। উভয়ে অনেক কাল কথাবার্ত্তার পর অনাথ বলিলেন 'আপনার এ বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা করা উচিত। আপনার পুত্র একজন উচ্চ শিক্ষিত, বিবাহ বিষয়ে তাহার মতামত গ্রহণ করা উচিত। আমার মতে যে স্থানে নগেন্দ্র বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে, সেই স্থানেই তাহার বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য। নগেনের ইচ্ছা নবীন বাবুর কন্যার সহিত তাহার বিবাহ হয়। আপনি অনাথা পরিত্যাগ করিয়া এই বিবাহের জন্য প্রস্তুত হউন।' হরিহর বলিলেন, 'নবীন

বাবু কি আমাকে টাকা দিবে যে তাহার কন্যার সহিত আমার পুত্রের বিবাহ হইবে?' অনাথ বলিলেন, 'নবীন বাবু টাকা দিবেন না। সম্ভবতঃ তাঁহাকে বিবাহের খরচ পত্র দিয়া বিবাহ দিতে হইবে।'

এই কথা শুনিয়া হরিহর ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া জ্বলিয়া উঠেন, এবং বলিতে লাগিলেন, 'কি! টাকা দিয়া আমি বি এ পাশ পুত্রের বিবাহ দিব?' অনাথ বলিলেন, 'রাগ করিবেন না, বিবেচনা করিয়া যাহা হয় স্থির করুন। শিক্ষিত পুত্রের অমতে বিবাহ দিতে গিয়া অনেকে অনেক সময়ে বিপদগ্রস্থ হইয়া শেষে অনুতাপ করিয়া থাকেন।' হরিহর পুনর্ব্বার সক্রোধে বলিলেন, 'বিবাহের সময় যে পুত্র পিতার কথার অবাধ্য হয় সে পুত্রের মুখ দর্শন করিতে নাই। অবশ্য নগেন আমার কথামত কাজ করিতে বাধ্য।'

নগেন্দ্র অনাথের নিকট কঠোর বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "ভাই! পিতৃবাক্য অবহেলা পুত্রের পক্ষে বিশেষ দোষের, কিন্তু দেশের সর্ব্বনাশজনক পণ-গ্রহণরূপ কুপ্রথা রহিত করিবার জন্য আমি পিতৃবাক্য অবহেলা করিতে প্রস্তুত আছি। তুমি যাও, নবীন বাবুকে এই কথা বল, যদি তাঁহার মত হয় তাহা হইলে আমি পিতার অমতে অবশ্যই বিবাহ করিতে সম্মত আছি।"

অনাথ নবীন বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া চারুর বিবাহ বিষয় আলোচনা করিতে করিতে নগেন্দ্রের সহিত বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। নবীন বলিলেন, 'আমি শুনিয়াছি যে হরিহর যে স্থানে তিন হাজার টাকা পাইবে সেই স্থানে পুত্রের বিবাহ দিবে। আমি অবশ্যই টাকা দিব না, বরং আমাকে টাকা দিয়া কন্যা লইতে হইবে।' অনাথ বলিল, 'আপনি চারিটী কন্যা বিক্রয় করিয়া যে টাকা পাইয়াছেন তাহার এক কপর্দ্দকও আপনার হাতে নাই। কন্যা বিক্রয়ের টাকা কাহারও থাকে না। এখন চারুকে বিক্রয় না করিয়া নগেন্দ্রের ন্যায় শিক্ষিত সুপাত্রে কন্যাদান করুন। বর্ত্তমানে টাকা না পাইলেও নগেন্দ্রের ন্যায় জামাতা পাইলে আপনার ভবিষ্যতে বহু উপকার হইবে। নগেন্দ্রের নিতান্ত ইচ্ছা আপনার কন্যাকে বিবাহ করে। আশা করি এ বিবাহে আপনার ভবিষ্যৎ জীবন সুখময় হইবে।'

নবীন বাবু হাসিয়া বলিলেন, "অনাথ! তুমি কি আমাকে পাগল পাইয়াছ? তুমি কদাচ মনে করিও না যে আমি কন্যাদান করিয়া জামাতার প্রতি ভবিষ্যৎ আশা রাখিব। নগেন্দ্রের ইচ্ছা হইলে আমাকে নগদ তিন শত টাকা দিউক, আমি বিবাহ দিতে সম্মত আছি।'

অনাথ নবীনের কথা শ্রবণে হতাশ মনে নগেন্দ্রের নিকট সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিলেন, 'ভাই! চারুর আশা পরিত্যাগ কর।' চারুকে পত্নীরূপে লাভ করা অসম্ভব মনে করিয়া নগেন্দ্র বলিলেন, ভাই! আর আমাদের বঙ্গদেশের মঙ্গল নাই। সে দেশে পিতা মাতা পুত্রকন্যার পণ গ্রহণ করিয়া বিবাহ দেন, সে দেশে বিবাহে কখনও সুখ হইতে পারে না। যখন বঙ্গদেশ হইতে পণ-প্রথা রহিত হইবে তখনই বিবাহবন্ধন দম্পতির ভবিষ্যৎ জীবনে সুখকর হইবে। কিন্তু সে দিন সত্বর আসিবে বলিয়া বোধ হয় না। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি চারুকে বিবাহ করিতে না পারিলে দেশত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইব। আমার ভাগ্যে যদিও পত্নীরূপে চারুকে লাভ অসম্ভব হইল, কিন্তু কায়মনোবাক্যে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, চারু পতিসুখে, সুখিনী হয়ে জীবন যাপন করুক।'

বৃদ্ধাবস্থায় উপযুক্ত পুত্র পৌত্র রাখিয়া স্ত্রী পরলোকগমন করায়, ঐ গ্রামেরই জমিদার বাবু সৃষ্টিধর পুত্রগণের অমতে গোপনে নবীন বাবুকে তিন শত টাকা পণ দিয়া চারুকে বিবাহ করিলেন। নগেন্দ্র নাথ বিবাহ সভায় উপস্থিত থাকিয়া বঙ্গদেশের কন্যা বিক্রয়ের বিষময় ফল মনে মনে চিন্তা করিতে করিতে ব্যথিত হইলেন, এবং রাত্রি শেষে সকলের অজ্ঞাতসারে ভবন পরিত্যাগ করিলেন। হরিহর বহু চেষ্টা করিয়াও পুত্রের সন্ধান পাইলেন না। তাঁহার পুত্রপণ গ্রহণ আশা সমূলে উন্মূলিতা হইল।

বৃদ্ধের সহিত বিবাহ হওয়ায় বৎসরের মধ্যে চারুর কপাল পুড়িল। স্বর্ণ প্রতিমা বৈধব্যতাপে মলিন হইল। চারুর সপত্নীপুত্রগণ তাহাকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিল। নবীন বাবু কন্যা বিক্রয়ের অর্থ কিছুদিন নানাভাবে ব্যয় করিয়া নিরন্ন হইয়াছে, সেই সময়ে চারু আসিয়া তাঁহার গলগ্রহ হইল। এতদিনে নবীন বুঝিল কন্যা বিক্রয় করিলে সুখ হয় না।

চারুর বিবাহের পাঁচ বৎসর পরে একজন নবীন সন্ন্যাসী নবীন বাবুর বাটির নিকটবর্ত্তী বটতলায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই সন্ন্যাসী দর্শনে যাইতেছে। জীর্ণবসনপরিধানা শীর্ণকলেবরা বৈধব্যতাপে মলিনা একটি যুবতী, সন্ন্যাসী সমীপে উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিলে, অন্যের অজ্ঞাতসারে সন্ন্যাসীর নয়ন হইতে কএক ফোঁটা জল ভূমে পতিত হইল। সেইদিন রাত্রিশেষে সন্ন্যাসী সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন। এই সন্ন্যাসী আর কেহই নয়, পূর্ব্বপরিচিত নগেন্দ্র নাথ, ও যুবতী নবীন

বাবুর কন্যা চারু!! বঙ্গদেশের পণপ্রথারূপ বিষবৃক্ষ এইরূপ বিষময় ফলই প্রসব করে।

শ্রীজানকীনাথ ভট্টাচার্য্য।

আদর্শ সমাজ।

হে বঙ্গ কায়স্থজাতি এই ঘোর কলিকালে,
আপনার জাতি-তত্ত্ব কেন সবে পাসরিলে?
অসামান্য বিদ্যাবুদ্ধি কাহারে সম্ভবে আর?
প্রকাশিছে যশোভাতি অতীতের হৈমদ্বার।
বিবাহ বাসরে কেন না হেরি ক্ষত্রিয়াচার?
গলে কেন নাহি শোভে যজ্ঞ-সূত্র পূত হার?
সব ব্যর্থ মন্ত্র তন্ত্র শ্রাদ্ধ ও তর্পণ আদি,
কোন্ পাপে হায় ভ্রাতঃ লঙ্ঘিছ শাস্ত্রের বিধি?
দেখ চাহি—দেখ চাহি করি চক্ষু উন্মীলন,
কোথা গেল ক্ষাত্র ধর্ম্ম-কালস্রোতে নিমগণ!
প্রতাড়িত বিড়ম্বিত ব্রাহ্মণের মায়াজালে
পবিত্র বৈদিক ধর্ম্ম অকারণ বিসর্জ্জিলে!
হইয়াছে মরুময় ধর্ম্মহীন এ জীবন
কলির ব্রাহ্মণ অহো! স্বার্থ তার কি ভীষণ!
কোথায় মহত্ব তার হৃদয়ের উদারতা,
কোথায় সমাজধ্যান মানসিক পবিত্রতা!
কোথা তার ব্রহ্মচর্য্য কোথা তেজ, কোথা জ্যোতি?
বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক ভাব, এই তার পরিণতি!
কোথা স্থৈর্য্য, কোথা ধৈর্য্য, হা কপাল! একি হেরি,
প্রণম্য ব্রাহ্মণ সে যে একি তার দশা, হরি?
যাঁহারে পূজিব ভবে করিয়া মাথার মণি,
স্বকৃত কর্ম্মের দোষে তিনিই ধরার গ্লানি।

বিশ্বগ্রাসী বাসনার ভয়ন্ত তরঙ্গ বুকে,
ভাসিছে ব্রাহ্মণ-জাতি অসহায় স্রোতোমুখে।
তমসার অন্ধকার ছাইয়াছে চরাচর
মজিল সমগ্র বঙ্গ ধর্ম্মহীন কলেবর।
হে দেবতা, হে ব্রাহ্মণ এ কি তব আয়োজন,
ছাড় দ্বেষ, ছাড় কুৎসা পরনিন্দা অকারণ।
ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব বিসর্জ্জিয়া বৃথা হায়,
কায়স্থের ধর্ম্মপথে হইতেছ অন্তরায়।
শিরে লয়ে পদধূলি সাধিব মহান ব্রত
নাহি কি আশীষ শাস্ত্র বিধি অনুগত ?
উঠ দেব, উঠ তুমি কেন হে পতিত আজ,
এস দোঁহে সাধি হিত ধন্য করি এ সমাজ।
চারি জাতি চারি ধারে সাধিবে মঙ্গল ব্রত,
এটা কি লাগে না ভাল, নহে তব অভিপ্রেত ?
অতুল আদর্শ হেরি ছুটিব ধর্ম্মের পথে
ইহাতে বিরক্তি কেন বিলম্ব কেন বা ইথে ?
"স্বধর্ম্মে মরণ শ্রেয়ঃ" কহিলেন ভগবান্
হউক সমগ্র প্রাণী ধর্ম্ম বলে বলীয়ান।

শ্রীসুশীলগোপাল বসু দেববর্ম্মা।

বঙ্গদেশীয় ও হিন্দুস্থানী কায়স্থ প্রসঙ্গ।(২)

ভারতবর্ষে আজকাল বর্ণবিভিন্নতার উপকারিতা সম্বন্ধে বিভিন্ন মত দেখিতে পাওয়া যায়। চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের এক বৃহৎ ও বর্দ্ধিষ্ণুদল জাতিভেদ সমূলে নষ্ট করিবার জন্য ইচ্ছুক, কারণ তাহারা মনে করেন যে ভারতে জাতিভেদ আমাদের উন্নতির পথে প্রধান অন্তরায়। অপর পক্ষ বর্ণধর্ম্মের লোপ সাধনে ইচ্ছুক নহেন, তবে ইহার সংস্কারসাধন করিতে আগ্রহান্বিত। উভয় পক্ষের মতের অনুকূলে বা প্রতিকূলে মতামত প্রকাশ না করিয়া আমরা এই প্রস্তাবে

অনায়াসে ধরিয়া লইতে পারি যে উভয় মতাবলম্বিদের মধ্যে কার্য্যতঃ কিয়ৎপরিমাণে মতের ঐক্য আছে। এক বর্ণ অসংখ্য উপবর্ণ, শ্রেণী ও উপশ্রেণীতে বিভক্ত হউক এরূপ আদেশ কোন শাস্ত্রের কোথাও পাওয়া যায় না, একথা কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি অস্বীকার করিবেন না। অন্ধ রীতি ও অজ্ঞতাজনিত ভ্রান্ত কুসংস্কার হইতেই ঐরূপ বিভাগের উৎপত্তি ও সমাজের স্থায়িত্ব। এমন কি আমাদের মধ্যে যাঁহারা খুব গোঁড়া, তাঁহারাও ইহার পোষকতায় কিছু বলিতে ক্ষম নহেন। হিন্দুস্থানীর ও বাঙ্গালী কায়স্থদের কথা ধরুন। সাধারণ বুদ্ধিতে কেহ কি বলিতে পারেন যে হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালী কায়স্থদের মধ্যে কোনরূপ বিবাহের কি বাধা আছে ? দুঃখের বিষয় যে, তাহারা পরস্পরে বিবাহের কথা দূরে থাকুক একত্র আহার পর্য্যন্ত করেন না।

আমি জানি গত বৎসর মুন্সী গোবিন্দপ্রসাদ সাহেবের সভাপতিত্বে আগরার কায়স্থ কন্‌ফারেন্সে ঐ প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছিল। তিন ঘণ্টা ব্যাপী ঘোরতর বাদানুবাদের পর এই প্রশ্নের বিচার আপাততঃ স্থগিত করা হয়। কেহই আশা করেন নাই যে ইহা ভিন্ন অন্য ফল কিছু হইবে। কিঞ্চিৎ সৌভাগ্যের বিষয় এই যে এই প্রশ্ন একেবারে বর্জ্জিত হয় নাই। যতদিন কায়স্থ কন্‌ফারেন্সের কার্য্যকলাপ বর্ত্তমান প্রণালীতে চালিত হইতে থাকিবে, ততদিন ইহা প্রচলনের পোষকতায় যে কাহারও সম্মতি পাওয়া যাইবে এরূপ আশা করা এক প্রকার অসম্ভব, কারণ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলবাসী কায়স্থ-সমাজে এই কুসংস্কার এক প্রকার বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। কতিপয় সুমতি-সম্পন্ন ব্যক্তি শুধু বিহ্বলতা প্রযুক্ত বলিয়া উঠেন যে "এই সংস্কার অতীব বাঞ্ছনীয়, কিন্তু ইহার পথে যে সকল বাধা বিপত্তি আছে তাহা অদূর ভবিষ্যতে অতিক্রম করা সহজসাধ্য নহে। সুতরাং আমরা কেন শুধু শুধু মাথা ঘামাই ?" অনেক সংস্কারই দুঃসাধ্য, তাই বলিয়া কি আমরা তাহা সম্পাদন করিতে চেষ্টা করিব না ? বাধা বিঘ্নাদি জয় করিতেই হইবে, প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিরুদ্ধে নির্ভয়ে দণ্ডায়মান হইতে হইবে, তবে পরিশেষে তাহাকে জয় করা যাইবে ; বিদ্রূপ এবং টিট্‌কারী ও পরিহাস উপেক্ষা করিতে হইবে ; এমন কি সময়ে সময়ে দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান শূন্য হইয়া নিজ দৈহিক বিপদের সম্মুখীন হইতে হইবে, হাহা না হইলে কোন সংস্কারই সম্পূর্ণ প্রবর্ত্তনের আশা নাই। অবশ্য অনেকেই বিজ্ঞের ন্যায় গম্ভীরভাবে মস্তক সঞ্চালন করিয়া তোমাকে ভবিষ্যৎ বাণী শুনাইবে যে তোমার সকল চেষ্টা নিশ্চয় ব্যর্থ হইবে। এরূপ ব্যক্তিদের ভবিষ্যদ্‌বাণী পূর্ব্বেও যেমন নিষ্ফল হইয়া আসিয়াছে, এ ক্ষেত্রে ভবিষ্যতেও

সেইরূপ নিষ্ফল হইবে। এই সকল নিরুৎসাহ ব্যক্তিদের সহিত বিবাদে কোন উপকার নাই। গর্হিত এবং অন্যায় কার্য্যে ইহাদের ক্রোধোদয় হয় না; অপেক্ষাকৃত উন্নত ভবিষ্যতের আশা ভরসা ইহাদিগকে উৎসাহে অনুপ্রাণিত করে না বা সাহস এবং আত্মত্যাগে ইহাদিগকে নিয়োগ করে না। ইহারাই সকল সমাজে চিন্তাশূন্য ও মাননীয় দল গঠন করে এবং বর্ত্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকে, অন্ততঃ সন্তুষ্ট থাকে বলিয়াই উপলব্ধি হয়। সামাজিক সংস্কারের কষ্টকর ও কণ্টকপূর্ণ পথ হইতে ইহারা স্বতঃই পশ্চাৎপদ হন; ইহাদের প্রকৃতিতে উদ্যোগ ও সাহসের অভাব। পূর্ব্বে ইহারা এই প্রকার কার্য্যে যোগ দেয় নাই এবং ভবিষ্যতেও কখন যোগ দিবে না। সামাজিক যে অবস্থায় ইহারা অবস্থিত, তাহার উন্নতি সাধনের ইচ্ছা দ্বারা ইহাদের শান্তি ও সুষুপ্তির বিঘ্ন ঘটাইয়া কাজ নাই;—সেই শান্তি ও সুষুপ্তিই ইহারা ভোগ করিতে থাকুক।

কায়স্থ সমাজের এই দুই বিভিন্ন শাখায় সম্মিলনের পক্ষে ভাষার যে বিভিন্নতা একটা প্রধান অন্তরায় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যাহারা এই দুই শ্রেণীর মিশ্রন সমর্থন করেন তাঁহারা বলেন না যে বঙ্গের সমুদয় পাত্রীই হিন্দুস্থানী পাত্রের সহিত বিবাহিত হইবে। সম্মিলনের বাধা অন্তর্হিত করাই তাঁহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। বিহার এবং যুক্তপ্রদেশে শত শত বঙ্গীয় কায়স্থ পরিবার বাস করিয়াছেন। তাঁহারা বাংলা এবং হিন্দুস্থানী উভয় ভাষাতেই কথাবার্ত্তা বলিয়া থাকেন। আমি বিহারে অনেক বাঙ্গালী দেখিয়াছি যাহারা অতি সুন্দর হিন্দুস্থানী বলিতে পারেন। এইরূপ বাঙ্গালী এবং হিন্দুস্থানী পরিবারের মধ্যে আন্তর্গনিক বিবাহের সূত্রপাত হইতে বাধা কি? এই দুই শ্রেণীর মধ্যে আচার ব্যবহারেরও বৈষম্য আছে। কিন্তু এই বৈষম্যের কথা যত গুঢ় বলিয়া প্রদর্শিত হয় প্রকৃতপক্ষে তত গুঢ়তর নহে। বেহারের কায়স্থদের আচার ব্যবহারের সহিত তাহাদের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের সুদূর পশ্চিমবাসী ভ্রাতৃবর্গের আচারাদির অনেক পার্থক্য। কিন্তু তাই বলিয়া কি কেহ তাহাদের মধ্যে বিবাহের কোন অন্তরায় আছে বলিয়া বাস্তবিকই বিবেচনা করিয়া থাকেন? ইহা ব্যতীত অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যে সকল বাধা আছে তাহার উল্লেখ করা নিষ্প্রোয়জন।

এই দুই শাখা যে এক মূল হইতে উদ্ভূত ইহা আজকাল ক্রমে ক্রমে প্রতীত হইতেছে। এই ধারনাই মিলনের অনুকূলে প্রধান ভিত্তি

আমার দৃঢ় বিশ্বাস—হয়ত আমার আশা অত্যধিক—যে এই বিষয়ের যদি ভাল করিয়া আন্দোলন করা হয় আমাদের কার্য্য সফল হইবেই। এই ভাবটী সকলের হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য খবরের কাগজে ও বক্তৃতার দ্বারা সর্ব্বদা আন্দোলন হওয়া নিতান্তই আবশ্যক। সকলের মনে রাখা উচিত যে এই দুই শাখার সঙ্গে ২ অন্যান্য শাখা প্রশাখারও একীকরণ হইবেই। ইহার প্রভাব বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইবে। যথার্থ উন্নতির আশা ফলবতী হইবার প্রধান পথ সদ্‌যুক্তিপূর্ণ সাহস ও সতর্কতার মিশ্রণ। বীরত্ব বীরত্বের হিসাবে ভাল হইতে পারে, কিন্তু আমাদের সর্ব্বদা মনে থাকা উচিত যে এই সুবৃহৎ জাতির মঙ্গলকামনা ও সাহায্য ব্যতীত আমাদের কার্য্যসিদ্ধি সম্ভব নহে।

(স্বাক্ষর) শ্রীঈশ্বর শরন্।

(১৯১০খৃঃ, ১৭ই জুন তারিখে এলাহাবাদের "লীডার" নামক সাপ্তাহিক পত্রে প্রকাশিত)

প্রাপ্তগ্রন্থের সমালোচনা ইত্যাদি।

পুস্তক।

হৃদয় ও মনের ভাষা।—উত্তররাঢ়ী কায়স্থ শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ সিংহ প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—এই পত্রিকায় এই সংখ্যার বিজ্ঞাপনের মধ্যে দ্রষ্টব্য। ১৩১৭। ৮৩ পৃঃ। মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।

হেমেন্দ্র বাবুর পরিচয় দিবার আবশ্যক নাই। পুস্তিকা খানি ছোট হইলেও পড়িতে অনেক সময় লাগে। তাঁহার অন্যান্য পুস্তকের ন্যায় এখানিও ভাবুকতা, কবিত্ব ও নানা দেশের সাহিত্যের পাণ্ডিত্যে প্রবন্ধটী পরিপূর্ণ। ছাপা ও কাগজ ভাল।

মাসিক পত্র।

অলৌকিক রহস্য। বঙ্গভাষায় মাসিক পত্র। কার্য্যালয়—ফ্রেণ্ডস্ এবং কোম্পানির "লোটাস লাইব্রেরী," ৫০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। প্রত্যেক সংখ্যায় ডবল্ ক্রাউন্ ষোল-পেজী ৩ ফর্ম্মা, অর্থাৎ ৪৮ পৃঃ, থাকে। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সডাক ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র।

১৩১৭, ভাদ্র সংখ্যা পর্য্যন্ত আমরা পাইয়াছি। পূর্ব্বে একবার সমালোচনা হইয়াছে। 'অলৌকিক রহস্যে'র গল্পগুলি সেইরূপই কৌতূহলোদ্দীপক হইতেছে। পত্রিকার এই দ্বিতীয় বৎসর।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা। বঙ্গভাষায় মাসিক পত্রিকা। কার্য্যালয়—ফরিদপুর। প্রত্যেক সংখ্যায় রয়েল আট-পেজী ১০ ফর্ম্মা, অর্থাৎ ৮০ পৃঃ থাকে। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সডাক ১৷৷০ টাকা মাত্র।

১৩১৭, শ্রাবণ ও ভাদ্র সংখ্যা (একত্রে) আমরা পাইয়াছি। পত্রিকার এই তৃতীয় বৎসর। সমালোচনা পূর্ব্বে একবার হইয়াছে।

আর্য্যাবর্ত্ত। বঙ্গভাষায় মাসিক পত্র। কার্য্যালয়—১০৷২ শ্যাম বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। প্রত্যেক সংখ্যায় ডিমাই আট-পেজী ৯ ফর্ম্মা, অর্থাৎ ৭২ পৃঃ, থাকে। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা মাত্র।

১৩১৭, ভাদ্র সংখ্যা পর্য্যন্ত আমরা পাইয়াছি। 'আর্য্যাবর্ত্তে'র সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় একজন উদীয়মান লেখক। তিনি আমাদের কায়স্থ সভার হিতৈষী সভ্য। সুতরাং তাঁহার কৃতিত্বের পরিচয় আমাদের প্রকাশ করা বাহুল্য। 'আর্য্যাবর্ত্ত' শীঘ্রই প্রধান শ্রেণীর মাসিক পত্রিকার মধ্যে স্থান পাইবে। ছাপা ও কাগজ সুন্দর। সকল বিষয়ে অতি সুন্দর সুন্দর প্রবন্ধ থাকে। কবিতা ও গল্প তদুপযোগী থাকে।

কৃষি সমাচার। বঙ্গভাষায় মাসিক পত্র। কার্য্যালয়—২০৮ নং পোড়ামহল্লা, ঢাকা। প্রত্যেক সংখ্যায় ডবল্ ক্রাউন্ আটপেজী ৪ ফর্ম্মা, অর্থাৎ ৩২ পৃঃ, থাকে। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত সর্ব্বত্র ৩৲ তিন টাকা মাত্র। সম্পাদক—শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত ঘোষ।

১৩১৭, আষাঢ় সংখ্যা পর্য্যন্ত আমরা পাইয়াছি। বর্ত্তমান বাঙ্গালীর 'অন্নচিন্তা চমৎকারের' দিনে এরূপ কৃষি, শিল্প প্রভৃতি বিষয়-সম্বলিত মাসিক পত্র পাঠে অনেকের চাকরী-মরীচিকা হইতে মতি গতি ফিরিবার সম্ভাবনা আছে। ছাপা ও কাগজ অতি সুন্দর। সুন্দর ছবি থাকে।

গৃহস্থ। বঙ্গভাষায় মাসিক পত্র। কার্য্যালয়—২৪ নং মিডিল্ রোড, ইটালী, কলিকাতা। প্রত্যেক সংখ্যায় রয়েল আট পেজী ৪ ফর্ম্মা, অর্থাৎ ৩২ পৃঃ থাকে। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ১৲ একটাকা মাত্র।

১৩১৭, শ্রাবণ সংখ্যা পর্য্যন্ত আমরা পাইয়াছি। সমালোচনা পূর্ব্বে প্রকাশ হইয়াছে। 'গৃহস্থ' দিন দিন উন্নতি লাভ করিতেছে।

জন্মভূমি। বঙ্গভাষায় মাসিক পত্র। কার্য্যালয়—৩৯ নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা। প্রত্যেক সংখ্যায় ডিমাই আটপেজী ৩ ফর্ম্মা, অর্থাৎ ২৪ পৃঃ থাকে। বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র।

১৩১৭, ভাদ্র সংখ্যা পর্য্যন্ত আমরা পাইয়াছি। পত্রিকা আজ ১৮ বৎসর চলিতেছে। 'জন্মভূমি' অনেকেরই আদরের। শ্রাবণ ও ভাদ্র সংখ্যায় আমাদের সভ্য শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ সিংহের 'ধর্ম্ম' প্রবন্ধটী অতি সুন্দর।

ডন্ (Dawn)। ইংরাজী মাসিক পত্র। পত্রের আফিস—১২ নং লাল-বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। প্রত্যেক সংখ্যায় রয়েল আট-পেজী ৪ ফর্ম্মা, অর্থাৎ ৩২ পৃঃ, থাকে। বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা ও ৪৲ চারি টাকা মাত্র। ছাত্রদের পক্ষে ১৲ এক টাকা মাত্র।

১৯১০, সেপ্টেম্বর সংখ্যা পর্য্যন্ত পাইয়াছি। পত্র সুচারুরূপে ও নিয়মমত আজ প্রায় ১৩ বৎসর চলিতেছে। পত্রের কথা লিখিবার বিশেষ কোন আবশ্যক নাই। সকলেই 'ডনে'র কথা জানেন। জাতীয় শিক্ষা ও উন্নতির জন্য এরূপ পত্র আর আছে কিনা সন্দেহ। ছাপা ও কাগজ মন্দ নয়। "ডন" কায়স্থপরিচালিত।

দেবনাগর। ভারতবর্ষীয় সর্ব্বভাষায় মাসিক পত্র। কার্য্যালয়—৮৫ নং গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। প্রত্যেক সংখ্যায় ডিমাই চার-পেজী ৫ ফর্ম্মা, অর্থাৎ ২০ পৃঃ, থাকে। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ৩৷৷০ সাড়ে তিন টাকা, ছাত্রদের ও সাধারণ পাঠাগারের পক্ষে ২৲ দুই টাকা মাত্র।

তৃতীয় বৎসরের ৫ম হইতে ৮ম সংখ্যা পর্য্যন্ত (একত্রে) পাইয়াছি। মনোজ্ঞ ও শিক্ষাপ্রদ প্রবন্ধ ও পদ্য থাকে। সুন্দর ছবিও থাকে। ছাপা ও কাগজ সুন্দর। 'একলিপি-বিস্তার, হইতে প্রকাশিত। 'একলিপি-বিস্তারের উদ্দেশ্য ভারতে একলিপির প্রচলন। মহদুদ্দেশ্য ও ভারতীয় সকল জাতীর একীকরণের ও কল্যানের যে নিশ্চিৎ পন্থাঃ তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

দেবালয়। বঙ্গভাষায় মাসিক পত্র। কার্য্যালয়—২১০।৩।২ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। প্রত্যেক সংখ্যায় ডিমাই আট-পেজী ৩ ফর্ম্মা, অর্থাৎ ২৪ পৃঃ, থাকে। 'দেবালয়ে'র সভ্যগণ এই পত্রিকা বিনামূল্যে পাইয়া থাকেন।

১৩১৭, আশ্বিন সংখ্যা পর্য্যন্ত আমরা পাইয়াছি। পত্র দুই বৎসর চলিতেছে। প্রবন্ধ ও কবিতাগুলি নীতিপূর্ণ ও ধর্ম্মোদ্দীপক। শ্রীযুক্ত রজনী-কান্ত সেনের গীতটী সুন্দর ও মনোজ্ঞ। শ্রীযুক্ত করুনানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের

আবাহন-কবিতা (শ্রবণে) অতি হৃদয়গ্রাহী। এই পত্রে রাজনৈতিক আলোচনা হয় না।

ধর্ম্ম প্রচারক। বঙ্গভাষায় মাসিক পত্র। কার্য্যালয়—কাশী। প্রত্যেক সংখ্যায় ডিমাই চার-পেজী ১৬ ফর্ম্মা, অর্থাৎ ৬৪ পৃঃ, থাকে। ভারতধর্ম্ম-মহামণ্ডল হইতে পত্রিকা পরিচালিত। বার্ষিক মূল্য সডাক.....টাকা মাত্র, এবং জাতীয় সভামাত্রকে বিনামুল্যে প্রদত্ত হয়।

১৩১৭, কর্কট সংখ্যা পর্য্যন্ত আমরা পাইয়াছি। ভারতধর্ম্মমহামণ্ডল হইতে প্রকাশিত। অনেক ধর্ম্মবিষয়ক প্রবন্ধ ও জ্ঞাতব্য বিষয় হইতে আছে। এরূপ মাসিক পত্রিকায়, বিশেষ সমাজের অধঃপতনকালে, বড়ই উপকার সাধিত হইবে।

পন্থা। বঙ্গভাষায় মাসিক পত্র। কার্য্যালয়—৭৬ নং বলরাম দের ষ্ট্রীট, কলিকাতা। প্রত্যেক সংখ্যায় ডিমাই আট-পেজী ৫ ফর্ম্মা, অর্থাৎ ৪০ পৃঃ, থাকে। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ডাকমাশুল সমেত ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র।

১৩১৭, শ্রাবণ সংখ্যা পর্য্যন্ত পাইয়াছি। পত্রিকার চৌদ্দ বৎসর চলিতেছে। দর্শন ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা। সম্পাদক শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। সম্পাদক মহাশয় আমাদের কায়স্থ-সভার আজীবন সভ্য। তাঁহার পরিচালনায় 'পন্থা' বাঙ্গালা ভাষা গৌরবান্বিত করিয়াছে। ছাপা ও কাগজ ভাল। ছবিও থাকে।

প্রজাপতি। বঙ্গভাষায় মাসিক পত্র। কার্য্যালয়—১০০।৪ কর্পোরেশন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। প্রত্যেক সংখ্যায় আট-পেজী ৩ ফর্ম্মা, অর্থাৎ ২৪ পৃঃ, থাকে। বার্ষিক মূল্য সডাক ২৲ দুই টাকা, অসমর্থ পক্ষে, ১৲ টাকা মাত্র।

১৩১৭, ভাদ্র পর্য্যন্ত আমরা পাইয়াছি। পত্রিকার এই দ্বিতীয় বৎসর। 'প্রজাপতি'তে সামাজিক তত্ত্বের অবতারনা হইয়াছে; বিশেষতঃ প্রতি সংখ্যায় ঘটকালীর সংবাদ সমাজের বিশেষ উপকারী। এরূপ পত্রিকার বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

প্রবাসী। বঙ্গভাষায় মাসিক পত্র। কার্য্যালয়—২১০।৩।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। প্রত্যেক সংখ্যায় ডবল ক্রাউন আট-পেজী ১০০ পৃঃ থাকে। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য, ডাকমাশুল সহ, ৩৷৵০ তিন টাকা ছয় আনা মাত্র।

১৩১৭, আশ্বিন পর্য্যন্ত আমরা পাইয়াছি। পত্রিকার এই দশম বৎসর। 'প্রবাসী' এখন বঙ্গভাষায় মাসিক পত্রিকার মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আছে। লব্ধ-প্রতিষ্ঠ পত্রিকালেখক সকলেই 'প্রবাসী'র লেখক। পত্রিকার যেরূপ সুন্দর ছাপ

ও কাগজ ও যেরূপে পরিচালিত তাহাতে বার্ষিক মূল্য অতি অল্প। ভাদ্র সংখ্যায় অনেক নূতন বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে। বর্ত্তমান কবিকুলশেখর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের কবিতা আছে। আমাদের কায়স্থ-সভার সভ্য উদীয়মান কবি শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অনেকগুলি কবিতা আছে। কায়স্থ-সভার আজীবন সভ্য স্বর্গীয় রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর বিদ্যাসাগর, সি আই ই, মহোদয়ের সচিত্র জীবনী ভাদ্র সংখ্যায় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। অনেকগুলি গল্পও আছে।

বাণী। বঙ্গভাষায় মাসিক পত্রিকা। কার্য্যালয়—৪৭ নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট, কলিকাতা। প্রত্যেক সংখ্যায় ডিমাই আটপেজী ৮ ফর্ম্মা, অর্থাৎ ৬৪ পৃঃ, থাকে। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সহরে ২৲ টাকা, মফঃস্বলে ডাকমাশুল সমেত, ২৷৵০ দুই টাকা ছয় আনা মাত্র।

১৩১৭, শ্রাবণ সংখ্যা পর্য্যন্ত আমরা পাইয়াছি। পত্রিকার এই তিন বৎসর। সম্পাদক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অমূল্যচরণ ঘোষ দেববর্ম্মা বিদ্যাভূষণ মহাশয় আমাদের অনেক কাল কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য। 'বাণী' তাঁহার পরিচালনার গুণে অল্পদিনেই সাহিত্যের বাজারে মাথা তুলিয়া উটিয়াছে। গবেষণাপূর্ণ অনেকগুলি প্রবন্ধ 'বাণী'তে প্রকাশিত হয়। গল্পগুলি তাদৃশ হৃদয়াকর্ষক হয় নাই। বিশেষতঃ বর্ত্তমান সংখ্যায় 'পলাতক' গল্পটি ধর গেল না। কবিতার মধ্যে কবিবর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেনের কবিতাটী মন্দ নহে। শ্রীযুক্ত করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাগুলি সুললিত ও সুমিষ্ট বটে, কিন্তু দুঃখের বিষয় 'শ্রাবণে' কবিতাটীতে শিক্ষাপ্রদ কিছুই নাই, কেবল কবি তাঁহার প্রিয়ার পাশে নাই, যক্ষের বিরহ, শ্রাবণের জলধরের আড়ম্বরে উথলিয়া উঠিয়াছে মাত্র। কবিবরের আষাঢ়ের "মৃণু" কবিতাটী অতি সুপাঠ্য। প্রাকৃতিক বর্ণনার মাধুর্য্যে ও কবিত্বের ঝঙ্কারে প্রাণের 'একতারা' বাজিয়া উঠিলেও সামাজিক যে বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে তাহা বর্ত্তমান সমাজে ওরূপ আদর্শের অবতারণা সামাজিক নীতিবিরুদ্ধ। এতদ্ব্যতীত অনেকগুলি ইংরাজী ছন্দের অনুকরণে আজকাল যেমন অনেক কবি লিখিয়া থাকেন সেইরূপ কবিতার বাহুল্য 'বাণী'তেও আছে। দুঃখের বিষয় কোনটাই সুখপাঠ্য হয় না এবং কবিতাগুলি বড়ই খটমট হয়।

বাল্যাশ্রম।—বঙ্গভাষায় মাসিক সাহিত্য। ৬ নং বেচুচাটুর্য্যের ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশ হয়। প্রত্যেক সংখ্যায় ডবল ফুলস্কেপ আট-পেজী

তিন ফর্ম্মা, অর্থাৎ ২৪ পৃঃ, অন্ততঃ থাকে। বার্ষিক অর্ঘ, ডাকমাশুল সমেত, ১৷৵০, এক টাকা ছয় আনা মাত্র।

এই মাসিক পত্রে রাজনীতি বা রাষ্ট্রনীতির কোন আলোচনা থাকে না। নিয়মমত প্রত্যেক পূর্ণিমায় এই বৎসর হইতে বাহির হইতেছে। ছেলেদের জন্য, বিশেষতঃ হিন্দু বালকদের জন্য, এরূপ সুন্দর কাগজ আর নাই। সুন্দর কবিতা, ছেলেদের উপযোগী ও ধর্ম্মবিষয়ক গল্প, জীবনী, ঐতিহাসিক ও অন্যান্য প্রবন্ধ—সকলই আছে। তিন সংখ্যা পাইয়াছি, তন্মধ্যে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ দেখি নাই। শুনিলাম তাহারও আয়োজন হইয়াছে। আজকাল বিজ্ঞান না শিখিলে চলে না এবং বিজ্ঞান বড় আনন্দদায়ক সে বিষয়েও সন্দেহ নাই। এই মাসিক সাহিত্য পাঠে বালকদের ধর্ম্ম ভাব আসিবে ও নানা বিষয়ে জ্ঞান হইবে সন্দেহ নাই। ছাপা ও কাগজ। ভাল ছবিও থাকে। সম্পাদক কায়স্থ দেখিয়া বিশেষ সুখী হইলাম।

ব্রাহ্মণ। বঙ্গভাষার মাসিক পত্র। কার্য্যালয়—বাগেরহাট। প্রত্যেক সংখ্যায় ডিমাই আট পেজী তিন ফর্ম্মা, অর্থাৎ ২৪ পৃঃ, থাকে। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সদরে ১৲ এক টাকা, মফঃস্বলে ডাকমাশুল সমেত ১।০ পাঁচসিকা মাত্র।

১৩১৭, একত্রিত আষাঢ় ও শ্রাবণ সংখ্যা পর্য্যন্ত আমরা পাইয়াছি। পত্রিকায় ব্রাহ্মণদের ধর্ম্মবিষয় চর্চ্চাই প্রধান। হিন্দুধর্ম্ম বিষয়েও প্রবন্ধ থাকে।

হিন্দুসখা। বঙ্গভাষায় মাসিক পত্র। কার্য্যালয়—কৈকালা, হুগলি জেলা। প্রত্যেক সংখ্যায় ডিমাই আটপেজী ২ ফর্ম্মা, অর্থাৎ ১৬ পৃঃ, থাকে। বার্ষিক মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

১৩১৭, ভাদ্র সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। 'হিন্দু সখা'র এই তৃতীয় বৎসর। পল্লীগ্রাম হইতে 'হিন্দু সখা' প্রকাশিত হইয়াও যে তাহার প্রতিভা নগরে বিস্তৃত হইয়াছে, ইহা অতীব সুখের বিষয়। 'কায়স্থপত্রিকার' সমালোচনা করিয়া সম্পাদক মহাশয় একটু 'উতোর' গাহিয়াছেন এবং উপবীতি কায়স্থগণের বাটীতে বসিয়া রসনার তৃপ্তি সাধনের জন্য একটু ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। সম্পাদক মহাশয় কায়স্থগণ উপবীত হইয়া দ্বাদশ দিনে অশৌচান্ত হইলেও তাঁহাদের বাটীতে জলপান করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন, জানি না কেন। অনেকেই ময়রার দোকানে সন্দেশ খাইয়া থাকেন, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত শুনি নাই যে কোন ময়রা তাহার অশৌচ হইয়াছে বলিয়া বিজ্ঞাপন দিয়া দোকান বন্ধ করিয়াছে। যাহা হউক সম্পাদক মহাশয়ের অশৌচ বিধি সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ লেখা উচিত।

বঙ্গের স্মার্ত্তপ্রবর ৺ চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার ও শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন উভয়েই কায়স্থ যে ক্ষত্রিয় এতদ্ সম্বন্ধে প্রমাণ প্রয়োগ সম্বলিত ব্যবস্থাপত্র দিয়াছেন ইহা ধ্রুব সত্য, তবে উপনয়ন গ্রহণ যে অনবলম্বণীয় একথা তাঁহারা কোথাও লিখিয়া যান নাই, সম্পাদক মহাশয় কি তাহা দেখাইতে পারেন? তবে আমাদের কেবলমাত্র উপনয়ণ গ্রহণের ব্যবস্থপত্রে যে তাঁহাদের স্বাক্ষর কেন নাই তৎ সম্বন্ধে গোপনীয় কারণ জানিবার জন্য আশা করি আগ্রহ প্রকাশ করিবেন না।

ত্রৈমাসিক।

সাহিত্য-পরিষদ্-পত্রিকা। বঙ্গভাষায় ত্রৈমাসিক পত্রিকা। কার্য্যালয়—সাহিত্যপরিষদ্ সভা, ২৪৩।১ নং অপার্ সার্কুলার্ রোড, কলিকাতা। প্রতি সংখ্যায় রয়েল আট-পেজী ১২ ফর্ম্মা, অর্থাৎ ৯৬ পৃঃ, অন্ততঃ থাকে। পরিষদের সভ্যেরা বিনামূল্যে পাইয়া থাকেন।

পত্রিকা সতের বৎসর চলিতেছে। সপ্তদশ বৎসরের ১ম সংখ্যা পাইয়াছি। বঙ্গসাহিত্য বিষয়ে অতি সুন্দর ২ প্রবন্ধ থাকে। পুরাতন গ্রন্থাদি উদ্ধার ও বঙ্গভাষাবিষয়ক প্রবন্ধ থাকে। সুন্দর ছবি থাকে। ছাপা ও কাগজ ভাল। সাহিত্য-পরিষদ আমাদের বাঙ্গালী জাতির গৌরব।

সাপ্তাহিক পত্র।

আনন্দ বাজার পত্রিকা। বঙ্গভাষায় সাপ্তাহিক পত্রিকা। কার্য্যালয়—২ নং আনন্দ চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট্, কালিকাতা। প্রত্যেক সংখ্যায় রয়েল ফুলসাইজ্ ৮ পৃঃ থাকে। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা সর্ব্বত্র। প্রত্যেক সংখ্যা ৵০ দুই পয়সা।

১০ বৎসর সুচারুরূপে চলিতেছে। সকল বিষয়ে প্রবন্ধ থাকে। কায়স্থ-জাতিতত্ত্ব থাকে। পত্রিকাধিকারী কায়স্থ, কিন্তু পূর্ণ প্রবন্ধের দুঃখের বিষয় কায়স্থদের উপর বিদ্বেষ যথাযথ উত্তর দিতে সঙ্কুচিত।

নববঙ্গ। বঙ্গভাষায় সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র। কার্য্যালয়—চাঁদপুর (ত্রিপুরা)। প্রত্যেক সংখ্যায় রয়েল ফুলসাইজ ৪ পৃঃ থাকে। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য চাঁদপুরে ১৷৷০ দেড় টাকা ও মফঃস্বলে ডাকে ২৲ দুই টাকা মাত্র। নগদ মূল্য প্রত্যেক সংখ্যা ৵০ দুই পয়সা মাত্র।

পত্রের এই দ্বিতীয় বৎসর। এই পত্র খানিরও সত্বাধিকারী কায়স্থ এবং আমাদের সভার পরম হিতৈষী সভ্য। ইহাঁরা নির্ভীকচিত্তে আমাদের জাতিধর্ম্মের

আলোচনা করিয়া থাকেন। পত্রে এতদ্ভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, বৈজ্ঞানিক, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য বিষয়ক আলোচনা থাকে। নিয়মমত প্রকাশ হয়।

প্রসূন। বঙ্গভাষায় সাপ্তাহিক সংবাদ ও সাময়িক পত্র। কার্য্যালয়—কাটোয়া, বর্দ্ধমান জেলা। প্রত্যেক সংখ্যায় ডিমাই চারপেজী ৪ ফর্ম্মা, অর্থাৎ ১৬ পৃঃ, থাকে। বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ২৲ দুই টাকা মাত্র। নগদ মূল্য প্রত্যেক সংখ্যার ৵১০ দুই পয়সা মাত্র।

পত্রের এই ৭ম বর্ষ। এই পত্র খানিও কায়স্থ-পরিচালিত। বেশ চলিতেছে। নানাবিষয়ক প্রবন্ধ থাকে।

বঙ্গবাসী। বঙ্গভাষায় সাপ্তাহিক পত্র। কার্য্যালয়—৫৯ নং ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। প্রত্যেক সংখ্যায় ডবল সুপাররয়েল ফুলসাইজ ৬ পৃঃ থাকে। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র। প্রত্যেক সংখ্যা নগদ মূল্য ৵১০ দুই পয়সা মান।

২৬ বৎসর সুচারুরূপে চলিতেছে। পরিচয় আর কি দিব। বলিবার মধ্যে সত্বাধিকারীদের মধ্যে একজন কায়স্থ এবং আমাদের সভার সভ্য। দুঃখের বিষয়। ইহাঁরাও কায়স্থদের অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে ভীত।

বিশ্বদূত। বঙ্গভাষায় সপ্তাহিক সংবাদ পত্র। কার্য্যালয়—৯৩ নং কালিকুণ্ডু লেন্, হাওড়া। প্রত্যেক সংখ্যায় সুপাররয়েল ফুলসাইজ ৪ পৃঃ থাকে। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র। নগদ মূল্য প্রত্যেক সংখ্যার ৵৫ এক পয়সা মাত্র।

পত্রিকায় এই প্রথম বৎসর নানাবিষয়ের আলোচনা থাকে। বেশ চলিতেছে।

মহামায়া। বঙ্গভাষায় সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র। কার্য্যালয়—চুঁচুড়া। প্রত্যেক সংখ্যায় রয়েল ফুলসাইজ ৪ পৃঃ থাকে। বার্ষিক মূল্য চুঁচুড়ায় ৸০ বার আনা, অন্যত্র দেড় টাকা।

দুই বৎসর কাগজ বেশ চলিতেছে। সত্বাধিকারী কায়স্থ। কায়স্থ-জাতির বিদ্বেষের উত্তর দিতে ইহাঁরা ভীত নহে।

সঞ্জীবনী। বঙ্গভাষায় সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র। কার্য্যালয়—১০ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। প্রত্যেক সংখ্যায় ডবল ক্রাউন ফুলসাইজ ৪ পৃঃ থাকে। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র সর্ব্বত্র। প্রত্যেক সংখ্যার নগদ মূল্য ৵১০ দুই পয়সা মাত্র।

২৮ বৎসর সুচারুরূপে চলিতেছে। পরিচয় দিবার আবশ্যক নাই। সত্বাধিকারী কায়স্থ কিন্তু তিনি সম্ভবতঃ বর্ণবিভাগের বিরোধী এবং নিজেকে 'কায়স্থ' বলিতে নারাজ।

ষষ্ঠ প্রস্তাব। বিবিধ।

১। (ক) সর্ব্বসম্মতিক্রমে ইহা স্থির হইল যে পুনরায় চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারের জন্য পত্র লিখিয়া সাহায্য প্রার্থনা করা হউক।

(খ) যে টাকা পূর্ব্বে সংগৃহীত হইয়াছে তাহা ব্যাঙ্কে রাখা হউক।

২। (ক) প্রচার কার্য্যের জন্য রাজা শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর যে ১০৲ টাকা সাহায্য প্রদান করিয়াছেন তাহার জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করা হউক।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এই বৎসরের প্রচার কার্য্যের জন্য সাহায্য প্রদান প্রতিশ্রুত হইলেন :—

(খ) মাননীয় মহারাজা শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ রায় বাহাদুর—৫০৲
মাননীয় কুমার ,, শরদিন্দুনারায়ণ রায় সাহেব—২৫৲
,, শরচ্চন্দ্র ঘোষ মৌলিক——২৫৲
মহাশয় ,, তারকনাথ ঘোষ————১৫৲
,, সারদাচরণ মিত্র————১০৲
,, কৃষ্ণবল্লভ সাহা————১০৲
রায় শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বসু————১০৲
,, বিপিনকৃষ্ণ ঘোষ————১০৲
,, যোগেশচন্দ্র সিংহ————৫৲

৩। সম্পাদক মহাশয় সেন্সাস্ গ্রহণের জন্য যে অর্থ ব্যয়িত হইবে তাহা সংগ্রহের প্রস্তাব উত্থাপন করিলে পর সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে সম্পাদক মহাশয় সভ্যগণের নিকট পত্র লিখিয়া সাহায্য প্রার্থনা করুন।

৪। অতঃপর শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে কলিকাতায় আর একটী ব্যয়সংক্ষেপের জন্য সার্ব্বজনীন সভা আহ্বান করিবার উদ্যোগ করুন হউক। সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে শ্রাবণ মাসে পুনরায় এইরূপ একটী সভা আহ্বান করা হউক।

৫। তৎপরে শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় প্রস্তাব করিলেন আমাদের কায়স্থপত্রিকায় জন্ম মৃত্যু ও বিবাহের সংবাদ প্রকাশের ব্যবস্থা করা হউক।

দিনাজপুরে মহারাজা বাহাদুর কেন্দ্রস্থাপনের এবং কেন্দ্র স্থির করিয়া সেই সকল কেন্দ্রের সম্পাদক মহাশয়দিগকে সংবাদ পাঠাইবার ও সেন্সাস্ ও চিত্রগুপ্ত প্রভৃতি সভার পৃথক ২ ভাণ্ডারের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইবার এবং জন্ম মৃত্যু ও বিবাহের জন্য প্রত্যেকের নিকট অন্ততঃ /০ এক আনা করিয়া ফি লইবার ব্যবস্থার প্রস্তাব করিলেন। মহারাজার প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। মহারাজা কেন্দ্র স্থাপন বিষয়ে উত্তররাঢ়ী সমাজে যে রূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহা সম্পাদক মহাশয়কে শীঘ্রই জানাইবেন বলিবেন।

পরিশেষে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভার কার্য্য শেষ হইল।

(স্বাক্ষর) শ্রীশরৎকুমার মিত্র, সম্পাদক। (স্বাক্ষর) শ্রীকৃষ্ণবল্লভ রায়। সভাপতি।

শুদ্ধিপত্র।

"গৃহস্থের ধর্ম্ম"

শীর্ষক

প্রবন্ধ।

ভাগ	সংখ্যা	পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১ম (নবপর্য্যায়)	১	২৬	২৭	উপনায়নম্	উপনয়নম্।
"	"	২৭	২১	অধ্যরণ	অধ্যয়ন।
"	"	"	২২	জ্যোতিষ	জ্যোতিষ।
"	"	২৮	৩	আধুনিক	আধুনিক।
"	"	"	১২	ময়া	ষয়া।
"	"	"	"	অকরং	অক্ষরং।
"	"	২৯	৪	আবশেৎ	আবিশেৎ
"	"	"	১২	চতুর্চত্বারিংশং	চতুশ্চত্বাবিংশং।
"	"	"	১৭	পালিতৈ	পলিতৈ।
"	"	"	২১	ষণ্ডো	ষণ্ঢো।
"	"	"	২৮	লোকের দ্বারা	দ্বারা লোকের।
"	"	৩০	১৮	গৃহস্থাশ্রমে	গৃহস্থাশ্রমে
"	"	"	২১	সমিদ্ধানং	সমিদ্ধাধানং।
"	"	৩২	৩	পরমাত্মারূপী	পরমাত্মরূপী।
"	"	"	১২	দিবার	দিগের।

তুইও মা ক্ষত্রিয় রাজনন্দিনি, এমনি করে বৎসর বৎসর আয় মা ; তোর ক্ষত্রিয় কায়স্থ সন্তানগণ আজ শূদ্রত্ব পঙ্কে নিমগ্ন। পতিতোদ্ধারিণি, তুই না উদ্ধার করিলে আর কে উদ্ধার করিবে মা ?

The SAMAJ Electro Machine Press.

কায়স্থ পত্রিকা।

কার্ত্তিক, ১৩১৭। | নবপর্য্যায় ১ম খণ্ড, ৭ম সংখ্যা।

দান।

চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডার।

গত শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত	...	...	... ৫২৩৲
শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দাস	...	...	... ৪৲
,, রমানাথ দত্ত, উকীল, হাওড়া	...		... ১৲
প্রতিশ্রুত দান (গত আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত)	...		৬১০৯৲
মোট	...		৬৬৩৭৲

জনসংখ্যা ভাণ্ডার।

গত আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত (আদায়ী)	...	...	৩০৲
ঐ ঐ (প্রতিশ্রুত)	...	...	১৫৮৲
শ্রীযুক্ত গোপীমোহন ঘোষ, সাং গৈরালা পোঃ, চট্টগ্রাম জেলা	...		৫৲
,, নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, ঐ ঐ	...		২৲
,, হরিহর ঘোষ দেববর্ম্মা, সাং দাঁইহাট, জেলা বর্দ্ধমান	...		১৲
			১৮৮৲

প্রচার ভাণ্ডার।

পূর্ব্ব প্রকাশিত (শ্রাবণ ও ভাদ্র সংখ্যায়)	...	...	৫৫৲

BLANK PAGE(S)

শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বসু, সাং নেবুবাগান, কলিকাতা ... ১০৲

" বিপিনকৃষ্ণ ঘোষ দেববর্ম্মা, সাং আহিরীটোলা কলিকাতা ... ১০৲

৭৫৲

সামাজিক সংবাদ।

উপনয়ন।

৬ই শ্রাবণ, ১৩১৭।

(লক্ষ্ণৌ, শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)

শ্রীচারুচন্দ্র বসু, সাং লক্ষ্ণৌ (দক্ষিণরাঢ়ী)।

১৪ই শ্রাবণ, ১৩১৭।

(জগতি-বাড়াদি শ্রীযুক্ত কেদারনাথ সরকার দেববর্ম্মা মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ সরকার, সাং বাড়াদি (বারেন্দ্র)।

১৬ই ভাদ্র, ১৩১৭।

(জেলা নদীয়া, চাঁদপুর, 'বারেন্দ্র-কায়স্থ-সম্মিলনী'র কেন্দ্র)

১। শ্রীশশীভূষণ সরকার, সাং গোবরা, নদীয়া জেলা, (বারেন্দ্র)।
২। " কালীকুমার কুণ্ডু, সাং চাঁদপুর, " ঐ
৩। " গোপালচন্দ্র কুণ্ডু, " " ঐ
৪। " জহরিলাল কুণ্ডু, " " ঐ
৫। " সতীশচন্দ্র দত্ত, " " ঐ
৬। " শশধর নন্দী, " " ঐ
৭। " মধুসূদন ভৌমিক, " " ঐ
৮। " মাধবচন্দ্র মজুমদার, " " ঐ

৯। শ্রীযাদবচন্দ্র মজুমদার, সাং চাঁদপুর, নদীয়া জেলা, (বারেন্দ্র)।
১০। " যোগীন্দ্রনাথ সরকার, " " ঐ
এম্ এ, বি এল্
১১। " ললিতমোহন সরকার, সাং চাঁদপুর, " ঐ
১২। " সুরেন্দ্রনাথ সরকার, বি, এ, " " ঐ
১৩। " তারকনাথ সিংহ, " " ঐ
১৪। " দেবেন্দ্রনাথ সিংহ, " " ঐ
১৫। " মোহিনীচন্দ্র সিংহ, " " ঐ
১৬। " শ্রীশচন্দ্র সিংহ, " " ঐ
১৭। " বিপিনবিহারী মজুমদার, সাং ধলনগর, " ঐ
১৮। " রাখালচন্দ্র রায়, " " ঐ
১৯। " ললিতমোহন চৌধুরী, " " ঐ
২০। " শশিশেখর চৌধুরী, " " ঐ
২১। " মহেন্দ্রনাথ দত্ত, সাং নাভদিয়া, " ঐ

১৮ই ভাদ্র, ১৩১৭।

(জেলা যশোহর, পাঁজিয়া কেন্দ্র)

১। শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নাথ মজুমদার, সাং চুয়াডাঙ্গা, জেলা যশোহর, (দক্ষিণরাঢ়ী)।
২। " গোপালচন্দ্র মিত্র, ঐ ঐ ঐ
৩। " ভূপেন্দ্রনাথ সরকার, ঐ ঐ ঐ
৪। " মন্মথনাথ ঘোষ, সাং পাঁজিয়া, ঐ ঐ
৫। " অমূল্যকুমার বসু, ঐ ঐ ঐ
৬। " অমরেন্দ্রনাথ মজুমদার, ঐ ঐ ঐ
৭। " সতীশচন্দ্র মজুমদার, ঐ ঐ ঐ
৮। " নেপালচন্দ্র মিত্র, নং ২, ঐ ঐ ঐ
৯। " ঐ ঐ নং ২, ঐ ঐ ঐ

(জেলা বর্দ্ধমান, চাণ্ডলী, শ্রীযুক্ত সুধানন্দ সিংহ চৌধুরী মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)

শ্রীসুধানন্দ সিংহ চৌধুরী, ডাক্তার, সাং চাণ্ডলী, বর্দ্ধমান জেলা, (দক্ষিণরাঢ়ী।

৩ রা আশ্বিন, ১৩১৭।

(কলিকাতা, কায়স্থোপনয়ন-সমিতির সপ্তদশ কেন্দ্র)

১। শ্রী হীরালাল ঘোষ, বয়স ২২, সাং লালচন্দ্রপুর, খুল্না জেলা, (দক্ষিণরাঢ়ী)।
২। ,, দ্বিজবর বসু, ,, ২২, সাং ব্রাহ্মণডাঙ্গা, ঐ ঐ
৩। ,, কেশবলাল বসু, ,, ২৭, সাং বাঝিল, যশোহর জেলা ঐ

বিবাহ।

(বিবাহযোগ্যা কন্যা।)

পাত্রীর পিতা :—শ্রীরমানাথ দত্ত।

পিতার পরিচয় :—দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ। হাওড়ার উকীল।

পাত্রীর বিবরণ :—বয়স ১৩; উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, মুখশ্রী সুন্দর, সুগঠন মহাকালী পাঠশালায় প্রথম শ্রেণীর ছাত্রী; গৃহস্থালীর পরীক্ষায় রৌপ্য-পদক প্রাপ্ত।

নিম্নলিখিত বিবাহে দেনা পাওনার কথা হয় নাই শুনা যায় :—

২৪এ শ্রাবণ, ১৩১৭। সাদীপুর, বর্দ্ধমান জেলা। বর্দ্ধমান জেলার রায়না থানার অধীন মেড়াগ্রাম গ্রামের ৺দুর্গাদাস দত্ত রায়ের পুত্র শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্রের সহিত সাদীপুর নিবাসী ৺ললিতমোহন মিত্রের জ্যেষ্ঠা কন্যার।

২৯ শে ভাদ্র, ১৩১৭। কলিকাতা। জলাবাড়ী নিবাসী বঙ্গজ কায়স্থ শ্রীকৈলাসচন্দ্র রায় চৌধুরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীশৈলেশচন্দ্রের সহিত বহরমপুর বঙ্গজ কায়স্থ শ্রীগিরীশচন্দ্র গুহ রায়ের কনিষ্ঠা কন্যার।

(ক্ষত্রিয়াচারে)।

৬ই শ্রাবণ, ১৩১৬। জয়পুর-বাগাটী। অধুনা লক্ষ্ণৌ-নিবাসী অবসরপ্রাপ্ত সবজজ ও স্থানীয় কায়স্থ-সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের তৃতীয়

পুত্র শ্রীচারুচন্দ্র বসু দেববর্ম্মার সহিত জয়পুর-বাগাটী, নিবাসী অধুনা সাকিম খাকপুর জেলা মুঙ্গের, শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র পাল মহাশয়ের চতুর্থা কন্যা

অম্বষ্ঠ প্রশ্ন। (১).

শ্রীশ্রীমন্মহর্ষি মনু মহারাজ "অম্বষ্ঠ" জাতির সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"ব্রাহ্মণাদ্বৈশ্যকন্যায়ামম্বষ্ঠো নাম জায়তে।" ১০ অঃ। ৮ শ্লোঃ॥

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ পিতার ঔরসে বৈশ্যাকন্যার গর্ভে যে পুত্র জন্মে, তাহাকে "অম্বষ্ঠ" বলে। এই "অম্বষ্ঠ" জাতি আর্য্যবর্ণাশ্রমধর্ম্মানুযায়ী কোন বর্ণের অন্তর্গত হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে মহর্ষি মনুর মত অবগত হইতে হইলে আমাদিগকে মনুসংহিতার দশম অধ্যায়ের প্রথম হইতে দেখিতে হইবে। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের মূল ভিত্তি বর্ণের উপর স্থাপিত এবং বর্ণগুরু ব্রাহ্মণ সেই বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের রক্ষক বলিয়া সমুদয় হিন্দুশাস্ত্র বারংবার বলিয়াছেন। মহর্ষি মনু এইরূপে দশম অধ্যায় আরম্ভ করিয়াছেন,—

অধীয়ীরং স্ত্রয়োবর্ণাঃ স্বকর্ম্মস্থা দ্বিজাতয়ঃ।
প্রব্রূয়াদ্ ব্রাহ্মণস্ত্বেষাং নেতরাবিতি নিশ্চয়ঃ॥ ১॥
সর্ব্বেষাং ব্রাহ্মণো বিদ্যাদ্ বৃত্ত্যুপায়ান্ যথাবিধি।
প্রব্রূয়াদিতরেভ্যশ্চ স্বয়ং চৈব তথা ভবেৎ॥ ২॥
বৈশেষ্যাৎ প্রকৃতি শ্রৈষ্ঠ্যান্নিয়মস্য চ ধারনাৎ।
সংস্কারস্য বিশেষাচ্চ বর্ণানাং ব্রাহ্মণঃ প্রভুঃ॥ ৩॥
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়োবৈশ্যস্ত্রয়োবর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্রো নাস্তি তু পঞ্চমঃ॥ ৪॥
সর্ব্ববর্ণেষু তুল্যাসু পত্নীষ্বক্ষতযোনিষু।
আনুলোম্যেন সংভূতা জাত্যাজ্ঞেয়াস্ত এব তে॥ ৫॥

---

(১) বঙ্গদেশীয় "বৈদ্য" নামে প্রসিদ্ধ সুসভ্য শিক্ষিত সম্মানিত জাতি সম্বন্ধে আমাদের এই প্রবন্ধ লিখিত হয় নাই। হিন্দু শাস্ত্রোক্ত "অম্বষ্ঠ" জাতি সম্বন্ধে যে সকল সমস্যা আমাদের মনে উদিত হইয়াছে,—তাহাই লিখিত হইল, পাঠকগণ দয়া করিয়া এই কথাটী মনে রাখিবেন।

স্ত্রীষ্বনন্তরজাতাসু দ্বিজৈরুৎপাদিতান্ সুতান্।
সদৃশানেব তানাহুর্মাতৃদোষবিগর্হিতান্ ॥ ৬ ॥
অনন্তরাসু জাতানাং বিধিরেষ সনাতনঃ।
দ্ব্যেকান্তরাসু জাতানাং ধর্ম্ম্যং বিদ্যাদিমং বিধিম্ ॥ ৭ ॥
ব্রাহ্মণাদ্বৈশ্য কন্যায়ামম্বষ্ঠো নাম জায়তে।
নিষাদঃ শূদ্রো কন্যায়াং যঃ পরশব উচ্যতে ॥ ৮ ॥"
ক্ষত্রিয়াচ্ছূদ্রকন্যায়াং ক্রূরাচারবিহারবান্।
ক্ষত্র শূদ্রবপুর্জ্জন্তুরুগ্রো নাম প্রজায়তে ॥ ৯।

স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই ত্রিবর্ণ দ্বিজাতি বেদ পাঠ করিবেন এবং ব্রাহ্মণ ইহাঁদিগকে বেদ পড়াইবেন; কিন্তু অন্য দুই বর্ণ দ্বিজাতি (ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য) কখনও বেদ পড়াইবেন না। ব্রাহ্মণ সর্ব্ববর্ণের শাস্ত্রসম্মত জীবিকার বিষয় অবগত থাকিবেন, সকলকে তদ্বিষয়ে উপদেশ দিবেন; আপনিও যথারীতি আচরণ করিবেন। অন্য বর্ণ অপেক্ষা ব্রাহ্মণের প্রকৃতি পৃথক, স্বাভাবিকরূপে উৎকৃষ্ট, এবং তিনি যথাশাস্ত্র বিধি নিষেধের প্রতিপালন করেন এবং শাস্ত্রোক্ত সংস্কারগুলি রীতিমত গ্রহণ করেন, তাই ব্রাহ্মণ সর্ব্ববর্ণের প্রভু। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই ত্রিবর্ণ দ্বিজাতি; শূদ্রই এক মাত্র চতুর্থ জাতি,—পঞ্চম বর্ণ নাই। সর্ব্ববর্ণের অক্ষতযোনি সবর্ণা পত্নীর গর্ভজাত পুত্র পিতা মাতার তুল্য বর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, অক্ষত-যোনি ব্রাহ্মণ কন্যাকে বিবাহ করিলে তাঁহাদের পুত্র ব্রাহ্মণ, ঐরূপ পরিনীত ক্ষত্রিয় দম্পতীর পুত্র ক্ষত্রিয়, বৈশ্য দম্পতীর পুত্র বৈশ্য এবং শূদ্র দম্পতীর পুত্র শূদ্র বর্ণ প্রাপ্ত হয়। ব্রাহ্মণাদি দ্বিজগণের অনন্তর বর্ণজা স্ত্রীগণের পুত্র মাতৃজাতি প্রাপ্ত হয়;—যথা ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়া পত্নীজাত পুত্র ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যাপত্নীজাত পুত্র বৈশ্য এবং বৈশ্যের শূদ্রাপত্নীগর্ভজাত পুত্র শূদ্র বর্ণ প্রাপ্ত হয়। অনন্তর বর্ণের স্ত্রীগর্ভজাত সন্তানদিগের বিধান বলিলাম, এক্ষণে দ্ব্যেকান্তর (অর্থাৎ একটী ও দুইটী বর্ণের পর বর্ণের) বর্ণের স্ত্রীগণের গর্ভজাত পুত্র দিগের সম্বন্ধে বলিতেছি;—যেমন ব্রাহ্মণের বৈশ্যাগর্ভজাত পুত্র "অম্বষ্ঠ" ও ক্ষত্রিয়ের শূদ্রাগর্ভজাত পুত্র "উগ্র" ও ব্রাহ্মণের শূদ্রাগর্ভজ পুত্র "নিষাদ" এই আখ্যা প্রাপ্ত হয়। উগ্রের আচার ব্যবহার ক্রূর হয় এবং তাহাতে ক্ষত্রিয় ও শূদ্র প্রকৃতি বর্ত্তমান থাকে।

এইখানে আমরা তিনটী নূতন জাতির নাম পাইলাম। অনন্তরবর্ণজা স্ত্রীদিগের গর্ভজাত সন্তান মাতৃবর্ণ প্রাপ্ত হয় বলিয়া তাহাদের বিভিন্ন নাম দেওয়া হয় নাই। সবর্ণা স্ত্রীর পুত্র সবর্ণ, অনন্তরবর্ণাস্ত্রীর পুত্র মাতৃবর্ণ প্রাপ্ত হয়, সুতরাং উহাদিগের জন্য আর কোন পৃথক বিধানের আবশ্যকতা নাই। কিন্তু এই একান্তর এবং দ্ব্যন্তর বর্ণা স্ত্রী গর্ভজাত "অম্বষ্ঠ" "উগ্র" এবং "নিষাদের", বর্ণ স্থির করিতে হইবে। বর্ণ স্থির না হইলে বর্ণাশ্রমধর্ম্মী হিন্দুসমাজে তাহাদের স্থান হইবে না। তজ্জন্য এ সম্বন্ধে বিজ্ঞতম মনু মহারাজ কি ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা দেখা যাউক। তিনি বলিয়াছেন,—

"সজাতিজানন্তরজাঃ ষট্ সুতা দ্বিজধর্ম্মিণঃ।
শূদ্রানাং তু সধর্ম্মাণঃ সর্ব্বেঽপধ্বংসজাঃ স্মৃতাঃ ॥" ১০ অঃ ॥ ৪১শ্লো ॥

সবর্ণ ও অনন্তরবর্ণ হইতে জাত (অবশ্য আনুলোম্যানুসারে) ছয়টী পুত্র দ্বিজধর্ম্মী। তদ্ব্যতীত যাবতীয় সঙ্কর বর্ণ শূদ্রবর্ণের অন্তর্গত। এই শ্লোকটীর ব্যাখ্যা লইয়া অনেক মত বিরোধ আছে। সজাতির সন্তান যে পিতা মাতার জাতি প্রাপ্ত হয়, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। (মনু ১০ অঃ।৫শ্লোঃ) অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণী পত্নী হইতে জাত পুত্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়া পত্নীগর্ভজ পুত্র ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের বৈশ্যাপত্নীজাত পুত্র বৈশ্য নিশ্চয়ই হইবে, সুতরাং উহারা দ্বিজধর্ম্মী হইবে, তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু "অনন্তরজ" তিনটী পুত্র কে? পূর্ব্বধৃত মনূক্ত দশম অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোক হইতে দেখা গিয়াছে যে "অনন্তরজ" পুত্র মাতৃবর্ণ প্রাপ্ত হয়; অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়াপত্নী গর্ভজ পুত্র ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যাগর্ভজ পুত্র বৈশ্য ও বৈশ্যের শূদ্রাপত্নীজাত পুত্র শূদ্র বর্ণ প্রাপ্ত হয়। তাহা হইলে এই তিন পুত্রও দ্বিজধর্ম্মী হইতেছে। অথচ শূদ্রাপুত্র দ্বিজধর্ম্মী হইবে কি প্রকারে? সে কি বৈশ্য বর্ণের অন্তর্গত হইবে? এই সমস্যার মীমাংসার জন্য টীকাকার কুল্লুক ভট্ট বলিয়াছেন যে "ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণীপুত্র, ক্ষত্রিয়াপুত্র ও বৈশ্যাপুত্র এই তিন, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়াপুত্র ও বৈশ্যাপুত্র এই দুই এবং বৈশ্যের বৈশ্যাপুত্র এই এক (৩+২+১), মোট এই ছয়জন পুত্র দ্বিজধর্ম্মী হইবে,—অর্থাৎ অম্বষ্ঠ ও দ্বিজধর্ম্মী হইতেন। এই ব্যাখ্যাও নিরাপদ নহে;—কারণ "অম্বষ্ঠ" অনন্তরজ নহেন, তিনি একান্তরজ সন্তান;—সুতরাং মূল শ্লোকের "সজাতিজানন্তরজা ষট্ সুতাদ্বিজধর্ম্মিণঃ" অর্থ সুসঙ্গত হয় না।

অনুলোমক্রমে বিবাহজনিত ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণ দ্বিজের সর্ব্বশুদ্ধ নয় প্রকার সন্তান জন্মে যথা :—

	পিতা	মাতা	পুত্র	বর্ণ।
১।	ব্রাহ্মণ	ব্রাহ্মণী	ব্রাহ্মণ	ব্রাহ্মণ।
২।	ঐ	ক্ষত্রিয়া	ক্ষত্রিয়	ক্ষত্রিয়।
৩।	ঐ	বৈশ্যা	অম্বষ্ঠ	?
৪।	ঐ	শূদ্রা	নিষাদ	শূদ্র।
৫।	ক্ষত্রিয়	ক্ষত্রিয়া	ক্ষত্রিয়	ক্ষত্রিয়।
৬।	ঐ	বৈশ্যা	বৈশ্য	বৈশ্য।
৭।	ঐ	শূদ্রা	উগ্র	শূদ্র।
৮।	বৈশ্য	বৈশ্যা	বৈশ্য	বৈশ্য।
৯।	বৈশ্য	শূদ্রা	শূদ্র বা বৈশ্য ?	শূদ্র বা বৈশ্য।

এই নয়জনের মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয়, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও অষ্টম এই পাঁচজন নির্ব্বিবাদ দ্বিজাতি হইতেছেন,—শেষ একজন যে কে, তাহা আমরা উল্লিখিত একচত্বারিংশৎ শ্লোক হইতে—নির্ব্বিবাদরূপে অবধারণ করিতে অক্ষম। এ সম্বন্ধে শাস্ত্রদর্শী পণ্ডিতগণের কি মত তাহা জানিবার জন্য উদ্‌গ্রীব রহিলাম।

মনুক্ত অপর শ্লোকাবলী বিবেচনা করিয়া দেখিলে নবম পুত্র অর্থাৎ বৈশ্য পিতার শূদ্রাপত্নীগর্ভজ পুত্রের দ্বিজত্বের দাবী বলবৎ বলিয়া বোধ হয় এবং অম্বষ্ঠকে শূদ্রবর্ণান্তর্গত বলিয়াই অনুমান হয়। আমাদের এই অনুমানের কারণ এইবার নিবেদন করিব।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, হিন্দুধর্ম্ম বর্ণাশ্রমগত ধর্ম্ম এবং মানবধর্ম্ম শাস্ত্রে সর্ব্বাগ্রে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বিধি নিষেধ কথিত হইয়াছে। দেখুন,—

"সর্ব্বস্যাস্য তু সর্গস্য গুপ্ত্যর্থং স মহাদ্যুতিঃ।
মুখবাহূরুপজ্জানাং পৃথক্কর্ম্মাণ্যকল্পয়ৎ ॥ ৮৭ ॥
অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহঞ্চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ ॥ ৮৮ ॥
প্রজানাং রক্ষনং দানমিজ্যাধ্যয়নমেবচ।
বিষয়েষ্বপ্রসক্তিঞ্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাসতঃ ॥ ৮৯ ॥
পশূনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেবচ।
বণিক্‌পথং কুসীদঞ্চ বৈশ্যস্য কৃষিমেবচ ॥ ৯০ ॥

একমেব তু শূদ্রস্য প্রভুঃ কর্ম্মসমাদিশৎ।
এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রূষামনসূয়য়া ॥" ৯১ ॥ (২)

মনু, প্রথম অধ্যায়।

ভাবার্থ—সেই মহদ্দ্যুতি পরমাত্মা সৃষ্টিরক্ষার নিমিত্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্বর্ণের পৃথক পৃথক কার্য্য নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। অধ্যাপন, অধ্যয়ন, যজন, যাজন, দান এবং প্রতিগ্রহ এই কয়টী ব্রাহ্মণের; প্রজাপালন, দান যজন, অধ্যয়ণ এবং বিষয়ে অনাশক্তি এই কয়টী ক্ষত্রিয়ের; পশুপালন, দান, যজন অধ্যয়ণ, বাণিজ্য, সুদগ্রহণ এবং কৃষি এই কয়েকটী বৈশ্যের এবং প্রথম ত্রিবর্ণের অকপট সেবা (এই একমাত্র) কার্য্যই শূদ্রের পক্ষে বিহিত হইয়াছে।

এক্ষণে পূর্ব্বকথিত "অম্বষ্ঠ"জাতি দ্বিজধর্ম্মা হইলে কোন বর্ণের মধ্যে তাঁহাকে গ্রহণ করা মহর্ষি মনুর মত-সম্মত হইতে পারে, তাহা বিবেচনা করা যাউক যদি "অম্বষ্ঠ" জাতি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য বর্ণের অন্তর্গত হইতেন, তাহ হইলে ঋষিশ্রেষ্ঠ মনু কখনও তাঁহার জন্য স্বতন্ত্র জীবিকা বা বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিতেন না। ফলতঃ অনুলোম বিবাহ জনিত যে সকল সন্তান মূল বর্ণান্তরগত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল, তাহারা মূলবর্ণানুযায়ী জীবিকা বা বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছিল; আর যাহারা তাদৃশ মূল বর্ণান্তর্গত হইতে পারে নাই, সাঙ্কর্য্য দোষ জন্য পিতৃমাতৃবর্ণোচিত আচার বা বৃত্তিতে অধিকারী হয় নাই তাহাদের জন্যই পৃথক বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। আমরা এইবার সেই বৃত্তি গুলির উল্লেখ করিতেছি :—

"যে দ্বিজানামপসদা যে চাপধ্বংসজাঃ স্মৃতাঃ।
তে নিন্দিতৈর্ব্বর্ত্তয়েয়ুর্দ্বিজানামেব কর্ম্মভিঃ ॥ ৪৬ ॥
সূতানামশ্বসারথ্যমম্বষ্ঠনাং চিকিৎসিতম্।
বৈদেহকানাং স্ত্রীকার্য্যং মাগধানাং বণিক্‌পথঃ ॥ ৪৭ ॥
মৎস্যঘাতো নিষাদানাং ত্বষ্টিস্ত্বায়োগবস্য চ।
মেদান্ধ্রচুঞ্চুমদ্‌গূনামারণ্যপশু হিংসনম্ ॥ ৪৮ ॥

(২) মনু সংহিতা দশমাধ্যায়ের ৭৪ হইতে ৮০ সংখ্যক শ্লোকে চতুর্বর্ণের ধর্ম্ম ও বৃত্তি পুনঃ কথিত হইয়াছে। বাহুল্যভয়ে শ্লোকগুলি তুলিলাম না। অনুসন্ধিৎসু পাঠক দেখিয়া লইবেন।

ক্ষত্ত্রুগ্রপুক্কসানান্তু বিলৌকোবধবন্ধনম্।
ধিগ্বণানাং চর্ম্মকার্য্যং বেণানাঃ ভাণ্ডবাদনম্॥ ৪৯॥" (৩)

মনু, দশম অধ্যায়।

ভাবার্থ—দ্বিজগণের অনুলোমজাত ও প্রতিলোমজাত পুত্রগণ (যাহা মূল বর্ণের ভিতর প্রবেশাধিকার পায় নাই) দ্বিজগণ যে সকল গর্হিত কার্য করেন না* (অথবা দ্বিজগণের পক্ষে যে সকল কার্য্য গর্হিত বলিয়া কথিত এইরূপ বৃত্তিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন। সূত জাতির অশ্বসারথ্য;— অম্বষ্ঠের চিকিৎসা; বৈদেহদিগের অন্তঃপুরিকাদিগের কার্য্য; মাগধদিগে বাণিজ্য; নিষাদের মৎস্য বধ; অযোগব জাতির কাষ্ঠ ছেদণ ভেদন; মে অন্ধ্র, চুঞ্চু, ও মদ্গুদিবার আরণ্য পশু হিংসা; ক্ষত্তা উগ্র ও পুক্কসের গুহাশা নকুলাদি জন্তুর বধ ও বন্ধন; ধিগ্বনদিগের চর্ম্মকার্য্য; এবং বেণ জাতির ঢা ঢোল বাদন জীবিকা বলিয়া কথিত হইয়াছে। পাঠকগণ দেখিবেন,—এ তালিকা মধ্যে দ্বিজাতির অনন্তরজ পুত্রগণের বৃত্তি উক্ত হয় নাই, কেব একান্তর অম্বষ্ঠ ও উগ্র এবং দ্ব্যন্তর নিষাদ এই তিনটী অনুলোমজাত দ্বি সন্তানের বৃত্তি উক্ত হইয়াছে। এই তালিকা হইতে আমরা স্পষ্ট বুঝি পারিতেছি যে অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য এই ত্রিবর্ণ দ্বিজাতির কো বর্ণেরই অন্তর্গত নহেন, প্রত্যুত তিনি উগ্র ও নিষাদের ন্যায় সঙ্কর জাতি শূদ্রধর্ম্মা।

(৩) মনুসংহিতা দশমাধ্যায়ের ৮ম হইতে ১৯শ শ্লোকে এই বর্ণসঙ্কর জাতি সমূহের বর্ণ আছে, পাঠক ইচ্ছা করিলে দেখিতে পারিবেন; আমাদের ক্ষুদ্রকায় প্রবন্ধে স্থানাভাব।

এই জীবিকার ব্যবস্থা দেখিলে "উগ্র" এবং "নিষাদ" শূদ্রধর্ম্মাবলম্বী হইলেও শূদ্র অপেক্ষা হীন জীবিকাব্যবসায়ী হইতেছে। "অম্বষ্ঠের" জীবিকার ব্যবস্থা বিবেচনা করিলে তাহাকে শূ অপেক্ষাও অধিকতর উন্নত এবং বৈশ্য অপেক্ষা হীন বলিয়া বোধ হয়। আপৎ কালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রি অথবা বৈশ্যেরই জীবিকা অবলম্বন করিতে পারেন, কিন্তু কদাপি শূদ্রের জীবিকা অবলম্বন করি পারেন না; তদ্রূপ ব্রাহ্মণ কদাপি অম্বষ্ঠেরও জীবিকা "চিকিৎসা" অবলম্বন করিতে পা না। যে সকল ব্রাহ্মণ চিকিৎসা ব্যবসা অবলম্বন করেন তাহাদের বহু নিন্দা ধর্ম্মশাস্ত্রে দেখি পাওয়া যায়। এই জীবিকা ব্যবস্থা হইতেও অম্বষ্ঠকে বৈশ্যাপেক্ষা হীন বলিয়া মনে হয়।

* চিকিৎসা ব্রাহ্মণদিগের পক্ষে অতি গর্হিত জীবিকা। শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে চিকিৎসক ব্রা নির্মন্ত্রিত হওয়ার অযোগ্য। শূদ্রান্ন শোণিত তুল্য, কিন্তু চিকিৎসকের অন্ন পূয়-তুল্য। কি উহা বেশ্যার অন্ন অপেক্ষাও নিন্দিত। মনুসংহিতা ৪র্থ অধ্যায় দেখুন।

অম্বষ্ঠের অনুকূলে যুক্তিমূলক কতকগুলি আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে। প্রথম এই যে ব্রাহ্মণ পিতা ও বৈশ্য মাতার গর্ভস্থ পুত্র ব্রাহ্মণ হওয়ারই কথা। সুবিখ্যাত শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন শূদ্রা মাতার গর্ভজাত হইয়াও ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। আর অম্বষ্ঠ বৈশ্যা মাতার গর্ভজাত হইয়াও শূদ্র হইবে! শ্রীব্যাসদেবের সম্বন্ধে মনু বাক্যই প্রচুর। তিনি বলিয়াছেন :—

"তপোবীজপ্রভাবৈস্তু তে গচ্ছন্তি যুগে যুগে।
উৎকর্ষং চাপকর্ষং চ মনুষ্যেষ্বিহ জন্মতঃ॥" ১০অঃ।৪২শ্লোঃ॥

তপস্যা প্রভাবে (বিশ্বামিত্রাদির ন্যায়) এবং বীজ প্রভাবে (ঋষ্যশৃঙ্গাদির ন্যায়) মনুষ্য উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়, আবার তপস্যা ও বীজের প্রভাব না থাকিলে মনুষ্যের অবনতিও ঘটিয়া থাকে! তপস্যার প্রভাবে শত শত ব্যক্তি প্রাচীন কালে অজ্ঞাত কুলশীল নীচ জাতি হইতে ব্রহ্মর্ষিত্ব পাইয়া গিয়াছেন। বাল্মীকি, বশিষ্ঠ, নারদ, দ্রোণ, সত্যকাম, কত নাম করিব? আর যাঁহারা মহাভারতের সকল উপাখ্যানে বিশ্বাস করেন,—তাঁহারা জানেন ব্যাসমাতা সত্যবতী রাজর্ষি তনয়া শূদ্রা নহেন। যদি ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যাগর্ভজাত পুত্র ব্রাহ্মণ হইতে পারিতেন, তাহা হইলে ব্যাসপুত্র বিদুর শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইলেন কেন? ফলতঃ পৌরাণিক নজীরে এ সকল প্রশ্নের সুমীমাংসা হওয়ার আশা নাই। যদি অম্বষ্ঠকে তর্কের স্থলে দ্বিজধর্ম্মী স্বীকার করিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে অম্বষ্ঠ-কন্যার গর্ভে এবং ব্রাহ্মণের ঔরসে জাত পুত্র অধিকতর শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর দ্বিজ বলিয়া গণ্য হইবেন, সন্দেহ নাই। মহর্ষি মনুর মতে ব্রাহ্মণের ঔরসে অম্বষ্ঠ কন্যার গর্ভে জাত পুত্রের খ্যাতি "আভীর" (৪)। 'আভীর' শব্দে আমরা গোপালক বলিয়া বুঝিয়া থাকি এবং তাহার জীবিকা বৈশ্যোচিত। আভীর বৈশ্য বর্ণান্তর্গত বলিয়াই শাস্ত্রে (অম্বষ্ঠাদির ন্যায়) তাহার স্বতন্ত্র কোন বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। আভীর বৈশ্য বর্ণান্তর্গত হইলে অম্বষ্ঠ তদপেক্ষা নীচ অর্থাৎ শূদ্র

(৪) ব্রাহ্মণাদুগ্রকন্যায়ামাবৃতোনাম জায়তে।
আভীরোঽম্বষ্ঠকন্যায়া মায়োগব্যান্তু ধিগ্বণঃ॥ মনু, ১০ অঃ।১৫ শ্লোঃ॥"

ব্রাহ্মণের উগ্রকন্যা হইতে "আবৃত" অম্বষ্ঠ কন্যা হইতে আভীর এবং অযোগব কন্যা হইতে ধিগ্বণ নামক পুত্র জন্মে। (শূদ্র পিতা ও বৈশ্যা মাতার সন্তানের নাম অযোগব) মনু, ১০ অঃ। ১২ শ্লোঃ॥। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে আভীর কুলোৎপন্ন বৃন্দাবনের নন্দ, রায়ান ঘোষ প্রভৃতিকে স্পষ্ট স্বরে বৈশ্য বলা হইয়াছে। (প্রকৃতি খণ্ডের ৪৯ অধ্যায়।)

বর্ণান্তর্গতই হইতেছেন। এইরূপে প্রত্যেক দিক হইতেই আমরা অম্বষ্ঠের শূদ্রত্ব দেখিতে পাই।

এই পর্য্যন্ত মনুসংহিতা দেখিলাম। অন্যান্য সংহিতাকারদিগের মধ্যে ভগবান বিষ্ণুর মতে :—

"সমানবর্ণাসু পুত্রাঃ সবর্ণা ভবন্তি ॥ ১ ॥ অনুলোমাসু মাতৃবর্ণা ॥" ২ ॥

বিষ্ণুসংহিতা, ষোড়শ অধ্যায়।

সবর্ণাস্ত্রীর গর্ভে উৎপাদিত পুত্র পিতৃসবর্ণ এবং অনুলোম বিবাহের সন্তানগণ মাতৃ-সবর্ণ প্রাপ্ত হন। মনুর সঙ্গে এই মতের এই মাত্র বিরোধ—এই যে তিনি অনন্তর বর্ণাস্ত্রীরগর্ভজাত পুত্রদিগের মাতৃসবর্ণতা এবং একান্তর অথবা দ্ব্যন্তর বর্ণাস্ত্রীর গর্ভজাত পুত্রগণের মাতৃবর্ণে প্রবেশ নিষিদ্ধ করিয়া তাহাদের পক্ষে শূদ্র বর্ণ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। ভগবান্ বিষ্ণুর মতে "অম্বষ্ঠ" বৈশ্যান্তর্গত হইতেছেন। স্মৃতিকারদিগের মধ্যে ভগবান মনুর শ্রেষ্ঠাসন সর্ব্ববাদিসম্মত। সুতরাং ভগবান বিষ্ণুর সামান্য নিয়ম মহর্ষি মনুর বিশেষ নিয়ম দ্বারা ব্যাখ্যাত করিলেই ঋষিবাক্যের একবাক্যতা হইতেছে। এতাবতা বিষ্ণুসংহিতার বাক্য দ্বারাও অম্বষ্ঠ দ্বিজত্ব পাইবার অধিকারী হইতেছেন না। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায়।—

"বিপ্রান্মূর্দ্ধাভিষিক্তোহি ক্ষত্রিয়ায়াং বিশঃস্ত্রিয়াম্।
অম্বষ্ঠঃ শূদ্রাং নিষাদো জাতঃ পারশবোঽপিবা ॥"

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা, ১ম অঃ। ৯১ শ্লোঃ ॥"

প্রায় মনুবাক্যেরই প্রতিধ্বনি করা হইয়াছে, কিন্তু এই সংহিতার কুত্রাপি "অম্বষ্ঠ" মহাশয়ের বর্ণনির্ণয় অথবা বৃত্তি নির্দ্ধারণ দৃষ্ট হয় না। এতদবস্থায় আমাদিগকে পুনশ্চ মনু প্রদর্শিত পথেই যাইতে হইতেছে। মনু মহারাজ পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, এবং আমরা তাহার যেরূপ অর্থ বুঝিয়া পারিয়াছি, তাহা পাঠকদিগের নিকট নিবেদন করিয়াছি। স্মৃত্যুক্ত অম্বষ্ঠ জাতি যে দ্বিজাচারে অনধিকারী এবং শূদ্রধর্ম্মী সে সম্বন্ধে যুক্তিযুক্ত কোন সন্দেহ আসিতেই পারে না। তথনি পুনশ্চ আমরা আরও এক বিভিন্ন পরীক্ষা দ্বারা এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিতেছি। পাঠকগণ কৃপা করিতঃ মনোযোগ করুন।

যে কোন কারণেই হউক প্রাচীন সময়ে দ্বিজগণ শূদ্রকে বড়ই অবজ্ঞা চক্ষুতে দৃষ্টি করিতেন,—অন্ততঃ পুরাতন স্মৃতিগ্রন্থে শূদ্র সম্বন্ধে অতিশয়

অবজ্ঞার কথা লিখিত আছে দেখিতে পাই। সে কালে আর্য্যগণ শূদ্রদিগকে কিরূপ কৃপা করিতেন, তাহা বিস্তৃতরূপে আলোচনা করিবার স্থান বর্ত্তমান প্রবন্ধে নাই। সময়ান্তরে তৎসম্বন্ধে পৃথক একটী প্রস্তাব লিখিবার বাসনা আছে। যাহা হউক সংক্ষেপতঃ বলি যে, আর্য্যশাস্ত্রকারগণ শূদ্রকে বড়ই ঘৃণা করিতেন,—তাহাদিগকে মানুষ বলিয়াই গ্রাহ্য করিতেন না। সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া যাঁহার সম্মান ভারতবিখ্যাত, সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী বলিয়া আমরা যাঁহার সম্মান করি,—সেই মহর্ষি মনু বলেন,—

"উচ্ছিষ্টমন্নং দাতব্যং জীর্ণানি বসনানি চ।
পূলাকাশ্চৈব ধান্যানাং জীর্ণাশ্চৈব পরিচ্ছদাঃ ॥ ১২৫ ॥
ন শূদ্রে পাতকং কিঞ্চিন্ন চ সংস্কারমর্হতি।
নাস্যাধিকারো ধর্ম্মোঽস্তি নধর্ম্মাৎ প্রতিষেধনম্ ॥" ১২৬ ॥

মনু, দশম অধ্যায় ॥

অর্থাৎ দ্বিজগণ তাঁহাদের শূদ্র সেবকগণকে এঁটো পাতের ভাত, ছেঁড়া কাপড় জামা এবং শুইবার জন্য খড় বা বিচালী দিবেন। অধুনা সভ্যলোকেরা নিজ নিজ বাড়ীর কুকুরকেও এত অবজ্ঞা করেন না। আর কুকুর বিড়ালের যেমন কিছু পাপপুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম ও কার্য্যাকার্য্য নাই, শূদ্রেরও তদ্রূপ নাই। ইহার পর আরও দেখুন,—

"শক্তেনাপিহি শূদ্রেণ ন কার্য্যো ধনসঞ্চয়ঃ।
শূদ্রো হি ধনমাসাদ্য ব্রাহ্মণানেব বাধতে ॥ ১২৯ ॥

মনু, ১০ম অধ্যায়।"

অর্থাৎ শূদ্রের সামর্থ্য থাকিলেও সে ধন সঞ্চয় করিবে না; কি জানি, যদি সে ধনী হইয়া ব্রাহ্মণকে গ্রাহ্য না করে। হায় ব্রাহ্মণ! আজি তুমি কোথায়? আজি তুমি নিজমুখে সগর্ব্বে বলিয়া বেড়াইতেছ যে তোমরা শূদ্রযাজক, শূদ্রোপজীবি ইত্যাদি! যে জাতি মানুষে মানুষে এরূপ কৃত্রিম প্রভেদের সৃষ্টি ও পরিপুষ্টি করিতে পারিয়াছে,—সে জাতি অধঃপতিত হইবে না ত' আর কে হইবে? যাহা হউক, আরও কিঞ্চিৎ শূদ্র প্রশংসা শ্রবণ করুন,—

"শূদ্রান্নং শূদ্রসম্পর্কঃ শূদ্রেণ চ সহাসনম্।
শূদ্রাজ্ঞানাগমঃ কশ্চিজ্জলন্তমপি পাতয়েৎ ॥ ৪৯ ॥
শূদ্রান্নেন তু ভুক্তেন যো দ্বিজো জনয়েৎসুতান।

যস্যান্নং তস্য তে পুত্রা অন্নাচ্ছুক্রং প্রবর্ত্ততে ॥ ৫৩ ॥
অমৃতং ব্রাহ্মণস্যান্নং ক্ষত্রিয়ান্নং পয়ঃ স্মৃতং।
বৈশ্যস্য চান্নমেবান্নং শূদ্রান্নং রুধিরং ধ্রুবম্ ॥" ৫৭ ॥

অঙ্গিরাস্মৃতি।

"শূদ্রান্নেনোদরস্থেন যঃ কশ্চিন্ম্রিয়তে দ্বিজঃ।"
সভবেচ্ছুকরো গ্রাম্যোমৃতঃ শ্বাবাথ জায়তে ॥ ১১ ॥

আপস্তম্বস্মৃতি, অষ্টমোধ্যায়।

ভাবার্থ। শূদ্রের অন্ন, শূদ্রের সম্পর্ক, শূদ্রের সহ এক আসনে উপবেশন ও শূদ্র হইতে জ্ঞান লাভ জ্বলদগ্নিসদৃশ তেজস্বী ব্রাহ্মণকেও পতিত করে দ্বিজ শূদ্রান্ন ভোজন করিয়া যদি পুত্র উৎপাদন করেন, তাহা হইলে পুত্রগুলি শূদ্র পুত্র হইবে, যে হেতু অন্ন হইতে শুক্র উৎপন্ন হয়, সুতরাং অন্ন যাহার, পুত্রও তাহার। ব্রাহ্মণের অন্ন অমৃতসদৃশ, ক্ষত্রিয়ের অন্ন দুগ্ধসদৃশ, বৈশ্যের অন্ন অন্ন মাত্র এবং শূদ্রের অন্ন রক্ত (৫)। শূদ্রান্ন পেটে থাকিতে যদি কোন দ্বিজ পরলোক গমন করেন তাহা হইলে তাঁহাকে গ্রাম্য শূকর অথবা কুকুর হইয়া জন্মিতে হয়।

এই ভাবার্থের উপর টীকা করা অনাবশ্যক। বাঙ্গালা দেশের বহু ব্রাহ্মণ বাহ্বাস্ফোটন করিয়া বলিয়া থাকেন যে, এ দেশে ব্রাহ্মণেতর আর কোন দ্বিজ বর্ণ নাই,—ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর যত মনুষ্য বাস করেন তাহারা সকলেই শূদ্র। তাহা সত্য হইলে শাস্ত্র বা বাক্যানুসারে এই ব্রাহ্মণঠাকুরদিগের ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক অবস্থা কি দাঁড়াইয়াছে তাহা একবার তাঁহারা বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন কি?

যাহা হউক শূদ্রান্নের এরূপ নিন্দা থাকিলেও কতকগুলি শূদ্র সম্বন্ধে অন্যরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে যথা,—

"আর্দ্ধিকঃ কুলমিত্রংচ দাসগোপালনাপিতাঃ।
এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ ॥" ১৬ ॥

বিষ্ণুসংহিতা, ৫৭ অধ্যায়।"

(৫) এখনকার শাস্ত্র হইলে বোধ হয় শূদ্রের অন্ন "গোরক্ত" বলা হইত। সে কালে মহোক্ষ অর্থাৎ বলীবর্দ্ধ এবং দ্বিহায়নী বালা গো দ্বিজদিগের অভক্ষ্য ছিল না; সেই জন্যই বোধ হয় গোরক্তের শপথ প্রচলিত ছিল না।

"শূদ্রেষু দাসগোপালকুলমিত্রার্দ্ধসীরিণঃ।
ভোজ্যান্না নাপিতশ্চৈব যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ ॥" ১৬৬ ॥

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা, ১ম অধ্যায়।

"দাসনাপিত গোপালকুলমিত্রার্দ্ধসীরিণঃ।
এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ ॥" ২০ ॥

যমসংহিতা। ১ম অধ্যায়।

"দাসনাপিতগোপালকুলমিত্রার্দ্ধসারিণঃ।
এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ ॥" ২১ ॥

পরাশর সংহিতা, ১১শ অধ্যায়।

উপরিধৃত চারিখানি স্মৃতি বাক্যের একই অর্থ,—যথা দাস, গোপাল, কুলমিত্র, অর্দ্ধসীরী এবং যে আত্মসমর্পণ করিয়াছে, শূদ্রের মধ্যে এই কয়জনের অন্ন ভোজন করা যায়। এই শূদ্রদিগের ভোজ্যান্নতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ বা মতদ্বৈধ হইতে পারে না;—কারণ চারিজন ঋষি সমস্বরে এই বিধান দিয়াছেন। এরূপ দয়ার কারণ কি? কুলমিত্র এবং আত্মসমর্পণকারীর অনুকূলে স্নেহ, প্রেম ও উদারতা প্রভৃতি কথা বলা যাইতে পারে। কিন্তু দাস, গোপাল, আর্দ্ধিক বা অর্দ্ধসীরী এবং নাপিত এই চারিশ্রেণীর শূদ্রের অন্ন দ্বিজগণের ভোজ্য বলিয়া গণ্য হইল কেন,—তাহার হেতু অনুসন্ধান করা আবশ্যক। অন্য কোন সংহিতা গ্রন্থে এই চারিটী জাতির পরিচয় নাই; কেবলমাত্র কলিযুগের ধর্ম্ম-শাস্ত্র পরাশর-সংহিতায় (৬) ইহাদের পরিচয় আছে। সেই পরিচয় এই, যথা,—

"শূদ্রকন্যাসমুৎপন্নো ব্রাহ্মণেন তু সংস্কৃতঃ।
সংস্কারাত্তু ভবেদ্দাসঃ অসংস্কারাত্তু নাপিতঃ ॥ ২১ ॥
ক্ষত্রিয়াচ্ছূদ্রকন্যায়াং সমুৎপন্নস্তু যঃ সুতঃ।
স গোপাল ইতি জ্ঞেয়া ভোজ্যা বিপ্রৈ র্ন সংশয়ঃ ॥ ২৩ ॥

(৬) "কৃতে তু মানবো ধর্ম্মাস্ত্রেতায়াং গৌতমাঃস্মৃতাঃ।
দ্বাপরে শঙ্খলিখিতাঃ কলৌ পরাশরীঃ স্মৃতাঃ ॥" ২৪ ॥

পরাশর সংহিতা, ১ম অধ্যায়।

সত্যযুগে মনু ব্যবস্থিত ধর্ম্ম, ত্রেতাযুগে গৌতমব্যবস্থাপিত ধর্ম্ম, দ্বাপরযুগে শঙ্খ ও লিখিত ব্যবস্থাপিত ধর্ম্ম, কলিযুগে পরাশর নিরূপিত ধর্ম্মশাস্ত্র অবলম্বনীয়।

বৈশ্যকন্যাসমুদ্‌ভূতো ব্রাহ্মণেন তু সংস্কৃতঃ।
স হ্যর্দ্ধিকঃ ইতি বিজ্ঞেযো ভোজ্যো বিপ্রৈর্ন সংশয়ঃ ॥ ২৪ ॥

পরাশর সংহিতা, ১১শ অধ্যায়।

অনুবাদ। শূদ্রকন্যা হইতে ব্রাহ্মণ ঔরসে জাত, অথচ ব্রাহ্মণ দ্বারা সংস্কার প্রাপ্ত হইলে তাহাকে 'দাস' বলা যায়। কিন্তু অসংস্কৃত থাকিলে সে নাপিত হয়। ২১। যে পুত্র শূদ্রকন্যার গর্ভে, ক্ষত্রিয়ের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করে তাহাকে 'গোপাল' বলিয়া জানিবে;—ব্রাহ্মণ নিশ্চয়ই তাহার গৃহে অন্ন ভোজন করিতে পারেন। ২২। বৈশ্য কন্যার গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্মিলে এবং ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক সংস্কার প্রাপ্ত হইলে তাহাকে 'আর্দ্ধিক' ('অর্দ্ধসীরী') বলিয়া জানিবে। বিপ্র নিশ্চয়ই তাহার গৃহে ভোজন করিতে পারেন। ২৩। (পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন কর্ত্তৃত অনুবাদ)।

পাঠক দেখুন, মনুসংহিতার দশম অধ্যায়ের অষ্টম ও নবম শ্লোকের যাহাকে 'অম্বষ্ঠ' বলা হইয়াছে এখানে তাহাকেই 'আর্দ্ধিক' বা 'অর্দ্ধসীরী,—তথায় যাহাকে 'উগ্র' বলা হইয়াছে,এখানে তাহাকেই 'গোপাল' বলা হইয়াছে। এবং তথায় যাহাকে 'নিষাদ' বলা হইয়াছে এখানে তাহাকে 'দাস' ও 'নাপিত' বলা হইয়াছে। ইহারা সকলেই শূদ্র, তাহা পুনঃপুনঃ কথিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধ হইতে দেখিতে পাইলাম যে মনুক্ত "অম্বষ্ঠ" জাতি যাজ্ঞবল্ক্য, বিষ্ণু, যম ও পরাশর সংহিতায় 'আর্দ্ধিক' বা 'অর্দ্ধসীরী, আখ্যায় আখ্যাত হইয়াছে। এই অম্বষ্ঠ আর্দ্ধিক বা অর্দ্ধসীরী জাতি যে শূদ্রবর্ণান্তর্গত, তাহাও এই চারিজন ঋষি সমস্বরে বলিতেছেন। এক্ষণে অম্বষ্ঠের বর্ণ বিনির্ণয় সম্বন্ধে কি সন্দেহ থাকিতে পারে?

অনেকে উল্লিখিত শ্লোকাবলীর মধ্যে সংস্কৃত শব্দ দেখিয়া দ্বিজোচিত সংস্কার মনে করিতে পারেন, কিন্তু শূদ্রাপুত্র দাসেরও সংস্কারের কথা লিখিত আছে। এই সংস্কারের অর্থ কি? আমরা ঠিক বলিতে পারি না; সম্ভবতঃ শূদ্রোচিত কোন কার্য্য হইবে।

যাহা হউক, দাস, গোপাল, নাপিত এমং অর্দ্ধসীরীর শরীরে অনুলোম-বিবাহ-পরম্পরায় দ্বিজ-শোণিত প্রবাহ বিদ্যমান থাকায় শূদ্রধর্ম্মী হইলেও ব্রাহ্মণগণ, উঁহাদের অন্ন ভোজন করিতে পারেন, এরূপ ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে।

স্মৃতিশাস্ত্রে অম্বষ্ঠ জাতি সম্বন্ধে যাহা পাইয়াছি তাহার বিচার পরম্পরার দ্বারা

যেরূপ সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হইয়াছি, তাহা যথাজ্ঞান নিরপেক্ষ ভাবে লিখিবার চেষ্টা করিয়াছি। আমরা সেরূপ পণ্ডিত নহি, সুতরাং কোন প্রতিকূল শ্লোককে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া উড়াইয়া দিতে সাহসী হই নাই। আমরা এরূপ কথা সাহস করিয়া বলিতে পারি না যে আমাদের সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত হইয়াছে। যাঁহাদের এ সম্বন্ধে রুচি,অভিজ্ঞতা এবং অধ্যবসায় আছে, তাঁহাদিগের নিকটে নিবেদন যে আমাদের সিদ্ধান্তে কোনরূপ ত্রুটি থাকিলে তাহা সংশোধন করিয়া দেন।

উপসংহারে, পুনশ্চ বলিতেছি যে এই প্রবন্ধের সহিত বঙ্গীয় বৈদ্য সমাজের কোন সম্বন্ধ নাই। মনু সংহিতায় যে সকল বর্ণসঙ্কর জাতির উল্লেখ দেখা যায়, বর্ত্তমান কালে তাহার অনেক জাতিরই কোন অনুসন্ধান পাওয়া যায় না। "অম্বষ্ঠ" জাতিও বর্ত্তমানকালে ভারতে নাই বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। আয়ুর্ব্বেদ ব্যবসায়ী জাতিমাত্রেই "অম্বষ্ঠ" জাতিমধ্যে পরিগণিত করিলে অসংখ্য ব্রাহ্মণ এবং অম্বষ্ঠ-কায়স্থ ও বৈশ্য ঐ জাতির অন্তর্ভুক্ত হইবেন। আধুনিক বৃত্তিসাঙ্কর্য্যের কালে বৃত্তি ধরিয়া জাতি বা বর্ণ নির্দ্দেশ করিতে অগ্রসর হইলে ঘোরতর সমাজবিপ্লব অবশ্যম্ভাবী।

মাথাভাঙ্গা, ৩১।৫।১০। শ্রীসত্যবন্ধু দাস।

পণপ্রথার বিষময় ফল।

ভাগীরথীর উত্তর পারে জামনগর গ্রাম। ঐ গ্রামে নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বাস করেন। তাঁহার বয়ঃক্রম চল্লিশ বৎসর। যদিও তিনি সামান্য জমিদার, তথাপি তিনি ভয়ানক প্রতাপশালী ছিলেন। সকলেই তাঁহাকে ভয় ও সম্মান করিত। নরেন্দ্রনাথের দুইটী কন্যা, একটী পুত্র। গৃহিণী প্রমদাসুন্দরী বড় স্বামী-সোহাগিনী ছিলেন। কন্যা সুশীলা ও মনোরমা পিতাকে অতিশয় ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত। সুশীলার চতুর্দ্দশ বর্ষ উত্তীর্ণ হইয়া গেলে বিবাহ হয়; কারণ নরেন্দ্রনাথ ব্যয়কুণ্ঠ ছিলেন, যাহাতে বিবাহে অধিক টাকা ব্যয় না হয়, কন্যা

সুপাত্রে পড়ে এই নিমিত্ত অনেক যত্ন ও অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। অবশেষে দুই হাজার টাকা ব্যয় করিয়া কোন একটী ভদ্রলোকের দুইটী পুত্রের সহিত এক উদ্যোগে কন্যাদ্বয়ের বিবাহ দিলেন। মনোরমার বয়স তখন ১২ বৎসর হইয়াছিল। বিবাহের পর হইতেই নরেন্দ্রনাথের মনে দারুণ অশান্তির উদ্রেক হইতে লাগিল। কেন না বিবাহে প্রায় দুই হাজার টাকা তাহার ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন যে, তাঁহার একটীমাত্র পুত্র সতীশচন্দ্রকে দিয়াই ঐ টাকা লইবেন। এইরূপ স্থির সঙ্কল্প করিয়া তিনি পুত্রের বিবাহের নিমিত্ত চারিদিকে ঘটক পাঠাইলেন; সতীশচন্দ্রের বয়স চব্বিশ বৎসর, দেখিতেও সুশ্রী অথচ ধীর, গম্ভীর ও শান্ত প্রকৃতি। সতীশচন্দ্র এইবার বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে,এই নিমিত্তই নরেন্দ্রনাথ তাঁহার পুত্রের বিবাহের জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। অনেক স্থান হইতে বিবাহের সম্বন্ধ আসিতে লাগিল। টাকার খাতিরে নরেন্দ্রনাথের একটী কন্যাও মনঃপূত হইল না। যাঁহারা তাঁহার ফর্দ্দমত যৌতুক ও টাকা দিতে সক্ষম, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই মেয়ে দেখিতে কাল, খ্যাঁদা বোঁচা ইত্যাদি। এবং যাহাদের মেয়ে ভাল, তাহারা কেহই তাহাঁর অতিরিক্ত প্রার্থনার সম্মুখীন হইতে পারিল না।

ঐ গ্রামের অনতিদূরে মহেন্দ্রনাথ নামে এক গৃহস্থ বাস করিতেন। নরেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার বিশেষ সদ্ভাবও ছিল, এমন কি তাঁহার বাড়ীর মেয়ে ছেলেরাও মধ্যে মধ্যে নরেন্দ্রের বাড়ী যাতায়াত করিত। মহেন্দ্রনাথের একটী মাত্র কন্যা, নাম প্রমীলাসুন্দরী। সতীশচন্দ্র বাল্যকালে প্রমীলার সহিত অনেক সময় একত্রে খেলা করিত। কখনও সতীশচন্দ্র একছড়া সুন্দর মালা গাঁথিয়া প্রমীলার গলায় পরাইয়া দিত, আবার কখন কখন প্রমীলাও সতীশকে ঐরূপ ভালবাসার চিহ্ন প্রদান করিত। সতীশচন্দ্র খেলা করিতে কখন রাগ করিলে প্রমীলা তাহাকে সান্তনা করিত। প্রমীলা এক্ষণে তের বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া চৌদ্দ বৎসরে পড়িয়াছে। তাহার রূপরাশি অতুল, চক্ষুতে ধরে না। একে গৌরবর্ণ, তাহাতে আবার ভুজঙ্গ শিশু শ্রেণীর ন্যায় নিবিড় কুঞ্চিত কেশরাশি মুখখানি বেড়িয়া থাকে। তাহার বদন সুকুমার, অধর, ভ্রূযুগল ললাট, কপোল ইত্যাদি সমস্তই সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষ—প্রমীলার এক্ষণে বিবাহ না দিলেই নয়। মহেন্দ্রনাথ এ বিষয় তাঁহার স্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া একদিবস নরেন্দ্রনাথের বাটীতে উপস্থিত হইলেন; এবং প্রমীলার সহিত সতীশচন্দ্রের বিবাহের কথা উপস্থিত করিলেন। নরেন্দ্রনাথও পূর্ব্বে অনেক

বার প্রমীলাকে দেখিয়াছিলেন, এবং বাল্যকাল হইতেই উভয়কেই একত্রে খেলা করিতেও দেখিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার পুত্রের সহিত প্রমীলার বিবাহ হইলে যে সতীশচন্দ্র অত্যন্ত অত্যন্ত সুখী হইবেন তাহাও তিনি বুঝিতেন। মহেন্দ্রনাথের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। কিন্তু এক্ষণে দেনা পাওনা সম্বন্ধে একটা মীমাংসা হইলেই বিবাহ কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে।

নরেন্দ্রনাথ মহেন্দ্রকে বলিলেন,—দেখ ভাই! আমার ছেলে বি, এ পাস; আমি ছয়হাজার টাকার কমে কিছুতেই বিবাহ দিতে পারি না। অনেক জায়গা থেকেই সম্বন্ধ আস্‌ছে। এমন কি তারা ছয় হাজার টাকা পর্য্যন্ত দিতে রাজিও হচ্চে, কিন্তু তাদের একটা মেয়েও দেখতে ভাল নয়; তোমার সঙ্গে অনেকদিনের আলাপ এবং তোমার মেয়েটীও দেখিতে মন্দ নয় সেই জন্যই আমি সম্মত হচ্ছি, কেবল তোমার জন্যই এক হাজার টাকা ছেড়ে দিতে পারি।

মহেন্দ্র। দেখুন আমার সে রকম অবস্থা নয়, নচেৎ আমার দিতে কোন আপত্তি ছিল না। যে সামান্য একটু সম্পত্তি আছে, তাতে মাত্র বৎসরে তিন শত টাকা আয়। কোন রকম কায়ক্লেশে তিন চারিটী লোকের ভরণ পোষণ চলে। এরূপ অবস্থায় কি করে আমি পাঁচ হাজার টাকা দিতে পারি।

নরেন্দ্র। তা আমি কি করব ভাই! আমি যদিও রাজী হই কিন্তু গৃহিণী কিছুতেই রাজী হবেন না।

আপনি মনে করিলেই সব করিতে পারেন। বিশেষ আপনি জমিদার; ইচ্ছা করিলে আমার উপর অনেকটা অনুগ্রহ প্রকাশ করতে পারেন।

অবশ্য অন্য কোন বিষয়ের জন্য হোলেও একটা কথা হোতে পারতো; কিন্তু এ বিষয়ে অনুগ্রহ প্রকাশ আমার পক্ষে দুঃসাধ্য।

মহেন্দ্রনাথের সকল আশাই বিফল হইল। তাঁহার পক্ষে ৫০০০ টাকার যোগাড় করা দুরূহ ব্যাপার হইয়া উঠিল। কিন্তু তবুও তিনি নরেন্দ্রনাথকে অনেকরূপ মিনতি করিতে ছাড়িলেন না। পরিশেষে তাঁহার কিছু সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া দুই হাজার টাকা পর্য্যন্ত দিতে স্বীকৃত হইলেন, কিন্তু নরেন্দ্রনাথ বড় একগুঁয়ে লোক, তিনি কিছুতেই সম্মত হইলেন না। অগত্যা মহেন্দ্রনাথকে নিরাশ অন্তঃকরণে বাটী ফিরিয়া আসিতে হইল। এবং অন্যত্র পাত্রের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

যে দিবস উভয়ের মধ্যে এই সকল কথাবার্ত্তা হইতেছিল, সতীশচন্দ্র আড়ালে দাঁড়াইয়া সমস্তই শুনিয়াছিলেন।

প্রথমে সতীশচন্দ্র প্রমীলার সহিত তাহার বিবাহ হইবে শুনিয়া বড়ই আহ্লাদিত হইয়াছিলেন; কিন্তু পরক্ষণেই তাহা বিষাদে পরিণত হইল, তিনি পিতার ঐরূপ ব্যবহারে বড়ই ব্যথিত হইলেন। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, যদি বিবাহ করিতেই হয়, তবে প্রমীলাকেই বিবাহ করিব। সেই দিন হইতেই সতীশচন্দ্রের হৃদয়কে যেন কি এক ভীষণ যন্ত্রণায় দগ্ধীভূত করিতে লাগিল। সংসার তাঁহার নিকট যেন অন্ধকার বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কাহারও সহিত ভাল করিয়া কথা বলিতেন না। সর্ব্বদাই অন্যমনস্ক, কিছুই যেন তাঁহার ভাল লাগে না।

এদিকে মহেন্দ্রনাথ বাটী ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার স্ত্রীকে সমস্ত কথা জ্ঞাপন করিলেন। স্ত্রী এ কথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। পূর্ব্বে তিনি মনে মনে কত আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু সে আশা আজ তাঁহার মন হইতে মুছিয়া ফেলিতে হইল। প্রমীলা সে সময় ঘর ঝাঁট দিতেছিল, সমস্ত কথাই সে শুনিতে পাইল। হঠাৎ তাহার দৃষ্টি মাতার প্রতি পড়িবামাত্র মাতা তাহাকে বলিলেন, "কেমন এ বিয়ে তো ভেঙ্গে গেল, এখন কি কর্‌বি?"

প্রমীলা লজ্জায় মাথা নিচু করিয়া তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। মহেন্দ্রনাথও আর উক্ত বিষয়ের কোনরূপ আলোচনা না করিয়া বহির্ব্বাটীতে গেলেন। স্ত্রীও সংসারের কাজ কর্ম্মে মনোনিবেশ করিলেন।

কিন্তু প্রমীলার অদ্য হইতে নিজের হৃদয়ে বিষবৃক্ষ রোপণ করিল। কেন না সতীশচন্দ্রের সহিত তাহার বিবাহ হইবে শুনিয়া পর্য্যন্ত সে তাহাকে মনে মনে প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিল; আজ তাহার হৃদয়ের একমাত্র প্রদীপ যাহা সে এতদিন যত্নের দ্বারা উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছিল, জন্মের মত তাহা নির্ব্বাপিত হইল।

এই ঘটনার পর প্রায় তিন চারিমাস অতিবাহিত হইয়াছে, প্রমীলার এখনও বিবাহ হয় নাই। পাঁড়ার সকলে নিন্দা করিতেছে। দেশ-দেশান্তর হইতে বিবাহের প্রস্তাব আসিতেছে, কিন্তু কোথাও ঠিক হইতেছে না। মহেন্দ্রনাথ অত্যন্ত চিন্তিত ও ব্যাস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। প্রমীলার মাতাও কন্যা লইয়া বড়ই বিপন্ন, তাই দিবানিশি বিষন্ন ভাবে কালাতিপাত করিতেছেন। সংসারের কাজকর্ম্মে কি অত কোন বিষয়ে কিছুতেই তাঁহার মন লাগিতেছে

না। দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অশান্তির মাত্রাও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। প্রমীলার আর সে লাবণ্য নাই, তাহার বিশালায়তন নয়নদ্বয়ের উভয় কোণে কে যেন কালি ঢালিয়া দিয়াছে। মুখের বিশুষ্ক ভাব যেন তাহার বদন ও অধর ওষ্ঠ অধিকার করিয়াছে। আজ তাহার সে গভীর বিষাদভরা মুখমণ্ডলে শ্মশানের চিত্র প্রতিফলিত বলিয়া বোধ হইতেছে,—যেন বালিকা তাহার নিজের কোমল হৃদয় ক্ষেত্রে কাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করিয়া সেই ভস্মরাশি বক্ষে ধারণ করিয়া দিন যাপন করিতেছে।

এইরূপে আরও কিছুদিন গোলমালে কাটিয়া গেল; পরে মহেন্দ্রনাথের নির্দ্দেশ মত এক সম্পন্ন গৃহের ত্রিশ বৎসর বয়সের একটী দোজবর পাত্রের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ স্থির করিলেন। এ পাত্রের কুল ও বংশমর্য্যাদা মন্দ নহে। তবে দেখিতে শুনিতে সতীশচন্দ্রের মত নহে? পাত্রের পিতা মাতা বর্ত্তমান। আরও তিনটী ছোট ছোট ভাই আছে। বিষয় সম্পত্তিও যৎসামান্য আছে। পাত্রের পিতার নাম হরিহর মুখোপাধ্যায়। পাত্রের নাম চন্দ্রনাথ। সে কাশীপুরে পিতার নিকট থাকিয়া লেখা পড়া করে। এইবার এণ্ট্রেন্স পরীক্ষা দিবে! মোটের উপর ছেলেটী এক রকম মন্দ নয়। সুতরাং ফাল্গুন মাসের ২০শে তারিখে বিবাহের দিনস্থির হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে পত্রও হইয়া গেল।

প্রমীলার মায়ের ইচ্ছা ছিল যে সতীশচন্দ্রের সহিত কন্যার বিবাহ দেন, এ পাত্রটী ভাল হইলেও তাহার মন উঠিল না। প্রমীলা যদিও একথা শুনিল, কিন্তু এক কাণে শুনিল অন্য কান দিয়া বাহির হইয়া গেল। সে ধূলা-খেলায় যাহার সহিত একত্রে খেলা করিয়াছে, যাহার সহিত সে মিলিত হইয়া সুখে হাঁসিয়াছে, কাঁদিলে যে যত্ন করিয়া চোখের জল মুছাইয়া দিয়াছে,—তার কেমন সুন্দর মুখ, কেমন মিষ্ট কথা, কেমন গালাভরা হাসি সকলই যেন তাহার চোখের সাম্‌নে প্রতিফলিত হইতে লাগিল।

এ দিকে সতীশচন্দ্রেরও চারিদিক হইতে বিবাহের সম্বন্ধ আসিতে লাগিল, কিন্তু সতীশচন্দ্র একদিন পিতাকে কহিলেন—'যে পর্য্যন্ত না আমি চাকুরিতে বসি সে পর্য্যন্ত আমি কোন মতেই বিবাহ করিব না।' পুত্রের অনিচ্ছা সত্ত্বে কিরূপে বিবাহ হইতে পারে ভাবিয়া তিনি সকলকেই বিদায় দিলেন। সতীশচন্দ্রের বিবাহ সম্বন্ধে কোনরূপ উল্লেখ করা সেই দিন হইতেই একপ্রকার বন্ধ হইল। সতীশচন্দ্র ভিতরে ভিতরে সবই অবগত হইলেন, ভাবিলেন,

প্রমীলার বিবাহ হইবে? সে অপরকে ভালবাসিবে—অপরকে প্রাণ সমর্পণ করিবে? এইরূপ আরও কত কি ভাবিলেন তাহা আমরা বলিতে পারি না।

সতীশচন্দ্র প্রত্যহ বৈঠকখানাতেই শুইতেন, অদ্য রাত্রেও সেইরূপ আহারাদি শেষ করিয়া আসিয়া শয়ন করিলেন। দিবসের পরিশ্রমে শীঘ্রই নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। তাহার কিয়ৎক্ষণ পরেই তিনি স্বপ্নে দেখিতে পাইলেন যেন বিবাহের কন্যা প্রমীলা! বসন ভূষণে সুসজ্জিতা প্রমীলা! ছায়ার ন্যায় সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। যেন বলিয়া গেল, "অরক্ষিত ও অসহায় পাইয়া আমাকে অন্যে লইয়া গেল, তুমি রক্ষা করিলে না? তোমার জন্য এতদিন বসিয়াছিলাম, আবার মাও কতদিন ধরিয়া তোমারই জন্য দিবা নিশি কাঁদিতেছেন, আজ আমাকে তোমার হাতে না দিয়া অন্যের হাতে দিতে চক্ষের জলে ভাসিয়া যাইতেছেন। আমি জীবনে চিরদিনই তোমার জন্য কাঁদিব।" সহসা যেন ছায়াবাজীর মত পলক মধ্যে প্রমীলা এতগুলি কথা বলিয়া চলিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে সতীশচন্দ্রেরও নিদ্রাভঙ্গ হইল। সতীশচন্দ্র আজ এ কি দেখিল? কি শুনিল। সত্যই কি প্রমীলা আসিয়াছিল? তাহার বসন ভূষণ সুসজ্জিত, তাহার দুটী চক্ষে যে জলধারা প্রবাহিত হইতেছিল, সে যে ছায়ার মত চলিয়া গেল সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু কেন এমন হইল। এ সকল কি হইতে পারে? এই সকল অসম্ভব ঘটনায় সতীশ-চন্দ্রের চিত্তের চঞ্চলতা আরও অধিক বৃদ্ধি পাইল। ভয় ভাবনা ও যন্ত্রণা তিনে মিলিয়া তাঁহাকে বড়ই কাতর করিয়া তুলিল। সতীশচন্দ্র তখনই শয্যা হইতে উঠিয়া বসিলেন, এবং পরক্ষণেই একখানি পত্র প্রমীলাকে লিখিলেন। পত্রে কি লিখিলেন তাহা এখানে প্রকাশ অনাবশ্যক। বাহিরে লিখিলেন, পত্রখানি আমাদের বাটীর ঝিয়ের মারফত পাঠাইলাম। সাবধানে পড়িয়া ছিঁড়িয়া ফেলিবে।

পত্রখানি লেখা হইলে পর সতীশচন্দ্র তাহা নাবস্থানে বালিসের নীচে রাখিয়া পুনরায় নিদ্রিত হইলেন।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া সতীশচন্দ্র তাহার বাটীর ঝিয়ের মারফত পত্রখানি প্রমীলার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। এবং ঝিয়ের আগমন প্রতীক্ষায় বারান্দায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ঝি আসিয়া তাহাকে সকল কথা জানাইল। সতীশচন্দ্র তখন আর কোন বিষয় জিজ্ঞাসা না করিয়া বেড়াইতে গেলেন।

এইরূপে কয়েকদিন কাটিয়া গেল। আজ ২০শে ফাল্গুন, প্রমীলার বিবাহের দিন। রাত দশটার পর বিবাহ হইবে। আত্মীয় স্বজনে মহেন্দ্রবাবুর বাটি পরিপূর্ণ হইয়াছে; প্রমীলার মাতা সকলকে লইয়া আমোদ আহ্লাদ করিতেছেন। কিন্তু প্রমীলার সে সকল কিছুই ভাল লাগিতেছে না. তাহাব মুখ দেখিলে বোধ হয় যেন তাহার বিবাহ নহে, তাহার মৃত্যুকাল উপস্থিত।

দেখিতে দেখিতে ক্রমে রাত্র হইল, কন্যাযাত্রগণ বরের আগমন প্রতীক্ষায় ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। মহেন্দ্রবাবুও অন্যান্য বিষয়ের আয়োজন করিতে লাগিলেন, মেয়ে মহলে একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। সুমধুর বাদ্যে মন মোহিত হইতে লাগিল, বর আসিতে পথে লোকে লোকারণ্য। স্ত্রীলোকেরা বর দেখিবার জন্য আপন আপন ছাদে উঠিল! দুই পার্শ্বে চল্‌তি আলোর সারি, ফুলের বাগান, আতস বাজী ইত্যাদি মহা সমারোহে বর ও বরযাত্র আসিয়া উপস্থিত হইল। চারিদিক সমারোহের ভাব আরও বৃদ্ধি পাইল। অন্দরমহল হইতে স্ত্রীলোকেরা হুলুধ্বনি করিতে লাগিল, সকলেই যেন আপন আপন কাজে ব্যস্ত। কেহ কাহার দিকে ফিরিয়া তাকাইবারও সময় পাইতেছে না।

সেই অবকাশে প্রমীলা আস্তে আস্তে খিড়্‌কির দ্বার খুলিয়া বাটি হইতে বাহির হইল। এক বসনে সে আপনার গৃহ ত্যাগ করিল। সেই রাত্রে এক বসনে চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া অনাথিনী একাকী সংসার সমুদ্রে ঝাঁপ দিল।

ফাল্গুন মাস, বসন্ত কাল, রাত্র খুব জ্যোৎস্না! সে জ্যোৎস্নায় আকাশের ক্ষীণ-প্রভা তারকামালা হাসিতেছে, শ্যামল বল্লরী শোভিতা প্রকৃতি হাসিতেছে! সেই জ্যোৎস্না গঙ্গার চঞ্চল তরঙ্গের উপর উছলিয়া পড়িয়া শতধারে ছুটিয়া চলিতেছে। মেদিনী প্রকৃতই হাস্যময়ী! প্রকৃতি হাসিতেছে, বিটপী-শাখা সকল হাসিতেছে, বাতায়ন ব্যবধানে লুক্কায়িত প্রণয়ী যুগল হাসিতেছে। বৃক্ষান্তরালে লুক্কায়িত ক্ষুদ্র কুটীর হাসিতেছে। এই সুন্দর শোভাময়ী রজনীতে কেবল একজন বিষণ্ণ। কেন না সে মরিতে আসিয়াছে। জাহ্নবীর ভীষণ তরঙ্গবক্ষে সে আজ নিজের প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে আসিয়াছে।

তাহার জীবনে যেন কোন সুখ নাই, প্রাণে উৎসাহ নাই, জীবনভার বহন যেন তাহার পক্ষে দারুণ অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে, তাই সে আজ হৃদয়ের সমস্ত জ্বালা নির্ব্বাপিত করিতে গঙ্গাতীরে আসিয়াছে।

যাহার কথা উল্লেখ করিতেছি সে আর কেহই নহে আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত সতীশচন্দ্র।

হতভাগ্য যুবক আজ ভাগীরথীর কূলে বসিয়া কত কি ভাবিতেছে। কখন মনে করিতেছে যাহার জন্য আজ মরিতে আসিয়াছি, যদি এ সময় তাহাকে দেখিতে পাইতাম তাহা হইলে বোধ হয় মৃত্যু আমার পক্ষে এত কষ্টকর হইত না। আবার মনে করিতেছে তাহাই বা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে, আজ প্রমীলার বিবাহ, কেমন করিয়া সে একাকিনী এখানে আসিবে, না জানি প্রমীলা এতক্ষণ কি করিতেছে, একবার গোপনে সেখানে যাইয়া সমস্ত ঘটনা দেখিয়া আসিলে হইত' না? তাহাতে ক্ষতি কি? আমি তো মরিতে বসিয়াছি, না হয় দুদণ্ড পরেই মরিব! কিন্তু মরিবার আগে একবার তাহাকে না দেখিয়া কিছুতেই মরিতে পারিতেছি না।

আবার পরক্ষণেই যুবকের মনে কি এক অন্য ভাবের উদয় হইল, যুবক অমনি জ্যোৎস্নারাশিমণ্ডিত সিকতা ভূমীতে ধীরে ধীরে নামিতে লাগিলেন। তরঙ্গের উপর তরঙ্গ। আবার ঘাত প্রতিঘাতের উচ্ছ্বসিত সলিল প্রবাহের সানন্দ নৃত্য। যেন বোধ হইতেছে যে ভাগীরথী তাঁহার চিরতাপিত সন্তানকে কোলে দিবার জন্য বাহু প্রসারিত করিয়া আহ্বান করিতেছেন। সতীশচন্দ্র এতক্ষণে এক মনে সেই সকল নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, এক্ষণে আর সে আহ্বান উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। আস্তে আস্তে জলে নামিলেন। এমন সময় হঠাৎ কে যেন তাঁহার পিছনে আসিয়া বস্ত্রাকর্ষণ করিল।

যুবক ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সবিস্ময়ে দেখিলেন, যাহার জন্য তিনি মরিতে আসিয়াছেন, যাহার সরল দেবীমূর্ত্তি হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়াছিলেন,—যাহার জন্য আজ তাহার জীবনভার বহন বড়ই অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছিল,—সম্মুখে সেই দেবীমূর্ত্তি প্রমীলা দণ্ডায়মানা। সতীশচন্দ্র অতৃপ্ত নয়নে তাহাকে দেখিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণের জন্য যেন উভয়ে নীরব নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, যেন কাহারও কথা কহিবার শক্তি ছিল না, অথবা কথা কহিবার শক্তি থাকিলেও কি কথা কহিবেন, তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছিলেন না।

এইবার সতীশচন্দ্র প্রথমে কথা কহিলেন? জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রমীলা তোমার বিবাহের দিন এতরাত্রে এরূপ অবস্থায় কেমন করিয়া এখানে আসিলে?" প্রমীলা উত্তর করিলেন—"পলাইয়া আসিয়াছি"।

স। কেন পলাইয়া আসিয়াছ?

প্র। তোমাকে দেখিবার জন্য, তোমার সঙ্গে অনুগামিণী হইবার জন্য।

স। তাহাতে তোমার লাভ কি?

প্র। লাভ লোকসানের হিসাব জানি না, এতদিন ধরিয়া যাহার মূর্ত্তি হৃদয়ে স্থাপন করিয়া পূজা করিয়াছি আজ কেমন করিয়া সে মূর্ত্তি হৃদয় হইতে মুছিয়া ফেলিব। আর একজনকে বিবাহ করিব?

স। সত্য। কিন্তু আমার বিবেচনায় তুমি বিবাহ করিয়া ঘর-সংসারী হইলেই ভাল হইত।

প্র। বিবাহ করিতেই তো এখানে আসিয়াছি। গঙ্গাগর্ভে সরঙ্গের উলুধ্বনি মধ্যে আমাদের আজ বিবাহ হইবে। এ বিবাহে পণ যৌতুকের কথা নাই।

স। তবে আইস উভয়ে একত্রে গঙ্গায় ঝাঁপ দিই।

এই বলিয়া সতীশচন্দ্র প্রমীলার হাত দুইখানি সজোরে ধরিয়া গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন। গঙ্গার ভীষণ জল তোলপাড় করিয়া ভীমনাদে ভৈরব গর্জ্জন করিয়া উঠিল। সেই গর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে কে কোথায় গেল কিছুই দেখা গেল না। কেবল মাত্র কয়েকটী কথা শুনা গিয়াছিল—"প্রমীলা-রে এই আমাদের বিবাহ।"

শ্রীসুনীতচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

(শ্রীশ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত 'ত্রিশূল' নামক সাপ্তাহিক পত্রে ১৬ই ভাদ্র তারিখে প্রকাশিত।)

জাতিতত্ত্ব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

মহাভারতের বনপর্ব্বে ১৮০ অধ্যায়ে অজগর-যুধিষ্ঠির সংবাদে দেখা যায়, সর্পরূপধারী রাজর্ষি নহুষ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে কয়েকটী প্রশ্ন করেন, তন্মধ্যে জাতি-সম্বন্ধীয় একটী। তাহাও এইরূপ "ব্রাহ্মণ কে?" তদুত্তরে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির উত্তর করিলেন—"সত্য, দান, ক্ষমা, শীলতা, অক্রূরতা, তপস্যা ও দয়া যাহাতে দৃশ্যমান তিনিই ব্রাহ্মণ।" সর্পরূপী নহুষ দ্বিতীয় প্রশ্ন করিলেন, "অপৌরুষেয় সত্য বেদবাক্য চারিবর্ণেরই হিতকর ও প্রমাণ এবং তৎপ্রতিপাদ্য সত্য, দান অক্রোধ, আনৃশংস্য, অহিংসা ও দয়া শূদ্রেও ত দেখা যায়।" যুধিষ্ঠির উত্তর করিলেন, "যে শূদ্রে ঐ সকল লক্ষণ বর্ত্তমান, সে শূদ্র শূদ্র নহে, আর যে

ব্রাহ্মণে ঐ সকল নাই, সে ব্রাহ্মণও ব্রাহ্মণ নয়। যে ব্যক্তিতে ঐ সকল শীল লক্ষ্য হয় তিনিই ব্রাহ্মণ আর যাহাতে উহা নাই, তিনিই শূদ্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারেন।* নহুষ কহিলেন, "আয়ুষ্মন্, যদি চরিত্রদ্বারাই ব্রাহ্মণ নিশ্চিত হয়, তবে যে পর্য্যন্ত না চরিত্রের কার্য্য হয়, সেই পর্য্যন্ত জাতিবিভাগ নিরর্থক।" যুধিষ্ঠির বলিলেন, "আমার বোধ হয় সর্ব্ববর্ণের সাঙ্কর্য্যহেতু মানবমাত্রেরই জাতিনির্ণয় দুঃসাধ্য। সকল পুরুষ সকল স্ত্রীতে চিরকালই পুত্রোৎপাদন করিয়া থাকে এবং মনুষ্যমাত্রেরই জন্ম, মরণ, বাক্য ও প্রজাধর্ম্ম সমান। বিশেষতঃ "যে যজামহে" প্রভৃতি ঋষিবাক্য প্রমাণও রহিয়াছে, তজ্জন্য যাহারা চরিত্রকে প্রধান যজ্ঞ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাহারাই তত্ত্বদর্শী আখ্যায় আখ্যাত। পুরুষের নাড়ীচ্ছেদনের পূর্ব্বে জাতকর্ম্ম বিহিত হয় তখন তাহার মাতাই সাবিত্রী এবং পিতা আচার্য্য এই বিষয়ে সংশয় হওয়ায় স্বায়ম্ভুব মনু কহিয়াছেন যে, দ্বিজসন্তান যে পর্য্যন্ত বেদে সংযুক্ত না হয় তদবধি শূদ্রসম থাকে। বর্ণসকলের সংস্কারাদিক্রিয়াকৃত হইলেও যদি তাহাতে শীলতা বিদ্যমান না থাকে তবে সে স্থলে সঙ্করকে বলবান্ বলিয়া নিশ্চয় করিবে। অধুনা যে পুরুষে সুসংস্কৃত চরিত্র দৃষ্ট হয় তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলিয়াছি।†" রাজর্ষি নহুষ যুধিষ্ঠিরের এইরূপ উত্তরে প্রীত হইয়া তাঁহার অভীষ্ট বিষয় প্রদান করিলেন।

---

* বিদ্যা বা জন্ম জন্য ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারেন না—আচার দ্বারাই তিনি শ্রেষ্ঠ হন। ইহা ব্রহ্মনন্দন সনৎকুমার মহর্ষি ব্যাসদেবকে উপদেশ দেন। মহাভারতেও আছে:—"বর্ণজ্যেষ্ঠ যদি সদাচারবিহীন হয় তবে তাহার সম্মান করিবে না। আর যদি শূদ্র সদাচার-সম্পন্ন ও ধর্ম্মজ্ঞ হয় তবে তাঁহাকে সম্মান করিবে। মনুষ্য শুভাশুভ কর্ম্ম, সুশীলতা, সচ্চরিত্র ও কুলদ্বারা আপনাকে প্রকাশ করে, কুলনষ্ট হইলে পুরুষ নিজকর্ম্ম দ্বারা পুনরায় অচিরে তাহার উদ্ধার করিতে সমর্থ হয়।" মহা, অনু, ৩৮ অ।

শান্তিপর্ব্বের ১৮৯ অধ্যায়ে মহর্ষি ভৃগু ভরদ্বাজকে ইহাই কহিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতেও আছে।—

যন্ময়া লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যতে তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥
শ্রীমদ্ভাগবত ৭।১১।৩৫।

প্রচ্ছন্না বা প্রকাশা বা বেদিতব্যাঃ স্বকর্ম্মভিঃ।
মনুঃ সং ১০।৪০। বিষ্ণুঃ সং ১৬।১৭

† সর্প উবাচ। ব্রাহ্মণঃ কো ভবেদ্রাজন্ বেদ্যং কিঞ্চ যুধিষ্ঠির।
ব্রবীহ্যতিমতিং ত্বাং হি বাক্যৈরনুমিমীমহে॥ ২০

যুধিষ্ঠির উবাচ। সত্যং দানং ক্ষমা শীলমানৃশংস্যন্তপোঘৃণা।
দৃশ্যতে যত্র নাগেন্দ্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতিঃ॥২১

নীলকণ্ঠ ২৩শ শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, "জন্মনিবন্ধন ব্রাহ্মণ ধরিলে নহুষ ঐ কথার প্রতিবাদকালে জন্ম-ব্যতিরেকে অন্য ধর্ম্মাদি শূদ্রমধ্যে পাওয়া যায়, বলিয়াছেন।" আবার ২৫শ শ্লোকের ব্যাখ্যায় নীলকণ্ঠ বলেন, "যুধিষ্ঠিরের মতে 'যে ব্রহ্মকে জানে সেই ব্রাহ্মণ, শূদ্রাদিজাতি যদি ব্রাহ্মণোচিত গুণবিভূষিত হয়, তাঁহারাও ব্রাহ্মণ'—এই বাক্যে তিনি নহুষের প্রতিবাদ খণ্ডন করেন। তাঁহার মতে ব্রাহ্মণে শূদ্রোচিত কামাদি থাকিবে না কিংবা শূদ্রে ব্রাহ্মণোচিত গুণাদি থাকে না। শূদ্রকুলে জন্মিয়াও যে রিপুগণকে বশীভূত করিতে পারে

সর্প উবাচ। চাতুর্ব্বর্ণ্যং প্রমাণঞ্চ সত্যঞ্চৈব্রহ্মচৈবহি।
শূদ্রেষ্বপি চ সত্যঞ্চ দানমক্রোধ এব চ।
আনৃশংস্যমহিংসা চ ঘৃণাচৈব যুধিষ্ঠির॥২৩

যুধিষ্ঠির উবাচ। শূদ্রে তু যদ্ভবেল্লক্ষ্য দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে।
ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ন চ ব্রাহ্মণঃ॥ ২৫
যত্রৈতল্লক্ষ্যতে সর্প বৃত্তং স ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।
যত্রৈতন্নভবেৎ সর্প তং শূদ্রমিতি নির্দ্দিশেৎ॥ ২৬

সর্প উবাচ। যদি তে বৃত্ততো রাজন্ ব্রাহ্মণঃ প্রসমীক্ষিতঃ।
বৃথা জাতিস্তদায়ুষ্মন্ কৃতির্যাবন্ন বিদ্যতে॥ ৩০

যুধিষ্ঠির উবাচ। জাতিরত্র মহাসর্প মনুষ্যত্বে মহামতে।
সঙ্করাৎ সর্ব্ববর্ণানাং দুষ্পরীক্ষ্যেতি মে মতিঃ॥
সর্ব্বে সর্ব্বাস্বপত্যানি জনয়ন্তি সদা নরাঃ।
বাঙ্মৈথুনমথো জন্ম মরণঞ্চ সমং নৃণাম॥৩২
ইদমার্ষে প্রমাণঞ্চ যে যজামহ ইত্যপি।
তস্মাচ্ছীলং প্রধানেষ্টং বৈদুষ্যে তত্ত্বদর্শিনঃ॥৩৩
প্রাঙ্নাভিবর্দ্ধনাৎ পুংসো জাতকর্ম্ম বিধীয়তে।
তদাস্য মাতা সাবিত্রী পিতা ত্বাচার্য্য উচ্যতে॥ ৩৪
তাবচ্ছূদ্রসমোহ্যেষ যাবদ্বেদে ন জায়তে।
তস্মিন্নেবং মতিদ্বৈধে মনুঃ স্বায়ম্ভুবোহব্রবীৎ॥
কৃতকৃত্যাঃ পুনর্বর্ণা যদি বৃত্তং ন বিদ্যতে।
সঙ্করস্তত্র নাগেন্দ্র বলবান্ প্রসমীক্ষিতঃ॥ ৩৬
যত্রেদানীং মহাসর্প সংস্কৃতং বৃত্তমিষ্যতে।
তং ব্রাহ্মণমহং পূর্ব্বমুক্তবান্ ভূজগোত্তম॥ ৩৭

মহাভারত—বনপর্ব্ব ১৮০ অধ্যায়।

যে ব্যক্তি প্রকৃত ব্রাহ্মণ, আবার ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়া যে শূদ্রজনসুলভ কামাদি বিষয় উপভোগে অভিলাষী, সে ব্যক্তি সুনিশ্চিত শূদ্র। আবার ৩৪শৎ শ্লোকের ব্যাখ্যায় আছে, "জন্মব্যতিরেকে আচার ও সংস্কার কর্ম্মই ব্রাহ্মণত্বের কারণ।"

উপরে যাহা উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার মর্ম্ম এই—দুই জন বিজ্ঞ ব্যক্তির দেখা হওয়ায় একজন অপরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে ব্রাহ্মণ ?" তাহার উত্তর হইল, "যাহাতে সত্য প্রভৃতি গুণাবলী আছে, সেই ব্রাহ্মণ।" প্রথম তাহাতে আপত্তি তুলিয়া বলিলেন, "যে কোন শূদ্রে যদি ঐ সকল গুণ থাকে, তবে সে ব্রাহ্মণ হইতে পারে কি না ?" তদুত্তরে দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিলেন, "ঐ সকল গুণান্বিত শূদ্র সুনিশ্চয় ব্রাহ্মণ এবং ঐ সকল গুণহীন ব্রাহ্মণসন্তানও অব্রাহ্মণ।" প্রশ্নকর্ত্তা এই নিয়ম খণ্ডনার্থ আপত্তি করিয়া বলেন, "যদি ইহাই হয়, তবে কেবল জন্মহেতু জাতিভেদ নিরর্থক।" অপর ব্যক্তি তাহাই স্বীকারপূর্ব্বক বলিলেন, "বাস্তবিক জন্মহেতু বর্ণনির্ণয় কোন কাজেরই নয়। আর যদি তাহাই হয়, তবে ব্রাহ্মণের পিতা মাতা হইতে উৎপত্তি নির্ণয়ও অসম্ভব।" এই মত সমর্থনার্থ তিনি বেদ হইতে প্রমাণ দিয়া বাক্যের উপসংহারকালে বলেন, "শীলই একমাত্র ব্রাহ্মণত্ব সংগঠিত করে।" তাই প্রথম ব্যক্তি সিদ্ধান্ত করিলেন যে, "সত্যবাদিতা প্রভৃতি সদ্‌গুণনিচয় জাতিত্বের নিত্যকারণ, নচেৎ জন্ম বা কুল নহে।" দ্বিতীয়টী তাহাতে অনুমোদন করিলেন—ফলে দুই পণ্ডিতের মতে দাঁড়াইল যে, "জন্ম হইতে বর্ণ সংগঠিত হয় না।"

বনপর্ব্বে ২১১শ অধ্যায়ে আছে শূদ্রকুলে জন্মিয়াও সত্যাদি গুণভূষিত হইলে সে ব্যক্তি ক্ষত্র বা বৈশ্য হইতে পারে, আবার সে সমধিক গুণান্বিত হইলে অর্থাৎ আরও উন্নত হইলে ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

"শূদ্রযোনৌ হি জাতস্য সদ্‌গুণান্ন্যুপতিষ্ঠতঃ।
বৈশ্যত্বং লভতে ব্রহ্মন্ ক্ষত্রিয়ত্বং তথৈবচ॥
আর্জ্জবে বর্ত্তমানস্য ব্রাহ্মণ্যমভিজায়তে।"

তাই নীলকণ্ঠ ভাষ্যে বলিয়াছেন—"সাধু বাক্তিকে বৈশ্যাদি জাতি স্বয়ং আসিয়া গ্রহণ করে। তজ্জন্য শীল (চরিত্র) অনুসারে বর্ণ পরিগণিত হয় নচেৎ উহা জন্মগত নহে। *

* "আচার দ্বারা নিকৃষ্ট জাতিও উৎকৃষ্ট এবং উৎকৃষ্ট জাতিও নিকৃষ্ট হইয়া থাকে।"—মহাভারত, ২৫৯ অধ্যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ সিন্ধুদ্বীপ, দেবাপি, বিশ্বামিত্র, জামদগ্ন্য, ও দ্রোণ আদি শান্তি মহাত্মাগণের নামোল্লেখ করা যায়। —মহা, শল্য ৪৩ অ।

শান্তিপর্ব্বের ২৯৬ অধ্যায়ে দেখা যায় রাজর্ষি জনক মহর্ষি পরাশরকে জিজ্ঞাসা করেন, "ব্রাহ্মণ হইতে উৎপন্ন সন্তান ক্ষত্রিয়াদি বিশেষ জাতির ধর্ম্ম গ্রহণ করে, ইহার কারণ কি ?" তদুত্তরে পরাশর বলেন, "যে যাহা হইতে জন্মগ্রহণ করে সে তৎস্বরূপই হইয়া থাকে। কিন্তু তপস্যার অপকর্ষদ্বারা বিশেষ জাতি গ্রহণ করে। পবিত্র ক্ষেত্র এবং পবিত্র বীজ হইতে যাহার সম্ভব সে অবশ্যই পবিত্র হয়। ক্ষেত্র ও বীজের অন্যতরের হীনত্বনিবন্ধন তদুৎপন্ন মানব অপকৃষ্টরূপে জন্ম পরিগ্রহ করে ইহাই সম্ভবনীয়।" তাহার উত্তরে জনক বলিলেন, "মুনিগণ যযোনিতে যে সমস্ত সন্তান উৎপাদন করেন তাঁহারাই ব্রাহ্মণ, কিন্তু তাঁহারা যে তদিতর কোন যোনিতে যে সমুদয় সন্তান উৎপাদন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের বিপ্রত্ব কিরূপে হইল ? যাহারা বিশুদ্ধ যোনিতে জন্মগ্রহণ করেন তাঁহারাই পবিত্র, আবার যাহারা বিরুদ্ধ যোনিতে জন্মে তাহারাই অপকৃষ্ট। কাক্ষীবান্* কর্ত্তৃক শূদ্রাগর্ভজাত পুত্রগণ কিরূপে ব্রাহ্মণ হইলেন।" পরাশর বলিলেন, "রাজন, তপস্যাদ্বারা যাহারা আত্মচিন্তন করিয়া থাকেন সেই মহাত্মাগণের অপকৃষ্ট জন্ম-দ্বারা যে উৎপত্তি হয়, ইহা কদাচ গ্রাহ্য নহে। মুনিগণ যে কোন যোনিতে পুত্রোৎপাদন করিয়াছেন, স্বকীয় তপোবল-সহায়ে তাঁহাদিগেরই ঋষিত্ব বিধান করিয়াছেন।† পূর্ব্বে আমার পিতামহ বশিষ্ঠ, কাশ্যপগোত্রজাত ঋষ্যশৃঙ্গ, বেদ, তাণ্ড্য, কৃপ, কাক্ষীবান, কূর্ম্ম প্রভৃতি মুনিগণ, যবক্রীত, দ্রোণ, আয়ু, মতঙ্গ, দত্ত, দ্রুপদ ও মৎস্যপ্রমুখ মানবগণ তপস্যা আশ্রয় করিয়া স্বীয় প্রকৃতি পাইয়াছিলেন। তাঁহারাই ইন্দ্রিয়বিজয় ও তপস্যা দ্বারা, ধর্ম্ম-মর্য্যাদা-রক্ষক বলিয়া প্রসিদ্ধ। প্রথমত চারিটী মূল গোত্র উৎপন্ন হয়। মহর্ষি অঙ্গিরা, কাশ্যপ,

* কাক্ষীবান্ ঋষিও দীর্ঘতমার উরসে শূদ্রাদাসীর গর্ভে জন্মেন।— মহা, আদি, ১০৪ অ। আবার সভাপর্ব্বের ২১শ অধ্যায়ে আছে, ইনি গৌতমের উরসে শূদ্রাণী ঔশীনরীর গর্ভে জন্মেন। আবার মৎস্য পুরাণে আছে—

ব্রাহ্মণ্যং প্রাপ্য কাক্ষীবান্ সহস্রমসৃজৎ সুতান্।
কৌষ্মাণ্ডা গৌতমাশ্চৈব স্মৃতাঃ কাক্ষীবতঃ সুতাঃ॥
মৎস্য ১৮।৮৮

† ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা ঋষিপুত্রান নিবোধতঃ।
ঋষীকাণ্যং সুতাহ্যেতে, ঋষিপুত্রা শ্রুতর্ষয়ঃ॥
মৎস্য ১৯৫।১১৮।

বশিষ্ঠ ও ভৃগু এই গোত্রচতুষ্টয়ের প্রবর্ত্তক।* আর আর গোত্রসমুদায় কর্ম্ম হইতে সমুৎপন্ন অর্থাৎ পরমাত্মার কর্ম্মজন্যই বর্ণাশ্রম গোত্র কল্পনা হইয়াছে। তপস্যাদ্বারা ঐ সকল গোত্রের যে সমুদয় নাম কল্পিত হয় সাধুগণ তাহাই গ্রহণ করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় স্বকর্ম্মরত সাধু ব্যক্তির আশ্রয় গ্রহণে যেমন উন্নত হয় তদ্রূপ নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে পতিত হইয়া থাকে।† শূদ্রের কোন সংস্কার নাই সুতরাং নিষিদ্ধ কর্ম্মানুষ্ঠানে তাহার পাতিত্যের সম্ভাবনা নাই।‡ বেদবিহিত কর্ম্মে তাহার অধিকার না থাকায় ত্রয়োদশবিধ ধর্ম্ম পালনে তাঁহার ধর্ম্মের উৎকর্ষ ঘটে। আনৃশংস্য, অহিংসা, অপ্রমাদ, সংবিভাগ, শ্রাদ্ধকর্ম্ম, আতিথেয়, সত্য, ক্রোধরাহিত্য, সন্তোষ, শৌচ, নিয়ত অনসূয়তা, আত্মজ্ঞান ও তিতিক্ষা—এই ত্রয়োদশ ধর্ম্ম সর্ব্ববর্ণ ও সর্ব্বাশ্রম সাধারণ। ইহার পালন-সম্বন্ধে শূদ্রের পক্ষে নিষেধ বিধি কিছুই বিহিত হয় নাই। বেদ-জ্ঞানসম্পন্ন বিপ্রগণ শূদ্রকে ব্রহ্মার সদৃশ অর্থাৎ ব্রাহ্মণতুল্য বলিয়া থাকেন। কিন্তু আমি (পরাশর) শূদ্রকে সমস্ত জগতের প্রধান ক্ষত্রিয়বর্ণরূপ বিষ্ণু-স্বরূপ দেখিয়া থাকি। প্রজাপতি ব্রাহ্মণ ও বিষ্ণু ক্ষত্রিয়বর্ণ। অতএব শূদ্র, বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় জন্মের পর ব্রাহ্মণত্বলাভ করিয়া কৈবল্য লাভ করে—ইহাই বৈদিক মত। আমার মতে শূদ্র ক্ষত্রিয় জন্মের পরেই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া মোক্ষপদ পাইয়া থাকে। তাহারা সাধুলোকের আচরিত দম, দয়া, দান প্রভৃতির অনুষ্ঠান করত কাম ক্রোধাদি দোষসমূহ উৎপাদনে অনভিলাষী হইয়া মন্ত্রপাঠ বর্জ্জনপূর্ব্বক যদি পৌষ্টিকী ক্রিয়া সকল নির্ব্বাহ করে, তবে তজ্জন্য দূষিত হয় না।" তখন

* এই গোত্রচতুষ্টয়ের মধ্যে আঙ্গিরস ও ভার্গবগণ ক্ষত্রিয়াচারী অনেক ব্রাহ্মণের উৎপাদন করেন। অনেক ক্ষত্রিয় সন্তানও ইঁহাদের বংশে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়া ভার্গব ও আঙ্গিরস গোত্রোৎপন্ন ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণ বলিয়া সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

† তপোবীর্য্যপ্রভাবৈস্তু তে গচ্ছন্তি যুগে যুগে।
উৎকর্ষঞ্চাপকর্ষঞ্চ মনুষ্যেষ্বিহ জন্মতঃ॥
মনু ১০।৪২

‡ ন শূদ্রে পাতকং কিঞ্চিন্নচ সংস্কারমর্হতি।
নাস্যাধিকারো ধর্ম্মেঽস্তি ন ধর্ম্মাৎ প্রতিষেধনম্॥
মনু ১০।১২৬

† মহর্ষি পরাশর ক্ষত্রিয়কে কেন প্রধানবর্ণ বলিলেন—এ সম্বন্ধে আলোচনা বারান্তরে করিবার বাসনা রহিল।

জনক কহিলেন, "কোন কর্ম্ম বা জাতি এই শূদ্রকে দূষিত করে অর্থাৎ নিতান্ত হীন করিতে পারে, তদ্বিষয়ে আমার সমূহ সন্দেহ উপস্থিত।" তদুত্তরে মহর্ষি পরাশর বলিলেন, "রাজন্, কর্ম্ম এবং জাতি উভয়ই দোষকারক, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। জাতি ও কর্ম্ম দ্বারা যে কর্ম্ম দূষিত হয় কেহ তাহা আচরণ করে না; আর যে জাতি দ্বারা দূষিত হয় সে পাপকর কর্ম্ম হইতে বিরত হইয়া থাকে। জাতি অনুসারে প্রধান পুরুষ যদি নিন্দিত কর্ম্ম করে সেই কর্ম্মই তাহাকে দূষিত করে। অতএব কর্ম্ম কখন শোভন নহে।"

মহাভারতের বনপর্ব্বে পতিব্রতার উপাখ্যানে দ্বিজব্যাধ-সংবাদে দেখিতে পাওয়া যায়, "যে ব্রাহ্মণ দাম্ভিক ও বহুল দুরিতাচারী হইয়া পতনীয় অসৎ কর্ম্মে নিরত থাকে সে শূদ্র-তুল্য হয় এবং যে শূদ্র ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, সত্য ও ধর্ম্মবিষয়ে সতত উদ্যমান্বিত তাহাকেই ব্রাহ্মণ বলা যায়। কারণ ব্রাহ্মণ হইবার কারণ এক মাত্র সচ্চরিত্র।"*

ফলত উদ্ধৃত বাক্য হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, জন্মদ্বারা বর্ণ নিশ্চয় ঠিক নহে। কেন না, শূদ্রকুলে জন্মিয়াও লোকে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ সত্য প্রভৃতি গুণবিভূষিত হইলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে। ধর্ম্মাচরণ-দ্বারাই লোকে দ্বিজত্ব পায়।† শূদ্রের নিকট ব্রাহ্মণের এইরূপ কঠোর সত্য-স্বীকার প্রশংসার্হ।

বনপর্ব্ব ৩১২ অধ্যায়ে যক্ষযুধিষ্ঠির প্রশ্নোত্তরে দেখা যায় যক্ষরূপী ধর্ম্ম-যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজন্, কুল চরিত্র বেদপাঠ বা বেদার্থের অবধারণ—কয়টীর মধ্যে কোনটির দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয়?" যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন "কুল, বেদপাঠ বা বেদার্থের অবধারণ ব্রাহ্মণত্বের প্রতি-কারণ নহে। একমাত্র চরিত্রই ব্রাহ্মণত্বের নিঃসন্দেহ প্রতি-কারণ। সবিশেষ যত্নসহকারে সম্যক্ প্রকারে চরিত্র-রক্ষা কর্ত্তব্য। কারণ যাহার চরিত্র ক্ষীণ না হয় সে কিছুতেই ক্ষীণ হয় না! যে চরিত্রাংশে হত, সেই ব্যক্তিই নিশ্চয় হত হয়। অধ্যেতা, অধ্যাপক ও অপরাপর শাস্ত্র-চিন্তকেরা ব্যসনী হইলে তাহাদিগের

* ব্রাহ্মণঃ পতনীয়েষু বর্ত্তমানো বিকর্ম্মসু।
দাম্ভিকো দুষ্কৃতঃ প্রায়ঃ শূদ্রেণ সদৃশো ভবেৎ॥ ১২
যস্তু শূদ্রো দমে সত্যে ধর্ম্মে চ সততোত্থিতঃ।
তং ব্রাহ্মণমহং মন্যে বৃত্তেন হি ভবেদ্দ্বিজঃ॥ ১৩
মহাভারত, বনপর্ব্ব ২১৫ অধ্যায়।

† দ্বিজ শুশ্রূষাদ্বারা প্রভূত রাজ্য ও দ্বিজত্ব হয়।—মহাভারত, অনু ৫৬ অধ্যায়।

সকলকেই মূর্খ বলা যায়, যিনি ক্রিয়াবান্ তিনিই পণ্ডিত। চতুর্ব্বেদবক্তা ব্যক্তিও দুশ্চরিত্র হইলে শূদ্রাপেক্ষা অতিরিক্ত হয় না, যিনি অগ্নিহোত্রপরায়ণ ও দান্ত তিনিই ব্রাহ্মণ বলিয়া স্মৃত হন।*

আর্য্যমাত্রেই গীতার প্রাধান্য স্বীকার করেন। আর্য্যধর্ম্ম সম্প্রদায়ের প্রায় সকল প্রবর্ত্তকই ইহার ভাষ্য করিয়াছেন। ঐ ভগবদ্বাক্যে পাওয়া যায়—হে পরন্তপ, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রদিগের কর্ম্মসকল স্বাভাবিক গুণানুসারেই বিভক্ত হইয়াছিল। শম, দম, তপ, শৌচ, ক্ষান্তি, ঋজুতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্য এইগুলিই ব্রাহ্মণের স্বভাবজ ধর্ম্ম। শৌচ, তেজ, ধৃতি, দক্ষতা, সমরে অবৈমুখ্য, দান ও প্রভুত্ব-শক্তি প্রকাশ ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজ কর্ম্ম। কৃষি, গোরক্ষণ ও বাণিজ্য এই কয়েকটী বৈশ্যের এবং পরিচর্য্যাত্মক কর্ম্মই শূদ্রের স্বাভাবিক।† (ক্রমশঃ)

বাসব শ্রীললিতকৃষ্ণ দেববর্ম্মা।

---

* যক্ষ।—রাজন্ কুলেন বৃত্তেন স্বাধ্যায়েন শ্রুতেন বা।
ব্রাহ্মণ্যং কেন ভবতি প্রব্রূহেতৎ সুনিশ্চিতম্॥
যুধিষ্ঠির উবাচ। শৃণু যক্ষ কুলং তাত, ন স্বাধ্যায় ন চ শ্রুতম্।
কারণং হি দ্বিজত্বে চ বৃত্তমেব ন সংশয়॥ ১০৬
বৃত্ত যত্নেন সংরক্ষ্যং ব্রাহ্মণেন বিশেষতঃ।
অক্ষীণবৃত্তো নক্ষীণো বৃত্ততস্তুহতো হতঃ॥ ১০৭
পঠকাঃ পাঠকাশ্চৈব যে চান্যে শাস্ত্রচিন্তকাঃ।
সর্ব্বে ব্যসনিনো মূর্খা যঃ ক্রিয়াবান্ স পণ্ডিতঃ॥ ১০৮
চতুর্ব্বেদোঽপি দুর্ব্বৃত্তো ন শূদ্রাদতিরিচ্যতে।
যোঽগ্নিহোত্রপরো দান্তঃ স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ॥ ১০৯
মহাভারত, বনপর্ব্ব ৩১২ অধ্যায়।

† ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্ম্মানি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈ গুণৈঃ॥৪১।
শমোদমোস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তির্বাজবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্মস্বভাবজম্॥৪৩
শৌর্য্যং তেজোধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষত্রকর্ম্ম স্বভাবজম্॥৪৩
কৃষিগোরক্ষবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রাস্যাপি স্বভাবজম্॥৪৪
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১৮শ অধ্যায়।

ভ্রান্তি-অপনোদন।

ভাদ্র মাসের কায়স্থ পত্রিকার ১৭১ পৃষ্ঠার অধোভাগে একটী 'ব্যবস্থাপত্র' মুদ্রিত হইয়াছিল। ঐ ব্যবস্থাপত্র কি জন্য মুদ্রিত হইয়াছিল তাহা এখন বলা নিষ্প্রয়োজন, কারণ মুদ্রা-প্রমাদ দোষে সে আশা সফল হয় নাই। পরন্তু আমাদের অনেক গ্রাহক ও অনুগ্রাহকগণ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া আমাদিগকে পত্রাদি লিখিতেছেন। তাঁহাদের অবগতির জন্য দু-একটি কথা বলা আবশ্যক।

"উপনীত শূদ্র স্পৃষ্টান্নাদি——" কথা দেখিয়া অনেকেই মনে করিয়াছেন 'উপনীত শূদ্র' এক কথা এবং ইহা কায়স্থদিগের প্রতি প্রযোজ্য হইয়াছে। তাঁহাদের দুইটি বিষয় বিবেচনা করা কর্ত্তব্য ছিল। প্রথম, শূদ্রের কখনও উপনয়ন হইতে পারে না; দ্বিতীয়, কায়স্থেরা কখনও শূদ্র নহে। সুতরাং যাঁহারা 'উপনীত শূদ্র' কথাটা কায়স্থের প্রতি প্রযোজ্য মনে করিয়া আশঙ্কান্বিত হইয়াছেন, তাঁহারা অনায়াসেই তাঁহাদের ভ্রম বুঝিতে পারিবেন। 'উপনীত শূদ্র' কথাটাই অসম্ভব। এই অসম্ভবের সম্ভাবনা কল্পনা করা অনাবশ্যক।

ব্যবস্থাপত্রের উদ্দেশ্য ছিল অন্যরূপ। শূদ্রস্পৃষ্টান্নাদি ভক্ষণরূপ সংসর্গকারী উপনীত (ব্যক্তি) মৃত (হইলে) শূদ্র বলিয়া গণ্য হইবে। ব্যবস্থাপত্রের 'উপনীত' ও 'মৃত' শব্দের পর দুইটী বিসর্গ হইবে। মুদ্রাকরপ্রমাদে এই বিসর্গের অভাবেই এই উপসর্গ সৃষ্টি হইয়াছে। আশা করি, আশঙ্কাকারী মহোদয়গণ আমাদের এই কৈফিয়তে সন্তুষ্ট হইবেন।

কায়স্থ সভার পুস্তকাগার।

একখানি পত্র।

"১৩ নং নিকাশিপাড়া লেন, কলিকাতা।
১২।৯।১০।

কায়স্থ পত্রিকা সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়,

ভাদ্র সংখ্যার পত্রিকায় শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ সিংহ মহাশয়ের প্রস্তাব-পত্র পাঠে বড়ই সুখী হইলাম। তাঁহার প্রস্তাবে সকলেরই সহানুভূতি হইবে বোধ হয়। আমি কায়স্থ-সভার পুস্তকাগারের জন্য আমার 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ চরিত' খানি পাঠাইলাম। আশা করি সকল কায়স্থ গ্রন্থকার তাঁহাদের এক একখানি

গ্রন্থ এই পুস্তকাগারে উপহার প্রদানে তাহার শ্রীবৃদ্ধিতে সহায়তা করিবেন।

প্রার্থনা, কায়স্থ-পত্রিকায় যেন আমার পুস্তক খানির সমালোচনা প্রকাশিত হয়। ইতি—

বিনীত—

শ্রীগুরুদাস বর্ম্মন্।*

প্রাপ্তগ্রন্থাদির সমালোচনা।

পুস্তক।

কায়স্থের ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ।—বারেন্দ্র কায়স্থ শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসা মজুমদার, বি এল্ মুন্সেফ্, মুন্সীগঞ্জ, প্রণীত। গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য ১৩১৭।১০৩ পৃঃ। মূল্য ।/০ আনা মাত্র।

ছাপা ও কাগজ উত্তম। কায়স্থ সমাজের এই ঘোরতর আন্দোলনে দিনে শাস্ত্র ও যুক্তির দ্বারা কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন ও উপনয়ন গ্রহণে আবশ্যকতা অনেকে অনেকভাবে বিবৃত করিতেছেন, কিন্তু অন্নদা বাবু নাট কারে অতি সরলভাবে এই বিষয়ের অবতারণা করিয়া হৃদয়গ্রাহী করি সকলের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন। স্বর্গের দৃশ্য দেখাইয়া দেবতাগণের আশী কায়স্থ সমাজের উপর বর্ষণ করাইয়া যেরূপ কৌশলে এই নাটকখানি র করিয়াছেন তাহাতে একাধারে ধর্ম্মভাব ও উপনয়ন গ্রহণের তীব্র আকা আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের মতদ্বৈধতা মীমাংসার তিনি দেবগুরু বৃহস্পতিকে যেরূপ কৌশলে আনিয়াছেন তাহাতে নাট্যকা লিপিচাতুর্য্য ও নাটকের সৌন্দর্য্য প্রস্ফুটিত হইয়াছে। আজকাল নানাস্থা সখের থিয়েটারের দল আছে, কায়স্থ যুবকগণের অধিকাংশই তাহাতে যোগ করিয়া থাকেন—তাঁহারা যদি এই পুস্তকখানি কায়স্থের ঘরে ঘরে ও ক প্রধান স্থানে অভিনয় করেন তাহা হইলে আমরা নিশ্চয় বলিতে পা যে অতি অল্পদিনের মধ্যেই অনেক কায়স্থ উপনয়ন গ্রহণ করিতে পা কায়স্থ রমণীগণও এই নাটকের অভিনয় দেখিলে স্বামী পুত্রগণকে নি উপনয়ন গ্রহণের জন্যও উৎসাহ প্রদান করিবেন। এখন পর্য্যন্ত আমা অনেক মেয়েদের আপত্তিই মেয়ে উপাসক মহোদয়দের উপনয়ন গ্র

* গুরুদাস বাবু আমাদের সভ্য না হইয়াও যেরূপ অনুরাগ দেখাইয়াছেন, তাহা করি, তিনি সভার সভ্যপদ গ্রহণ করিবেন। সঃ

একটী প্রধান অন্তরায়। নাটক খানিতে তিনি কেবল প্রতি অঙ্কে নীরস শাস্ত্রীয় যুক্তি তর্কের অবতারনা না করিয়া গার্হস্থ প্রত্যেক বিষয়ের অবতারনা করিয়া ষড়রসের মাধুরীতে পাঠকগণকে পরিতৃপ্ত করিয়াছেন। গান গুলিও সংকার। কায়স্থ সমাজে এরূপ পুস্তকের বহুল প্রচার আবশ্যক এবং আমরা কায়স্থমাত্রকেই এই তৃপ্তিপ্রদ পুস্তকখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। পুস্তকখানি ১০০ শত পৃষ্ঠারও উপর, তত্রাচ তিনি বোধ হয় ক্ষতি স্বীকার করিয়াও কায়স্থগণের সহজলভ্য বোধে অতি স্বল্প মুল্য নিরূপণ করিয়াছেন।

জাপান প্রবাস।—দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ, এম্ সি ই, প্রণীত। যশোহরে গ্রন্থকারের নিকট এবং কলিকাতার শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, এম্পায়ার লাইব্রেরী, ৫৭।১ নং কলেজ ষ্ট্রীট, এবং অন্যান্য প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। ১৯১০। মূল্য ১।০ পাঁচসিকা।

পুস্তকখানি আমরা আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া প্রীতিলাভ করিলাম। শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় এই পুস্তকখানির ভূমিকা লিখিয়া পুস্তকখানির সৌন্দর্য্য বিশেষভাবে প্রকটিত করিয়া দিয়াছেন। ভূমিকা পাঠ করিলেই পাঠকগণ গ্রন্থখানি বঙ্গভাণ্ডারের যে কি রত্ন তাহা বুঝিতে পারিবেন। মন্মথ বাবুর পুস্তক খানি পড়িতে বসিলে আমরা একেবারে জাপানে যাইয়া উপস্থিত হই; মন্মথ বাবু জাপানের প্রত্যেক স্থানের বিবরণ যেরূপ কৌশলে বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে তিনি যেন, পাঠককে সহযাত্রী করিয়া সেই স্থানগুলি দর্শন করাইতেছেন। আমরা দেখিতে দেখিতে আত্মহারা হইয়া পড়ি। জাপানীদের চরিত্র এরূপ ভাবে প্রকটিত করিয়াছেন যে তাহাদিগকে আদর্শ করিলে ভারতের অনেক উপকার সাধন হইবে। জাপানীদের প্রীতি, সৌহার্দ্দ, অধ্যবসায়, বিনয়, ধৈর্য্য, পরোপকার প্রভৃতি মহৎ গুণগুলি প্রত্যেক নরনারীর হৃদয়ে যেরূপ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে এবং মন্মথ বাবু সকলকে আঁকিয়া যেরূপ সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করিয়া আমাদের চক্ষের সমীপে দেখাইয়াছেন তাহাতে জাপান গিয়া জাপানীদের সাহায্যে শিক্ষা লাভ করিবার বাসনা স্বতঃই বলবতী হইয়া উঠে। অপত্যশোকবিধুরা জাপানী রমণীগণের শোকে অত্যাশ্চর্য্য ধৈর্য্য, অধীরা বঙ্গরমণী ও পুরুষগণের অনুকরণ করা কর্ত্তব্য।

অভিমন্যুর মৃত্যুতে কবিবর নবীন বাবুর সুভদ্রার ধৈর্য্য দেখিয়া আমরা বীর মাতা, বীরপত্নী বলিয়া ভূয়সী প্রশংসা করি, কিন্তু প্রত্যেক জাপানী রমণীদের বদনমণ্ডলে শোকজনিত কাতরতার পরিবর্ত্তে গাম্ভীর্য্যের দীপ্তি মন্মথ বাবু তাঁহার পুস্তকে যেন চিত্রপটে প্রতিফলিত করিয়া দেখাইতেছেন। জাপানের কনেষ্টবলদের পর্য্যন্ত বিনয় ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার উদাহরণ পাঠ করিলে আমাদের দেশের "যাত্রারদলের সেনাপতির ন্যায়" বুকটেনে চলা কনেষ্টবলগুলিকে "উপরে কাঁটা, নিচের কাঁটা" দিয়া পুঁতিতে ইচ্ছা করে। Admiral Togoর পর্য্যন্ত বিনয় ও সৌজন্যতা যে কতদূর মহিমাজড়িত তাহাও মন্মথ বাবু বিশেষভাবে ফুটাইয়া দেখাইতেছেন। পুস্তকের ছাপা ও কাগজ ভাল। ভাল ভাল ছবিও আছে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচরিত, প্রথম ভাগ।—দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ শ্রীগুরুদাস বর্ম্মন্ প্রণীত। কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। ১৩১৬—৩৫২ পৃঃ। মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা।

পতিতপাবন ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের পবিত্র জীবনবৃত্তান্ত যে বঙ্গবাসী মাত্রেরই আদরের জিনিষ সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। শ্রীযুক্ত গুরুদাস বর্ম্মন্ যে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন ইহা অপেক্ষা মহত্তর ব্রত আর কি হইতে পারে? আশা করি তিনি শীঘ্রই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচরিত্র-গাথা সম্পূর্ণ করিয়া সাধারণের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইবেন। আমরা তাঁহার প্রণীত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ চরিত্রের প্রথম খণ্ড আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া তাঁহার মহিয়সী বাসনা সম্যক উপলব্ধি করিয়াছি। পুস্তক খানি সর্ব্বতোভাবে সরল ও সুখপাঠ্য হইয়াছে। পাশ্চাত্য জড়বিজ্ঞানের স্রোতেও মহাপ্রাণ মহৎজীবনের রশ্মিমালা ধর্ম্মের প্রতি অটল অচল বিশ্বাস স্থাপন করাইয়া আমাদের গন্তব্য পথ প্রদর্শন করিয়া দিবেন ইহাই আমাদের স্থির বিশ্বাস। পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ যথার্থই বলিয়াছেন—"রামকৃষ্ণজীবনের আলোক আমাদের সমস্ত লুপ্ত বিদ্যার পুনরুদ্ধার করিয়া সমগ্র জগতের কল্যাণ সাধন করিবে।"

ভক্তবৎসল শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের কমণীয় মূর্ত্তি আর আমরা দেখিতে

না সত্য, কিন্তু তিনি আমাদের দাবদগ্ধ সংসার-মরুভূমিতে যে অমৃত-প্রস্রবণ প্রবাহিত করাইয়া গিয়াছেন সেই প্রেম-প্রবাহ আজ কত শত হৃদয় সিক্ত করিয়াছে তাহা বলা যায় না। কত শত সাধক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের মোহন বীণায় মুগ্ধ হইয়া দুর্ল্লভ মানব জীবন সার্থক করিয়াছেন; তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। যাঁহার কৃপা কণা লাভ করিয়া পূজ্যপাদ বিবেকানন্দ জ্যোতিষ্মান ও যশস্বী হইয়াছেন তাঁহারই করুনাসঞ্চারে সাত্বিক শ্রীযুক্ত গুরুদাস বর্ম্মন পুরুষোত্তম শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের জীবনকাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া বঙ্গ সাহিত্যের অভাবনীয় অভাব দূরীকরণে সমর্থ হইবেন। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচরিত্র' সম্বন্ধে আমাদের বলিবার বিশেষ কিছু নাই। তবে এইমাত্র বলিতে পারি যেমন 'রামচন্দ্রের চরিত্র, তেমনি বাল্মিকীর লেখা।' শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচরিত ঘরে ঘরে রক্ষিত হউক ইহাই আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা। পুস্তকের ছাপা ও কাগজ মন্দ নয়।

আশ্বিন সংখ্যা কায়স্থ-পত্রিকা প্রকাশ হইবার পর নিম্নলিখিত সাময়িক পত্র গুলি পাইয়াছি :—

১। **আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।**—১৩১৭, আশ্বিন সংখ্যা।
২। **আর্য্যাবর্ত্ত।**—১৩১৭, আশ্বিন সংখ্যা।
৩। **কৃষি সমাচার।**—১৩১৭, শ্রাবণ সংখ্যা।
৪। **গৃহস্থ।**—১৩১৭, আশ্বিন ও কার্ত্তিক সংখ্যা।
৫। **জন্মভূমি।**—১৩১৭, আশ্বিন সংখ্যা।
৬। **ডন্ (Dawn)।**—১৯১০, অক্টোবর সংখ্যা।
৭। **দেবালয়।**—১৩১৭, কার্ত্তিক সংখ্যা।
৮। **ধর্ম্ম-প্রচারক।**—১৩১৭, সিংহ সংখ্যা।
৯। **প্রজাপতি।**—১৩১৭, আশ্বিন সংখ্যা।
১০। **প্রবাসী।**—১৩১৭, কার্ত্তিক সংখ্যা।
১১। **বাণী।**—১৩১৭, ভাদ্র সংখ্যা।
১২। **ব্রাহ্মণ।**—১৩১৭, ভাদ্র সংখ্যা।
১৩। **সমাজ।**—১৩১৭, ভাদ্র ও আশ্বিন সংখ্যা।

সাপ্তাহিক পত্র।

১। আনন্দবাজার।	২। নববঙ্গ।
৩। প্রসূন।	৪। বঙ্গবাসী।
৫। বিশ্বদূত।	৬। মহামায়া।
৭। সঞ্জীবনী।	৮। সমাজ।

সভার প্রচার কার্য্য।

প্রচারক শ্রীযুক্ত বিহারীলাল রায় বর্ম্মা বি এ, কবিরত্ন, ও শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী বর্ম্মা মহাশয়দ্বয়ের প্রচারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

১২ই ভাদ্র, ১৩১৭।—ঢাকা। এইস্থলে বর্ত্তমান কালে রাজনৈতিক মোকর্দ্দমাদিতে লোকে ব্যতিব্যস্ত থাকায় কায়স্থদিগকে লইয়া কোন সভা হইতে পারে নাই; এই নিমিত্ত বাসায় বাসায় ঘুরিয়া প্রত্যেক উকিল, মোক্তার, ডাক্তার প্রভৃতিকে সাবিত্রীগ্রহণের উপযোগিতা বিশদ ভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এবং পরদিন ডাক্তার শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বাসায় বাক্‌লার প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক শ্রীযুক্ত হরকুমার ন্যায়রত্ন ও শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র স্মৃতিরত্নের সহিত কলিকাতা হইতে সমাগত শাস্ত্রী মহাশয়ের বঙ্গীয় কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব, ও ব্রাত্যত্ব সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বিচার হয়। তাহাতে বাক্‌লার অধ্যাপকদ্বয় তর্কে পরাস্ত হইয়া কায়স্থের ব্রাত্যক্ষত্রিয়ত্ব স্বীকার করেন ও বলেন যে আমরা নিঃসংশয়চিত্তে নিজে কায়স্থদিগকে উপনয়ন দিতে প্রস্তুত আছি। ইহাতে স্থানীয় কায়স্থগণ অতি শীঘ্র উপনয়ন গ্রহণ করিবেন স্বীকার করেন। চন্দ্রদ্বীপ সমাজের বানরীপাড়া নিবাসী কতিপয় প্রবীণ ডাক্তার ও উকিল উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন।

১৪।১৫ই ভাদ্র, ১৩১৭।—নারায়নগঞ্জ। ঢাকা রাজনৈতিক মোকর্দ্দমায় এইস্থানেরও অনেক ভদ্রলোককে আসামী করায় সাধারণ সভা করিতে সাহসী না হওয়ায় কলিকাতার আগত প্রচারকদ্বয় প্রত্যেক কায়স্থের বাসায়ও উকিল এবং মোক্তার লাইব্রেরী, ভিক্টোরিয়া ক্লাব প্রভৃতি নানাস্থানে গিয়া প্রত্যেক কায়স্থের উপনয়ন গ্রহণের আবশ্যকতা বিশদভাবে বুঝাইয়া দিলে সকলেই সাবিত্রীগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন।

১৬।১৭ই ভাদ্র, ১৩১৭।—মুন্সীগঞ্জ। বঙ্গীয় কায়স্থ সভা হইতে সমাগত প্রচারকদ্বয় এইস্থলে উপস্থিত হইয়া প্রথমে বাসায় বাসায় গিয়া সকলের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তৎপরদিন কায়স্থদিগের আদিনিবাস বজ্রযোগিনী এবং ব্রাহ্মণদিগের আদিনিবাস পঞ্চসার ও মালখানগর, শ্রীনগর, বহর প্রভৃতি বিক্রমপুর সমাজের প্রধান প্রধান কুলীনাদি তথা ব্রাহ্মণ উকিল মোক্তার দিগকে লইয়া সন্ধ্যার পর বার্‌লাইব্রেরীতে প্রচারক মহাশয়দ্বয় বক্তৃতা করেন। তাহাতে সকলেই বিজয়ান্তে উপনয়নগ্রহণ জন্য প্রতিশ্রুত হন।

২০শে ভাদ্র, ১৩১৭।—চাঁদপুর। প্রচারক মহাশয়দ্বয় এইস্থলে উপস্থিত হইয়া প্রথমে ডাক্তার, উকিল ও মোক্তার প্রভৃতি প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ কায়স্থের সহিত সাক্ষাৎ করেন। অতঃপর সন্ধ্যার প্রারম্ভে উকিল লাইব্রেরী-গৃহে শ্রীযুক্ত হরিহর ঘোষ মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক সভা হয়। তাহাতে প্রথম নববঙ্গের সম্পাদক শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র বসু মহাশয় সভার উদ্দেশ্যগুলি বিশদ ভাবে বর্ণন করেন। অতঃপর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী মহাশয় বঙ্গীয় কুলীন ও মৌলিকাদিবংশগুলি প্রসিদ্ধ চন্দ্রসূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়ের কোন্ কোন্ শাখা হইতে আসিয়াছে, তাহা ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের বঙ্গাগমন কালের কত পরে তাহাদের ব্রাত্যতা জন্মে ও ব্রাহ্মণগণের পুনরায় সংস্কার গ্রহণ ইত্যাদি বলিতে বলিতে অনেক রাত্রি হইয়া যায়। এই জন্য পুনরায় পরদিন সভার দিন স্থির হয়। ২১ শে তারিখের সভায় প্রথম শ্রীযুক্ত বিহারিলাল রায়, বি এ, শ্রীযুক্ত হরদয়াল নাগ, উকিল, শ্রীযুক্ত রাধামাধব সিংহ, উকিল, শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র বসু, নববঙ্গ সম্পাদক, শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র গুহ, উকিল, সাম্য ও বৈষম্য লইয়া তর্ক করেন। তৎপরে ব্রাহ্মণ অধ্যাপকগণ বিহারী বাবুর যথার্থ অভিপ্রায় বুঝিয়া পূর্ব্বদিন শাস্ত্রীমহাশয় যে সকল প্রমাণাবলী দিয়াছেন তাহা অখণ্ডণীয় বলিয়া স্বীকার করেন। অতঃপর শাস্ত্রীমহাশয় পূর্ব্ব দিনকার বক্তৃতার অবশিষ্টাংশ বলেন। তাহাতে কায়স্থগণ সত্বরই

উপনয়ন গ্রহণ আবশ্যক এইরূপ বলিয়া অধ্যাপক ব্রাহ্মণগণের দস্তখতী ব্যবস্থা প্রার্থনা করেন যে যখন ইচ্ছা তখন উপনয়ন গ্রহণ করা যাইতে পারে, তাহা হইলে তাহারা স্থানীয় ব্রাহ্মণ দ্বারাই উপনীত হইতে পারেন। তদনন্তর সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হয়।

দেবালয়।

(দেবালয়-সমিতির নিজস্ব একখানি চৌতল বাটী আছে)

উদ্দেশ্য ও কার্য্য।

উদ্দেশ্য।

ধর্ম্মানুশীলন এবং সাহিত্য, বিজ্ঞান, দেশহিতৈষিণা ও দান-ধর্ম্ম চর্চ্চা করা দেবালয়-সমিতির উদ্দেশ্য। এই দেবালয়ে জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের সাধু ও ভক্ত মাত্রেরই বক্তৃতা করার ও উপদেশাদি প্রদান করিবার অধিকার আছে।

দেবালয় সর্ব্ব ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মিলন-মন্দির। সকল সম্প্রদায়ের সাধু ভক্তেরাই "দেবালয়"কে নির্ব্বিরোধে তাঁহাদের নিজের নিজের সম্পত্তি বলিয়া মনে করিতে পারেন,—কোন একটী বিশেষ ধর্ম্ম-সম্প্রদায় কখনও এই দেবালয়কে কেবল তাঁহাদের নিজস্ব বলিয়া মনে করিতে বা অধিকার করিতে পারিবেন না।

এই দেবালয়ের সভা-সমিতিতে কখনও রাজনৈতিক বক্তৃতা ও আলোচনা হইবে না। দেবালয়ের উদ্দেশ্যের সহিত যাঁহাদের সহানুভূতি আছে তাঁহারা সভ্য হইতে পারেন। বার্ষিক চাঁদা ১।০

স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী প্রভৃতি স্বনামধন্য ব্যক্তিগণ ইহার পৃষ্ঠপোষক।

দেবালয় কর্ম্মস্থান—২১০।৩।২ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সর্ব্বজন প্রশংসিত, সুলভ ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট মাসিক পত্র।

সমাজ।

অগ্রহায়ণে দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পন করিল।

সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় লিখিত —

বেদান্তদর্শন বা ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্করভাষ্য, মূল ও সরল বঙ্গানুবাদ বিশদ তাৎপর্য্যসহ প্রতিমাসে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইতেছে। তর্কভূষণ মহাশয়ের অমৃতময়ী লেখনী প্রসূত—বুদ্ধদেবের জীবনী এবং বৌদ্ধধর্ম্ম নামক অপূর্ব্ব গ্রন্থও প্রকাশিত হইতেছে।

বেদান্ত—সরল এবং সুখবোধ্য করিবার জন্য পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন, এম এ, বি এল, মহোদয় বিপুল পরিশ্রম করিতেছেন। এতদ্ভিন্ন বঙ্গের কৃতবিদ্য লেখকমাত্রেরই প্রবন্ধে সমাজ পরিপূর্ণ থাকে। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৲ টাকামাত্র। নমুনা সংখ্যা ৵০ আনা। পত্র লিখিলে ভিঃপিতে পাঠান হয়।

কার্য্যাধ্যক্ষ—সমাজ, ৪নং ওয়েলিংটন্ স্কোয়ার কলিকাতা।

সুবর্ণ বণিক।

বৈশ্য-জাতীয় সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

সম্পাদক—শ্রীকিরণ গোপাল সিংহ ভূতি।

১৩১৬ সালের ৩০শে মাঘ হইতে প্রতি সপ্তাহে নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইতেছে, ইহাতে সুবর্ণ বনিক জাতির পূর্ব্ব ইতিহাস, সামাজিক অবস্থা, উন্নতির উপায় প্রভৃতি আলোচিত হয়। স্বজাতি কর্ত্তৃক পরিচালিত পত্রিকা প্রত্যেক স্বজাতির গৃহে থাকা উচিত জাতীয় পত্রিকা ভিন্ন কোন পতিত জাতি কখনও উন্নতি করিতে পারে নাই, পারিবে না। "সুবর্ণ বণিক" সুবর্ণ বণিক জাতির এক মাত্র মুখপত্র, ইহার প্রতি প্রত্যেক স্বজাতির দৃষ্টি পতিত হওয়া কর্ত্তব্য। "সুবর্ণ বণিক" যাহাতে স্থায়ী হইয়া সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করে এ বিষয়ে সকলের চেষ্টা পাওয়া কর্ত্তব্য।

বাৎসরিক মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র।

কার্য্যাধ্যক্ষ—শ্রীবলাইচাঁদ ভুতি।

২৪। এ নং হুকলেন, বেনেপুকুর, কলিকাতা।

কুষ্ঠব্যাধির মহৌষধ।

শ্বেতকুষ্ঠ বা ধবলের অত্যাশ্চর্য্য অব্যর্থ ঔষধ।

দশ পোনেয় দিন এই ঔষধ প্রয়োগ করিলেই দেহের মধ্যে সাদা দাগ
যে কোনরূপ দুষ্ট চিহ্ন মুছিয়া যাইবে।

মূল্য ১ টীন ডাকমাশুল সহ ৪।৵ চারি টাকা ছয় আনা মাত্র।

ডবলু এন্ ডিকিসট্

মারচেণ্ট পুনা সিটি বম্বে।

রাজরাজেশ্বর ভেষজ ভাণ্ডারের

ভূতপুর্ব্ব চিকিৎসক

শ্রীআশুতোষ কর কবিরাজের

মহেশচন্দ্র আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয় ও চিকিৎসালয়।

১৭নং গোপীমোহন বসুর লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

অত্র ঔষধালয়ে জ্বর, প্লীহা, যকৃত, পাণ্ডু, অর্শ, অতিসার, গ্রহণী, ধাতুদৌর্ব্ব
কাস, শ্বাস অম্লপিত্ত, শূল, রাজযক্ষ্মা, বাতব্যাধি, চক্ষুরোগ, মুখরোগ, কর্ণরো
উপদংশ, প্রমেহ, শোথ, শিরোরোগ, ভগন্দর, বাধক, প্রদর, কষ্টরজঃ প্রভৃ
সকল রোগেরই ঠিক শাস্ত্রোক্ত প্রণালীতে প্রস্তুত যাবতীয় ঔষধ সর্ব্বদা সুলভে
বিক্রয় হয়। মফঃস্বল হইতে অর্ডার্ দিলে যথাসময়ে ঔষধ পাঠান হয়। কঠি
জটিল রোগগ্রস্থ ব্যক্তিগণকে অগ্রে চিকিৎসা করিয়া উক্ত কবিরাজ মহাশয় প
সাধ্যমত টাকা লইয়া থাকেন।

সূচীপত্র।

	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	দান	২৬২
২।	সামাজিক সংবাদ	২৬৩
৩।	ভারতবর্ষে বিভিন্ন জাতি (শ্রীসারদাচরণ মিত্র দেববর্ম্মা) ...	২৭১
৪।	গৃহস্থের ধর্ম্ম (শ্রীঅখিলচন্দ্র পালিত)	২৭৪
৫।	পণ প্রথার বিষময় ফল (গল্প)	২৭৯
৬।	আপসের কথা (গল্প) (শ্রীযাদবচন্দ্র মিত্র দেববর্ম্মা উকীল।	২৯০
৭।	বিবাহের ব্যয় সংক্ষেপ (অধ্যাপক শ্রীহেমচন্দ্র সরকার) দেববর্ম্মা	২৯২
৮।	স্বর্গীয় রাজা জানকীবল্লভ	২৯৫
৯।	সমাজ (পদ্য) (শ্রীদাশরথি দত্ত দেববর্ম্মা	২৯৬
১০।	টাকীতে কায়স্থ সভা	২৯৭
১১।	প্রচার কার্য্যের বিবরণ	২৯৯

ভ্রম সংশোধন।

গত কার্ত্তিক সংখ্যার ২৬০ পৃষ্ঠায় সভার প্রচার কার্য্যের বিবরণ—যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাতে চাঁদপুরের সভায় "শ্রীযুক্ত হরিহর ঘোষ মহাশয়ের সভাপতির" স্থলে "শ্রীযুক্ত অভয়াচরণ ঘোষ সভাপতি হইয়াছিলেন" লিখিত হইবে। শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র গুহ "উকীল" লেখা ছিল "উকীল" শব্দ থাকিবে না। "অখণ্ডনীয় বলিয়া স্বীকার" শব্দের পরিবর্ত্তে "আলোচনা করেন ও কেহ কেহ স্বীয় মত প্রকাশ করেন" হইবে।

২৫৯ পৃষ্ঠায় "বিচার" শব্দ স্থলে "আলোচনা" ও "তর্কে পরাস্ত হইয়া" পরিবর্ত্তে "শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রদর্শিত যুক্তি প্রমান শ্রবণ করিয়া" হইবে।

নিয়মাবলী।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার প্রত্যেক সভ্য পত্রিকা বিনামূল্যে পাইবেন।

প্রত্যেক সভ্যের বার্ষিক চাঁদা ৩৲ টাকা মাত্র এবং সভ্য হইবার সময় প্রবেশিকা ১৲ একটাকা মাত্র দেয়।

এককালীন ১০০৲ একশত টাকা দান করিলে আজীবন সভ্য হওয়া যায়।

কায়স্থ পত্রিকায় যথারীতি সারবান্ প্রবন্ধ পাঠাইলে তাঁহাকে বিনা চাঁদায় সভ্যপদ প্রদত্ত হয়।

কেবল মাত্র কায়স্থপত্রিকার গ্রাহক হইলে বার্ষিক ২৲ দুইটাকা মূল্য অগ্রিম দেয়।

পুরাতন পত্রিকা মজুত আছে। সভ্যগণের পক্ষে বার্ষিক ১৲ ও অপরের পক্ষে বার্ষিক ১।০ সিকা মাত্র।

পত্রাদি সভার সম্পাদককে নিম্নলিখিত ঠিকানায় লিখিতে হয়।

বিজ্ঞাপনের হার।

এক বৎসরের চুক্তি করিলে প্রতি সংখ্যার সম্পূর্ণ পৃষ্ঠা ১৷৷০, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৸০ সিকি পৃষ্ঠা ।৶০ আনা।

বর্ষাধিকের চুক্তি করিলে হার সম্বন্ধে বিশেষ সুবিধা হইবে।

সামাজিক সংবাদের হার—প্রত্যেক সংবাদ ।০ চারি আনা মাত্র।

পত্রাদি সভার সম্পাদককে লিখিতে হয়।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা।
৮৫ নং গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীশরৎকুমার মিত্র দেববর্ম্মা
সম্পাদক।

স্বর্গীয় রাজা জানকী বল্লভ।

BLANK PAGE(S)

কায়স্থ পত্রিকা।

অগ্রহায়ণ, ১৩১৭। } নবপর্য্যায় ১ম খণ্ড, ৮ম সংখ্যা।

দান।

চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডার।

গত কার্ত্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত ... ... ৬৬৩৭৲

মাং শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গুহ দেববর্ম্মা, সাং পাবনা ... ১৸৹

* ১। „ উমেশচন্দ্র রায় চৌধুরী, সাং বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ জেলা ৫৲

* ২। „ গোপালচন্দ্র বসু, সাং বগুড়া ... ৫৲

* ৩। „ নৃত্যগোপাল ঘোষ, সাং খাগড়া ঐ ৫৲

* ৪। „ নৃত্যগোপাল সরকার, ঐ ঐ ৫৲

* ৫। „ মহেশচন্দ্র রায়, সাং কাশিমবাজার, মুর্শিদাবাদ ৫৲

* ৬। „ রবীন্দ্রনাথ রায়, পুলিস সব্‌ইন্‌স্পেক্টর ... ৫৲

* ৭। „ প্রসন্ননাথ রায়, উকীল, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ ৫৲

* ৮। „ শিবচন্দ্র সোম, সাং চুঁচুড়া ... ... ৫৲

* ৯। „ শ্রীনারায়ণ সরকার, সাং [illegible] ... ৫৲

* ১০। „ সত্যচরণ বসু, সাং বাঙ্গেটিয়া, মুর্শিদাবাদ জেলা ৫৲

* ১১। „ সুরেন্দ্রনারায়ণ সর্ব্বাধিকারী, সাং গোরাবাজার, ৫৲

*১২। শ্রীযুক্ত রসিকলাল রায়, সাং বেলেঘাটা, শিয়ালদহ ৫৲

* ইঁহারা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

জনসংখ্যা ভাণ্ডার।

গত কার্ত্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত ... ... ১৮৮৲

শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ ঘোষ, রায় সাহেব ... ... ৫৲

সাং রাজীবপুর, ২৪ পরগণা।

প্রচার ভাণ্ডার।

গত কার্ত্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত ... ... ৭৫৲

মাননীয় মহারাজা গিরিজানাথ রায় বাহাদুর ... ৫০৲

সাং দিনাজপুর।

„ কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায় সাহেব, এম্ এ, প্রাজ্ঞ,

সাং দিনাজপুর ২৫৲

শ্রীযুক্ত রায় বিনোদবিহারী বসু ... ... ১০৲

সাং বাগবাজার।

শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘোষ দেববর্ম্মা ... ... ১০৲

সাং গোপীকৃষ্ণ পালের গলি।

সামাজিক সংবাদ।

উপনয়ন।

আশ্বিন ১৩১৭।

(জেলা যশোহর, পাঁজিয়া, কেন্দ্র)

১। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মজুমদার কোর্ট সব ইন্‌স্‌পেক্টর, নারায়ণগঞ্জ ঢাকা, হাং সাং পাঁজিয়া যশোহর।

২। „ গিরিজানাথ মজুমদার সাং পাঁজিয়া

৩। „ কালিদাস বসু, ঐ

৪। „ হরিপদ ঘোষ, ঐ

৫। „ সুরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, ঐ

৩রা কার্ত্তিক ১৩১৭।

(জেলা ঢাকা বজ্রযোগিনী নাহাপাড়া কেন্দ্র)

১। শ্রীপূর্ণচন্দ্র গুহ, সাং নাহাপাড়া বজ্রযোগিনী।

২। „ শ্যামাকান্ত গুহ ঐ ঐ

৩। „ যোগেশচন্দ্র সোম সাং সোমপাড়া বজ্রযোগিনী।

৪। „ হেমচন্দ্র বসু, সাং বসুপাড়া, ঐ

৬ই কার্ত্তিক ১৩১৭।

চেৎলা।

১। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় চৌধুরী, তালুকদার হরিণা (ত্রিপুরা) আলিপুর কালেক্টরীর কেরাণী।

২। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র রায় চৌধুরী ঐ ঐ

ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র।

১১ই কার্ত্তিক ১৩১৭।

(জেলা নদীয়া, রাণাঘাট, হরিরপুর গ্রামে, শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)

১। শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র ঘোষ বি, এ, সাং হরিরপুর গ্রাম, রাণাঘাট, নদীয়া।

২। শ্রীযুক্ত নীরদবরণ ঘোষ, সাং হরিপুর গ্রাম, ঐ ঐ

৩। শ্রীযুক্ত সরোজরঞ্জন ঘোষ ঐ

১১ই কার্ত্তিক।

ফরিদপুরের জেলান্তর্গত বর্ণী গ্রামে ৺হরিনাথ দাস মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র।

১। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসু সাং বর্ণী।

২। „ কামিনীকুমার দাস ঐ

৩। „ অক্ষয়কুমারদাস ঐ

৪। „ অবিনাশচন্দ্র দাস ঐ

৫। „ সতীশচন্দ্র ঘোষ রায় সাং দোলকুণ্ডী।

পূর্ব্ব শ্রীকোন কেন্দ্র

১২ই কার্ত্তিক শনিবার।

	নাম.	বয়স
১।	ভূপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস তালুকদার	২৬
২।	প্রফুল্লকুমার ঘোষ	১৮
৩।	সতীশচন্দ্র বিশ্বাস	২৮
৪।	কান্তিভূষণ বিশ্বাস	১৪
৫।	আশুতোষ বিশ্বাস	৫১
৬।	ধীরেন্দ্রকুমার ঘোষ	২৭
৭।	অশ্বিনীকুমার বিশ্বাস	৩২
৮।	অমূল্যচরণ বসু ডাক্তার	২২
৯।	ভুবনচন্দ্র বসু টাইপিষ্ট	২৫
১০।	মণীন্দ্রনাথ বিশ্বাস	১৫
১১।	ফণিভূষণ বিশ্বাস তালুকদার	২৫
১২।	প্রকাশচন্দ্রবসু এফ, এ শিক্ষক	৩০
১৩।	বসন্তকুমার বিশ্বাস	৪০
১৪।	কিরণচন্দ্র ঘোষ	৩০
১৫।	বিপিনবিহারি বিশ্বাস	৫০
১৬।	নলীভূষণ বিশ্বাস তালুকদার	২১
১৭।	জ্ঞানেন্দ্রনাথ বিশ্বাস	১৮
১৮।	জ্যোতিন্দ্রনাথ বিশ্বাস তালুকদার	৩২
১৯।	শচীন্দ্রনাথ বিশ্বাস তালুকদার বিঃ, এস, প্লিডার	৩৪
২০।	ললিতমোহন মিত্র	৩৭
২১।	পাহাড়চন্দ্র বসু	১২
২২।	কালীপদ বিশ্বাস	১২
২৩।	জীতেন্দ্রনাথ রায় সাং দাইর পোল	২৫
২৪।	নকুলচন্দ্র ঘোষ	১২
২৫।	নকুলচন্দ্র ঘোষ তালুকদার	৪৫
২৬।	প্রিয়নাথচন্দ্র বসু	১৩

২৭।	দীগেন্দ্রনাথ ঘোষ	১২
২৮।	মাখনচন্দ্র বিশ্বাস	১১
২৯।	কৃষ্ণবিনোদ বিশ্বাস	১২
৩০।	প্রতুলচন্দ্র মিত্র	১১
৩১।	কালীপদ ঘোষ সাং দাইর পোল	১২
৩২।	হারাণচন্দ্র ঘোষ সাং দাইর পোল	১২
৩৩।	জানকীনাথ ঘোষ	২৮
৩৪।	অতুলচন্দ্র মিত্র	১১
৩৫।	বৃন্দাবন বসু	১৩
৩৬।	নৃত্যগোপাল বসু	১২
৩৭।	নরেন্দ্রনাথ ঘোষ	১২
৩৮।	মন্মথনাথ ঘোষ	১১

১৩ই কার্ত্তিক।

ফরিদপুরের জেলান্তর্গত দিগ্‌নগর গ্রামে শ্রীযুক্তকুলচন্দ্র গুহ মহাশয়ের আলয়ে একটী উপনয়ন কেন্দ্রে।

১।	শ্রীকুলচন্দ্র গুহ দেববর্ম্মা সাং দিগ্‌নগর।	
২।	„ ব্রজেন্দ্রমোহন বসু দেববর্ম্মা	ঐ
৩।	„ গিরীন্দ্রমোহন বসু „	ঐ
৪।	„ যোগেন্দ্রমোহন মিত্র „	ঐ
৫।	„ লালমোহন মিত্র „	ঐ
৬।	„ গোবিন্দচন্দ্র মিত্র „	ঐ
৭।	„ সুরেন্দ্রকুমার মিত্র „	ঐ
৮।	„ রজনীকান্ত বসু „	ঐ
৯।	„ বাণীকান্ত নন্দী „	ঐ
১০।	„ হেমকান্ত নন্দী „	ঐ
১১।	„ মনমোহন বিশ্বাস „	ঐ
১২।	„ যতীন্দ্রমোহন বিশ্বাস „	ঐ
১৩।	„ নিবারণচন্দ্র দত্ত সাং তপারকাঁন্দা।	
১৪।	„ মোহিনীমোহন মিত্র সাং ঘটমাঝি।	
১৫।	„ মন্মথনাথ দাস সাং কানুরীয়া।	

১৩ই কার্ত্তিক রবিবার।

বারই পাড়া কেন্দ্র

	নাম	বয়স
১।	যজ্ঞেশ্বর বসু সব্ ইনেস্পেক্টর	৬০
২।	কেশবলাল বসু	৫৫
৩।	শ্রীশচন্দ্র বসু	২৫
৪।	গিরীন্দ্রনাথ বসু	২৩
৫।	জীতেন্দ্রনাথ বসু	১২
৬।	জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু	১১
৭।	রবীন্দ্রনাথ ঘোষ	১২
৮।	তারকনাথ ঘোষ	৩৫
৯।	শ্যামলাল ঘোষ	৭০
১০।	রজনীকান্ত ঘোষ	৭০
১১।	ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষ	৪০
১২।	মন্মথনাথ ঘোষ	১৮
১৩।	জনার্দ্দন ঘোষ	৭৫
১৪।	সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ	২৩
১৫।	কিরণচন্দ্র ঘোষ	১৪
১৬।	সুশীলচন্দ্র ঘোষ	১৬
১৭।	মনোরঞ্জন মিত্র	২২
১৮।	চিত্তরঞ্জন মিত্র	১৬
১৯।	উপেন্দ্রনাথ মিত্র	১২
২০।	সুশীলকুমার মিত্র	১২
২১।	ভুবনমোহন জোয়ার্দ্দার	৩৬
২২।	উপেন্দ্রনাথ জোয়ার্দ্দার	৩৪
২৩।	চুনিলাল জোয়ার্দ্দার	১২
২৪।	বরদাকান্ত জোয়ার্দ্দার	৫৩
২৫।	নগেন্দ্রনাথ জোয়ার্দ্দার	১৯
২৬।	অক্ষয়কুমার জোয়ার্দ্দার	৪২

২৭।	কিরণচন্দ্র জোয়ার্দ্দার	১৫	
২৮।	মুকুন্দলাল জোয়ার্দ্দার	২৩	
২৯।	মণীন্দ্রনাথ জোয়ার্দ্দার	১৩	
৩০।	যদুনাথ জোয়ার্দ্দার	৪৫	
৩১।	ভুবনমোহন মজুমদার	২৪	
৩২।	জগদ্বন্ধু মজুমদার	২৫	
৩৩।	যতীন্দ্রনাথ মজুমদার	২৮	
৩৪।	নগেন্দ্রনাথ মজুমদার	১৩	
৩৫।	ঈশানচন্দ্র বিশ্বাস	৬৫	
৩৬।	অমরেশচন্দ্র বিশ্বাস	২৩	
৩৭।	সতীশচন্দ্র বিশ্বাস	২০	
৩৮।	মাখনলাল বিশ্বাস	১৮	
৩৯।	গোপালচন্দ্র বিশ্বাস	২৩	
৪০।	অক্ষয়কুমার চাকী	৪৫	
৪১।	বসন্তকুমার চাকী	২৫	
৪২।	শ্রীপতি চাকী	১৮	
৪৩।	শরৎচন্দ্র চাকী	২৫	
৪৪।	কেদারনাথ সিংহ	৩৮	
৪৫।	নৃনীগোপাল সরকার	১৮	সাং দাইর পোল
৪৬।	দ্বারকানাথ ঘোষ	৪৮	ঐ
৪৭।	হেমন্তকুমার বিশ্বাস	৪২	ঐ

১৪ই কার্ত্তিক সোমবার।

খামার পাড়া কেন্দ্র

	নাম	বয়স
১।	রসিকলাল দত্ত	৫৫
২।	প্রভাশচন্দ্র দত্ত	১৮
৩।	মণীন্দ্রনাথ বসু	১৬
৪।	চারুকান্তি দাস	২০
৫।	রমেন্দ্রনাথ গন	৯৯

৬।	কিরণচন্দ্র গন	১৬	
৭।	নরেন্দ্রনাথ সিকদার	১২	
৮।	ফণীন্দ্রনাথ বসু	১৩	
৯।	শরৎচন্দ্র রায়	২২	সাং দাইর পোল
১০।	জয়গোপাল ঘোষ	২০	ঐ
১১।	উপেন্দ্রনাথ পাইন	৩৫	
১২।	ভুবনমোহন সিকদার	২০	
১৩।	শরৎচন্দ্র বসু	৩১	
১৪।	নিবারণচন্দ্র সিকদার	৪০	
১৫।	কৈলাশচন্দ্র বসু	৪৫	
১৬।	হেমন্তকুমার গন	২০	
১৭।	পঞ্চানন দাস	২৫	
১৮।	হরিচরণ গন	৭২	
১৯।	রাইচরণ গন	৬৫	
২০।	শ্যামাচরণ সিকদার	৩৫	
২১।	ছুটীলাল বসু	১৭	সাং পূর্ব্ব শ্রীকোল
২২।	ভুবনমোহন নন্দী	২৭	
২৩।	গনেশচন্দ্র সিকদার	২৮	
২৪।	নরেন্দ্রনাথ সিকদার	১২	
২৫।	প্রিয়নাথ দাস	২৮	
২৬।	কৈলাশচন্দ্র পাল	৪৫	
২৭।	কালীপদ দত্ত	১৩	
২৮।	হরিচরণ সিকদার	৮০	
২৯।	যতীন্দ্রনাথ সিকদার	১৬	
৩০।	মতিলাল সিকদার	৩০	
৩১।	কুঞ্জলাল সিকদার	২০	
৩২।	ত্রৈলোক্যনাথসিকদার	৩৫	
৩৩।	দেবেন্দ্রনাথ সিকদার	২৮	
৩৪।	ধরণীধর দত্ত	৩৫	
৩৫।	অর্জ্জুনচন্দ্র সিকদার	৪৫	
৩৬।	প্রসন্নকুমার পাইন	৩৬	
৩৭।	রতিকান্ত সিকদার	২২	

১৮ই কার্ত্তিক, ১৩১৭।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন।

১।	শ্রীবন্ধুবিহারী ঘোষ	সাং মূলঘর,	জেঃ খুলনা।
২।	„ কিরণচন্দ্র ঘোষ,	ঐ	ঐ
৩।	„ ভূপেন্দ্র কুমার ঘোষ,	ঐ	ঐ
৪।	„ রাজকুমার বসু,	ঐ	ঐ
৫।	„ কেশবলাল বসু,	ঐ	ঐ
৬।	„ বসন্ত কুমার বসু,	ঐ	ঐ

২১ শে কার্ত্তিক, ১৩১৭।

(কলিকাতা বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার কেন্দ্র।)

১। শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র বসু, সাং চাঁদপুর, জাতীয় বিদ্যালয়ের হেড্‌মাষ্টার এবং "নববঙ্গের" সম্পাদক।

২। শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র বসু, সাং বরদীয়া (ত্রিপুরা)

৩। শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র বসু, ঐ ঐ

৪। শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র দেব, সাং বাবুরহাট (ত্রিপুরা)

৫। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রমোহন ঘোষ, সাং বরদীয়া (ত্রিপুরা)

২৮শে কার্ত্তিক, ১৩১৭।

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র দেববর্ম্মা মহাশয়ের

(৮৫ নং গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা বাটীর কেন্দ্র)

১। শ্রীবিরাজমোহন ঘোষ, বয়স ৩৯
গাভা গ্রাম, বানরীপাড়া পোঃ, বরিশাল জেলা।

২। শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরি বি, এ, বয়স ২২
সাং হরিনা, ত্রিপুরা।
৩। শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চৌধুরী বয়স ১৯ ঐ
৪। শ্রীঅশ্বিনীকুমার মজুমদার „ ২৩
সাং বরদিয়া, ত্রিপুরা।

অশৌচ।

দ্বাদশ দিন।

১২ই আশ্বিন, ১৩১৭।

পাবনা শেঁখপুর নিবাসী বারেন্দ্র কায়স্থ শ্রীযুক্ত জ্যোতিন্দ্রমোহন নন্দী দেববর্ম্মা মহাশয়ের মাতার শ্রাদ্ধ দ্বাদশ দিন অশৌচান্তে সম্পন্ন হইয়াছে। ৪৫ জন ব্রাহ্মণ ও ২০০ শত কায়স্থ শ্রাদ্ধান্তে ভোজন করেন।

কার্ত্তিক, ১৩১৭।

জেলা খুলনা, আলাই গ্রামে শ্রীযুক্ত হীরালাল ঘোষ দেববর্ম্মা মহাশয়ের পত্নীর আদ্যশ্রাদ্ধ দ্বাদশ দিবসে অশৌচান্ত হইয়া সুসম্পন্ন হইয়াছে।

ভারতবর্ষে বিভিন্ন জাতি।

আজকাল্ ধুয়া উঠিয়াছে যে ভারতবর্ষ বহুবিধ বিভিন্ন জাতির আবাস ভূমি; তাহাদের একতা নাই, একজাতীয়তা জ্ঞান নাই; তাহারা ব্রিটিস সিংহের শাসনাধীন এই মাত্র তাহাদের একতা। কথাটা কি সত্য যে বাঙ্গালী, বিহারী, উড়িয়া, পাঞ্জাবি, মহারাষ্ট্রী, গুজরাটী, ত্রৈলঙ্গী, কানারী প্রভৃতি ভারতবর্ষের বিভিন্ন বিভাগ বাসীগণ বিভিন্ন জাতীয়া তাহারা চিরকালই পৃথক্ ছিল, এখন তাঁহারা একতার ভাণ করিতেছে? বঙ্গের অঙ্গ বিচ্ছেদের সময় একদল দেশ হিতৈষী যে বোল বলিতেছিলেন যে বাঙ্গালীদিগকে এক শাসনান্তর্গত করা হউক, তাহাতে মনে হইতে পারে ভারতবাসিরা আপনাদিগকে বিভিন্ন জাতীয় মনে করে, কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ভুল। বাস নিবন্ধন সামান্য পার্থক্য জাতীয় বিভিন্নতার কারণ বা নিদর্শন হইতে পারে না। ইংলণ্ড, ওয়েলস্, স্কটলণ্ড ও মানদ্বীপে বাসিন্দাগণের পরস্পরের পার্থক্য আছে, ভাষার পার্থক্য, আচারের পার্থক্য তা বলিয়াই কি তাহাদিগকে বিভিন্ন জাতীয় বলিতে হইবে? ফ্রান্সের ভিন্ন ভিন্ন

প্রদেশের লোকদিগের সামান্য সামান্য পার্থক্য আছে বলিয়াই কি বলিতে হইবে যে ফরাসীগণ একজাতীয় নহে? আমরা মনে করি যে কয়েকটী বব্বরজাতি ব্যতীত ভারতবর্ষীয়গণ একজাতীয়।

বাঙ্গলাদেশে কায়স্থ আছে, বিহারে কায়স্থ আছে, যুক্তপ্রদেশে কায়স্থ আছে, পঞ্জাবে কায়স্থ আছে, বোম্বাই প্রভৃতি পাশ্চাত্যভারতে কায়স্থ আছে। তাহারা মূলতঃ এক ব্যবসাবলম্বী, তাহারা সংস্কারাদিতে এক, তাহারা এক চিত্রগুপ্তদেবের সন্তান, তাঁহারা বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ যাজিত; সংস্কৃত তাহাদের আদি ও পূজিত ভাষা এবং তাহাদের ভাষার পার্থক্য অকিঞ্চিৎকর। তবুও কি বলিতে হইবে যে তাহারা ভিন্ন দেশে নিবাসের জন্য পৃথক্ পৃথক্ জাতীয়। বেশে যৎকথঞ্চিৎ পার্থক্য থাকিলেও আকারে পার্থক্য নাই। তবে ঘটনাক্রমে আমরা পরস্পরকে সময়ে সময়ে ভিন্ন মনে করি; পরস্পরের সহিত আহার ব্যবহার না থাকায়, বৈবাহিক সম্বন্ধ না থাকায় আমরা যেন ভিন্ন হইয়াছি। কিন্তু এ সকল বিভিন্নতার কারণ নহে, জাতীয়তা ভেদের কারণ নহে। আমরা বাঙ্গালী কায়স্থ, আকার এক, বেশ এক, ভাষা এক, রীতিনীতি প্রায়ই এক, অথচ আমাদের ভিতর শ্রেণী আছে। আমরা চারিশ্রেণীর উত্তর রাঢ়ী, দক্ষিণ রাঢ়ী, বঙ্গজ ও বারেন্দ্র। কেবল তাহাই নহে, আমাদের ভিতর অন্য শ্রেণীর কায়স্থ আছে, মধ্যশ্রেণী, উৎকলশ্রেণী, পাশ্চাত্যশ্রেণী। এই সকল শ্রেণীর পরস্পরের চলন নাই বলিয়াই কি বলিতে হইবে যে তাহারা ভিন্ন ভিন্ন জাতীয়। বিহার বা পঞ্জাবের মহারাষ্ট্র বা কন্‌কেন্ প্রদেশের, ত্রৈলঙ্গ বা তামীর প্রদেশের কায়স্থগণের সহিত আমাদের যে প্রভেদ, আমি দক্ষিণ রাঢ়ীয়, আমার সহিত বারেন্দ্র কায়স্থের প্রভেদ বড় একটা বেশী নহে।

অনেক শ্রেণীর কায়স্থেরা মনে করেন যে তাহারা অপর শ্রেণীর কায়স্থ অপেক্ষা উচ্চ পদস্থ। কেন? এরূপ মনে করায় কি কোন বিশিষ্ট কারণ আছে? কিছুই নাই, আমাদের পরস্পরের মধ্যে পদের তারতম্য নাই। দুই বিভিন্ন প্রকারের জিনিষের তুলনা হয় না। গোলের চতুষ্কোণের সহিত তুলনা হয় না। কবি কালীদাসকে ভাস্করাচার্য্যের সাহিত তুলনা করা যায় না। সঙ্কীর্ণ শ্রেণীভেদের গৌরববোধ মানবসমাজে নিতান্ত হেয় হওয়া উচিত। আমরা অপর শ্রেণীর কায়স্থ অপেক্ষা কিসের বড়?

এই অকারণ বড়ত্বভাব তিরোহিত হইলেই আমাদের মঙ্গল, বাঙ্গলার মঙ্গল, ভারতবর্ষের মঙ্গল। আমরা সমান মনে করিয়া এক হইতে পারিলেই চিত্রগুপ্তদেবের সুসন্তানদিগের মঙ্গলময় একতা সম্পাদিত হইবে। কোন কোন শ্রেণীর

দুই একটী আচার মন্দ বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থদিগের বরপণ প্রথা কতদূর ঘৃণিত তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

আন্তর্গণিক সম্বন্ধে অনেক সময়ে আমরা অনেক কথা বলিয়াছি, কিন্তু পুনরুক্তিতে দোষ নাই। অনেক সময়েই কথা এক কাণ দিয়া প্রবেশ করিয়া অপর কাণ দিয়া বাহির হইয়া যায়, মস্তিষ্কে তাহার রেখা অঙ্কিত হয় না। রেখার রীতিমত অঙ্কণের জন্য পুনরুক্তি আবশ্যক।

ব্রাহ্মণগণ ভূদেব। তাঁহারা সকলেই অন্য বর্ণের পূজ্য। তাঁহাদের আবার ইতর বিশেষ কি? কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহাদের মধ্যেও শ্রেণী ভেদ। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ, পাশ্চাত্য দ্রাবিড়ী, কনকেনি, মহারাষ্ট্রী ইত্যাদি ইত্যাদি। আবার কেবল দেশভেদে শ্রেণীভেদ নহে; একা বাঙ্গালা দেশেই ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী। তাঁহাদের পরস্পরে আদান প্রদান নাই, আহার ব্যবহার নাই, যেন তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের। এরূপ পার্থক্যের কারণ কি? এক দেবতার অপর দেবতার সহিত এরূপ ব্যবহার কেন? তাঁহারা সকলেই বেদাধিকারী, সকলেই দশবিধ সংস্কার পরিশোধিত, অথচ একের স্পৃষ্ট অন্ন অপরে ভোজন করিবেন না। তাঁহাদের সম্বন্ধ হওয়ায় আপত্তি কিছু দেখা যায় না। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে ভারতবর্ষের বাহিরের লোকে মনে করিয়া থাকে যে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মণগণও ভিন্ন ভিন্ন জাতির অন্তর্গত। বস্তুতঃ তাঁহারা এক, হিন্দুর চক্ষে তাহাদের পার্থক্য নাই।

ভারতবর্ষীয় প্রজাসমষ্টির জাতীয়তা বুঝিতে বিশেষ আয়াসের আবশ্যকতা হয় না। রামায়ণ ও মহাভারতে প্রাচ্য আর্য্যগণের এক জাতীয়তার বিলক্ষণ নিদর্শন আছে। উত্তরে হিমগিরি শ্রেণী, দক্ষিণে মহাসাগর, পূর্ব্বে মণিপুর ও পশ্চিমে গান্ধার, পুরাকালে এই বিস্তীর্ণ ভূভাগ আর্য্যজগতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই ভূভাগবাসী সকলেই একজাতীয় ছিল। যুধিষ্ঠির, অশোক প্রভৃতি সম্রাটগণ এই ভূভাগের আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়া প্রাচ্য আর্য্যেশ্বর হইয়াছিলেন। ইহাই মোগল সম্রাটদিগের হিন্দুস্থান। আজ কাল্ ভিন্ন জাতির কথা উঠিয়াছে কিন্তু অর্দ্ধ শতাব্দ পূর্ব্বে এ কথা ছিল না। তখন ভারতবর্ষের একতার প্রতি কেহ সন্দেহ করিতেন না। ভেদ ভাব, ভেদ বুদ্ধি নূতন সৃষ্টি। কিন্তু ভারতবর্ষের হিতার্থ আমাদের সকলের একতা আবশ্যক। ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণের, কায়স্থ প্রভৃতি সকল জাতিরই পার্থক্য লুপ্ত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

শ্রীসারদাচরণ মিত্র দেববর্ম্মা।

গৃহস্থের ধর্ম্ম।

ব্রহ্মচর্য্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতানন্তর।)

পাঠক মহাশয়গণ যদি কৃপা করিয়া পূর্ব্বলিখিত শাস্ত্র বচন সমূহ অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে দেখিয়াছেন, শাস্ত্র উপস্থেন্দ্রিয় নিগ্রহের প্রতিই বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া সমুদয় উপদেশ দিয়াছেন। এই নিমিত্ত, "ব্রহ্মচর্য্য" অর্থে প্রায়শঃই কামেন্দ্রিয় সংযম অথবা শুক্রধারণ বুঝায়। ব্রহ্মচর্য্যের অন্যান্য নিষেধের মধ্যে ভিক্ষাচর্য্য এবং হোম এই দুইটীও অতিশয় প্রয়োজনীয় বিধি। সুস্থ শরীরে ক্রমাগত এক সপ্তাহকাল ভিক্ষাচর্য্য ও হোমকার্য্য করিতে অবহেলা করিলে ব্রহ্মচারীকে "অবকীর্ণীব্রত" করিতে হয় (১); এই ব্রত করিলেই তাঁহার ব্রহ্মচর্য্য অস্খলিত থাকে। কিন্তু ইচ্ছাপূর্ব্বক শুক্র স্খলিত হইতে দিলে, সে পাপের আর প্রায়শ্চিত্ত নাই, সে পাপ করিলে ব্রহ্মচর্য্য নষ্ট হইয়া যায় (২)। ব্রহ্মচর্য্য নষ্ট হইয়া গেলে দ্বিজ সন্তানের পক্ষে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল। যাঁহার ব্রহ্মচর্য্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাঁহার পক্ষে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ নিষেধ। অধুনা আমাদের দেশে "মাট্রিকুলেশন" অথবা প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে কেহই যেমন উচ্চশিক্ষা লাভার্থ কলেজে প্রবেশাধিকার পান না, তদ্রূপ প্রাচীন ভারতে অস্খলিত ভাবে ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করিতে না পারিলে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশের অধিকার পাইতেন না। মহর্ষি মনু বলিতেছেন,—

"বেদানধীত্য বেদৌ বা বেদং বাপি যথা ক্রমম্
অবিপ্লুত ব্রহ্মচর্য্যো গৃহস্থাশ্রম মাবিশেৎ॥" মনু ৩য়, ২য় শ্লোক।

অর্থাৎ সমগ্র বেদ, দুই বেদ অথবা অভাবপক্ষে একটী বেদ পাঠ সমাপ্ত করতঃ ব্রহ্মচর্য্য অস্খলিত রাখিয়া (দ্বিজ) গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবেন। আর্য্য প্রাধান্য কালে এই নিয়মের ব্যভিচার হইতে পারিত না। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম অপালন করিলে অপরাধীকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত,—অধিক কি তাহাকে কঠিন রাজদণ্ড ও গ্রহণ করিতে হইত। মহর্ষি দক্ষ ও অত্রি বলেন,—

"যো গৃহাশ্রমমাস্থায় ব্রহ্মচারী ভবেৎ পুনঃ।
ন যতির্ন বনস্থশ্চ সর্ব্বাশ্রম বিবর্জ্জিতঃ॥৯॥
অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেত্তু দিন সেকমপি দ্বিজঃ।
আশ্রমেন বিনা তিষ্ঠন্ প্রায়শ্চিত্তীয়তে হি সঃ॥১০॥

দক্ষ সংহিতা, ১ম অধ্যায়।

"যে ত্যক্তারঃ স্বধর্ম্মস্য পরধর্ম্মে ব্যবস্থিতাঃ।
তেষাং শাস্তিকরো রাজা স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥১৭॥
অত্রি সংহিতা ১ম অধ্যায়।"

অর্থাৎ যে ব্যক্তি গৃহস্থাশ্রমের আচরণ করিয়া (শুক্রস্খলনাদি) পরে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে প্রবেশ করে সে সর্ব্বাশ্রম হইতে বিচ্যুত হয় এবং পরে সে বানপ্রস্থাশ্রম অথবা ভিক্ষু আশ্রমে প্রবেশের অধিকারী হয় না। দ্বিজ এক দিনের জন্যও বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম হইতে চ্যুত হইবেন না, হইলে তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। যাঁহারা নিজ বর্ণোচিত ও আশ্রমোচিত ধর্ম্মত্যাগ পূর্ব্বক অপর বর্ণ ও আশ্রমের বিহিত ধর্ম্মানুষ্ঠানে রত হন, তাঁহাদিগের দণ্ড প্রদাতা রাজা স্বর্গলোক প্রাপ্ত হন। সেই প্রাচীন কালে দ্বিজগণ আশ্রম ধর্ম্ম প্রতিপালন পুরঃসর লোক যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন এবং অনাশ্রমীগণকে সমাজ হইতে বহিষ্কৃত ও পতিত হইতে হইত। অতএব ব্রহ্মচর্য্য ব্রত সযত্নে রক্ষা করা সকলেরই পক্ষে পরমাবশ্যক ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইত।

কেবলমাত্র শুক্রস্খলিত হইলেই যে, ব্রহ্মচর্য্যভ্রষ্ট হইয়া যাইত তাহা নহে;—মৈথুনের কোন অংশমাত্র আচরিত হইলেই ব্রহ্মচারী অধঃপতিত হইতেন। হিন্দু শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন,—

"স্মরণং কীর্ত্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্য ভাষণম্।
সংকল্পোধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়া নিষ্পত্তি রেবচ ॥
এতন্মৈথুন মষ্টাঙ্গং প্রবদন্তি মনীষিণঃ।
ন ধ্যাতব্যং ন বক্তব্যং ন কর্ত্তব্যং কদাচন ॥"

মৈথুন-আট প্রকার যথা,—(১) স্ত্রীর স্মরণ বা ধ্যান, (২) তাঁহার সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা, (৩) ক্রিয়া, (৪) কামভাবে দর্শন, (৫) রহস্যালাপ, (৬) সঙ্গমের অভিলাষ, (৭) তৎপক্ষে নিশ্চয়তা ও (৮) প্রকৃত সঙ্গম। এই আট প্রকার মৈথুনের কোন প্রকারই ভাবিতে নাই তৎসম্বন্ধে কীর্ত্তন করিতে নাই বা আচরণ করিতে নাই।

উল্লিখিত উপদেশাবলী প্রণিধান করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে, উল্লিখিত অষ্টপ্রকার আচরণই দোষাবহ। পাঠ্যাবস্থায় এই সমস্ত ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত থাকিবার জন্য শাস্ত্রকারগণ পুনঃ পুনঃ উপদেশ দিয়াছেন। কীমভাবে

(৯) অকৃত্বা ভৈক্ষা চরণমসমিধ্য স পাবকম্।
অনাতুরঃ সপ্তরাত্রমবকীর্ণিব্রতং চরেৎ ॥ ২ ॥ ১৮৭ ॥ মনু ॥
(২) একঃ শয়ীত সর্ব্বত্র ন রেতঃ স্কন্দয়েৎ ক্বচিৎ।
কামাদ্ধি স্কন্দয়ন্ রেতো হিনস্তি ব্রতমাত্মনঃ ॥ মনু। ২। ১৮০ ॥

সুন্দরী নারীদিগের চিত্র দর্শন, স্ত্রীগণের সহিত পত্রালাপ, স্ত্রীজনের সহিত একত্রাবস্থান, আদি রসাত্মক কাব্য নাটকাদি পাঠ, যাত্রা থিয়েটার প্রভৃতি দর্শন, শ্রবণ যে বিদ্যার্থীদিগের পক্ষে নিতান্ত গর্হিত তাহা বোধ হয় বিশেষ করিয়া বলিয়া দিতে হইবে না। মহাকবি কালিদাস, বাণভট্ট, জয়দেব, ভারতচন্দ্র, সেক্ষপীয়ার বায়রণ প্রভৃতির কাব্য নাটক কাব্যাংশে অতিশয় মনোহর হইলেও ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায় উহাদের অধ্যয়ন নিষিদ্ধ হওয়া উচিত, তাহা বোধ হয় অনেকেই স্বীকার করিবেন। ফলতঃ যাহাতে কাম রিপুর উত্তেজনা হয়, তৎসমুদায় নির্ম্মমভাবে ত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণের স্বাধীন ও অনিয়ন্ত্রিত কার্য্যাবলী পর্য্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বোধ হয় যে সমস্ত ইন্দ্রিয়ই কামেন্দ্রিয়ের উত্তেজনার জন্য চেষ্টা করে। রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শ জ্ঞান যৌবনে কোন্ পথে লইয়া যায় তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন। সুস্নিগ্ধ সুদৃশ্য চন্দ্রালোক, মনোহর সুগন্ধি ও সুদৃশ্য পুষ্পসমূহ, সুখস্পর্শ মলয় সমীরণ ও চন্দনসেক প্রাণোন্মাদকারি সুমিষ্ট কোকিল কূজন অথবা ততোধিক সুমিষ্ট কণ্ঠ ও যন্ত্র সঙ্গীত প্রভৃতি ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয়গুলি যুবক যুবতীর চিত্তকে কোন্ দিকে লইয়া যাইতে চেষ্টা করে, তাহাও অনেকে লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছেন। প্রকৃতির সমস্ত পদার্থ জ্ঞান আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বার দিয়া প্রবেশ করতঃ সেই একদিকে,—মানুষকে চালিত করে। যৌবনে জড় প্রকৃতি কুসুমায়ুধের অসাধারণ সাহায্য করিয়া থাকে। মানবচিত্ত তত্ত্বজ্ঞ, প্রকৃতি রহস্যবিদ্ দূরদর্শী জ্ঞাননেত্র মহর্ষিগণ সেই হেতুই ব্রহ্মচারীর পক্ষে মৎস্য মাংস মদ্য মৈথুন প্রভৃতি তাবৎ "ম" কারের নিষেধ করিয়া গিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বিলাসোপকরণ ব্যবহার করিতে বারণ করিয়াছেন। আজও যে এই মৃতকল্প হিন্দু সমাজে লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী বিধবা নারী এই প্রবৃত্তি ময় যুগে সলিলস্থিত কমলদলের ন্যায় অনাচারও বিলাসের মধ্যে থাকিয়াও অস্খলিত ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করতঃ জগতে আর্য্যনারী মহিমার বিমল জ্যোতি বিস্তার করিতে সক্ষম হইতেছেন, সে কেবল শাস্ত্রোক্ত সংযম সমুদায় অক্ষুব্ধ চিত্তে পালন করিতেছেন বলিয়া। আজ যদি তাঁহাদিগের একাহার ও যত্যাচারের পরিবর্ত্তে তাঁহাদিগকে মৎস্য মাংস কাবাব পোলাও প্রভৃতি আহার করিতে,—পিয়ার্সন, গসনেল প্রভৃতি সুগন্ধি সাবানে দেহ মার্জ্জনা করতঃ কুন্তলীন প্রভৃতি বিলাস সাধন কেশতৈল দ্বারা কেশপ্রসাধন করিতে, এসেন্সের ও পুষ্পমাল্যাভরণাদির ব্যবহার করিতে, সুসূক্ষ্ম সেমিজ শাড়ী বারসেট প্রভৃতি পরিতে, হীরক মণি মাণিক্যাদি খচিত ব্রেশলেট, নেকলেসাদি ধরিতে শিক্ষা দেন, তাহা হইলে আমি নিশ্চয় বলিতে

পারি যে অত্যল্প কালের মধ্যেই আমাদিগের গৃহে এরূপ দৃশ্য দেখিতে পাইব যে আজ তাহা স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারিনা। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের নিষেধ বিধি গুলি আলোচনা করিয়া দেখিলে আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারি যে ইন্দ্রিয় সংযম এবং চরিত্রগঠনের এরূপ সুন্দর উপায় আর কোন সভ্যদেশেই উদ্ভাবিত হয় নাই। আমাদিগের পরম দুর্ভাগ্য যে গৃহের মণিমাণিক্য অবহেলা করিয়া বিদেশের কাচ-খণ্ডের আদর করিবার জন্য প্রাণাতিপাত করিতেছি।

অনেকে,—অনেকে নহে, কেহ কেহ,—হয়ত প্রশ্ন করিবেন, "ভাল"—ব্রহ্মচর্য্য অর্থে কামেন্দ্রিয় সংযম অথবা শুক্রধারণ বুঝায় বটে, ব্রহ্মচর্য্য ব্রতের বিধি নিষেধ ইন্দ্রিয় সংযমের মুখ্য উপায় ও বটে, কিন্তু এই শুক্রধারণ অথবা ব্রহ্মচর্য্য পালনে লাভ কি? আর ব্রহ্মচর্য্য অপালনে ক্ষতিই বা কি?" যদি আমাদের পাঠকবর্গের মধ্যে এরূপ প্রশ্নকারক কেহ থাকেন,—তাঁহাকে করজোড়ে অনুরোধ করি, দেশের আশার স্থল, সুখের আশা, সর্ব্বপ্রকার ভরসা যুবক যুবতী-দিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। বিশ্ব বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র বৃন্দকে দেখুন,—চতুর্দ্দশ হইতে বিংশবর্ষীয়া নব যুবতীদিগের প্রতি দেখুন। আমাদের দেশের ভদ্র গৃহের বালিকারা যে ষোড়শ বয়সের পূর্ব্বেই স্বাস্থ্য, শ্রী এবং রূপ সমস্তই হারাইয়া কঙ্কালসার মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন, তাহা বিদেশীয়গণ বিশ্বাস করিবেন না। তাঁহাদিগের দুর্দ্দশার কথা লিখিতে আমাদের লেখনী অক্ষম। এক্ষণে যুবকদিগের কথাই বলিব। এই বিংশবর্ষাপেক্ষা অল্পবয়স্ক নব যুবকদিগের মধ্যে অনেকেই শীর্ণ, রুগ্ন ম্লান। চক্ষুতে দীপ্তি নাই, দেহে লাবণ্য নাই, মুখে হাসি নাই। বিলাসোচিত পরিচ্ছদে ও বেশ ভূষায় শরীরের শীর্ণতা চাপা দিবার বৃথা চেষ্টা তাঁহারা করেন বটে কিন্তু নিত্যই অজীর্ণ, অম্ল প্রভৃতি পাকযন্ত্রের পীড়ায়, দৈহিক ও মানসিক অবসাদে এবং প্রকৃত স্ফূর্ত্তির অভাবে, তাঁহাদের সে চেষ্টা কেবলমাত্র এক উপ-হাসে পর্য্যবসিত করে। তাঁহাদের অবসন্ন ম্লান মূর্ত্তি, গ্লানিযুক্ত ধীরপদক্ষেপ, নৈরাশ্য ব্যঞ্জক মুখ, চশমাচ্ছাদিত নিষ্প্রভ কোটরগত চক্ষু দেখিলেই দূরদর্শী ডাক্তার কবিরাজ তাঁহাদের প্রকৃত রোগ অল্পায়াসেই বুঝিতে পারেন। "শারিরীক শ্রমের অভাব"—বলিয়া পাশ কাটাইলে চলিবে না। ক্রিকেট, ফুটবল ব্যাড-মিণ্টন্ টেনিশ প্রভৃতি নানাবিধ ক্রীড়া, জিম্‌ন্যাষ্টিক, ও নিত্য সান্ধ্যভ্রমণ কি প্রচুর শারীরিক পরিশ্রম নহে? "পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব"—ও এই পীড়ার কারণ নহে। জাপানীরা ভাত, আইরিসেরা আলু, আরবীয়েরা খেজুর খাইয়া সুরাসুরের বল ধারণ করেন, আমাদের বাবাজীবনেরা রুটি লুচি পোলাও কালিয়া

খাইয়াও এরকম চিঁ চিঁ করেন কেন? পক্ষান্তরে, যাহাদিগকে আমরা অসভ্য বলিয়া ঘৃণায় নাসিকাসঙ্কোচ করি ও গাত্রগন্ধে ভীত হইয়া শতহস্ত দূরে সরিয়া যাই, প্রকৃতিদেবীর প্রিয়পুত্র সেই কোল সাঁওতাল, ওরাং খাসিয়া ভুটিয়া প্রভৃতি "অনার্য্য" জাতিদিগের যুবক দিগকে দেখুন দেখি! তাহারা দিনান্তেও হয়ত একবার পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, তথাপি কেমন বলিষ্ঠ, কেমন স্বাস্থ্যশ্রী-ভূষিত, কেমন উজ্জ্বল নয়ন স্মেরানন! "পুষ্টিকর খাদ্য"! সেকালে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে ভিক্ষান্নে যথা কথঞ্চিৎ একবার উদরের একভাগ পূরণ করিয়া কত লক্ষ লক্ষ পুরাণেতিহাস বিশ্রুত মহাবীর, মহা বিদ্বান দেবর্ষি মহর্ষি জন্মগ্রহণ করিয়া গিয়াছেন। কেহ কেহ ক্রন্দন করেন,—"পাঠ্য পুস্তকের গুরুভারে নবনীতের পুত্তলিগণ নিষ্পেষিত হইয়া গেল! "হায়! এই সেই ভারতবর্ষ যথায় পঞ্চম ষষ্ঠ অথবা অষ্টমাদি বর্ষে ব্রাহ্মণাদি দ্বিজসন্তান উপনীত হইয়া গুরুগৃহে অবস্থান পূর্ব্বক ব্যাকরণ মহাভাষ্য, শিক্ষা, কল্প, ছন্দশাস্ত্র, নিরুক্ত জ্যোতিষ, ঋক্ যজুঃ সাম অথর্ব্বাদি বেদসংহিতা, আরণ্যক, উপনিষদ্, ব্রাহ্মণ, সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশে-ষিক, পূর্ব্ব ও উত্তর মীমাংসাদি সমেত সাঙ্গ সোপাঙ্গ সরহস্য বেদশাস্ত্র ও তদনন্তর গৃহ্যাদি সূত্র, মানবাদি ধর্ম্মশাস্ত্র, ধনুর্ব্বেদ, গন্ধর্ব্ববেদ, অর্থবেদ, ও আয়ুর্ব্বেদ এই চারি উপবেদ, মহাভারতাদি ইতিহাস মহাপুরাণ উপপুরাণ, কাব্যাদি অপরা ও পরা বিদ্যার অসংখ্য অসংখ্য পুস্তক স্বহস্তে লিখিয়া পাঠ করিত এবং পাঠান্তে সুখে স্বচ্ছন্দে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিয়া পরবর্ত্তী কালের জন্য নিজ নিজ অপ্রতি-দ্বন্দী আদর্শ রাখিয়া যাইত, সেই ভারতবর্ষে সেই আর্য্যদিগের বংশধরগণ বিলাতী বিদ্যার একডজন ক্ষুদ্র পুঁথির চাপে মারা যাইবার সম্ভাবনা হইয়া উঠিয়াছে! বিদেশী ভাষা শিক্ষা মহা কষ্টকর ব্যাপার—ইহাতেই ছেলেগুলা মারা গেল!" বলিয়া যে সকল বহুদর্শী ব্যক্তি শোক করেন,—তাঁহারা একবার চতুঃষষ্ঠি "কলা"র কথা স্মরণ করুন। সেই প্রাচীন সময়েও যাঁহারা বিদ্বান্ বলিয়া ভদ্র সমাজে পরিচয় দিবার অভিমান করিতেন, তাঁহারা সকলেই চতুঃষষ্ঠি কলায় পারগ হিলেন। ইংরাজী ভাষা না হউক তদানীন্তন দেশভাষা ম্লেচ্ছভাষা প্রভৃতিতে তাঁহারা সুশিক্ষিত হইতেন। পাণ্ডবদিগের বনযাত্রা কালে ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য বিদুর ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে ম্লেচ্ছভাষায় কয়েকটী উপদেশ দিয়াছিলেন, বোধ করি মহা ভারত পাঠক মাত্রেই তাহা অবগত আছেন। যুধিষ্ঠির সেই ম্লেচ্ছভাষা বুঝিয়া ছিলেন,—সুতরাং সেকালে রাজপুত্রেরাও ম্লেচ্ছাদির ভাষা শিখিতেন, দেখা যাই-তেছে। তাই বলিতেছি এই যে আমাদের যুবকবৃন্দের এরূপ শোচনীয় শারীরিক

ও মানসিক অবস্থা ঘটিয়াছে তাহার কারণ পরিশ্রম ও পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব অথবা পাঠ্যপুস্তকের অত্যধিক ভার নহে,—তাহার কারণ ব্রহ্মচর্য্যহানি। অধুনাতন দেশীয় ও ইংরাজী ভাষার সংবাদ ও সাময়িক পত্রের বিজ্ঞাপন স্তম্ভে আপাদ মস্তক স্নায়বিক দুর্ব্বলতা ও আরও অকথ্য অসংখ্য রোগের ঔষধের প্রশংসায় পরিপূর্ণ। এই বিজ্ঞাপনগুলি সমস্বরে উচ্চকণ্ঠে বলিয়া দিতেছে যে এদেশের যুবকগণ ব্রহ্মচর্য্যের হানি করতঃ অতি সত্বর ধ্বংসের মুখে দ্রুত অগ্রসর হইতেছেন। ইংরেজের রাজ্য শাসনের দোষ, জলবায়ুর দোষ, সূর্য্যরশ্মির দোষ, বঙ্গমাতার দোষ—এই সকল মিথ্যা দোষারোপ করিলে চলিবে না! যুবকগণের ব্রহ্মচর্য্য হানি অথবা চরিত্রচ্যুতি এই মহা ভয়াবহ সার্ব্বজনিক পীড়ার নিদান। ব্রহ্মচর্য্যহানি হইতে এরূপ পীড়ার উদ্ভব কেন হইল,—তাহা বারান্তরে বলিবার চেষ্টা করিব।

ক্রমশঃ

শ্রীঅখিলচন্দ্র পালিত।

পণ প্রথার বিষময় ফল।

(গল্প*)

(১)

"বিনোদ! বিনোদ! আমাদের একটী বড় সুন্দর বাছুর হয়েছে, দেখবে এসত?

সুসজ্জিত বারান্দার এক পাশে একখানি চৌকীতে বসিয়া একজন ষোড়শ বর্ষীয় যুবক নিবিষ্টচিত্তে পুস্তক পাঠ করিতেছে; এমন সময় একটী অষ্টম বর্ষীয়া বালিকা দৌড়াইতে দৌড়াইতে আসিয়া যুবকের কাছে দাঁড়াইয়া এরূপ বলিল—

যুবকের কাণে এই কথা প্রবেশ করিল কি না জানি না। সে একবার মাত্র বালিকার মুখের দিকে চাহিয়া আবার পাঠে মনোনিবেশ করিল। বালিকা ক্ষণকাল সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল। অবশেষে যুবকের কাছ হইতে কোনও প্রত্যুত্তর না পাইয়া, সে ধীরে ধীরে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

ক্ষণকাল পরে যুবক বইখানি বন্ধ করিয়া বাহিরে আসিয়া "সুশীলা" "সুশীলা" বলিয়া ডাক দিল। কিন্তু কেহই কোন উত্তর দিল না। তখন বিনোদ রাস্তায় আসিয়া দেখিল সুশীলা ধীরে ধীরে গৃহাভিমুখে চলিয়া যাইতেছে। সে বেগে গিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল।

"কোথায় যাচ্ছ সুশীলা?

সুশীলা নিরুত্তর।

"কি বল্‌ছিলে সুশীলা," বিনোদ আবার বলিল, "আমি পড়ায় ব্যস্ত ছিলাম, তাই তোমার কথা ভাল শুন্‌তে পেলাম না। আমাদের পরীক্ষার সময় আসিতেছে জানত, আজকাল খুব বেশী করে পড়তে হয়।"

সুশীলা মুখ ভার করিয়া বলিল—"তা তোমাকে ত' আমি আস্‌তে বলি নাই, তুমি এলে কেন? পড়া ক্ষতি হবে যে।"

বিনোদ একটু লজ্জিত হইল, বলিল—"না, তা বলে কি আর সমস্ত দিন পড়্‌তে হয়? তুমি কি বল্‌ছিলে সুশীলা?"

সুশীলা। "এমন কিছু না।"

বিনোদ। "রাগ করেছ সুশীলা? বলনা—কি হয়েছে?"

সুশীলা। "তোমার উপর আবার রাগ করব কি? ছেড়ে দাও, আমি যাই।"

বিনোদ বুঝিল, অন্য উপায় না করিলে সুশীলা এখন শান্ত হইবে না। তাই বলিল "সুশীলা, সত্য কথা বল্‌তে কি, রাগ কর্‌লেই তোমার মুখখানি খুব ভাল দেখায়।"

সুশীলা লজ্জিতা হইল! এবার সে হাসিয়া ফেলিল, অন্যকথা পাড়িবার ছলে সে বলিল—"বিনোদ, আমাদের খুব সুন্দর একটী বাছুর হয়েছে দেখবে চল।"

বিনোদ বলিল—"তবে চল।"

(২)

বিনোদবিহারীর পিতার নাম উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁহার বয়স চল্লিশের বেশী নয়। তিনি কোন কাজকর্ম্ম করিতেন না, তাঁহার জমিজমা হইতে বার্ষিক দুই হাজার টাকা আয় হইত। তাঁহাতেই তিনি বেশ সুখে সচ্ছন্দে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন, তাঁহার স্ত্রীর নাম সুনীতি। বিনোদ বিহারীই তাঁহাদের একমাত্র সন্তান।

বিনোদ কলিকাতায় পড়িত। এ বৎসর সে এণ্ট্রেন্স পড়িতেছে। যখনই তাহার স্কুল বন্ধ থাকিত তখনই সে বাটীতে আসিত। সুতরাং তাহার পিতা নিজেই তাহার পড়া শুনা দেখিতেন।

উপেন্দ্র বাবু বেশ ভাললোক বলিয়া গ্রামের মধ্যে খ্যাতি আছে। তিনি

* ত্রিশূল পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল কাঃ সম্পাদক।

যেমন তাহার স্ত্রীও অনেকটা সেইরূপ। কিন্তু টাকা পয়সার বিষয়ে, তাঁহারা উভয়েই বড় কষা।

সেই পাড়াতেই অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নামে আর একজন লোক বাস করিত। উপেনবাবু ও অধরবাবুর মধ্যে একটু বন্ধুত্বও আছে। অন্য কোন গ্রামবাসীর সঙ্গে তেমন নাই। অধরবাবুর অবস্থা ভাল নহে। তিনি গ্রামের স্কুলে মাষ্টারি করিয়া যা ১০।১৫ টাকা বেতন পান এবং তাঁহার দুই বিঘা জমী হইতে যাহা কিছু উৎপন্ন হইত তাহাতেই তিনি কোনও মতে কাল কাটাইতেন। পরিবারের মধ্যে তাঁহার এক বিধবা ভগ্নী এবং একমাত্র কন্যা সুশীলা। প্রায় আট বৎসর হইল, সুশীলার বয়স যখন মোটে দুই বৎসর তখনই অধর বাবুর স্ত্রী মারা গিয়াছেন। সেই অবধি তাঁহার বিধবা ভগ্নীই সুশীলাকে মানুষ করিয়াছে। হয়ত অধর বাবু আবার বিবাহ করিতেন, কিন্তু সুশীলাকে তিনি বড়ই স্নেহ করিতেন, কি জানি তাহার কষ্ট হয়, এই ভয়েই আর বিবাহ করেন নাই।

সুশীলার নামটী যেমন, তাহার স্বভাব চরিত্রও সেইরূপ শান্ত। চেহারাও বড় সুন্দর। বেশ গোলগাল মুখখানি, চোখ দুটী বড় বড়, তাকে দেখ্‌লে লোকের কেমন মায়া বসে যায়। সুশীলার হাসিটি বড়ই মধুর।

যদিও ছোটকালেই তাহার মা মরিয়াছে, তথাপি কষ্ট কাহাকে বলে সুশীলা জানিত না। তাহার মুখে সর্ব্বদাই হাসি লাগিয়া থাকিত। সকলের সঙ্গেই সে অকপটে হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইত।

ছোটকাল হইতে বিনোদ ও সুশীলা একসঙ্গে বড় হইয়াছে। সর্ব্বদাই তাহারা একসঙ্গে খেলিত। কি জানি কেন, গ্রামের অন্য ছেলে মেয়ের সঙ্গে তাহারা বড় একটা মেলা মেশা করিতে ভালবাসিত না। তাহারা দুজনে খেলিতে ভালবাসে। কখনও বা দুইজনে গাছতলায় বসিয়া মালা গাঁথিত, কখনও বা বিনোদ গল্প বলিত, সুশীলাও তাহার বই লইয়া পড়িতে বসিত এবং কিছু বুঝিতে না পারিলে তাহা বিনোদের কাছে জানিয়া লইত। বিনোদও তাহাকে কোন কথা বুঝাইতে বিরক্ত হইত না। বিরক্ত হইলেও উপায় নাই, কারণ সুশীলা রাগ করিয়া বসে।

যখন হইতে বিনোদ কলিকাতায় গিয়াছে, তখন হইতে সুশীলা তাহার বাবার কাছেই পড়িত। কিন্তু বিনোদ আসিলেই সুশীলা আসিয়া উপস্থিত হইবেই ইহা নিশ্চয়। এইরূপে তাহাদের শিশুকাল আমোদে কাটিল।

(৩)

বিনোদ এণ্ট্রেন্স পাশ করিয়া এফ্ এ পড়িতেছে। আজকাল সে প্রায়ই বাড়ীতে আসিত না। কারণ তাহার পিতা পড়ার ক্ষতি হইবে বলিয়া তাহাকে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। কখনও কখনও আসিলেও দুই এক দিনের মধ্যেই ফিরিয়া যাইত, সুতরাং সুশীলার সঙ্গে আর তাহার দেখা হইত না। সেইজন্য তাহার কষ্ট হইত।

এ দিকে সুশীলাও অনেক দিন হইতে বিনোদের দেখা না পাইয়া বড়ই দুঃখিত হইয়াছে। "বিনোদ কেন আসে নাই," "কখন আসিবে" ইত্যাদি সে প্রায়ই বিনোদের মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া যাইত।

বিনোদ ও সুশীলার একরকম ভালবাসার কথা বিনোদের মা অনেক দিন হইতে দেখিয়া আসিতেছেন। তিনি মনে মনে ভাবিয়া ঠিক করিয়াছেন যে উহাদের দুজনের কোনও রূপে বিবাহ দিতেই হইবে।

একদিন তিনি স্বামীকে বলিলেন—

"আমাদের বিনোদের সঙ্গে সুশীলার বিয়ে দিলে ভাল হয় না? "মেয়েটীত দেখতে শুনতেও মন্দ নয়, স্বভাবচরিত্রও ভাল, একটু লেখাপড়াও শিখেছে আবার এদিকে গৃহ কাজও বেশ জানে।"

উপেন বাবু বলিলেন—"আচ্ছা দেখা যাবে।"

স্ত্রী। দেখা যাবে আর কি? একেবারে ঠিক করেই এস না।

স্বামী। অধরবাবু সম্মত হলে ত।

স্ত্রী। "তা তুমি একবার জিজ্ঞেস্ করে দেখ?"

স্বামী। তাও কি হয়? আমি আগে জিজ্ঞেস্ কর্ত্তে যাব কেন?"

স্ত্রী। তবে আমি তার পিসীমাকে আগে বল্‌ব দেখ্‌ব।

স্বামী। হাঁ তা কর্ত্তে পার। কিন্তু যদিও সে সম্মত হয় তা হলেও এখন বিয়ে হবে না। যে পর্য্যন্ত না বিনোদ বি এ পাশ করে, সে পর্য্যন্ত আমি তার বিবাহ দিচ্ছি না।

স্ত্রী। তা হ'লে এই সব কথাও তার পিসীমাকে বল্‌তে হবে?

স্বামী। না, তোমাকে তা বল্‌তে হবে না। আমি পরে সব ঠিক করে নেব। তুমি কেবল বলো "যে অধর বাবু যদি বিনোদের সঙ্গে সুশীলার বিয়ে দিতে চায়, তা হলে যেন আমার সঙ্গে সমস্ত কথাবার্ত্তা ঠিক করে।"

গৃহিণী বলিলেন—ভাল, তা হলে আমি এখনি চলিলাম্।

(৪)

অধরবাবু বাহিরে গিয়াছেন। সুশীলাও জল আনিতে গিয়াছে। পিসীমা রাঁধিবার আয়োজন করিতেছেন, এমন সময় বিনোদের মা তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। পিসীমা তাঁহাকে বসিতে দিয়া বলিলেন—

"কি দিদি কি মনে করে?"

বিনোদের মা বলিলেন—

"বোন, অনেক দিন আসি নাই তাই তোমাদের দেখ্‌তে এলেম।"

পিসিমা। বেশ করেছ দিদি, আমিও অনেক দিন যাব যাব বলে যেতে পারি নাই। তা তুমি এসেছ ভালই করেছ।

এইরূপে অন্যান্য কথার পর তাঁহারা বিনোদ ও সুশীলার কথা পাড়িলেন।

বিনোদের মা বলিলেন—

"বোন, আমাদের বিনোদ আর সুশীলার যে রকম মিল দেখ্‌ছি, তা তাদের দুজনের বিয়ে দিয়ে ভাল হয় না?"

পিসীমা। আমিও অনেক দিন থেকে এই কথা ভাব্‌ছি। কিন্তু তোমরা হলে বড়মানুষ, তাই কথাটা কারুর কাছে বলতে সাহস করিনি। এদের বিয়ে হ'লে ত' আমরা সবাই সুখী হতে পার্ব্বো। আহা ভগবান যেন তাই করুন।"

বিনোদের মা। তা হলে তুমি সুশীলার বাবাকে জিজ্ঞাসা করে দেখো, যদি তিনি সম্মত হন, তা হলে আমাদের বাবুর কাছে এই কথার প্রস্তাব কল্লেই ভাল হয়। কি বল বোন?

পিসীমা। "আচ্ছা আমি আজ দাদাকে বল্‌বো।"

অতঃপর অন্যান্য কিছু কথার পর বিনোদের মা বিদায় হইলেন।

* * * * *

সেইদিন অপরাহ্নে অধরবাবু উপেন বাবুর বাসায় উপস্থিত। অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তার পর তাঁহারা স্থির করিলেন যে বিনোদ বি এ পাশ করিয়া আসিলেই বিবাহ হইবে। কেন না এখন বিবাহ দিলে বিনোদের পড়ার ব্যাঘাত হইতে পারে। তদুপরি তাঁহারা হইলেন কুলীন, তায় আবার পাশ্চাত্য সভ্যতায় শিক্ষিত ব্যক্তি, তাঁহাদের মতে ছেলে মেয়ের ছোটকালে বিবাহ দেওয়া অনুচিত।

অধরবাবু একটু আপত্তি করিয়া বলিলেন যে, যদি পরে বিনোদের সঙ্গে সুশীলার বিবাহ না হয় তা'হলে তাঁহাকে কন্যাদান করিতে বড়ই বিপদে পড়িতে

হইবে। কারণ সুশীলার বয়স তখন ১৬।১৭ বৎসর হইবেন তাহার উত্তরে উপেনবাবু বলিলেন যে, কথা এতটা পাকাপাকির পর যে, তাহাদের বিবাহ হইবে না, এমন কথা ভাবাই তাঁহার উচিত হয় নাই।

সে সম্বন্ধে যেন অধরবাবু নিশ্চিন্ত থাকেন। অধর বাবুও সন্তুষ্টহইয়া বাসায় ফিরিলেন।

(৫)

আর পাঁচ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে সংসারের কত কি পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। সুশীলা এখন আর সেই ছোট মেয়েটী নাই। এখন সে বড় হইয়াছে, তাহার বয়স এখন ত্রয়োদশ বর্ষ। আজ-কাল সে কোথায়ও বেড়াইতে বা খেলিতে যায় না এমন কি তাহার উপেনবাবুর বাড়ীতে যাওয়াও বন্ধ হইয়াছে। এখন আর সে কারও কাছে বিনোদের কথা কয় না। বিনোদ বলিতেও আজকাল সে কেমন একটু সঙ্কুচিত হয়।

বিনোদ বি, এ, পাশ করিয়া ঘরে আসিয়াছেন, প্রথমে আসিয়াই তিনি সুশীলার খবর লইলেন। তিনি ভাবিতেছিলেন বুঝি সুশীলা এখনও আগেকার মতই আছে। কেন না এই সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসর তাঁহাদের দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। তিনি ভাবিলেন বুঝি সুশীলা আসিবে। কিন্তু সুশীলা আসিল না, তাই বিনোদ নিজেই তাহাদের বাড়ীতে চলিলেন।

সুশীলা শুনিলেন, বিনোদ বাড়ী আসিয়াছে। শুনিয়া তাহার মনে বড় আনন্দ হইল। একবার ভাবিল তাঁহাকে দেখিতে যাইবে। কিন্তু লজ্জা আসিয়া সেপথে বাধা দিল। সুতরাং বিনোদকে দেখা আর হইল না।

বিনোদ অধর বাবুর বাড়ীতে আসিয়াই দেখিলেন, সুশীলা গৃহ প্রাঙ্গন লেপন করিতেছে। তিনি তাহার একটু নিকটে গিয়া দাঁড়াইলেন। এমন সময়ে সুশীলা তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া মাথা তুলিয়া একবার তাঁহার দিকে চাহিয়াই আবার মাটি পানে চাহিল। কাহারও মুখে কথাটী নাই। কাষ্ঠ পুত্তলিকাবৎ উভয়ে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। সুশীলা ভিতরে যাইতে চাহিলেন, কিন্তু লজ্জায় তাহার পা অগ্রসর হইল না। বিনোদ তাহাকে কত কথা বলিব মনে করিয়া আসিয়া-ছেন, কিন্তু সে সময় তাঁহার মুখ দিয়া একটীও কথা ফুটিল না। এখন কিছু না বলিলেও নয়, যে কিছু একটা বলিতেই হইবে, কিন্তু কি বলিবে, তাহা বিনোদের মাথায় যোগাইল না। সুতরাং অনিচ্ছা সত্ত্বেও নীরবে দাঁড়াইয়া রহিতে হইল।

ঠিক এমন সময়ে পিসিমা সেইখানে আসিয়া উভয়ের বিপদ মোচন করিলেন।

তিনি বিনোদকে দেখিয়া বলিলেন, "কবে এসেছ বাবা? এখানে দাঁড়িয়ে কি কাজ। ভিতরে বস্‌বে চল; সুশীলা, যাও মা, বিনোদকে বস্‌তে দাও গে।"

বিনোদ পিসীমার দিকে চাহিলেন। এই অবসরে সুশীলা ধীরে ধীরে গৃহে প্রবেশ করিল।

(৬)

বিবাহের সমস্তই আয়োজন হইয়াছে। আর তিন দিন পরেই বিনোদ ও সুশীলার বিবাহ হইবে। সকলেরই মুখে হাসি, সকলেই মহা আনন্দিত; এত আমোদ এত আহ্লাদের মধ্যে আজ অধর বাবুর মুখ মলিন। তাঁহার মহা বিপদ উপস্থিত হইয়াছে।

আজ সকালে উপেন বাবু ও অধর বাবুর সঙ্গে বর কনের উপহার কি কি লাগিবে এই সমস্তেরই আলোচনা হইতেছিল। এমন সময় কথায় কথায় উপেন বাবু বলিলেন—

"অধর বাবু, আমার পুত্র বি এ পাশ করিয়া আসিয়াছে। কত রাজা জমীদার এবং বড় বড় লোকে বিনোদের সঙ্গে তাঁহাদের মেয়ের বিবাহ দিবার জন্য আমাকে পত্র লিখিতেছেন। কিন্তু আমি তোমাকে কথা দিয়াছি, তাহা আবার কোন্ মুখে ভাঙ্গিতে যাইব? সুতরাং তাহাদের সকলেরই প্রস্তাব অস্বীকার করিয়াছি। আমি যদি টাকার লোভী হইতাম, তাহ'লে তাঁদের মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিয়ে হাজার দুহাজার টাকা পণ আদায় করিতে পারিতাম, কিন্তু আমি তাহা করি নাই। তবে এখন কথা হচ্ছে এই যে, তুমি আমার বন্ধু, কথাটা বল্‌তেও লজ্জা করে, পিতৃপিতামহের যেরূপ নিয়ম, সেইরূপ করিতে গিয়া হয়ত তোমার মনে কষ্ট দিতেও পারি। কিন্তু আমি বলিতে বাধ্য যে এই বিবাহে আমাকে পণ স্বরূপ কিছু লইতেই হইবে।"

অধর বাবু। সে কি কথা, আপনিত আগে এই রকম কোন কথা বলেন নাই।

উপেন বাবু।—"বলি নাই সত্য, তখন আমি লজ্জায় বল্‌তে পারি নাই, কিন্তু হিন্দুসমাজের নিয়ম পালন ত করিতেই হইবে। আমি বেশী কিছু নিবনা, মাত্র অন্যান্য সমস্ত খরচ ছাড়া নগদ পাঁচশত টাকা দিবেন।"

অধর বাবুর মাথায় বজ্রাঘাত হইল। তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, উপেনবাবু লোভ সামলাইতে পারেন নাই। তিনি ইহাও বুঝিলেন, যে, সুশীলার সঙ্গে বিনোদের বিবাহ দিবার উপেন্দ্র বাবুর ইচ্ছা নাই, তিনি এই সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া অন্য কোনও

বড় লোকের কাছ হইতে পণ স্বরূপ হাজার দুহাজার টাকা আদায় করেন এই তাঁহার ইচ্ছা; কিন্তু এখন উপায় কি? যাহা হয় হইবে ভাবিয়া তিনি বলিলেন,—

"আপনি শিক্ষিত লোক। সেই আগেকার নিয়ম মতে আপনি চলিতে যাইবেন কেন? সে যাহাই হউক, আমি কিন্তু পণের টাকা দিতে পারিব না। আমার হাতে যাহা ছিল এই বিবাহের জন্য সমস্তই খরচ করিয়াছি।"

উপেন বাবু বলিলেন—

"যদি তুমি টাকা দিতে না পার তাহলে বিবাহ ভেঙ্গে দাও; আমি তোমার সামান্য একটী কন্যার জন্য পিতৃপিতামহের নিয়মভঙ্গ করিতে পারিনা। কিন্তু লোকে জিজ্ঞাসা করিলে আমাকে বলিতেই হইবে যে, তুমি ইচ্ছা পূর্ব্বক বিবাহ সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়াছ।"

অধর বাবু কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। একবার ভাবিলেন বিবাহ ভাঙ্গিয়া দিব, কিন্তু সুশীলা বড় হইয়াছে, হঠাৎ তাহাকে কোথায় বিবাহ দিব, আর গ্রামের লোকেই বা বলিবে কি? তার উপর বিবাহের জন্য তাঁহার যা জমা ছিল তাহাও খরচ হইয়া গিয়াছে। এখন উপায়? কপালে যাহা থাকে হইবে এবিবাহ কখনও ভাঙ্গিব না, ভাবিয়া অধর বাবু বলিলেন—

"দাদা, আমার হাতে ত এখন জমা কিছুই নাই। আমি বলি, বিবাহটা হইয়া যাক্, তার পরে আপনি আমাকে চার মাসের সময় দিন, এর মধ্যে আমি আপনার টাকা পরিশোধ করিব।"

উপেন্দ্র বাবুর মতলব সিদ্ধ হইলনা, কিন্তু এই কথা ছাড়াইতে না পারিয়া বলিলেন "আচ্ছা, তাতে আমার কোনও আপত্তি নাই। কিন্তু দেখো যেন চার মাসের মধ্যেই টাকাটা দেওয়া হয়। এখন একখানা হাণ্ডনোট দিলেই হইবে।"

* * * * *

মহা সমারোহে সুশীলা ও বিনোদের শুভ বিবাহ সুসম্পন্ন হইয়া গেল সকলেই মহা আনন্দিত হইলেন। নব দম্পতির ত আনন্দের পরিসীমা নাই। কিন্তু এই সমস্ত আমোদ, আহ্লাদ এক জনের কাছে যাইতে পারিল না। সেই চিরদুঃখী আমাদের অধর বাবু।

(৭)

দেখিতে দেখিতে আরও ছয়মাস কাটিয়া গিয়াছে। এই ছয়মাসের মধ্যেও অধরবাবু বিবাহের পণের টাকা পরিশোধ করিতে পারেন নাই। অনেক কষ্ট করিয়া তিনি এই সময়ের মধ্যে প্রায় দেড়শত টাকা জমা করিয়াছেন। কোনও

ক্রমে আরও সাড়ে তিনশত টাকা হলেই হয়। তিনি তাহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাতেও হইয়া উঠিতেছে না।

এই বিষয়ে সুশীলাকে শাশুড়ীর অনেক গঞ্জনা সহ্য করিতে হইত। তিনি কি করিবেন, নীরবে সমস্তই সহ্য করিয়া থাকিতেন। তাহাতেও শাশুড়ী ... হইতেন না। সুশীলার নীরবতা, তাঁহার ক্রোধাগ্নিতে যেন ঘি ঢালিয়া দিত, তিনি আরও জ্বলিয়া উঠিয়া সুশীলা ও তাহার পিতার প্রতি অজস্র গালি ... করিতেন।

সুশীলার প্রতি পিতামাতার এই আচরণ বিনোদের পক্ষে বড়ই অসহ্য হইয়া উঠিল, তিনি ভাবিলেন, সুশীলাকে লইয়া বিদেশে চলিয়া যাইবেন। কিন্তু তাহা বা হয় কেমন করিয়া। তিনি যদিও বা জোর করিয়া চলিয়া যাইতে ... কিন্তু সুশীলা যায় কেমন করিয়া? তাহার পিতা মাতা কখনই সুশীলাকে যাইতে ছাড়িয়া দিবেনা; তারপর তাহার উপর আরও দ্বিগুণ অত্যাচার হইতে থাকিবে। "যা হোক আরও কিছুদিন দেখা যাক" এই ভাবিয়া বিনোদ ... করিয়া রহিলেন।

এই পণের টাকা লইয়াই বিনোদের পিতামাতা সুশীলার ও তাহার পিতার নাম ধরিয়া অনেক গালাগালি করিতেছেন। সুশীলার আর সহ্য হইল না, তিনি বলিয়া ফেলিলেন—

"মা, আর কত গালি দেন, না হয় পিতাকে ধরে জেলে দিন্‌গে, কিন্তু ... করে আর গালি দেবেন না।"

এই কথা শুনিয়া শাশুড়ীর রাগ সীমা অতিক্রম করিয়া দাঁড়াইল। তিনি বলিলেন—

"পোড়ারমুখি! যত বড় মুখ তত বড় কথা! আমার মুখের উপর জবাব, তোর এত বড় আস্পর্দ্ধা! দাঁড়া দেখি তোকে কি কর্ত্তে পারি" এই বলিয়া শাশুড়ী সুশীলাকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন।

* * * * *

শ্বশুর মহাশয় দেখিলেন যে, সুশীলা অচেতন হইয়া মাটীতে পড়িয়া যাইতেছে, তখন তিনি দৌড়িয়া আসিয়া তাঁহার স্ত্রীর হাত হইতে লাঠী গাছটা ছিনাইয়া লইয়া বলিলেন,—

"এত করে কি মারতে হয়, মরে যাবে যে।

স্ত্রী,—"মরুক, তার মত কত বৌ পাওয়া যাবে।"

কিন্তু তাঁহারা যখন দেখিলেন যে সুশীলা উঠিল না তখন তাহাকে ধরাধরি করিয়া লইয়া বিছানায় শোয়াইয়া রাখা হইল। এবং ঝির উপর সুশীলার দেখিবার ভার দিয়া শাশুড়ী বাহিরে চলিয়া আসিলেন।

বিনোদ সেই সময় ঘরে ছিলেন না। তিনি আসিয়া সমস্ত অবগত হইলেন, তাঁহার চোখ হইতে দর্ দর্ করিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল। তিনি ভাবিলেন, আমার পিতা মাতা মানুষ নহেন তাহারা নর পিশাচ। টাকার লোভে তাঁহারা সকলই করিতে পারেন।

বিনোদ একজন ডাক্তার আনিবার ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু তাঁহার পিতা তাহাতে বড়ই ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন! "আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা কেহই ডাক্তারের চিকিৎসা করেন নাই, তাঁহারা কি সকলেই অকালে প্রাণ হারাইয়াছিলেন? যার যতদিন ভোগ আছে, সে কোনও রূপে ততদিন বাঁচিবেই বাঁচিবে।"

এক সপ্তাহ হইল, সুশীলার ভয়ানক জ্বর। যেদিন সে প্রহারের জন্য অচেতন হইয়াছিল, সেই দিন থেকেই তাহার প্রবল জ্বর। প্রতিদিন তাহার রোগ বাড়িয়া যাইতেছে। বিনোদ অস্থির হইয়া টেলিগ্রাফ্ করিয়া কলিকাতা হইতে এক জন ডাক্তার আনাইয়াছেন। ডাক্তার আসিয়াই রোগীর নাড়ী দেখিয়া বলিলেন— "বড়ই বিলম্ব হইয়াছে, রোগীর আশা নাই।"

বিনোদ হতাশ হইয়া মাটীতে বসিয়া পড়িলেন। ছেলে মানুষের মত তিনি ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ডাক্তার তাঁহাকে অনেক বুঝাইলেন। অবশেষে তিনি কিছু স্থির হইয়া ডাক্তারের ভিজিট দিয়া তাঁহাকে বিদায় করিলেন।

* * * *

রাত্রি দুইটার পর সুশীলার একটু জ্ঞান হইল। তিনি চক্ষুরুন্মীলন করিয়া বিনোদের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। বিনোদের হাতখানি ধরিয়া বুকের উপর রাখিলেন। ধীরে ধীরে বলিলেন, স্বামী, "প্রভু, আমি চলিলাম তুমি আবার বিবাহ করিয়া সুখী হও। শেষকালে তোমার দেখা পেলাম ইহাই আমার বড় আনন্দ" বলিতে বলিতে সুশীলা চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। তিনি চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইলেন।

"সুশীলা, দাঁড়াও, আমিও যাইতেছি" বলিয়া বিনোদ আলমারী হইতে একটা ছোট শিশি বাহির করিয়া তাহা হইতে কি পান করিলেন, ক্ষণকাল পরেই তাহার প্রাণবায়ু দেহ পিঞ্জর ছাড়িয়া সুশীলার অনুগামী হইল।

* * * *

পরদিন সকালে বিনোদের পিতামাতা তাহাদের কোন সাড়া না পাইয়া তাহাদের ঘরের দরজা খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন ভিতরে যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহাদের অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল। সে দৃশ্য লেখনী দ্বারা প্রকাশ করা দুঃসাধ্য। পাঠক তাহা নিজে বুঝিয়া লইবেন।

এই গল্পটি কেবল কল্পনামূলক নহে। ঘটনার মূলভিত্তি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। গ্রামের ও মানুষের নাম পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে।

সমাপ্ত।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র রাজকোয়াঁর,
আসাম।

——০(:)০——

আপসের কথা।

"সত্যম ব্রুয়াত্ প্রিয়ম ব্রুয়াত্"

সত্য কথা বলিতে গিয়া অপ্রিয় (রূঢ়) ভাষা প্রয়োগ করিতে নাই।

অপণ্ডিত ব্রাহ্মণ, কাণ্ড জ্ঞান হীন ব্রাহ্মণ, সন্ধ্যা গায়ত্রী বিবর্জ্জিত ব্রাহ্মণ প্রভৃতি স্থির নিশ্চয় শ্রুতি কটু আখ্যা প্রয়োগে মনশ্চাঞ্চল্য হইবারই কথা। সর্ব্ব সাধারণ ব্রাহ্মণের কথা দূরস্তাং, ধীশক্তি সম্পন্ন মনস্বী ব্রাহ্মণ মহাশয়গণও রূঢ় কথায় অসন্তুষ্ট হন এবং আপনাকে হতাদর মনে করেন, আবার সমকক্ষ জাতীয় ব্যক্তি হইতে ঐরূপ বাক্য প্রয়োগ তত দোষাবহ না হইতে পারে কিন্তু যাঁহারা স্বীকৃতরূপে (Admittedly), নিম্নস্তরে অবস্থিত তাঁহাদের দ্বারা ঐরূপে আখ্যাত হইলে অবজ্ঞাত মনে করা অসঙ্গত নহে। ব্রাহ্মণ মাত্রই যে অবাং-বিক্ষো-ভিত উদারচেতা জিতেন্দ্রিয় হইবেন তাহা হইতে পারে না এবং তদ্রূপ আশাও করা যায় না কিন্তু সাধারণের ধারণা অন্যরূপ যেমন সাধারণে জানে যে বিচারক মাত্রকেই সর্ব্বগুণান্বিত উচ্চ যোনি—(Higher being) সম্ভূত হইতেই হইবে এই জন্য ধর্ম্মাবতার আখ্যায় আখ্যাত করিয়া থাকে কিন্তু তাহা বলিয়া কি বিচারকের মধ্যে অধর্ম্মাবতার কেহ নাই? সকলেই কি-চুল চেরা বিচার বিতরণ করিয়া থাকেন? একটী গল্প আছে যে "একদা একটী বালক জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে বিলাতেও কি মুর্খ আছে? বালকের সীমাবদ্ধ দূরদর্শিতার অন্তর্গত শ্বেতাঙ্গ জজ, মাজিষ্ট্রেট, স্কুল ইনস্‌পেক্টার প্রভৃতিকে অবশ্যই মুর্খ বলা যাইতে পারে না আর অল্প সংখ্যক শ্বেতাঙ্গ দেখিয়া বালকের ধারণা হইয়াছে যে যখন যে

কোন শ্বেতাঙ্গ অনর্গল ইংরাজী ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিয়া মনের সমস্ত ভাব অনায়াসে ব্যক্ত করিতেছেন আবার পক্ষান্তরে যে ভাষা শিক্ষা করিতে আমাদের দেশের লোক তিন কাল অতিবাহিত করিয়া বনং ব্রজেত্ কালের সীমায় অনতিদূরে গিয়া উপস্থিত হন তখন শ্বেতাঙ্গ মাত্রই পণ্ডিত, মুর্খ নহেন। বালক জানে না যে শ্বেতাঙ্গের উহা মাতৃভাষা, কাজেই ঐ ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিয়া মনের ভাব প্রকাশ করা এক বারেই অনায়াস সাধ্য"। অনেকেই কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসু হন যে ব্রাহ্মণ মহাশয়েরা কায়স্থ বিদ্বেষী হওয়ার কারণ কি? বোধ হয় কারণ প্রচুর আছে। নিম্ন জাতি ধর্ত্তব্য নহে, উচ্চ জাতির মধ্যে বিদ্যা বুদ্ধি সম্বন্ধে এক এক জাতিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিলে উত্তম, মধ্যম ও অধম না বলিয়া (Advisedly) বলা ভাল হয় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণী হয় কাজেই সকল জাতির মধ্যে উল্লিখিত তিন শ্রেণী আছে ব্রাহ্মণ মহাশয় মাত্রই যে পণ্ডিত হইবেন তাহা নহে কিন্তু তাহা বলিয়া অপ্রিয় অভিধানে অভিহিত করা উচিত নহে। আপনি মুর্খকে মুর্খ বলিয়া তাহার ধন্যবাদার্হ হইবার বাসনা করিতে পারেন কি? যদি তাহা না পারেন তবে ব্রাহ্মণ মহাশয়কে অপণ্ডিত বলিয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদ লাভের প্রত্যাশা কোথায়? মনে রাখা উচিত যে ব্রাহ্মণ ভিন্ন কায়স্থের অনন্যোপায়। যখন জানি ব্রাহ্মণ মহাশয়গণকে সম্মত করিতেই হইবে তখন কটু কাটব্য বলিয়া অকারণে তাঁহাদের বিরাগ ভাজন হওয়ার প্রয়োজন কি? আর যদি কায়স্থ মহাশয়েরা জানেন যে ব্রাহ্মণ ব্যতীত চলিবে তাহা হইলে তপ্ত বাক বিতণ্ডা করিয়া সংকল্প সাধন করিতে কাল বিলম্ব করিতে থাকুন আপত্তি নাই। যাহা দেখিয়া দেখিয়া অভ্যাস হইয়া গিয়াছে তাহার অন্যথা দেখিলে বা যাহা দেখা যায় নাই তাহা দেখিলে অল্পাধিক বিচলিত হওয়া লোকের স্বভাব সিদ্ধ, যেটা স্বভাব সিদ্ধ তাহার জন্য দোষারোপ করা অবিধেয়, দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইলে সহজে বোধগম্য হইবে। কাষ্ট পাদুকা ত সকলেরই ব্যবহারের অধিকার আছে কিন্তু তাহা বলিলে কি হয় নিম্ন শ্রেণীর কোন ব্যক্তি স-খরম্ পদে আমাদের নিকট দিয়া উচ্চ মস্তকে শব্দায়মান পাদ বিক্ষেপে গমন করিলে, কাষ্ট পাদুকা ব্যবহারের তাহার অধিকার আছে কি না তাহার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, আমাদের স্বতই বিরক্তির কারণ হয় কেন না আমরা ঐরূপে অভ্যস্থ নহি। কায়স্থের যজ্ঞোপবীত ব্যবহারে ব্রাহ্মণ মহাশয়দের সেইরূপ বিরক্তির কারণ উদ্ভব হওয়া অসম্ভব নহে।

কায়স্থকে উপবীতী দেখিলে প্রথমত একটু বিরক্তিভাব আসিতে পারে

কিন্তু সেই বিরক্তি ভাব কায়স্থ মহাশয়ের আচরণে বিদ্বেষ ভাবে পরিণত হইতে দেওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। ব্রাহ্মণ মহাশয়গণ কায়স্থের ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণে সহানুভূতি না দেখাইয়া বিরুদ্ধতা প্রদর্শন করার কারণ কি? লেখকের স্থূল বুদ্ধির বিবেচনার কারণ প্রচুর আছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাঁহারা সকলেই শাস্ত্র বিধি বহির্ভূত কার্য্য হইতেছে জানিতে পারিয়া যে বিরূপ হইতেছেন তাহা না হইলেও তাঁহাদের বিরূপ হওয়ার কারণ নির্ণয় করিয়া তাহার উচ্ছেদ সাধন করায় সুফল হইতে পারে ধারণায় নিম্নে কয়েকটী কথা লিপি বদ্ধ করিতে সাহসী হওয়া গেল। কায়স্থেরা যে তাঁহাদের চিরানুগত তাহা যে তাঁহারা না জানেন তাহা নহে আর, শূদ্র কাহাকে বলে তাঁহারা নিশ্চয়ই তাহা জানেন সুতরাং শূদ্র সংবাস শূদ্র যাজন করিতে নাই তাহাও অবশ্য তাঁহাদের জানিবার কথা সেইজন্য বলেন যে অবশ্যই সকলে না বলুন কোন কোন উদারচেতা মহাত্মা বলিয়া থাকেন কায়স্থ উপবীতী হউক ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করুক তাহাতে আমরা (ব্রাহ্মণ মহাশয়েরা) অসম্মত নহি কিন্তু অশৌচ কাল কমাইলে আমাদের সহানুভূতি পাইবে না। এরূপ কথা অপণ্ডিতের বলা সাজে, ব্রাহ্মণের বলা সাজে না—শ্রীবিষ্ণু—অপণ্ডিত শব্দ ব্যবহার জন্য লেখক পাপ মোচন হেতু বারত্রয় অনুচ্চৈস্বরে আত্ম-শ্লাঘা করিলেন (ইহা মহাভারতুক্ত প্রায়শ্চিত্ত বিধি) কেন না অশৌচ কাল না কমাইলে ক্ষত্রিয়াচার কিরূপে গ্রহণ করা হইবে। কেবল পৈতা গ্রহণে যে কোন ফল নাই তাহা ব্যবস্থা দাতা (ব্রাহ্মণের ব্যবস্থা দেওয়ার ক্ষমতা (Exofficios) যে কোন ব্রাহ্মণ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি অম্লান বদনে তাহা স্বীকার করিবেন। অতএব অশৌচ কাল না কমাইবার কথাটা ভ্রমের মধ্যে ফেলিয়া দিলে আপদ চুকিয়া যায়। কারণ মনিনাঞ্চত আছেই দেবতা নাঞ্চত আছে যম রাজ এইরূপ ভ্রমে পড়িয়াছিলেন বলিয়া কিং বদন্তি আছে (যম রাজ ও সাবিত্রী উপাখ্যান দ্রষ্টব্য) তবে মনুষ্যের কা কথা অল্পমতি বিস্তারেন।

শ্রীযাদবচন্দ্র মিত্র

দিনাজপুর।

—:○:—

"বিবাহের ব্যয় সংক্ষেপ।"

(বঙ্গদেশীয় হিন্দু-জাতি সমূহের মধ্যে বিবাহের-ব্যয় সংক্ষেপ সম্বন্ধে আলোচনার জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দিরে মাননীয় বিচারপতি দিগম্বর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে যে সভা হয় সেই সভায় কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুত হেমচন্দ্র সরকার মহাশয় কর্ত্তৃক ঐ প্রস্তাব অনুমোদনকালে পঠিত।)

"ধর্ম্মৈঃ স্তন্যৈঃ প্রথয়তি সমংজীবিতং যা সুতস্য
প্রাণগ্রন্থিং রচয়তি শিশোর্ভক্তি সদ্ভাব সূত্রৈঃ।
দীনাশাং তাং স্বরচিত বিভা পাবিতা শেষদেশাং।
বঙ্গে দেবীং পতিতশরণাং ব্রহ্মকারুণ্যমূর্ত্তিম্॥"

অর্থাৎ "স্তন দুগ্ধ ধারা সহ পুত্রের জীবন।
সুধাময় ধর্ম্ম-রসে যে করে পোষণ॥
গুরুভক্তি বিশ্বপ্রেম মহামন্ত্র দিয়া।
শিশুর জীবন গ্রন্থি যে দেয় বাঁধিয়া॥
স্বদেশ পবিত্র যার চরিত্র প্রভায়,
মূর্ত্তিমতী ব্রহ্মকৃপা যে নারী ধরায়॥
বিপন্ন জাতির আশা পতিতের গতি।
সে দেবীর পদে মোর সহস্র প্রণতি॥"

যে দেশে শাস্ত্রানুশাসন—

"স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু"—ত্রিজগতে স্ত্রীজাতি মাত্রই সেই বিশ্ব জননী ভগবতীর অংশ, এজন্য স্ত্রীজাতিকে সকলে দেবতা-জ্ঞানে ভক্তি করিবে, হায়! সেই দেশে এখন কন্যা জন্মিলে মাতা পিতার মুখ শুকাইয়া যায়—যে দেশের ঋষিবাক্য "কন্যাপ্যেব পালনীয়া শিক্ষনীয়াতিযত্নতঃ। দেয়া বরায় বিদুষে ধনরত্ন সমন্বিতা"—কন্যাকে অতি যত্নের সহিত পালন ও শিক্ষা প্রদান করিয়া সাধ্যমত ধন ও রত্নের সহিত বিদ্বান বরকে দান করিবে, সেই "কন্যাদান" এখন "কন্যায়" পরিণত হইয়াছে। কন্যা জন্মিবা মাত্র কোন কোন প্রসূতি মূর্চ্ছাগত হইয়াছেন; কন্যার মৃত্যুতে নিঃস্ব পিতা মাতা শোকগ্রস্ত হইয়াও অন্তরে শান্তি লাভ করিয়াছেন, এমন কি বিবাহ যোগ্য কন্যা সুপাত্রে অর্পণ করিতে অক্ষম হইয়া কন্যার মৃত্যু পর্য্যন্ত কামনা করিয়া থাকেন! কন্যার বিবাহে অতিরিক্ত ব্যয় করিতে বাধ্য

হইয়া সমাজের মেরুদণ্ড স্বরূপ মধ্যবিত্ত ভদ্রগণ, বসতবাটী বন্ধক, এমন কি বিক্রয় করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইতেছেন। *

শ্রবণ করিতে করিতেও হরিপ্রেম হয়। সেইরূপ বিবাহ-ব্যয়-বাহুল্যের অপকারিতার কথা শুনিতে শুনিতে, ভাবিতে ভাবিতে বিবাহ ব্যয় সংক্ষেপের জন্য প্রবল ইচ্ছা হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। পুরুষদের ন্যায় স্ত্রীলোকদেরও হৃদয়ঙ্গম হওয়া আবশ্যক যে, কন্যার পিতা মাতার উপর অত্যাচার অবৈধ। কারণ, অনেক সময়ে স্ত্রীলোকেরাই পুরুষদের মত পরিচালিত করেন।" সুখের বিষয়, কোন কোন শিক্ষিত অনূঢ় যুবক কন্যা কর্ত্তার প্রতি অত্যাচার গর্হিত কার্য্য মনে করিয়া, বরকর্ত্তার দ্বারা বিক্রীত হইতে অনভিলাষী, কোন কোন সজ্জন বরকর্ত্তাও এক পয়সা না লইয়া পুত্র বা ভ্রাতুষ্পুত্রের বিবাহ দিতে প্রস্তুত। এইরূপ সৎদৃষ্টান্ত ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইলে বিবাহের ব্যয় সংক্ষেপ সহজ সাধ্য হইবে।

"বিবাহ ব্যয় সংক্ষেপ" সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য বঙ্গদেশের হিন্দু-জাতি সমূহকে লইয়া এই সভার অধিবেশন হইয়াছে। কায়স্থ জাতি এই সম্বন্ধে কতদূর অগ্রসর হইয়াছেন একথা উল্লেখ করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ জাতির প্রতিনিধি বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা আজ ৯ বৎসর হইল বিবাহাদি সামাজিক ক্রিয়ার ব্যয় সঙ্কোচের জন্য চেষ্টা করিতেছেন। ছয় বৎসর গত হইল কায়স্থ সভার তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনে প্রস্তাব গৃহীত হয় যে :—

(প্রথমতঃ) "বরপক্ষ কন্যা পক্ষের নিকট হইতে প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে প্রাচীন রীত্যনুসারে কুলমর্য্যাদাদি ভিন্ন কোনরূপ যুক্তির দ্বারা কোন টাকা বা অপর সম্পত্তি গ্রহণ না করেন এবং বর কর্ত্তার ইচ্ছা বা অবস্থাতিরিক্ত ব্যয় করাইতে বাধ্য না করেন।"

(দ্বিতীয়তঃ) "বিবাহের আনুসঙ্গিক ব্যয় অর্থাৎ গাত্রহরিদ্রা, ফুলশয্যা এবং এক বর্ষের তত্ত্বাদির খরচ অবস্থানুসারে যতদূর সংক্ষেপে করিতে পারেন তৎপ্রতি বিশেষ যত্নবান হয়েন।"

(তৃতীয়তঃ) "বিবাহ উপলক্ষে সামাজিক দ্রব্যাদি বিতরণ প্রথা নিবারণ করা এবং জ্ঞাতি কুটুম্ব ভিন্ন অন্যের অব্যূঢ়ান্নের লৌকিকতা স্বরূপ বস্ত্রাদি উপঢৌকন গ্রহণ না করেন।"

(চতুর্থতঃ) "উপর্য্যুক্ত প্রস্তাব অনুযায়ী প্রতিজ্ঞা পত্রানুসারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইবার জন্য কায়স্থ সাধারণকে এই সভা অনুরোধ করিতেছেন।"

আজ ৫ বৎসর হইল এই প্রতিজ্ঞা পত্রে গণ্যমান্য চারি শত ব্যক্তি স্বাক্ষর

করিয়াছেন। চারি বৎসর হইল যাহাতে প্রকাশ্য অথবা গোপনভাবে কেহ কন্যা পক্ষ হইতে অর্থ ও অলঙ্কার গ্রহণ করিতে না পারেন, তজ্জন্য সভার কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি হইতে কতকগুলি সুযোগ্য সভ্য লইয়া একটী অনুসন্ধান সমিতি গঠিত হইয়াছে এবং গত বৎসর হইতে যে সমুদায় বিবাহে দেনা পাওনার কথা ও বরানুগমন ব্যয় বাহুল্য হয় নাই এবং যে সমুদয় বিবাহে দেনা পাওনা হইয়াছিল সেই সমুদয়ের উল্লেখ, কায়স্থ সমাজের মুখপত্র "কায়স্থ পত্রিকায়" করা হইতেছে। বর্ত্তমান বাৎসরিক অধিবেশনে, কায়স্থ সভা উল্লেখ করিয়াছেন যে, আজ ৯ বৎসর হইল বিবাহাদির ব্যয় সংকোচের জন্য যে সকল উপায় অবলম্বিত হইয়াছে, তাহা কিয়ৎ পরিমাণে সফল হইয়াছে এবং সম্পূর্ণ সাফল্য লাভের প্রত্যাশায় সমস্ত কায়স্থ সমাজ ও সমাজের নেতৃবর্গের সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছেন।

'গত্যর্থক অজ ধাতু হইতে সমাজ। "এক সঙ্গে গমন" হইতে সমাজ। যে সকল লোক সমান প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত সম্মিলিত হয়, যাহাদের মধ্যে কোন না কোন সংস্রব আছে, যাহারা জীবনের প্রকৃত তথ্য অনুসরণ করিয়া সকলে একত্র হইয়া সেই লক্ষ্য অভিমুখে গন্তব্য পথে পরস্পরের সহায়ে গমন করে, তাহারা সকলেই এক সমাজের অন্তর্গত। সুতরাং বড়ই আনন্দের বিষয় যে, এক হিন্দু সমাজের বিভিন্ন অঙ্গ—আমরা, অদ্য এক সাধারণ উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হইয়া একত্রিত হইয়াছি। বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন উদ্দেশ্যের জন্য বিভিন্ন সভা স্থাপনের আবশ্যকতা থাকিলেও "বিবাহের ব্যয় সংক্ষেপের" ন্যায় সমান প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য আমরা একত্র হইয়া কার্য্য করিতে পারি। সমাজের সকল শ্রেণীর লোক একত্র হইয়া যে "বিবাহের ব্যয় বাহুল্যরূপ প্রথা" অবৈধ বলিয়া মনে করিতেছেন' আশা করা যায় তাহা ক্রমশঃ সমাজ হইতে তিরোহিত হইবে। অনেক বৎসর গত হইল আমার বিবাহের সময় অভিভাবকদিগকে আমি কিছু লইতে দেই নাই এবং আমার কনিষ্ঠ সহোদর এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জেন শ্রীমান হরেন্দ্র নারায়ণ সরকারের বিবাহেও আমি কিছু লই নাই। ভগবান আমাকে যে একমাত্র পুত্র দিয়াছিলেন, তাহাকে পুনরায় গ্রহণ করিয়াছেন। আমার দুইটী ভ্রাতুষ্পুত্র আছে। আমি আশা করি তাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে এক পয়সা না লইয়া তাহাদের বিবাহ দিতে পারিব।

"মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা মধুমন্নো বনস্পতি।
মধুমাংস্তু সূর্য্যে মাধীর্গহবো ভবন্তুনঃ॥"

শ্রীহেমচন্দ্র সরকার।

স্বর্গীয় রাজা জানকীবল্লভ।

—꩜*০*꩜—

পূর্ব্ববঙ্গের প্রদীপ্ত সূর্য্য অকস্মাৎ অস্তাচলে গমন করিলেন। ১৩১৭ সালের শ্রাবণ মাসে রাজা জানকীবল্লভ জ্বর রোগে আক্রান্ত হইয়া কলিকাতায় আগমন করেন। আশ্বিন মাসে শারদীয়া পূজার পর বিজয়া দশমীর রাত্রিশেষে মা মহামায়ার বিসর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মহামায়ার প্রিয়পুত্র রাজা জানকীবল্লভ সহস্র কালী নাম করিতে করিতে স্বজ্ঞানে জাহ্নবীসলিলে নশ্বর জীবন বিসর্জ্জন দিলেন। তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়া কালীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিয়াছিলেন, কিন্তু সম্পন্ন করিতে পারেন নাই। তাঁহার অন্তিম কালেও এই দুঃখ ছিল, কিন্তু ভক্ত রাজা জানকীবল্লভের হৃদয় মন্দিরে বহু দিন মহামহিমাময়ী জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ভক্তের হৃদয়ই মহামায়ার মহা বেদী, বাহিক মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন কি? রাজা বাহাদুর দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ সমাজের দিক্‌পতি ছিলেন, বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার আজীবন সভ্য ছিলেন। বদান্যবর রাজা বাহাদুর অনেক সময়ে সভাকে অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহার বিয়োগে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার যে ক্ষতি সাধিত হইল, তাহা পূর্ণ হইবে কিনা জানি না—তবে তিনি তাঁহার উপযুক্ত পুত্র রাজা যামিনীবল্লভকে রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা আশা করি পিতার স্থান পুত্র রক্ষা করিয়া বংশের, সমাজের ও দেশের মুখোজ্জ্বল করিবেন। রাজা জানকীবল্লভ নামে রাজা ছিলেন না—স্বীয় রাজধানীর মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান রূপে, অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট রূপে, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের সভ্যরূপে, দেশের অনেক উপকার করিয়া গিয়াছেন। ভোগবিলাসনিরত কয়জন রাজা এরূপভাবে, দেশের লোকের জন্য পরিশ্রম করেন?

———

সমাজ।

——:০:——

হে বঙ্গ কায়স্থ জাতি সমাজভূষণ
বিদ্যারত্ন বিভূষিত মানসরঞ্জন,
আপনার জাতিতত্ত্ব হইয়া বিস্মৃত,
ত্যজিলে ক্ষত্রিয়াচার চির সমাদৃত
আপন প্রতিভা জ্যোতি দিয়ে বিসর্জ্জন
জঘন্য শূদ্রের ধর্ম্ম করেছ গ্রহণ।
জ্ঞানহীন ধর্ম্মহীন নর পশু সম
ঘটিল প্রমাদ তব চিত্তের বিভ্রম।
ব্রাহ্মণের আভিজাত্য নীচাশার ফলে
ডুবিল সমগ্র দেশ অধর্ম্ম সলিলে,
বৃত্তিহীন ক্রিয়াহীন তবু সে ব্রাহ্মণ
পদে পদে অহঙ্কার ক্রোধ কি ভীষণ!
ক্ষত্রিয়ের বিদ্যা বুদ্ধি রাজতন্ত্র বিধান,
বৈশ্যের বিপুল অর্থ বাণিজ্য প্রধান,
সহিতে নারিল দ্বিজ ঈর্ষায় কাতর,
রচিল কলির শাস্ত্র মস্তিষ্ক উর্ব্বর।
উড়ে গেল চারি বর্ণ বেদের লিখন
হইল দুইটী বর্ণ শাস্ত্র প্রণয়ন।
কলিযুগে শাস্ত্রকার হলে অন্য জাতি
হইত না ভারতের এই অবনতি।
ব্রাহ্মণ রহিল দ্বিজ জানি না কি গুণে
ধর্ম্মহীন ক্রীয়াহীন, কোন আচরণে?
ব্রাহ্মণ বর্ণের গুরু ধর্ম্ম পরায়ণ
নবগুণ হারাইয়া পতিত এখন,
কায়স্থ ক্ষত্রিয় জাতি ভুলিলে কেমনে?
চিত্রগুপ্ত বংশধর বিদিত ভুবনে।
পূর্ব্ব ইতিহাস, সবে ভাব এক মনে
পূর্ব্ব পুরুষের কীর্ত্তি দেখহ নয়নে।
বিদ্যার গৌরব সব কায়স্থের ঘরে
বীণাপানি বরপুত্র ভারত মাঝারে।
বিদ্যায় বুদ্ধিতে আর রাজার সদনে

যোগে যাগে ভক্তি পথে সব শীর্ষ স্থানে—
কালী সিংহ, কাশীরাম, শ্রীমধুসূদন,
রঘুনাথ, বিবেকানন্দ, বিদিত ভুবন।
এস পুনঃ ভ্রাতৃগণ মিলিয়া সকলে
ক্ষত্রোচিত সংস্কার লও এ ভুতলে।

শ্রীদাশরথি দত্ত দেববর্ম্মা।
সাং হাঁসপুকুরিয়া।

টাকীতে কায়স্থ সভা।

গত ২৯ আশ্বিন রবিবার অপরাহ্ণ ৫টা হইতে রাত্রি ১২॥ টা পর্য্যন্ত টাকীর সুপ্রসিদ্ধ জমিদার বঙ্গকুলগৌরব রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ চৌধুরী মহাশয়ের টাকীর সুবৃহৎ ভবনে একটী বিরাট কায়স্থ অধিবেশন হইয়াছিল। যতীন্দ্র বাবুর আহ্বানে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা হইতে কায়স্থ সভার কতিপয় সভ্য—কায়স্থ কুলকেশরী কর্ম্মবীর হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র দেববর্ম্মা, আলিপুরের উকীল শ্রীযুক্ত জগদীশ চন্দ্র বসু, বসিরহাটের ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দাস, কায়স্থ সভার কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত প্রবোধ গোপাল বসু দেববর্ম্মা ও প্রচারক শ্রীযুক্ত বামাপদ পাল চৌধুরী দেববর্ম্মা মহাশয় উপস্থিত হইয়াছিলেন। টাকীর শ্রীযুক্ত গীষ্পতি কাব্যতীর্থ প্রমুখ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। টাকী ও তন্নিকটবর্ত্তী নানা স্থান হইতে প্রায় ৮০০ শত প্রতিনিধি আসিয়া যতীন্দ্র বাবুর গৃহের শোভা সম্বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। যতীন্দ্রবাবুর প্রাসাদের নিম্নদেশে বিশাল কায়া ইচ্ছামতীর প্রবল তরঙ্গ ভঙ্গ ও কায়স্থ জন সঙ্ঘের জাতীয় আন্দোলন একত্রে মিশ্রিত হইয়া সভা যেন প্রকটরূপ ধারণ করিয়াছিল।

সভাস্থ মহোদয়গণের অনুরোধে রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া কায়স্থ সভার উদ্দেশ্যগুলি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সুকোমল স্বরে ও হৃদয়ঙ্গমকারী সুললিত বক্তৃতার দ্বারা সকলকে বুঝাইয়া দেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র দেববর্ম্মা মহাশয় তাঁহার ওজস্বিনী ভাষায় প্রায় ১ঘণ্টাকাল ব্যাপী বক্তৃতার দ্বারা শ্রোতৃগণের প্রাণে ক্ষত্রিয়ত্বের তীব্র স্পন্দন আনয়ন করেন। তৎপর ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে প্রচারক বামাপদ বাবু সকলকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত প্রবোধ গোপাল দেববর্ম্মা মহাশয়ও কায়স্থ সভার ব্যবস্থাগুলি বুঝাইয়া দেন। তৎপরে সভার নিম্নলিখিত প্রস্তাবটী উত্থাপিত হইল :—

"কায়স্থ সভার উদ্দেশ্য প্রচারার্থ নিম্নলিখিত প্রস্তাব চতুষ্টয়ের প্রবর্ত্তন জন্য এই সভা কায়স্থ সাধারণকে অনুরোধ করিতেছেন—

(ক) কায়স্থের ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কার গ্রহণ ও আচার প্রবর্ত্তন।

(খ) উত্তররাঢ়ী, দক্ষিণরাঢ়ী, বঙ্গজ ও বারেন্দ্র শ্রেণী চতুষ্টয়ের মধ্যে পরস্পর আন্তর্গনিক বিবাহের প্রসার বর্দ্ধন।

(গ) বিবাহে বরপণ প্রথা ও ব্যয় বাহুল্য নিবারণ।

(ঘ) চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডার স্থাপন।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী ও নলতার জমীদার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ ভঞ্জ চৌধুরী উক্ত (ক) প্রস্তাব অনুমোদন ও সমর্থন করেন।

শ্রীযুক্ত গীষ্পতি কাব্যতীর্থ মহাশয় (ক) প্রস্তাবের প্রতিবাদ করেন ও কায়স্থ শূদ্রত্ব নহে, ক্ষত্রিয়ও নহে, কায়স্থ পঞ্চম বর্ণ এইরূপ এক উদ্ভট বিষয়ের অবতারণা করিয়া তীব্রস্বরে বক্তৃতা করেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র সরকার মহাশয় উক্ত (ক) প্রস্তাবের এক সংশোধিত প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন :—

"কায়স্থ সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কার গ্রহণ ও আচার প্রবর্ত্তন জন্য এতদঞ্চলস্থ নিম্নলিখিত কায়স্থগণকে লইয়া একটী সমিতি গঠিত হউক। তাঁহারা এ বিষয়ে যথাসম্ভব অনুসন্ধান ও প্রমাণাদি সংগ্রহ করিয়া আগামী শারদীয়া পূজা উপলক্ষে এই স্থানে সভা আহ্বান করিয়া কর্ত্তব্য অবধারণ করিবেন।"

প্রস্তাবটী ভোটে দেওয়া হইলে তাহা সমর্পিত না হওয়ায় প্রথম প্রস্তাবই গৃহীত হইল।

তৎপরে শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় (খ) প্রস্তাব উপস্থাপিত করিলে পর উক্ত প্রস্তাব সম্বন্ধেও বাদানুবাদের পর ভোটাধিক্যে গৃহীত হইল।

তৎপরে শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র দত্ত মহাশয় (গ) প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন ও শ্রীযুক্ত গীষ্পতি কাব্যতীর্থ অনুমোদন করিলে সর্ব্বসম্মতিতে গৃহীত হয়।

তৎপরে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী মহাশয় (ঘ) প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন ও শ্রীযুক্ত প্রবোধগোপাল বসু মহাশয় বলেন যে অদ্যকার সভাপতি মহাশয় চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারে ইতিপূর্ব্বেই ৫০০০৲ হাজার টাকা দান করিয়াছেন, আপনারাও সাধ্যানুসারে দান করিলে সভা উপকৃত হইবে। উক্ত (ঘ) প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভার কার্য্য শেষ হয়।

সভান্তে রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় সমাগত মহোদয়গণকে পরিতৃপ্ত সহকারে ভোজন করাইয়া বিদায় দেন।

প্রচার কার্য্যের বিবরণ।

প্রচারক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র দেব বর্ম্মা শাস্ত্রী।

২৯ শে ভাদ্র। দিনাজপুরে উপস্থিত হইলে, স্থানীয় উকীল, মোক্তার ও ডাক্তার, জমিদার ও কায়স্থ সাধারণ আমাকে লইয়া এক সভা করিতে অভিপ্রায় করায় ৬ই আশ্বিন সভার দিন ধার্য্য হয়। ইত্যবসরে রাইগঞ্জ উপস্থিত হইয়া ৩রা আশ্বিন তত্রস্থ উকীল লাইব্রেরী গৃহে স্থানীয় উকিল মোক্তার ও সাধারণ কায়স্থদিগকে লইয়া, শ্রীযুক্ত মথুরানাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এল মহাশয়ের সভাপতিত্বে সন্ধ্যার পর এক সভা করি। ইহাতে তথাকার কায়স্থবৃন্দ শীঘ্র উপনয়ন গ্রহণের আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম করায় কায়স্থ সভার কয়েকটী সভ্য করতঃ দিনাজপুর উপস্থিত হই।

দিনাজপুর উপস্থিত হইয়া প্রত্যেক কায়স্থের বাসায় যাইয়া কএকটী সভ্য করি। তৎপর পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত তারিখে শ্রীযুক্ত রায় রাধাগোবিন্দ রায় সাহেব বাহাদুরের বাটীতে মাননীয় মহারাজা শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ রায় বাহাদুরের সভাপতিত্বে এক সভা করায় বাবু বাড়ীর বর্ত্তমান কায়স্থগণ প্রায় ৫০ জন পূজার পরেই উপনয়ন গ্রহণ করিবেন এরূপ প্রকাশ করেন। এই সভার কার্য্য সুশৃঙ্খলারূপে নির্ব্বাহ করায় স্থানীয় ভদ্রমহাশয়গণ রংপুরে প্রচার করিতে যাইতে অনুরোধ করেন এবং তদনুসারেই রঙ্গপুরই গমন করিলাম।

৯ই তারিখে রঙ্গপুরের অন্যতম জমিদার শ্রীযুক্ত রাধারমণ মজুমদার মহাশয়ের বাসায় উপস্থিত হইয়া, সভা সমিতির কোনরূপ সম্ভাবনা না দেখিয়া প্রত্যেক জমিদার বাটীতে গিয়া প্রচার বিস্তার করি এবং কতিপয় সভ্য করতঃ ১০ই তারিখে কুড়িগ্রাম রওনা হই।

১২ই আশ্বিন। কুড়িগ্রাম কাছারিবাড়ীতে, স্থানীয় উকিল মোক্তার ডাক্তার প্রভৃতি কায়স্থ সাধারণ সভা আহ্বান করেন। এই সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত জয়কৃষ্ণ দত্ত ও শ্রীযুক্ত কেলিগোবিন্দদেব মোক্তার দ্বয় ভিতরবন্ধের ব্রাহ্মণ ও বাহির বন্ধের কাছারীর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ স্মৃতি চূড়ামণি এবং উক্ত কাছারীর বিরুদ্ধবাদী কায়স্থদিগকে পত্র দ্বারা আহ্বান করিয়া আমার সহিত শাস্ত্রীয় বিচার জন্য অনুরোধ করেন এবং তাঁহাদিগকে শাস্ত্রীয় বিচার জন্য দুই দিন সময় দেন। কিন্তু সুখের বিষয় সভায় কোন প্রতিবাদী ব্রাহ্মণ কায়স্থ উপস্থিত হন নাই;

অধিকন্তু উলিপুর হইতে যে সমুদয় উপবীতি কায়স্থ আমাকে তথায় লইয়া সভা করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন; তাহাদের সে কার্য্য প্রতিবাদীগণ নষ্ট করিয়া দেয়। কুড়িগ্রামের সভা শেষ করিয়া আমি প্রতিবাদীদিগের সহিত বিচার জন্য তথায় দুই দিন থাকিয়া কায়স্থ সভার কতিপয় সভ্য করি। এই সময় ধূপরী, নলডাঙ্গা ও শ্রীরামপুর হইতে, আমাকে লইয়া যাইবার জন্য কুড়িগ্রামে লোক আগমন করে।

আমি ১৫ই তারিখে নলডাঙ্গা উপস্থিত হইলে স্থানীয় কায়স্থগণ ১৭ই তারিখে সভার দিন স্থির করিয়া পত্র বিলি করেন। কিন্তু আমার জ্বর হওয়ায় এবং মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের বাহিরবন্দ কাছারী হইতে বেল্‌কার, তহশীলদার মহাশয়ের প্রতি আদেশ হয় যে, তথাকার কাছারীর দুর্গা পূজায় উপনীত কায়স্থবাদী ব্রাহ্মণ দ্বারা সম্পাদন করিলে দণ্ড ভোগ করিতে হইবে। এই কথায় তথায় কায়স্থগণ ভীত হইয়া আর সভার অনুষ্ঠান করেন না। জ্বর আরোগ্য হইলে কতিপয় সভা করতঃ কলিকাতা ফিরিয়া আসি।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বর্ম্মন।

নববঙ্গ।

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র। মার্জ্জিত ভাষার দক্ষতার সহিত সম্পাদিত হইতেছে। এই পত্রে সমাজ হিতকর নানা বিষয়ের আলোচনা হইয়া থাকে। বিশেষতঃ কায়স্থ সমাজের সংস্কার সম্বন্ধে প্রতি সপ্তাহেই সুলিখিত উপাদেয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সকল জাতিই এই পত্রে আপন আপন জাতির সংস্কার বিষয়ক প্রবন্ধ লিখিতে পারেন। যাহারা কায়স্থ সমাজের সংস্কার চাহেন তাহারা এই পত্রিকা গ্রহণ করুন। বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র বসু প্রণীত।

"জাতিতত্ত্ব ১ম ভাগ"—বঙ্গে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য নামক গবেষণাপূর্ণ পুস্তক "নববঙ্গ" কার্য্যালয় হইতে ।৵০ আনা মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। চারিখানা একত্র লইলে ১৲ টাকায় দেওয়া হয়। অসমর্থ পক্ষে পত্র মধ্যে এক আনার ডাক টিকিট প্রেরণ করিলে বিনামূল্যেই পুস্তক পাঠান হইবে।

কার্য্যাধ্যক্ষ, নববঙ্গ,
চাঁদপুর, ত্রিপুরা।

হোমিওপ্যাথিক্ ঔষধে কৃতকার্য্য হইতে হইলে

লাহিড়ী এণ্ড কোম্পানীর

ঔষধ ব্যবহার করুন,

কারণ

তাহারা বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক্ ঔষধ

বিক্রয় করিয়া থাকেন।

প্রধান ঔষধালয় ঃ—

৩৬, কলেজষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

পত্র লিখিলেই সচিত্র মূল্য নিরূপন পুস্তক

পাঠান যায়।

কায়স্থ পত্রিকা।

পৌষ, ১৩১৯। | নবপর্য্যায় ১ম খণ্ড, ৯ম সংখ্যা।

দান।

চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডার।

	গত অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত	... ...	৬,৬৯৮৶০
১।	শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর রায়, উকীল কটক	...	৫০৲
২।	„ জানকীনাথ মজুমদার,	... ...	২৫৲
৩।	„ কালীপদ বসু মিরাট	...	১০৲
৪।	„ কুমুদরঞ্জন মজুমদার	... ...	১০৲
৫।	„ বসন্তকুমার মিত্র, যশোড়া, চাকদহ, নদীয়া,		১০৲
৬।	„ যোগেন্দ্রনাথ বসু, পাঁজিয়া, যশোহর	...	৫৲
৭।	„ যাদবচন্দ্র মজুমদার	... ...	৫৲
৮।	„ লক্ষ্মণচন্দ্র মজুমদার	... ...	৩৲
৯।	„ হরিহর ঘোষ, দাঁইহাট, বর্দ্ধমান	...	২৲
১০।	„ কৈলাসচন্দ্র রায়, নবাবকাছারী, বগুড়া	...	২৲
১১।	„ কৃষ্ণবল্লভ সিংহ বিশ্বাস, দিনাজপুর	...	২৲
১২।	„ দাশরথি দত্ত, হাঁসপুকুরিয়া	...	১৲
১৩।	„ হেমন্তকুমার বসু, নুরুল্লাপুর	... ...	১৲
১৪।	„ কায়স্থ সভার বার্ষিক ৩য় ও ৬ষ্ঠ অধিবেশন স্থলে তৎকালীন সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ দত্ত মহাশয়ের দ্বারা সংগৃহীত	...	৭০৷৶১০
	মোট		৬৮৯৫৷৶১০

জনসংখ্যা ভাণ্ডার।

গত অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত	... ...	১৯৩৲
শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার মিত্র, যশড়া, চাকদহ, নদীয়া	...	১০৲

কায়স্থ সভার পুস্তকাগারে দান।

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ সিংহ, (পূর্ব্ব প্রকাশিত) ... ১০৲
„ বসন্তকুমার মিত্র, যশড়া, চাকদহ, নদীয়া ... ১০৲

সামাজিক সংবাদ।

উপনয়ন।

আশ্বিন মাস।

বগুড়া কেন্দ্রে।

		সাং	শ্রেণী
১।	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র সেন দেববর্ম্মা	বগুড়া	বারেন্দ্র
২।	„ গোবিন্দপ্রসাদ চাকী	ঐ	ঐ
৩।	„ নগেন্দ্রনাথ দাস	ঐ	ঐ
৪।	„ বৃন্দাবনচন্দ্র দত্ত	ঐ	ঐ
৫।	„ ইন্দ্রকমল দত্ত	ঐ	ঐ

১লা কার্ত্তিক ১৩১৭।

(মুরশিদাবাদ, কাঞ্চনতলা কেন্দ্রে)

শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ ঘোষ দস্তিদার, সাং গাভা, বরিশাল (বঙ্গজ) বয়স ৩৬
কাঞ্চনতলা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের শিক্ষক।

৩০শে কার্ত্তিক।

বিক্রমপুর, পাইকপাড়া, মুন্সীগঞ্জ, ঢাকা।

শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার গুহ মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র।

				শ্রেণী	বয়স
১।	শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র মিত্র,	সাং পাইকপাড়া	ঢাকা	বঙ্গজ	৫৭
২।	„ গোবিন্দচন্দ্র মিত্র	ঐ	ঐ	ঐ	৫৭
৩।	„ অম্বিকাচরণ চন্দ্র	ঐ	ঐ	ঐ	৫০
৪।	„ হরিমোহন বসু	ঐ	ঐ	ঐ	৩০
৫।	„ গিরীশচন্দ্র মজুমদার	ঐ	ঐ	ঐ	৪০

৬।	„ প্রসন্নকুমার ভদ্র	ঐ	ঐ	ঐ	৬০
৭।	„ দক্ষিণারঞ্জন সোম	ঐ	ঐ	ঐ	২০
৮।	„ শ্রীশচন্দ্র গুহ	ঐ	ঐ	ঐ	২০
৯।	„ নগেন্দ্রচন্দ্র রায়	ঐ	ঐ	ঐ	২০
১০।	„ জ্ঞানচন্দ্র দে	ঐ	ঐ	ঐ	১৬
১১।	„ হিমাংশুবিমল মজুমদার	ঐ	ঐ	ঐ	১৪
১২।	„ পূর্ণচন্দ্র মজুমদার	ঐ	ঐ	ঐ	৫৪

৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩১৭

দাঁইহাট, বর্দ্ধমান।

অগ্নিহোত্রী শ্রীযুক্ত হরিহর ঘোষ দেববর্ম্মা মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র।

		গ্রাম	জেলা	শ্রেণী	বয়স
১।	শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন দেব	দাঁইহাট	বর্দ্ধমান	দক্ষিণরাঢ়ী	২৭
২।	„ গৌরচন্দ্র দেব	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩।	„ মুরারীমোহন দেব	ঐ	ঐ	ঐ	২২
৪।	„ তোলানাথ পাল	ঐ	ঐ	ঐ	২১

১৮ই অগ্রহায়ণ ১৩১৭।

বিক্রমপুর, পাইকপাড়া, মুন্সীগঞ্জ, ঢাকা।

শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার গুহ মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র।

		সাং	জেলা	শ্রেণী	বয়স
১।	শ্রীযুক্ত রজনীশঙ্কর মিত্র	সাং বিক্রমপুর পাইকপাড়া	ঢাকা	বঙ্গজ	৫০
২।	„ মনোমোহন দাস	ঐ	ঐ	ঐ	৩০
৩।	„ নগেন্দ্রনাথ মজুমদার	ঐ	ঐ	ঐ	২৫
৪।	„ চন্দ্রকুমার মজুমদার	ঐ	ঐ	ঐ	২৮
৫।	„ মনোমোহন দে	ঐ	ঐ	ঐ	২২
৬।	„ উপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ	ঐ	ঐ	ঐ	১৫
৭।	„ খগেন্দ্রনাথ মজুমদার	ঐ	ঐ	ঐ	১৪

বিবাহ সংবাদ।

নিম্নলিখিত বিবাহে কোন দেনা পাওনার কথা শুনা যায় নাই।

শ্রীযুক্ত অমরনাথ বসু (হাইকোর্টের উকীল) মহাশয়ের ভ্রাতপুত্র শ্রীমান নরেশচন্দ্রের প্রথম কন্যার সহিত হাতিবাগান লেনস্থ, শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ দে মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান হরেন্দ্রনাথের।

বিবাহযোগ্যা কন্যা।

১। পুরুলিয়ার মুন্সেফ (দক্ষিণরাঢ়ী) শ্রীযুক্ত গোপালদাস ঘোষ মহাশয়ের কন্যা বয়স ১৩, সুন্দরী ও হৃষ্টপুষ্ট, পর্য্যায় ২৫।

২। মুর্শিদাবাদ কাঞ্চনতলার জমীদার স্বর্গীয় পার্ব্বতীচরণ রায় (বঙ্গজ) মহাশয়ের কন্যা সুশ্রী (দক্ষিণরাঢ়ীতে বিবাহ দিতে প্রস্তুত আছেন) বয়স ১৩

৩। হাওড়ার উকীল দক্ষিণরাঢ়ী শ্রীযুক্ত রমানাথ দত্ত মহাশয়ের কন্যা বয়স ১৩ (শিক্ষিতা ও মহাকালী পাঠশালা হইতে নানা বিষয়ে মেডেল প্রাপ্তা)

৪। নাম অপ্রকাশিত (পাবনা) বারেন্দ্র কায়স্থের কন্যা, বয়স ১৩, সুন্দরী। (যে কোন শ্রেণীতে বিবাহ দিতে প্রস্তুত আছেন)

৫। নাম অপ্রকাশিত (বাঁকুড়া) দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থের কন্যা বয়স বিবাহ-যোগ্যা সুন্দরী।

৬। জেলা বর্দ্ধমান পোঃ দাঁইহাট, ভাস্করপাড়া (দক্ষিণরাঢ়ী) শ্রীযুক্ত রাধা-গোবিন্দ দত্ত দেববর্ম্মার (জমীদারের ষ্টেট্ ম্যানেজার) দ্বিতীয়া কন্যা বয়স ১১, পরমাসুন্দরী। সকল শ্রেণীতেই বিবাহ দিতে প্রস্তুত, উপবীতি ও শিক্ষিত পাত্র হইলেই ভাল হয়। ক্ষত্রিয়াচারে বিবাহ হইবে।

উদ্বোধন।

ঝরিছে নীরদধারা ধরা আজি সুশীতল।
বহিতেছে প্রেমগঙ্গা-প্রেমধারা নিরমল॥
স্বজাতি কল্যাণ ব্রত কর সবে উদ্যাপন।
বহুক গোমুখী হতে শত নদী প্রস্রবণ॥

কি সুন্দর আয়োজন, কি মধুর সাম্যভাব।
প্রীতি বিস্ফারিত নেত্র ঈর্ষা দ্বন্দ্ব তিরোভাব॥
বুঝিয়াছে ক্ষত্র জাতি জীবনের মহাভুল।
অনাচারে হইয়াছে সমাজ শিথিল মূল॥
আর্য্যের অনার্য্যভাব মৃত্যু হতে গ্লানিকর।
মহাপাপে জর্জ্জরিত আত্মা মন কলেবর॥
ধ্বংসের বিকট লীলা কর সবে পরিহার।
লও সবে প্রীতমনে আর্য্যোচিত সংস্কার॥
স্বধর্ম্ম করিলে ত্যাগ অনন্ত নিরয় ঘটে।
জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত তার লেখা আছে বিশ্বপটে॥
"স্বধর্ম্মে মরণ শ্রেয়" কহিলেন ভগবান।
পাইলেন সব্যসাচী কর্ম্মক্ষেত্রে দিব্যজ্ঞান॥
স্মর আজি, স্মর আজি ধর্ম্মের মহিমা গাথা।
স্বধর্ম্ম পালনে মুক্তি কি অমৃত পুণ্যকথা॥
কি পবিত্র যজ্ঞসূত্র-কি দেবত্ব মাখা তায়।
আর্য্যের আর্য্যত্ব ইথে ঘোষিতেছে বসুধায়॥
ধর্ম্মই জীবের গতি পরকালে সাক্ষী তার।
ধর্ম্ম বিনা এ জীবন নিরাশার অন্ধকার॥
বেদের বিহিত পথ হলো পুনঃ আবিষ্কার।
এ সুযোগ, হে সুহৃদ, ছাড়িও না পুনর্ব্বার॥
নীতিবল ধর্ম্মবল, মানবের মহাবল।
পবিত্র হৃদয়ে রাখ প্রেম মন্দাকিনী জল॥
কার প্রতি অভিমান কার প্রতি কর রোষ?
আমরা সমাজ শত্রু আমাদেরি শত দোষ॥
"দাসী" আখ্যা দিয়া হায় জায়া ভগ্নি জননীরে।
করিয়াছি বিমলিনা? পুণ্যতোয়া জাহ্নবীরে॥
এ কলঙ্ক, হে সোদর ঘুচাবে কখন আর।
উদ্ঘাটিত হের আজি হিরণ্ময় জ্যোতি দ্বার।
হের ওই নেত্র পথে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত শত;
কি মহিমা প্রপূরিত আহা কি মহান্ ব্রত!

কি সুন্দর উত্তরীয় পবিত্র কৌষিক বাস!
আর্য্যের গরিমা দীপ্ত বদনে মধুর হাস।
কি বিনয় সদাচার ধর্ম্ম লাগি স্বার্থত্যাগ?
স্বজাতি মঙ্গল আশে কি উত্তম অনুরাগ।
কায়স্থ নামের যোগ্য চিত্রগুপ্ত বংশধর।
উদ্দীপন ঊর্দ্ধশিখ পূত আত্মা বৈশ্বানর॥
অদূরে ওদের পাশে সদা সঙ্কুচিত প্রাণ।
কারা ওরা শূদ্রভাবে করিতেছে অবস্থান!
ওরাও কি ক্ষত্রবর্ণ কায়স্থ কুলোদ্ভব;
বুঝিবেনা ওরা কি গো সমাজের দুঃখ সব॥
জঘন্য ধিক্কৃত কায়া হের শুক্র বিক্রেতায়।
সহিতেছে শত জ্বালা পশুতুল্য পিপাসায়॥
গৃহেতে অশান্তি নিত্য পিশাচের অট্টহাস।
অবলার আর্ত্তনাদ মর্ম্মান্তিক হা হুতাশ॥
কোথায় সৌহার্দ্দ সূত্রে হবে প্রেম অভিনয়।
হাসিবেক গৃহলক্ষ্মী ত্রিদিবের জোছনায়॥
কিন্তু কি দুর্গতি হেরি গৃহে গৃহে মনান্তর।
নাহি সে সরলহাসি শরদিন্দু মনোহর॥
কুটিল হৃদয়গতি শতমুখী বিভীষণ।
এ ঘোর কলঙ্ক হতে রক্ষ দেব নারায়ণ॥
হীন স্বার্থ করে ক্রীড়া মানব মানবী মনে।
পশু তুল্য কামনায় দগ্ধ জীব জনে জনে॥
ব্রাহ্মণ চণ্ডাল তুল্য ক্ষত্রকুল ধর্ম্মহীন।
বৈশ্যজাতি কাল স্রোতে হয়েছে সমগ্রলীন॥
এক শূদ্র ব্যাপিয়াছে হীন কুকুরের মত।
অবসন্ন শক্তিহীন মহাপাপে নিমজ্জিত॥
বৈদিক আচার ভ্রষ্ট নাহি যজ্ঞ হোমানল।
না বহে মানব হৃদে প্রীতির জাহ্নবী জল॥
বেদের উদ্ধার প্রভু কর দেব লীলাময়।
বেদ মন্ত্রে শক্তি লভি জাগুক্ মানবচয়॥

চারিবর্ণ চারিধারে লউক মঙ্গল ব্রত।
ভুলিয়া বিদ্বেষ বুদ্ধি সাধুক সমাজ হিত॥
সমাজ সুখের হলে পাব, সুখ ঘরে ঘরে।
শত ভ্রাতা শত ভগ্নি গাঁথা রবে প্রেমহারে॥
পুণ্যহেতু দেবগণ বরিষে আশীষ ধারা।
করিবেন শস্যপূর্ণা আমাদের বসুন্ধরা॥
সমাজ শাসন গুণে পাবে ধর্ম্ম অধিকার।
মহাপাপী বরষিবে অনুতাপে আঁখিধার॥
ধর্ম্ম চাই, শক্তি চাই, চাই মানসিক বল।
অদম্য উৎসাহ চাই, তবে পাব পুণ্য ফল॥
ভক্তি চাই, প্রীতি চাই, চাই সে সংযম মন্ত্র।
দীক্ষা চাই, শিক্ষা চাই, চাই সাধনের তন্ত্র॥
মানবের আকিঞ্চন, ঈশ্বরের অনুগ্রহ।
অবশ্য করিবে পুষ্ট বিশীর্ণ সমাজ দেহ।

শ্রীসুশীলগোপাল বসু দেববর্ম্মা।

জাতিতত্ত্ব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

* ব্রাহ্মণঃ পতনীয়েষু বর্ত্তমানো বিকর্ম্মসু। দাম্ভিকো দুষ্কৃতঃ প্রায়ঃ শূদ্রেণ সদৃশো ভবেৎ॥ ১২
যস্তু শূদ্রো দমে সত্যে ধর্ম্মে চ সততোত্থিত। তং ব্রাহ্মণমহং মন্যে বৃত্তেণ হি ভবেদ্দ্বিজঃ॥ ১৩
মহাভারত বনপর্ব্ব ২১৫ অধ্যায়।

ফলতঃ পূর্ব্ব প্রকাশিত বাক্য হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় জন্ম দ্বারা বর্ণ-নিশ্চয় স্থির নহে। কেন না শূদ্রকুলে জন্মিয়াও লোকে ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, সত্য প্রভৃতি গুণ-বিভূষিত হইলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে। ধর্ম্মাচরণ দ্বারাই লোকে দ্বিজত্ব পায়। * শূদ্রের নিকট ব্রাহ্মণের এইরূপ কঠোর সত্য স্বীকার প্রশংসার্হ।

বনপর্ব্ব ৩১২ অধ্যায়ে যক্ষযুধিষ্ঠির প্রশ্নোত্তরে দেখা যায় যক্ষরূপী ধর্ম্ম যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজন্, কুল, চরিত্র বেদপাঠ, বা বেদার্থের অবধারণ—এই কয়টীর মধ্যে কোনটীর দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয়?" † যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন "কুল,

* দ্বিজ শুশ্রূষাদ্বারা প্রভূত রাজা ও দ্বিজত্ব হয়।" মহাভারত, অনু ৫৬ অধ্যায়।
যক্ষ।—
† রাজন্ কুলেন বৃত্তেন স্বাধ্যায়েন শ্রুতেন বা। ব্রাহ্মণ্যং কেন ভবতি প্রব্রূহ্যেতৎ সুনিশ্চিতম্॥

বেদপাঠ বা বেদার্থের অবধারণ ব্রাহ্মণত্বের প্রতি-কারণ নহে। একমাত্র চরিত্রই ব্রাহ্মণত্বের নিঃসন্দেহ প্রতি কারণ। সবিশেষ যত্ন সহকারে সম্যক প্রকারে চরিত্র-রক্ষা ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য। কারণ, যাহার চরিত্র ক্ষীণ না হয় সে কিছুতেই ক্ষীণ হয় না। যে চরিত্রাংশে হত সেই ব্যক্তিই নিশ্চয় হত হয়। অধ্যেতা, অধ্যাপক ও অপরাপর শাস্ত্র-চিন্তকেরা ব্যসনী হইলে তাহাদিগের সকলকেই মূর্খ বলা যায়, যিনি ক্রিয়াবান্ তিনিই পণ্ডিত। চতুর্ব্বেদবক্তা ব্যক্তিও দুঃশ্চরিত্র হইলে শূদ্রাপেক্ষা অতিরিক্ত হয় না, যিনি অগ্নিহোত্র পরায়ণ ও দান্ত তিনিই ব্রাহ্মণ বলিয়া স্মৃত হন। *

আর্য্য-মাত্রেই গীতার প্রাধান্য স্বীকার করেন। হিন্দুধর্ম্ম সম্প্রদায়ের প্রায় সকল প্রবর্ত্তকই ইহার ভাষ্য করিয়াছেন। ঐ ভগবদ্বাক্যে পাওয়া যায়—

"হে পরন্তপঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদিগের কর্ম্ম-সকল স্বাভাবিক গুণানুসারেই বিভক্ত হইয়াছিল। শম দম, তপ, শৌচ, ক্ষান্তি. ঋজুতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্য এইগুলি ব্রাহ্মণের স্বভাবজ কর্ম্ম। শৌর্য্য, তেজ, ধৃতি, দক্ষতা সমরেঅবৈমুখ্য, দান ও প্রভুত্ব-শক্তি প্রকাশ ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজ কর্ম্ম। কৃষি গোরক্ষণ ও বাণিজ্য এই কয়েকটী বৈশ্যের এবং পরিচর্য্যাত্মক কর্ম্মই শূদ্রের স্বাভাবিক।" ‖ এই শ্লোকগুলির ব্যাখ্যাকালে মাধ্বাচার্য্য যাহা টিপ্পনী করিয়াছেন, তাহা পরিস্ফুট রূপে ব্যাখ্যা করিতে গিয়া সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার বলিয়াছেন যে যদি শূদ্রে বহুপরিমাণে ব্রাহ্মণোচিত ধর্ম্ম পাওয়া যায় তাহা হইলে সেই শূদ্রই ব্রাহ্মণ, আবার ব্রাহ্মণে যদি সাধারণ গুণ না থাকে তাহা হইলে সেই ব্রাহ্মণও শূদ্র। মাধব সম্প্রদায়ীর দুইজন প্রধান ব্যক্তিরই এইরূপ মত।

যুধি।—

শৃণু যক্ষ কুলং তাত, ন স্বাধ্যায় নচ শ্রুতম্। কারণং হি দ্বিজত্বে চ বৃত্তমেব ন সংশয় ॥ ১০৬
বৃত্তং যত্নেন সংরক্ষ্যং ব্রাহ্মণেন বিশেষতঃ। অক্ষীণবৃত্তো ন ক্ষীণো বৃত্ততস্তু হতো হতঃ ॥ ১০৭
পঠকাঃ পাঠকাশ্চৈব যে চান্যে শাস্ত্রচিন্তকাঃ। সর্ব্বে ব্যসনিনো মূর্খা যঃ ক্রিয়াবান্ স পণ্ডিতঃ।
চতুর্ব্বেদোঽপি দুর্ব্বৃত্তো ন শূদ্রাদতিরিচ্যতে। যোঽগ্নিহোত্রপরো দান্তঃ স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ।
মহাভারত, বনপর্ব্ব ৩১২ অধ্যায় ১০৫-৯।

‖ ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ। কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ ॥ ৪১
শমোদমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ। জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্মস্বভাবজম্ ॥ ৪২
শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধেচাপ্যপলায়নম্। দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষত্রকর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥ ৪৩
কৃষিগোরক্ষবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্। পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্ ॥ ৪৪
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১৮ অধ্যায়।

শ্রীমদ্ভাগবত অষ্টাদশ মহাপুরাণাবলীর মধ্যে একখানি শ্রেষ্ঠ পুরাণ। উহা অদ্বৈতবাদী বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, দ্বৈতবাদী তথা বল্লভাচার্য্য সম্প্রদায়িগণের মাননীয় ও পূজ্য। এই মহাপুরাণ হইতে স্পষ্টই প্রমাণ হয় যে জাতি যে কেবল বর্ণ-গত তাহা নহে। উহা বৃত্তি ও গুণাদি হইতে নির্ণীত হয়। ফলতঃ কেহ জন্মহেতু তদ্বর্ণলাভে সমর্থ হয় না তৎসহ বৃত্তি ও ধর্ম্ম পালন করিতে হয়। শ্রীধরস্বামী অদ্বৈত-বাদী ছিলেন। তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের ৭ম স্কন্ধ একাদ অধ্যায়-শ্লোকের ব্যাখ্যায় যাহা বলিয়াছেন, তথা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বীর রাঘবাচার্য্য উহার ভাষ্যে লিখিয়া-ছেন, "যে কোন গুণ বা ধর্ম্ম হইতে কোন বর্ণ সংঘটিত হয় বলা হইয়াছে সে সকল গুণ বা ধর্ম্ম যদি জাত্যন্তরে কাহারও মধ্যে দেখা যায় তাহা হইলে সেই সকল গুণ ও ধর্ম্ম হইতে তাহার বর্ণ নির্ণীত হইবে।" * পূর্ব্বে ব্রাহ্মণাদি শব্দ শান্ত-মনা, বিগতস্পৃহ প্রভৃতি সদ্‌গুণ বিভূষিত ব্যক্তিমাত্রে প্রযুক্ত হইত। কেবল ব্রাহ্মণকুলে জন্মিলেই যে সে ব্রাহ্মণ হইবে এরূপ নিয়ম ছিল না। ফলতঃ উহা কুল বা গোত্রানুগত ছিল না। তদর্থেও প্রযুক্ত হইত না তাহারও বিশিষ্ট প্রমাণ এই শ্লোক হইতে পাওয়া যায়। ‡

যে সকল গুণ বা ধর্ম্ম জাতিতত্ত্বের উপাদান তাহা যদি অপর জাতীয় সন্তানে দৃষ্ট হয় তবে সেই শেষোক্ত সন্তান পূর্ব্বোক্ত বর্ণের অন্তর্ভূত বলিয়া নির্ণীত হইবে—কেবল যে জন্ম হইতে জাতি নির্ণয় কর্ত্তব্য এরূপ নহে।"

বীররাঘবাচার্য্য ও দ্বৈতবাদী বিজয়ধ্বজাচার্য্য ঐ মহাপুরাণের নবম স্কন্ধের সপ্তদশ অধ্যায়ের ১১৯ শ্লোকে ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, "আদিতে কৃতযুগে এক জাতি ছিল। উহা হংস নামে অভিহিত। জন্মিলেই মানব উক্ত জাতির অন্তর্ভূত হইত।" "হংস দ্বারা ব্রাহ্মণ বর্ণ বুঝাইত।" "ক্ষত্রিয়াদি অপর বর্ণ ছিল না।" ইহা হইতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, জাতি আত্মার সহিত নিত্য নহে। কোন কারণে সময়োচিত কোন কার্য্য সংসাধন-জন্য বর্ণ-বিভাগের আবশ্যকতা উপলব্ধি হওয়ায় আর্য্যেরা জাতিভেদ-প্রথা সৃষ্টি করেন। কারণ আদিতে যে সকলেই এক জাতি-ভুক্ত ছিল, অর্থাৎ কোনরূপ জাতিভেদ ছিল না তাহাও ইহা হইতে সুস্পষ্ট বুঝা

* "শস্ত্রোত্তম করিলেই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ত্ব পান।" (মহাভারত, উদ্যোগপর্ব্ব ১৮১ অধ্যায়।

† যে ব্রাহ্মণের বেদবিদ্যার সম্পর্ক মাত্র নাই ধর্ম্মশীল নরপতিরা তাঁহাদ্বারা শূদ্রকর্ম্ম করাইয়া লইবেন। ব্রাহ্মণ হইয়া যিনি বেদের সমাদর না করেন তাঁহার ব্রাহ্মণ্যলাভ দূরে থাক প্রত্যুত তিনি অব্রাহ্মণ। হরিবংশ, ভবিষ্যপর্ব্ব ২১৩ অঃ।

‡ যন্নয়াপেক্ষণং প্রোক্তং পুংশে বর্ণাভিব্যঞ্জকম্। যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ ॥

যাইতেছে। এতদ্‌ভিন্ন আদিতে সকলেই যে সমান ও সাধুবৃত্ত ছিল তাহার প্রমাণ এই জাতিভেদ প্রথার অবিদ্যমানতা। যদি জাতিভেদ থাকিত তাহা হইলে সকলে এক "হংস" নামে অভিহিত হইবে কেন? আবার উক্ত পুরাণের ৭।১৫। আছে পূর্ব্বকালে সর্ব্ববাক্যের মূলস্বরূপ প্রণবই একমাত্র বেদ, নারায়ণ একমাত্র উপাস্য দেবতা এবং বর্ণও একটী ছিল। মৎস্যপুরাণেও আছে কৃতযুগে যেমন একবর্ণ ছিল তেমন কলিযুগের অবসান প্রায় সময়ে সকলেই শূদ্র হইবে।

এক এব পুরাবেদঃ প্রণবঃ সর্ব্ব বাঙ্ময়ঃ।
দেবো নারায়ণো নান্যে একাগ্নিবর্ণ এব চ॥
শ্রীমদ্ভাগবত ৯।১৪।

যথাকৃতযুগে পূর্ব্বমেকবর্ণম ভূৎকিল।
তথা কলিযুগস্যান্তে শূদ্রীভূতাঃ প্রজা স্তথা॥
মৎস্য ১৪৪।৩৮

ক্ষত্রিয়কুলে জন্মিয়াও যে অনেকে ব্রাহ্মণের এমন কি পৃথিবীরও শিক্ষাদাতা ও শিক্ষক ছিলেন, তাহার প্রমাণও যথেষ্ট আছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে পাওয়া যায় যে, আরুণেয় শ্বেতকেতু পাঞ্চালরাজের সভায় উপস্থিত হইলে প্রবাহন জাবালী তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন "বালক, তোমার পিতা তোমাকে কি শিখাইয়াছেন? আরুণেয় বলিলেন মহাশয়, পিতাই আমাকে শিক্ষা-দান করিয়াছেন।" তখন পাঞ্চালরাজ তাঁহাকে কএকটী প্রশ্ন করেন। বালক সেই প্রশ্ন শুনিয়াই স্তম্ভিত এমন কি তাঁহার একটী প্রশ্নেরও উত্তর দিতে পারিল না। তাহা দেখিয়া রাজা বলেন, "তবে তুমি কেমনে বলিলে যে শিখিয়াছি।" যে কিছুই জানে না সে কিরূপে বলে যে আমি শিক্ষিত।" তখন সেই বালক বিরস বদনে তদীয় পিতার আশ্রমাবাসে যাইয়া তাহাকে সমুদয় বৃত্তান্ত বলিয়া জিজ্ঞাসা করেন, "পিতঃ, আপনি বাস্তবিক যখন আমাকে কিছুই শিখান নাই তখন কেমন করিয়া বলেন যে আমি তোমাকে শিখাইয়াছি। সেই দুষ্ট রাজা আমাকে ৫টী প্রশ্ন করেন, কিন্তু আমি তাহার একটীরও উত্তর দিতে পারি নাই।" তখন তাহার পিতা বলিলেন, "তুমি যে সকল প্রশ্ন করিলে আমি তাহার একটীরও উত্তর জানি না। যদি জানিতাম তাহা হইলে কেনই বা তাহা না বলিব?" তখন সেই গৌতমগোত্রজ ব্রাহ্মণ রাজপ্রাসাদে পুনরায় যান। তখন রাজা তাঁহাকে বলেন "হে গৌতম, তুমি পার্থিব-বস্তু-মধ্যে যাহা উৎকৃষ্ট বলিয়া জান

তাহা প্রার্থনা কর।" তখন গৌতম বলেন, রাজন ঐ সকল পার্থিব-বস্তু আপনারই থাকুক, আপনি যাহা আমার পুত্রকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহাই আমাকে বুঝাইয়া দিউন।" তখন রাজা বলেন "ইতিপূর্ব্বে কোনও ব্রাহ্মণ যাহা জানিতে পারেন নাই, সেই অজ্ঞাত বিষয় নিচয় জানিতে আপনি যখন আমার নিকট আসিয়াছেন তখন বুঝিলাম এই ভূমণ্ডলে সর্ব্বলোকমধ্যে একমাত্র ক্ষত্রিয়ই এ শিক্ষা দিতে অধিকারী।" ঐ উপনিষদের ১১শ অধ্যায়ে অশ্বপতি "আত্ম-বৈশ্বানর"-সম্বন্ধে ব্রাহ্মণকে উপদেশ করিয়াছেন। আবার ঋগ্বেদাদির অন্তর্ভূত অনেক সংহিতার প্রায়নকারী যে কেবল ব্রাহ্মণ ছিলেন এমন নহে। অনেক ক্ষত্রিয়ও কতিপয় সংহিতা-প্রণয়নে বিশ্বের শিক্ষাদাতারূপে আর্য্যধর্ম্মশাস্ত্রে স্থান পাইয়াছেন। ‡

বিষ্ণু ৩য় অংশ ৬ অধ্যায় ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ তস্য শিষ্যো ভবেদ্ধীমান পৌষ্যঞ্জী দ্বিজসত্তমাঃ হিরণ্যনাভঃ কৌশিক্যো দ্বিতীয়োহভূন্নরাধিপঃ।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, অনুসঙ্গপাদ ৬৫।৩৪।

ততো হিরণ্যনাভস্য কৃতশিষ্যনৃপাত্মজ— ঐ ৪৬ (ক্রমশঃ)

বাসব শ্রীললিতকৃষ্ণ দেববর্ম্মা।

কায়স্থ-সূত্র।

অষ্টম-সূত্র।

এই সূত্রাধ্যায় কায়স্থ সূত্রের শেষসূত্র বা উপসংহার সূত্র। এই সূত্রে কায়স্থ জাতির কয়েকটী বিশেষ বিষয়ের সিদ্ধান্ত হইবে, যথা—কায়স্থের বর্ণ, নামের সঙ্গে "দাস" শব্দ যোজনায় কোন গৌরব আছে কিনা, আধুনিক বঙ্গজ কায়স্থের দত্তক পুত্রের কুলীনত্বের হীনতায় আপত্তি ঠিক কিনা, ভূরশুর সমাজের প্রাচীন কুলীন বংশধরগণ বর্ত্তমানকালে কুলীন কি না?

চতুর্ব্বিংশতি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রাচ্যবাসীরা কৃতের প্রবর্ত্তিত সামবেদ পাঠ করেন বলিয়া তাঁহাদিগের সম্প্রদায় কার্ত্তিনামে অভিহিত হইয়াছে। মহাবীর উগ্রায়ুধ ঐ কৃতের পুত্র। ভীষ্মদেব ঐ উগ্রয়ুধকে বধ করেন। হরিবংশ ২০ অঃ।

ভাগবত ৯।২১ অধ্যায়ে আছে পৌরব বংশীয় কৃতী হিরণ্যনাভেরশিষ্য কৃতী প্রাচ্য সামের ছয় সংহিতা পাঠ করেন।

কৃত অজমীঢ়বংশীয় সন্নতির পুত্র ইনি মহাত্মা হিরণ্যনাভের শিষ্য।

কায়স্থজাতি কোন বর্ণের অন্তর্গত—ক্ষত্রিয়বর্ণের অন্তর্গত। ক্ষত্রিয় বর্ণের শাসনও বিচার-কর্ম্মের যে প্রধান দুইটী ভাগ আছে, সেই বিচার ভাগের মধ্যে কায়স্থ। এসম্বন্ধে মনস্বীগণ বহুযুক্তি তর্কের দ্বারা যাহা স্থির করিয়াছেন আমিও তাহার সত্যতা নিরূপণ করিতে যাইয়া সেই ক্ষত্রিয় বর্ণই সিদ্ধান্ত করিলাম। এস্থলে এই কথাটি বলা আবশ্যক যে গত শতাব্দীর মধ্যে ভূষণার ভরদ্বাজ, ১ উজানির কৃষ্ণাত্রেয় বিক্রমপুরের ঘৃত কৌশিক, ভুলুয়ার বাৎস্য গোত্রীয় এই চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি ও রাঠোর সংস্কৃত ক্ষত্রিয় রাজ বংশ চতুষ্টয় যখন বৈবাহিকাদি সামাজিক সম্বন্ধ অসংস্কৃত বঙ্গজ কায়স্থের সহিত করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন না তখন অধুনাতনকালে সেই কায়স্থাখ্য ক্ষত্রিয়দিগের সংস্কার করিতে গিয়া ব্রাহ্মণগণ গায়ত্রী স্থলে বহ্নি স্থাপনের মন্ত্র কেন প্রদান করিতেছেন? (২) আবার কোন কোন মহা পণ্ডিতাভিমানী অগ্রে কায়স্থের ক্ষত্রিত্বের পাতি দিয়া এখন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের গায়ত্রী পৃথক বলিয়া বোল্ চালিতেছেন ও শীর্ষস্থ আর্ক ফলাটী বিন্যাস করিয়া ব্রাহ্মণ্য জাহির করিতেছেন। বেদ, বহুবিধউপনিষদ, সংহিতা ও পুরাণ বিশেষভাবে অনুসন্ধান এবং দুইজন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াও বিভিন্ন গায়ত্রী প্রাপ্ত হইলাম না, এবংবিধ প্রতারক ব্রাহ্মণের পাপ হইতে দেশ কবে উদ্ধার পাইবে? হে আত্ম সর্ব্বস্ব ব্রাহ্মণ! তুমি এখন কি বুঝিতে পার নাই যে গায়ত্রী বস্তুটী কি—যে বিশাল আর্য্য জাতিকে সমুলে বিনষ্ট করিতে বসিয়াছ, জানিও পরকে বিনা দোষে নষ্ট করিতে চেষ্টা করিলে আপনি সমূলে ধ্বংশ পাইতে হয়।

১। এই বংশ এখন ফরিদপুর জিলার চাঁদপুরের বক্সী বলিয়া প্রসিদ্ধ।

২। সম্প্রতি কৈলাস শিরোমণি নামক জনৈক জ্ঞানান্ধ ফরিদপুরের কায়স্থদিগকে উপনয়ন দিতে গায়ত্রীর পরিবর্ত্তে "দেব সবিতুঃ প্রসুব যজ্ঞং প্রসুব যজ্ঞপতিং ভগায় দিব্যো গন্ধর্ব্বঃ কেতপুঃ কেতং ন পুণাতু বাচস্পতির্ব্বাচং ন স্বদতু।" এই বহ্নি স্থাপনের মন্ত্র দান করিয়াছেন। যদিও পশ্চিম ভারতীয় পণ্ডিত রামদত্ত প্রণব ও ব্যাহৃতি ত্রয়ে ইহার পূর্ব্বে প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু শিরোমণি মহাশয় নাকি তাহা দান করিতে সাহস পান নাই! কৈলাস তোমাকেই বা দোষী কেন সুপ্রসিদ্ধ শব্দকল্পদ্রুম অভিধান রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর বহুতর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সাহায্যে সম্পাদন করিয়াছিলেন তাহাতেই যখন গায়ত্রী শব্দে ব্রহ্ম গায়ত্রীর অভাব রহিয়াছে তখন নিশ্চয়ই মনে হয় অনেক ব্রাহ্মণও ব্রহ্ম গায়ত্রী জানে না কিন্তু ব্রাহ্মণগণের মনে করা উচিৎ যে গায়ত্রী না জানে সেই শূদ্র এ সম্বন্ধে ঋষি বাক্য এইরূপ আছে—

"অজ্ঞাত্বাচৈব গায়ত্রীং ব্রহ্মণ্যা দেব হীয়তে।
অপবাদেন সংযুক্তে ভবেৎ শ্রুতি নিদর্শনম্॥
এবং যস্তঃ বিজানাতি গায়ত্রীং ব্রহ্মাণস্তু সঃ।
অন্যথা শূদ্র ধর্ম্মস্যাদ্ বেদনাপি পারগঃ॥"

অন্ত পর কেন বিশ্বকোষ সঙ্কলয়িতা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুই এই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন উহা যে আদৌ গায়ত্রী ছন্দ নহে পাঠ করিলেই তাহা স্পষ্ট ধরা পড়িয়া যাইতেছে। এমতাবস্থায় যাহা সত্য যাহাতে জীবের মুক্তি সেই সর্ব্ব সত্ত্বা গায়ত্রী কি তাহা উপর প্রবন্ধ মধ্যে লিখিত হইল।

কায়স্থগণ নাম বলিতে যে পদবীর সহিত দাস শব্দ প্রয়োগ করেন উহাতে কি বুঝায়? উহাতে কায়স্থ জাতির দানশীলতার গৌরব সূচিত হইয়া থাকে। শব্দ শাস্ত্রে দাশ ও দাস ধাতু, দানে প্রত্যয় সিদ্ধ হইয়াছে, সুপ্রসিদ্ধ শব্দকল্পদ্রুমাভিধান "প্রব্রজ্যাবসিতঃ সন্ন্যাস ভ্রষ্টঃ" ভাব গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে বোধ হইতেছে বৌদ্ধ বিপ্লবের সময়ে আর্য্য কায়স্থগণ যে বগলা মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সন্ন্যাসীর ন্যায় প্রব্রজ্যায় নিরত ছিলেন তাই মহারাজা বল্লাল সেনের সময়ে সমাজাশ্রয়ে আসিয়া ত্যাগ করার জন্য আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন অর্থাৎ সন্ন্যাস ভ্রষ্ট। অপিচ দাস শব্দ দানশীল ইত্যাদি আখ্যা আছে, ঋক্ বেদের ১০ মণ্ডলের ৮৩ সূক্তে ১ম মন্ত্রে "সহ্যামদাসআর্য্যং" যে শব্দের ব্যবহার আছে ঐ দাস শব্দ আর্য্য শব্দের পূর্ব্বে থাকিয়া স্পষ্ট দাতা বা যজ্ঞকারীই বুঝাইতেছে যদি দাস ও আর্য্য এইরূপ দুইটী পৃথক শব্দ হইত তা হইলে দাস শব্দ আর্য্য শব্দের পূর্ব্বে না বসিয়া পরেও বসিতে পারিত, বিশেষত সহ্যাম ক্রিয়া বহু বচনান্ত থাকিয়া 'আমরা সমর্থ হইব' অর্থ বোধ করিতেছে 'দাসআর্য্যং' দুইটী শব্দ হইলে এক আর্য্যতে কিছুতে এক বচনান্ত হইয়া শব্দ হইত না, দাস বিভক্তি হীনাবস্থ পদরূপে দৃষ্ট হইত না, আর্য্য শব্দের পূর্ব্বে দাস থাকায় দান কি যজ্ঞকারী সিদ্ধ হইয়াছে।১ ফলতঃ কায়স্থগণ যে প্রাচীনকালে দানশীল, যজ্ঞকারী ছিলেন পদবীর সঙ্গে দাস শব্দ যোগ করিয়া তাহাই ব্যক্ত করিতেছেন। কিন্তু অধুনাতন কালে তাহা কালমাচক সেবক শূদ্রত্ব হইয়াছে।২

১। ঋক্ বেদের ১ মণ্ডলের ৬৮ সূক্তে ৩য় মন্ত্রের দাসবৎ অর্থও সায়ণাচার্য্য দান করিয়াছেন। এবং অথর্ব্ব বেদে ১ম কাণ্ডে ২১ সূক্তে ৩য় মন্ত্র দাস শব্দ প্রতিষ্ঠার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

২। অবশ্য ইহা মুর্খগণেই বলিয়া থাকে। ঋক্ বেদে দাস শব্দ ২ মণ্ডলের ১২ সূক্তে ৪ মন্ত্রে দাস অর্থ শূদ্ররূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

বঙ্গজ কায়স্থ সমাজে কুলীন বংশে দত্তক গ্রহণ করিলে ঐ দত্তক হইতে তদধস্তনগণের কুলাভাব হয়, এরূপ এক হাতগড়া শ্লোক দেখা যায়। ইহা ঠিক কি না—কুলীন রাঢ়ীয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ও কুলীন দক্ষিণ রাঢ়ীয়দের মধ্যে এখনও দত্তকের দ্বারা কৌলিন্য রক্ষিত হইয়া আসিতেছে, অধিক দূর গেলে কি হইবে বঙ্গজ কায়স্থে সুপ্রসিদ্ধ গোপাল বসু ঠাকুরের বংশধরগণ দ ক মূলজ হইয়াও সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ কুলীন বলিয়া পরিগণিত। "দত্তকপুত্রে কুলং নাস্তি" যে বচন উহা বল্লাল-সেন বা কোন সমাজপতির অনুশাসনে দেখা যায় নাই। এ জন্য উহা পরিত্যাজ্য। দত্তকপুত্র মোটামুটী ত্রিবিধ ভ্রাতৃ পুত্র বা দৌহিত্র ক্রীত ও পালিত।

প্রাচীনকালে চন্দ্রবংশীয় কুরুকুলে রাজ চক্রবর্ত্তী ভরত পিতা দুষ্মন্ত, পুরুর ভ্রাতা তুর্ব্বসুরকুলে মরুত্তনৃপতি অপুত্রক হইলে তিনি তাহার পুত্র দত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু কিছু দিনান্তে দুষ্মন্ত আবার পূর্ব্বকুলে আগমন করেন—

তুর্ব্বসোর্ব্বহ্নি রাত্মজঃ বহ্নে র্গোভানুঃ ততশ্চ ত্রৈশাম্বঃ তস্মাচ্চ করন্ধমঃ তস্মাদপি মরুত্তঃ সোঽনপত্যোঽভবৎ। ততশ্চ পৌরবং দুষ্মন্তং পুত্রমকল্পয়ৎ। এবং যযাতি শাপাৎ তদ্বংশ পৌরবং বংশ মাশ্রিত বান।

বিষ্ণুপুরাণ ৪ অংশ ১৬ অধ্যায়

জ্ঞাতি পুত্র বা দৌহিত্র পূর্ব্বকালে গমনাসঙ্কায়ই বোধ হয় ইহা ঋক বেদের ৭ মণ্ডলের ৪ সূক্তের মন্ত্র মধ্যে অন্য জাত পুত্র স্বস্থান পায় বলিয়া ঋষি আশঙ্কা করিয়াছেন।

পালিত পুত্র মধ্যে ভৃগু বংশীয় শুনঃশেফ বিশ্বামিত্রের পুত্রত্ব স্বীকার করায় বিশ্বামিত্রের পুত্রগণ মধ্যে জ্যেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন।১

ক্রীত পুত্র যজ্ঞাদি দ্বারা গ্রহণ না করিলে তাহা সিদ্ধ হয় না। ফলতঃ যে কোন দত্তকই গ্রহণ করা যায় তাহা কিঞ্চিত অর্থ দিলেই সেই অর্থ প্রভাবে দত্তক পূর্ব্ব গোত্রের সর্ব্ব সত্ত্ব হীন হইয়া পরাগত গোত্র ও সর্ব্ব

১। বিশ্বামিত্রাত্মজানাং তু শুন শেফোঽগ্রজঃ স্মৃত।
ভার্গবঃ কৌশিকত্বং হি প্রাপ্তঃ স মুনিসত্তমঃ॥ ৫৪
বিশ্বামিত্রস্য পুত্রস্তু শুনঃ শেফোঽভবৎ কিল।
হরিদশ্বস্য যজ্ঞে তু পশুত্বে বিনিয়োজিতঃ। ৫৫

খিল হরি ২৮ অধ্যায়

মহাভারতে আনুশাসনিক পর্ব্বে তৃতীয় অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ হইতে ৮ম শ্লোকে শুনঃশেফ দেবরাত নামে বিশ্বামিত্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

সর্ব্বাধিকারী হইয়া থাকে।১ দত্তক আদান প্রদানের এইরূপ ব্যবস্থা আছে যথা

মাতা পিতৃভ্যাং দত্তোঽন্যতরেণ বা যোঽপত্যার্থে
পরিগৃহ্যতে স দত্তঃ। বৌধায়ণ ধর্ম্ম সূত্র ২।২।৩।২০

অর্থাৎ মাতা পিতা যাহা একযোগে দান করেন সেই দত্ত গ্রহণ কারির অপত্য। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক ঠিক উহাই সমর্থন করিয়াছেন।

দদ্যান্ মাতা পিতা বা যং সপুত্রো দত্তকো ভবেৎ॥ ২।১৩৫

পূর্ব্বে ভ্রাতৃপুত্র ও দৌহিত্রকে দত্তক গ্রহণ করিতে টীকায় হোমাদির অভাব থাকায় তাহার পূর্ব্ব কুলে গমনের আশঙ্কা বিদ্যমান আছে। তাই এখন দেখা যাউক অপর কোথা হইতে দত্তকগ্রহণ করা যায় কি না এবং গ্রহণ করিতে কি কি প্রয়োজন।

সপিণ্ডানাং সুতঃ সুথ্যস্তদভাবেঽপিগোত্রজ
তদভাবেঽন্য গোত্রোঽপি দত্তকঃ পরিগৃহ্যতে॥

(দত্তক নির্ণয়ধৃত নারদ বচন)

নিম্নলিখিত বচনে দত্তক গ্রহণ করিতে আরও একটু প্রশস্ত স্থান পাওয়া গিয়াছে—

স্বজাতীয় সুতো গ্রাহ্যঃ পিণ্ডদাতা সরিক্‌ভাক্।
তদভাবে বিজাতীয়ো বংশমাত্রকরঃ স্মৃতঃ।

(দত্তক চন্দ্রিকা ধৃত বৃদ্ধ যাজ্ঞবল্ক বচন)

এইরূপে সপিণ্ডে স্বগোত্রে দত্তকই লইবে কেন না তাহাদের পিণ্ডের ও ধনের অধিকার আছে; ইহারও যদি অভাব হয় তবে ভিন্ন জাতি হইতেও দত্তক

১। ভগবান যম বলিয়াছেন দৌহিত্র অথবা ভ্রাতৃপুত্র দত্তক বাগ দানেই হয় হোমাদির আয়োজন হয় না এইরূপেই দত্তক সিদ্ধ হয়।

দৌহিত্রে ভ্রাতৃপুত্রে চ হোমাদি নিয়মো নহি।
বাগ্‌দানাদেব তৎসিদ্ধি নিত্যাহ ভগবান যম॥

দত্তক শিরোমণি ধৃত যম বচনম্॥

কিন্তু আশঙ্কা এই দুষ্মন্তের মত পাছে পূর্ব্বকুলে গমন করে এজন্য সুসংস্কৃত তাহার নিজ গোত্র দ্বারা শুদ্ধ কন্যাকেই পুত্রত্বের ভাব দৃষ্ট হয়, যথা—

দত্তাদ্যা অপি তনয়া নিজ গোত্রেণ সংস্কৃতাঃ।
আয়ান্তি পুত্রতাং সম্যগ্ অন্যবীজ সমুদ্ভবাঃ॥

কালিকা পুরান বচন

লইবে কেন না পুত্র দ্বারা লোক সকল হেয় হইয়া থাকে অর্থাৎ (পুন্নাম নরকাৎ) ত্রায়তি যঃ স পুত্রঃ, মনু এইরূপ বলিয়াছেন, এই সমস্ত কারণে দত্তক গ্রহণ কালে মহাব্যাহৃতি হোম প্রয়োজন—

পুত্রং প্রতিগ্রহীষ্যন্ বন্ধুনাহূয় রাজনি নিবেদ্যনিবেশনম্য

মধ্যে ব্যাহৃতিভির্হুত্বা প্রতি গৃহ্নীয়াদিতি ॥

উদ্বাহতত্ত্বধৃত বশিষ্ঠ বচন

অর্থাৎ দত্তকপুত্র গ্রহণ কালে বন্ধুবান্ধবদিগকে আহ্বান পূর্ব্বক রাজাকে নিবেদন করিবে। অতঃপর মহাব্যাহৃতি হোম করত দত্তক লইবে। প্রাচীনকালে রাজ চক্রবর্ত্তী ভরতপত্নীগণ তৎসুতদিগকে নিহত করিলে রাজা, বৃহস্পতির আত্মজ ভরদ্বাজকে মরুৎস্তোম নামক যজ্ঞ করি৷ গ্রহণ করত পুরুবংশ রক্ষা করিয়াছিলেন।

"ভরতস্য চ পত্নীনাং যে নবপুত্রা ৰভূবুর্নৈতে মমানুরূপাঃ পুত্রা ইত্যভিহিতাস্তন্মাতরো জঘ্নঃ পরিত্যাগ ভয়াৎ ॥ ৪

ততোঽস্য পুত্রজন্মনি বিতথে পুত্রার্থিনো মরুৎস্তোম যাজিনো দীর্ঘতমসা পার্ষ্ণ্যপাস্ত বৃহস্পতি বীর্য্যাদুতথ্যপত্নী মমতা সমুৎপন্নো ভরদ্বাজাখ্যঃ পুত্রো-মরুদ্ভির্দত্তঃ ॥ ৫

ইতি ভরদ্বাজশ্চ তস্য বিতথে পুত্রজন্মনি মরুদ্ভির্দত্তঃ ততো বিতথ সংজ্ঞামবাপ ॥৮

বিষ্ণুপুরাণ ৪ অংশ ১৯ অধ্যায়।

অর্থাৎ যজ্ঞে মরুৎগণ ভরদ্বাজকে নৃপতির অপুত্রকত্ব নষ্ট করিয়া দান করিয়াছিলেন তাহার নাম বিতথ। এই যজ্ঞেই বালকের পুনর্জন্মের আভাস সূচিত হইতেছে ইহা স্পষ্ট। দেবরাত ও বিতথ বুঝিতে পারা গেল অপিচ যে ধন দ্বারা যজ্ঞ করা যায় পিণ্ড ও গোত্র সেই ধনের অনুগমন করে।—

গোত্ররিক্‌থে জনয়িতুর্ন হরেদ্দত্রিমঃ সুতঃ।

গোত্ররিক্‌থানুগঃ পিণ্ড ব্যপৈতি দদত স্বধা ॥ ৪২

মনুসংহিতা।

স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য ইহার এইরূপ অর্থ করিয়য়াছেন—অত্র স্বধা শব্দঃ পিতৃভক্ষ্যার্থকঃ তথাচ গুণ বিষ্ণু ধৃতা স্মৃতিঃ। "স্বধাবৈ পিতৃণামন্ন মিতি"। জনক গোত্ররিক্‌থা গ্রাহিত্বেন, তৎপিণ্ড স্বধাশব্দ প্রতিপাদ্য শ্রাদ্ধাকর্ত্তৃত্বেন চ, প্রতিগৃহ্নীতুরেব গোত্রাদিভাগিত্ব দত্তকস্য প্রতীয়তে ॥

ইহাতে সুস্পষ্টরূপে দত্তকপুত্র ঔরসপুত্রের সহিত অভেদভাব বুঝাইল না কেহ কি বলিতে পারেন? বিতথ দেবরাত দ্বারা পুরু ও কুশিক বংশ দত্তকপুত্রদ্বারে

রক্ষা হইয়াছে—আজও কি এই দুই বংশধরগণ আর্য্যাবর্ত্তে শ্রেষ্ঠ কুলীন ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত নহে? বিশেষতঃ প্রাচীন ধর্ম্মসূত্রকার বৌধায়ন দত্তককে অপত্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; পাঠক দেখিবেন কি? অপত্য কাহাকে বলে অর্থাৎ যাহা দ্বারা বংশ অপতিত থাকে সেই অপত্য, এতাবস্থায় বর্ত্তমান কালে বঙ্গের এক প্রধান কুলীন কায়স্থ জয়ন্ত (জয়ী) মিত্র দত্তকপুত্র দ্বারা বংশরক্ষা অপবাদে তদ্বংশধরদিগকে উপেক্ষা করা কি ধর্ম্মশাস্ত্র বিগর্হিত হইতেছে না? যাহার বংশের উত্তরপুরুষগণের অপরাপর কুলীনগণের সহিত তুল্য সমীকরণ ও বৈবাকি ভাবচতুষ্টয় রহিয়াছে (১) তাহাদিগকে অকুলীন বলা কি হিংসার পরিচায়ক নহে। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—ক্রমান্বয়ে উচ্চ কার্য্য দ্বারা ৫ম বা সপ্তম পুরুষে সেই জাতি যে উচ্চজাতির অনুকরণ করিতেছিল তৎভাব প্রাপ্ত হয়।

জাত্যুৎকর্ষো যুগেজ্ঞেয়ঃ সপ্তমে পঞ্চমেঽপিবা।

ব্যত্যয়ে কর্ম্মণাং সাম্যং পূর্ব্ববচ্চাধিরোত্তরম্ ॥ ১।৯৬

যাজ্ঞবল্ক্য—

আর এই বংশ কি পূর্ব্বাপর হইতে উত্তরোত্তর উচ্চকার্য্য করিয়া আধুনিক কালে দুষ্টদিগের দ্বারা সেই মহাপুরুষের বংশাভাব ঘোষিত হইবে! সুধীগণ ইহা বিচার করুন্ এই বংশাভাব ও অকৌলন্য সম্পূর্ণ অসিদ্ধ। জঙ্গীপুর কায়স্থ সভার সুযোগ্য সভাপতি শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবল্লভ রায় আধুনিক কুলীনদিগের যে লক্ষণ সংগ্রহ করিয়াছেন তাহাতে যে কোন প্রাচীন আর্য্য বংশই বিদ্যা ও ধন দ্বারাই অগ্রণী। কুলীন মধ্যে গণ্য হইতে পারে।

সদ্বংশতোযোনির্দস্য কুলীনঃ সমুদাহৃতঃ।

সৎসঙ্গশ্চ সদাচারঃ সচ্ছাস্ত্রে পরিনিষ্ঠিতঃ ॥

অত্রভাত—"উৎকর্ষ বিশেষবংশ ইতি সঙ্কেতং তস্যাপত্য মিত্যর্থে কুলশব্দা-

১। কুলীনদিগের ৪ প্রকার কুলের ভাব আর্ত্ত উচিত গৃহস্তক৷ যথা—

"আর্ত্তুচিদ্ গৃহ্য কন্যাথাশ্চহারঃ কুল ভাবকাঃ।
আদিত্যু ঘোষ বংশেষু কংশারী কার্ণ্য এবচ।
বসুষ্বহপতিঃ কোকো গুহে চণ্ডেশ্বরঃ স্বথা।
নরপতিশ্চ মিত্রেষু জয়ন্তশ্চ রঘুসুতঃ ॥
উচিত ঘোষ বংশেষু ওচুশ্চ রামজীবনঃ।
বসুষু রামকান্তঃ পুণ্ডহে নয়ন ভীম কো ॥
কার্ণাশ্চ শূলপাণিশ্চ মিত্র বংশেষু কীর্ত্তিতঃ।

ঘটক কারিকা।

দীন প্রত্যয়েন কুলীন পদ সিদ্ধঃ। তত লক্ষণ উৎকর্ষ বিশেষ ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-বংশ জাতকত্বে সতি তদ্ধর্ম্মবত্বং কুলীনত্বমিতি॥”

আজকাল ভূষ্ণার প্রাচীন কুলীনদিগের কৌলীন্য আছে কিনা—আছে যথা—উলপুরের বসু চৌধুরী, ধূত্রাহাটীর ঘোষ, চন্দনীর মিত্র গহেরপুরের গুহ রায়। কিন্তু ইহার মধ্যে একটু রহস্য আছে- -তাহা এই যে সময় চন্দ্রদ্বীপ হইতে ভূষ্ণা, বিক্রমপুর ও যশোহর সমাজ স্থাপিত হয়, তৎকালে চন্দ্রদ্বীপাধিপতি ঐ ঐ সমাজগত কুলীনদিগকে নিষ্কুল করিয়াছিলেন যথা—সদাশিব ঘোষ, রাঘব বসু বশিষ্টগুহ থাকমিত্র। ইহা ইহাঁদের বংশ বর্ণনায় যথাযথরূপে দেখাইয়াছি; তবু যশোহরের সমাজে ঐ সদাশিব ঘোষ ও রাঘব বসুর সন্তানগণ কি শ্রেষ্ঠ কুলীন বলিয়া সম্মানিত নহে? এরূপ আর্য্যসমাজে হইলে ভূষ্ণায় পরবর্ত্তীকালে আগতগণ পূর্ব্বাগত দিগকে কেন উপেক্ষা করেন? এই ভয়ে কিন্তু ভূষ্ণার উত্তমাংশ ইটনা সমাজ যশোহরে সমাজাধিন বালয়া সরিয়া পড়িতে চেষ্টার ত্রুটী করিতেছেন না। ফলতঃ ঐরূপ কলহ সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিয়া যাহা ধ্রুব সত্য সমাজের মঙ্গল কর তদ্রুপ মিলিয়া মিশিয়া থাকিলে আপনাদেরই বল বৃদ্ধি হইবে তখন আর অন্য কেহ আসিয়া তোমার সম্মানে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস করিবে না। পূর্ব্ব ও পরাগত তোমারা উভয়েই তুল্য কুলীন ইহাই সিদ্ধান্ত।

কায়স্থের কর্ত্তব্য।

কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে অসংখ্য প্রমাণ কায়স্থের উৎপত্তি, বিস্তৃতি, স্থান ভেদে ও বংশ ভেদে নামের এবং আচারের বিভিন্নতা প্রাচীন কালে কায়স্থের অধিকার সমাজে ও রাজসভায় স্থান, রাজ কার্য্যে নিয়োগ, পারদর্শিতা, বঙ্গে আগমন, পৈতা ত্যাগের কারণ শূদ্রের অধিকার, রাজ সভার ও উচ্চ রাজ-কার্য্যে অনধিকার, সমাজে স্থান, কায়স্থ ক্ষত্রিয়াচার এবং কোনজাতি নিজ বর্ণোচিত আচার ভ্রষ্ট হইলে বহুকাল পরে তাহাদের বংশধর গণের ব্রাত্য

প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা, নবদ্বীপ, কলিকাতা, পুড়ো কলসকাঠী, কৃষ্ণনগর, ফরিদপুর, বর্দ্ধমান, অগ্রদ্বীপ, হুগলী, বীরভূম, বিক্রমপুর, প্রভৃতি অঞ্চলের বহুতর প্রধান প্রধান শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত মহোদয়গণের দস্তখত্তি প্রায়শ্চিত্ত বিধানান্তর পৈতা গ্রহণের এবং অশৌচাদি বিষয়ে ক্ষত্রিয়াচার পালনের পাতি, পণ্ডিত মহাশয়দিগের নাম, বিরুদ্ধবাদীরা এ পর্য্যন্ত যত তর্ক উপস্থিত করিয়াছেন তৎসমস্ত খণ্ডন ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণের আবশ্যকতা প্রভৃতি বিষয়ে নিম্নলিখিত পুস্তক এবং মাসিক প্রবন্ধ গুলিতে বিশেষরূপে বর্ণিত আছে ঃ ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, উপনিষদ, মহাভারত, মনুসংহিতা, অত্রিসংহিতা, পরাশর স্মৃতি, বিষ্ণুপুরাণ, বায়ু-পুরাণ, অগ্নিপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, পদ্ম পুরাণ, ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণ, নারদ সূত্র, রাজ-তরঙ্গিনী, মিশ্র করিকা, কায়স্থ কৌস্তভ, প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থ সংস্কৃত কাব্য ও নাটক, কাশ্মীর কর্ণাট, সৌরাষ্ট্র, রাজপুতনা, মধ্যদেশ, প্রভৃতি দেশের ইতিহাস, মুসলমান আমলের কোন কোন পারসি ইতিহাস হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া উক্ত পুস্তক ও পত্রিকা সমূহে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। কায়স্থ মাত্রেরই এই সব বিষয়ে অর্থাৎ কায়স্থ তত্ত্ব বা ইতিহাস জানা কর্ত্তব্য।

কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে যদি কোন কায়স্থের কিম্বা অপর কাহারও সন্দেহ থাকে অথবা পুনঃ সংস্কার অনাবশ্যক বলিয়া বোধ থাকে তাহা হইলে তাঁহার এই সমস্ত পুস্তকগুলি পাঠ করিয়া মত স্থির করা কর্ত্তব্য। কেবল যাহা আমরা দেখিয়া আসিতেছি কিম্বা জানি তদতিরিক্ত জ্ঞান আর নাই অথবা তার অন্যথা করা দোষাবহ এইরূপ ধারণা ভ্রান্তি বই আর কিছুই নয়।

কায়স্থের পৈতা গ্রহণ ও ক্ষত্রিয়াচার পালন সম্বন্ধে পুনঃ পাতি গ্রহণ অনাবশ্যক। যথেষ্ট পাতি পাওয়া গিয়াছে।

এই আন্দোলন আজ নূতন নয়। হাবুড়া জিলাস্থিত আন্দুলের রাজা মহাত্মা রাজ নারায়ণ রায় বাহাদুর ১২৫৩ সালে এই আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিলেন। তদবধি ক্রমে বিস্তার লাভ করিয়াছে।

বিরুদ্ধবাদীদের সঙ্গে তর্ক করা কেবল সময় নষ্ট এবং জিহ্বার ও মস্তিষ্কের নিষ্কাম ব্যায়াম মাত্র।

কায়স্থদিগকে এই সব বিষয় জ্ঞাত করাইয়া প্রবুদ্ধ করাই বর্ত্তমান সময়ের প্রয়োজন। বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যে কেহ কেহ বুঝিলেও কিম্বা চক্ষু লজ্জার খাতিরে কিম্বা বাধ্য-বাধকের দরুণ হাঁ হাঁ করিলেও কোন ফল নাই। তাহারা

নিশ্চিত বলিবে সমাজের মত না হইলে আমি একা কি করিতে পারি। প্রকৃত পক্ষে একা কেহ কিছু করিতে পারে না। এ অবস্থায় তাহাদিগকে এক এক করিয়া এমন কি সমবেত করিয়াও বুঝিবার চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র।

অবান্তর কথা কিম্বা মূল বিষয়ের বিদ্রুপাত্মক অথবা বিদ্বেষ মূলক কথা নিয়া কাহারও সঙ্গে ঝগড়া কিম্বা তর্ক করা নিষ্প্রয়োজন।

নিজ জাতির হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি মাত্রেরই কর্ত্তব্য নিজ জাতির লোকদিগের মধ্যে আত্মমর্য্যাদা বোধ জন্মাইয়া দেওয়া। মনের অন্ধকার দূর না হইলে আত্ম-মর্য্যাদা বোধ অসম্ভব। উক্ত পুস্তক ও প্রবন্ধগুলি অন্ধকার নাশের প্রধান উপায়। দুই এক দিনের বক্তৃতায় কিম্বা উত্তেজনা পূর্ণ ভাবময় বাক্য বিন্যাসে কখনও স্থায়ী ফল হয় নাই। স্থায়ীফলের জন্য জ্ঞানের দরকার। সেই-জ্ঞানলাভ করিতে হইলে পড়া শুনা আবশ্যক। ২।৪ দিনে কেহ জ্ঞানী হইতে পারে না; উপরোক্ত কথা গুলি সর্ব্বদা মনে জাগরুক রাখা সময়োচিত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাহারা এই বিষয়ে অগ্রবর্ত্তী হইয়া কাজ করিতেছেন তাহাদের পক্ষে।

পুস্তক।

১। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, দেববর্ম্মা প্রণীত, "কায়স্থের বর্ণ নির্ণয়" মূল্য ১, এক টাকা।

ঠিকানা ২০ নং কাঁটাপুকুর লেন, কলিকাতা।

২। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা বি, এ, প্রণীত "কায়স্থ তত্ত্ব" মূল্য ।৵০ ঠিকানা ফরিদপুর, আর্য্য কায়স্থ সভা।

৩। শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেন দেববর্ম্মা বি, এল, প্রণীত "কায়স্থ বিষয়ক পুস্তক" মূল্য ॥০ আনা ঠিকানা বগুড়া।

৪। মাসিক পত্রিকা "আর্য্য-কায়স্থ প্রতিভা" বার্ষিক মূল্য ১॥০ টাকা। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার দেব বর্ম্মা সম্পাদক, আর্য্য-কায়স্থ আফিস, ফরিদপুর।

৫। "কায়স্থ পত্রিকা" (মাসিক) বার্ষিক মূল্য ২, দুই টাকার মধ্যে। ঠিকানা ৮৫ নং গ্রেষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গ্রন্থকার এবং সম্পাদকদিগের নামে চিঠী লিখিলেই ভিঃ পিঃ ডাকে পুস্তক ও পত্রিকা পাঠাইবে।

প্রতি মাসে যত জন পৈতা নিতেছে এই সব পত্রিকায় তাহাদের নাম পাওয়া যাইবে।

নিবেদক জনৈক কায়স্থ হিতৈষী।

(হিতবাদী প্রকাশ না করায় কায়স্থ পত্রিকার পাঠকগণকে প্রশ্ন ও উত্তর শুনাইলাম।)

১ম প্রশ্নোত্তর।

প্রশ্ন। কোন্ প্রমাণ দ্বারা কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়মধ্যে গণিত হইবেন?

উত্তর। কায়স্থগণ যে ক্ষত্রিয়বর্ণান্তর্গত তাহার বহুতর প্রমাণ আছে, এক্ষণে সংক্ষেপে কিছু কিছু প্রমাণ নিম্নে লিখিত হইল, প্রশ্নকর্ত্তার ইহাতেও তৃপ্তি বোধ না হইলে, পুনর্ব্বার বিস্তৃতোত্তর দিতে বাধ্য রহিলাম।

(প্রমাণ যথা)

(ক) যে পথাম্পথি চক্ষসঃ ঐলবৃদা আয়ুর্যুধঃ ঐলবৃৎ অর্থাৎ মসিজীবী ক্ষত্রিয়, আয়ুর্যুধঃ অর্থাৎ অসিজীবী ক্ষত্রিয়গণ রক্ষক স্বরূপে সমস্ত পথে বিরাজিত আছেন।

[ইতি যজুর্ব্বেদ ১৬শ অধ্যায়]

(খ) অসিনা রক্ষিতং রাজ্যং মস্যাদি স্থাপনায়চ।
ঊভৌক্ষত্রিয়ধর্ম্মৌচভূমৌখ্যাতৌময়াকিল॥

(ইতি যজুর্ব্বেদীয় বৃহৎ ব্রহ্মখণ্ড)

(গ) কঃ প্রজাপতিরাখ্যাত আয়ো বাহুস্তথৈবচ।
তত্রস্থো যৎ সমুদ্ভূতঃ কায়স্থ ইতি কীর্ত্তিতঃ॥

(ইতি পরাশরীয় কুলার্ণব গ্রন্থ)

(ঘ) ক্ষত্রশব্দেন কায়স্থাদীয়েতি স্থিতিবাচকঃ।
ততঃ ক্ষত্রিয় শব্দেন কায়স্থ ইতি বোধ্যতে॥

(ইতি তত্ত্বাম্বুধি)

(ঙ) ক, শব্দার্থে ব্রহ্মা আরবাহুঅর্থে আয়।
উভয়ে মিলিয়া ব্রহ্মার বাহু অর্থে কায়॥

[ইতি পদ্ম ঢাকুর গ্রন্থ]

(চ) দৃগ্ গোচরোঽভূদথ চিত্রগুপ্তঃ কায়স্থ উচ্চৈর্গুণ এতদীয় ॥
উর্দ্ধস্থ পত্রস্থ মসীদ একো মসের্দ্দধচ্চোপরিপত্র মন্তঃ ॥

[ইতি শ্রীহর্ষের, উত্তর নৈষধ চরিতে ক্ষত্রিয় রাজকথা দময়ন্তীর স্বয়ম্বর সভায় চিত্রগুপ্ত উচ্চ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ এবং কায়স্থ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।]

(ছ) গ্রামপো ব্রাহ্মণো যোজ্যঃ কায়স্থ লেখক স্তথা।
শুল্কগ্রাহীতু বৈশ্যোহি প্রতিহারশ্চ পাদজঃ ॥ [ইতি শুক্রনীতি]

(জ) বিদ্যাবাংশ্চশুচির্ধীরঃ দাতাপরোপকারকঃ।
রাজকর্ম্মী ক্ষমাশীলঃ কায়স্থ সপ্তলক্ষণঃ ॥

[ইতি ধ্রুবানন্দ মিশ্রকারিকা]

কায়স্থগণ শুচি লক্ষণ যুক্ত হওয়ায়, তাঁহারা দ্বিজাচারী বলিয়া সূচিত হইতেছেন যে হেতুক শুচ্ ধাতু রক্ প্রত্যয় শূদ্রপদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। যাহার শুচি নাই সেই ব্যক্তিই শূদ্র।

(ঝ) লোকে ত্রিণ্যপবিত্রানি পঞ্চ মেধ্যানি ভারত।
শ্বা শূদ্রশ্চ শ্বপাকশ্চেত্যপবিত্রাণি পাণ্ডব ॥

[ইতি গৌতম সংহিতা]

(ঞ) তান্ত্রিকো জ্ঞাতসিদ্ধান্তঃ সত্রী গৃহপতিঃ সমৌ।
লিপিকরোঽক্ষররচনোঽক্ষর চঞ্চুশ্চ লেখকে ॥

[ইতি অমর কোষাভিধান ক্ষত্রিয় বর্গে ৪৩৭ শ্লোক]

(ট) শুচীন্ প্রজ্ঞাংশ্চ ধর্ম্মজ্ঞান্ বিপ্রান্ মুদ্রাকরান্বিতাং।
লেখকানপি কায়স্থান্ লেখ্য কৃত্যু হিতৈষিণঃ ॥

[বৃহৎ পরাশর সংহিতা]

(ঠ) অথ লেখ্যং ত্রিবিধং রাজসাক্ষিকং সসাক্ষিকং অসাক্ষিকংচ।
রাজাধিকরণে তন্নিযুক্ত কায়স্থকৃৎ তদধ্যক্ষকরচিহ্নিতং রাজসাক্ষিকং।

[ইতি বিষ্ণুসংহিতা]

(ণ) কায়স্থাঃ গণকাঃ লেখকাশ্চ তৈঃ পীড্যমানাঃ বিশেষতো রক্ষেৎ।
তেষাং রাজবল্লভতয়া অতি মায়াবীত্বাচ্চ দুর্নিবারত্বাচ্চ ॥

[ইতি যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় টীকায়। মিতাক্ষরাকার লিখিয়াছেন]

দ্বিতীয় প্রশ্নোত্তর।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণকে মসিজীবী ক্ষত্রিয় ভিন্ন কখনই সৎশূদ্রোপাধিতে আখ্যায়িত করা যাইতে পারে না। রঘুনন্দন বটে বসু ঘোষাদি উপাধিযুক্ত কায়স্থগণকে সৎশূদ্র বলিয়াছেন, তজ্জন্যই তাহা স্বীকার করিতে হইলে, মহামুনি যাজ্ঞবল্ক্য মহাশয়কে মূর্খ বলিয়া রঘুকে পণ্ডিত বলিতে হয়। আমাদের দেশে চৈতন্যমহাপ্রভুর চেলা নেড়ানেড়ীর মতাবলম্বীগণের কদাচার ও বল্লালসেনের জাতি বিচার সম্বন্ধীয় কদাচার ও রঘুনন্দনের স্মৃতের অমূলক উক্তি নিবন্ধন সামাজিক কদাচার হেতুক সচরাচর লোকে চলিত কথায় বলিয়া থাকে, যথা—

চৈতে, রোঘো, বলা। তিন কলির চেলা ॥

অতএব কোনও শিক্ষিত সুপণ্ডিত যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির বাক্য তুচ্ছ করিয়া, রঘুর ঐ মতটী প্রমাণ শূন্য বলিয়া গ্রহণ করিবেন না এবং আমিও করি না।

সৎ শূদ্রৌ গোপ নাপিতৌ ॥ [ইতি যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা]

কোন সময়ে কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়ত্ব হারাইয়া শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, এই প্রশ্নের উত্তরে লিখি এই যে, কিছু সময়ের জন্য কোন কোন স্থানীয় কায়স্থগণ, ব্রাত্যত্ব অর্থাৎ সংস্কার হীনত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাও অসম্পূর্ণ কেননা কেবল উপনয়ন সংস্কার হীনত্ব প্রাপ্ত ভিন্ন কখনও শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন নাই। তবে স্থূল-চক্ষে বা সমাজচক্ষে কোন কোন স্থানের কায়স্থগণ বাহ্য চিহ্নরূপ যজ্ঞসূত্র হীন হইয়া মিথ্যা শূদ্রগালির ভাজন হইয়াছেন বৈ প্রকৃত পক্ষে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন নাই।

গৃহিত্বাধ্যাত্মিকং জ্ঞানং কায়স্থা বিপ্রমানদাঃ।
তত্যজুশ্চ যজ্ঞসূত্রং গায়ত্রিঞ্চ তথাপরে ॥
ততোকালে গতেচাপি আগমাদ্দীক্ষিতোঽভবন্।
তান্ত্রিকাস্তে সমাখ্যাতা স্তন্ত্রাগামপি পারগাঃ ॥
তথাহি শূদ্রধর্ম্মাস্তে খ্যাতাশ্চ শ্রুতি শাসনাৎ ॥

[ইতি ধ্রুবানন্দ মিশ্র কৃত কারিকা]

বৌদ্ধধর্ম্ম বিভ্রাটে সমস্ত জাতিই আধ্যাত্মিক জ্ঞানী হইয়া গায়ত্রী যজ্ঞসূত্র ত্যাগ করিয়াছিলেন। তৎকালে বিপ্রমাণদাতা কায়স্থগণ তাহাই করিলেন, কেননা না করিলে বর্ণগুরু ব্রাহ্মণের মান থাকে না, যদি কোন ব্রাহ্মণ বলিতে চাহেন তাঁহারা যজ্ঞসূত্র গায়ত্রী ও সূত্রহীন না হইলে ব্রাহ্মণ কুলতিলক ধ্রুবানন্দ

মিশ্র উপরোক্ত শ্লোকে বিপ্রমানদাঃ শব্দ প্রয়োগ করিতেন না। অতএব সর্ব্বাগ্রেই ব্রাহ্মণগণ বৌদ্ধধর্ম্মী ও গায়ত্রী ও সূত্রত্যাগী হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই। তৎপরে বল্লালসেন, ব্রাহ্মণ ভিন্ন বঙ্গীয় দ্বিজগণের উপবীত কাড়িয়া লইয়া যৎপরোনাস্তি অত্যাচার করেন। কিন্তু নদীয়া জেলার অন্তর্গত রুকন্‌পুর নিবাসী হরিহোড়ের বংশ চিরন্তন যজ্ঞসূত্রধারী আছেন।

২য় প্রশ্নোত্তর সমাপ্ত।

তৃতীয় প্রশ্নোত্তর।

বিনা অপরাধে বল্লাল কর্ত্তৃক বঙ্গীয় কায়স্থগণ কেন যজ্ঞসূত্র হারা হইলেন তাহার কারণ নিম্নে লিখিত হইতেছে।

বিজয় সেনের শেষ দশায় শেষ পক্ষের স্ত্রী, বল্লাল মাতা চরিত্রদুষ্টাবস্থায় গৃহত্যাগ করিয়া ব্রহ্মপুত্রতীরে বেদে দিগের টোলে থাকেন, তথায় বল্লাল সেনের জন্ম হয়, ঐ সেন বংশকে কেহ বৈদ্যবংশ কেহ চিত্রগুপ্তজ অম্বষ্ঠ শাখায় জাতঃ কেহ বা কর্ণাটী ব্রহ্মক্ষত্রিয় বলিয়া জানেন, কিন্তু শেষ কথাটি যথার্থ, ইহাদিগের আদিপুরুষগণ অসি বৃত্তি গ্রহণ করেন এবং কায়স্থ নামে অভিহিত হন। বীরসেন, চিত্রগুপ্তজ অম্বষ্ঠ ধারায় জাত, রাজা আদিশূরের শ্যালক ছিলেন। আদিশূর সুত ভূশূরের মৃত্যুর পর, বীরসেন সূত, সামন্তসেন সেই সিংহাসনে আরোহণ করেন।

(কোন কায়স্থ ঘটকের উক্তি যথা—

'বল্লাল সেন ভূপতি হইল পশ্চাৎ।
অম্বষ্ঠ বংশেতে জন্ম ব্রহ্ম পুত্রজাত॥
আদিশূরের বংশ ধ্বংস সেন বংশ তাজা।
বিজয় সেনের ক্ষেত্রজ পুত্র বল্লাল সেন রাজা॥
কলিতে ক্ষেত্রজ পুত্রের নাই ব্যবহার।
কিন্তু সেন বংশে এক পাই সমাচার॥

বিজয় ক্ষেত্রজ, জারজ, বল্লাল সেন, রাজা হইয়াও গায়ত্রী ও যজ্ঞসূত্র চ্যুত ও কায়স্থগণ কর্ত্তৃক সমাজচ্যুত হওয়া সত্ত্বেও অর্থের এবং বলের দ্বারা কোন কায়স্থ-কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া জাতিপাত করে না, তদ্‌গর্ভে লক্ষ্মণ সেনের জন্ম হয়, পুত্র কলত্র বন্ত হইয়াও বল্লাল একটী ডোমকন্যার সহিত প্রণয়ে আসক্ত

হয়েন। এইরূপ নানাকারণে তিনি কায়স্থগণের সহিত মিশিতে না পারায় লাঙ্গুলহীন শৃগালবৎ অন্য স্বজাতিগণকে লাঙ্গুল কর্ত্তনের যুক্তি দিতে লাগিলেন, কিন্তু কায়স্থগণ তাঁহাকে স্বজাতি বলিয়া স্বীকার করিলেন না। এই মত আর কিছু নহে, কৃত্রিম বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বন ও উপবীত ত্যাগ করা। বল্লাল কৃতকার্য্য না হইতে পারিয়া ঐ ধর্ম্মাবলম্বনও জাতিবিচার ভাঁণ করিয়া বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণকে বিশেষতঃ দেবীবর ঘটককে অর্থে বাধ্য করিয়া, ব্রাহ্মণ ভিন্ন বঙ্গীয় দ্বিজগণের উপবীত কাড়িয়া লইলেন এবং অজ্ঞাত সারে ব্রাহ্মণগণকে এই শূদ্র সমাজে ব্রাহ্মণ করিয়া শাস্তি প্রদান করিলেন।

চতুর্থ প্রশ্নোত্তর।

প্রশ্নকর্ত্তামহাশয়ের চতুর্থ প্রশ্নের মর্ম্ম, সুবর্ণ বণিক্‌দিগের পাতিত্য সম্বন্ধে আমাদের দেশে নানারূপ জনপ্রবাদ আছে, যে, বল্লালের কোপে তাহারা পতিত হইয়াছেন। ঐরূপ কায়স্থগণ সম্বন্ধে কিছু আছে কি না? থাকিলে সে কোন্ জেলায়, তথাকার প্রাচীনগণ সেই প্রাচীনত্বে বিশ্বাস করেন কি না?

উত্তর যথা—উত্তর রাঢ়ীয় সমাজস্থ মহাত্মা ব্যাস সিংহকে বল্লালসেন দ্বিজাচার ত্যাগ ও শূদ্রত্ব পরিচায়ক নামান্তে দাস শব্দ স্বীকার করাইতে গিয়া করাইত দ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার মুখে দাস শব্দ বাহির হয় নাই। উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থগণ কখনই নামান্তে দাস শব্দ স্বীকার করেন নাই বর্ত্তমানেও করেন না ভবিষ্যতেও করিবেন না। ইহাপেক্ষা জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত আর কি দেখাইব। এই প্রবাদ অপেক্ষা, সন্তোষ জনক প্রমাণ এই প্রবাদ, প্রায় অনেক স্থানেই আছে, বিশেষতঃ মুর্শিদাবাদ, বর্দ্ধমান, বীরভূম, দিনাজপুর, ভাগলপুর, হুগলী, ২৪ পরগণা, যশোহর জেলায় অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবেন। অদ্যাপি ব্যাস সিংহের বংশধরগণ, করাতিয়ার সিংহ বলিয়া সমাজে এবং সাধারণের নিকট পরিচিত। কান্দি ও জেমুয়া প্রভৃতি স্থানেই ইহাদের ইহা অধিকাংশের বাস॥

দক্ষিণ রাঢ়ীয় নারায়ণ দত্ত বল্লালকে বলিয়াছিলেন, যথা—

দত্ত কারো ভৃত্য নয় শুন মহাশয়। সঙ্গে আসিয়াছি মাত্র এই পরিচয়॥

নারায়ণ দত্ত 'দাস' স্বীকার করেন নাই এই প্রবাদ বঙ্গের আবাল বৃদ্ধ বণিতা

সকলেই জানেন অতএব শূদ্রবাচক দাস শব্দ স্বীকার না করায় কায়স্থগণ দ্বিজ বলিয়া সূচিত হইতেছেন।

পঞ্চম প্রশ্নোত্তর।

আদিশূরের সময়ে যে পঞ্চজন কায়স্থ বঙ্গে আসিয়াছিলেন তাহার পরিচয় দিয়াছেন কি না? যদি না দিয়া থাকেন সে কি জন্য? তৎপরেই ঐ ৫ম প্রশ্নে বলিতেছেন; আদিশূরের সময় পঞ্চ কায়স্থ বঙ্গদেশে আসিয়া আপনাদিগকে শূদ্র বলিয়া পরিচিত করিয়াছিলেন কেন? এইরূপ অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন লেখা পাঠ করিলে, সহজেই বুঝা যায় প্রশ্নকর্ত্তা ক্রোধান্ধ হইয়া যেন ঝগ্‌ড়া করিতেছেন। প্রশ্নকর্ত্তা মহাশয় এত রাগ করিবেন না; আপনার পঞ্চম প্রশ্নের উত্তর, একটু বিস্তৃত ভাবেই দিতেছি, মনোযোগ করিয়া পাঠ করিবেন।

রাজা আদিশূরের সময়, ক্রমাগত ৩২ জন কায়স্থ বঙ্গে আগমন করেন। তাঁহারা কেহই আপনাদিগকে শূদ্র পরিচয় দেন নাই।

পূজার তত্ত্ব।

(গল্প)

(১)

"কি গো! গালে হাত দিয়ে একেবারে বসে পড়লে যে? কিছু টাকার যোগাড় হ'ল না?" ব্যস্ত হইয়া স্ত্রী শান্তময়ী তাঁহার দরিদ্র স্বামী পরেশনাথ ঘোষকে এই কথা বলিলেন। পরেশনাথ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পরে উত্তর করিলেন "আমার মরণই ভাল; দরিদ্রের এ জগতে বাঁচিবার কি প্রয়োজন! দরিদ্রের আবার গৃহ সংসার কেন?" শান্তময়ী উত্তর করিলেন "দুঃখ করে কি করবে বল, বিধাতা যা কপালে লিখেছেন—তাহার আর এদিক ওদিক হবে না, এখন মেয়েটাকে আন্‌বার কি হয়? বিয়ে হয়ে অবধি শ্বশুর বাড়ীতে আছে,—মা আমার কত কষ্টে আছে, এই সবে ১১ বৎসরের একরত্তি মেয়ে—১০ বৎসর পর্য্যন্ত যাহাকে কোলে করে বেড়িয়েছ, ৫টা নয়, ১টা মেয়ে

যার জন্য যথা সর্ব্বস্ব দিয়েও বড় ঘরে ভাল জামায়ের হাতে সঁপে দিয়েছ, যাকে একবারও চক্ষের আড়াল করতে পারতুম না, সেই দুধের বাছাকে বৎসরের পরেও কি একবার দেখ্‌তে পাব না? ৫ দিনের জন্যও কি একবার তাকে পাঠাবে না?" স্বামী বলিলেন "পাঠাবে, ২০০ দুই শত টাকা ব্যয় করে তত্ত্ব না করতে পারলে তারা কিছুতেই পাঠাবে না।" শান্ত বলিলেন "এখন যা করে হউক, মেয়েটার তত্ত্ব করতে হ'বে—তত্ত্ব পাঠিয়ে দিয়ে তুমি একবার নিজে যাও না।" পরেশনাথ বলিলেন যে 'সুষমার বিবাহের সময় দেশের ১০ বিঘা পৈতৃক জমি বেচেছি. একটী পুকুর বেচেছি, বাকীআছে ভদ্রাসনটি, এখানেও বন্ধু বান্ধবের নিকট খুচরা দেনাতেও প্রায় ৩০০ টাকার উপর, তোমার পিতৃদত্ত একখানি গহনাও রাখি নাই, দোকানের দেনায় ত আর কিছু দিন পরে এ পাড়া হইতে উঠিতে হইবে; এখন বল দেখি যাই বা কোথায়, আর তত্ত্বই বা করি কিসে? যখন চাকরী ছিল, তখন ২৫৲ টাকা মাহিনা হলেও মাসে ৭।৮ টাকা বাঁচাতে পারতেম। পোড়া স্বদেশীর হুজুকে ধর্ম্মঘট করে চাকরীটির মাথা খেলুম, এখন দেশের লোক ফিরেও চেয়ে দেখে না, স্বদেশপ্রাণ কত জমীদার রাজা. উকীল, এটর্ণী, এডিটার প্রভৃতি দেশের নেতাগণের নিকট অবস্থা জানিয়া চাকরী প্রার্থনা করলুম, কেহ ফিরেও চাইলে না যিনি অতিশয় সদাশয়, তিনি তবু বলিলেন, কিছু দিন সবুর কর, আমরা বিশেষ আন্দোলন করিয়া একটা বিহিত করব। তোমরা কিছুদিন হাওয়া খাইয়া থাক, আমরা শীঘ্রই কল কারখানা জয়েণ্ট ষ্টক ব্যাঙ্ক খুলিয়া সব লোককে Provide করব; এখন কাকস্য পরিবেদনা। যদিও আজকাল দুটীএকটী Joint stock; Life Insurance Company, কাপড়ের কল, তেলের কল, গুড়ের কল প্রভৃতি কল কারখানা হয়েছে বটে কিন্তু অনেক স্থানে গিয়ে দেখলুম যে ফন্দিবাজ কর্ত্তারা পরের নিকট share call করিয়া সেই টাকায় Establishment চালাচ্চেন নিজেরা বাবুগিরি করিতেছেন, যথার্থ কর্ম্মবীর ক্লেশ সহিষ্ণু চরিত্রবান যত্নশীল ব্যক্তিগণের ও Expert গণের পরিবর্ত্তে অপগণ্ড শ্যালক স্ব স্ব বা পিতৃ শ্যালক শ্যালিকাকুলের বংশধর গণকে উচ্চাসন দিয়া আফিস চালাইতেছেন, তাঁহারাও Amateur Party হইতে সদ্য প্রসূত হইয়া একেবারে স্ফীতবক্ষ ও করিতকর্ম্মা হইয়া পড়িয়াছেন এ হেন মহোদয়গণের মূর্ত্তি দেখিলে বা গুরুগম্ভীর আওয়াজ শুনিলেই প্রাণে আতঙ্ক হয় তা আবার তাদের নিকট চাকরীর উমেদারী। বিশেষতঃ আমার মনে হ'ল ঐ সকল কোম্পানী বা কারখানা Share holder দের লাভের

প্রত্যাশার পরিবর্ত্তে দীর্ঘনিশ্বাসেই অচিরেই উঠিয়া যাইবে। অতএব ঐ সকল স্থানে চাকরীর চেষ্টা বৃথা।”

শান্ত উত্তর করিলেন “দেখ, আমার দুগাছি বালা আছে, এইটী বেচে এস, আর দেশে যাই চল, সেখানে তুমি পাঠশালা করে বসবে, আর উঠানে শাক শব্জী দিয়ে এক রকম করে দুজনার পেট চলে যাবে। বালা দুগাছিতে তবু ৪০।৫০ টাকা হবে, তাতেই একবার তত্ত্ব কর, মেয়েটাকে একবার নিয়ে এস। মনে করিয়াছিলাম বিয়ের পর অন্ততঃ ৩ বৎসর পাঠাব না, বড় হ’লে পাঠাব, কিন্তু বিয়ের সময় এত পেয়েও বেহানের মন উঠল না। অগত্যা স্থির হইল অবশিষ্ট গহনা বালা জোড়াটী বিক্রয় করিয়া মেয়েটীর তত্ত্ব করা হইবে।

(২)

মহেশপুরের শ্যামসুন্দর দত্ত কিছুদিন রেলীর বাড়ী কর্ম্ম করিয়া পাটের দালালীতে যথেষ্ট সঙ্গতিশালী হইয়াছেন। তাঁহার পত্নী মনোমোহিনী দরিদ্রের ঘর হইতে আসিয়া স্বামীর ঐশ্বর্য্য দেখিয়া একেবারে সকলকে তৃণজ্ঞান করিতেন। স্বামীর উপার্জ্জন দেখিয়া শীঘ্রই দুইটী দেবরকে পৃথক করিয়া দিবার সুপরামর্শ তাঁহার স্বামীকে প্রদান করেন; কারণ একজনের পরিশ্রমলব্ধ অর্থে অপর ভ্রাতাদের অনর্থক অংশ বসান বড়ই গর্হিত এবং তদীয় স্বামীর পক্ষে ইহা মহাপাতক। স্বামী মহাশয় পাপস্পর্শনের ভয়ে অচিরেই ভ্রাতাদিগকে পৃথক্ করিয়া দেন। শ্যামসুন্দর দত্তের এক পুত্র বিভূতিভূষণ—কলিকাতার মেশে থাকিয়া বি এ পড়িত। দেখিতে সুশ্রী, ও স্বভাব চরিত্র নির্ম্মল। পরেশ-নাথ বাবু পত্নীর সমস্ত অলঙ্কার, কায়ক্লেশে সঞ্চিত কিছু অর্থও দেশের জমীগুলি বিক্রয় করিয়া তাহার প্রাণের প্রিয় কন্যাটীকে বিভূতির হস্তে দান করিয়া নিশ্চিন্ত হয়েন। কিন্তু দুঃখের বিষয় চুক্তির টাকা, অলঙ্কার ও বরাভরণ ব্যতীত তিনি ফুল-শয্যার পালঙ্ক, টেবিল, আলমারী, রূপার বাসন দিতে পারেন নাই। অতি কষ্টে দুইটী লোক দিয়া বরের ও মেয়ের কাপড় ফুল বিছানা ও কিছু খাবার পাঠাইয়া দেন।

এইরূপ ফুলশয্যা দেখিয়া গৃহিণী মনমোহিনী দ্রব্যাদি লইয়া পদতলে বিমর্দ্দিত করেন এবং কর্ত্তাকে ডাকিয়া আনিয়া একাদশ বর্ষীয়া বালিকা কন্যাটীর সমক্ষে ও তাহার পিত্রালয়ের ২টী লোকের নিকট পরেশনাথের উর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষের আহারের সুব্যবস্থা করেন, আর বিজ্ঞাপিত করেন যে যতদিন না তাহারা ফুল-শয্যার দ্রব্যাদি এবং ভাল তত্ত্ব না করিবে ততদিন তাহাদের কন্যাকে পাঠান

হইবে না। প্রতিদিন গঞ্জনা, তিরস্কার, অল্প আহার, পিত্রালয়ে কিম্বা বিভূতিকে পত্র লেখা নিষেধ ইত্যাদি ব্যাপার কুসুমকোমলা বালিকার হৃদয় নিরতিশয় দগ্ধ করিতে লাগিল। যে একদিন দরিদ্র পিতার কন্যা হইয়াও একটীমাত্র বলিয়া আদরে লালিত হইয়াছে, যাহার গুণে প্রতিবাসীরাও আদর করিত সে আজ একাকিনী অনর্থক অথবা বিনাদোষে তিরস্কৃত হইতেছে—যে একদিন দরিদ্রের ঘরেও পেট ভরিয়া ক্ষুধার সময় খাইতে পাইয়াছে সে আজ বাঘিনীর আবাসে আসিয়া পিঞ্জরাবদ্ধা বিহঙ্গিনীর ন্যায় অনাহারে আছে। ‘আহা’ করিবার তাহার এ পুরীতে কেহ নাই।

(৩)

বালিকার কচি প্রাণে কতই সয়!

“কে বুঝিবে এ নিভৃত গৃহ প্রান্তভাগে
শূন্য হিয়া বালিকার মর্ম্ম কাতরতা”।

পৌষ মাস আসিল, আবার শীতের তত্ত্ব; কিন্তু হতভাগ্য পরেশনাথ অর্থা-ভাবে পৈতৃক শালখানি ও ২।১ দুই একখানি নূতন কাপড় সংগ্রহ করিয়া জামাইয়ের তত্ত্ব করিল। শ্যামসুন্দরবাবু ও মোহিনী একেবারেই তাহা দেখিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন, বলিলেন “একি ঢাকী বিদায়? আমরা আবার ছেলের যে দে’ব বলে পরেশ নাথকে জানাইলেন, কিন্তু মেয়েকে পাঠাব না, বিভূতির বাঁদী করে রেখে দো’ব কাজকর্ম্ম কর্ব্বে আর দুটী দুটী খাবে মাত্র।”

পৌষমাসের বড়দিনের ছুটিতে বিভূতি বাটী আসিলে তাহাকে তাহার পিতামাতা জানাইয়া দিলেন যে বৈশাখমাসে তাহার ভাল ঘরে আবার বিবাহ দিবেন। বিভূতি মাত্র ১০ দিন বালিকা পত্নীর সদা ছল ছল নেত্র নিরীক্ষণ করিয়াও সুখী ছিলেন। প্রগল্‌ভা যুবতী পত্নীর প্রণয়ের নির্ঝরিণীতে যদিও বিভূতিকে সিক্ত হইতে হয় নাই তত্রাচ বালিকার কি যেন অন্তর্নিহিত প্রণয় সৌরভ ভূচম্পকের সুস্নিগ্ধ সৌরভে বিভূতির ভাবী দাম্পত্য সুখের বিমল আশায় জ্যোতির্ম্ময় হইয়া-ছিল; একটী ‘হুঁ’ একটী ‘না’ এর মধ্যেই যেন কত প্রেম—কত গুণরাশি লুক্কায়িত ছিল। শিক্ষিত মার্জ্জিত বুদ্ধি বিভূতি তাহা বুঝিয়াছিল, বিভূতি কলি-কাতায় গেল। বালিকা ১০ দিন মাত্র স্বামীর আদর পাইয়া কতকটা সুস্থ হইয়াছিল কিন্তু অচিরেই আবার সেই মর্ম্মভেদী বাক্য যন্ত্রণা—তীব্র বেদনা।

“নিত্য আসে নিত্য যায়
নিত্য নব যাতনা উদয়।”

এইরূপে যাতনারাশি বুকে লইয়া বালিকার দিন কাটিতে লাগিল।

বিভূতি কলিকাতায় আসিয়া মধ্যে মধ্যে পত্নীকে পত্র দিত, কিন্তু তাহার মাতা বিভূতির একটী পত্রও সুষমাকে দেয় নাই।

সুষমা সেই ভাষা বিহীন সকল কথা গুছাইয়া বলিবার শক্তি নাই, অথচ প্রাণের আবেগ, মর্ম্মকাতরতা, বুকের যাতনা কিছুই প্রকাশ করিতে না পারিয়া জলমগ্ন ব্যক্তির তীরে উঠিবার ব্যাকুল ভাবের ন্যায় ছটফট করা প্রাণ লইয়া স্বামীকে পত্র লিখিতে বসিত, পিতাকে পত্র লিখিতে বসিত কিন্তু কি লিখিবে? কত কথাই মনে উঠে, কিন্তু চোখের জল টস্ টস্ করিয়া কাগজের উপর পড়ে কতবার লেখে কতবার পোঁছে তবু এক মূহূর্ত্তও চোখের জল বাধা মানে না। অঞ্চল ভিজিয়া যায় বক্ষ ভিজিয়া যায়। সুষমা একদিন অতি কষ্টে একবার মাত্র সংগোপনে একখানি পত্র লিখিয়া স্বামীকে পাঠাইতে পারিয়াছিল। পত্রে বেশী কথা ছিল না মাত্র এই কয়টী কথা "ওগো তুমি একবার এস, একবার আমার বাপ মাকে দেখবার উপায় করে দাও"। ওহো! বিভূতি পটলডাঙ্গার মেসে গৃহকোণে অপ্রশস্ত কাষ্ঠাসনে শুইয়া সেই পত্র শতবার পাঠ করিত, আর চিন্তা করিত, কখন বা উদাস মনে গোলদিঘীর প্রস্তারোপরি সোপানে বসিয়া রাত্রি কাটাইত, বাটী যাইবার উপায় নাই, ছুটী ব্যতীত বাড়ী যাইলে পিতা পড়ার ক্ষতি হইবে বলিয়া তিরস্কার করিবেন। উভয় সঙ্কট বিভূতির মনে কত যে অমঙ্গল আশঙ্কা হইত তাহা বলিবার নহে। নিতান্ত আশ্রিতা, সদা সশঙ্কিতচিত্তা বালিকার প্রতি পিতা মাতার এত নির্দ্দয়তার কথা ভাবিয়া ভাবিয়া বিভূতির শিরঃপীড়ার সূত্রপাত হইল। ডাক্তারের পরামর্শে, পিতামাতার আজ্ঞায় বিভূতিকে সমুদ্রের বায়ু সেবনের জন্য যাইতে হইল। হায়, হায়, গ্রীষ্মাবকাশে বাটী যাইয়া যে একবার প্রাণের সুষমাকে দেখিবে বিধাতা সে সাধেও বঞ্চিত করিলেন।

জামাইষষ্ঠী আসিল, পরেশনাথ স্ত্রীর অনুরোধে ও মেয়েটীকে দেখিবার জন্য বৈবাহিক আলয়ে উপস্থিত হইলেন। বৈবাহিক পরেশনাথকে দেখিয়া মুখ ফিরাইলেন, অন্দরে গিয়া মোহিনীকে বলিলেন! মোহিনী ঝিকে অন্তরালে রাখিয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে, উঁহাকে বল যে যতদিন না ফুলশয্যায় তত্ত্ব করিতে পারিবেন—তত দিন উনি যেন আমাদের বাটীতে না আসেন; উঁহার কন্যার সহিত দেখা হইবে না বল, অবস্থা ভাল নয়, তবে আমাদের সহিত কুটুম্বিতা করে কেন? আমাদের লোকের নিকট বেহাই বলিতে লজ্জা বোধ হয়—ওরূপ বেহাইকে আমরা স্থান দিই না।" পরেশনাথ সুমধুর বাক্যগুলি

স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়া নীরবে অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতে করিতে অনাহারে দ্বিপ্রহর রৌদ্রে বাটী গমন করিলেন। কন্যা সুষমা পিতাকে একবার মাত্র অন্তরাল হইতে দেখিয়াছিল, পিতা যখন একবার মাত্র মেয়ের মুখটী দেখিবার জন্য দূর হইতে নয়ন পানে চাহিতে চাহিতে চলিয়া গেল, সুষমার প্রাণ যেন ব্যাকুল হইয়া উঠিল, অন্তরে একটা হাহাকার ধ্বনি উঠিল—দীর্ঘ নিশ্বাস যেন মূর্ত্তিমান হইয়া জলন্ত বহ্নির ন্যায় প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। পরেশনাথ বাটী গিয়া স্ত্রীকে সকল কথা খুলিয়া বলিলেন—স্ত্রী কিছুক্ষণ কাঁদিলেন, পরে কন্যার জন্য ভাবিয়া ভাবিয়া শয্যা গ্রহণ করিলেন।

(৪)

এই রূপ ভাবে বর্ষা শেষ হয়, বালিকা সুষমা কাঁদিয়া কাঁদিয়া দারুণ জ্বরে পড়িল, ক্রমে ম্যালেরিয়া। ম্যালেরিয়া ভীষণ ভাব ধারণ করিল শ্বশুর শাশুড়ী দেখে না তাচ্ছল্য করে—ডাক্তার কখনও একফোঁটা ঔষধ দেয় নাই। মেয়ে মানুষের আবার চিকিৎসা? সেই অবস্থায় বালিকা জ্বরে ভোগে, জলে ভেজে, দুটী ভাতও খায়, ডাক্ ছাড়িয়া কাঁদিবারও উপায় নাই, শাশুড়ী বাঘিনীর ন্যায় গরজিয়া উঠে, বলে "ভাল খাকীর মেয়ে জ্বালাতে এসেছে, কেঁদে কেঁদে আমাদের অমঙ্গলের সূত্রপাত করিতেছে, ডাইনীর সহিত বিবাহ দিয়া অবধি ছেলের আমার মাথার অসুখ"। সুষমা কেমন করিয়াই বা ডাক ছাড়িয়া কাঁদে—বুকের যাতনা বুকেই ফুলিয়া উঠে। এদিকে শারদীয়া পূজা নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল, সুষমার দেহ লতিকাও শুষ্ক হইয়া উঠিল। আর উঠিতে পারে না, কাশী দেখা দিল ক্রমে শয্যার সহিত মিশিয়া পড়িল।

এদিকে পরেশনাথের স্ত্রী বড়ই বিপন্না, শীর্ণা ও রোগ ক্লিষ্টা। পরেশনাথ অতিকষ্টে দিন যাপন করে; আর কেমন করিয়া মেয়েকে ঘরে আনিবে তাই ভাবে। বোধ হয় একবার মেয়েকে আনিলে, স্ত্রী আরাম হইতে পারে, পূজা আসিতেছে "মা জগদম্বা তুই মা পিত্রালয়ে আসছিস, তোর আগমনে কত মেয়ের বাপ তার মেয়ে—জামাই ঘরে আনছে—দরিদ্র আমি আমার মেয়ে কি আসবে না মা? তুই আশীর্ব্বাদ করলে সব হয় মা", পরেশনাথ সর্ব্বদাই মাকে ডাকিতেছে, এমন সময় ঘটনাচক্রে পূজার সময় তাহার গ্রামের বাল্যবন্ধু যতীন্দ্রনাথ পশ্চিমে চাকরী করিয়া অনেক টাকা, অনেক দ্রব্য সম্ভার লইয়া বাটী আসিলেন। তিনি আসিয়া বাল্যবন্ধু পরেশনাথের দুরবস্থার কথা শুনিয়া বলিলেন ভাই তোমার জামাই আমার পর নয়, এবার পূজায় আমি তোমার হইয়া তত্ত্ব করিব। তোমার

স্ত্রীকে বাঁচাইব, আমার এই অনুরোধ—বাল্যবন্ধু বলিয়া, আশা করি, রক্ষা করিবে"। পরেশনাথ আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন —যতীন্দ্রনাথের কথার বিরুক্তি করিবার সামর্থ রহিল না। ধন্য যতীন্দ্রনাথ! ধন্য তোমার বন্ধুত্ব।

আজ সপ্তমী পূজা। শ্যামসুন্দর বাবু আজ কয়েক বৎসর পূজা আনিতেছেন। উদ্দেশ্য—নিজের জাঁক জমক দেখাইবার জন্য। বিভূতি সপ্তমীর দিন প্রাতে বাটী আসিল। আসিয়া বহির্বাটিতে প্রতিমা দর্শন ও প্রণাম করিলেন। পিতা পরিজন বেষ্টিত হইয়া নিজের কৃতৃত্বের পরিচয় দিতেছেন এমন সময় বিভূতি প্রণাম করিল। পিতা বলিলেন "দুই দিন আগে এলে হত, এত দেরী করে বাবা!" ছেলে অন্দরে যাইয়া মাকে প্রণাম করিল, পরে মা কার্য্যান্তরে গমন করিলে নিঃশব্দ পদ সঞ্চারে নিজ ঘরে যাইয়া দেখিলেন, কি দেখিলেন—দেখিলেন—সংসারের সার, প্রাণের আশা, নয়নের তৃপ্তি, স্বর্ণ প্রতিমা সুষমা আজ অন্তিম শয়নে শয়ানা। হতভাগা বিভূতি জানে না, কোন্ রাক্ষসীর উত্তপ্ত শ্বাসে লজ্জাবতী লতা আজ শুকাইয়া গিয়াছে। করুণকণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল "সুষমা! সুষমা! একবার চাও, দেখ আমি এসেছি"—সুষমা চাহিল, দেখিল স্বামী, মাথার কাপড় টানিয়া লইবার জন্য মাথায় হাত উঠাইল, পারিল না, লজ্জা হইল, বিভূতি বলিল—একটী কথা কও সুষমা—সুষমা কথা কহিতে পারিল না, ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া উঠিল—বিভূতি কাঁদিতে লাগিল। ক্ষণপরে বাটীতে একটা আনন্দের ধ্বনি উঠিল, বিভূতি বাহির হইয়া দেখিল যে ১০০ শত জন লোক মেহগিনি কাঠের পালঙ্ক, রেশমী বিছানা, ও মসারি, টেবিল, চেয়ার, ২ বস্তা কাপড়, দধি সন্দেশ প্রভৃতি উঠানে নামাইয়াছে। বিভূতি অবগত হইল তাহার শ্বশুর বাড়ী হইতে দ্রব্যসম্ভার আসিয়াছে—শ্বশুর মহাশয় পত্র দিয়াছেন "বেহাই মহাশয়! অনেক কষ্টে আপনার ফুলশয্যার তত্ত্বর সুদ সমেত পূজার সময় তত্ত্ব করিলাম—এরার মেয়েকে ও জামাইকে পাঠাইয়া দিবেন—আমার স্ত্রী রোগশয্যায় শায়িতা, মেয়েকে না দেখিয়া মরিতে পারিতেছে না"। বিভূতি পুনরায় নিজ গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, "সুষমার চক্ষু কপালে উঠিয়াছে, বিভূতি চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। পিতা ও মাতা উভয়ে আসিলেন—বাড়ীতে হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। সপ্তমী পূজার মঙ্গল কলস পুরোহিতের পা লাগিয়া পড়িয়া গেল—দেবী প্রতিমা নড়িয়া উঠিল, নৈবেদ্য কুকুরে ভক্ষণ করিল। এদিকে সুষমার জীবন প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইল, বিভূতি গদ গদ কণ্ঠে দারুণ ক্ষোভে লজ্জা বিসর্জ্জন দিয়া পিতামাতাকে বলিলেন যে, যে পালঙ্ক

তত্ত্বে আসিয়াছে, যে সুকোমল শয্যা সুষমার জন্য আসিয়াছে—তাহাতে শোয়াইয়া স্বর্ণ প্রতিমা সুষমাকে আজি সপ্তমীতে বিসর্জ্জন করিতে চলিলাম—শ্মশান হইতে আর ফিরিব কি না জানি না। এরূপ সমাজে, এরূপ সংসারে আর মুখ দেখাইতে ইচ্ছা নাই।" সুষমার মৃতদেহ সৎকারার্থে লইয়া যাওয়া হইল। লোকজন যখন পরেশনাথের নিকট যাইয়া এই নিদারুণ সংবাদ দিল, তখন পরেশনাথের সহধর্ম্মিনীকে শ্মশানে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। এ গ্রামে মায়ের চিতাধূম, অপর গ্রামে কন্যার চিতাধূম গগনে উঠিয়া একত্রে মিশিয়া গেল। হায় সমাজ! এইরূপে কত ধূম কত দিকে উঠিতেছে—কে তার ইয়ত্তা করে, কে বলে বঙ্গদেশের উন্নতি হইতেছে—যতদিন এরূপ ধূমরাশি কায়স্থ সমাজকে আচ্ছন্ন করিবে ততদিন বঙ্গীয় কায়স্থ জাতির উন্নতি নাই—আশা নাই—ভরসা নাই।

শ্রীপ্রবোধগোপাল বসু দেব বর্ম্মা।

(প্রাপ্ত)

লাহোরের কায়স্থ সভা কর্ত্তৃক প্রদত্ত

অভিনন্দন পত্র।

—০:০—

শ্রীমান সারদাচরণ মিত্র মহাশয় এম, এ, বি এল ভূতপূর্ব্ব হাইকোর্টের জজ মহাত্মন!

আমরা লাহোরের কায়স্থ সভার সভাসদবৃন্দ আন্তরিক প্রেম এবং প্রসন্নতার সহিত আপনাকে স্বাগত অভিনন্দন করিতেছি।

আজ ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার [যম দ্বিতীয়া] শুভ দিন, এই পবিত্র এবং সুখদায়ক মঙ্গল দিবসে আমরা কায়স্থ শ্রীচিত্রগুপ্তজী মহারাজের পূজা করিতেছি। যাহা হইতে আমাদের উৎপত্তি সেই চিত্রগুপ্তের পূজা করিতেছি। শ্রীচিত্রগুপ্ত মহাশয়ের পূজার দিন শত সহস্র ক্রোশ দূর হইতে আপনি আপনার সাক্ষাৎ দর্শন দান করিয়াছেন তাহা নিঃসন্দেহ আমাদের সৌভাগ্য বলিতে হইবে এবং তাহার জন্য আমরা প্রকৃত আন্তরিক ভাবের সহিত কেবল

আপনাকেই নহে পরন্তু পরমাত্মাকেও কোটী কোটী ধন্যবাদ দিতেছি এবং আপনাকে মহারাজকুলের ভূষণ স্বরূপ জ্ঞান করিয়া এবং তাঁহার প্রতিনিধি স্বরূপ বিবেচনা করিয়া আপনারই অভিবাদন করিতেছি। আপনার দর্শন আমাদের পক্ষে অতিশয় সুখদায়ক হউক।

আপনি কায়স্থ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া সেই কায়স্থ বংশকে সুশোভিত করিয়াছেন, আমাদিগের ব্রহ্ম লিখিবার এবং পড়িবার সুযোগ দিয়াছেন ইহাই আমাদের ধর্ম্ম ছিল। আমরা বিদ্যা ও বুদ্ধি বৃত্তির সহিত দেশ এবং জাতীয় সেবায় তৎপর ছিলাম পরন্তু সময়ের বিপরীত ভাব হওয়াতে আমাদের দশা করুণাপ্রায় হইয়াছিল। আপনার পবিত্রভাব, পবিত্র কর্ম্ম এবং পবিত্র চিন্তা দেখিয়া আশা হইতেছে যে আমরা পুনরায় আমাদের নিজ নিজ পূর্ব্ব গৌরব এবং পূর্ব্ব উন্নতির উচ্চ শিখরোপরি আরোহণ করিয়া ধর্ম্ম এবং কর্ম্মের দ্বারা ভারতবর্ষের প্রকৃত সুসন্তান হইবার জন্য যত্ন করিতে সমর্থ হইব।

কয়েক শত বর্ষ হইতে কায়স্থ জাতি দিন দিন অবনতির পথে চলিতেছে, একই মহান্ আত্মার সন্ততি হইয়াও আমাদের মধ্যে ভ্রাতৃভাব নাই, বা মিলন নাই; সংযুক্ত প্রদেশের কায়স্থ বাঙ্গালী কায়স্থকে ভিন্ন মনে করে, বোম্বাই প্রদেশের কায়স্থের সহিত অন্য দেশের কায়স্থের মিলন ভাব নাই; এ দশা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল; ইহা দেখিয়া হৃদয় বিদীর্ণ হইত। এক্ষণে আপনি আমাদিগকে পুনর্জীবিত করিবার জন্য এবং আমাদের দোষ সংশোধন জন্য গুরুভার গ্রহণ করিয়াছেন। ভগবান আপনার পরিশ্রম সফল করুন এবং আপনি কায়স্থকুলের পথ প্রদর্শক স্বরূপে আমাদিগকে উন্নতির প্রকৃতমার্গে লইয়া চলুন।

দেবনাগর লিপির প্রচার জন্য আপনি যাহা করিতেছেন, তাহা জগদ্বিখ্যাত এক লিপি না হওয়ায় আমাদের ভারতবাসীগণের অত্যন্ত হানি হইতেছিল ও ভিন্ন ভিন্ন লিপি হেতু আমাদের একতার বিষয় প্রচার করিবার সুযোগ ছিল না। সমস্ত হিন্দু মিলন, উহাদের এক জাতি গঠন, ও উহাদের মধ্যে একতা সম্পাদনের আপনি যে প্রণালীর ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা অত্যুত্তম। লাভদায়ক ও শ্লাঘনীয় ঈশ্বর আপনাকে ঐরূপ বল ও পরাক্রম দিন, যেন আপনার আরব্ধ কার্য্যের পরিণাম, সকলের জন্য ফলদায়ক হয়।

আপনি যে ধর্ম্ম মহোৎসবের কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন, উহা অত্যন্ত মহান্ ও প্রতিষ্ঠিত ও উহা আপনার স্বভাবানুযায়ী আড়ম্বর হীন কার্য্য। ধর্ম্মই

হিন্দুর জীবন; ধর্ম্মের রক্ষণ হইলেই হিন্দুকে প্রকৃতরূপে রক্ষা করা হইল এবং এ বিষয়ে সমস্ত হিন্দু জাতি আপনাকে যে ধন্যবাদ দেয়, তাহা সত্য।

আপনি যখন হাইকোর্টের বিচারপতির পদশোভা করিতেন, তখন আপনি ন্যায়বত্তা, বুদ্ধিমত্তা ও পক্ষপাত শূন্যের ভাবের যে যে উদাহরণ দেখাইয়াছেন উহা বিশেষ প্রশংসনীয়; আপনি এক্ষণে রাজকার্য্য হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া দেশ ও জাতীর যেরূপ সেবা করিতেছেন, উহা অত্যন্ত কার্য্যকর হইতেছে, কিন্তু আমাদের এরূপ শক্তি নাই যে আপনার যোগ্যতা উদারতা ও দেশহিতৈষিতার বর্ণনা করিতে সক্ষম হই।

দুঃখের বিষয় যে আপনি এত কষ্ট করিয়া পঞ্জাব দেশে আসিয়াছেন কিন্তু আমাদের পূর্ণরূপে আপনার সহিত সাক্ষাৎলাভ হইল না এবং আপনার কোন সেবা করিতে পারিলাম না। তথাপি অল্প সময়ের জন্য ও আপনার দর্শন পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছি।

সর্ব্বশেষে ঈশ্বরের নিকট আমরা প্রার্থনা করিতেছি যে তিনি আপনাকে দীর্ঘায়ু করুন, যাহাতে দেশ জাতি ও হিন্দু ভ্রাতাগণই নহে, ভবিষ্যৎ হিন্দু দেশের অন্যান্য সন্তান গণও সর্ব্বদা আপনার জয়াকাঙ্খা করুক আপনাকে কুলভূষণ ও দেশরত্ন জানিয়া আপনার যশোগান করুক।

লাহোর
১৯শে কার্ত্তিক
১৯৬৭ বি

আপনার শুভচিন্তক ভ্রাতৃবর্গ
"লাহোর কায়স্থ সভার সভ্যগণ"

সমালোচনা।

বিধবার বিবাহ হওয়া উচিত কি না?—মহারাজ কুমার শৈলেন্দ্র কৃষ্ণ দেব বাহাদুর প্রণীত মূল্য ॥০ আনা (ক্রাউন ১৬ পেজী) পুস্তকখানিতে বিধবার পতান্তর গ্রহণ উচিত কি না এতদসম্বন্ধে কেবলমাত্র যুক্তির দ্বারা লেখক মহাশয় প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। পুস্তকের ছাপা ও কাগজ ভাল। মূল্য পাতার অনুপাতে কিছু বেশী।

কবিতাভাষ—শ্রীযুক্ত ইন্দুব্রহ্ম স্বামী প্রণীত মূল্য ॥০ আনা, ক্রাউন ১৬ পেজী) ইনি পূর্ব্বে কয়েকটী পুস্তক লিখিয়াছেন। কবিতাগুলির বিষয় ভাল। পুস্তকের মধ্যে মর্ম্মস্পর্শী কবিত্ব না থাকিলেও ধর্ম্মভাব ও নীতি কথা নিহিত আছে।

স্বধর্ম্ম—শ্রীমদ্ লক্ষ্মণ মজুমদার প্রচারিত সংস্কৃত ও তাহার বঙ্গানুবাদ অধিকাংশ পদ্যে রচিত। ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক উপদেশ সুন্দর ভাবে লেখক প্রকটিত করিয়াছেন।

৺চন্দ্রনাথ বসুর জীবন চরিত---শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম, এ, প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক প্রণীত। যদিও পুস্তকটী সংক্ষিপ্ত তত্রাচ সারগর্ভ, খগেন্দ্র বাবু যেরূপ দক্ষতার সহিত ইহা আলোচনা করিয়াছেন, তাহা তাঁহার মত উচ্চ শিক্ষিত মহাশয়ের নিকটই আমরা ঐরূপ আশা করিয়া থাকি। আশা খগেন্দ্র বাবু একটী বৃহৎ জীবনী লিখিয়া আমাদের তৃপ্তি সাধন করিবেন।

দিল্লীর প্রসিদ্ধ হাকিম সেখ বি,এ. সিনারের আবিষ্কৃত ক্ষুধা বৃদ্ধি ও পরিপাক করা **পাউডার** আমরা এক কৌটা ধন্যবাদ ও আহ্লাদের সহিত প্রাপ্ত হইয়া ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। কলিকাতা বুকজ্বালা ও অম্ল রোগের আকর। ডিস্‌পেপ্‌সিয়ার তাড়নায় অধিকাংশ বঙ্গবাসী আজ প্রপীড়িত। বঙ্গ মহিলারাও ততোধিক। ঔষধ আমরা অনেককে পরীক্ষা করিতে অনুরোধ করায় সকলেই ইহার গুণ উপলব্ধি করিয়া আমাদের নিকট ঠিকানা জানিয়া লইয়া গিয়াছেন। বঙ্গমহিলারা ইহা আনন্দের সহিত খাইয়া থাকেন। এ কথাটা একটু আশ্চর্য্যজনক, কেন না, বঙ্গ মহিলারা কোন দিনই ঔষধের পক্ষপাতী নহেন, তাঁহারা যে এ ঔষধ খাইতে চাহেন কেন? কারণ ঔষধ এতদূর মুখরোচক যে, পুনঃ পুনঃ খাইতে লালসা হয়। মুখরোচক অথচ উপকারী এরূপ ঔষধ প্রস্তুত কারকের কম বাহাদুরীর কথা নহে। আমরা সাধারণকে এই ঔষধ ব্যবহার করিতে অনুরোধ করি। কায়স্থ পত্রিকার কলেবরে ইহার বিজ্ঞাপন আছে। বিজ্ঞাপনের বর্ণিত বিষয় অতিরঞ্জিত নহে, তবে নাম না বলিলে চিনিবে কি প্রকারে এই জন্যই নাম মাত্র বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল। ইহা দিল্লীর লাড্ডু নহে যে পস্তাইতে হইবে। নিঃশঙ্কোচে ব্যবহার করিতে পারেন।

কায়স্থ অভিভাবক গণের অভাবনীয় সুযোগ।

আজকাল কলিকাতার ছাত্রাবাস (Mess) গুলিতে অল্প সংখ্যক উপবীতি কায়স্থ বালকগণের বাস করা বিশেষ অসুবিধা। তাহার কারণ তাহাদিগকে অনেক সময়ে উপবীত ধারণের জন্য বিদ্রূপ সহ্য করিতে হয়, অপরের সহিত উপবীতের উপকারিতা প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি লইয়া বৃথা তর্ক আলোচনা করিতে হয় তাহাতে ক্রমশঃ উত্তেজিত হইয়া পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদে রত হইতে হয় ফলে বন্ধু বিচ্ছেদ, মনশ্চাঞ্চল্য বশতঃ পড়া শুনার ক্ষতি। কলিকাতার উপবীতি কায়স্থ বালকগণের এইরূপ দুর্গতি দেখিয়া এবং ভবিষ্যৎ মফঃস্বলস্থ বালকগণের সুবিধার জন্য এক সুন্দর ছাত্রাবাস স্থাপিত হইয়াছে। এই ছাত্রাবাসের তত্ত্বাবধারক—তিন জন সহৃদয় উপবীতি কায়স্থ, ইঁহারা অনেকদিন শিক্ষকতা কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া বালকদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া তাহাদের সকল বিষয়ের অভাব বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছেন। সেই সকল অভাব যাহাতে দূরীকরণ হয় এবং চারিশ্রেণীস্থ উপবীতি কায়স্থওচারি শ্রেণীস্থ স্বধর্ম্মপরায়ণ কায়স্থ বালকগণ (যাঁহারা এখনও নানাকারণে উপবীতি গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়েন নাই) সকলেরই জন্য এই ছাত্রাবাসে আহার ও বাসস্থানের জন্য সুন্দর ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বালকগণ সময়ে পুষ্টিকর, আহার, হিতকর জলখাবার চাকর ও রোগের সময় শুশ্রূষা ও ডাক্তার কবিরাজ পাইবেন। তত্ত্বাবধারকগণ অভিভাবকের ন্যায় সর্ব্বদাই তাঁহাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ দেখিবেন। যাঁহারা এরূপ সুবিধায় কলিকাতায় থাকিতে ইচ্ছা করিবেন তাঁহারা সত্বর নিম্নঠিকানায় পত্র লিখুন। নিয়মাবলী ও খাদ্যদ্রব্যাদির বিবরণ পাঠাইয়া দিব। ইতি—

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা কার্য্যালয়।
৮৫.নং গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীপ্রবোধগোপাল বসু দেববর্ম্মা।
কার্য্যাধ্যক্ষ।
বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা।

শান্তিকণা।

ধর্ম্ম, সাহিত্য, কৃষি, বাণিজ্য, স্ত্রীশিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ক

সুলভ সচিত্র উৎকৃষ্ট মাসিক পত্রিকা।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের হস্তাক্ষরচিত্র ও

শ্রীচৈতন্যভাগবতের অপ্রকাশিত পরিশিষ্ট প্রথম প্রকাশ করিয়া এই পত্রিকা সর্ব্বত্র সুপরিচিত হইয়াছে। এখনও উক্ত দুর্লভ বস্তু বিতরিত হইতেছে।

ইহা বিবিধ শান্তিময় সুন্দর চিত্রে সুশোভিত। অধিকাংশ লেখকগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী ও খ্যাতনামা। বার্ষিক মূল্য মায় মাশুল ১৷৷০ ছাত্র, মহিলা ও অসমর্থগণ পক্ষে মাত্র, ১৲ টাকা নমুনা ৶০ আনা। আবার মাত্র ছাপা খরচে বহুবিধ সদ্‌গ্রন্থ উপহার।

ঠিকানা—ম্যানেজার, শান্তি-কণা; ঢাকা।

—:*:—

নবরঙ্গ।

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র। মার্জ্জিত ভাষায় দক্ষতার সহিত সম্পাদিত হইতেছে। এই পত্রে সমাজ হিতকর নানা বিষয়ের আলোচনা হইয়া থাকে। বিশেষতঃ কায়স্থ সমাজের সংস্কার সম্বন্ধে প্রতি সপ্তাহে সুলিখিত উপাদেয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সকল জাতিই এই পত্রে আপন আপন জাতির সংস্কার বিষয়ক প্রবন্ধ লিখিতে পারেন। যাহারা কায়স্থ সমাজের সংস্কার চাহেন তাহারা এই পত্রিকা গ্রহণ করুন। বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র বসু প্রণীত।

"জাতিতত্ত্ব ১ম ভাগ"—বঙ্গে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য নামক গবেষণাপূর্ণ পুস্তক "নবরঙ্গ" কার্য্যালয় হইতে ৷৵০ আনা মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। চারিখানা একত্র লইলে ১৲ টাকায় দেওয়া হয়। অসমর্থ পক্ষে পত্র মধ্যে এক আনার ডাক টিকিট প্রেরণ করিলে বিনামূল্যেই পুস্তক পাঠান হইবে।

কার্য্যাধ্যক্ষ, নবরঙ্গ,
চাঁদপুর, ত্রিপুরা।

কায়স্থপত্রিকা।

মাঘ, ১৩১৭। | নবপর্য্যায় ১ম খণ্ড, ১০ম সংখ্যা।

দান।

চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডার।

গত পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত	৬,৬৯৮৶০
শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ রায় (প্রতিশ্রুত হইয়াছেন) of Raya Co., সিমলা হরিপাল।	১০০৲
শ্রীযুক্ত কৃষ্ণসুন্দর সেন, কুচবিহার	১০৲
	৬৮০৮৶০

সামাজিক সংবাদ।

উপনয়ন।

২০ আশ্বিন, ১৩১৭।

(জেলা ফরিদপুর, দোলকুণ্ডী রায় দুর্গাদাস ধর বাহাদুরের বাটীর কেন্দ্র.)

১ম কেন্দ্র।

১।	শ্রীঅন্নদাচরণ ঘোষ দেববর্ম্মা (পুলিস সব ইন্‌সপেক্টার)	
২।	„ নবীনচন্দ্র ঘোষ,	সাং দোলকুণ্ডী
৩।	„ অক্ষয়কুমার মিত্র,	ঐ
৪।	„ অবিনাশচন্দ্র মিত্র,	ঐ
৫।	„ নিবারণচন্দ্র বসু,	ঐ
৬।	„ নিশিকান্ত বসু দেববর্ম্মা,	ঐ
৭।	„ দুর্গাচরণ রাহত,	ঐ
৮।	„ বরদাকান্ত দত্ত,	

২য় কেন্দ্র।

১৭ই কার্ত্তিক, ১৩১৭।

১। শ্রীশ্রীনাথ মিত্র সাং ব্রাহ্মন্দি, হাল সাং দোলকুণ্ডী।
২। „ ব্রজেন্দ্রকুমার মজুমদার, সাং বন্দরখোলা। হাল সাং দোলকুণ্ডী।
৩। „ যামিনীকান্ত দাস, সাং দোলকুণ্ডী।
৪। „ সুরেন্দ্রমোহন দেব, সাং দোলকুণ্ডী।
৫। „ লোকনাথ দেব, সাং দোলকুণ্ডী।

৩রা অগ্রহায়ণ ১৩১৭।

(জেলা ফরিদপুর, ঢেউখালী, ৺হরিনাথ বসু মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র।)

১।	শ্রীপ্রবোধকুমার ঘোষ,	সাং ঢেউখালী
২।	„ অশ্বিনীকুমার ঘোষ,	ঐ
৩।	„ ললিতকুমার বসু,	ঐ
৪।	„ অবিনাশচন্দ্র বসু,	ঐ
৫।	„ বসন্তকুমার বসু,	ঐ
৬।	„ প্রভাতকুমার বসু,	ঐ
৭।	„ রাজকুমার বসু,	ঐ
৮।	„ নৃপেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ,	ঐ
৯।	„ পঙ্কজকুমার ঘোষ,	ঐ
১০।	„ বিধুভূষণ দত্ত,	ঐ
১১।	„ সুধীররঞ্জন দত্ত,	ঐ
১২।	„ হরিপদ সরকার,	ঐ
১৩।	„ অক্ষয়কুমার সরকার,	ঐ

অগ্রহায়ণ, ১৩১৭।

(রাজপুতানা, উদয়পুর, একলিঙ্গজী মহাদেবের মন্দিরের কেন্দ্র)

৫ই অগ্রহায়ণ ১৩১৭।

শ্রীকালীপদ বসু, উকীল মিত্রাট।

জেলা পাবনা, সাগরকান্দী আর্য্য কায়স্থ সমিতির কেন্দ্রে।

	নাম	বয়স	গ্রাম	জেলা	শ্রেণী
১।	শ্রীপ্রসন্নকুমার দত্ত	৪৫	সাগরকান্দী	পাবনা	(বঙ্গজ)
২।	„ অনাদিকৃষ্ণ দত্ত,	২৭	ঐ	ঐ	ঐ
৩।	„ ব্রজেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত,	১৫	ঐ	ঐ	ঐ
৪।	„ মহিমচন্দ্র দত্ত,	৬০	ঐ	ঐ	ঐ
৫।	„ সুরেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত,	২৫	ঐ	ঐ	ঐ
৬।	„ পূর্ণচন্দ্র দত্ত,	২৮	ঐ	ঐ	ঐ
৭।	„ নগেন্দ্রনাথ দত্ত,	১৭	ঐ	ঐ	ঐ
৮।	„ অশ্বিনীকুমার দত্ত,	২৮	ঐ	ঐ	ঐ
৯।	„ অন্নদাচরণ মিত্র,	১৮	দয়ালনগর	পাবনা	ঐ
১০।	„ বিজয়গোবিন্দ মিত্র,	২৪	ঐ	ঐ	ঐ
১১।	„ দ্বারকানাথ কর,	৭২	ঐ	ঐ	ঐ
১২।	„ যোগেশচন্দ্র ঘোষ,	২২	শোলাকুড়া	ঐ	ঐ
১৩।	„ সতীশচন্দ্র দেব,	২৫	ঐ	ঐ	ঐ
১৪।	„ প্রাণেশকুমার বসু	১৮	ঐ	ঐ	ঐ
১৫।	„ উমানাথ ঘোষ	৭১	ঐ	ঐ	ঐ
১৬।	„ শ্রীনাথ ঘোষ,	৭২	ঐ	ঐ	ঐ
১৭।	„ শিবনাথ ঘোষ,	৭০	ঐ	ঐ	ঐ
১৮।	„ সুখময় ঘোষ,	২৮	ঐ	ঐ	ঐ
১৯।	„ শরৎচন্দ্র ঘোষ,	২৯	ঐ	ঐ	ঐ
২০।	„ বিদ্যাধর বসু,	৪০	ঐ	ঐ	ঐ
২১।	„ বেণীমাধব পাল,	২৮	ঐ	ঐ	ঐ
২২।	„ প্রসন্নকুমার দাস	৩০	ঐ	ঐ	ঐ
২৩।	„ যোগেশচন্দ্র দাস,	১৭	ঐ	ঐ	ঐ
২৪।	„ ঈশানচন্দ্র বসু,	৩০	ঐ	ঐ	ঐ

	নাম	বয়স	গ্রাম	জেলা	শ্রেণী (বঙ্গজ)
২৫।	„ হৃদয়নাথ বসু,	৪৫	ঐ	ঐ	ঐ
২৬।	„ হরিশ্চন্দ্র বসু,	৮০	ঐ	ঐ	ঐ
২৭।	„ তারকচন্দ্র দাস,	৩০	ঐ	ঐ	ঐ
২৮।	„ ঈশানচন্দ্র চন্দ,	৪০	ঐ	ঐ	ঐ
২৯।	„ রজনীকান্ত বসু	৫৫	ঐ	ঐ	ঐ
৩০।	„ বিপিনবিহারী বসু	৪২	ঐ	ঐ	ঐ
৩১।	„ হরদয়াল ঘোষ,	৩৫	ঐ	ঐ	ঐ
৩২।	„ আশুতোষ বসু,	১৭	ঐ	ঐ	ঐ
৩৩।	„ যোগেন্দ্রনাথ সরকার	২৮	সাগতা	ঐ	ঐ
৩৪।	„ রমেশচন্দ্রপাল, দেববর্ম্মা	২২	ঐ	ঐ	ঐ
৩৫।	„ মহিনীমোহন দত্ত, „	২০	ঐ	ঐ	ঐ
৩৬।	„ রামলাল ঘোষ, „	২৫	ঐ	ঐ	ঐ
৩৭।	„ জলধর দত্ত, „	২৫	ঐ	ঐ	ঐ
৩৮।	„ ভিক্ষাপ্রসাদ পাল „	৯০	ঐ	ঐ	ঐ
৩৯।	„ শশধর সরকার, „	২৫	ঐ	ঐ	ঐ
৪০।	„ রামসুন্দর সেন, „	৩৪	ঐ	ঐ	ঐ
৪১।	„ জ্যোতিষচন্দ্র বসু „	৩০	ঐ	ঐ	ঐ
৪২।	„ লক্ষ্মীকান্ত পাল, „	৬৫	ঐ	ঐ	ঐ
৪৩।	„ অবিনাশচন্দ্র বসু „	২২	ঐ	ঐ	ঐ
৪৪।	„ জলধর ভৌমিক, „	৩০	ঐ	ঐ	ঐ
৪৫।	„ গোবিন্দচন্দ্র তরফদার	৪০	ঐ	ঐ	ঐ
৪৬।	„ কালনচন্দ্র দত্ত দেববর্ম্মা	৩৫	ঐ	ঐ	ঐ
৪৭।	„ যদুনাথ ঘোষ „	২৭	ঐ	ঐ	ঐ
৪৮।	„ দেবেন্দ্রনাথ সিংহ „	১৪	মান্দ্রাকোলা	ঢাকা	ঐ
৪৯।	„ হারাণচন্দ্র ঘোষ „	১৮	হাসামপুর	পাবনা	ঐ
৫০।	„ রামচরণ শিকদার „	৪৮	বড়রীয়া	ঐ	ঐ
৫১।	„ বঙ্কুবিহারী রাহা „	৩২	ঐ	ঐ	ঐ
৫২।	„ নরেন্দ্রনাথ পাল „	১৩	ঐ	ঐ	ঐ

	নাম	বয়স	গ্রাম	জেলা	শ্রেণী (বঙ্গজ)
৫৩।	„ কুঞ্জবিহারী দাস „	১৫	শোলাকুড়া	পাবনা	ঐ
৫৪।	„ হেমচন্দ্র দাস „	১৬	ঐ	ঐ	ঐ
৫৫।	„ রসিকলাল গুহ „	২০	ঐ	ঐ	ঐ
৫৬।	„ বনমালী দাস „	৪৬	ঐ	ঐ	ঐ
৫৭।	„ শ্রীনাথ ঘোষ „	৩০	ঐ	ঐ	ঐ
৫৮।	„ শশিভূষণ বসু, „	৪২	ঐ	ঐ	ঐ
৫৯।	„ গোপালচন্দ্র বসু „	৪০	ঐ	ঐ	ঐ
৬০।	„ রাইচরণ দত্ত „	৩৭	ঐ	ঐ	ঐ
৬১।	„ রামচন্দ্র রাহা „	৬৫	ঐ	ঐ	ঐ
৬২।	„ মহেশচন্দ্র গুহ „	২২	ঐ	ঐ	ঐ
৬৩।	„ প্যারিমোহন দাস „	৩৮	ঐ	ঐ	ঐ
৬৪।	„ বেণীমাধব সরকার „	৩৪	ঐ	ঐ	ঐ
৬৫।	„ সুধাংশুকুমার গুহ „	২২	ঐ	ঐ	ঐ
৬৬।	„ যতীন্দ্রনাথ ঘোষ „	২১	ঐ	ঐ	ঐ
৬৭।	„ পূর্ণচন্দ্র দত্ত „	৪৮	ঐ	ঐ	ঐ
৬৮।	„ কেদারনাথ দত্ত „	৩৫	ঐ	ঐ	ঐ
৬৯।	„ রমণীমোহন দত্ত „	২৫	”	”	”
৭০।	„ নিত্যানন্দ দাস „	২০	গোবিন্দপুর	”	”
৭১।	„ অভয়চরণ দত্ত „	৩০	”	”	”
৭২।	„ হৃদয়নাথ দত্ত „	৫৫	”	”	”
৭৩।	„ দীননাথ কুণ্ডু „	৩২	শ্যামসুন্দরপুর	”	”
৭৪।	„ জানকীনাথ গুহ „	৬২	”	”	”
৭৫।	„ অনুকূলচন্দ্র গুহ „	১৩	”	”	”
৭৬।	„ সতীশচন্দ্র দাস, „	৩০	শ্যামপুর	”	”
৭৭।	„ হরিচরণ শিকদার	২২	”	”	”
৭৮।	„ ত্রৈলোক্যনাথসরকার	২৫	পূখর্ণীয়া	”	”
৭৯।	„ গোবিন্দচন্দ্রচাকীদেববর্ম্মা	৬১	রতনগঞ্জ	”	”
৮০।	„ ক্ষীরোদচন্দ্র চাকী „	২০	”	”	”

	নাম	বয়স	গ্রাম	জেলা	শ্রেণী
			রতনগঞ্জ	পাবনা	(বঙ্গজ)
৮১।	„ মন্মথনাথ চাকী	„ ১৭	„	„	„
৮২।	„ পূর্ণচন্দ্র চাকী	„ ১২	„	„	„
৮৩।	„ সতীশচন্দ্র বসু	„ ১৮	„	„	„

৮৪। „ বসন্তকুমার জোয়ারদার দেববর্ম্মা বয়স ২২ গ্রাম বরক্ষাপুর জেলা পাবনা শ্রেণী বঙ্গজ।

		দেববর্ম্মা	বয়স	গ্রাম	জেলা শ্রেণী
৮৫।	শ্রীযুক্ত ফটিকচন্দ্র বসু	„	৫৫	বরক্ষপুর	পাবনা বঙ্গজ
৮৬।	„ বিপিনবিহারী সরকার	„	৩৪	„	„ „
৮৭।	„ মুকুন্দলাল বিশ্বাস	„	৩৬	„	„ „
৮৮।	„ পূর্ণচন্দ্র ঘোষ	ভাৎশালা	২৫	„	„ „
৮৯।	„ উপেন্দ্রনাথ দত্ত	„	১৮	„	„ „
৯০।	„ দুর্গাপ্রসন্ন দাস	„	১৭	„	„ „
৯১।	„ হেমচন্দ্র দাস	„	৪০	„	„ „
৯২।	„ কেদারনাথ দাস	„	৩৫	„	„ „
৯৩।	„ খোকারাম দাস	„	১৭	„	„ „
৯৪।	„ গতিনাথ দাস	„	৩৫	„	„ „
৯৫।	„ সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ	„	২৩	„	„ „

১৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩১৭।

জেলা বিক্রমপুর, পাইকপাড়া শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার গুহ মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র।

শ্রীযুক্ত	রজনীশঙ্কর মিত্র,	পাইকপাড়া বিক্রমপুর
,,	মনোমোহন দাস,	
,,	নগেন্দ্রনাথ মজুমদার,	
,,	চন্দ্রকুমার মজুমদার,	
,,	উপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ,	
,,	খগেন্দ্রনাথ মজুমদার,	
,,	মনোমোহন দেব,	

১৭ই পৌষ ১৩১৭।

গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর, শ্রীযুক্ত মধুসূদন বসুর বাটীর কেন্দ্র।

নাম	গ্রাম	বয়স	শ্রেণী
শ্রীভগবানচন্দ্র ঘোষ	কৃষ্ণনগর	৬০	বঙ্গজ
গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ		৪০	
গণেশচন্দ্র ঘোষ		৪৫	
অম্বিকাচরণ ঘোষ		৪০	
বিধুভূষণ ঘোষ		১৫	
বসন্তকুমার বসু		৩৫	
ক্ষিরোদবিহারী বসু		১৫	
কেদারনাথ মিত্র	শাইলকাঠী	৩৬	
বিজয়কুমার মিত্র		২৩	
নগেন্দ্রনাথ দেব	কৃষ্ণনগর	১৩	
ললিতমোহন দাস		১৪	
সুরেশচন্দ্র বসন অধিকারী		১৮	
শরৎচন্দ্র ভৌমিক		১৭	
গিরিশচন্দ্র সোম		৬০	
কেদারনাথ বিশ্বাস		২৮	
পূর্ণচন্দ্র দাস		৪৫	

২৪ শে পৌষ ১৩১৭।

জেলা পাবনা বেড়াদি কেন্দ্রে।

শ্রীদীননাথ বসু,	সাং বেড়াদি
কেশবলাল বসু,	
কৃষ্ণলাল বসু,	
পার্ব্বতীচরণ দে,	
উমাচরণ ঘোষ,	
বিজয়চন্দ্র দে,	
বেণীমাধব চন্দ	
হৃদয়নাথ বসু	

পঞ্চানন দাস
হীরালাল দত্ত
বিনোদবেহারী দে
পূর্ণচন্দ্র চন্দ
চন্দ্রকুমার চন্দ
কেবললাল দত্ত
মন্মথনাথ ঘোষ
তারকনাথ চন্দ
রাসবিহারী দাস

২৯শে পৌষ ১৩১৭।

ঘোষপুর শ্রীশশিভূষণ ঘোষ মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্রে।

	নাম	বয়স	গ্রাম	জেলা
শ্রীযুক্ত	কেশবলাল বসু	৫৫	জঙ্গল বাধাল	যশোহর
	জ্যোতিশচন্দ্র বসু	১৫		
	ক্ষীরোদচন্দ্র বসু	৪৫	পাথুরিয়া	যশোহর
	হরচন্দ্র ঘোষ	৭৫	ঘোষপুর	
	শরচ্চন্দ্র ঘোষ	৫০		
	জানকীনাথ ঘোষ	৫০		
	মহেন্দ্রনাথ ঘোষ	২০		
	নরেন্দ্রনাথ ঘোষ	১৭		
	অমরলাল ঘোষ	২৫		
	বীরেশ্বর ঘোষ	৩২		
	উপেন্দ্রলাল ঘোষ	২৬		
	প্যারিলাল ঘোষ	২০		
	বিজয়গোপাল ঘোষ	২৬		
	ব্রজেন্দ্রনাথ ঘোষ	২২		
	চন্দ্রকান্ত মিত্র	৪০		
	অম্বিকাচরণ মিত্র,	৬৫		
	অঘোরচন্দ্র মিত্র	১৯		

নাম	বয়স	গ্রাম ঘোষপুর জেলা যশোহর
প্রসন্নকুমার মিত্র	৩৫	
রসিকলাল মিত্র	২৫	
সতীশচন্দ্র মিত্র	৩২	
চারুচন্দ্র মিত্র	১৯	
প্রমথনাথ ঘোষ	২৪	
হরিশ্চন্দ্র ঘোষ	১৮	
তারাপ্রসন্ন ঘোষ	১৪	
নিরদবিহারী ঘোষ	৪০	
সতীশচন্দ্র ঘোষ	১৭	
কিরণচন্দ্র ঘোষ	১৮	
দেবীবর ঘোষ	১৩	
নিবারণচন্দ্র দাস	৫০	

সন ১৩১৭, ৩০শে পৌষ।

রায়কালী জেলা বগুড়া

শ্রীযুক্ত আনন্দলাল চৌধুরী মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র।

শ্রীযুক্ত	আনন্দলাল চৌধুরী	সাং রায়কালী	৪৯
	প্রিয়নাথ চৌধুরী		২৭
	হরিকুমার চৌধুরী		৪০
	যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী		২৪
	কুঞ্জবিহারী চৌধুরী		৬০
	গোবিন্দসুন্দর রায়		৭০
	শ্যামকিশোর সরকার		২৯
	রাজেন্দ্রমোহন রায়		৫৬
	গঙ্গাধর নন্দী		৫৬
	হারশ্চন্দ্র নন্দী		৭৫

সন ১৩১৭, ৩০ পৌষ।

রায়কালী, জেলা পাবনা

শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত সরকার মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র।

	নাম	বয়স
শ্রীযুক্ত	রাধাকান্ত সরকার সাং রায়কালী	৫০
	বিজয়কান্ত সরকার	৩১
	মোহিনীকান্ত সরকার	২৫
	হরিশ্চন্দ্র সরকার	৭৫
	প্রসন্ননাথ সরকার	৩৭
	জগৎবন্ধু চৌধুরী	৪৩
	রোহিণীরঞ্জন মজুমদার	৩২
	যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	২৭
	মুকুন্দনাথ চাকী	৪৩

পৌষ মাস, ১৩১৭।

চাঁদপুর বোয়ালিয়া কেন্দ্রে।

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকুমার রায় দেববর্ম্মা, (জমীদার শ্রীযুক্ত রাজকুমার রায় মহাশয়ের পুত্র) জমীদার চাঁদপুর বোয়ালিয়া।

২রা মাঘ ১৩১৭।

কলিকাতা ১ নং রাজাবাগান জংসন রোড।

শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্মা মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র।

১। শ্রীপূর্ণেন্দুনারায়ণ রায়, দেববর্ম্মা, বয়স ৩০

(রায় শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ রায় সাহেব মহাশয়ের পুত্র) সাং দিনাজপুর।

২। শ্রীযুক্ত রমণীমোহন মিত্র, বয়স ৩০, সাং দিনাজপুর।

বিবাহ সংবাদ।

নিম্নলিখিত বিবাহে দেনা পাওনা হয় নাই।

সিমলা হরিপাল, নিবাসী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের ভাগিনেয়র বিবাহে।

সভার সভ্য বহরমপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ রায় মহাশয়ের কন্যার বিবাহে।

বিবাহযোগ্যা কন্যা।

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের কন্যা, বয়স ১৩, শ্যামবর্ণ, গঠন মধ্যম। উপনীত বঙ্গজ কায়স্থ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস বর্ম্মণঃ। পোষ্ট জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ। ভরদ্বাজ গোত্রীয়া কন্যা, সুশ্রী, শ্যামবর্ণা, শিক্ষিতা, গৃহকার্য্য নিপুণা। শ্রেণী সম্বন্ধে আপত্তি নাই কিন্তু পাত্র উপবীতধারী হওয়া আবশ্যক অথবা বিবাহের পূর্ব্বে উপনয়ন গ্রহণ করিতে হইবে।

অশৌচ সংবাদ।

দ্বাদশ দিনে অশৌচান্তে শ্রাদ্ধ।

১। বাগবাজার নিবাসী মহাত্মা ৺শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের মৃত্যুতে।

২। কোন্নগর নিবাসী ৺নরেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র মহাশয়ের মৃত্যুতে।

—:০:—

প্রশ্নোত্তর।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ব্রাহ্মণ কায়স্থ আনয়ন জন্য কান্যকুব্জাপতি রাজা বীর সিংহের প্রতি আদিশূর মহারাজার প্রেরিত পত্র যথা—

সুকৃত সুকৃতঃ সংহাঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থদক্ষাঃ।
লোপিত হৃত বিপক্ষাঃ স্বস্তিবাক্যাঃ শ্রুতিজ্ঞাঃ॥
সুজিত সুগত বৃন্দে বঙ্গরাজ্যে মদীয়ে।
দ্বিজকুল বরজাতাঃ সান্তকর্ম্মা প্রয়ান্তঃ॥

পত্র পাইয়া বীরসিংহ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় গণকে বলিলেন, তাঁহারা রাজার সহিত যুক্তি করিয়া বঙ্গে যাইতে অস্বীকার করিলেন। অঙ্গ বঙ্গ প্রভৃতিতে তীর্থযাত্রা ভিন্ন গমনে দোষ বলিয়া আদিশূরের পত্র অগ্রাহ্য করিলেন। তৎপরে আদিশূর দূত মুখে ঐ কথা শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার দূত প্রেরণ করেন।

(দূত উবাচ)

যজ্ঞার্থে যাচতে বিপ্রান্ ক্ষত্রিয়াংশ্চ নরাধিপ।
নো চেৎ দেহি রণং রাজন্ যথা তব মতিং কুরু॥

তখন উভয়পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হয়, এই যুদ্ধে আদিশূরের সেনাপতি বীরবাহুর মৃত্যু হয়। যুদ্ধে পরাজয় সম্ভব বুঝিয়া, আদিশূর সাতশত শূদ্রকে ব্রাহ্মণ সাজাইয়া গোবাহনে যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধার্থে উপস্থিত করেন। তখন বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণ কুপিত হইয়াছেন ভাবিয়া ধর্ম্মভীরু বীরসিংহ সন্ধি করেন।

ব্রাহ্মণাদি দ্বিজাতীনাং প্রেরণার্থায় ভূপতিঃ।
অঙ্গিকারং তদা কৃত্বা লিখনং প্রাদদৌ নৃপঃ॥

(ধ্রুবানন্দ মিশ্র কারিকা)

আদিশূরের প্রতি বীরসিংহের প্রেরিত পত্র যথা—

বঙ্গেশ্বর মহারাজন্ পুত্রেষ্টিং সমনুষ্ঠিতং।
তদর্থে প্রেরিতা যজ্ঞে উপযুক্তা দ্বিজা দশ॥

(অতি প্রাচীন কুলজী মড়ভট্টা হইতে উদ্ধৃত)

গজাশ্ব নরযানেষু প্রধানো অভি সংস্থিতাঃ।
গোযানা রোহিণো বিপ্রা পত্তিবেশ সমন্বিতাঃ॥

[ইতি ধ্রুবানন্দ মিশ্র কৃত কারিকা]

বেদোত্তরাষ্ট শতাব্দে শাকে কুম্ভস্থে ভাস্করে।
ক্ষিতীশাদয়ো দ্বিজাশ্চ আগতা গৌড় মণ্ডলে॥
শাণ্ডিল্যঃ কাশ্যপো বাৎস্য ভরদ্বাজঃ সাবর্ণজঃ।
ক্ষিতীশ বীতরাগশ্চ সুধানিধি স্তথৈবচ॥
মেধাতিথিঃ সৌভরিশ্চ এতে ব্রাহ্মণ পঞ্চকাঃ।
বাৎস্য সৌকালিনশ্চৈব তথা মৌদ্গল্য এব চ॥
কাশ্যপবিশ্বামিত্রৌচ পঞ্চ গোত্র ক্রমেণবৈ।
অনাদিবর সিংহশ্চ সোমঘোষশ্চ সুধীরঃ॥
পুরুষোত্তম দাশশ্চ দেবদত্তো মহাকৃতী।
শূর ধীরাগ্রগণ্যশ্চ মিত্রকুলে সুদর্শন॥
পঞ্চৈতে ক্ষত্রিয়া স্তেষাং রক্ষণায় হিতায় চ।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ পরিচারক পঞ্চকাঃ॥
পঞ্চদশৈতে কোলঞ্চা দাগতা পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে।
চন্দ্রমুখ্যা ব্রতার্থেচ কান্যকুব্জাধিপতিনা॥
প্রেরিতা বঙ্গদেশেচ যত্রবঙ্গ নৃপেশ্বরঃ।
অযোধ্যা নিবাসী সিংহো ঘোষশ্চৈব তথা পুনঃ।

মথুরা নিবাসী দাসঃ কোলঞ্চতা দ্বন্দী মাগতঃ॥
মায়াপুরী নিবাসিনৌ দত্ত মিত্রৌ তথাগতৌ॥

[ইতি পঞ্চানন দেবশর্ম্মা কৃত কারিকা]

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রগণ আদিশূর ভবনে আগমন করিলে তিনি অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন।

অদ্য মে সফলং জন্ম তপস্যাদি চ সাধনং।
পূতঞ্চ ভবনং জাতং যুষ্মদাগমনং যতঃ॥

[ইতি ধ্রুবানন্দ মিশ্র কৃত কারিকা]

যজ্ঞার্থং ব্রাহ্মণাঃ পঞ্চ তথা কায়স্থ পঞ্চকাঃ।
ভূপালেন সমানীতা দেশাৎ কোলঞ্চ সংজ্ঞকাৎ॥ [ইতি ধ্রুবানন্দ]

তৎপরে রাজা আদিশূর তাঁহার জামাতার কৌশলে পঞ্চ গৌড় অধিকার করিয়া, রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভ করেন, তখনও কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় আনয়ন করিয়াছিলেন।

(আদিশূর কর্ত্তৃক প্রেরিত পত্র যথা।)

দ্বিজকুলবর জাতাঃ সর্ব্ব শাস্ত্রার্থ দক্ষাঃ।
লোপিত হত বিপক্ষা স্বস্তিবাকঃ প্রয়াস্তঃ॥
পুনরপি মম রাজ্যে সানুকম্পাঃ প্রয়াস্তঃ॥

[ইতি ধ্রুবানন্দ কারিকা]

[বীরসিংহের প্রত্যুত্তর যথা]

কান্যকুব্জপতির্ধীর পত্রার্থে বিধৃতঃ সুধীঃ।
বিজ্ঞায় পণ্ডিতাঃ সর্ব্বে আদিত্যেশ্যাভি মন্ত্রিতৈঃ॥
গৌড়েশ্বর মহারাজন্ রাজসূয়মনুষ্ঠিতং।
তদর্থে প্রেরিতা যজ্ঞে উপযুক্তা দ্বিজ দশ॥

[ইতি কবিভট্ট শালিবাহন কৃত গ্রন্থ।]

গোযানেনাগত বিপ্রা অশ্বে ঘোষাদিকাস্ত্রয়ঃ।
গজে দত্তঃ কুল শ্রেষ্ঠ নরযানে গুহঃ সুধীঃ॥ [দেবীবর ঘটক।]

দেবীবর এবার সামলাইতে পারেন নাই। ধরা পড়িয়াছেন, স্বকৃত কারিকা গ্রন্থে পঞ্চশূদ্রাশব্দ প্রক্ষিপ্ত করিয়াছেন ও কায়স্থা শব্দ উৎক্ষিপ্ত করিয়াছেন কিন্তু কার্য্য করিতে পারেন নাই, কেননা হাতী ঘোড়া পাল্‌কীতে কেহ অনার্য্য জাতিকে শূদ্র জাতিকে আনয়ন করে না। দেবীবরের রচিত উপরোক্ত শ্লোকদ্বারা কায়স্থ-

গণ আর্য্য জাতি মধ্যেই গণ্য হইতেছেন। আরও ভট্ট কবির পরিচয় গুলি বাহুল্য ভয়ে এখানে লিখিলাম না, তাহাতে যেরূপ ভাবে মকরন্দাদি পঞ্চ কায়স্থকে বর্ণনা করা আছে, তাহা পাঠ করিয়া কেহই তাঁহাদিগকে শূদ্র বলিতে সাহসী হইবেন না।

(অপিচ)

শাণ্ডিল্য কাশ্যপ বাৎস্য ভরদ্বাজ সাবর্ণজ ঃ।
বন্দ্যাস্থো ভট্ট নাম্নাসৌ চট্টাখ্যো দক্ষ নাম্নাচ॥
ঘোষালখ্যশ্ছান্দড়শ্চ মুখ্যঃ শ্রীহর্ষ বৈ তথা।
গঙ্গাখ্যো বেদগর্ভঃসৌ যজ্ঞার্থং বঙ্গ মাগতাঃ॥
বেদচন্দ্রাধিকে শাক অষ্ট শতাব্দ সংখ্যকে।
ভট্টাদয়ো দ্বিজঃ পঞ্চ দ্বিজাঃ কায়স্থ পঞ্চকাঃ॥
মকরন্দাদয়স্তেতু ভূপালেন সমানীতাঃ॥

বঙ্গে আগত কায়স্থ গণের বাসের সুবিধার জন্য রাজা আদিশূরের সময়ে ক্রমাগত আর ২২ জন কায়স্থ বঙ্গে আগমন করেন।

(৫ম প্রশ্নোত্তর সমাপ্ত)

ষষ্ঠ প্রশ্নোত্তর প্রদত্ত হইয়াছে।

(সপ্তম প্রশ্নোত্তর।)

সকল শ্রেণীর কায়স্থই ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত।

(অষ্টম প্রশ্নোত্তর)

রাজা রাধাকান্তদেবের অভিধান, একখানা সংগ্রহ পুস্তক ভিন্ন তাঁহার নিজ কৃত নহে। উহাতে যে রঘুর ন্যায় ব্যক্তির কল্পিত ব্যক্তির কল্পিত বাক্য, উদ্ধৃত না থাকিতে পারে এমত নহে। রাজা রাধাকান্ত দেব কখন আপনাকে শূদ্র বলিয়া পরিচয় দেন নাই। মহাশয় যে বচনটী তাঁহার শব্দকল্পদ্রুম হইতে উদ্ধৃত করিয়া প্রশ্নমধ্যে দিয়াছেন, ঐ বচন তাহাতে আছে কি না দেখি নাই, থাকিলেও উহা প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিনা। কারণ ঐ শব্দকল্পদ্রুমে অন্যপ্রকার বচনও আছে। যথা—

বহ্বোশ্চ ক্ষত্রিয়া জাতাঃ কায়স্থা জগতি তলে।
চিত্রগুপ্তঃ স্থিত স্বর্গে বিচিত্রো ভূমি মণ্ডলে॥

চিত্ররথঃ সুতস্তস্য যশস্বী কুল দীপকঃ।
ঋষিবংশে সমুদ্ভূতো গৌতমো নাম সত্তমঃ॥
তস্য শিষ্যো মহাপ্রাজ্ঞঃ চিত্রকূটাচলাধিপঃ॥

(ইতি শব্দকল্পদ্রুম)

চিত্রগুপ্ত শূদ্র হইলে, তাঁহাকে ব্রাহ্মণেরা পর্য্যন্ত চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ বলিয়া তর্পণ করিতেন না।

৮ম প্রশ্নসমাপ্ত।

(নবম প্রশ্নোত্তর)

বঙ্গীয় কায়স্থগণের পূর্ব্ববর্ত্তী গণ যৎকালে উপবীত হীন হইয়াছিলেন। সেটী তাঁহাদের স্বেচ্ছাকৃত কার্য্য নহে, তাহারা উপবীত গ্রহণ অন্যায় অনুভব হেতুক ত্যাগ করেন নাই।

নবম প্রশ্নোত্তর সমাপ্ত।

দশম প্রশ্নোত্তর।

কোন কায়স্থই নামান্তে দাস শব্দ প্রয়োগ করেন নাই। উত্তর রাঢ়ীয় ভিন্ন অন্যান্য শ্রেণীর মধ্যে ঘোষ বসু মিত্রকে বল্লাল সেন কৌশলক্রমে ব্রাহ্মণের দাস স্বীকার করাইয়াছিলেন। সেই হইতে ঐ সকল সমাজস্থ কায়স্থগণ ঘোষ বসু মিত্রের অনুকরণে অনেকে না বুঝিয়া বাধ্য হইয়াছিলেন। এক্ষণে ঘোষ বসু মিত্র, কেন, দাস স্বীকার করিয়াছিলেন তাহার প্রকৃত তত্ত্ব বর্ণনা করিতেছি।

১০ম প্রশ্নোত্তর।

রাজা বল্লাল সেন ব্যাস সিংহের মস্তক ছেদন করিয়াও নামান্তে শূদ্রত্ব জ্ঞাপক দাস শব্দ স্বীকার করাইতে না পারায় বিফল মনোরথ হইয়া, দেবীবর ঘটকের সাহায্যে ব্রাহ্মণ গণকে বাধ্য করিলেন এবং ব্রাহ্মণগণকে বুঝাইলেন যে, কায়স্থগণ আপনাদের গৌরবের বিষয় ইহাতে আপনাদের কর্ত্তব্য যে আমাকে সহানুভূতি প্রদর্শন করান। ব্রাহ্মণগণ অর্থলোভে এবং আপাততঃ সম্ভ্রম লাভের জন্য, কায়স্থ গণকে দাসত্বারোপে কৃত সংকল্প হইলেন, কিন্তু ভাবিলেন না, ভবিষ্যৎ কালে তাঁহারা এই শূদ্র সমাজের ব্রাহ্মণ হইবেন।

এইরূপে ব্রাহ্মণগণের সহিত যুক্তিপূর্ব্বক, বল্লালসেন, সমাজ সংস্করণ মানস করিয়া ১টী প্রকাশ্য সভা আহ্বান করিলেন। এবং মকরন্দাদি কায়স্থ বংশধরগণ, ভট্টাদি ব্রাহ্মণ বংশধরগণের শিষ্য জানিয়া তখন রাজা ভট্টাদি পঞ্চ

বিপ্রবংশকে সভা মধ্যে আসন দিয়া তথায়, ভট্টনারায়ণ শিষ্য মকরন্দ ঘোষের ও দক্ষ শিষ্য দশরথ বসু ও ছান্দড় শিষ্য কালিদাস মিত্রের ও শ্রীহর্ষ শিষ্য বিরাট গুহের বংশধরগণকে ও মহামানী কুলীনাগ্রগণ্য পুরুষোত্তম দত্তের বংশধর নারায়ণ দত্তকে উপস্থিত করিয়া ঐ পঞ্চকায়স্থ বংশধরকে, বল্লাল জিজ্ঞাসা করিলেন, এই ব্রাহ্মণগণের সহিত আপনাদের কিরূপ সম্বন্ধ, তখন যথাক্রমে ঘোষ বসু মিত্র বলিলেন, কোলঞ্চাৎ—পঞ্চ কায়স্থাবয়মিহ নৃপতে কিঙ্করা ভূসুরানাম্॥ গুহ মহাশয় অনুরূপ পরিচয় দেওয়ায়, রাজা তাঁহাকে উপহাস করিলেন। তৎপরে দত্ত মহাশয়কে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে,—তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা ৪র্থ প্রশ্নোত্তরে বলিয়াছি। এমতে দেখা যায় যে ঘোষ বসু মিত্র মহাশয়েরা গুরুর নিকট দাস স্বীকারে গৌরবই বোধ করিয়াছিলেন, গুহ মহাশয় স্থান ভেদে তাহা সঙ্গত মনে করেন নাই। দত্ত মহাশয় ঐ পঞ্চ ব্রাহ্মণবংশের শিষ্য নহেন, সুতরাং একেবারেই অস্বীকার। প্রশ্নকার মহাশয়! এরূপবস্থায় আপনি কায়স্থ-গণকে দম ঘোষের বেটা শিশুপাল—বলিয়া গালি সূচক উপহাস করাতে মাত্র স্বীয় প্রচণ্ড বিতণ্ডাপ্রিয় স্বভাবের পরিচয় এবং কলহ প্রকাশ পাইতেছে।

১০ম প্রশ্নোত্তর সমাপ্তঃ

একাদশ প্রশ্নোত্তর।

কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করিয়া ১২দিন অশৌচ পালন করিতেছেন। এবং ক্রমেণ ভবিষ্যতি।

সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেণাগ্নিরিবাবৃতাঃ।

অর্থাৎ আরম্ভে কোন কার্য্য সুন্দর হয় না।

দ্বাদশ প্রশ্নোত্তর।

ব্রাহ্মণেরা যদি চোবে দোবে পাড়ে মিশ্র তেয়ারি উপাধিযুক্ত হিন্দুস্থানীয় ব্রাহ্মণের সহিত পরস্পর বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হইতে পারেন। তবে তদৃষ্টে কায়স্থগণ ক্রমশঃ হিন্দুস্থানীয় ক্ষত্রিয় কায়স্থগণের সহিত মিশিতে না পারিবেন কেন? যেহেতুক ব্রাহ্মণেরা সর্ব্ব ধর্ম্ম কর্ম্মের উপদেশক ও পথ প্রদর্শক।

হিন্দুস্থানীয় ব্রাহ্মণগণ যদি বঙ্গীয় বিপ্রগণকে মছলিখাগা বাভোন্ বলিয়া ঘৃণা না করেন, তর্কে তত্রত্য কায়স্থগণও আমাদিগকে কেন ঘৃণা করিবে?

ত্রয়োদশ প্রশ্নোত্তর।

ভারতীয় কায়স্থগণ সমস্তই মসিজীবি ক্ষত্রিয়।

চতুর্দ্দশ প্রশ্নোত্তর।

বঙ্গে কায়স্থ তিন শ্রেণী নহে, ৪র্থ শ্রেণী উত্তর রাঢ়ীয়, দক্ষিণ রাঢ়ীয়, বঙ্গজ, বারেন্দ্র। ইহারা সকলেই মসীজিবী ক্ষত্রিয়।

পঞ্চদশ প্রশ্নোত্তর।

বর্ণ ধর্ম্ম প্রচার ও রক্ষার জন্য ৪র্থ শ্রেণীই চেষ্টাবীন্।

কবিরাজ শ্রীলালগোপাল দত্ত মজুমদার দেব বর্ম্মা কবিরঞ্জন (উত্তর রাঢ়ীয়)
পোঃ বসুন্দিয়া
গ্রাম গাদগাছি
জেলা যশোহর।

—০—

কায়স্থ-পরিচয়।

আজকাল কথা উঠিয়াছে নানা জাতির একত্র সম্মিশ্রণে এই বিরাট কায়স্থ সমাজের সৃষ্টি! উহা কোন একটী নির্দ্দিষ্ট বর্ণ বা জাতি বিশেষের সাধারণ সংজ্ঞা নহে। জজ, মুন্সেফ, ম্যাজিষ্ট্রেট বা কলেক্টর প্রভৃতি শব্দগুলি যেমন কর্ম্মগত উপাধিমাত্র। সেইরূপ কায়স্থ বলিলেও লিপিবৃত্তিক মানব নিকুরম্বকেই বুঝায়। এ কথা কি প্রকৃত? সত্য সত্যই কি কায়স্থ কোন একটী বর্ণ বা জাতি বিশেষ নহে?

সত্য বটে কোন একটী বিশেষ জাতি মনুপ্রোক্ত ধর্ম্ম শাস্ত্রের কোথাও কায়স্থ এই আখ্যায় অভিহিত হয় নাই। পক্ষান্তরে সৌরপুরাণে "কায়স্থা লম্ব কর্ণাশ্চ নিত্যং রাজোপসেবকাঃ।" এই পদ্যাংশে লিপিবৃত্তিক ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ নামে অভিহিত হইয়াছে সত্য; কিন্তু তাই বলিয়াই রাজ সেবক মানব সঙ্ঘের একত্র সমাবেশে কায়স্থ সমাজের উৎপত্তি এ কথা অনুমান করা সঙ্গত নহে। হইলে, কোষকারগণ কখনই কায়স্থকে নর জাতি বিশেষ বলিয়া কীর্ত্তন করিতেন না।

যথা,—

"কায়স্থোঽপি নৃজাতেঃ স্যাৎ প্রভেদে পুরমাত্মনি।"
ইতি বিশ্বপ্রকাশে মহেশ্বরঃ

কায়স্থঃ পরমাত্মনি।
"নরজাতি বিশেষে না হরিতক্যাগুযোষিতি॥"
ইতি নানার্থ শব্দকোষে মেদিনী করঃ।

অপিচ কেবল অপেক্ষাকৃত নব্যকোষকারগণই যে, কায়স্থকে নরজাতি বিশেষ বলিয়া স্বাভিপ্রায় পরিব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, এমত নহে। মহর্ষি বৃদ্ধ পরাশরের নিম্নলিখিত পদ্যপাঠেও কায়স্থ শব্দটী যে, জাত্যুপাধি পরিব্যঞ্জক ভিন্ন, কর্ম্মগত উপাধি প্রতিপাদক নহে, তাহা স্পষ্টই উপলব্ধি হয়। পদ্যটী এই,—

"নরান্ দণ্ডধৃতঃ কুর্য্যাৎ ধর্ম্মজ্ঞানার্থসাধকান্।
সমর্থানশ্বপত্ত্যাদীন্ শূরান স্বামিহিতোদ্যতান্।
শুচীন্ প্রাজ্ঞান্ স্বধর্ম্মজ্ঞান্ বিপ্রান্ মুদ্রাকরহিতান্।
লেখকানাপি কায়স্থান্ লেখ্যকৃত্য বিচক্ষণান॥ ৯।১০
(বৃহৎ পরাশর সংহিতা ১০ অধ্যায়)

শুচীন্ বাহ্যাভ্যান্তর পূতাম্ আলুর্ব্বামিতি ভাবঃ প্রাজ্ঞান্ দোষজ্ঞান্ স্বধর্ম্মজ্ঞান স্ব স্ব ধর্ম্ম স্তঃ জানাতি তান ধর্ম্মভীরুমিত্যর্থঃ। বিপ্রান্ ব্রাহ্মণান্ নতু বৃষলান্ মুদ্রাকরাহিতান্ মুদ্রা "মোহর" ইতি ভাষা করে হস্তে আহিতা ন্যস্তা যস্ত তান্ রাজ সাক্ষিণ ইত্যর্থঃ। মদ্বা মুদ্রাণা টঙ্কাদীনা আকরা স্তস্মিন্ আহিতান্ নিযুক্তান টঙ্কাপতিন্ কোষাধ্যক্ষান বা কুর্য্যাৎ। অন্যান্যাপি কোষাধ্যক্ষাণা লক্ষণানি অশ্রান্ত রোক্তানি বোদ তব্যানি তং যথা,—"দাণ্ডন্ত সধনো যস্ত ব্যবহারবিশারদঃ ধম প্রাণোঽতি কৃপণঃ কোষাধ্যক্ষঃ সএবহীতি"। লেখ্যকৃত্যে লিপিকর্ম্মাণি বিচক্ষনান্ দক্ষান্ কায়স্থান্ নরজাতিবিশেষন্ কায়স্থোইপি নৃজাতঃ স্যাৎ প্রভেদে পরমাত্মনীতি বিশ্বপ্রকাশদর্শনাৎ লেখকানাপি কুর্য্যাৎ। অপিশব্দোঽত্রানুক্ত সমুচ্চয়ার্থ। ততশ্চ ন কেবলং কায়স্থান্ লেখকান্ কুর্য্যাৎ সন্ধিবিগ্রহকারিণোঽপি কুর্ব্বীত। তথাচ স্মৃতিঃ—"সন্ধিবিগ্রহকারীতু ভবেৎ যস্তস্য লেখকঃ। স্বয়ং রাজা সমাদিষ্টঃ স লিখেদ্রাজশাসনামিতি। সন্ধি ররিবিজিগীর্ব্বোবস্থাকরণ মৈক্যমিতি মল্লিনাথঃ। বিগ্রহঃ যুদ্ধঃ "বিগ্রহঃ কায়বিস্তারবিভাগে নারাণেঽপ্রিয়া মিতি মেদিনী। তৌ করোতি যঃ সঃ সন্ধিবিগ্রহকারী। বিবাদচিন্তামনাবমুক্ত "কায়স্থোমন্ত্রণাভিজ্ঞোনীতিশাস্ত্রার্থকোবিদঃ। নানালিপিজ্ঞে মেধাবী নানাভাষা

বশারদঃ। সর্ব্বশাস্ত্র সমালোকী সন্ধিবিগ্রহতত্ত্ববিৎ। সদারাজহিতাবেষী রাজসন্নিধি সংস্থিতঃ। রাজকার্য্যবিচারজ্ঞঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ। স্বরূপবাদী শুদ্ধাত্মা ধর্ম্মজ্ঞো রাজধর্ম্মবিৎ। এবমাদিগুণৈর্যুক্তঃ সভদ্রোজলেখকঃ।" নত্বত্র যে কেচিৎ মুদ্রাকরাহিতান্ বিপ্রান্ লেখকান্ কুর্য্যাৎ কায়স্থান্ পঞ্জীকরান হরেৎ। তসঃ কুণ্ড বর্ষশত০ স্থিত্বা স্বর্ণবণিক্ ভবেৎ।' ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে লিপিকর্ম্মণি বিপ্রাণা০ পাণ্ডিত্য শ্রুতেঃ স্বধর্ম্মজ্ঞ পাদোপাদানাৎ ব্রাহ্মণস্য তত্র সম্ভবতীতি।)

অর্থাৎ অলুব্ধ, প্রাজ্ঞ ও ধর্ম্মভীরু ব্রাহ্মণকে রাজা মুদ্রাকরান্বিত অর্থাৎ রাজ সাক্ষিক (Register) অথবা টঙ্কপতি (The master of the mint) বা কোষাধ্যক্ষের (Treasmrer) পদে এবং লিপিকর্ম্মে বিচক্ষণ কায়স্থ নামক জাতি বিশেষকে লেখক ও সন্ধিবিগ্রহাধিকারির (Chief Political minister) পদে নিযুক্ত করিবে। এখানে বলা আবশ্যক মিতাক্ষরাকার মহামতি বিজ্ঞানেশ্বর কায়স্থকে রাজসভার লেখক ও গণকমাত্রই বলিয়াছেন (১) সত্য; কিন্তু তাই বলিয়াই যে, পুরাকালে রাজকীয় অন্য কোন পদে কায়স্থ জাতির অধিকার ছিল না, একথা মনে করা সঙ্গত নহে। হইলে যাজ্ঞবল্ক্যোক্ত "চাটু তস্কর দুর্ব্বৃত্ত মহাজাহসাদিভিঃ। পীক্যমানা প্রজারক্ষেৎ কায়স্থৈশ্চ বিশেষতঃ।" এই বচনের ব্যাখ্যা মুখে অশেষ শাস্ত্র পারদৃশ্বা মহামনা অপরার্ক কখনই স্বরচিত নিবন্ধে "কায়স্থাঃ করাধিকৃতাঃ অর্থাৎ" কায়স্থ জাতিকে করাধ্যক্ষ বা রাজস্বসচিব বলিয়া উল্লেখ করিতেন না। ফলতঃ এক সময়ে কায়স্থ জাতি যে, রাজার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন, তাহা অপলাপ করিবার কোনই উপায় নাই। আমরা মনে করি তৎজন্যই অন্যতম টীকা কার মহামহোপাধ্যায় শূলপাণি স্বরচিত দীপকলিকায় "কায়স্থরাজ সম্বন্ধাৎ প্রভুবিষ্ণুভিঃ" অর্থাৎ রাজকীয় যাবতীয় উচ্চপদে কায়স্থ জাতি সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন বলিয়াই তাহারা অত্যন্ত প্রভাবশালী ছিলেন, একথা অম্লান বদনে কীর্ত্তন করিতে কিছু মাত্রও সঙ্কুচিত হন নাই।

ফলতঃ হিন্দু রাজত্বে কায়স্থগণ যে, সন্ধিবিগ্রহাধিকারীর পদে সমাসীন ছিলেন, কাশ্মীর দেশীয় খ্যাত নামা পণ্ডিত সোমদেব ভট্ট রচিত "কথা সরিৎ সাগরের" নিম্নলিখিত পদ্যটীই তাহার সাক্ষ্য স্বরূপ। পদ্যটী এই—

(১) "কায়স্থা লেখকাগণকশ্চ। তৈঃপীত্যমানা প্রজা বিশেষতো রক্ষে দিতি।"
ইতি মিতাক্ষরায়াং বিজ্ঞানেশ্বরঃ।

"সন্ধি বিগ্রহ কায়স্থে নাহৃতেনার্থ সঞ্চয়ৈঃ।
উপাংশু কাব্যালঙ্কারা ব্যস্থজল্লেখহারকম্।"

ইতি কথাসরিৎসাগরে সোমদেবঃ।

ইহার ভাবার্থ এই—প্রভূত অর্থে সন্ধি বিগ্রহাধিকারী জনৈক কায়স্থকে হস্তগত করিয়া গোপনে পত্র বাহককে প্রেরণ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য কোশলাধিপতি মহাভবগুপ্তের সন্ধি বিগ্রহাধিকারী কায়স্থ কুলতিলক প্রিয়ঙ্করাদিত্য তনয় মল্লদত্ত কর্ত্তৃক লিখিত মাধব নামা জনৈক শিল্পি দ্বারা খোদিত তাম্রশাসন খানিও আমাদিগের কথারই দৃঢ়তা সমর্থন করিতেছে (২)। অপিচ—

"It is a noticeable fact that the Sandhi-vigrahi or Minister of War and Peace, and the Secretary, were always, Kayasthas, or men of the writer-castes. This not only occurs in the Kataka-plates, but in grants or inscriptions found in Ceylon and Central India."

Indian Antiquary, vol. V, p. 57.

অর্থাৎ ইহা একটী বিশেষ দ্রষ্টব্য বিষয় যে সন্ধি বিগ্রহাধিকারী বা সন্ধি ও বিগ্রহের অমাত্য এবং সম্পাদক প্রায় সর্ব্বত্রই কায়স্থ বা লেখক শ্রেণীর লোক ছিলেন। কেবল কটকের তাম্রফলক বলিয়া নহে, সিংহল ও মধ্যভারত হইতে প্রাপ্ত বহুতর তাম্রফলক বা শিলালিপিতেই একথা লিখিত আছে। অতএব আমরা মনে করি পুরাকালে কায়স্থগণ সন্ধি বিগ্রহাধিকারী ছিলেন বলিয়াই, কায়স্থ কুল ধুরন্দর ভগবান্ চিত্রগুপ্ত ধর্ম্মরাজ যমের ভট অর্থাৎ যোদ্ধৃপুরুষাগ্রণী বলিয়া শাস্ত্রে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছেন। যথা,—

"যাম্যাশায়াং যমপুরী তত্র দণ্ডধরো মহান্।
স্বভটৈ কৈষ্টিতো রাজন্ চিত্রগুপ্ত পুরোগমৈঃ।৮২"

(দেবীভাগবত ১২।১০ অধ্যায়)

অর্থাৎ হে রাজন্ ইহার দক্ষিণে যমপুরী। তথায় চিত্রগুপ্ত প্রমুখ ভট অর্থাৎ যোদ্ধৃপুরুষবৃন্দে পরিবেষ্টিত হইয়া দণ্ডধর মহাত্মা ধর্ম্মরাজ অবস্থান করিতে-

(২) "লিখিতমিদং ত্রিকলীতাম্রশাসনং মহাসন্ধি বিগ্রহি রাণক শ্রীমল্লদত্ত প্রবিশুদ্ধ কায়স্থ শ্রীম
× × কিল প্রিয়ঙ্করাদিত্য সুতেনেতি।
প্রণীতং কোশলেন্দ্রেন প্রতিবোধ্য মহত্তরম্।
আদণ্ডংপুণ্ডরীক্ষ শাসনং তাম্রনির্ম্মিতম্॥ উৎকীর্ণং মাধবেন।"

ছেন। অপিচ কায়স্থগণ কেবল রাজ সভার লেখক বা মুহুরী হইলে মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন কখনই মহাত্মা চিত্রগুপ্তকে বীর এই ক্ষত্রোচিত উপাধি ভূষণে বিমণ্ডিত করিতেন না (৩)।

সত্য বটে কোষাকার ভট্ট হলায়ুধ লিখিয়াছেন,—

"লেখকঃ স্যাল্লিপিকরঃ কায়স্থোঽক্ষর জীবকঃ।"

ইত্যাভিধানরত্নমালায়াং হলায়ুধভট্টঃ।

লেখক, লিপিকর, কায়স্থ ও অক্ষর জীবক এক পর্য্যায় শব্দ। অন্যতম কোষকার পুরুষোত্তমদেবও প্রকারান্তরে এই কথাই ব্যক্ত করিয়াছেন (৪) সত্য; কিন্তু লেখকাদি শব্দগুলি কায়স্থের কর্ম্মগত উপাধিমাত্রেই পর্য্যবসিত; প্রতিশব্দ নহে। হইলে, লেখক পর্য্যায়ে খ্যাত নামা কোষকার অমর সিংহের লেখনী কায়স্থ শব্দের উল্লেখ না করিয়া (৫), কখনই নীরবে বিশ্রাম সুখ উপভোগ

(৩) "পাপানাঞ্চ শুভানাঞ্চ যা গতি স্তিহ দৃশ্যতে।
সর্ব্বংদর্শয় মে রাজন্ যদিত্বং বরদোমম।
চিত্রগুপ্তঞ্চ তং রাজন্ কার্য্যার্থং তব চিন্তকম্।২৬
× × দর্শয়স্ব মহাভাগ সর্ব্বলোকস্য চিন্তক।
যথাকর্ম্মবিশেষানাং দর্শনার্থং করোতিবঃ।২৭
এবমুক্তো মহাতেজা দ্বারস্থঃ সন্দিদেশহ।
চিত্রগুপ্ত সকাষস্ত নর বিপ্রং সুবস্ত্রিতম্।২৮
বক্তুবাশ্চ মহাবাহু রস্মিন্ বিপ্রে যথা তথম্।
প্রাপ্ত কালঞ্চ যুক্তঞ্চ তৎ সর্ব্বং বক্তুমর্হসি।২৯
ততোঽহং ত্বরিতো নীত স্তেন দূতেন দর্শিতঃ।
প্রাপ্তশ্চ পরয়াপ্রীতা চিত্রগুপ্ত নিবেশনম্।৩০
প্রত্যুত্থিতশ্চ মাংদৃষ্ট্বা চিন্তয়িত্বাতু তত্ত্বতঃ।
স্বাগতং মুনিশার্দ্দূল যথেষ্টং পরিগৃহ্যতাম্।৩১
এবং সম্ভাষমাং বীরঃ স্বান্ ভৃত্যান্ সন্দি দেশহ।
কৃতাঞ্জলি পুটাস্ সর্ব্বান্ ঘোর রূপান্ ভয়ানকান্।৩২
চিত্রগুপ্ত উবাচ,—
ভো ভো শৃণুত স দূতা মম চিত্তানুবর্ত্তকাঃ।
অস্মরথাচ গুপ্তিশ্চ ভবন্তিঃ ক্রিয়তা সিতি।৩৩
যথাকাম ময়ঃ পশ্যেদ্ধর্ম্ম রাজ পুরোত্তমম্।
এবমুক্ত্বা মহাতেজা গচ্ছ গচ্ছেতি চাব্রবীৎ।৩৪"

(বরাহপুরাণে ১৯৮ অঃ)

(৪) "কায়স্থঃ কুধকুৎ পঞ্জীকরৌ, চিত্রকরে কৃণুঃ।"

ইতি ত্রিকাণ্ডশেষে পুরুষোত্তমঃ।

(৫) "লিপিকরোঽক্ষরচনোঽক্ষরচঞ্চুশ্চ লেখকঃ। (অমর কোষঃ)

করিত না। অথবা কোষকার রভন পাল যখন স্বরচিত নির্ঘণ্টুতে পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে লেখক ও কায়স্থ শব্দের উল্লেখ (৬) করিয়াছেন ; তখন লেখক প্রভৃতি শব্দ গুলি যে, কায়স্থের মুখ্যার্থ প্রতিপাদক নহে, তাহা অনায়াসেই বুঝা যাইতে পারে।

অপিচ কায়স্থ শব্দটীকে যাঁহারা কর্ম্মগত উপাধি ব্যঞ্জক বলিয়াই মনে করেন, আমরা আশা করি মহর্ষি উশনার নিম্নলিখিত পদ্যটীই তাহাদের চৈতন্যোদয়ে সমর্থ হইবে। পদ্যটী এই—

"গ্রামপোব্রাহ্মণোযোজঃ কায়স্থো লেখক স্তথা।
শুল্কগ্রাহীতু বৈশ্যো হি প্রতিহারাশ্চ পাদজঃ।"

(শুক্রনীতি ২ অধ্যায়)

অর্থাৎ রাজা ব্রাহ্মণকে গ্রামপতি, কায়স্থকে লেখক বৈশ্যকে শুল্ক গ্রহণ কারী এবং শূদ্রকে প্রতিহারির পদে নিযুক্ত করিবে। বলা বাহুল্য এখানে ব্রাহ্মণ বৈশ্য ও পাদজ বা শূদ্র শব্দ দ্বারা যেমন জাতিগত উপাধি মাত্রেই ব্যঞ্জিত হইয়াছে ; কায়স্থ শব্দটীও যে সেইরূপ জাত্যুপাধি ব্যঞ্জক, তাহা বালকেও অনায়াসেই বুঝিতে না পারে এমত নহে। ক্রমশঃ

শ্রীমধুসূদন রায়।

(৬) "লেখকো লিপিবৃন্ধণী মসীগহস্ত বোরকঃ॥
লেগনী বর্ণতুলীস্যাবর্ণাঙ্কাক্ষর তুলিকা।
বর্ণতুল্য স্বাস্তমুখো লেখে বাচিক হারকঃ।"

অন্যত্র—

"করণং কারণে কায়ে সাধনেন্দ্রিয় কর্ম্মসু।
কায়স্থে কচবন্ধেন। তথা শূদ্রা বিশোঃ সুতে।"

(রভস কোষঃ)

সেন্‌সাসে কায়স্থ-বঙ্গাল ও ডেঙ্গর।

বিগত সেন্‌সাসে কায়স্থ বঙ্গাল ও ডেঙ্গর এই তিনকেই এক কায়স্থের সংখ্যায়ঃ ধরা হইয়াছিল। তাই কায়স্থের নামে নানারূপ কথাও উঠিয়াছিল। বঙ্গাল ও ডেঙ্গর মূলতঃ কায়স্থ হউক আর নাই হউক কিন্তু কায়স্থের সহিত ইহাদের সামাজিক প্রভেদ যথেষ্টই বিদ্যমান রহিয়াছে। কর্ত্তৃপক্ষ এ সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য অবগত ছিলেন না বলিয়াই তিনটী শ্রেণীই একই সূত্রে গ্রথিত হইয়াছিল এবং নানাকথাও উঠিয়াছিল।

আজ দশ বৎসরের আলোচনায়, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশবাসী কায়স্থের ন্যায় বঙ্গদেশীয় কায়স্থ জাতিও মসীজীবী ক্ষত্রিয় এবং চিত্রগুপ্ত সন্তান বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। বিশেষতঃ ইতিমধ্যে কেহ কেহ ক্ষত্রিয়াচার বা উপবীত গ্রহণও করিয়াছেন। কায়স্থের বিরুদ্ধে যে সমস্ত কথা উঠিয়াছিল তাহারও যথেষ্ট প্রতিবাদ হইয়া গিয়াছে কিন্তু এ যাবৎ বঙ্গাল ও ডেঙ্গর সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া কোনও কথাই বলা হয় নাই বল্লালসেন যে বঙ্গাল ও ডেঙ্গর হইতে বঙ্গজ কায়স্থ দিগের পৃথক্ রাখিবার নিমিত্ত তাঁহাদের কুল বন্ধন করিয়া ছিলেন, তাহারও সবিশেষ আলোচনা হয় নাই। এ সেন্‌সাসেও যদি কায়স্থের সীমা নির্ণয় না হয় বঙ্গাল ও ডেঙ্গর দিগকে পূর্ব্ববৎ কায়স্থের সংখ্যায় গণনা করিতে দেওয়া হয়, তাহা হইলেও বর্ত্তমান সময়েও আবার কায়স্থের নামে নানারূপ কথা উঠিতে থাকিবে। এবার যেন উল্লিখিত তিনটী শ্রেণীরই পৃথক্ পৃথক্ গণনা করা হয়, তজ্জন্য কর্ত্তৃপক্ষের নিকট এক আবেদন করা কায়স্থ মাত্রেরই কর্ত্তব্য কার্য্য। এবং গবর্ণমেণ্টকে একথাও বুঝাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য যে, যাঁহারা উত্তররাঢ়ীয়, দক্ষিণরাঢ়ীয়, বঙ্গজ এবং বারেন্দ্র এই চারি শ্রেণীভুক্ত কায়স্থ তাহারাই সামাজিক কায়স্থ অর্থাৎ সমাজের বিশেষ বিধানে সংবদ্ধ এবং বঙ্গের আদিম নিবাসী বঙ্গালগণ অসামাজিক কায়স্থ। কেন না তাহারা কায়স্থ সমাজের কোনও বিশেষ বিধানে সংবদ্ধ নহে। বঙ্গালভার্য্যা গর্ভ সম্ভূত সামাজিক কায়স্থের ঔরসজাত সন্তানগণ ডেঙ্গর বা দাস কায়স্থ, অর্থাৎ ইহারা কায়স্থের দাস।

(প্রয়োজন হইলে আমরা, কায়স্থ, বঙ্গাল ও ডেঙ্গরগণের বিশেষ পরিচয় প্রদান করিব এবং উহাদের লক্ষণ সকলও নির্দ্দেশ করিয়া দিব।)

শ্রীকালীকৃষ্ণ দেব মজুমদার

বংশ পরিচয়।

শ্রীগঙ্গানারায়ণ ঘোষ জাতি কায়স্থ নিবাস হুমাইপুর পোষ্ট বারুইপাড়া জেলা মুর্শিদাবাদ ডিঃ হরিহর পাড়া।

উক্ত ঘোষের বংশের পরিচয়

মূল ৺দিগম্বর ঘোষ, (আকনার ঘোষ)

৺বাণিকান্ত ঘোষ,
১
পুত্র
৺রামগোপাল ঘোষ
২
পুত্র
৺রামেশ্বর ঘোষ
৩
পুত্র
৺বিনোদরাম ঘোষ
৪
পুত্র
৺রামরাম ঘোষ
পুত্র ৫

৺রামরাম ঘোষ, বিবাহ হয় গ্রাম কোয়াবাড়ি ৺গোরাচাঁদ ঘোষের কন্যার সহিত

বরিশাল জেলা নদীয়া পোষ্ট মেহোর মোঃ ধনতুলা গোপালপুর।

৺রামরাম ঘোষ, বংশজ পর্য্যায় ২২

পুত্র

জ্যেষ্ঠ ৺রামপতি ঘোষ, (বিবাহ হয় জেলা নদীয়া গ্রাম দামড়হুদা ২৩ পরিজা ৺গোবিন্দচন্দ্র বসুর কন্যার সহিত)

কনিষ্ঠ পুত্র ৺কৃষ্ণলাল ঘোষ,
(বিবাহ হয় জেলা মুর্শিদাবাদ পোঃ বারুইপাড়া গ্রাম হুমাইপুর ৺রামানন্দ দে মজুমদারের কনিষ্ঠ কন্যার সহিত)

৺রামগতি ঘোষের
পুত্র
১ ৺কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ (বিবাহ হয় জেলা নদীয়া গ্রাম পনাশ বেঙ্গা ৺রামকৃষ্ণ মিত্রের কন্যার সহিত)

কন্যা—
১ রাইকিশোরি, বিবাহ জেলা নদীয়া পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ, গ্রাম দেয়ানের বেড় ৺যজ্ঞেশ্বর মিত্রের পৌত্র,
শ্রীঅবিনাশ মিত্র বর্ত্তমান আছেন।

কন্যা—
১ কৃষ্ণ মনমোহিনী বিবাহ হয় জেলা মুর্শিদাবাদ গ্রাম চোঙ্গা ৺ পার্ব্বতিচরণ দত্ত চৌধুরীর সহিত

৺কৃষ্ণলাল ঘোষের জেলা মুর্শিদাবাদ গ্রাম হুমাইপুর পোঃ বাথাইপাড়া
২ পুত্র

জেষ্ঠ পুত্র ৺শশীভূষণঘোষ বিবাহ হয় জেলা নদীয়া পোষ্ট নাকাসীপাড়া গ্রাম জনাসডাঙ্গা ৺শ্রীনাথ মিত্রের কন্যার সহিত

পুত্র
জ্যেষ্ঠ
শ্রীনলিনীকান্ত ঘোষ পরিজা ২৪ } বিবাহ হয় জেলা নদিয়া পোঃ গোয়াড়ী ৺লোকনাথ মিত্রের কন্যার সহিত

কনিষ্ঠ পুত্র
শ্রীবৈদ্যনাথ ঘোষ বিবাহ হয় নাই

কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীগঙ্গানারায়ণ ঘোষ পরিজা ২৪ } বিবাহ হয় জেলা নদিয়া পোঃ শীকারপুর গ্রাম প্রাণপুর হরিশ্চন্দ্র দে সরকারের কন্যার সহিত

উক্ত ঘোষজ পুত্র—

শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ } বিবাহ হয় জেলা নদিয়া পোঃ মংপুর ৺শশী ভূষণ বিশ্বাস পুত্র শ্রীকুমারনাথ বসুর কনিষ্ঠা কন্যার সহিত

কন্যা নাবালিকা অর্পণা কুমারী বয়স ৫ বৎসর
১

পুত্র শ্রীসমরেন্দ্র ঘোষ 'নাবালক' সমরেন্দ্র বয়স ১॥ দেড় বৎসর
১

শ্রীনলিনীকান্ত ঘোষের
পুত্র
শ্রীচিত্তরঞ্জন ঘোষ 'নাবালক'
শ্রীতারাপদ ঘোষ 'নাবালক'
কন্যা
শ্রীসুধাংশুবালা 'নাবালিকা'

শ্রীগঙ্গানারায়ণ ঘোষের মাতামহ বংশের পরিচয়

৺গোকুলকৃষ্ণ দে মজুমদার

পুত্র

৺নিলমণি দে মজুমদার

পুত্র

৪ পুত্র

৺উৎসবানন্দ দে—বিবাহ হয় কাটাগড়ের ৺হারাধন বসু মহাশয়ের ভগ্নীর সহিত

১

৺রামানন্দ দে—বিবাহ পাটুনা গ্রামের ৺. বসুর কন্যার সহিত বর্ত্তমান দৌহিত্র শ্রীগঙ্গানারায়ণ ঘোষ

১

৺শিবানন্দ দে—বংশ লোপ

১

৺অর্চ্চিতানন্দদে—দৌহিত্র বর্ত্তমান শ্রীব্রজনাথ রায়

১

৪

কন্যার ... ... বিবাহ হয় জেলা বর্দ্ধমান গ্রাম গোপী-নগর দশঘরা ব্রজনাথ বসুর সহিত

৺উৎসবানন্দ দে মজুমদার

৪ পুত্র

৺ভুবনমোহন দে—দৌহিত্র শ্রীচারুচন্দ্র বসু

১

৺মদনমোহন দে—বংশ লোপ হইয়াছে

১

৺হরিমোহন দে—বংশ লোপ হইয়াছে

১

৺হরমোহন দে—বিবাহ হয় জেলা বর্দ্ধমান সবডিভিসন কানন্না গ্রাম বাইতি-পাড়া ৺চণ্ডিচরণ ঘোষের কন্যার সহিত

১

কন্যার ... ... বিবাহ হয় জেলা মালদহ গ্রাম হেয়াৎপুর ৺পঞ্চানন মিত্রের সহিত

১

৺হরমোহন মজুমদার—

বর্ত্তমান পুত্র শ্রীকালীকান্ত মজুমদার বিবাহ হয় কন্ম পুর্ব্ববঙ্গে জেলা মুর্শিদাবাদ গ্রাম চোঞা ৺মহেশ চন্দ্র ঘোষের কন্যার সহিত

শ্রীগঙ্গানারায়ণ ঘোষের মাতামহের নাম

৺রামানন্দ দে মজুমদার, কর্ণপুরের দে গোত্র মধুকুল্য

পুত্র

৺বিজয়কৃষ্ণ দে
১
৺কালীপদ
১
৺কৃষ্ণচন্দ্র দে
১
} বিবাহ হয় নাই

কন্যা

৺যোগেশ্বরী দাসী ১ বিবাহ মুর্শিদাবাদ পোঃ মুর্শিদাবাদ ...পাড় ৺কৃষ্ণবল্লভ বসুর সহিত বংশ লোপ হইয়াছে।

৺জগদম্বা দাসী, ৺কৃষ্ণলাল ঘোষের সহিত বিবাহ হয়।

পুত্র, ৺শশীভূষণ ঘোষ, ও শ্রীগঙ্গানারায়ণ ঘোষ। [জেলা নদীয়া পোঃ আম্মরুপী গ্রা গোপালপুর]

জাতিতত্ত্ব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের

মহাভারতীয় অনুশাসন পর্ব্বের সপ্তবি ... ায়ে আছে "কোন দ্বিজাতির মত নামে সুবিখ্যাত সর্ব্বগুণস... অন্যবর্ণজ হইয়াও জাত কর্ম্মাদি সংস্কারনিবন্ধন তুল্যবর্ণ এক সন্তান ... তিনি প্রমত্তা ব্রাহ্মণীর গর্ভে

শ্রীগঙ্গানারায়ণ ঘোষের মাতামহ বংশের পরিচয়

৺গোকুলকৃষ্ণ দে মজুমদার

পুত্র

৺নিলমণি দে মজুমদার

পুত্র

৪ পুত্র

৺উৎসবানন্দ দে—বিবাহ হয় কাটাগড়ের ৺হারাধন বসু মহাশয়ের ভগ্নীর সহিত

১

৺রামানন্দ দে—বিবাহ পাটুনা গ্রামের ৺. বসুধ কন্যার সহিত বর্ত্তমান দৌহিত্র শ্রীগঙ্গানারায়ণ ঘোষ

১

৺শিবানন্দ দে—বংশ লোপ

১

৺অর্চ্চিতানন্দদে—দৌহিত্র বর্ত্তমান শ্রীব্রজনাথ রায়

১

৪

কন্যার ... ... বিবাহ হয় জেলা বর্দ্ধমান গ্রাম গোপীনগর দশঘরা ব্রজনাথ বসুর সহিত

৺উৎসবানন্দ দে মজুমদার

৪ পুত্র

৺ভুবনমোহন দে—দৌহিত্র শ্রীচারুচন্দ্র বসু

১

৺মদনমোহন দে—বংশ লোপ হইয়াছে

১

৺হরিমোহন দে—বংশ লোপ হইয়াছে

১

৺হরমোহন দে—বিবাহ হয় জেলা বর্দ্ধমান সবডিভিসন কানল্লা গ্রাম বাইতিপাড়া ৺চণ্ডিচরণ ঘোষের কন্যার সহিত

১

কন্যার ... ... বিবাহ হয় জেলা মালদহ গ্রাম হেয়াৎপুর ৺পঞ্চানন মিত্রের সহিত

১

৺হরমোহন মজুমদার—

বর্ত্তমান পুত্র শ্রীকালীকান্ত মজুমদার বিবাহ হয় কন্যা পূর্ব্ববঙ্গে জেলা মুর্শিদাবাদ গ্রাম চোঞা ৺মহেশচন্দ্র ঘোষের কন্যার সহিত

শ্রীগঙ্গানারায়ণ ঘোষের মাতামহের নাম

৺রামানন্দ দে মজুমদার, কর্ণপুরের দে গোত্র মধুকুল্য

পুত্র

৺বিজয়কৃষ্ণ দে
১
৺কালীপদ
১
৺কৃষ্ণচন্দ্র দে
১

বিবাহ হয় নাই

কন্যা

৺যোগেশ্বরী দাস্য ১ বিবাহ মুর্শিদাবাদ পোঃ মুর্শিদাবাদ গ্রাম দাহাপাড় ৺কৃষ্ণবল্লভ বসুর সহিত বংশ লোপ হইয়াছে।

৺জগদম্বা দাসী, ৺কৃষ্ণলাল ঘোষের সহিত বিবাহ হয়।

পুত্র, ৺শশীভূষণ ঘোষ, ও শ্রীগঙ্গানারায়ণ ঘোষ।

[জেলা নদীয়া পোঃ আমরুপী গ্রাম ধনতুলা গোপালপুর]

জাতিতত্ত্ব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

মহাভারতীয় অনুশাসন পর্ব্বের সপ্তবিংশ অধ্যায়ে আছে "কোন দ্বিজাতির মত নামে সুবিখ্যাত সর্ব্বগুণসম্পন্ন এবং অন্যবর্ণজ হইয়াও জাতু কর্ম্মাদি সংস্কারনিবন্ধন তুল্যবর্ণ এক সন্তান ছিল। তিনি প্রমত্তা ব্রাহ্মণীর গর্ভে

চণ্ডাল—নাপিতের ঔরসে জন্মিয়া তপস্যাবলে ছন্দোদেব হন। ইহা হইতে বুঝা যায় সংস্কার দ্বারা ব্রাহ্মণ হওয়া কঠিন নহে, সে যে ঔরসে জন্মগ্রহণ করুক না কেন ক্ষেত্রমাহাত্ম্যেও উচ্চবর্ণমধ্যে সহজে পরিগণিত হইতে পারিত। তাহাতে তৎ-শ্রেণীস্থ কেহই জাতিচ্যুত হইতেন না। আবার সময়ান্তরে অনেক ক্ষত্রিয়-সন্তানও আচার ও শীলতাদ্বারা যে ব্রাহ্মণবর্ণে উন্নীত, কেহ কেহ বা বৈশ্যত্বে পতিত হইয়াছিলেন তাহার প্রমাণও আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে বহুল পরিমাণে পাওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে মনুর অতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র নৃষভ এই ভূমণ্ডলের রাজা ছিলেন। তাঁহার শত পুত্র তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভরতই যথাকালে রাজ্যলাভ করেন। অবশিষ্ট ৯৯ জনের মধ্যে ৮১ জন পিতৃনিদেশবর্ত্তী ছিলেন। পিতা পরলোকে প্রস্থান করায় তাঁহারা ব্রাহ্মণ হন। মহারাজ ধৃষ্টের পুত্র ব্রাহ্মণ হন। অগ্নিবেশ্যয়ন্ নামক ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয়কুল হইতে উৎপত্তি লাভ করে। ধৃষ্টের একটী তনয় বৈশ্য হন। মধ্বটীকাকার বিজয়-ধ্বজাচার্য্য বলেন যে তিনি বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করায় বৈশ্যত্ব লাভ করেন।*

বিশিষ্ট-দ্বৈতবাদী বীর রাঘবাচার্য্য উহার টীপ্পনীতে বলেন যে, "পুরাকালেবৃত্ত ও গুণদ্বারা জাতি নিরূপিত হইত।" চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রবৃদ্ধ তনয় সুহোত্রের পুত্র গৃৎসমদ তাহার শুনকনামে পুত্র জন্মে। ক্ষত্রিয় শুনক-তনয় শৌনক ব্রাহ্মণ হন। কুশিক হইতে কৌশিক দ্বিজ উৎপন্ন হয়। † বিশ্বামিত্রের বংশাবলী ব্রাহ্মণ সমাজে যে স্থান পাইয়াছিল তাহা পুরাণপাঠী সুধীজন মাত্রেই স্বীকার করিবেন।‡ আবার উক্ত মহর্ষি বিশ্বামিত্র যযাতিতনয়া মাধবীকে পত্নীত্বে পরিগ্রহ করায় তৎগর্ভে তাঁহার অষ্টক নামা ক্ষত্রিয় রাজার উৎপত্তি হয় তাহাও পণ্ডিতমণ্ডলীর সুবিদিত। §

ক্ষত্রিয়াবতংস গর্গের সন্তানেরা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে। ঐরূপে অজমীঢ়ের প্রিয়মেধাদি সন্তানগণ ব্রাহ্মণ হন। (৯।২১ ভাগ) পুরুবংশীয় ক্ষত্রিয় মেধাতিথির

* মার্কণ্ডেয় পুরাণ ইঁহার বৈশ্যত্বের কারণ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—"ক্ষত হইতে রক্ষা করিলেই ক্ষত্রিয় হয়। পাছে কেহ ব্যাকুল হইয়া চীৎকার করে, তাই ক্ষত্রিয়গণ শস্ত্র ধারণ করে। তোমার তাহা নাই সুতরাং তুমি ক্ষত্রিয় নহ বৈশ্য। মার্ক ১১৪ অধ্যায়। ভাগবতমতে ইহার নাম নাভাগ ধৃষ্ট সহোদর দিষ্টের পুত্র। ভাগ ৯।২

† মহাভারত, অনু ৫৬ অধ্যায়।

‡ মহাভারত অনু ৪ অধ্যায়, হরিবংশ ২৭ ও ৩২ অঃ বিষ্ণু ৪।৭।

§ মহাভারত ভাগ ৯।১৬

সন্তানেরা প্রস্কুনস্ নামক ব্রাহ্মণ বলিয়া হিন্দুসমাজে সমাদৃত হন। (৯।১০ ভাগ) ঐরূপে মহারাজ দুষ্মন্তের বংশাবতংস ক্ষত্রিয়গণ হইতে গার্গ্য, প্রিয়ংবদ (প্রিয়মেধা) ও মৌদ্গল্য বংশীয় ব্রাহ্মণগণ উৎপন্ন হন।* আষ্টিষেন, সিন্ধুদ্বীপ ও দেবাপি ক্ষত্রিয় হইলেও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। †

আবার ক্ষত্রিয় বংশজ নাভাগরিষ্ঠের দুইটী বৈশ্যপুত্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে। বৈবাহিত মনু তনয় পৃষধ্র ক্ষত্রিয় হইয়াও শূদ্রত্ব লাভ করে। ‡ সূর্য্যবংশীয় ত্রিশঙ্কু যে চণ্ডালত্ব পান, তাহার বিবরণ রামায়ণ পাঠকগণের অবিদিত নাই।§

মার্কণ্ডেয় পুরাণ "নাভাগারিবৈশ্য মুতৌ চৌ তৌ ব্রাহ্মণে সদ্ধতৌ পৃষধ্র হিংসয়িত্বাতু গুরোর্গাং মুনি সত্তম শাপাচ্ছূদ্রত্বমাপন্নৌ"—শিবধর্ম্ম ৬০।৩০-৩২ "পৃষধ্রো গোবধাচ্ছূদ্রো গুরুশাপাদজায়ত।" মৎস্য ২২।২৫ ১১২।১১৫ অধ্যায়। হরি ১০ম, শিব, পু, ধর্ম্ম-সং ৬০।৩০-৩২, লিঙ্গ ৬৬।৫২।

* শ্রীমদ্ভাগবত ৫ম স্কন্ধ ৪।১২, ৯।২।১৭, ২২-২৩। ৯।১৭।৩, ৯।২০।১, ৯।২১।১৯-২০, ৯।২১। ১৯-২০, ৯।২১।৩৩।

† মহাভারত শল্যপর্ব্ব।

‡ নাভাগস্য চ পুত্রৌ দ্বৌ বৈশ্যৌ ব্রাহ্মণতাং গতৌ।
শূদ্রত্বঞ্চ পৃষধ্রো গাদ্ধিংসয়িত্বা গুরোশ্চগাম্॥

অগ্নি ২৩৭ অঃ ৩৭

হরিবংশ ১০ ও ১১ অঃ ভাগ ৯।২,

§ রামায়ণ বালকাণ্ড ৫৮।৯

(১) সাংকৃতি প্রভৃতি কুশিক বংশোদ্ভব মহাত্মগণের মধ্যে অনেকেরই বিবাহ অন্য ঋষিবংশে সংঘটিত হয়। পুরু-বংশীয় রাজা ও ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠাদি এই উভয় ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণে পরস্পর বিশেষ সম্বন্ধ-বদ্ধ লক্ষিত হইয়া হইয়া থাকে। (হরিবংশ ২৭ অ ও ৩২ অধ্যায়)।

(২) অলর্কের পিতা বৎস হইতে বৎসভূমি এবং বৎসের ভ্রাতা ভর্গ হইতে ভৃগুভূমির উৎপত্তি হইয়াছে। অঙ্গিরার পুত্রেরা ভৃগুবংশে সমুৎপন্ন হন। বৎসভূমি ও ভৃগুভূমির ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য প্রভৃতি কত পুত্র জন্মিয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। কাশীরাজ ইঁহাদের আদিপুরুষ। (হরিবংশ ২৯ অধ্যায়) আবার উক্ত গ্রন্থের ৩২শ অধ্যায়ে আছে বৎস হইতে বৎসভূমি ও ভর্গ হইতে ভৃগুভূমির উৎপত্তি হয়। আঙ্গিরা হইতে ভৃগুবংশে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র জাতীয় অনেক পুত্র উৎপন্ন হয়।

"এতে ত্বঙ্গিরসঃ পুত্রৈঃ জাতা বংশেঽথ ভার্গবে। ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াঃ বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ ভরতর্ষভ॥"

(৩) সুহোত্রতনয় গৃৎসমতির ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য প্রভৃতি অনেক পুত্র এবং কাশদীর্ঘতপা নামে পুত্র জন্মে। (হরিবংশ ৩২ অধ্যায়, অগ্নি পু ২৮ অ, বিষ্ণু ৪।৮) আয়ুবংশীয় গৃৎসমদের

শুনক নামে পুত্র। ইহার শৌনক নামে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র জাতীয় অনেক পুত্র জন্মে।

(হরিবংশ ২৯ অ)

পুত্র গৎসমদস্য চ শুনকো যস্য শৌনকঃ।
ব্রাহ্মণা ক্ষত্রিয়াশ্চৈব বৈশ্যা শূদ্রাস্তথৈবচ।
এতস্য বংশে সম্ভূতাঃ বিচিত্রৈঃ কর্ম্মভি র্দ্বিজাঃ॥

(৪) মুদ্গলবংশীয় মহাত্মারা মৌদ্গাল্য নামে কীর্ত্তিত। ইহারা সকলে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় সংশ্রবসম্পন্ন। কাণ্বায়ণ ও মৌদ্গাল্যগণ অঙ্গিরার পক্ষাবলম্বী। * * * দিবোদাসের পুত্র ব্রহ্মর্ষি মিত্রয়ু। মিত্রয়ু হইতেই মৈত্রায়ণী শাখা প্রচলিত হইয়াছে। ঐ শাখাবলম্বীরাই মৈত্রের আখ্যায় আখ্যাত। ইহারা ক্ষত্রিয় ও ভৃগুবংশেরসংশ্রব সম্পন্ন। * * * বাহ্লীক তনয় সোমদত্তের ভূরি, ভূরিশ্রবা ও শল এই তিন পুত্র। উঁহারা তিনজনেই দেবগণের উপদেষ্টা। (হরিবংশ ৩২, মৎস্য ৫)। ব্রহ্মর্ষি ইন্দ্রসেন।' দিবোদাসস্য দায়দো ব্রহ্মর্ষি মিত্রয়ো নৃপঃ। মৈত্রায়ণ স্ততঃ সোমো মৈত্রেয়াস্ত ততস্মৃতাঃ॥ মহাভারত॥

(৫) বলির অঙ্গাদি পঞ্চ বংশকর পুত্র জন্মে। পুত্রেরা সকলেই ক্ষত্রিয়, কিন্তু পরিণামে উঁহারা ব্রাহ্মণ্য লাভ করেন। বলিরাজ স্বয়ং বর্ণচতুষ্টয়ের সংস্থাপয়িতা। [হরিবংশ ৩১ অ]

(৬) প্রতিরথ তনয় কণ্ব হইতে মেধাতিথির উৎপত্তি, পরে ঐ মেধাতিথি হইতেই কণ্ব ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। হরিবংশ ৩২ অঃ, বিষ্ণু পু ৪।১৯, মৎস্য ৪৯।৪৬-৭।

(৭) যুবনাশ্বতনয় হরিতের বংশধরগণ হারিত নামক দ্বিজাতিগণ ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণ।

[সিদ্ধ ৬৫।৪০-৪২, বায়ু]

(৮) ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের যোনিভূত দেবর্ষিগণের আদরণীয় বংশ ক্ষেমককে রাজা পাইয়া কলিযুগে নাশ পাইবে। অনেকানেক রাজর্ষি এবং ব্রহ্মর্ষিও এই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন [ভাগ ৯।২০।১] ব্রহ্ম ক্ষত্রস্য যো যোনি বংশো দেবর্ষি সৎকৃতঃ। ক্ষেমকং প্রাপ্য রাজানং সংস্থাং প্রাপ্স তিবৈ কলৌ॥ বায়ু, মৎস্য ও বিষ্ণু ৪।২১, ভাগবত ৯।২২।

(৯) মনুতনয় ধৃষ্ট ব্রাহ্মণ হন। "ধৃষ্টাদ্ধাষ্টমভূৎ ক্ষত্রং ব্রহ্মভূয়ং গতং ক্ষিতৌ।" ভাগ ৯২২।

(১০) মনু-তনয় নরিষ্যন্তের চিত্রসেন নামে পুত্র জন্মে, তৎপুত্র ঋক্ষ [দক্ষ], তৎসুত মীঢ়বান্ [মধ্বৎ], তৎপুত্র পূর্ণ [পূর্ব্ব], পূর্ণের ইন্দ্রসেন নামে পুত্রও বীতিহোত্র নামে পৌত্র জন্মে। বীতিহোত্রের পুত্র সত্যশ্রবা ও পৌত্র উরুশ্রবা। উরুশ্রবার তনয় দেবদত্ত। ভগবান্ অগ্নি দেবদত্তের পুত্র অগ্নিবেশ্য হইয়া জন্মেন। তিনি কানীন ও জাতূকর্ণ নামে মহর্ষি বলিয়া বিখ্যাত হন। এই অগ্নিবেশ্য হইতে অগ্নিবেশ্যায়ন নামক ব্রহ্মকুলের উৎপত্তি। [শ্রীমদ্ভাগবত ৯ স্কন্ধ ২ অধ্যায়।

(১১) বিষ্ণুপুরাণের ৪ অংশের দ্বিতীয় অধ্যায়ে রাজর্ষি রথীনর সম্বন্ধে একটী গাথা আছে "রথীনর বংশীয় মহাত্মগণ ক্ষত্রিয় অথচ আঙ্গিরস বলিয়া তাহাদিগকে ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণ বলা যায়।" এই বচনটী বায়ুপুরাণেও পাওয়া যায়।' এইরূপ ক্ষত্রিয় হইয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভ পরবর্ত্তী কালে যে অনেক ঘটিয়াছিল তাহার প্রমাণও পুরাণাবলীতে পাওয়া যায়। এই সকল ক্ষত্রিয় সন্তান ব্রাহ্মণের বৃত্তি গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণসমাজে স্থানলাভ করত আঙ্গিরস ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতেন ও ক্ষত্রোপেত দ্বিজাতিরূপে গণ্য হইতেন। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীত হয় মহর্ষি অঙ্গিরা

সুতরাং দেখা যাইতেছে জন্মানুসারে জাতিবিভাগ পূর্ব্বে কল্পিত হয় নাই। যে কোন জাতীয় ব্যক্তি বিশেষ তপস্যা ও গুণের প্রভাবে বর্ণান্তরে অধিরোহণ করিতে অধিকারী হইতেন। আবার অপকৃষ্ট কর্ম্ম নিবন্ধন নীচবর্ণে পরিগণিত হইতেন। অদ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী এবং দ্বৈতবাদী পণ্ডিতগণ কিন্তু বর্ণসম্বন্ধে যে একমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা তাহাদের প্রত্যেকের ভাষ্যে উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা আছে। তাঁহাদের মতের সারমর্ম্ম এই যে "কেবল জন্মদ্বারা কাহারও জাতি নির্ণীত হয় না। কিন্তু সংস্কার ও ধর্ম্মদ্বারা তাঁহার জাতি নিরূপিত হয়।" এই সকল সুস্পষ্ট প্রমাণের বিরুদ্ধে যদি কেহ আপত্তি উত্থাপন করেন বা কেহ কোনরূপ ভিন্ন মত হৃদয়ে পোষণ করেন তবে তাহার বিশিষ্ট প্রমাণের আবশ্যকতা আছে।

একদল যোদ্ধৃ যাজকসম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন যে সম্প্রদায়ের লোকেরা সমরে সময়ে যুদ্ধ কার্য্য ও ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম পালন করিত। ভাগবত মতে ইহারা রথীনর বংশীয় আঙ্গিরসগণ ক্ষেত্রজ ব্রাহ্মণ। (ভাগবত ৯।৬১। ইহারা রথীতরের ক্ষেত্রে মহাত্মা অঙ্গিরার ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন।

(১২) মৎস্য পুরাণের ৪৯ অধ্যায় পাঠে জানা যায় উরুক্ষত্রের ঔরসে বিশালার ত্র্যরুণ, পুষ্কর ও কবি নামে তিনটী পুত্র জন্মে ইঁহারা সকলেই ক্ষত্রিয় বংশে জন্মিয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। ভাগবত ৯।২১ অধ্যায়ে আছে দৌষ্মন্ত ভরতের প্রপৌত্র মহাবীর্য্য তাঁহার পৌত্র এয্যায়নি, কবি, পুষ্করারণি, গর্গ, সংকৃতি ও কবি বংশীয়গণ ক্ষত্রোপেত দ্বিজাতি। ইঁহারাও আঙ্গিরস বলিয়া সমাজে পরিচিত হন।

(১৩) মহাভারতীয় অনুশাসন পর্ব্বের ত্রিংশ অধ্যায়ে রাজর্ষি বীতহব্যের ব্রাহ্মণত্ব লাভের বিবরণ বিবৃত আছে। তৎপাঠে জানা যায় উক্ত রাজর্ষি মহাত্মা ভৃগুর প্রসাদে ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মর্ষি ও ব্রহ্মবাদী হন। ঋগ্বেদের অনেক সূক্তের ঋষি গৃৎসমদই উক্ত রাজর্ষির ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহাদের বংশে সুতেজা, বর্চ্চা, বিহব্য, বিতত্য, সত্য, সন্ত, শ্রবা, তম, প্রকাশ, বাগিন্দ্র, প্রমতি, রুরু, শুনক ও শৌনক নামক বেদবেদাঙ্গ পারগ ব্রাহ্মণেরা জন্মগ্রহণ করেন। ইহারা ভার্গব বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। মহাভারত অনু অ। (রাজর্ষি বীতহব্য হৈহয় নামে খ্যাত।

(১৪) দেবাপি মুনিধর্ম্ম অবলম্বন করায় চ্যবন তাহাকে পুত্ররূপে গ্রহণকরেন। (হরিবংশ অ) (মহাভারত শল্য ৪০ অ)

(১৫) তীর্থবিশেষে স্নান করিলেও ব্রাহ্মণ্য লাভ হয় (মহা বন ৮৩ অ) মাহেশ্বর প্রসাদেও একান্ত দুর্লভ ব্রহ্মণত্ব লাভ হয়। মহা অনু ১৮ অ।

(১৬) বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণ্য লাভ (মহা শল্য ২০ অ পু ১২৬৭, বন ৮৭ অ) শান্তি ১২১ অ ১৫৮৫ পৃ, অনুশাসন ৩।২ অ মহেশ্বর প্রসাদে একান্ত দুর্লভ ব্রাহ্মণত্ব লাভ অনু ১৮অ

[১৭] সিন্ধুদ্বীপ, দেবাপি ও বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণ্য লাভ [মহা শল্য ২০অ

আর এক কথা, পুরাণপাঠক বা প্রচারকগণ জাত্যংশে কি ছিলেন ? তাহাদের মধ্যেত কৈ, কেহত বিপ্র, ক্ষত্র কিংবা বৈশ্য বর্ণোদ্ভব ছিলেন না। পুরাণপাঠকগণ সূতনামে অভিহিত ছিলেন। তাঁহারাই জনসাধারণে পুরাণাদি পাঠ করিতেন। ব্রাহ্মণীগর্ভে ক্ষত্রিয়ের ঔরসে তাঁহাদের উৎপত্তি, * তাঁহারা জাত্যংশে অপসদ ছিলেন। কুল্লুকভট্ট "অপসদ" অর্থে "পিতৃকর্ম্মাদিকরণে বঞ্চিত জাতি—বিশেষ" বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আবার যাঁহারা এই সকল সূতের সভা করিয়াছিলেন তাঁহারা ঋগ্বেদী ব্রাহ্মণ শৌনক নামে অভিহিত। যখন ইঁহাদেরই একজন রৌহিণেয় বলরাম কর্ত্তৃক নিহত হন তখন ব্রাহ্মণগণ বলভদ্রকে ব্রহ্মহত্যা বধের প্রায়শ্চিত্ত করিতে ব্যবস্থা করেন॥ † আবার মহর্ষি অত্রির মতে "যদি কেহ শঠ (দুশ্চরিত্র বা আচারহীন) ব্রাহ্মণকে হত্যা করে, তাহা হইলে সে শূদ্র-হত্যাজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলে শুদ্ধ হইবে।" § মহাভারত, মনু পরাশরাদি স্মৃতিকারগণও বলিয়াছেন কাষ্ঠময় হস্তী, চর্ম্মময় মৃগ ও বেদজ্ঞানহীন ব্রাহ্মণ এই তিনটীই নামধারী মাত্র ইহাদিগের দ্বারা কোন কর্ম্মই সম্পাদিত হয় না। †

ইহা হইতে সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে ব্রাহ্মণোচিত ধর্ম্মবিহীন ব্রাহ্মণসন্তান শূদ্রতুল্য অর্থাৎ কুলজ বলিয়া সেই জাতি বা বর্ণ মধ্যে গণ্য নহে। সুতরাং আর্য্যশাস্ত্রানুসারে জন্ম-নিবন্ধন কাহার বর্ণপ্রাপ্তি ঘটে না। বিপ্রকুলে জন্মিয়াছে বলিয়াই যে বিপ্রতুল্য সম্মানার্হ এমন নহে। জন্মসহ বর্ণগত ধর্ম্ম ও সংস্কারাদির বিদ্যমানত্ব আবশ্যক।

আধুনিক স্মৃতিনিবন্ধকার হিমাদ্রি তাঁহার অগ্নিপুরাণের শ্লোক ব্যাখ্যাকালে উপরোক্ত মর্ম্মের রচনাবলী উদ্ধৃত করিয়াছেন—তাহাতে স্থূল মর্ম্ম এইরূপ—"গুণ হইতে বর্ণের উৎপত্তি।" এতদ্ভিন্ন তিনি যম ও শাতাতপ সংহিতা হইতে ঐ মর্ম্মের যে সকল শ্লোক উল্লেখ করিয়াছেন তাহা হইতে বুঝা যায় যে, "যাহাতে, সত্য, দয়া, সৌজন্য, শিষ্টতা, শিক্ষা, জ্ঞান, দয়ালুতা, স্নেহাদ্রতা কারুণ্য প্রভৃতি সদ্‌গুণ-নিচয় বিরাজমান, তাঁহাকে দেবতারা ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। সুতরাং ব্রাহ্মণ হইতে হইলে তাঁহাকে সত্যবাদী পবিত্র, বিদ্বান্, চিন্তাশীল, দয়াবান, দানশীল, বদান্য, দয়ার্দ্র-হৃদয়, জ্ঞানী, পার্থিব বিষয়াভিজ্ঞ ও বিশ্বাসী হইতে হইবে।"

* মনু ১০।১৭।

† ভাগবত ১০।৭৮:৭৯ অধ্যায়।

§ অত্রি সংহিতা। "শঠঞ্চ ব্রাহ্মণং হত্বা শূদ্রহত্যা ব্রতঞ্চরেৎ।"

† মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ৩৬ মনু ২।১৫৭ ব্যাস ৪।৩৭ পরাশর ৮।২৩

ইহা হইতে স্পষ্টই প্রমাণ হইতেছে যে, "জন্ম" ব্যাপারটী বর্ণ-বিভাগের কোন মূল কারণ বলিয়া পূর্ব্বে গণিত ছিল না। ইহা অতি সামান্য ও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া সকলেরই ধারণা ছিল। বিপ্রকুলে জন্মিয়াছে বলিয়াই যে তদানীন্তন আর্য্য-সমাজ তাঁহাকে বিশেষ সমাদর করিতেন এরূপ দৃষ্টান্ত অতি বিরল। এই সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের ৭ম স্কন্ধে প্রহ্লাদের বচনাবলী দেখিলে অনেকের চৈতন্যোদয়ের সম্ভাবনা।

যাহা হউক উপরোক্ত শ্রুতিস্মৃতি পুরাণাদি হইতে উদ্ধৃত বচনাবলী হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে কেবল জন্ম "বর্ণ" দান করে না। যদি তাহাই হয় তবে সে না হয় জন্মনিবন্ধন শূদ্র হউক কিন্তু কালে সে সংস্কার ও ধর্ম্ম,—বৃত্তি ও আচার দ্বারা দ্বিজত্ব লাভে সমর্থ হয়। আবার যদি সংস্কার ও ধর্ম্মসহ কুলের যোগ হয় তবে সেই ব্যক্তি যে আচরিত বৃত্তি ও গুণানুযায়ী সম্পূর্ণ জাতিত্বলাভ করে—তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

(সমাপ্ত

বাসব শ্রীললিতকৃষ্ণ দেববর্ম্মা।

কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির

চতুর্থ অধিবেশন।

২৯ শ্রাবণ, ১৩১৭, রবিবার, অপরাহ্ণ ৪টা

৮৫ গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উপস্থিত

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবল্লভ রায় (সভাপতি)।

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র দেববর্ম্মা

রায় ,, মতিলাল হালদার বাহাদুর

রায় ,, মহেন্দ্রনাথ গুহ দেববর্ম্মা

রায় ,, যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী

,, বামাপদ পাল চৌধুরী দেববর্ম্মা

,, নগেন্দ্রনাথ বসু দেববর্ম্মা
,, শরচ্চন্দ্র ঘোষ
,, শরচ্চন্দ্র ঘোষ মৌলিক
,, নিবারণচন্দ্র দত্ত
,, যোগেশচন্দ্র সিংহ
,, নরেশচন্দ্র সিংহ
,, বসন্তকুমার মিত্র দেববর্ম্মা
শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র দেববর্ম্মা (সম্পাদক)।

শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ রায় দেববর্ম্মা, শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ ঘোষ দেববর্ম্মা, শ্রীযুক্ত রায় বিশ্বম্ভর রায় দেববর্ম্মা বাহাদুর ও শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরী দেববর্ম্মা মহাশয়গণ উপস্থিত হইতে না পারায় দুঃখ প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। সভাপতি মহাশয় আসন পরিগ্রহণ করিলে পর গত কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির অধিবেশনের কার্য্যবিবরণী পঠিত ও গৃহীত হইল এবং গত আষাঢ় মাসের হিসাব প্রদর্শিত ও অনুমোদিত হইল।

প্রথম প্রস্তাব। সম্রাটের মৃত্যুতে শোক প্রকাশার্থ গভর্ণমেণ্টকে যে টেলীগ্রাম করা হয় তদুত্তরে ভারত গভর্ণমেণ্টের কায়স্থ সভাকে ধন্যবাদসূচক পত্র পঠিত হইলে পর উপস্থিত সভ্যগণ তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। পত্র এই :—

No. 2272.

From—
H. G. Stokes, Esq., Deputy Secretary to the Government of India.

To—
Babu Sarat Kumar Mitra, Secretary,
Bangadeshiya Kayastha Sobha.

22nd June 1910.

Home Dept,

Sir,

I am directed to acknowledge the receipt of your telegram, dated the 9th May 1910 and to express the sincere thanks of the Government of India for the expressions of sympathy and condolence which you have been good enough to convey on behalf of the member of the Bangadeshiya Kayastha Sobha upon the occasion of the lamented death of His late Majesty the King Emprór, and to assure you that the message will be transmitted to the proper quarter.

I have the honor to be,

Sir,

Your most obedient servant,

Sd. H. G. Stokes,

for Deputy Secretary to the Govt. of India.

দ্বিতীয় প্রস্তাব। কায়স্থ সভার আজীবন সভ্য স্বর্গগত রায় শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর সি, আই, ই, বিদ্যাসাগর ও ডিষ্ট্রীক্ট জজ স্বর্গীয় শশিভূষণ চৌধুরী মহাশয়ের মৃত্যুতে সভা নিরতিশয় শোক প্রকাশ করিলেন এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে ইহা স্থির হইল যে সভা হইতে শোক সহানুভূতি সূচক তাঁহাদের পরিবারবর্গের নিকট প্রেরিত হউক। কায়স্থ-পত্রিকায় রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুরের জীবনী ও প্রকাশ করা হইবে স্থির হইল।

তৃতীয় প্রস্তাব। কায়স্থ সভার নিম্নলিখিত সভ্য মহোদয়গণের গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক 'রায় বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত হওয়ায় সভা বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন :—

১। শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভর রায়, উকীল, কৃষ্ণনগর।
২। শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ দত্ত, উকীল, যশোর।
৩। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ মিত্র, অবসর প্রাপ্ত ডিঃ জজ,

চতুর্থ প্রস্তাব। (ক) সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত সভ্য মহোদয়গণকে সভার সভ্যশ্রেণীভুক্ত করা হইল :—

১। শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘোষ, উকীল, মালদহ।
২। ,, নবকিশোর বসু, চুচুঁড়া, (কেবলমাত্র সভ্য, পত্রিকা লইবেন না)
৩। ,, গিরিশচন্দ্র বসু, চাঁদপুর, ত্রিপুরা।
৪। ,, রমারঞ্জন ঘোষ, অধ্যাপক, সিবপুর ইঞ্জিনারীং কলেজ।
৫। ,, মহেন্দ্রনাথ ঘোষ, রাজসাহী।
৬। ,, রাধাবিনোদ ধর রায়, হীলি পোঃ, বগুড়া।
৭। ,, রতিকান্ত বসু, পোড়াদহ, চন্দননগর পোঃ।

৮। „ সুরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, নীমতীতা, আওরাঙ্গাবাদ।
৯। „ রমনীমোহন ঘোষ, রাণাঘাট।
১০। „ অরুণকুমার বসু, ডেঃ ম্যাঃ, খুলনা।
১১। „ শ্যামাপ্রসন্ন রায়, মাথাভাঙ্গা কুচবিহার।
১২। „ হেমেন্দ্রচন্দ্র সিংহ, গণেশতলা, দিনাজপুর।
১৩। „ অম্বিকাচরণ ঘোষ, পোষ্টাল ইনেস্পেক্টর গ্যাণ্ডারিয়া লজ, ফরিদাবাদ পোঃ ঢাকা।
১৪। „ রাধারমণ সেন, ম্যানেজিং প্রপাইটার sen bros. গোরক্ষপুর।

(খ) সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু চাঁদপুর মহাশয়ের প্রবেশিকা বাদ দেওয়া হইল।

পঞ্চম প্রস্তাব (ক) মহারাজা শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর কায়স্থ সভার সভাপণ্ডিত শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ মহাশয়ের বার্ষিক সাহায্য যথারীতি প্রদান করিতে থাকিবেন এইজন্য শ্রীসারদাচরণ মিত্র মহাশয়কে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা পঠিত হইলে সভ্যগণ কায়স্থ সভার প্রতি উচ্চমনা মহারাজার সহানুভূতি দেখিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

(খ) বহরমপুরে মহারাজার সভাপণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ তর্কালঙ্কার মহাশয় কায়স্থ সভার ব্যবস্থা পত্রে স্বাক্ষর হেতু কুঞ্জঘাটার রাজধানীতে কতিপয় ব্রাহ্মণের সভায় ১২ই আষাঢ় তারিখে তাঁহাকে সমাজচ্যুত করিবার জন্য যে পরামর্শ হইয়াছিল এবং তিনি কায়স্থ সভার আশ্রয় গ্রহণ করিবার জন্য যে অভিপ্রায় করিয়াছিলেন তাহাতে সর্ব্বসম্মতিক্রমে ইহা স্থির হইল মহামতি মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর যদি উক্ত সভাপণ্ডিত মহাশয়কে লোকের প্ররোচনায় পরিত্যাগ করেন তাহা হইলে সভাপণ্ডিত মহাশয়কে আবশ্যক হইলেই সাহায্য করা হইবে, এবং কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির এই মন্তব্য সভাপতি মহাশয় সভাপণ্ডিত মহাশয়কে জানাইবেন স্থির হইল। এই বিষয়ে শ্রীযুক্ত মনিমোহন সেনের পত্রও পঠিত হয় এবং সভাপতি মহাশয় বলেন যে উক্ত পণ্ডিত মহাশয় কলিকাতা আসিয়া বাস করিতে চাহেন। তদুত্তরে শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র বলেন আপাততঃ তাহা যুক্তি সঙ্গত হইবে না।

ষষ্ঠ প্রস্তাব। (ক) প্রচারক শ্রীযুক্ত বামাপদ পাল চৌধুরী মহাশয় নদীয়া জেলার কতিপয় স্থানে প্রচার কার্য্যের বিবরণ পঠিত হইলে সভ্যগণ আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

(খ) ঢাকা ত্রিপুরা জেলার প্রচার জন্য শ্রীযুক্ত বিহারীলাল রায় দেববর্ম্মা বি, এ কবিরত্ন, ও শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী বর্ম্মা মহাশয় দ্বয়কে পাঠান হউক ইহাই সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল।

(গ) শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকার বরিশালে প্রচারার্থ বামাপদ বাবুকে পাঠাইবার জন্য যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা পঠিত হইলে স্থির হইল যে অসুস্থতা নিবন্ধন বামাপদ বাবু সম্প্রতি যাইতে পারিবেন না।

(ঘ) ধর মহাশয়ের শিলচরে প্রচারার্থ শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতিকে যাইবার অনুরোধ পত্র পঠিত হইলে স্থির হইল যে শীতকালে যাওয়া যাইবে কিনা পরে স্থির করা যাইবে।

সপ্তম প্রস্তাব ঃ—রেল কোম্পানীর বহরমপুরে যাতায়াতের সময় যে গোলযোগ হইয়াছিল তাহার ক্ষতি পুরণের জন্য ৮০৲ টাকা আদায় হইয়াছে, জানিয়া সভ্যগণ আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

অষ্টম প্রস্তাব ঃ—(ক) শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র বসুর পত্রে একখানি শক্তিশালী সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রচারের জন্য অনুরোধ পত্রপঠিত হইলে পর সর্ব্বসম্মতিক্রমে ইহা স্থির হইল যে মহারাজা দিনাজপুর ও রাজর্ষি বনমালী রায় বাহাদুর প্রমুখ মহোদয়গণ সাহায্য করিলে সংবাদপত্র চলিতে পারে এবং উহার কর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণের জন্য নিম্নলিখিত মহোদয়গণকে লইয়া একটী শাখা সমিতি গঠিত হইল।

১। সম্পাদক ২। শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু ৩। শ্রীমন্মথমোহন বসু।

(খ) শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ ঘোষ মহাশয়ের পত্রে বিবাহে বর পণ না লইয়া যাঁহারা বিবাহ দিতেছেন তাহাদিগকে উপাধি দেওয়া সভা হইতে কর্ত্তব্য এই প্রস্তাব পঠিত হইলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে কায়স্থ পত্রিকায় যখন তাঁহাদের নাম প্রকাশ করা হইতেছে তাহাই যথেষ্ট বলিয়া সভা মনে করেন।

(গ) শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ চৌধুরী L. M. S. মহাশয়কে কার্য্য নির্ব্বাহক সভার সভ্য মনোনীত করা হইল।

(ঘ) শব্দকল্পদ্রুমে কায়স্থগণের সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহার বিধান করার জন্য শ্রীযুক্ত হরিহর ঘোষ মহাশয়ের পত্র পঠিত হইলে স্থির হইল যে আপাততঃ তাহা সংশোধন করিবার কোন উপায় নাই।

(ঙ) শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ ঘোষের পত্রে সভার কার্য্য বিবরণী সম্বলিত

সংবাদ প্রকাশ, উপবীতি কায়স্থগণকে দেববর্ম্মা লেখা প্রভৃতি প্রস্তাব মূলক পত্র পঠিত হইলে পর সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে এ বিষয় বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।

(চ) শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ বর্ম্মার পত্রে সভা হইতে কোন ব্রাহ্মণ অর্থ কর্জ্জ লওয়ার অনুরোধ পত্র পঠিত হইলে পর সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে সভা কাহাকেও কর্জ্জ দিতে পারেন না।

(ছ) শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুহ দেববর্ম্মার পত্রে কলিকাতা কায়স্থগণের আচার ব্যবহারের জন্য কলিকাতাবাসী কায়স্থগণকে সভা হইতে অনুরোধ করিবার জন্য পত্র পঠিত হইলে পর তাঁহাকে জানান হইল যে সকলকে স্বমতে আনয়ন অসম্ভব।

(জ) কলিকাতায় একটী সাধারণ সভা আহ্বান করিবার আয়োজন করা হউক ইহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল।

(ঝ) ঢাকায় একটী ষান্মাসিক অধিবেশন আহ্বানের জন্য শ্রীযুক্ত রায় ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ বাহাদুরকে পত্র লেখা হউক।

(ঞ) ডিমলার রাজা শ্রীযুক্ত জানকীবল্লভ সেন বাহাদুর সেন্‌সাস্ গ্রহণের জন্য যে ১০০৲ একশত টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন সেই পত্র পঠিত হইলে পর সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাঁহাকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

(ট) বহরমপুরে বার্ষিক অধিবেশনের উদ্বৃত্ত অর্থ চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারে প্রদান করিবার জন্য তাঁহাদিগকে পত্র লেখা হইল।

পরিশেষে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভার কার্য্য শেষ হইল।

সম্পাদক সাক্ষর। শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।
সাক্ষর। শ্রীশরৎকুমার মিত্র। সভাপতি

শান্তিকণা।

ধর্ম্ম, সাহিত্য, কৃষি, বাণিজ্য, স্ত্রীশিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ক

সুলভ সচিত্র উৎকৃষ্ট মাসিক পত্রিকা।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের হস্তাক্ষরচিত্র ও

শ্রীচৈতন্যভাগবতের অপ্রকাশিত পরিশিষ্ট প্রথম প্রকাশ করিয়া এই পত্রিকা সর্ব্বত্র সুপরিচিত হইয়াছে। এখনও উক্ত দুর্লভ বস্তু বিতরিত হইতেছে।

ইহা বিবিধ শান্তিময় সুন্দর চিত্রে সুশোভিত। অধিকাংশ লেখকগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী ও খ্যাতনামা। বার্ষিক মূল্য মায় মাশুল ১৷৷০ ছাত্র, মহিলা ও অসমর্থগণ পক্ষে মাত্র, ১৲ টাকা নমুনা ৶০ আনা। আবার মাত্র ছাপা খরচে বহুবিধ সদ্‌গ্রন্থ উপহার।

ঠিকানা—ম্যানেজার, শান্তি-কণা ; ঢাকা।

কায়স্থপত্রিকা।

ফাল্গুন, ১৩১৭। | নবপর্য্যায় ১ম খণ্ড, ১১শ সংখ্যা।

দান।

চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডার।

পূর্ব্বে প্রকাশিত।	৬৮০৮৹
শ্রীযুক্ত নবভূপাল ঘোষ, পিলজঙ্গ।	১০৲
„ রজনীকান্ত বসু, চাঁদনিচক, কটক।	৪৲
„ রাধারমণ সেন, গোরক্ষপুর, উত্তরপশ্চিম।	৪৲
„ কেশবচন্দ্র পালিত, কলিকাতা।	২৲
„ যোগীন্দ্রনাথ ভঞ্জ চৌধুরী, কালীগঞ্জ, খুলনা।	২৲
	৬৮৩০৮৹

পুস্তকাগার ভাণ্ডার।

পূর্ব্বে প্রকাশিত	২০৲
শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত বসু, চাঁদনিচক, কটক।	১৲
	২১৲

সামাজিক সংবাদ।

উপনয়ন।

২৯এ আষাঢ়, ১৩১৭।

(জেলা কুষ্টিয়া, দয়ারামপুর, শ্রীযুক্ত কালীকুমার সরকার মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)

শ্রীহরেন্দ্রনাথ সিংহ, সাং গোবরা (বারেন্দ্র)।

অগ্রহায়ণ, ১৩১৭।

(জেলা যশোহর, ধর্ম্মপাড়া, শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র ভদ্র দেববর্ম্মার বাটীর কেন্দ্র)

১। শ্রীগোপালচন্দ্র দাস, সাং ইনায়েতপুর, নদীয়া জেলা।
২। „ হরিপদ ঘোষ, সাং কচুয়া, ঐ
৩। „ রসিকলাল দাস, সাং গোবতা, ঐ
৪। „ প্রিয়নাথ পান, সাং ধর্ম্মপাড়া, ঐ
৫। „ গিরীশচন্দ্র ভদ্র, ঐ ঐ
৬। „ চন্দ্রশেখর ভদ্র, ঐ ঐ
৭। „ ত্রৈলোক্যনাথ ভদ্র, ঐ ঐ
৮। „ শশীভূষণ ভদ্র, ঐ ঐ
৯। „ সতীশচন্দ্র ভদ্র, ঐ ঐ
১০। „ ক্ষেত্রনাথ মজুমদার, ঐ ঐ

১০ই মাঘ, ১৩১৭।

(জেলা রাজসাহী, আড়ানী, ঝিনা গ্রামের শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ নন্দী মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)

১। শ্রীশ্রীকৃষ্ণ নন্দী, সাং ঝিনা, রাজসাহী জেলা।
২। তস্য পুত্র, ঐ ঐ

১১ই মাঘ, ১৩১৭।

(জেলা ফরিদপুর, বালিয়াকান্দি পোঃ, আশাপুর, শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ বসু মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)

১। শ্রীকুঞ্জবিহারী ঘোষ, সাং আশাপুর, ফরিদপুর জেলা।
২। „ ললিতবিহারী ঘোষ, ঐ ঐ
৩। „ কেদারনাথ বসু, ঐ ঐ
৪। „ গোপালচন্দ্র বসু, ঐ ঐ
৫। „ পার্ব্বতীচরণ বসু, ঐ ঐ
৬। „ বনবিহারী বসু, ঐ ঐ
৭। „ মতিলাল বসু, ঐ ঐ

৮। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বসু, সাং আশাপুর, ফরিদপুর জেলা।
৯। „ রতিকান্ত বসু, ঐ ঐ
১০। „ অবিনাশচন্দ্র দত্ত, সাং নওপাড়া, ঐ
১১। „ তারকচন্দ্র ভৌমিক, ঐ ঐ
১২। „ যোগেন্দ্রনাথ ভৌমিক, ঐ ঐ
১৩। „ গোপালচন্দ্র শীগ্‌দার, ঐ ঐ
১৪। „ বিনোদবিহারী শীগ্‌দার, ঐ ঐ
১৫। „ রজনীকান্ত শীগ্‌দার, ঐ ঐ

১৮ই মাঘ, ১৩১৭।

(জেলা বর্দ্ধমান, দাঁইহাট, অগ্নিহোত্রী শ্রীযুক্ত হরিহর ঘোষ দেববর্ম্মা মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)

শ্রীআশুতোষ সেন, বয়স ২৫, সাং মাচপাড়া (দক্ষিণরাঢ়ী)

(জেলা যশোহর, কচুয়া, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দেববর্ম্মার বাটীর কেন্দ্র)

১। শ্রীআশুতোষ ঘোষ, সাং কচুয়া, যশোহর জেলা।
২। „ বঙ্কবিহারী বসু, ঐ ঐ
৩। „ বিপিনবিহারী বসু, ঐ ঐ
৪। „ উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, ঐ ঐ
৫। „ দ্বারকানাথ বিশ্বাস, ঐ ঐ
৬। „ জানকীনাথ সরকার, ঐ ঐ

১৯এ মাঘ, ১৩১৭।

(শ্রীযুক্ত তারিণীকিশোর চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন-চৌধুরী মহাশয়দ্বয়ের ৺শ্যামরায় বিগ্রহের প্রাঙ্গনের কেন্দ্র)

১। শ্রীনলিনীকান্ত চৌধুরী, সাং ছাতনী।
২। „ গিরিজাকান্ত চৌধুরী, „
৩। „ তারিণীকিশোর চৌধুরী, „
৪। „ মোহিনীমোহন চৌধুরী, „

৫। শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর চৌধুরী, সাং ছাতনি।
৬। „ সুরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, „
৭। „ চন্দ্রকান্ত দাস, „
৮। „ অশ্বিনীকুমার মজুমদার, সাং তিলোকপুর।
৯। „ তীন্দ্রনাথ মজুমদার, ঐ
১০। „ প্রমথনাথ মজুমদার, ঐ
১১। „ বিধূভূষণ মজুমদার, ঐ
১২। „ ললিতচন্দ্র মজুমদার ঐ
১৩। „ শরচ্চন্দ্র মজুমদার. ঐ
১৪। „ শিবশঙ্কর মজুমদার, ঐ
১৫। „ তরণীমোহন সরকার, ঐ
১৬। „ নগেন্দ্রনাথ সরকার, ঐ
১৭। „ শ্রীশচন্দ্র সরকার, ঐ
১৮। „ অম্বিকাচরণ দাস, সাং ধুপইল।
১৯। „ যামিনীমোহন নন্দী, „
২০। „ বেণীমাধব পাইন, „
২১। „ বরদাগোবিন্দ সিংহ. সাং মুরাদপুর।
২২। „ সুরেন্দ্রমোহন বসু, ঐ

১৯শে মাঘ, ১৩১৭।

(কুমারখালী, বেদবাড়িয়া,

শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত দাস দেববর্ম্মা মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)

১। শ্রীকেদারনাথ চৌধুরী। ২। শ্রীঠাকুরদাস দত্ত।
৩। শ্রীবিজয়লাল দাস। ৪। শ্রীবসন্তকুমার দাস।
৫। শ্রীকালিপদ নাগ। ৬। শ্রীমন্মথনাথ মিত্র।
৭। শ্রীপঞ্চানন সরকার।

(ত্রিপুরা, চাঁদপুর, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র সেন মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)

১। শ্রীসতীশচন্দ্র গুহ, সাং কাপুরপুর (বঙ্গজ)
২। „ মনমোহন বসু, সাং দত্তপাড়া ঐ

৩। শ্রীঅক্ষয়কুমার ঘোষ, সাং নওপাড়া (বঙ্গজ)
৪। „ সুপ্রসন্ন সে, সাং নোকাডুবি ঐ
৫। „ রজনীকান্ত বসু, ঐ ঐ
৬। „ বসন্তকুমার বিশ্বাস, ঐ ঐ

(লক্ষ্মন্দীয়া, শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্মা মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)

(১)

১।	শ্রীমতিলাল কর,	বয়স ৩৩,	সাং লক্ষ্মন্দীয়া,	ফরিদপুর জেলা, (দক্ষিণরাঢ়ী)
২।	„ অক্ষয়কুমার ঘোষ,	১৭	ঐ	ঐ ঐ
৩।	„ কুঞ্জলাল ঘোষ,	২০	ঐ	ঐ ঐ
৪।	„ গিরিশচন্দ্র ঘোষ,	৬৫	ঐ	ঐ ঐ
৫।	„ দুর্গাচরণ ঘোষ,	১৩	ঐ	ঐ ঐ
৬।	„ নলিনীমোহন ঘোষ,	১৫	ঐ	ঐ ঐ
৭।	„ প্রসন্নকুমার ঘোষ,	৫৫	ঐ	ঐ ঐ
৮।	„ বঙ্কবিহারী ঘোষ.	৩৭	ঐ	ঐ ঐ
৯।	„ বিজয়কুমার ঘোষ,	১৩	ঐ	ঐ ঐ
১০।	„ মতিলাল ঘোষ,	১৬	ঐ	ঐ ঐ
১১।	„ লালবিহারী ঘোষ,	১৯	ঐ	ঐ ঐ
১২।	„ শিবলাল ঘোষ,	১৪	ঐ	ঐ ঐ
১৩।	„ সূর্য্যকুমার ঘোষ,	২৬	ঐ	ঐ ঐ
১৪।	„ হীরালাল ঘোষ.	১৩	ঐ	ঐ ঐ
১৫।	„ উমাচরণ রাহা,	৩৫	ঐ	ঐ ঐ
১৬।	„ গিরীন্দ্রমোহন রাহা,	১৫	ঐ	ঐ ঐ
১৭।	„ প্রসন্নকুমার রাহা,	৫৫	ঐ	ঐ ঐ
১৮।	„ লোকনাথ রাহা,	৩৪	ঐ	ঐ ঐ
১৯।	„ গোপালচন্দ্র সরকার,	৫৮	ঐ	ঐ ঐ
২০।	„ বাণিচরণ সরকার,	২৯	ঐ	ঐ ঐ

(২)

২০ মাঘ, ১৩১৭ ।

১। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষ, বয়স ২৬, সাং লক্ষ্মন্দীয়া, ফরিদপুর জেলা, (দক্ষিণরাঢ়ী)
২। „ যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ, ৩৪ ঐ ঐ ঐ
৩। „ হেমন্তকুমার ঘোষ, ৩৫ ঐ ঐ ঐ
৪। „ নকুলচন্দ্র চাকী, ২২ ঐ ঐ ঐ
৫। „ কেদারনাথ দাস, ১৮ ঐ ঐ ঐ
৬। „ তারিণীচরণ দাস, ৪৫ ঐ ঐ ঐ
৭। „ কৈলাসচন্দ্র ধর, ৪৭ ঐ ঐ ঐ
৮। „ রসিকলাল বসু, ২৭ ঐ ঐ ঐ
৯। „ কৈলাসচন্দ্র রাহা, ৭১ ঐ ঐ ঐ
১০। „ ললিতচন্দ্র রাহা, ৩৮ ঐ ঐ ঐ
১১। „ হৃদয়নাথ রাহা, ৩৪ ঐ ঐ ঐ
১২। „ গঙ্গাচরণ সরকার, ৪২ ঐ ঐ ঐ

২২এ মাঘ, ১৩১৭ ।

(শ্রীযুক্ত সারদাচরণ বসু মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)

১। শ্রীঅমৃতলাল ঘোষ। ২। শ্রীমহিমচন্দ্র ঘোষ।
৩। „ সতীশচন্দ্র দত্ত। ৪। „ কৌষিকীচরণ বসু।
৫। „ সারদাচরণ বসু। ৬। „ সৌরিন্দ্রমোহন বসু।
৭। শ্রীহৃদয়নাথ বসু।

২৩এ মাঘ, ১৩১৭ ।

(জেলা যশোহর, যোগীবরাট, শ্রীযুক্ত অভয়াচরণ চন্দ্র দেববর্ম্মা মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)

১। শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ, সাং যোগীবরাট, যশোহর জেলা।
২। „ অভয়াচরণ চন্দ্র, ঐ ঐ
৩। „ রজনীকান্ত চন্দ্র, ঐ ঐ
৪। „ রামলাল চন্দ্র, ঐ ঐ
৫। „ গোপালচন্দ্র ধর, ঐ ঐ
৬। „ ইন্দুভূষণ বসু, ঐ ঐ

৭। শ্রীতারিণীচরণ বিশ্বাস, সাং যোগীবরাট, যশোহর জেলা।
৮। „ যাদবচন্দ্র ভৌমিক, ঐ ঐ
৯। „ বিপিনবিহারী ঘোষ, সাং পাচুরিয়া, ঐ
১০। „ গোপালচন্দ্র বসু, ঐ ঐ
১১। „ রাজকুমার শিকদার, ঐ ঐ
১২। „ চন্দ্রনাথ সেন, ঐ ঐ

২৫এ মাঘ, ১৩১৭ ।

(জেলা যশোহর, সেনগ্রামের কেন্দ্র)

১। শ্রীরজনীকান্ত চাকী। ২। শ্রীলক্ষ্মীকান্ত দাস।
৩। „ আশুতোষ বিশ্বাস। ৪। „ কেদারনাথ বিশ্বাস।
৫। „ ত্রৈলক্যনাথ বিশ্বাস। ৬। „ রজনীকান্ত বিশ্বাস।

(জেলা মাগুরা, রাজারামপুর, শ্রীযুক্ত ভূপতিচরণ দত্ত মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)

১। শ্রীকেশবলাল দত্ত, জোতদার, বয়স ৫০।
২। শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ দত্ত, „ ১৫।
৩। শ্রীবামাচরণ দত্ত, „ ১২।
৪। শ্রীভূপতিচরণ দত্ত, প্রেসিডেণ্ট পঞ্চাইত „ ৪০।

২৮ মাঘ, ১৩১৭ ।

(জেলা বর্দ্ধমান, দাঁইহাট, শ্রীযুক্ত হরিহর ঘোষ দেববর্ম্মা মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)

শ্রীশশীভূষণ দেব, বয়স ২২ সাং দাঁইহাট, (দক্ষিণরাঢ়ী)

১১ই ফাল্গুন, ১৩১৭ ।

(ঢাকা, শ্রীযুক্ত জয়ন্তকুমার বসু দেববর্ম্মা মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)

১। শ্রীযোগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত, বয়স ৩৯, সাং আটী, ঢাকা জেলা (বঙ্গজ)
২। " হেমচন্দ্র বসু, ৪৫, সাং কোরহাটী, ঐ "
৩। " যাদবচন্দ্র বসু, মোক্তার, ৩৯, সাং ছল্কা, ঐ "
৪। " রায় চন্দ্রকুমার দত্ত বাহাদুর, ৬২, সাং তেউটীয়া, ঐ "

৫।	শ্রীতমসারঞ্জন দত্ত,	বয়স ২৫,	সাং তেউটীয়া ঢাকা জেলা	(বঙ্গজ)	
৬।	" শরৎশশী দত্ত, পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর,	৪৮,	ঐ	ঐ	,,
৭।	" নারায়ণকুমার নাগ,	১৪,	সাং পঞ্চসার,	ঐ	,,
৮।	" রাজকুমার নাগ, উকীল,	৪৮,	ঐ	ঐ	,,
৯।	" অবিনাশচন্দ্র ঘোষ,	২৯,	সাং পাউলাদিয়া,	ঐ	,,
১০।	" কিরণকুমার ঘোষ,	২৮,	ঐ	ঐ	"
১১।	" গিরিশচন্দ্র ঘোষ,	৬৫,	ঐ	ঐ	,,
১২।	" চারুকুমার ঘোষ,	২৬,	ঐ	ঐ	,,
১৩।	" নন্দকুমার ঘোষ,	৪০,	ঐ	ঐ	,,
১৪।	" বিপুলকুমার ঘোষ,	২৮,	ঐ	ঐ	"
১৫।	" বীরেন্দ্রমোহন ঘোষ,	৩০,	ঐ	ঐ	,,
১৬।	" মনিমোহন ঘোষ,	৩২,	ঐ	ঐ	,,
১৭।	" যোগেশচন্দ্র ঘোষ, ডাক্তার,	৪৭,	ঐ	ঐ	"
১৮।	" রেবতীমোহন ঘোষ,	২৬,	ঐ	ঐ	"
১৯।	" সতীশচন্দ্র ঘোষ,	২৮,	ঐ	ঐ	,,
২০।	" সচ্চিদানন্দ বসু,	২৮,	ঐ	ঐ	,,
২১।	" হরিমোহন বসু,	৬১,	ঐ	ঐ	,,
২২।	" ক্ষিতীশচন্দ্র বসু,	৩০,	ঐ	ঐ	,,
২৩।	" অশ্বিনীকুমার ঘোষ,	৩৮,	সাং বাগ্‌ধা,	ঐ	"
২৪।	" বিরাজমোহন ঘোষ,	৪০,	ঐ	ঐ	"
২৫।	" রজনীকান্ত বসু,	৫৫,	সাং বাসাইল,	ঐ	"
২৬।	" প্রসন্নকুমার পাল, মোক্তার	৫২,	সাং বোয়ালি,	ঐ	"
২৭।	" জয়ন্তকুমার বসু,	৪১,	সাং মালখানগর,	ঐ	"
২৮।	" দেবেন্দ্রকুমার বসু,	৩৪,	ঐ	ঐ	"
২৯।	" বীরেন্দ্রনাথ বসু,	২০,	ঐ	ঐ	,,
৩০।	" সুরেন্দ্রকুমার বসু,	২৮,	ঐ	ঐ	"
৩১।	" অবনীকুমার বসু,	৩৮,	সাং যশোলং,	ঐ	"
৩২।	" কুমুদবন্ধু বসু,	৪০,	সাং রসুনিয়া,	ঐ	"
৩৩।	" প্রসন্নকুমার দত্ত,	৪৮,	ঐ	ঐ	"

৩৪।	শ্রীবিহারীলাল গুহ মুস্তফি,	বয়স ৪৮,	সাং রাইসবর,	ঢাকা জেলা,	(বঙ্গজ)
৩৫।	" কামাখ্যাচরণ নাগ,	৩৮,	সাং রাউৎভোগ,	ঐ	"
৩৬।	" রাইমোহন ঘোষ,	৪০,	ঐ	ঐ	"
৩৭।	" আনন্দমোহন বসু,	৩৮,	সাং ধীপুর,	ঐ	,,
৩৮।	" বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র,	৩৮,	ঐ	ঐ	,,
৩৯।	" ভবতোষ মিত্র,	৪০,	ঐ	ঐ	,,
৪০।	" নলিনীকান্ত ঘোষ,	৩৮,	সাং শিলিমপুর,	ঐ	"
৪১।	" তারকচন্দ্র দেবরায়,	৪২,	সাং শুভঢ্যা,	ঐ	"
৪২।	" মথুরানাথ বসু,	৫৮,	ঐ	ঐ	"
৪৩।	" বজনীকান্ত দেব মজুমদার,	৫০,	ঐ	ঐ	"
৪৪।	" গিরিজাপ্রসন্ন চন্দ্র,	৩৮,	সাং হাড়িয়া,	ঐ	"
৪৫।	" রায় ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর,	৬৬,	সাং কাশীপুর,	বরিশাল জেলা,	
৪৬।	" কুমুদচন্দ্র গুহ ঠাকুরতা,	১৬,	ঐ	ঐ	"
৪৭।	" প্রফুল্লচন্দ্র গুহ ঠাকুরতা,	২০,	ঐ	ঐ	"
৪৮।	" প্রমোদরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা,	২৪,	ঐ	ঐ	"
৪৯।	" বিমলচন্দ্র গুহ ঠাকুরতা,	১৮,	ঐ	ঐ	"
৫০।	" যোগেন্দ্রনাথ গুহ ঠাকুরতা,	৩৮,	ঐ	ঐ	"
	উকীল				
৫১।	" শ্যামাচরণ ঘোষ,	৩৮,	ঐ	ঐ	"
৫২।	" সুধীরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা,	২২,	ঐ	ঐ	"
৫৩।	" হিরণ্যকুমার গুহ ঠাকুরতা,	১৪,	ঐ	ঐ	"
৫৪।	" হেমচন্দ্র গুহ ঠাকুরতা,	২৭,	ঐ	ঐ	"

১২ই ফাল্গুন, ১৩১৭।

জেলা বিক্রমপুর, বজ্রযোগিনী, শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু বসু মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)

১।	শ্রীঅম্বিকাচরণ গুহ,	বয়স ৫৬,	সাং বজ্রযোগিনী,	ঢাকা জেলা	(বঙ্গজ)
২।	,, বরদাকান্ত গুহ,	৫৫,	ঐ	ঐ	ঐ
৩।	,, শ্রীশচন্দ্র গুহ,	১২,	ঐ	ঐ	ঐ

৪।	শ্রীহরলাল গুহ,	বয়স ৩৩, সাং ধীপুর,	ঢাকা জেলা,	(বঙ্গজ)
৫।	,, আশুতোষ বসু,	৩৮, সাং বজ্রযোগিনী,	ঐ	ঐ
৬।	,, উমেশচন্দ্র বসু,	৫৪, ঐ	ঐ	ঐ
৭।	,, কুমুদবন্ধু বসু,	৬০, ঐ	ঐ	ঐ
৮।	,, যামিনীকান্ত বসু,	৩৬, ঐ	ঐ	ঐ
৯।	,, সোমেশচন্দ্র বসু,	২৫, ঐ	ঐ	ঐ
১০।	,, অন্নদাচরণ মিত্র,	৫২, ঐ	ঐ	ঐ
১১।	,, জীবনকৃষ্ণ মিত্র,	৩৫, ঐ	ঐ	ঐ
১২।	,, রজনীকান্ত বসু,	৩৫, সাং সিমুলিয়া,	ঐ	ঐ

বিবাহ।

বিবাহযোগ্যা কন্যা।

দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থের কন্যা, বয়স ১৪, সুশ্রী, সকল শ্রেণীতে বিবাহ দিতে প্রস্তুত, উপবীত শিক্ষিত পাত্র হইলেই ভাল হয়। ক্ষত্রিয়াচারে বিবাহ দিতে ইচ্ছুক।

নিম্নলিখিত বিবাহে দেনা পাওনার কথা হয় নাই শুনা যায় :—

৮ই ফাল্গুন, ১৩১৭। কলিকাতা শ্যামপুকুর নিবাসী দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ কুমার শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মিত্রবাহাদুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান শরৎচন্দ্রের সহিত স্বর্গীয় দীননাথ বসুর মধ্যমপুত্র স্বর্গীয় নন্দলাল বসুর কনিষ্ঠা কন্যার।

৮ই ফাল্গুন, ১৩১৭। কলিকাতা হেদুয়া তলা নিবাসী ইংরাজী ভাষার প্রসিদ্ধ কবি ৺কালীপ্রসাদ ঘোষের পুত্র শ্রীমান গৌরীপ্রসাদের সহিত হাতিবাগানের শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ দত্তের পুত্র শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ দত্তের প্রথমা কন্যার।

১১ই ফাল্গুন ১৩১৭। হাইকোর্টের উকীল দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ শ্রীযুক্ত ষোড়শীচরণ মিত্র মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান সুশীলচন্দ্রের সহিত বিডন ষ্ট্রীট নিবাসী দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসুর তৃতীয়া কন্যার।

১২ ফাল্গুন, ১৩১৭। কলিকাতা ভবানীপুর নিবাসী বঙ্গজ কায়স্থ স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ নাইট মহোদয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের তৃতীয় পুত্র শ্রীমান

নীতীশচন্দ্রের সহিত শোভাবাজার রাজবাটীর দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ স্বর্গীয় কুমার রূপেন্দ্রকৃষ্ণ দেবের কনিষ্ঠা কন্যার।

নিম্নলিখিত বিবাহে দেনা পাওনার কথা হইয়াছিল শুনা যায় :—

১১ই ফাল্গুন ১৩১৭। কলিকাতা বাদুড়বাগানের ৺মতিলাল মিত্র মহাশয়ের চতুর্থ পুত্র শ্রীমান শৈলেন্দ্রনাথের সহিত হাওড়ার উকিল শ্রীযুক্ত আশুতোষ বসুর কনিষ্ঠা কন্যার।

১১ই ফাল্গুন ১৩১৭। কলিকাতা গ্রেষ্ট্রীট নিবাসী দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ অবসর প্রাপ্ত সবজজ রায় মতিলাল হালদার বাহাদুরের ষষ্ঠ পুত্র শ্রীমান রমেশচন্দ্রের সহিত দর্জ্জিপাড়া নিবাসী ৺কুমুদকৃষ্ণ মিত্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমুণীন্দ্রকৃষ্ণের প্রথমা কন্যার।

(আন্তর্গণিক)

উপরিলিখিত বিনাচুক্তিতে বিবাহের তালিকায় শ্রীমান নীতীশচন্দ্র ঘোষের বিবাহ।

(ক্ষত্রিয়াচারে)

১। কুষ্টিয়ার অন্তর্গত গোবরা গ্রামের বারেন্দ্র কায়স্থ ৺দ্বারকানাথ সিংহের পুত্র দেব শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ বর্ম্মার সহিত জগতী নিবাসী বারেন্দ্র কায়স্থ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ দেববর্ম্মার কন্যার।

২। উপরিলিখিত বিনাচুক্তিতে বিবাহের তালিকায় লিখিত শ্রীমান সুশীলকুমার মিত্রের বিবাহ।

৩। উপরি লিখিত বিনাচুক্তিতে বিবাহের তালিকায় লিখিত শ্রীমান নীতীশচন্দ্র ঘোষের বিবাহ।

পণপ্রথার বিষময় ফল।

(১)

সবে মাত্র বি, এ, পাশ করিয়া যখন আমি আষাঢ়ের প্রথমে বুকভরা আনন্দ লইয়া আমাদের ক্ষুদ্র পল্লী নাড়কাঁদিতে উপস্থিত হইলাম, তখন কি যেন হঠাৎ আমার প্রকৃতি বাঁকিয়া বসিল। আমি আমার বিদ্যার পরিচয় দিবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিলাম। সকলকে আমার বহু কষ্টার্জ্জিত ইংরাজী বুলিতে চমৎকৃত

করিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহও হইতে লাগিল। গ্রামে আসিয়াই প্রথম প্রথম আমি যুবক মহলে ইংরাজী ভিন্ন বাঙ্গালাতে বড় একটা কথা বলিতাম না। কথায় কথায় "Well Babu, do you hear me?" এই কথা বলিয়া সকলকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতাম। ছেলেরাও আমার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিত দেখ, ধীরেনটার বাবুয়ানা দেখ, হাজার হোক কল্‌কাতায় ছেলে, হবেইত। আমিও তাহাদের এই সব কথা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিতাম। কলিকাতার ছেলেরা যে পাড়াগেঁয়ের ছেলেদের চেয়ে সভ্যভব্য, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য আমি সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতাম।

যাহা হউক দিন কয়েক পল্লীবাসের পর আমার রুচির পরিবর্ত্তন ঘটিল। কলিকাতার উচ্চ সৌধমালাপরিপূর্ণ রাজপথ আমার আর ভাল লাগিল না! পল্লীর সেই শ্যামল তৃণক্ষেত্র, চপলা রেখার ন্যায় ধরণীবক্ষে খাল বিল সমূহ আমার মনে এক অজানিত নির্ম্মল শান্তির শুভ্রজ্যোতিঃ আনয়ন করিল। বৃন্দাবনের গোপিনীগণ যেমন শ্রীকৃষ্ণের বাঁশরী নিনাদ শ্রবণ করিয়া আত্মহারা হইয়া তাহার পানে আকুল প্রাণে ধাবমান হইত আমিও সেইরূপ প্রকৃতিদেবীর অসঙ্কোচ, স্বাধীনতা, বাতা পীড়িত বৃক্ষ সমূহের উদাস উচ্ছৃঙ্খল মূর্ত্তি, সৌন্দর্য্যের অনন্ত ভাণ্ডার, বিশ্বের মধ্যে এক অব্যক্ত মধুর স্বর্গীয় সঙ্গীত শুনিয়া স্থির থাকিতে পারিলাম না। আমি যে সহরে ছিলাম সে কথা ভুলিয়া গেলাম।

আড়কাঁদি আমার মাসিমার বাড়ী। তিনি বিধবা। পল্লীগ্রামে একা বাস করিয়া তিনি তাঁহার দুঃখপূর্ণ বৈধব্য জীবনকে বেশ ধীর ভাবে কাটাইয়া আসিতেছেন। আমার আগমনে তাঁহার শান্তির কিছু ব্যাঘাত ঘটিল। যাহা হউক এখানে আসিয়া প্রথম প্রথম আমার বেশ কাটিয়া যাইতে লাগিল। গ্রামের কয়েকটী যুবককে লইয়া একটি club (সমিতি) স্থাপন করিলাম। সেই ক্লাবে বসুমতী, Bengalee, Daily News এবং মাসিকপত্র আনাইয়া পৃথিবীর সংবাদ আলোচনা করিতে লাগিলাম, সাহিত্য চর্চ্চা ও সমাজনীতির পরিবর্ত্তনের জন্যও কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া পড়িলাম। সমাজনীতির পরিবর্ত্তনের চর্চ্চাই আমাদের সমিতির মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়া উঠিল। গ্রাজুয়েট বলিয়া ক্লাবের মধ্যে আমার খাতির একটু বেশী। আমি যাহা বলিতাম প্রায়ই তাহা কেহ উপেক্ষা করিতে সাহসী হইত না। আমাদের ক্লাবের কথা, সমাজনীতির পরিবর্ত্তনের কথা, গ্রামের সকলের কানে উঠিল। গ্রামের সকলে প্রধানতঃ বৃদ্ধেরা বেশ একটুকু তিরস্কার করিলেন, আমি কিন্তু আমার সেই ক্ষুদ্র ক্লাবটীকে লইয়া সগর্ব্বে

সমাজ reform (সংস্কার) করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিলাম।

গ্র্যাজুয়েট বলিয়া আমি কাহাকেও বড় একটা গ্রাহ্যের মধ্যে আনিতাম না, আমার সকল গর্ব্ব কিন্তু একটী লোকের কাছে পরাভূত হইত। পরেশ আমার বাল্যকালের বন্ধু, শৈশব হইতেই তাহার সহিত প্রণয় গাঢ় হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার সুন্দর কমনীয় মুখের কাছে আমার সকল গর্ব্ব খর্ব্ব হইত, তাহার কাছে আমি কিছুই লুকাইতে পারিতাম না। গ্রামে আসিয়াই তাহার সহিত আমি দিবসের অধিকাংশই কাটাইতাম এবং মনের সকল কথা তাহার নিকট ব্যক্ত করিয়া তাপিত প্রাণের জ্বালা কিয়ৎ পরিমাণে শান্ত করিতাম।

(৩)

বরাবর আমার প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন রকমের ছিল। আমি যে কাজ ভাল বলিয়া বিবেচনা করিতাম, কেহ তাহা হইতে আমাকে প্রতি নিবৃত্ত করিতে পারিত না। এই কারণে পিতার নিকট আমি বহুবার তিরস্কৃত প্রহৃত এবং লাঞ্ছিত হইয়াছি কিন্তু তথাপি আমি আমার এক গুঁয়ে ভাব ছাড়ি নাই। হায়, এখনো যদি বুঝিতাম যে আমার একগুঁয়েমিই আমার সর্ব্বনাশের মূল হইবে।

যাহা হউক আমাদের ক্লাব বেশ চলিতে লাগিল। প্রতিদিন ক্লাব বসিত, নানা আলোচনার পর ক্লাব ভঙ্গ হইত। আমরা যখন কোথাও যাইতাম সমিতির সকলে একসঙ্গে যাইতাম।

আজ ক্লাব বসিলে পরেশ বলিল "ওহে হরিহরপুরের মনোমোহন বসু মহাশয়ের আজ মেয়ের বিয়ে, বোধ হয় তোমাদের সব নিমন্ত্রণ আছে। যদি থাকে তবে, সেখানে গিয়ে আজ একটু মজা করা যাউক। বরকর্ত্তাদের দেনা পাওনার মজাটাও দেখা হবে। আমি বলিলাম মজাটা আর কি দেখিবে; কন্যাপক্ষীয়দের কষ্ট ভাই আমি দেখতে পারবো না।" পরেশ বলিল চলত সকলকে জানিয়ে আসি যে আমরা বিবাহ প্রথার বিরোধী। তাহলে আমাদের ক্লাবের প্রতিপত্তি বাড়িবে। সকলে স্বীকৃত হইল। আমরাও সন্ধ্যার পর সাজিয়া গুজিয়া সকলে মিলিয়া হরিহরপুরে মনোমোহন বসু মহাশয়ের বাড়ী উপস্থিত হইলাম।

বাড়ী ঢুকিতেই সানাই, ঢোল প্রভৃতির শব্দে কান বধির হইবার উপক্রম হইল। অতি কষ্টে বর সভায় গিয়া দেখি বরকর্ত্তা, বর প্রভৃতি সকলে বিস্তৃত ফরাসের উপর বসিয়া গল্পগুজব করিতেছেন। আমরাও আস্তে আস্তে সেইখানে গিয়া উপবেশন করিলাম। পরেশ বরকর্ত্তার কাছে গিয়া বলিল "মহাশয় আপনাদের বাড়ী কোথায়?" বরকর্ত্তা বলিলেন, "খড়দহ।" পরেশ বলিল "পাত্র কি

করেন ?" বরকর্ত্তা বলিলেন, "এণ্ট্রান্স ক্লাস পর্য্যন্ত পড়েছিল এখন বাড়ী বসে জোৎ জমি দেখে।" পরেশ এবার আমার দিকে তাকাইয়া বরকর্ত্তা মহাশয়কে বলিল মহাশয় এ বিবাহে দেনা পাওনা কি রকম হচ্ছে ? বরকর্ত্তা বলিলেন, "আর মহাশয় দেনা পাওনা, এই দেখুন না ৮০০৲ টাকা বিয়ের সভায় দেবার কথা আছে। কি আশ্চর্য্য লোক ! মহাশয়, লগ্নের সময় হল, এখনও টাকার কথা নাই। আর ঘণ্টা খানেক দেখিব, যদি সমস্ত টাকা না পাই তবে পাত্র উঠাইয়া লইয়া যাইব, দেখি কেমন করে উনি বিবাহ দেন।" পরেশ এই পৈশাচিক ভাবের কথা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিল বলিল "মহাশয় আপনি কি ছেলে বিক্রয় কর্‌ছেন না তার বিয়ে দিচ্ছেন ? আর আজ রাত্রের মধ্যে যদি টাকা না পান তবে এত কি ক্ষতি হবে ? কালই না হয় টাকা নেবেন।" পরেশের কথা শুনিয়া তিনি রাগিয়া উঠিয়া বলিলেন "কাজিল ছোক্‌রা, তোমার এ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা বল্‌বার দরকার কি ? আমি যাহা ভাল বুঝিব তাহাই করিব।" "কৈ মহাশয় ! সময় হয়ে এল টাকা কই ?" বরকর্ত্তার রকম সকম দেখিয়া আমি অবাক্ হইয়া গেলাম ! দেখিলাম কন্যাকর্ত্তা যুক্তকরে বরকর্ত্তার নিকটে আসিয়া বলিলেনে "মহাশয় ! টাকা এখনি আসছে, স্থির হউন, ব্যস্ত হবেন না।" বরকর্ত্তা পুত্রকে লইয়া বিবাহ সভা হইতে উঠিয়া গেলেন। কন্যাগৃহে হাহাকার উঠিল।

বরকর্ত্তার নির্দ্দয় ব্যবহার দেখিয়া আমার অন্তঃকরণ দ্রবীভূত হইল, আমি তখন পিতার অজ্ঞাতসারে কর্ত্তব্যের ভীষণ আবর্ত্তে পড়িয়া অগ্রসর হইলাম। তখন বুঝিলাম না যে এ বিবাহ সুখের কি দুঃখের হইবে !

বিনা উপবাসে বিনা কষ্টে বিবাহ হইয়া গেল। আকাশের তারকাসমূহ গগন গবাক্ষ হইতে উকি মারিয়া বিবাহের সাক্ষ্য দিল। আত্মীয় স্বজন কেহ জানিল না। কতকগুলি ভদ্রলোকের সম্মুখে আমার বিবাহ হইয়া গেল। কে আমার পত্নী, সে দেখিতে কেমন এ সব বুঝিবার বা দেখিবার কোন অবসর পাইলাম না। বাঁসরে কোন ধূম হইল না। দুঃখ মিশ্রিত সুখ আমাকে বেষ্টন করিয়া রহিল।

বিবাহের পর দিনই বাড়ী চলিয়া আসিলাম। বাড়ী আসিলেই মাসিমা জিজ্ঞাসা করিলেন "ধীরু, কাল রাত্রে কোথায় ছিলিরে ?" আমি বলিলাম "পরেশদের বাড়ীতে ছিলাম"। মাসিমা আর কিছু বলিলেন না, আমিও নিশ্চিন্ত মনে আপন ঘরে গিয়া বসিলাম। কিছুক্ষণ পরে ডাকে একখানি আমার নামে চিঠি আসিল। চিঠি দেখিয়াই বুঝিলাম পিতার চিঠি।

চিঠি খুলিয়া দেখিলাম লেখা আছে "পত্র পাঠ চলিয়া আসিবে বিলম্ব করিও না।" পত্র পাঠ করিয়া আমার মাথা ঘুরিয়া উঠিল ; পত্র হাতে করিয়া ভাবিতে লাগিলাম। কি করিব ভাবিতেছি এমন সময় পরেশ আসিয়া উপস্থিত। পরেশ চিঠি পড়িয়া বলিল "যেতে ত হবেই তবে তোমার নূতন শ্বশুর বাড়ী হইতে একবার ঘুরিয়া এস।" পরেশের কথা মত আমি সেখানে দেখা করিতে গেলাম। সকলের সহিত দেখা হইল কিন্তু উষার সহিত দেখা করিতে লজ্জা করিতে লাগিল। উষা আমার স্ত্রীর নাম তাহা বিবাহের পর জানিতে পারিয়াছি। কিছুক্ষণ পরে দেখি শ্বশ্রূমাতার ইঙ্গিতে সে আপনিই আসিতেছে। তাহাকে সমস্ত কথা বলিলাম। সে নতমুখে অশ্রু ফেলিতে লাগিল। আমি তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলাম "ছি উষা, আবার আসুব কিছুদিন চুপ করে থাক।" উষা লজ্জায় বেশী কথা বলিতে পারিল না, নতমুখে নখ দিয়া মাটি খুঁটিতে লাগিল।

আমার উষাকে ছাড়িয়া যাইবার ইচ্ছা ছিল না কিন্তু কি করি, না গেলে উপায় নাই। বাধ্য হইয়া আঁখির কোলে অশ্রু লইয়া মনোবেদনা এবং ঘনিবিড় বিষাদের একটী মলিন ছবি রাখিয়া ও বক্ষে অপার মর্ম্মদাহ বহিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। বাড়ী আসিয়াই তাড়াতাড়ি জিনিস পত্র গোছাইয়া মাসিমা এবং গুরুজনের পদধূলি লইয়া কলিকাতার দিকে রওনা হইলাম। আমার সাধের ক্লাব্ পড়িয়া রহিল। পথে উষার বিষাদকাতর মুখ খানির কথা মনে হইতে লাগিল, কিন্তু পিতার কথা মনে পড়াতে সব চিন্তা দূর হইয়া গেল। আমি শুধু এক রাশি চিন্তা লইয়া কলিকাতায় উপস্থিত হইলাম।

বাড়ীতে প্রবেশ করিতেই গা শিহরিয়া উঠিল। সম্মুখে পিতার সহিত দেখা হইল, কিন্তু তিনি মুখ নত করিয়া চলিয়া গেলেন। বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়াই মাতাকে প্রণাম করিলাম। মাতা তখন বলিলেন "ধীরু ! করেছিস্ কি ? একেবারে মান ইজ্জত সব ডুবালি ! কোথায় বিয়ে করেছিস্ বল ; উনিত রেগেই অস্থির।" মার কথা শুনিয়া আমার কান্না আসিল, আমি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলাম "মা ইচ্ছে ক'রে বিয়ে করিনি, বাধ্য হয়ে বিয়ে করেছি, আমি যদি তখন বিবাহ না করি তাহলে এক দরিদ্র পরিবার চিরকালের মত সংসার হতে লুপ্ত হয় ; যদি কখন সময় পাই তখন সব বলবো।" আমরা কথা কহিতেছি এমন সময় বাবা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমিও সে স্থান হইতে প্রস্থান করিবার উপক্রম করিলাম। বাবা ডাকিলেন, "ধীরু"। আমি কম্পিত

পদে সেখানে উপস্থিত হইলাম। তিনি আমার হাতে এক খানি চিঠি দিলেন। আমি দেখিলাম চিঠি খানি সেই বরকর্ত্তার নামাঙ্কিত। চিঠি হাতে করিয়া আমি নত মুখে বসিয়া রহিলাম। বাবা বলিলেন "কার হুকুমে তুমি বিবাহ করেছ? বি, এ, পাশ করে মনে করেছ তুমি স্বাধীন হয়েছ। যদি এতই স্বাধীন হয়ে থাক আমার বাড়ী হইতে চলে গিয়ে স্বাধীনতার ধ্বজা উড়াও। এমন অবাধ্য ছেলের আমার বাড়ীতে স্থান হবে না।" পিতার গুরুগম্ভীর স্বর শুনিয়া আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল। আমি ভীত চকিত চিত্তে পিতার আদেশ বাণী লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। পিতা থামিলেন, তিনি মাতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "দেখ, মনে করে ছিলুম ঘোষের বাড়ী ছেলের বিয়ে দিয়ে কিছু পাওয়া যাবে, তা এই হতচ্ছাড়া ছোঁড়াটা সব মাটী করে দিলে। হতভাগা ছোঁড়ার আমি আর মুখ দেখব না।" এই বলিয়া চলিয়া গেলেন।

পিতার অর্থলোভের কথা শুনিয়া আমি স্থির থাকিতে পারিলাম না। পিতৃভক্তি ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইল। আমি বাটী হইতে বাহির হইলাম। বরাবর গঙ্গার ধারে উপস্থিত হইলাম। তখনও ভাগিরথী বক্ষে সূর্য্যরশ্মি ক্রীড়া করিতে ছিল। আমি ধীরে ধীরে ঘাটে বসিলাম। মনোমধ্যে চিন্তার অকূল সমুদ্র উছলিয়া উঠিল; উষার ম্লান মুখ খানি চিন্তার মধ্যে উকি মারিতে লাগিল। ভাবিতে ভাবিতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল, তথাপিও চিন্তার বিদ্বেষবহ্নি নির্ব্বাণ করিবার কোন উপায় খুঁজিয়া পাইলাম না, কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ আমার পিঠে কাহার হস্তের কোমল স্পর্শ অনুভব করিলাম। ফিরিয়া দেখি আমার মাতুল অনুকূলবাবু উপস্থিত। তাঁহার অনুরোধে এবং অনেক সাধ্য সাধনার পর আমি অনিচ্ছা সত্ত্বে বাড়ী আসিলাম। বাড়ী আসিয়া কাহাকে কিছুনা বলিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িয়া রহিলাম। পর দিন আর কোন কথা হইল না। বাবা কথা বলেন না আমিও কথা বলি না, দিন গুলি বেশ চলিয়া যাইতে লাগিল।

ভাদ্র মাস চলিয়া গেল। মাতা যদি কখনও বধূ আনিবার কথা পিতার নিকট উত্থাপিত করেন তবে তিনি তাহাকে ধমকাইয়া তাড়াইয়া দিতেন। সেই সময় আমার মনে অত্যন্ত মর্ম্মদাহ উপস্থিত হইত। কথা বলিবার উপায় নাই, মনের আগুন মনেই চাপিয়া রাখিতাম। প্রেসিডেন্সি কলেজে এম, এ, ক্লাসে ভর্ত্তি হইয়াছি। পড়ার গতিকে, কলিকাতার নানা প্রকার কোলাহলে

আমার দিনগুলি বেশ কাটিয়া যাইতে লাগিল, তবে যখন উষার সেই বিষাদ-ক্লিষ্ট মলিন মুখখানি মনে পড়িত তখন মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হইতাম।

একদিন আমার কলেজের কোন বন্ধু আমার অন্যমনস্কতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে আমি আমার বুকের যাতনা তাহার নিকট প্রকাশ করিলাম এবং বিবাহের দিনের বরকর্ত্তার নির্দ্দয় ব্যবহারের কথা তখন বলিতে লাগিলাম এবং সেই মুহূর্ত্তে বিবাহ সভায় যে ঘটনাবলী হইয়াছিল তাহা আমি বর্ণনা করিতেছি।

বসু মহাশয়ের কথা শুনিয়া তিনি চটিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন "আসা টাসা বুঝিনে; দেবেন ত দেন, না হয় পাত্র তুলে নিয়ে যাই। কন্যাকর্ত্তার সেই বিষাদ ক্লিষ্ট মলিন মুখখানি দেখিয়া আমার চক্ষে জল আসিল। আমি বলিলাম "মহাশয় শুনুন, আপনি ও ভদ্রলোক উনিও ভদ্রলোক, দুজনে মিছে মিছে কেন ঝগড়া কচ্ছেন, উনি যদি টাকা না দিতে পারেন আমরা তার উপায় করবো। লগ্ন উপস্থিত, কাজ আরম্ভ করুন।"

সভাস্থ অন্যান্য সকলে আমাদের পক্ষ সমর্থন করিলেন। কে এমন পাষাণ আছে যে ঐরূপ পিশাচ বরকর্ত্তার পক্ষ সমর্থন করিবে!

দেখিতে দেখিতে লগ্ন আসিয়া পড়িল বরকর্ত্তা টাকা না পাইয়া পাত্র লইয়া যাইবার উপক্রম করিল। কন্যার পিতা জাতি কুল ভয়ে বরকর্ত্তার পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। এইসব দেখিয়া শুনিয়া আমারও কান্না আসিল; আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম। আমাদের সমিতির সকলেই যুবক। তাহাদের রক্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিল, এবং বলিল "মহাশয় পাত্র নিয়ে যাবার ভয় দেখান কি, নিয়ে যাবেন যান, গ্রামে ঢের পাত্র পাওয়া যাবে।" পাত্র ত চলিয়া গেল এখন বসু মহাশয়ের জাতি রক্ষার উপায় কি?

সভাস্থ সকলে আমাদের মধ্যে কাহাকেও বিবাহ করিতে বলিলেন। কেহই সাহসী হইল না। পরেশ বিবাহ করিয়াছে সে আর করিতে পারেনা। পরেশ তখন আমাকে বলিল "ধীরেন বিয়ে করতে রাজী আছ? আমি চুপ করিয়া থাকিলাম।" পরেশ আবার বলিল "কিহে চুপ করে থাকলে কেন?" আমি বলিলাম, "ভাবছি বাবা মত দেন কি না, আমার মত হয় কিন্তু"— "কিন্তু কি? কিন্তু টাকা পাবে না? বিশ্ববিদ্যালয়ের সদ্যঃপ্রসূত বি, এ, ডিগ্রিধারী কত টাকা চাও। ধীরেন! এই সমাজ (সংসার) করিবার প্রকৃত অবসর। আজ যদি তুমি তোমার উপাধি সামান্য রজত খণ্ডে বিক্রয় না করিয়া দরিদ্রের হা হুতাশের পরিবর্ত্তে আশীর্ব্বাদের মঙ্গল জ্যোতিঃ আনিতে পার তবে

দেখিবে তুমি কত উচ্চ, কত নিঃস্বার্থ। জগতে তোমার প্রশংসা ধরিবে না ক্লাব করিয়া মোড়লি করা সার্থক হবে। পরেশের কথায় আমার চক্ষু হইতে দর বিগলিত ধারায় অশ্রু পড়িতে লাগিল; আমি রুদ্ধ নিশ্বাসে রহিলাম। কেহই বুঝিল না যে আমি কর্ত্তব্যের খাতিরে পিতৃক্রোধে দগ্ধ হইতে চলিলাম। পরেশ আমাকে আলিঙ্গন করিল। আমি সভাস্থ সকলের অনুমতি ক্রমে বিবাহ করিলাম।" যেমন আমি এই কথা বলিলাম আমার বন্ধু আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল "ভাই এ জগতে তুমিই ধন্য, ধন্য তোমার কর্ত্তব্য জ্ঞান, ধন্য তোমার শিক্ষা, পিতৃক্রোধ তোমায় স্পর্শ করিতে পারিবে না। বন্ধুর আশ্বাস বাণীতে আমি কথঞ্চিৎ সুস্থ হইলাম।

পূজার ছুটি আসিল। মা এবার জোর করিয়া বাবাকে গৃহে বধূ আনিবার জন্য আঁখির প্রান্তে অশ্রু লইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। মাতার অনেক অশ্রু জল ব্যর্থ হওয়ার পর পিতা বলিলেন "যে ছেলে আমার অজ্ঞাতসারে আমার অমতে এক অজ্ঞাত কুলশীলাকে বিবাহ করিয়াছে তাহার সুখের জন্য আমি সেই অজ্ঞাত কুলশীলাকে জীবন থাকিতে গৃহে আনিতে পারিব না। যদি বধূ আনিতে ইচ্ছা কর তবে ছেলের আবার বিবাহ দেও।" বাবার কথা শুনিয়া আমার চক্ষে জল আসিল, আমি রুদ্ধ নিশ্বাসে কাঁদিতে লাগিলাম মাতা দেখিতে পাইলেন। তিনি কি করিবেন। তাঁহার হাত থাকিলে হয়ত তিনি আমাকে সুখী করিতেন!

পূজার ছুটী হইয়া গিয়াছে। পূজার সপ্তমী অষ্টমীও কাটিয়া গিয়াছে। নবমীর প্রাতে আমি একখানি চিঠি পাইলাম। চিঠি খুলিয়া দেখি শ্বশুর মহাশয় লিখিতেছেন; "বাবা, উষা বুঝি আর বাঁচে না। এতদিন একবার এলে না, অন্তিম সময়ে যদি একবার তাকে দেখা দাও তবে তার সুখে মৃত্যু হয়। প্রলাপে শুধু তোমারই কথা বলিতেছে। তুমি কি এত নিষ্ঠুর হইবে যে, তাহার শেষ আশা পূর্ণ করিবে না? পারত একবার আসিও।" ইতি

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী—

মনোমোহন বসু।

আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। কাহাকেও না বলিয়া রুদ্ধশ্বাসে ট্রেণের জন্য দৌড়িলাম। ভাগ্য ভাল ট্রেণ পাইলাম। ট্রেণে আসিতে আসিতে সব চিন্তা মনে আসিতে লাগিল। উষার কথাই কেবল মনে হইতে লাগিল। ভাবিতে লাগিলাম "উষাকে যদি না পাই তবে ব্যর্থ হীন জীবন লইয়া কি করিব! যদি উষা ভাল হয় তবে দুজনে নিভৃত কন্দরে বাস করিব, কেহ বাধা দেবে না!

মনের সুখে দুজনে ভবের খেলা সাঙ্গ করিব। ট্রেণ থামিতেই আমি ট্রেণ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া শ্বশুর বাড়ীর দিকে ছুটিলাম। পা যেন সরে না। বুক দুর দুর করিতে লাগিল। হাত পা সব অবশ হইয়া যাইতে লাগিল। বাড়ী গিয়া কাহাকেও দেখিলাম না। একজন পাড়ার লোককে জিজ্ঞাসা করিলাম, সে বলিল "এ বাড়ীর একটী লোক মারা গিয়াছে তাই তাঁরা সব শ্মশানে গিয়াছেন। আমি এই কথা শুনিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। লোকটী আমার প্রতি তাকাইয়া চলিয়া গেল। আমি চারিদিক শূন্য দেখিলাম, পৃথিবী আমার নিকট ঘুরিতে লাগিল। আমিও সেই সঙ্গে ঘুরিতে ঘুরিতে শ্মশানের দিকে চলিলাম। যাইতে যাইতে দেখিলাম সকলে হরিধ্বনি দিতে দিতে ফিরিয়া আসিতেছে। আমাকে দেখিয়া সকলে কাঁদিয়া উঠিল। আমি পাগলের ন্যায় বিকট হাস্য করিয়া শ্মশানের দিকে হারান ধনটীকে খুঁজিবার জন্য ছুটিলাম। শ্মশানে আসিয়া চুল্লীর ভস্ম মাখিয়া সেইখানে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলাম। শুইয়া থাকিতে পারিলামনা। উঠিয়া দাঁড়াইলাম। হৃদয়ের ধিক্কার বাণী, অবিরাম শ্রবণে ধ্বনিত হইতে লাগিল; অজ্ঞাত অনুশোচনার তীক্ষ্ণদন্ত আমার হৃৎপিণ্ডকে দংশন করিতে লাগিল—করুণ অনুতাপ হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া মুহুর্মুহুঃ মুখরিত হইতে লাগিল, "হায়! কি করিলাম।" সমস্ত প্রকৃতি আমাকে দেখিয়া যেন ঘৃণায় সরিয়া যাইতে লাগিল। আমি পাগল হইলাম।

প্রায় দুই বৎসর অতীত হইয়াছে তবুও উষার সেই মধুমাখা স্মৃতি ভুলিতে পারি নাই। সে গিয়াছে। বিজয়া দশমীর দিন "মার" সহিত ত্রিদিবের কুসুম ত্রিদিবে চলিয়া গিয়াছে। আমি একখানি ভাঙ্গা হৃদয় লইয়া পড়িয়া আছি।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ রায়।

অবিমৃষ্যকারিতা।

বহু দিন হইতে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মিত্র শাস্ত্রী মহাশয় কায়স্থ পত্রিকায় কায়স্থ-সূত্র প্রকাশ করিতেছেন প্রবন্ধে অনেক জানার বিষয় থাকিলেও সময় সময় তাঁহার লেখনীতে অভিনব "বা" অবাস্তব বিষয় প্রকাশিত হওয়ায় অজ্ঞাতসারে সমাজের অল্পবিস্তর ক্ষতি সংসাধিত হইতেছে। ইতিপূর্ব্বে প্রবন্ধের প্রতিবাদ বাহির হওয়া স্বত্বেও সাবধান হইতেছেন না, প্রবন্ধের সৌন্দর্য্য হানি ভয়ে তিনি প্রতিবাদ করিতে আপাততঃ নিষেধ করিলেও দিনকাল অনুসারে সমাজ কায়স্থ পত্রিকার উপর "বা কায়স্থ সভার উপর বীতশ্রদ্ধ না হয় তজ্জন্য ২।১টি কথা বলিতে ইচ্ছুক হইয়াছি। শাস্ত্রী মহাশয় ১৩১৭ সালের পৌষ সংখ্যায় দত্তক সম্বন্ধে যে প্রকার মতপ্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার সাহসিকতার প্রশংসা করিতে হয়। তিনি লিখিয়াছেন যে "দত্তক পুত্রে কুলং নাস্তি" কথাটী বল্লাল সেন "বা' কোন সমাজপতির অনুমোদিত নয়, উহা হাতগড়া শ্লোক এজন্য উহা পরিত্যজ্য। উদাহরণ দিতে ছাড়েন নাই। রাঢ়ীয়, বারেন্দ্রব্রাহ্মণ এবং দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজে দত্তক দ্বারা কুলরক্ষা হইতেছে। বঙ্গজের দত্তক গোপাল বসু ঠাকুর মহাশয়ের সন্তানগণ শ্রেষ্ঠ কুলীন বলিয়া গণ্য।

শাস্ত্রী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি "দত্তক পুত্রে কুলং নাস্তি'' মতটী বল্লাল সেন "বা'' কোন্ সমাজপতির অনুমোদিত কিনা তদসম্বন্ধে তিনি কত দূর অবগত আছেন? দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজে দত্তক দ্বারা কুল রক্ষিত হয় ইহা শাস্ত্রীমহাশয়ের স্বকল্পিত, দক্ষিণরাঢ়ীয় কুল গ্রন্থে স্পষ্ট লেখা আছে যে "দত্তক পুত্রের অন্যান্য বিষয় পুত্রত্ব থাকিলেও কুলত্ব বিষয় পুত্রত্ব নাই দত্তক পুত্রবংশজ হন'' দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলপ্রথা পঞ্চাদশ শতাব্দীতে পুরন্দর খাঁ কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হয় আজ পর্য্যন্ত সেই নিয়মে সমাজ চালিত সুতরাং রাজা পরমানন্দ রায়ের পূর্ব্বেও কায়স্থ সমাজে দত্তক পুত্রের কুল থাকে না বলিয়া প্রচলিত ছিল। গোপাল বসু ঠাকুরের সময় যখন দত্তক পুত্রে কুল নাই বলিয়া জানা যায় তখন কি সমাজ পতি ছিল না? গোপাল বসু কোন সময়ের লোক একবার বিবেচনা করিয়া দেখিবেন যে "দত্তক পুত্রে কুলং নাস্তি'' ইহা সমাজপতিদের অনুমোদিত। গোপাল বসু দত্তক পুত্র হইয়াও কুলীন হইতে বহু বেগ পাইতে হইয়াছিল কাশীতে ২২বার পুরশ্চরণ করিয়া সিদ্ধ পুরুষ হন এবং বর পান

যে "তোমার বংশ যেখানেই থাকুক শ্রেষ্ঠ কুলীন বলিয়া সম্মানিত হইবে।" বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ হইয়াছিল বলিয়া সকলেই বিশ্বামিত্র নয়।

রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ মধ্যে দত্তক পুত্র দ্বারা কুল রক্ষা হয় ইহা কি প্রকারে জানিলেন? উপেন্দ্র বাবু শাস্ত্রের দোহাই দিয়াছেন কিন্তু আমি শাস্ত্রালোচনায় অনধিকারী হইলেও এইটুকু জানি যে দত্তক পুত্র পূর্ণাশৌচ ভোগী নয় উত্তরাধিকার সম্বন্ধেও ঔরস পুত্রের অর্দ্ধভাগী হয় সুতরাং কেমন করিয়া ঔরস পুত্রের সহিত সমান সম্মানী হইবে তাহা জানিনা. সদাচার বিষয় কিঞ্চিৎ হীন হওয়ায় মধ্যল্য ও মহাপাত্রগণ কুলীন অপেক্ষা কম সম্মানী; বৌদ্ধ বিপ্লবে আচার বৈলক্ষণ্য হইয়াইত অচল শ্রেণী নিন্দিত হইয়াছে (যদিও শাস্ত্রী মহাশয় অচল শ্রেণীকে কায়স্থেতর অনার্য্য, অসভ্য ও পার্ব্বতীয় জাতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন কিন্তু তাহা শাস্ত্রী মহাশয়ের ভ্রান্তিমূলক ও কায়স্থ সমাজের গ্লানি কর) প্রবন্ধে "দত্তক পুত্রে কুলংনাস্তি" ইহা ভূল বলার কারণ জয়ী মিত্রের নিকুলতা ইহাই প্রকাশ পাইয়াছে। বহুকাল অবধি যে নিয়ম সমাজে প্রচলিত রহিয়াছে প্রবল পরাক্রান্ত রাজা প্রতাপাদিত্য, কেদার রায় ও লক্ষণ মাণিক্য প্রভৃতি মহারথী সকল যাহার প্রতিকুলাচরণ করিতে অসমর্থ হইয়া অবনত মস্তকে স্বীকার করিয়াছেন আপনার আমার মত লোকে তাহার অন্যথা করিতে যাওয়া দুরাশা ও দুঃসাহসিকতা ভিন্ন আর কিছুই না। বঙ্গজ সমাজে সমাজ পতির আধিপত্য আজ কাল না থাকিলেও সমাজের কুলীনগণ এখনও বর্ত্তমান আছেন। কুলীনগণের নিতান্ত ক্ষমতা হীনতা হইলে চন্দ্রদ্বীপের মিত্ররাজ বংশ কর্ত্তৃক মিত্র বংশ কুলীন বলিয়া গণ্য হইত। কায়স্থ এবং কায়স্থেতর সমস্ত জাতিই বঙ্গজ বসু, ঘোষ, গুহদিগের উপাধি শেষে ঠাকুর বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকে কিন্তু মিত্রদিগের উপাধির শেষে ঠাকুর না বলিয়া মধ্যল্য মহাপাত্র প্রভৃতির ন্যায় "মহাশয়" বলিয়া সম্বোধিত হইয়া থাকে যে মিত্র বংশের এতদূর অবনতি হইয়াছে তাহাকে অত সহজে উন্নীত করিতে পারিলে অবশ্য চেষ্টা করিতে পারেন ১৩১৭ সালের (কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ মাসের) কায়স্থ প্রতিভায় এই জন্যই শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা মহাশয় লিখিয়াছেন যে "নূতন কিছু করিবার তাঁহার (শাস্ত্রী মহাশয়ের) বড় সাধ!"॥

ভূষণা "বা" ফতয় বাদ সর্জ্জ "রাদ" সমাজ বলিয়া নগণ্য ছিল তজ্জন্য তদ্ স্থানে যে সব কুলীন বংশবাস করেন তাঁহারা তত সমাদৃত নহে বর্ত্তমানে যে সব কুলীন বংশোদ্ভূত কায়স্থ আছেন তাঁহাদের আদি স্থান ভূষণা নয়। ওলপুরের চৌধুরী বংশের আদি মালখানগর এবং তাঁহারা দৈবানুগ্রহে সমান মর্য্যাদাপন্ন আছেন।

শাস্ত্রী মহাশয়কে অনেক কথা বলিলাম তাহার কারণ শাস্ত্রী মহাশয় কায়স্থ সভার একজন হিতৈষী সভ্য এবং প্রচারক কাজেই কায়স্থ সভা কর্ত্তৃক কায়স্থ পত্রিকায় এরূপভাবে শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে শাস্ত্রী মহাশয়ের উপর সমাজের ঘৃণা আসিবে এবং কায়স্থ সভার উদ্দেশ্য "বা" কার্য্যাবলীর উপর সন্দিগ্ধ হইবেক। ফলে জাতীয় উন্নতি ভস্মীভূত হইবে। চন্দ্রদ্বীপসমাজ নিতান্ত কুম্ভকর্ণের ন্যায় নিদ্রিত নহে তাঁহারা ধীরভাবে কায়স্থ সভার কার্য্যাবলীর উপর লক্ষ্য রাখিতেছেন। কায়স্থ সভা যখন তাঁহাদের উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করিতে পারিবে তখন সহজেই সভার কার্য্যোদ্ধার হইবে সন্দেহ নাই। ইতি—*

ডাক্তার শ্রীহেমন্তকুমার বসু, নুরুল্লাপুর বরিশাল।

কায়স্থোৎপত্তি ও তাহার বর্ণনির্ণয়।

শ্রুতিতে দৃষ্টহয়,—

'ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ বাহুরাজন্যঃকৃতঃ।
উরুতদস্য যদ্‌বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত॥

তাই ভাগবত পুরাণ বলেন,—

পুরুষস্য মুখং ব্রহ্ম ক্ষত্রমেতস্য বাহবঃ।
ঊর্ব্বো বৈশ্যো ভগবতঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো ব্যজায়তঃ।

সেই আদিপুরুষের মুখই ব্রাহ্মণ জাতি, বাহুদ্বয় ক্ষত্রিয় জাতি, বৈশ্য তাঁহার উরুদ্বয় এবং তাঁহার পদদ্বয় হইতে শূদ্র জন্মিয়াছে।

মুখ, বাহু, উরু, যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, বলিয়া উক্ত হইয়াছে। বাস্তবিক ব্রহ্মার ঐ সকল অঙ্গই কি ঐ সকল জাতি? পণ্ডিতেরা বলেন তাহা নহে; কিন্তু ঐ সকল অঙ্গ, ঐ সকল জাতির কারণ বলিয়া, কারণ ও কার্য্যের অভেদ হেতু, অঙ্গগুলিই জাতি বলিয়া উক্ত হইয়াছে। মৎস্য পুরাণে

* কায়স্থসভা জাতিতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিতে সকলকেই অনুরোধ করেন, উপেন্দ্র বাবুর লেখায় যদি কোন ভ্রম থাকে তাহা অপরে প্রদর্শন করিলে আমরা তাহাও প্রকাশ করিব। হেমন্ত বাবু কি জানেন না যে পূর্ব্বে কায়স্থ সূত্রের প্রতিবাদ আমরা কায়স্থ পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছি। আমরা এক পক্ষকে কেবল প্রশ্রয় দিই না। এরূপবাদ প্রতিবাদ না প্রকাশিত হইলে জাতি তত্ত্বের সত্য সম্যক নিরূপিত হয় না। ইহাতে কায়স্থ সভার উপর কেন সন্দিগ্ধ হইবে তাহা বুঝিলাম না, চন্দ্রদ্বীপ সমাজ কি কায়স্থ সভা হইতে পৃথক? কায়স্থ সভাও সকল সমাজকেই আহ্বান করিয়াছেন? কাঃ সঃ

দেখাযায় বেণের মথ্যমান শরীর হইতে ম্লেচ্ছজাতিগণ উৎপন্ন হইয়াছিল; কিন্তু বৃহদ্ধর্ম্মে দেখাযায় বেণের শরীর হইতে ম্লেচ্ছনামক একটী মাত্রপুত্র উৎপন্ন হয়; সেই ম্লেচ্ছের পুত্র ম্লেচ্ছের কারণ বলিয়া পুত্রগণই বহুম্লেচ্ছের কারণ ফলতঃ এক-ম্লেচ্ছের উৎপত্তি যেমন মৎস্য পুরাণে বহুম্লেচ্ছের উৎপত্তি বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে, সেইরূপ এক চিত্রগুপ্তের উৎপতিই পদ্মপুরাণে বহু কায়স্থের উৎপত্তি বলিয়া উক্ত হইয়াছে,—

ততোঽভিধ্যায়তস্তস্য জজ্ঞিরে মানসী প্রজাঃ।
তৎশরীর সমুৎপন্নৈঃ কায়স্থৈঃ করণৈঃ সহ॥
ক্ষেত্রজ্ঞাঃ সমবর্ত্তন্ত গাত্রেভ্য স্তস্য ধীমতঃ॥

'অনন্তর ব্রহ্মা ধ্যান করিতে আরম্ভ করিলে তাহার মানস প্রজাগণ উৎপন্ন হইলেন। তাঁহার শরীর সম্ভূত কায়স্থ করণগণের সহিত ক্ষেত্রজ্ঞগণ গাত্র সকল হইতে জন্মিলেন।'

উদ্ধৃত পদ্মপুরাণীয় বচন কায়স্থজাতির মৌলিকত্ব সম্বন্ধে জলন্ত প্রমাণ; কিন্তু তাহা হইলেও বিপক্ষ ও নিরপেক্ষ সকলেই এই পদ্মপুরাণীয় বচনের অর্থান্তর করিয়া, ইহা যে কায়স্থের উৎপত্তি-বিষয়ক নহে, তাহাই প্রতিপন্ন চাহেন। তাঁহারা বলেন 'উদ্ধৃত পদ্মপুরাণীয় বচনের "মানস প্রজা" ব্রহ্মার মানস সংকল্প সম্ভূত মহাভূতাতি জগদুপাদান সমূহ। "কায়স্থ" শরীরস্থ ইন্দ্রিয়াদি, "করণ" এবং "ক্ষেত্রজ্ঞ" অর্থে জীবাত্মা।' তাহাদের একরূপ ব্যাখ্যা করিবার হেতু, তাঁহারা বলিয়া থাকেন, 'যে মানস প্রজার সহিত কায়স্থ বা করণ জাতির উৎপত্তি অসম্ভব। বিশেষতঃ বর্ণসঙ্কর করণের উৎপত্তি ও ব্রহ্মদেহ হইতে কখনই নহে। অপিচ, "ক্ষেত্রজ্ঞ" শব্দে জীবাত্মা; জীবাত্মার সহিত কায়স্থজাতির উৎপত্তি নিতান্ত অসঙ্গত।' আমরা কিন্তু এরূপ ব্যাখ্যা স্বীকার করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম; কারণ যদিও 'প্রজা' শব্দে সৃষ্ট বস্তু মাত্রেই বুঝাইতে পারে, কিন্তু তাহা হইলেও উহা প্রজা শব্দের গৌণ অর্থ। প্রজা শব্দের মুখ্যার্থ ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয়। পদ্মপুরাণের ঐ সকল বচন স্পষ্টই প্রজা সৃষ্টির অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয়ের উৎপত্তির কথাই বলিতেছে। শ্রীমদ্ ভাগবতে আছে,—

হৃদয়ং তস্যৈব ব্রহ্ম ক্ষত্র মঙ্গং প্রচক্ষতে।

কর্দ্দমং প্রতি মনু বচনম্।

"সৃষ্টিকর্ত্তার হৃদয়ই ব্রাহ্মণ জাতি, ক্ষত্রিয় জাতি তাঁহার শরীর।" এই বচনের মধ্যে অনেক গূঢ়তত্ত্ব নিহিত আছে। সে সকলের কথা বলিবার

প্রয়োজন নাই; তবে মোটামুটী এটা জানা আবশ্যক যে ব্রাহ্মণ মানস বলে বলীয়ান্ বলিয়াই তিনি ব্রহ্মার হৃদয় বা মনঃ; এবং ক্ষত্রিয় জাতি শরীর বলে বীর্যবান্ বলিয়াই ক্ষত্রিয় তাহার শরীর। যাহা হউক উদ্ধৃত পদ্মপুরাণীয় শ্লোকে, যে ব্রাহ্মণ জাতিকেই ব্রহ্মার মনঃসম্বন্ধীয় প্রজা বা 'মানসী প্রজাঃ' বলা হইয়াছে, ইহা স্পষ্টই বুঝা যায়। অতএব শারীর বা ক্ষত্রিয় প্রজাস্থলে কায়স্থাখ্য করণের কথা বলা অতীব সুসঙ্গতই হইয়াছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, গেল, এখন-বৈশ্যশূদ্রের কথা। বৈশ্য জাতির মুখ্য বৃত্তি কৃষি,—

কৃষি-গোরক্ষ-বাণিজ্যং বৈশ্য কর্ম্ম স্বভাবজম্। গীতা।

এই কৃষি হইতেই বৈশ্যকে গোরক্ষক হইতে হইয়াছে, কেননা গরু না রাখিলে চাষ চলে না। এবং এই কৃষিজাত শস্য প্রাচুর্য্যেই বৈশ্যকে বণিক্ বা ব্যবসাদার হইতে হইয়াছে, কেননা বৈশ্য শস্য বিক্রয় না করিলে শস্য অপর জাতিতে কোথায় পাইবে? সে ভিন্ন শস্যের মূল মালিক আর ত কেহই নহে। ফলতঃ বৈশ্য জাতির সংক্ষেপে বর্ণনা করিতে হইলে তাহাকে 'কৃষক' বলিলেই চলে; কারণ 'কৃষক' বলিলেই তাহাকে গোরক্ষক এবং বণিক্ও বলা হইতে পারে। আর শূদ্রত খাঁটী কৃষক,—

ব্রহ্মক্ষত্রবিষাং সেবা শূদ্রস্য কৃষিকর্ম্ম চ।

বৃহদ্ধর্ম্মসু পূর্ব্বখণ্ড। ৩০।৮

"দ্বিজাতিত্রয়ের সেবা ও কৃষিকর্ম্ম শূদ্রের।" এখানে শূদ্রকে কৃষক বলিয়া ঋষি উহাকে বৈশ্যবৃত্তিতে অধিকার দিয়াছেন, প্রাচীন স্মৃতিও শূদ্রকে বৈশ্য বৃত্তিক হইতে অনুমতি দিয়াছেন,—

শূদ্রস্য দ্বিজশুশ্রূষা তয়া জীবন্ বণিগ্ ভবেৎ

যাজ্ঞবল্ক্য।

আসল কথা বৈশ্য ও শূদ্র পরস্পরের নিকটবর্ত্তী বলিয়া, শূদ্রের বৈশ্য বৃত্তিটা 'বামনের চাঁদে হাত দেওয়া নহে।' যাহা হউক ইহা স্থির যে শূদ্রও 'কৃষক' পদবাচ্য।

বৈশ্য ও শূদ্রকে সামান্যতঃ 'কৃষক' বলা যায়, ইহা দেখা গেল; এখন দেখা যাউক উদ্ধৃত পদ্মপুরাণ বচনে ইহাদের উৎপত্তির কথা বলা হইয়াছে কিনা,—

ক্ষেত্রজ্ঞাঃ সমবর্ত্তন্তগাত্রেভ্য স্তস্য ধীমতঃ॥

"ক্ষেত্রজ্ঞগণ সেই ধীমানের গাত্র সকল (উরুপাদেভ্যঃ) হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন।" এই 'ক্ষেত্রজ্ঞগণ' কি কৃষক নহে?

'ক্ষেত্রং জানাতি ইতি ক্ষেত্রজ্ঞঃ।' ক্ষেত্র কিরূপ অবস্থায় কর্ষণোপযোগী হয়, কোন্ ক্ষেত্র শস্য উৎপাদনে সক্ষম, কতটা কর্ষণে ও কিরূপ অবস্থায় ক্ষেত্র বপন বা রোপন যোগ্য হয়, কিরূপ ক্ষেত্র কি প্রকার সারে ও কোন্ ফসল উৎপন্ন করিতে পারে—ইত্যাকার ক্ষেত্রজ্ঞান কৃষকেরই আছে, এজন্য কৃষককে 'ক্ষেত্রজ্ঞ' কহে; সুতরাং উক্ত পদ্মপুরাণবচনের 'ক্ষেত্রজ্ঞ' জীবাত্মা নহে, 'কৃষক' অর্থাৎ বৈশ্য ও শূদ্র।

পদ্মপুরাণের বচন যে বর্ণ চতুষ্টয়ের উৎপত্তি বিষয়ক আমরা তাহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে সপ্রমাণ করিলাম; এক্ষণে কেহ হয়ত বলিবেন, ভাল মানিলাম "মানসপ্রজা" শব্দে ব্রাহ্মণ এবং "ক্ষেত্রজ্ঞ" শব্দেও কৃষক বা বৈশ্য, শূদ্র; কিন্তু এত বড় বড় ক্ষত্রিয় থাকিতে ক্ষত্রিয় স্থলে 'করণ' বা 'কায়স্থের' কথাই কেন উল্লেখ হইল? দেশে কি আর ক্ষত্রিয় ছিল না? কথাটা প্রথম দৃষ্টিতে কেমন কেমন লাগে বটে, কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে সকল সংশয়ের মূলোচ্ছেদ হইবে। বড় ক্ষত্রিয় কাহারা?

চন্দ্রাদিত্য মনুনাঞ্চ প্রবরাঃ ক্ষত্রিয়াঃ স্মৃতাঃ।
ব্রহ্মণো বাহুদেশাচ্চৈ-বান্যাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, ব্রহ্মখণ্ড, ১০।১৫।

'চন্দ্র, আদিত্য ও মনুগণ হইতে প্রবর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়গণ উৎপন্ন হইয়াছে; ব্রহ্মার বাহুদেশ হইতে অন্য ক্ষত্রিয় জাতি সকল উৎপন্ন হয়।' চন্দ্র ও ব্রাহ্মণ অত্রির পুত্র, এবং আদিত্য ও ব্রাহ্মণ কশ্যপের তনয়; বৈবস্বত মনু আবার আদিত্যের পুত্র; এসব ব্রাহ্মণ-বংশ সম্ভূত ক্ষত্রিয়ের মূল ও ব্রহ্মার বাহু নহে, তখন ব্রাহ্মণের উৎপত্তির পর ক্ষত্রিয় স্থলে করণ বা কায়স্থ ব্যতীত কোন্ ক্ষত্রিয়ের কথা বলা যাইতে পারে? অগ্নিকুল ক্ষত্রিয়েরা ব্রহ্মাঙ্গজাত নহে। বশিষ্ঠের গাভিনন্দিনী হইতেও অনেক ক্ষত্রিয় উৎপন্ন হইয়াছিল,—নন্দিনী যখন রাজা বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক অপহৃতা হন, তখন সেই গোরূপিণী ভগবতী সসৈন্য বিশ্বামিত্রের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভের নিমিত্ত আপন শরীর হইতে সৈন্য দলের সৃষ্টি করেন। সেই গাভি স্বীয় "পুচ্ছদেশ হইতে পহ্লবগণ, পয়োধরমণ্ডল হইতে দ্রবিড় ও শকগণ, শকৃত হইতে কাঞ্চিগণ; পার্শ্বদেশ হইতে শবরগণ, এবং ফেণ হইতে পৌণ্ড্র, কিরাত, যবন, সিংহল, বর্ব্বর, খস, চিবুক, পুলিন্দ, চীন, হূণ, কেরল প্রভৃতি বহুবিধ ম্লেচ্ছ সৃজন করিলেন (মহাভারত, আদি, ১৭৮ অ)।" মনুর দশম অধ্যায়

৪৩।৪০ শ্লোকে এই সকল জাতিগুলির অধিকাংশ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে' যে 'ক্রমে ক্রমে ক্রিয়ালোপে ও ব্রাহ্মণাদর্শনে এই সকল ক্ষত্রিয় জাতিগণ বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে;'" সুতরাং দ্রবিড় খসাদি জাতি সকল অগ্রে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় ছিল, তাহাতে আর সংশয় নাই। তবে পরবর্ত্তী কালে ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হওয়ায় মহাভারতকার উহাদিগকে একবারেই ম্লেচ্ছ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যাহা হউক, এক্ষণে করণের ব্রহ্মদেহ হইতে উৎপত্তির কথা।

আমরা জানিলাম ব্রাত্য হইবার পূর্ব্বে খস দ্রাবিড়াদি জাতিসকল বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় ছিল; সুতরাং "ব্রাত্য ক্ষত্রিয় হইতে ঝল্ল, মল্ল, নট, নিচ্ছিবি, করণ, খস ও দ্রবিড় প্রভৃতি জন্মে," এই মনুক্তিতে যেন কেহ এরূপ না ভাবেন, যে 'কোনও একজন ক্ষত্রিয় ব্রাত্য হইয়া ঝল্লাদি নাম বিশিষ্ট ৭টী পুত্র উৎপন্ন করে।' কেননা, যেমন ব্রাহ্মণ হইতে 'চট্টোপাধ্যায়' 'মুখোপাধ্যায়' প্রভৃতি জন্মে বলিলে মুখোপাধ্যায় ব্রাহ্মণ হইতেই মুখোপাধ্যায় এবং চট্টোপাধ্যায় ব্রাহ্মণ হইতেই চট্টোপাধ্যায় জন্মে বুঝিতে হয়, সেইরূপ ব্রাত্যক্ষত্রিয় হইতে করণ খস ও দ্রবিড় জন্মে বলিলে, করণ নামক ব্রাত্য ক্ষত্রিয় হইতেই করণ, খস নামক ব্রাত্যক্ষত্রিয় হইতেই খস এবং দ্রবিড় নামক ব্রাত্যক্ষত্রিয় হইতেই দ্রাবিড় উৎপন্ন হয় বুঝিতে হইবে। খস, দ্রবিড় ব্রাত্য হইবার পূর্ব্বে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় ছিল, সুতরাং করণও অগ্রে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় ছিল সন্দেহ নাই। আবার খস, দ্রবিড়ের মূল উৎপত্তি যেমন নন্দিনী দেহ হইতে, সেইরূপ করণের ও মূল উৎপত্তি কেন ব্রহ্মার অঙ্গ হইতে না হইবে? করণ যখন বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় ছিল, তখন তাহার ব্রহ্ম বাহু হইতে উৎপত্তি হওয়া কি অসঙ্গত? বিপক্ষীয়েরা বলেন "বর্ণসঙ্কর করণের উৎপত্তি ব্রহ্মদেহ হইতে হইতে পারে না"; ইহাতে যদি তাঁহারা 'করণ' শব্দে ক্ষত্রবৈশ্যাজ বা বৈশ্যশূদ্রাজ করণ বুঝিয়া থাকেন, তাহা হইলে করণের উৎপত্তি ব্রহ্মদেহ হইতে হইতে পারে না বটে; কিন্তু ক্ষত্রিয় করণের উৎপত্তি যে ব্রহ্মাঙ্গ হইতে ইহা সম্পূর্ণ সঙ্গত ও ধ্রুব সত্য।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, যে যেমন বৃহদ্ধর্ম্মের বেণাঙ্গ-সম্ভূত এক ম্লেচ্ছের উৎপত্তিই মৎস্য পুরাণে বহুম্লেচ্ছের উৎপত্তি বলিয়া কীর্ত্তিত, সেইরূপ এক চিত্রগুপ্তের উৎপত্তিই পদ্মপুরাণে বহু কায়স্থের উৎপত্তি বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে, কেননা যেমন এক ম্লেচ্ছ বহু ম্লেচ্ছের কারণ, সেইরূপ এক চিত্রগুপ্তই বহু কায়স্থের হেতু। কার্য্য কারণের অভেদ জ্ঞানই এইরূপ উক্তির মূল সন্দেহ নাই। বৃহদ্ধর্ম্মে আছে,—

বেণস্য স্বাঙ্গাৎ সম্ভূতো ম্লেচ্ছোনাম সুতোবরঃ।
পুলিন্দঃ পুক্কশশ্চৈব খসোবৈ যবনস্তথা॥
সুহ্ম-কাম্বোজ শবরাঃ খরশ্চেত্যাদয়ঃ সুতাঃ।
ম্লেচ্ছস্য সং বভুবুশ্চ ম্লেচ্ছতেজাস্ত এবহি॥

এই কথাই মৎস্যপুরাণে অন্য আকারে দেখা যায়,—

তৎকায়ান্মথ্য মানাত্তু নিপেতুর্ম্লেচ্ছ জাতয়ঃ।

যাহা হউক পদ্মপুরাণ যে বহুকায়স্থের উৎপত্তি বর্ণনা করিয়া, এক চিত্রগুপ্তেরই উৎপত্তির কথা বলিয়াছেন তাহা স্থির; কেননা কায়স্থ শব্দের অর্থই 'চিত্রগুপ্তস্থ'; এজন্য "কায়স্থৈঃক গৈঃ সহ।" এই চরণের ব্যাখ্যা "কায়স্থৈঃ চিত্রগুপ্তস্থৈঃ ক গৈঃ লেখকৈঃ সহেত্যর্থঃ।" অতএব দেখা গেল কায়স্থের আদিজনক ভগবান্ যম-চিত্রগুপ্ত দেবের উৎপত্তি ব্রহ্ম শরীর হইতে। এই স্থলে একটী কথা উঠিতে পারে। কথাটী এই—চিত্রগুপ্ত ব্রহ্মার 'আস্ত' শরীরটা হইতে উৎপন্ন হইয়া কিরূপে ক্ষত্রিয় হইলেন? তদুত্তরে আমরা বলি, "তোমরা আদিরাজ ও স্বায়ম্ভুব মনুকে ক্ষত্রিয় বল। কি বলিয়া মনুর উৎপত্তি কি ব্রহ্মার 'আস্ত' শরীরটা হইতে নহে? মনু বলেন,—

দ্বিধাকৃত্বাত্মনোদেহং অর্দ্ধেন পুরুষোঽভবৎ।
অর্দ্ধেন নারী তস্যাং স বিরাজম সৃজৎ প্রভুঃ॥

বিরাট্ অর্থাৎ আদি-রাজ বা ক্ষত্রিয় ব্রহ্মার পুরুষরূপ শরীরার্দ্ধ ও স্ত্রীরূপ অপরার্দ্ধ হইতেই উৎপন্ন। সুতরাং ব্রহ্মার পূর্ণ শরীর হইতেই ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি হওয়া সঙ্গত। আর এক কথা, 'করণ' জাতিটা ক্ষত্রিয় ইহা মনুকর্ত্তৃক উক্ত। সুতরাং,—

তচ্ছরীর সমুৎপন্নৈঃ কায়স্থৈঃ করণৈঃসহ।

এই শ্লোকার্দ্ধের 'শরীর' শব্দটী শাস্ত্র বাক্যের ঐক্যের নিমিত্ত 'শর+ঈর' করিয়া ছেদ করিলে ত আর কোনও গোল থাকে না।" কেননা, 'শরিন্' শব্দের অর্থ শরযুক্ত অর্থাৎ শরাসন বা 'ধনু'; এবং 'ঈর' (৫) অর্থাৎ 'ঈরক' বা প্রেরক: অতএব 'শরীর' শব্দের অর্থ 'ধনুঃ-প্রেরক'। বাহুই ত ধনুঃপ্রেরক বা ধনুঃচালক; সুতরাং 'শরীর' শব্দে এখানে 'বাহু' বলিতে

(৫) 'সমীর' (সম্+ঈর) শব্দে সমীরণ বা বায়ু বুঝাইয়া থাকে: 'সম্' উপসর্গের অর্থ 'চতুর্দ্দিকে' আর 'ঈর' শব্দের অর্থ 'প্রেরক': যে গন্ধ, শব্দ, মেঘ, তাপ, শীত, বা ধূলিকে চতুর্দ্দিকে প্রেরণ করে সেই 'সমীর'।

পারা যায়। অতএব কায়স্থ বা করণকে, বাহুজ ক্ষত্রিয়ও বলা যাইতে পারে। বস্তুতঃ কায়স্থ জাতি ক্ষত্রিয় ইহা সনাতন সত্য।

উপসংহারে আমরা একটী কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। বাবু উমেশচন্দ্র দাশ গুপ্ত মহাশয় পশ্চিমদেশীয় অম্বষ্ঠ কায়স্থগণকে অম্বষ্ঠ বৈদ্য বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। ইহা তাঁহার কায়স্থ নিন্দার অজস্র ধারার মধ্যে একটী আপাততঃ দৃষ্টিতে যুক্তিযুক্ত কথা বলিয়া বোধ হইতে পারে; কিন্তু সেটী তাঁহার বিশেষ ভ্রম সন্দেহ নাই। বিষ্ণুপুরাণ ও মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে যে অম্বষ্ঠ নামক জনপদ বা দেশের উল্লেখ দেখা যায়, অম্বষ্ঠ কায়স্থগণ তদ্দেশীয় বলিয়াই তাঁহারা আপনাদিগকে অম্বষ্ঠ কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। বিপ্র বৈশ্যাজ অম্বষ্ঠ জাতি আপনাকে চিত্রগুপ্ত সন্তান বলিয় আবাহমান কাল পরিচিত করিয়া আসিতেছে একথা কোন্ বাতুলে বিশ্বাস করিবে? মাগধ জাতি বর্ণসঙ্কর, তাই বলিয়া কি মাগধ কায়স্থের বা মগধ দেশীয় কায়স্থ বলিয়া বিবেচিত না হইয়া, উক্ত বর্ণসঙ্কর বলিয়া বিবেচিত হইবে? বৈদেহ আর একটী বর্ণসঙ্কর, তাই বলিয়া বিদেহ দেশীয় সমস্ত জাতিই বা জনক কন্যা বৈদেহীও বর্ণসঙ্কর হইবেন নাকি? আমরা ক্ষুদ্র 'কায়স্থ দীপিকার' এইখানেই উপসংহার করিলাম। অবসর পাইলে কায়স্থসম্বন্ধে একটু বিস্তৃত আলোচনার ইচ্ছা রহিল। শিবমস্তু।

শ্রীভূপেশ্বর হালদার দেববর্ম্মা বি, এল।

সমপ্ত।

শিষ্য। (গুরুর প্রতি)

প্রভো! আজকাল বঙ্গদেশে এক প্রশ্ন উঠিয়াছে হিন্দু কে? আমি অনেক চিন্তা করিয়া বঙ্গীয় হিন্দু সমাজের একটী মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়াছি, দেখুন দেখি ঠিক হইয়াছে কি না?

গুরু। আরে ওটা একটা মানুষের ছবি কি প্রেত মূর্ত্তি কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। উহার হস্ত দেহ, উরু, কোথায়?

শিষ্য। আজ্ঞে সে দিন এক পণ্ডিত আমাকে বলিয়াছিলেন যে এই বঙ্গে সত্যযুগ, কলিযুগে ক্ষত্রিয় বৈশ্য নাই, আছে কেবল ব্রাহ্মণ আর শূদ্র; সুতরাং বঙ্গের হিন্দুর ধ্যান আমি ঐ রূপই স্থির করিয়া লইয়াছি।

গুরু। চক্ষু মুদ্রিত করাইয়াছ কেন?

শিষ্য। যে চক্ষুর দর্শন শক্তি নাই অথবা দেখিয়াও দেখে না তাহাকে মুদ্রিত ভিন্ন আর কি কল্পনা করিতে পারি?

গুরু। তা বাপু! তোমার কল্পনা নেহাত অসঙ্গত হয় নাই। তবে আমি বলিতে পারি যে পণ্ডিত তোমাকে ঐরূপ ভ্রম জন্মাইয়া দিয়াছেন, উহা তাঁহারই চেহারা; কোনও সমাজের অবয়ব ঐরূপ হইতে পারে না। মনুষ্যের একটী মূর্ত্তি চিত্রিত করিতে মস্তক, বাহু, উরু, পদ প্রভৃতি প্রধান প্রধান অঙ্গ গুলি যেমন অঙ্কিত করা আবশ্যক হয় সেইরূপ ঋষিগণ জগতের যাবতীয় মনুষ্য সমাজ সম্বন্ধেই একটী সাধারণ চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন; সেই চিত্রের মস্তক—ব্রাহ্মণ (জ্ঞানীগণ), বাহু—রাজা (শাসক ও রক্ষকগণ) বা ক্ষত্রিয়, উরু—বৈশ্য (কৃষি ও বাণিজ্য ব্যবসায়ীগণ)। পদ—শূদ্র (কুলী মজুর প্রভৃতি শ্রমজীবীগণ)। জগতের যাবতীয় ব্যক্তি আপন আপন মানসিক ও দৈহিক ক্ষমতা ও শক্তি অনুসারে পরোক্ষ বা অপরোক্ষ ভাবে ঋষিগণের অঙ্কিত ঐ চিত্রের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রবিষ্ট হইয়া পৃথিবীর কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন। ঋষিগণের শাস্ত্র উদার তাহা পৃথিবীর সমস্ত মনুষ্য সমাজের উপর প্রযোজ্য; তাঁহারা তীর্য্যগ্‌যোনি কীট, পতঙ্গ, সরিসৃপ প্রভৃতিকেও কশ্যপ ঋষির অপত্যরূপে নির্দ্দেশ করিয়াগিয়াছেন। কেবল তুমি আমি প্রভৃতি কয়েকটী কপট ব্যভিচারী ও ছুঁওনা ছুঁওনা গোছের কোন্‌ঠেশা হিন্দু নামধারী ব্যক্তি সেই উদার শাস্ত্রকে সঙ্কুচিত ও বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে।

শিষ্য। তবে কি আমরা হিন্দু নহি? হিন্দু কাহাকে বলে?

গুরু। "হীনং দুষ্যতি যঃ স হিন্দু"—হীন কার্য্যকে যিনি দূষণীয় মনে করেন।

(পাপ কার্য্যকে যিনি ঘৃণিত্যাগ করেন) তিনিই হিন্দু। যুক্তির ধার ধারিব না, শাস্ত্রের তত্ত্বের প্রতি কোন আলোচনা বা অনুসন্ধান করিব না, কদাচারী, মূর্খ কপট, ছুঁওনা ছুঁওনা গোছের কোনঠেশা হওয়া হিন্দুর ধর্ম্ম নহে—উহা বিশের ধর্ম্ম অচিরে লুপ্ত হইয়া গোল্লায় যাইবার পন্থা! জ্ঞাননেত্র উন্মীলন কর, হৃদয় প্রশস্ত কর, ভ্রাতৃভাব কর, বর্দ্ধিত ঈর্ষা, অসূয়া প্রভৃতি অহিন্দু বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া পরের গুণ শ্রবণে উৎকর্ণ হও, দেখিবে ভারতবর্ষের ভিতরে বাহিরে জগতের সর্ব্বত্রই অসংখ্য হিন্দু বিদ্যমান। গুণবান, বিদ্বান, বুদ্ধিমান, দাতা, সত্যপ্রিয় এমন ভূরি ভূরি মহাত্মা রহিয়াছেন যাঁহাদের চরণ প্রান্তে বসিয়া তোমার আমার মত সঙ্কীর্ণ চেতা হিন্দু, সমাজের হিতকথা, দেশের হিতকথা, মনুষ্যজাতির হিতকথা যথেষ্ট শিক্ষা করিতে পারি।

গুহকুমার শ্রীপ্রিয়নাথ বর্ম্মা।
পাবনা।

বিজ্ঞাপন।

উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ হিতকরী সভার পক্ষ হইতে উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থগণের গণনা কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে যদি কোন উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ মহোদয়ের নাম উক্ত গণনা কার্য্য ভুক্ত না হইয়া থাকে তাহা হইলে তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ হিতকরী সভার সম্পাদককে তদ্বিষয় জানাইবেন।

উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ হিতকরী সভার সম্পাদক,
পোঃ দিনাজপুর রাজবাটী।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা।

কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি।

ষষ্ঠ অধিবেশন।

১৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩১৭, ৮৫ নং গ্রে ষ্ট্রীট্, কলিকাতা, রবিবার, অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকা।

উপস্থিত :—

প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু দেববর্ম্মা (সহঃ সভাপতি) সভাপতির আসনে।

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র দেববর্ম্মা।
" বিজয়লাল দত্ত।
" শরৎচন্দ্র ঘোষ।
" বসন্তকুমার মিত্র দেববর্ম্মা।
" যোগেশচন্দ্র সিংহ।
" মতিলাল হালদার।
" স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ।
" মহেন্দ্রনাথ গুহ দেববর্ম্মা।
" বামাপদ পাল চৌধুরী দেববর্ম্মা।
মাননীয় মহারাজা গিরিজানাথ রায় বাহাদুর।
শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র দেববর্ম্মা। (সম্পাদক)

এই বৎসরের সভাপতি শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবল্লভ রায় (রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ) ও শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ রায় দেববর্ম্মা (কাঞ্চনতলা, মুর্শিদাবাদ) ও শ্রীযুক্ত রাধিকা-প্রসাদ ঘোষ দেববর্ম্মা (ঘোড়ামারা, রাজসাহি) উপস্থিত হইতে না পারায় দুঃখ প্রকাশ করিয়া পত্র লিখেন।

শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন মাসের হিসাব ও গত আশ্বিনের কার্য্যবিবরণীর সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত ও অনুমোদিত হইল।

প্রথম প্রস্তাব। গভর্ণমেণ্ট দ্বারা আগামী জনসংখ্যা গ্রহণে বঙ্গদেশীয় কায়স্থেরা নিজেদের কি জাতি লেখাইবেন। স্থির করিবার প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় বলেন—"কায়স্থ (ক্ষত্রিয়) লিখিতে আপত্তি নাই"।

স্যার শ্রীযুক্ত চন্দ্রমাধব ঘোষ—"যতদিন না সকলে উপবীত এবং ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করেন ততদিন ক্ষত্রিয় লেখা উচিত নয়।"

শ্রীযুক্ত বিজয়লাল দত্ত—"তাহা না হইলেই বাধা কি? ক্ষত্রিয় বলায় আপত্তি কি? যাই হউক উত্তরপশ্চিমাঞ্চলবাসীদিগকে জিজ্ঞাসা করা যাউক তাহারা কি লিখাইবেন।"

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার মিত্র—"যাহারা আমাদিগের সভায় আন্দোলনের কথা জানেন তাহারা 'ক্ষত্রিয়' লিখিতে বলিলে আমাদের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিবেন। আবার অপরে তাহা লিখিবার অভিপ্রায় বুঝিবেন না এবং ঘোর আপত্তি করিবেন।

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র—"উত্তরপশ্চিমাঞ্চলবাসী কায়স্থেরা কি লিখাইবে জানা বিশেষ আবশ্যক। ভারতবর্ষীয় কায়স্থদের এক রকম লেখাই উচিত। আমার বোধ হয় তাহারা শুধু কায়স্থই লেখায়।"

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র সিংহ—"আমাদের অভিপ্রায় সবিস্তার আমরা গভর্ণমেণ্টকে আবেদন পত্র পাঠাইব। তাহাতে আমাদের সকল মন্তব্য লিখিলেই চলিবে। আমরা শুধু 'কায়স্থ'ই লেখাইব।"

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার মিত্র—কায়স্থ ভিন্ন অন্য কিছু লেখাইবার আবশ্যকও নাই উপায়ও নাই জনসংখ্যা গ্রহণের জন্য ফর্ম্ম (form) বাহির হইয়াছে তাহাতে জাতিঘর আছে বর্ণের ঘর নাই।"

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র—আমরা যাহা লেখাই না গভর্ণমেণ্ট আমাদের কায়স্থই লিখিবে। ইতিমধ্যে উত্তরপশ্চিমে কায়স্থেরা কি লেখাইবে খোজ লওয়া যাক।

নির্দ্ধারণ—আগামী জন সংখ্যায় কেবলমাত্র কায়স্থ লেখাই কর্ত্তব্য।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।—সভা হইতে জন সংখ্যা বিষয়ে আবেদন পত্রের জন্য সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত চন্দ্রমাধব ঘোষ, শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র ও সম্পাদককে লইয়া একটী শাখা সমিতি গঠিত হইল এবং স্থির হইল যে সম্পাদক মহাশয় শীঘ্র পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন করিয়া শাখা সমিতির অপর দুইজন সভ্যকে দেখাইয়া গভর্ণমেণ্টকে আবেদন পত্র প্রেরণ করেন।

তৃতীয় প্রস্তাব।—সভার পরম হিতৈষী সভ্য ৺স্যার রমেশচন্দ্র মিত্রের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত বিনোদচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের কলিকাতা হাইকোর্টের ষ্ট্যাণ্ডিং

কাউন্সিলের পদ প্রাপ্তিতে ও ছোটলাটের ব্যবস্থাপক সভার সভ্যপদে নির্ব্বাচিত হওয়ায় উপস্থিত সভ্যগণ সকলেই আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং স্থির হইল যে, প্রধান প্রধান সংবাদপত্রে এবং শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী মিত্র মহাশয়কে এই সংবাদ প্রেরণ করা হউক। এবং তাহাকে সভার সভ্যপদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করা হউক।

চতুর্থ প্রস্তাব।—সভায় উপস্থিত সভ্যগণ সকলেই একবাক্যে সভার আজীবন সভ্য রংপুরের রাজা শ্রীযুক্ত জানকীবল্লভ সেন ও সাধারণ সভ্য মুর্শিদাবাদ জেলার কাঞ্চনতলার জমিদার শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ রায় ও কলিকাতার ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মিত্রের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিলেন এবং স্থির হইল যে প্রধান প্রধান সংবাদপত্রে এবং তাহাদের পুত্রদের এই সংবাদ প্রেরণ করা হউক। এবং তাহাদের সভ্য হইতে অনুরোধ করা হউক।

পঞ্চম প্রস্তাব।—নূতন সভ্যগণ সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত ৩৩ জন মহোদয়কে সভ্যশ্রেণী ভুক্ত করা হইল।

১। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মিত্র, সাং ৪৪ নং মোহিনী হালদার ষ্ট্রীট, কালিঘাট।
২। „ অশ্বিনীকুমার গুহ ঠাকুরতা, উকীল, ঢাকা।
৩। „ কিশোরীমোহন বসু, সাং মালখানগর।
৪। „ গুরুদাস বর্ম্মণ, কলিকাতা।
৫। „ চন্দ্রনাথ চৌধুরী, এল, এম, এস, সাং ঘোড়ামারা, রাজসাহী জেলা।
৬। „ জয়চন্দ্র চৌধুরী, সাং দুরাবাজার সিলেট।
৭। „ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মজুমদার, সাং নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা।
৮। „ দেবেন্দ্রনাথ দেব, উকীল সাং মুন্সিগঞ্জ, ঢাকা।
৯। „ নগেন্দ্রনাথ ভৌমিক, সাং পাকুড়ি বারয়োন, গয়া।
১০। „ নন্দলাল বসু, সাং টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ।
১১। „ নরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, সাং নয়ানচাঁদ দত্তের ষ্ট্রীট, কলিকাতা
১২। „ নিশিচন্দ্র বিশ্বাস দেববর্ম্মা সাং ভবানীপুর।
১৩। „ পূর্ণচন্দ্র সিংহ, বি, এ সাং রায়গঞ্জ, দিনাজপুর।
১৪। „ ভারতচন্দ্র দেব, সাং বিষকুচি কুচবিহার।
১৫। „ মথুরানাথ দাস, উকীল সাং নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা।
১৬। „ মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, সাং নিমতলা মুর্শিদাবাদ।

১৭। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ ভুঞা চৌধুরী, সাং চালতা, সাতক্ষীরা।
১৮। „ যতীন্দ্রমোহন গুহ, সাং নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা।
১৯। „ রমণীমোহন দত্ত, সাং কলিকাতা।
২০। „ রমানাথ দত্ত, সাং মদনমিত্রের লেন কলিকাতা।
২১। „ রাইচরণ রায় দেববর্ম্মা, সাং পাবনা।
২২। „ রাখালচন্দ্র সরকার, সাং কালীগঞ্জ, রাজারামপুর পোঃ, মালদহ।
২৩। „ রাধামাধব সিংহ, উকীল সাং চাঁদপুর,
২৪। „ রাজেন্দ্রকুমার বসু দেববর্ম্মা, সাং বসুপাড়া, বজ্রযোগিনী, ঢাকা।
২৫। „ রোহিণীকুমার বসু, সাং চাঁদপুর,
২৬। „ শচীন্দ্রনাথ দে, সাং জামতী, বেতুল,
২৭। „ শরৎচন্দ্র বসু, সাং ভবাণীপুর কাছারী, বাঁদাইকেলা, বগুড়া।
২৮। „ শশিভূষণ মিত্র, সাং নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা।
২৯। „ শ্রীনাথ রায়, উকীল সাং মুন্সীগঞ্জ, ঢাকা।
৩০। „ সদাশিব মিত্র, সাং ২৪ রূপনারায়ণ মণ্ডলের গলি, ভবাণীপুর।
৩১। „ সুরেন্দ্রনাথ দেব, সাং ভাড় সিমলা, সাতক্ষীরা পোঃ।
৩২। „ সুরেন্দ্রলাল নাগ চৌধুরী, সাং তেওতা, ঢাকা।
৩৩। „ হরকুমার দত্ত, উকীল সাং নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা।

ষষ্ঠ প্রস্তাব।—আগামী বার্ষিক অধিবেশনের স্থান নির্ণয়।

এই বিষয়ে কতিপয় পত্রাদি পঠিত হইল এবং বাদানুবাদের পর সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে নিম্নলিখিত স্থানের স্বজাতী ধর্ম্মানুরাগী প্রধাম প্রধান কায়স্থ মহোদয়কে এই বিষয়ে অনুরোধ করিয়া পত্র লেখা হউক— এবং তাহাদের উত্তর আনাইয়া আগামী কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির অধিবেশনে স্থান নির্ণয় বিষয়ে যথা কর্ত্তব্য করা হউক—

পাবনা, রাজসাহী, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, (রাজবাড়ী) বর্দ্ধমান, কৃষ্ণনগর, নড়াইল।

সপ্তম প্রস্তাব।—কতিপয় পত্র সম্বন্ধে।

(ক) পাবনার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রলাল রায় মহাশয় চাঁদার বাকী মোট ১১।॰ মধ্যে ১০৲ টাকা দেওয়ার পর অবশিষ্টাংশ তাঁহাকে আর দিতে হইবে না সর্ব্বসম্মতিক্রমে ইহা স্থির হইল।

(খ) ঢাকার শ্রীযুক্ত মদনমোহন দত্ত মহাশয়ের ১৬।॰ বাকী চাঁদার আদায় ১০৲ দেওয়ার বাকী ৬।॰ তাঁহার অনুরোধক্রমে দিতে হইবে না সভ্যগণ স্থির করিলেন।

(গ) শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী সরকার (নগদা সিমলা, ময়মনসিংহ) মহাশয়কে বিনামূল্যে কায়স্থ পত্রিকা দিবার ব্যবস্থা হইল।

(ঘ) ফরিদপুরের শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার মহাশয়ের নিকট চাঁদা প্রার্থনা করায় তিনি সভায় চাঁদা দিবেন না বলিয়া যে পত্র লেখেন তৎসম্বন্ধে সভ্যগণ বড়ই দুঃখিত হইলেন ও তাঁহার মত সভার হিতৈষী সঙ্গতিপন্ন মহোদয় যদি সভাতে মাসিক ।॰ আনা সাহায্য না করেন, তাহা হইলে অপরাপর সাধারণ কায়স্থ ও ঐ ওজরে চাঁদা দিতে বিরত হইলে সভার সমূহ ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা বিধায় স্থির হইল যে কালীপ্রসন্ন বাবু চাঁদা না দিলে তাঁহাকে সভ্যের অধিকার প্রদান করা বাঞ্ছনীয় নহে।

(ঙ) উথলি যশোহরবাসী শ্রীযুক্ত ভূষণচন্দ্র বিশ্বাস কবিরাজ মহাশয়ের কতিপয় সংশূদ্র সম্বন্ধীয় শাস্ত্রীয় প্রশ্ন সম্বন্ধে স্থির হইল যে কায়স্থ সভা ইহার উত্তর দেওয়ার অধিকার নাই।

(চ) বরিশালের শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয় যে বৎসরে জেলে ছিলেন সেই বৎসরের চাঁদা মাপ চাহিয়া যে পত্র লেখেন তাহা পাঠান্তে স্থির হইল যে তাঁহার অনুরোধ রক্ষিত হউক।

(ছ) শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ঘোষ ও সেনহাটের অতুলকৃষ্ণ ভদ্রের কন্যাদায়ের পত্র সম্বন্ধে কায়স্থ সভা এখন কিছু করিতে অক্ষম স্থির হইল।

(জ) শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু ভৌমিক দেববর্ম্মা, পোঃ মাদলা, বগুড়া, মহাশয়ের অর্থের একটী অনুরোধ পত্র পঠিত হইলে কায়স্থ সভা তাহার কিছুই করিতে পারিবেন না স্থির হইল।

(ঝ) বহরমপুরের শ্রীযুক্ত মণিমোহন সেন মহাশয়ের বার্ষিক কার্য্যবিবরণীর ব্যয় নির্ব্বাহের অর্থ প্রার্থনার পর উত্তরপত্র পঠিত হইলে কায়স্থ সভা দুঃখিত হইলেন।

(ঞ) শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ ঘোষ মহাশয়ের পত্রে বামাপদ বাবু প্রচারক মহাশয়কে উপাধি দিবার যে প্রস্তাব করেন তৎসম্বন্ধে কায়স্থ সভা এখন কোনরূপ স্থির করিতে পারিলেন না।

(ট) শ্রীমতী কমলবাসিনী বসুর সাহায্য পত্র সম্বন্ধে সভা এখন কোনরূপ অর্থ দান করিতে পারেন না স্থির হইল।

(ঠ) শ্রীযুক্ত হরিহর ঘোষ, ভূপতিনাথ সিংহ দেববর্ম্মা, রাজকুমার বসু, ও রতিকান্ত কবিভূষণের সেন্সাস্ সম্বন্ধে কয়েকটী প্রশ্নের পত্র পঠিত হইলে স্থির হইল যে তাঁহাদিগকে যথাযথ কার্য্যনির্ব্বাহকসমিতির মন্তব্য সম্বলিত উত্তর দেওয়া হউক।

বিবিধ—সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে গত কার্য্যনির্ব্বাহকসমিতিতে যে কলিকাতায় বিবাহ ব্যয় সংক্ষেপ সম্বন্ধে সার্ব্বজনীন সভা আহ্বান করার স্থির হয় এবং ষাণ্মাসিক সাধারণ অধিবেশন স্থির হয় তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারা যায় নাই, কারণ আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসে অনেক প্রধান প্রধান ব্যক্তি কলিকাতায় ছিলেন না ও স্কুল কলেজাদি বন্ধ থাকায় ও বিবাহের দিন গুলি উত্তীর্ণ হওয়ায় সার্ব্বজনীন সভার বিশেষ কোন ফল লাভ হইবে না।

তিনি জানাইলেন যে ২৬ ভাদ্র কায়স্থ সভার কার্য্যনির্ব্বাহকসমিতির অধিবেশনে বৃষ্টির জন্য কেহ উপস্থিত হইতে না পারায় অধিবেশন স্থগিত হইয়াছিল।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভার কার্য্য শেষ হইল।

(স্বাক্ষর) শ্রীশরৎকুমার মিত্র দেববর্ম্মা।
সম্পাদক

(স্বাক্ষর) শ্রীসারদাচরণ মিত্র দেববর্ম্মা।
সভাপতি।

কায়স্থ-পত্রিকা।

চৈত্র, ১৩১৭। } নবপর্য্যায় ১ম খণ্ড, ১২শ সংখ্যা।

দান।

চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডার।

গত সংখ্যায় প্রকাশিত	৬৮৩০৷৮০
† * শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক, হাইকোর্টের উকীল	৫০৲
* " মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা	৫০৲
† * " বসন্তকুমার রায়, সাং কলিকাতা	১০৲
† * " ভূপেন্দ্রশ্রী ঘোষ, সাং কলিকাতা	১০৲
† * " গিরীশচন্দ্র রায়, সাং হালিসহর	৫৲
† * " সুরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, সাং তেওতা, ঢাকা জেলা ...	২৲
† * ১৫ জন	৩০৲
† * ১৯ জন	১৯৲
† * ২ জন	১৲
	৭০০৭৷৮০

সামাজিক সংবাদ।

উপনয়ন।

২১এ মাঘ, ১৩১৭।

(জেলা যশোহর, গাদগাছি, কবিরাজ শ্রীযুক্ত লালগোপাল দত্ত মজুমদার দেববর্ম্মা মহাশয়েব বাটীর কেন্দ্র)

শ্রীকিরণচন্দ্র মিত্র, সাং সূর্য্যকুণ্ড, যশোহর জেলা, (উত্তররাঢ়ী)।

ইনি ৺মহারাজ সীতারাম রায়ের পরিবারস্থ।

* প্রতিশ্রুত দান। † সভার সভ্য নহে।

২৪এ মাঘ, ১৩১৭।

(জেলা বর্দ্ধমান, অগ্নিহোত্রী শ্রীযুক্ত হরিহর ঘোষ দেববর্ম্মা মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

শ্রীরাধাশ্যাম পাল, বয়স ২৪, সাং একদালা, বর্দ্ধমান জেলা, (দক্ষিণরাঢ়ী)।

২৫এ মাঘ, ১৩১৭।

(জেলা নদীয়া, কাঁটদহ, শ্রীযুক্ত রতিকান্ত বসু মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র।)

১।	শ্রীশ্যামাচরণ দত্ত,	বয়স	১৪,	সাং কাটদহ,	(দক্ষিণরাঢ়ী)।
২।	„ গোষ্ঠগোপাল নন্দী,		১৭,	ঐ	ঐ
৩।	„ বেণুগোপাল নন্দী,	„	১২,	ঐ	ঐ
৪।	„ ব্রজগোপল নন্দী,	„	১৪,	ঐ	ঐ
৫।	„ আশুতোষ বসু,	„	৪৮,	ঐ	ঐ
৬।	„ গৌরচন্দ্র বসু,	„	৩০,	ঐ	ঐ
৭।	„ চন্দ্রনাথ বসু,	„	৭৬,	ঐ	ঐ
৮।	„ চুণীলাল বসু,	„	৪৯,	ঐ	ঐ
৯।	„ প্রফুল্লকুমার বসু,	„	২৪,	ঐ	ঐ
১০।	„ ফণীলাল বসু,	„	৪৩,	ঐ	ঐ
১১।	„ ব্রজেন্দ্রকুমার বসু,	„	২০,	ঐ	ঐ
১২।	„ রতিকান্ত বসু,	„	৭৬,	ঐ	ঐ
১৩।	„ জ্যোতিরিন্দ্রমোহন বিশ্বাস,		২১,	সাং নগরবাঁকা,	(দক্ষিণরাঢ়ী)।
১৪।	„ যদুনাথ বিশ্বাস,	„	৫৭,	ঐ	ঐ
১৫।	„ জগদীশচন্দ্র মল্লিক,	„	৩৪,	ঐ	ঐ
১৬।	„ সীতানাথ মিত্র,	„	৫৪,	ঐ	ঐ
১৭।	„ শরৎচন্দ্র সরকার,	„	৩২,	ঐ	ঐ

২৬ এ মাঘ, ১৩১৭।

(জেলা পাবনা, শোলাকুড়া, শ্রীযুক্ত উমানাথ ঘোষ দেববর্ম্মা মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

১। শ্রীবনওয়ারীলাল বিশ্বাস, সাং কামারহাট।
২। „ ভুবনমোহন বিশ্বাস, ঐ

৩। শ্রীজগদীশচন্দ্র শিকদার, সাং কামারহাট্ট।
৪। „ কেদারনাথ ঘোষ, সাং শোলাকুড়া।
৫। „ প্রিয়নাথ ঘোষ, ঐ
৬। „ যদুনাথ ঘোষ, ঐ
৭। „ সতীশচন্দ্র ঘোষ, ঐ
৮। „ অম্বিকাচরণ বসু, ঐ

১৫ই ফাল্গুন, ১৩১৭।

(জেলা হুগলী, কোন্নগর, মন্দিরপাড়া, কালীবাড়ীর কেন্দ্র)।

১। শ্রীযোগেশচন্দ্র দে, বয়স ৪২, সাং কোন্নগর, (দক্ষিণরাঢ়ী)।
২। „ নন্দগোপাল মিত্র, „ ৬৫, „ ঐ
৩। „ নীলমণি মিত্র কাব্যতীর্থ, ৭২, „ ঐ

১৯এ ফাল্গুন, ১৩১৭।

(জেলা হুগলী, কোন্নগর, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

১। শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ বিদ্যাবিনোদ জ্যোতিঃশেখর, বয়স ৫১, সাং কোন্নগর, (দক্ষিণরাঢ়ী)।
২। শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ, „ ৪১, „ „
৩। „ সুরেন্দ্রনাথ সরকার, „ ৪৩, „ „

১৯ এ ফাল্গুন, ১৩১৭।

(জেলা বরিশাল, কাশীপুর, শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

১। শ্রীঅমৃতলাল ঘোষ, সাং কাশীপুর, বরিশাল জেলা (বঙ্গজ)।
২। „ তারকচন্দ্র ঘোষ, ঐ ঐ ঐ
৩। „ বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষ, ঐ ঐ ঐ
৪। „ সতীশচন্দ্র ঘোষ, ঐ ঐ ঐ
৫। „ নিশিকান্ত বসু, ঐ ঐ ঐ

(জেলা বগুড়া, হিলি, শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ ধর দেববর্ম্মা মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

১। শ্রীশ্যামাচরণ মজুমদার, সাং হরিপুর, পাবনা জেলা (বারেন্দ্র)।
২। „ পঞ্চানন্দ চাকী, সাং হিলি, বগুড়া জেলা, ঐ
৩। „ হরিশ্চন্দ্র চাকী, ঐ ঐ ঐ
৪। „ রাধাবিনোদ ধর রায়, ঐ ঐ ঐ

(জেলা বগুড়া, কাজলা, শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র সেন মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

১। শ্রীমথুরানাথ মজুমদার, সাং কাজলা, বগুড়া জেলা, (বারেন্দ্র)।
২। „ হরচন্দ্র সেন, ঐ ঐ ঐ
৩। „ ললিতমোহন দত্ত, সাং চাকরাতিনাথ. ঐ ঐ

(জেলা ঢাকা, বজ্রযোগিনী, ৺জগৎচন্দ্র বসু, মহাশয়ের বাটীর কে)।

১। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষ, (বঙ্গজ)
২। „ শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ, ঐ
৩। „ ললিতমোহন বসু, (মজুমদার)। ঐ
৪। „ শশীকুমার বসু, ঐ
৫। „ উমেশচন্দ্র মল্লিক, ঐ

(জেলা ফরিদপুর, ঘটমাঝী, শ্রীযুক্ত কামিনীমোহন ঘোষ রায়, মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

১। শ্রীকামিনীমোহন ঘোষ রায়, সাং ঘটমাঝি, ফরিদপুর জেলা, (বঙ্গজ)
২। „ চিন্তাহরণ ঘোষ রায়, ঐ ঐ ঐ
৩। „ নরেন্দ্রনাথ ঘোষ, ঐ ঐ ঐ
৪। „ বঙ্কিমচন্দ্র ঘোষ, ঐ ঐ ঐ
৫। „ হরমোহন ঘোষ, ঐ ঐ ঐ
৬। „ অশ্বিনীকুমার দাস, ঐ ঐ ঐ
৭। „ নকুলেশ্বর দাস, ঐ ঐ ঐ
৮। „ মতিলাল দাস, ঐ ঐ ঐ

৯। শ্রীরসিকলাল দাস, সাং ঘটমাঝি, ফরিদপুর জেলা, (বঙ্গজ)
১০। „ রাসবিহারী দাস, ঐ ঐ ঐ
১১। „ রাজেন্দ্রকুমার দাস, ঐ ঐ ঐ
১২। „ উমাচরণ পাল, ঐ ঐ ঐ
১৩। „ আশুতোষ মিত্র, ডাক্তার, ঐ ঐ ঐ
১৪। „ রামলাল মিত্র, ঐ ঐ ঐ
১৫। „ রাসমোহন মিত্র, ঐ ঐ ঐ
১৬। „ উপেন্দ্রনাথ গুহ, সাং ধুলগ্রাম, ঐ ঐ

২১এ ফাল্গুন, ১৩১৭।

(জেলা ফরিদপুর, ঘটমাঝি, শ্রীযুক্ত পরেশনাথ দাস মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

১। শ্রীভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ, সাং উমেদপুর, ফরিদপুর জেলা, (বঙ্গজ)।
২। „ উপেন্দ্রনাথ ঘোষ, সাং ঘটমাঝি। ঐ ঐ
৩। „ নিবারণচন্দ্র ঘোষ, ঐ ঐ ঐ
৪। „ অনন্তকুমার দাস, ঐ ঐ ঐ
৫। „ অক্ষয়কুমার দাস, ঐ ঐ ঐ
৬। „ দ্বারকানাথ দাস, ঐ ঐ ঐ
৭। „ নিবারণচন্দ্র দাস, ঐ ঐ ঐ
৮। „ রজনীকান্ত দাস, ঐ ঐ ঐ
৯। „ বিলাসচন্দ্র দাস, ঐ ঐ ঐ
১০। „ মদনমোহন দাস, ঐ ঐ ঐ
১১। শ্রীমহেন্দ্রকুমার দাস, ঐ ঐ ঐ
১২। „ যামিনীকান্ত দাস, ঐ ঐ ঐ
১৩। „ রমণীমোহন দাস, ঐ ঐ ঐ
১৪। „ রমেশচন্দ্র দাস, ঐ ঐ ঐ
১৫। „ ঐ ঐ ঐ ঐ
১৬। „ শরৎচন্দ্র দাস, ঐ ঐ ঐ
১৭। „ হীরালাল দাস, ডাক্তার, ঐ ঐ ঐ
১৮। „ হেমন্তকুমার দাস, ঐ ঐ ঐ

১৯। শ্রীঅশ্বিনীকুমার দেব, সাং ঘটমাঝি, ফরিদপুর জেলা, (বঙ্গজ)
২০। „ অক্ষয়কুমার দে, ঐ ঐ ঐ
২১। „ বরদাকান্ত দে, ঐ ঐ ঐ
২২। „ বিনোদবিহারী দে, ঐ ঐ ঐ
২৩। „ ললিতমোহন দে, ঐ ঐ ঐ
২৪। „ নলিনীমোহন বসু, ঐ ঐ ঐ
২৫। „ তারকচন্দ্র মিত্র, ঐ ঐ ঐ
২৬। „ প্যারিমোহন মিত্র, ঐ ঐ ঐ
২৭। „ ধীরেন্দ্রনাথ মিত্র, ঐ ঐ ঐ
২৮। „ চিন্তাহরণ রাহা, ঐ ঐ ঐ

(জেলা নদীয়া, চৌড়হাঁস, শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র সরকার দেববর্ম্মার বাটীর কেন্দ্র)।

১। শ্রীমনোমোহন জোয়াদ্দার।
২। „ সুরেন্দ্রনাথ জোয়াদ্দার।
৩। „ হেমচন্দ্র নন্দী।
৪। „ প্রমথনাথ পাল।
৫। „ আশুতোষ সরকার।
৬। „ জ্যোতিশ্চন্দ্র সরকার।
৭। „ ফণিভূষণ সরকার।

(জেলা নদীয়া, নগরবাঁকার কেন্দ্র)

১। শ্রীচারুচন্দ্র ঘোষ; বয়স ২৩, সাং নগরবাঁকা নদীয়া জেলা, (দক্ষিণরাঢ়ী)।
২। শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ, বয়স ৪৫, ঐ ঐ ঐ
৩। „ ফণীভূষণ নন্দী, „ ৪০, ঐ ঐ ঐ
৪। „ অনাদিপ্রসন্ন বসু, „ ৩০, ঐ ঐ ঐ
৫। „ নিতাইচাঁদ মিত্র, „ ৩২, ঐ ঐ ঐ
৬। „ বিষ্ণুনারায়ণ সরকার ৩৫, ঐ ঐ ঐ

(জেলা নদীয়া, কৃষ্ণনগর, শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

শ্রীরাম চন্দ্র ঘোষ, সাং কৃষ্ণনগর. নদীয়া জেলা।

(জেলা নদীয়া, কৃষ্ণনগর, শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বসু দেববর্ম্মা মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

১। শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ, বয়স ৩৪, (দক্ষিণরাঢ়ী)।
২। „ পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, „ ২৫, (বারেন্দ্র)।
৩। „ চারুচন্দ্র বসু, „ ৩৩, (দক্ষিণরাঢ়ী)।
৪। „ নৃপেন্দ্রনাথ বসু, „ ৩৪, ঐ
৫। „ সরোজরঞ্জন বসু, „ ৩৭, ঐ
৬। „ কুলজারঞ্জন রায়, ... (বারেন্দ্র)।
৭। „ জ্যোতিশচন্দ্র সরকার, (উকিল), বয়স ৪০, (দক্ষিণরাঢ়ী)।
৮। „ প্রমথনাথ সরকার, „ ৪৫ ঐ
৯। „ মহেন্দ্রনাথ সরকার, „ ৪০, (বারেন্দ্র)।

২২এ ফাল্গুন, ১৩১৭।

(জেলা নদীয়া, মহকুমা কুষ্টিয়া, নগরবাঁকা, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

১। শ্রীচারুচন্দ্র ঘোষ, সাং নগরবাঁকা, নদীয়া জেলা, (দক্ষিণরাঢ়ী)।
২। „ সতীশচন্দ্র ঘোষ, ঐ ঐ ঐ
৩। „ ফণীভূষণ নন্দী, ঐ ঐ ঐ
৪। „ অনাদিপ্রসন্ন বসু, ঐ ঐ ঐ
৫। „ নিতাইপদ মিত্র, ঐ ঐ ঐ
৬। „ বিষ্ণুনারায়ণ সরকার, ঐ ঐ ঐ

২৬এ ফাল্গুন, ১৩১৭।

(জেলা যশোহর, রাজারামপুর শ্রীযুক্ত ভূপতিচরণ দত্ত মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

১। শ্রীরসময় দত্ত, সাং ধনঞ্জয়পুর, যশোহর জেলা, (বঙ্গজ)।
২। „ বনমালি সরকার, ঐ ঐ ঐ
৩। „ গুরুচরণ দত্ত, সাং রাজারামপুর, ঐ ঐ
৪। „ দুর্গাচরণ দত্ত, ঐ ঐ ঐ
৫। „ নকুলচন্দ্র দত্ত, ঐ ঐ ঐ

৬।	শ্রীনিবারণচন্দ্র দত্ত,	সাং রাজারামপুর,	যশোহর জেলা,	(বঙ্গজ)
৭।	,, সতীন্দ্রভূষণ দত্ত,	ঐ	ঐ	ঐ
৮।	,, হীরালাল দত্ত,	ঐ	ঐ	ঐ
৯।	,, ক্ষুদিরাম দাস,	ঐ	ঐ	ঐ
১০।	,, অটলবিহারী পাল,	ঐ	ঐ	ঐ
১১।	,, বঙ্কুবিহারী পাল,	ঐ	ঐ	ঐ
১২।	,, রামলাল পাল,	ঐ	ঐ	ঐ
১৩।	,, জয়গোপাল বিশ্বাস,	ঐ	ঐ	ঐ
১৪।	,, প্রিয়নাথ বিশ্বাস,	ঐ	ঐ	ঐ

২৮এ ফাল্গুন, ১৩১৭।

(জেলা খুলনা, রঘুনাথপুর, শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র বিশ্বাস দেববর্ম্মা মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

১।	শ্রীশান্তিনাথ ঘোষ,	বয়স ৫৫,	সাং রঘুনাথপুর,	(দক্ষিণরাঢ়ী)।
২।	,, মহেন্দ্রনাথ বিশ্বাস,	,, ৫৫,	ঐ	ঐ
৩।	,, ক্ষীরোদকুমার বিশ্বাস	,, ২৬,	ঐ	ঐ

—*—

১।	শ্রীকৃষ্ণলাল বসু,	বয়স ২৭,	সাং আশাপুর,	ফরিদপুর জেলা, (বঙ্গজ)।
২।	,, গোপালচন্দ্র বসু,	,, ১৮,	ঐ	ঐ
৩।	,, অমৃতলাল নাগ,	,, ২৭,	সাং কুলিয়া,	ঐ
৪।	,, বিপিনচন্দ্র নাগ,	,, ২৬,	ঐ	ঐ
৫।	,, শরৎচন্দ্র মজুমদার,	,, ২৬,	সাং কেশবপুর,	ঐ
৬।	,, উপেন্দ্রনাথ পত্রনবিস,	বয়স ২৫,	ঐ	ঐ
৭।	,, শীতলচন্দ্র ঘোষ,	,, ২৬,	ঐ	ঐ
৮।	,, পঞ্চানন গুহ,	,, ২৮,	সাং সরিসাবাদ,	ফরিদপুর জেলা।
৯।	,, যামিনীকান্ত দে ভৌমিক,	,, ২৮	ঐ	ঐ

৩০এ ফাল্গুন, ১৩১৭।

(জেলা হুগলি, কোন্নগর, শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ মিত্র মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

১।	শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ	বয়স ৬১,	সাং কোন্নগর	(দক্ষিণরাঢ়ী)

২।	শ্রীঅমৃতনাথ মিত্র,	বয়স ৭৯,	সাং কোন্নগর,	(দক্ষিণরাঢ়ী)
৩।	,, নরেন্দ্রনাথ মিত্র,	,, ২১,	ঐ	ঐ
৪।	,, প্রতুলচন্দ্র মিত্র,	,, ৪৬,	ঐ	ঐ
৫।	,, প্রিয়নাথ মিত্র,	,, ৫৭,	ঐ	ঐ
৬।	,, বলরাম মিত্র,	,, ৫১,	ঐ	ঐ
৭।	,, ক্ষেত্রনাথ মিত্র,	,, ৭২	ঐ	ঐ
৮।	,, শরৎচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী,	,, ৩৭,	ঐ	ঐ

১২ই চৈত্র, ১৩১৭।

(কলিকাতা, গৌরীবেড়ে, শ্রীযুক্ত বিহারীলাল রায় দেববর্ম্মা মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র)।

শ্রীসুখদানন্দ বিশ্বাস, বয়স ২৬, সাং জলাবাড়ী, বরিশাল জেলা, (বঙ্গজ)।

অশৌচ।

দ্বাদশ দিন।

২০এ ফাল্গুন, ১৩১৭। আলাইপুর। শ্রীকেশবচন্দ্র ঘোষের জ্যেষ্ঠতাত-পত্নীর শ্রাদ্ধ।

৪ঠা চৈত্র, ১৩১৭। জেলা পাবনার অন্তর্গত বাকুলীদহ নিবাসী পাবনার বারেন্দ্র কায়স্থ সম্মিলনীর সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাইচরণ রায়দেববর্ম্মা মহাশয়ের মাতার শ্রাদ্ধ। (মাতৃ ইচ্ছায়)।

—*—

অনুরোধ।

যেমন বিন্দু বিন্দু বারি লইয়া অনন্ত অর্ণব, পল অনুপল সময়—সমষ্টিতে বিরাট কালের সৃষ্টি,—সেইরূপ এক জাতীয় ব্যক্তিব্যূহকে লইয়া এক এক বিশাল সমাজের পুষ্টিও পরিণতি। সমষ্টিত্ব বাদ দিলে বিশালত্ব সংরক্ষিত হয় না এবং ব্যষ্টিভাবে কোন কার্য্য করিলে তাহা সমষ্টিভূত সমাজের সেরূপ কার্য্যকরী হইতে পারে না। সেই জন্যই প্রত্যেক কার্য্যে শক্তি, ভাব, একত্ব প্রভৃতির সমন্বয় বিশেষ প্রয়োজন। যেখানে সমন্বিত শক্তির অভাব সেখানে কার্য্যকারিত্বের অভাব—যেখানে ব্যক্তি-

গত একত্ব-সম্ভূত মিলনের অভাব সেখানে ভাল হউক, মন্দ হউক কোন বিষয়ই সাফল্য দান করিতে পারে না। সেই জন্যই আমরা বিগত কয়েক বৎসর হইতে যে মহামিলনের প্রয়াসী হইয়াছি তন্মূলে বিরাটত্ব বা বিশালত্ব থাকা নিতান্তই প্রয়োজন; নচেৎ আমাদের পদস্খলন অবশ্যম্ভাবী, অকৃতকার্য্যত্ব পদে পদে। তাই আজ যুক্ত করে মুক্ত কণ্ঠে ভগবানের নিকট প্রাণের প্রবল আবেগভরে প্রার্থনা করিতেছি—'ভগবন্! আমাদের সমন্বিতশক্তিসম্পন্ন করুন! আমরা যেন শ্রেণীচতুষ্টয়ে সমন্বিত শক্তি প্রভাবে অভিলষিত কার্য্যে সাফল্য লাভ করিতে পারি'।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা যে কয়েকটী মহৎ সমাজ—হিতকর বিষয় লইয়া কার্য্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন, শ্রেণীচতুষ্টয়ের সম্মিলন তন্মধ্যে অন্যতম। চতুর্থী বিভক্ত সমাজকে—বহুদিনের পরস্পর ভেদজ্ঞানসম্পন্ন সমাজকে—কালাবর্ত্তে পৃথকীকৃত সমাজকে পুনরায় এক বিরাট সমাজে পরিণত করিয়া কায়স্থ সমাজকে বিরাটত্ব দান করিবার জন্য গত ৮।৯ বৎসর হইতে আন্দোলন ও আলোচনা চলিতেছে। কয়েকজন উদারপ্রকৃতি মহানুভব স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া বিভিন্ন সমাজে যৌন সম্বন্ধ সংস্থাপিত করিয়া আদর্শস্বরূপ হইয়াছেন। কার্য্যের সূত্রপাত হইয়াছে বটে কিন্তু তাহার সম্যক শুভফল কতদিনে ফলিবে, কে বলিতে পারে? কুসংস্কারাবিষ্ট সমাজকে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আরও কত সময় প্রয়োজন তাহাও আমাদের ধারণার বহির্ভূত। যাহা হউক যখন কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে এবং বঙ্গেরকৃতী কায়স্থ সন্তানগণ প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন তখন ইহা যে ভগ্নমনোরথ না করাইয়া শেষ সাফল্য সীমায় পৌঁছাইতে পারিবে এরূপ আশা করা যায়।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সমাজের শ্রেণী চতুষ্টয়ের সম্মিলনেও কোন কোন প্রশস্ত হৃদয় পরিতুষ্ট নহেন। তাঁহারা ভারতের কায়স্থমাত্রকেই একই কেন্দ্রীভূত—একই লক্ষীভূত—একই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত করিতে চাহেন। দৃষ্টি তাঁহাদের বঙ্গদেশে সীমাবদ্ধ নহে! চিরতুষারাবৃত হিমালয় হইতে শান্তিসলিল সুস্নিগ্ধ কন্যা কুমারিকা এবং পূর্ব্ব সীমা হইতে পশ্চিম সীমান্তবর্ত্তী ভারতবর্ষের সমগ্র কায়স্থমণ্ডলীকে তাঁহারা একই সম্বন্ধসূত্রে গ্রথিত করিতে চাহেন। ভারতীয় কায়স্থবৃন্দ একই মূল পুরুষ হইতে উৎপন্ন হইয়া কালস্রোতে কে কখন কোথায় ভাসিয়া গিয়াছিল, এখন তাহাদের সন্ধান করতঃ ভাই বলিয়া—বন্ধু বলিয়া—সমাজভুক্ত বলিয়া পুনরায় সকলেই এক বিরাট সমাজভুক্ত হইবার জন্য সচেষ্ট আছেন।

যে সকল মহাত্মা খণ্ডবিখণ্ডিত সমাজকে এক বিরাট ও বিশাল অখণ্ড সমাজে পরিণত করিতে চাহেন আমরা বর্ত্তমানে সেইরূপ কতিপয় সমাজহিতৈষী, কায়স্থ কুলে রব, স্বনামধন্য, উদারহৃদয় ব্যক্তির নামোল্লেখ করিতেছি। হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র দেববর্ম্মা, শ্রীযুক্ত চন্দ্রমাধব ঘোষ শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ ঘোষ দেববর্ম্মা, প্রমুখ কতিপয় বঙ্গীয় কায়স্থসন্তান এবং মুন্সী নৃসিংহপ্রসাদ, শ্রীযুক্ত ঈশ্বর শরণ প্রমুখ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় কায়স্থবৃন্দ অগ্রগণ্য। ইঁহারা সকলেই সমাজের উন্নতির জন্য যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন তাহাতে আশা করা যায় যে, আজই হউক, কালই হউক অথবা দশ দিন পরেই হউক আমাদের জাতীয় মহাসম্মিলন সংসাধিত হইবে। সে দিন একখানি পত্রিকা পাঠে ইহাও অবগত হওয়া গেল যে আমরা যেরূপ মহামিলনের প্রয়াসী —আমাদের এ দেশীয় সমাজ যে সকল দূরস্থানবাসী—ভিন্ন ভাষাভাষী—ভিন্ন আহার বিহার, আচার বিচারাবলম্বী কায়স্থগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া জাতীয় একতা ও শক্তি এবং সামাজিক সম্বন্ধ বর্দ্ধিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন, সুদূর উত্তর-পশ্চিম প্রদেশীয় কায়স্থ মহাত্মাগণও বঙ্গবাসী কায়স্থগণের সহিত সম্মিলিত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন এবং আগ্রহ দেখাইতে ও আন্দোলন করিতেও ত্রুটী করিতেছেন না। এই উভয় প্রদেশস্থ আন্দোলন যে শুভফলপ্রসূ হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহের কারণ মাত্র বিদ্যমান নাই।

বর্ত্তমানে যে দুই প্রদেশস্থ কায়স্থবৃন্দ সম্মিলিত হইবার চেষ্টা করিতেছেন তৎসম্বন্ধে আমরা নিম্নে পরস্পর লাভালাভ সম্বন্ধে দুই একটী কথা নিবেদন করিতেছি।

আমরা—বাঙ্গালীরা—সাধারণতঃ দুর্ব্বল, কিন্তু পশ্চিমপ্রদেশীয় কায়স্থবৃন্দ সবল; দুই সমাজ সম্মিলিত হইলে যৌন সম্বন্ধ সংস্থাপনের পক্ষে কোন আপত্তি থাকিবে না। তাহা হইলে বঙ্গীয় ললনাগর্ভ ও পশ্চিমদেশীয় পুরুষের ঔরসজাত সন্তান সবলতা প্রাপ্ত হইবে। অন্যান্য দেশীয় কায়স্থগণের মস্তিষ্ক অপেক্ষা বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক প্রখর ও নানা বিষয়ে পরিচালনক্ষম, সুতরাং উভয় দেশীয় বর কন্যার আদান প্রদান চলিলে পশ্চিমদেশীয় কায়স্থগণও বর্ত্তমানাপেক্ষা মস্তিষ্কশক্তি সম্পন্ন হইবেন। পরস্পর অর্থের আদান প্রদান দ্বারাও একে অন্যকে সাহায্য করিতে পারিবেন। শিক্ষা সম্বন্ধেও একে অন্যের আদর্শ হইতে পারিবেন। এইরূপে যিনি যে বিষয়ে দুর্ব্বল, বা যাঁহাদের যে বিষয়ের অভাব আছে পরস্পর শুভ সম্মিলনে কালবশে তাহা পূর্ণ হইতে পারিবে। সুতরাং আমাদের বিশ্বাস

কি ধনবল, কি জনবল, কি বিদ্যাবল, কি বুদ্ধিবল, সকল বল বা শক্তিতেই পরস্পর লাভবান হইতে পারিবেন। ইহাপেক্ষা সামাজিক উন্নতি—জাতীয় মঙ্গল কি হইতে পারে? তবে বৈবাহিক সম্বন্ধ সংস্থাপিত করিতে প্রথম প্রথম কিছু অসুবিধা হইবে বটে, বিসদৃশ বোধ হইবে বটে—দৃষ্টিকটু বোধ হইবে বটে কিন্তু তাহা কত দিন*? যদি ১০।১৫ বৎসর পরস্পর সামাজিক সম্বন্ধ চলিতে থাকে তাহা হইলেই সব অভ্যস্ত হইয়া পড়িবে; তখন আর 'কেমন কেমন ঠেকিবে না,' বা 'বাধ বাধ হইবে না', আর চাকরীজীবী কায়স্থ জাতিও ঐ 'কেমন কেমন ভাব' ও 'বাধ বাধ বোধে' অভ্যস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। চাকরী উপলক্ষে যখন যেখানে গিয়াছেন বা যাইতেছেন তখন সেই খানেই প্রথমে বাধ বাধ ঠেকিয়া থাকে। কিন্তু তাহাওত দুই দিন পরে সহ্য বা অভ্যস্থ হইয়া যায়। সুতরাং আমাদের বিশ্বাস প্রথমতঃ একটু কেমন কেমন বোধ হইলেও উহার পরিণাম ফল বিরাট উন্নতিব্যঞ্জক। আমরা আশাকরি প্রত্যেকেই এই মহাসম্মিলন প্রয়াসী হউন, প্রত্যেকেই এই মহামিলন কার্য্যোপযোগী করিবার জন্য চেষ্টা করুন। বঙ্গবাসী কায়স্থ মাত্রকেই আমরা অনুরোধ করি, মহাসম্মিলন সাধিত করিয়া জাতীয় উন্নতি করিতে অতঃপর তাঁহারা মহামতি সারদা বাবু প্রমুখ উদ্যোক্তৃবৃন্দের অনুশরণ ও তাঁহাদের সাহায্য করুন।

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরী দেববর্ম্মা।
হরিপুর, শান্তিপুর, নদীয়া।

——*——

চিত্রগুপ্ত ও ইরাবতী।

[স্থান—স্বর্গের মন্দাকিনীতট। কাল—সায়াহ্ন]

চিত্রগুপ্ত। শ্রান্ত তুমি প্রিয়তমে! প্রদোষ ভ্রমণে,
কোমল চরণ দুটী হ'য়েছে কাতর,
ব্যথা পায় পরশিতে নব দুর্ব্বাদলে।
নবনীত-দেহ খানি পড়েছে এলায়ে,
বাতাহতা বনলতা যেন তরুমূলে।

* পত্রিকার এই সংখ্যারই শেষভাগে একজন বিহারী কায়স্থ মহোদয়ের পত্রের অনুবাদ দেখুন। (সম্পাদক)

পথশ্রান্ত পথিকের নিত্য সহচর
স্বেদবিন্দু, বিকশিত কপোলে অধরে,
শোভিতেছে দ্রবীভূত মুক্তাফল সম।
এস দোঁহে বসি এই মনঃশিলাতলে
মন্দাকিনী বারিসিক্ত সমীর পরশে,
সায়াহ্ন গগন ছায়ে লভিবে বিরাম।

ইরাবতী। (মন্দাকিনীতটে উপবেশন করিয়া)
হের নাথ! ধরিয়াছে কি অপূর্ব্বশোভা
মন্দাকিনী। পারিজাত, মন্দার কুসুম
অগণিত, চলিয়াছে শ্রোতে ভাসি ভাসি
পূজিয়ে শঙ্কর গৌরী অভয় চরণে।
সুরতরঙ্গিনী যেন প'রেছেন গলে
বিচিত্র কুসুমদাম চারুফুলহার।
শোভিতেছে উর্দ্ধদেশে সুনীল অম্বর,
খচিত তারকাপুঞ্জে মনিময় যেন।
ত্রিদিবের স্বর্ণশশী চলিছে ভাসিয়া,
নির্ম্মল শরদানিলে দীপ্ত সুষমায়;
অমেঘ কৌমুদীরাশি পূর্ণ চন্দ্রমার,
ঢলিয়া ঢলিয়া যেন পড়িছে অলসে।
যেন বা প্রকৃতিরাণী অতি স্নেহ ভরে
তুলিয়াছে মনিময় চারু চন্দ্রাতপ,
রাখিবারে সযতনে সুপ্ত সুরগণে।
নন্দন কানন হ'তে আসিতেছে ধীরে
কলকণ্ঠী বিহঙ্গিনী কাকলি লহরী
শব্দময়ী সুধা সম। বনবালাগণ
মধুর সঙ্গীত গায়, বন-বীণা করে,
নিকুঞ্জ বিহগী সনে কণ্ঠ মিশাইয়া।

চিত্রগুপ্ত। স্বরগের শোভা যত কহিলে কল্যাণি
তুচ্ছ সব, নহে তব মুখ সমতুল,

ত্রিদিব সৌন্দর্য্যরাশি ক্ষরিত সুষমা
সকলি মিলিত তব অধর পল্লবে।
ধীর সমীরণে, তব অলক কুন্তল
দুলিতেছে, জাগাইতে মরমের তলে
মরমের ব্যথা মম ; সৌন্দর্য্য লহরী
উছলি উছলি পড়ি কৌমুদী সলিলে
অধীর করিল চিত ; বাড়াইল সুধু
ফুল্লাধর-সুধাপানে দারুণ পিয়াসা।
কুসুম পরাগে হরি দুষ্ট সমীরণ,
চাহে আলিঙ্গিতে তব সুগন্ধি নিশ্বাসে।
উছলিত রূপরাশি লাবণ্য সলিলে
ডুবিয়া মরিব প্রিয়ে! হেন সাধ মনে
আকণ্ঠ পিপাসা বহি হিয়ার মাঝারে।

ইরাবতী। (সলজ্জভাবে)
প্রীতি সম্ভাষণে নাথ! প্রণয় বচনে
শ্রবণে ঢেলেছ তুমি অমিয়ের রাশি
রঞ্জিয়াছ হৃদিপট নব প্রেমরাগে।
কিন্তু হায়! থেকে থেকে জেগে ওঠে মনে
কুসুম-কোরকে কীট-দংশনের সম
বঙ্গদেশ অধিবাসী সন্তানের কথা
স্মরিয়া তাদের দুখ জ্বলি মনাগুনে।
ক্ষত্রবংশ অবতংশ তুমি মহাবল,
ক্ষত্রকুলমণি ; কিন্তু হায় কি ঘটন
তোমার সন্তানগণ শূদ্র অভিহিত।
বল নাথ! কি কারণে হেন বিড়ম্বনা,
শূদ্রত্ব কালিমা রেখা কভু কি যাবে না ?

চিত্রগুপ্ত। সুকোমল ফুলদামে গড়িলা বিধাতা
হৃদয় তোমার প্রিয়ে! তাই হেন ভাব ;
ত্রিদিবের স্বর্গরাজ্য মাঝে, রচিয়াছ

কুসুম শয়ান শুভ্র চন্দ্রালোকে, তবু
ভুল নাই মর্ত্ত্যবাসী সন্তানের কথা।

ইরাবতী। সন্তানের কথা কভু ভুলে কি জননী ?
সন্তানের ব্যথা জাগে দিবস রজনী
জননী হৃদয়ে, তীক্ষ্ণ শেলাঘাত সম।
শোন নাথ! আজি প্রাতে গিয়াছিনু আমি
পবিত্র কৈলাসধামে হেরিতে উমারে।
হাসি হাসি হৈমবতী সম্ভাষি আমারে,
সস্নেহে বসিলা আসি নিকটে আমার
কহিলেন মোরে তব জন্ম বিবরণ।
শান্তমনা পদ্মযোনি, সৃষ্টির বিধান
করিলেন যবে, স্থির চিত্তে নিরোধিয়া
ইন্দ্রিয় নিচয়ে, ধ্যানমগ্ন যোগী-বেশে
রহিলেন সমাধিতে সহস্র বৎসর।
তৎকালে জন্মিল তাঁর রক্তাঙ্গ হইতে
নলিনাক্ষ, কম্বুগ্রীব, শ্যামবর্ণ দেব
মনোহর গূঢ়শিরা পরম সুন্দর।
জন্মমাত্র দাঁড়াইলা প্রজাপতি পাশে
হস্তে ল'য়ে মসিপাত্র, লেখনী, ছেদনী।
হইলে সমাধি ভঙ্গ হেরিলা সম্মুখে
পদ্মযোনি, স্থিরনেত্রে ধ্যানপরায়ণ
সুগঠন, চতুর্ভুজ পুরুষ সুন্দর।
প্রিয়ভাষে জিজ্ঞাসিলা, "বল, কেবা তুমি ?
লভিলে কেমনে হেন মূরতি মোহন।"
উত্তরিলা নবজাত পুরুষ সুঠাম—
"পদ্মযোনি! তব কায়ে জনম আমার
নির্দ্দেশ করহ এবে কিবা মম নাম,
উপযুক্ত কার্য্যে মোরে কর নিয়োজিত।"
পরিতুষ্ট প্রজাপতি শুনি এই বাণী,

কহিলেন স্মিতমুখে—"শোন বৎস! বলি।
স্থিরচিত্তে যবে মম সুন্দর সমাধি
উপজিল, তদা তুমি মম কায়া হ'তে
হ'য়েছ উদ্ভব। সেই হেতু এ জগতে
"কায়স্থ" নামেতে তুমি হইবে বিদিত,
"চিত্রগুপ্ত" নাম আমি দিলাম তোমারে।
ধর্ম্মরাজ সভামধ্যে হ'ল তব স্থান
নির্দ্ধারিত ; ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারের তরে।
রহ সেথা ধর্ম্মরাজ সহ চিরদিন,
ক্ষত্রবর্ণোচিত ধর্ম্ম কররে পালন।
ভার-সমন্বিত প্রজা করহ সৃজন
ধরাতলে।"

চিত্রগুপ্ত। (মৃদু হাসিয়া)
তবু ভাল, এত দিন পরে
জানিয়াছ দয়িতের জন্ম বিবরণ
বিশ্বজননীর মুখে। বলগো কল্যাণি
সুধালে কি পার্ব্বতীরে, "পতি যদি মম
ক্ষত্রিয় সন্তান, তবে কেন হেন হ'ল,
কি হেতু সন্তান তাঁর সহে এ লাঞ্ছনা,
শূদ্রভাবে বঙ্গদেশে।"

ইরাবতী। নিদারুণ কথা!
করি নাই এ কথা জিজ্ঞাসা শঙ্করীরে ;
মনে হ'লে বুকে বাজে, শেল ব্যথা জাগে।
কহ নাথ! কি কারণে হইল এমন,
হবে কি গো সন্তানের শূদ্রত্ব মোচন ?

চিত্রগুপ্ত। শোন প্রিয়ে! করিবারে ভূভার হরণ,
জীবের যতেক দুঃখ করিতে নির্ব্বাণ,
হইলেন নারায়ণ বুদ্ধ অবতার।
পরিহরি রাজ্যসুখ, প্রিয় প্রণয়িনী,

কতদেশে ভ্রমিলেন সন্ন্যাসীবেশে,
রহিলেন কত কাল ধ্যানে নিমগণ
সুপ্তমান হ'য়ে সম। মহা তপোধন
তপোবলে ধরিলেন বোধিসত্ত্ব নাম।
শিখালেন জীবে, অহিংসা পরমধর্ম্ম,
শিখালেন তারে, যত দুঃখ ভুঞ্জে তাঁরা
অবনী মণ্ডলে, সকলি প্রাক্তন ফল ;
পূর্ব্বজন্ম কর্ম্মফলে দেহীগণ সবে,
আসে যায় বারম্বার দুঃখের সংসারে।
করিলেন বোধিসত্ত্ব স্বধর্ম্ম প্রচার
পুণ্যভূমি আর্য্যাবর্ত্তে নর নারীগণ
উল্লাসে হইল নব ধর্ম্মেতে দীক্ষিত।
সপ্তশত বর্ষকাল অখণ্ড প্রতাপে,
বৌদ্ধধর্ম্ম আর্য্যাবর্ত্তে করিল শাসন।
বৌদ্ধরাজ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রভাব সময়ে
স্বেচ্ছাক্রমে তেয়াগিল যজ্ঞসূত্র যত
তোমার সন্তানগণ, পুনরায় তাহা
আর্য্যধর্ম্ম অভ্যুত্থানে না করে গ্রহণ।
চলিছে নবীন স্রোত বঙ্গদেশে এবে
নবভাবে উদ্দীপিত তোমার সন্তান
ধীরে ধীরে উপবীত করিছে গ্রহণ।
তাই চন্দ্রাননি! বিষাদ সলিলে
ভাসা'ও নাআর অই বিমল বদন,
উদিল অদৃষ্টাকাশে সৌভাগ্য তপন।

শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ মজুমদার, বি, এল,
মুন্সেফ,
মুন্সিগঞ্জ, ঢাকা।

কায়স্থ পরিচয়।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

নব্য কুলাচার্য্যগণ মধ্যে কেহ কেহ কনোজাগত বসু ঘোষাদি উপাধিধারী মহাপুরুষদিগের শূদ্র (১) সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়াছেন সত্য; কিন্তু তাই বলিয়াই দশরথ বসু প্রমুখ মহাত্মাদিগকে জাত শূদ্র বলিয়া অনুমান করা যুক্তি যুক্ত নহে। হইলে, অন্যতম কুলাচার্য্য ধ্রুবানন্দ মিশ্র কখনই কথিত মাহাত্মাদিগকে "প্রধান" এই দ্বিজোচিত গৌরবব্যঞ্জক উপাধি ভূষণে পরিমণ্ডিত করিতেন না। যথা,—

"গোযানে নাগতা বিপ্রাঃ পত্তিবেশ সমান্বিতাঃ।
গজাশ্বনরযানেষু প্রধানা অভিসংস্থিতাঃ।"

অর্থাৎ বীরবেশে বিপ্রপঞ্চক গোযানে এবং গজ, অশ্ব ও নরযানে মকরন্দ ঘোষাদি। প্রধান অর্থাৎ মহামাত্র গণ (২) বঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য "প্রধান" এই দ্বিজত্বব্যঞ্জক কর্ম্মগত উপাধি লাভ যে, শূদ্রের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব, মহর্ষি শুক্রচার্য্যের নিম্নোদ্ধৃত কবিতা কএকটী তাহার সাক্ষ্যস্বরূপ। যথা,—

"সমাসতঃ পুরোধাদি লক্ষণং যৎ তদুচ্যতে।
পুরোধাশ্চ প্রতি নিধিঃ প্রধানঃ সচিবস্তথা। ৬৯
মন্ত্রী চ প্রাড্ বিবাকশ্চ পণ্ডিতশ্চ সুমন্ত্রকঃ।
অমাত্যো দূত ইত্যেতা রাজ্ঞঃ প্রকৃতয়ো দশ। ৭০
* * * * *
দশপ্রোক্তাঃ পুরোধাদ্যা ব্রাহ্মনাঃ সর্ব্বএবতে।

(১) "পাত্রং পপ্রচ্ছ পূতং পরম সুরপদ দ্বন্দ্ব পদ্মার্চ্চ কোহসৌ
কাসস্তে কাশ্যপীশাঃ ক্রতুকৃতি কুশলাঃ কাপিশূদ্রাঃ কুলীনাঃ।
পাত্রস্তেষামবোচৎ পরিচয় মখিলং ভূপবাক্যাৎ দ্বিজাস্তে
কোলাঞ্চস্থাঃ কুরঙ্গাইষকিল শুপসানৈবকেষামধীনাঃ॥"
(শব্দকল্পদ্রুমধৃত কারিকা)

(২) "মহামাত্রঃ প্রধানে স্যাত্তথা হস্তিপকাধিপে।" (ধরণিকোষ)
(মহেতি—মহতী মাত্রা মানং পরিচ্ছদোবা যস্য স মহামাত্রঃ। অমাত্য ইত্যস্য সংজ্ঞান্তরং। তথাচ মেদিনী—"মহামাত্রঃ সমৃদ্ধে চামাত্যে হস্তিপকাধিপে" ইতি। প্রধেতি—প্রকর্ষেণ ধীয়তে পুষ্যতে রাষ্ট্রং যেনতৎ প্রধানং। প্রধানা হরিতা মুদগা ইত্যাদি দর্শনাৎ প্রধানস্যাপি স্ত্রী গতি রিষ্যতে ইতি শ্রীপতিঃ। অতএব পুংস্যাপ্তে বোপাপিতঃ—"মহামাত্রঃ প্রধানঃ স্যাদিতি।" প্রধানং প্রকৃতৌ শ্রেষ্ঠে মহামাত্রাস্য বুদ্ধি ধিত্যজয়েন চ প্রধান মহামাত্রয়োরেক পর্য্যায়ত্বেনাভি ধানাৎ সোহপি অমাত্য বিশেষ এব। অস্য চ কার্য্য মুক্ত শুক্রনীতিসারে যথা—সত্যংবা যদি সত্যং কার্য্যজাতঞ্চযৎকিল। সর্ব্বেষু রাজকৃত্যেষু প্রধানস্তদ্বিচিন্তয়ে দিতি।)

অভাবে ক্ষত্রিয়া যোজ্যাস্তদ ভাবে তথোরুজাঃ। ৪২৬
নৈবশূদ্রাস্তু সংযোজ্যা গুণ বন্তোহপি পার্থিবৈঃ। ৪২৭
ইতি শুক্রনীত সারে ২য় অধ্যায়ঃ।

ইহার ভাবার্থ এই;—পুরোধা, প্রতিনিধি, প্রধান, সচিব, মন্ত্রী, প্রাড়বিবাক, পণ্ডিত, সুমন্ত্র, অমাত্য ও দূত এই দশটী রাজার প্রকৃতি। * * *
বলা বাহুল্য পুরোধা প্রমুখ এই দশজন রাজকর্ম্মচারী ব্রাহ্মণ হওয়া আবশ্যক। ব্রাহ্মণাভাবে ক্ষত্রিয় বা তদভাবে বৈশ্য ও রাজ কর্ম্মচারি হইতে পারে সত্য; কিন্তু শূদ্র গুণবান হইলেও রাজা কখনই তাহাকে প্রাগুক্ত পুরোধা প্রভৃতির পদে নিযুক্ত করিবেন না।

অপিচ প্রাচীন কুলাচার্য্য দুর্ব্বলীতনয় হরিমিশ্র (৩) যখন কনোজাগত দশরথ বসুপ্রমুখ মহাত্মাদিগকে কায়স্থ সংজ্ঞায় (৪) পরিসংজ্ঞিত করিয়াছেন; অথবা ৯১৩ শকে (৫) বঙ্গের সর্ব্বপ্রথম দার্শনিক গ্রন্থকার শ্রীধরাচার্য্য যখন, বৈশেষিক দর্শনের প্রশস্ত পাদ কৃত ভাষ্যের স্বরচিত ন্যায় কন্দলী নামক টীকায় ভূরিসৃষ্টি অধিপতি পাণ্ডুদাসকে অম্লান বদনে কায়স্থ (৬) বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন; তখন তাহার নেদিষ্ট সগন্ধ কালিদাস মিত্র প্রভৃতি কনোজাগত মহাত্মা পঞ্চক যে, শূদ্র নহেন, তাহা সাহস করিয়াই বলা যাইতে পারে। বলা বাহুল্য কায়স্থ বলিলে শূদ্রকে বুঝায় না। বুঝাইলে, কোষকারগণ শূদ্র পর্য্যায় কায়স্থ শব্দের উল্লেখ না করিয়া কখনই নীরবে বিশ্রাম সুখ উপভোগ করিতেন না। তাহারা লিখিয়াছেন,—

"শূদ্রোহন্ত বর্ণো বৃষলঃ পদ্যঃ পজ্জশ্চ কথ্যতে।"
ইত্যাভিধানরত্ন মালা।

(৩) দেবীবরাদি নব্যকুলাচার্য্যগণ কনোজাগত কালিদাস মিত্র প্রভৃতিকে "সাবর্ণ গোত্র নির্দ্দিষ্টঃ বেদগর্ভঃ মুনিস্ত্বয়ং। তস্য দাসো মিত্রবংশো বিশ্বামিত্রশ্চ গোত্রকঃ। কালিদাস ইতি খ্যাতঃ শূদ্র বংশ সমূদ্ভবঃ।" শূদ্র বলিয়াছেন সত্য; কিন্তু গৌড়ে ব্রাহ্মণ রচয়িতা বলেন—"ভট্ট নারায়ণের অধস্তন ১২ শ পুরুষে দুর্ব্বলীর জন্ম হয়। ইহার পাঁচ পুত্র—অনন্ত, হরিমিশ্র, ভাস্কর, নারায়ণ ও সঙ্কেত। দেবীবর সঙ্কেতের বৃদ্ধ প্রপৌত্র। ধ্রুবানন্দ ও দেবীবর এই তিন জনের মধ্যে কাহার কথা বিশ্বাস যোগ্য, তাহা বিজ্ঞ পাঠক মণ্ডলী বিবেচনা করিবেন।

(৪) "পঞ্চ শুশ্রূষকাঃ পূর্ব্বং কায়স্থা ইহ চাগতাঃ।" (বিশ্বকোষধৃত কারিকা)

(৫) "ত্র্যধিক দশোত্তর নবশত শকাব্দে ন্যায় কন্দলী রচিতা। শ্রীপাণ্ডু দাস রচিত ভট্ট শ্রীশ্রীধরেণেয়ম্।" (ন্যায়কন্দলী)

(৬) "গুণরত্নাভরণঃ কায়স্থ কুলতিলকঃ পাণ্ডু দাস ইত্যাদিষু পদেষু উচ্চার্য্যমানেষু ক্রম ভাবিনো বর্ণাঃ পরং প্রতীয়ন্তে নতস্তে বর্ণ ব্যতিরিক্তস্য কস্য চিদর্থস্য সংবেদন মস্তীতি।" ন্যায় কন্দল্যাং শ্রীধরাচার্য্যঃ।

"শূদ্রঃ স্যাৎ পাদজোদাসো গ্রাম কূটো মহত্তরঃ"

ইতি ত্রিকাণ্ড শেষঃ।

"শূদ্রোঽন্ত্য বর্ণো বৃষলঃ পদ্যঃ পজ্জো জঘন্যজঃ"

ইত্যভিধান চিন্তামণিঃ।

"বৃষলা জঘন্যজাঃ শূদ্রশ্চান্ত্যাশ্চ সঙ্করাঃ।"

ইত্যাগ্নি পুরাণম্।

"এক জাতিস্তু শূদ্রঃ স্যাদন্ত্যবর্ণো জঘন্যজঃ।

পদ্যশ্চাবরবর্ণশ্চ বৃষলো দ্বিজ সেবকঃ।" ইতি রত্নকোষঃ।

শূদ্রাশ্চাবরবর্ণশ্চ বৃষলাশ্চ জঘন্যজাঃ।" ইত্যমরকোষ।

"শূদ্রঃ পজ্জশ্চতুর্থঃ স্যাৎ দ্বিজ দাস উপাসকঃ।" ইতি রাজনির্ঘণ্টুঃ।

অর্থাৎ অন্ত্যবর্ণ, বৃষল, পদ্য, পজ্জ, একজাতি, দ্বিজসেবক, চতুর্থবর্ণ, দ্বিজদাস, ও উপাসক এই সমস্ত শব্দ শূদ্রবাচক। তদ্ভিন্ন কায়স্থ ও শূদ্র এককথা নহে।

ফলতঃ মহর্ষি রৈক্ক যেমন পৌত্রায়ণ জানশ্রুতিকে শূদ্র বলিয়া সম্বোধন করিলেও (৭) ব্রহ্মসূত্রের অন্যতম ভাষ্যকার বল্লভাচার্য্য স্বরচিত তাষ্যে লিখিয়াছেন,—

"নাত্র শূদ্র শব্দো জাতি শূদ্র বাচী। কিন্তু মৎসর যুক্ত স্তমত্র নাধিকারীতি তথা সম্বোধনং। তদাহ। শুক্ শোকঃ অস্য জানশ্রুতেঃ সমজনি। তত্রহেতুঃ। তদনাদরঃ শ্রবণাৎ তস্যাহংসবাক্যাদনাদরস্য শ্রবণাদিতি।"

(ইত্যনুভাষ্যে বল্লভাচার্য্যঃ। ১।৩।৩৪)

শূদ্র শব্দটী এখানে জাতি শূদ্রবাচী নহে। পরন্তু জানশ্রুতি মৎসরযুক্ত ছিলেন বলিয়াই সম্বোধন করা হইয়াছিল। ফলতঃ হংসমুখে স্বাপকর্ষ ব্যঞ্জক (৮) বাক্য শ্রবণ করিয়া পৌত্রায়ণ জানশ্রুতির হৃদয়ে শোকের আবির্ভাব হইয়াছিল বলিয়াই, মহর্ষি রৈক্ক তাহাকে শূদ্র বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। প্রস্তাবিত ক্ষেত্রেও সেই রূপই বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ স্থানীয় কায়স্থমণ্ডলীর অতুল

(৭) "তদুহ জানশ্রুতিঃ পৌত্রায়ণঃ ষট্ শতানি গবাং নিষ্কমশ্বতরী রথং তদাদায় প্রতি চক্রমে, তং হাভ্যুবাচ রৈক্কেমানি ষট্ শতানি গবাময়ং নিষ্কোঽয়মশ্বতরীরথো নু ম এতাং ভগবো দেবতাংশাধি যাং দেবতামুপাস্ম। তমুহ পরঃ প্রত্যুবাচ হারেত্বাশূদ্র তবৈব সহ গোভিরস্ত্বিতি।"

(ছান্দোগ্য উপনিষৎ)

(৮) "অথ হ হংসা নিশায়া মতিপেতু স্তদ্ধৈবং হংসো হংসমভ্যুবাদ হো হো হি ভল্লাক্ষ ভল্লাক্ষ জানশ্রুতেঃ পৌত্রায়ণস্য সমং দিবা জ্যোতি রাততং তন্মা প্রসাঙ্ক্ষী স্তত্ত্বা মা প্রধাক্ষীরিতি। তমুহ পরঃ প্রত্যুবাচ কংবর এন মেতৎ সন্তং সযুগ্বানমিব রৈক্ক মাত্থেতি।" (ছান্দোগ্যোপনিষৎ।)

প্রতিপত্তি সন্দর্শনে নবাগত পঞ্চ কায়স্থের হৃদয়ে শোকের সঞ্চার হইয়াছিল বলিয়াই, রাজাস্তিকে ঋত্বিক্ ভট্ট নারায়ণ প্রমুখ ব্রাহ্মণ মণ্ডলী তাহাদিগকে শূদ্র আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। অথবা স্ববর্ণোচিত কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক শূদ্রবৎ বিপ্র পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিলেন বলিয়াই, উত্তর কালে কালিদাস মিত্র প্রমুখ মহাত্মা গণকে নব্য কুলাচার্য্যগণ শূদ্র বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। অন্যথা কলিধর্ম্ম প্রবক্তা মহর্ষি পরম্পর যাহাদিগকে স্পর্শ করিলেও ব্রাহ্মণ জাতিকে স্নান করিতে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন (৯); কনোজাগত বসু ঘোষাদি উপাধিধারী পুরুষ পঞ্চক সেই শূদ্র হইলে ঋত্বিক্ ব্রাহ্মণগণের পক্ষে কি তাহাদিগকে যাস্তকর্ম্মে নিযুক্ত করা কখন সম্ভবে? অপিচ,—

"আলাপাৎগাত্রসংস্পর্শাৎ নিঃ শ্বাসাৎ সহভোজনাৎ।

সহ শয্যাসনাধ্যায়াৎ পাপং সংক্রমতে নৃণাম্॥"

(প্রায়শ্চিত্তবিবেকধৃতবচন)

পরস্পর আলাপ, গাত্রসংস্পর্শ, নিঃশ্বাস, একত্র ভোজন, একশয্যায় শয়ন বা একাসনে উপবেশন এবং একত্র অধ্যয়নে মানবগণের পাপ বৃত্তিগুলি সংক্রামিত হয়, ইহাই যখন শাস্ত্রের অভিপ্রায়। তখন যে শূদ্র জাতি শাস্ত্রে কুক্কুরের সহিত তুলিত বা কুক্কুরবৎ অপবিত্র বলিয়া কথিত (১০) হইয়াছে; দক্ষাদি সাগ্নিক ব্রাহ্মণ মণ্ডলী যে সেই শূদ্রকে দাসত্বে নিযুক্ত করিয়া ছিলেন, একথা কে বিশ্বাস করিতে পারে? অপিচ মহর্ষি যম, যে জাতির পুরোহিত, যাজক বা অধ্যাপকের পক্ষে চন্দ্রায়ন বা প্রাজাপত্য রূপ ব্রতাচরণের বিধান করিয়া গিয়াছেন (১১),

(৯) উচ্ছিষ্টোচ্ছিষ্ট সংস্পৃষ্টঃ শুনাশূদ্রেণ বা দ্বিজঃ।
উপোষ্য রজনী মেকাং পঞ্চ গব্যেন শুদ্ধ্যতি।
অনুচ্ছিষ্টেনশূদ্রেণ স্পর্শে স্নানং বিধীয়তে।" (পরাশর স্মৃতি, ৭ অধ্যায়)

(১০) "লোকেত্রীণ্যপবিত্রাণি পঞ্চমেধ্যানি, ভারত।
শ্বাশূদ্রশ্চ শ্বপাকশ্চেত্যপবিত্রাণি পাণ্ডব।"

(১১) "এতেষামেব সর্ব্বেষাং প্রত্যাপত্তিস্তু মার্গতাম্।
ভৈক্ষান্নমুপভুঞ্জানো দ্বিজশ্চান্দ্রায়নঞ্চরেৎ।
ধনং নাগহ্রদে তোয়ে প্লাবয়েদভিভাবিতম্।
অথোৎ সর্গেন মন্ত্রান্তে তস্মাৎ পাপাৎ প্রমুচ্যতে।
অক্ষার লবণাং রুক্ষাং ব্যবহার্য্যং সদাভবেৎ।
সকৃৎ করণেঽপি স এবং—
পুরোধাঃ শূদ্র বর্ণস্য যো ব্রাহ্মণঃ প্রবর্ত্ততে।
স্নেহাদর্থ প্রসঙ্গাদ্বাতস্য কৃচ্ছ্রং বিশোধনম্।"

(প্রায়শ্চিত্তবিবেকধৃতবচন)

কনোজাগত পাঁচজন বিপ্রসেবক যে সেই শূদ্র জাতি নহেন, সে কথা বালকেও সাহস করিয়া বলিতে না পারে, এমত নহে। অথবা বিপ্রসেবাই যে জাতির একমাত্র কর্ম্ম বলিয়া মনু মহারাজ স্বার্ত্তিপ্রায় পরিব্যক্ত করিয়াছেন (১২); বসু ঘোষাদি উপাধিধারী মহাত্মাগণ সেই শূদ্র জাতি হইলে, মহারাজ আদিশূর তাহাদের বিপ্র পরিচর্য্যা পরায়ণতা সন্দর্শনে আনন্দে অধীর হইয়া ধন্যবাদ-প্রদানে সম্বর্দ্ধিত করিবেন কেন (১৩)? অতএব আমরা মনে করি সম্ভবতঃ এই জন্যই ঘটকচূড়ামণি ধ্রুবানন্দ কনোজাগত সশিষ্য ভট্টনারায়ণপ্রমুখ দশজন মহাপুরুষকেই দ্বিজ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। যথা,—

"ভয়যুতমনপত্যং পুত্রযজ্ঞেপ্রবৃত্ত
মবনিজ কৃপায়ামামাশ্রিতঃ শাস্ত্রদক্ষ ॥
সুকৃত সুকৃত সঙ্ঘাঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থদক্ষাঃ
লপিতহ তবিপক্ষাস্ত স্বস্তিবাক্যাঃ শ্রুতিজ্ঞাঃ।
সুজিত সুগত বৃন্দে বঙ্গরাজ্যে মদীয়ে
দ্বিজকুলদশজাতাঃ সানুকম্পাঃ প্রয়ান্ত ॥"

(কায়স্থসূত্রধৃতকারিকা)।

(ভয়েতি—হে শাস্ত্রদক্ষ কান্যকুব্জাধীশ্বর বীরসিংহ! ভয়যুতং অনপত্যতয়া ভীতি বিহ্বলং অনপত্যং পুত্রহীনং অতএব পুত্র যজ্ঞে প্রবৃত্তং পুত্রেষ্টিং কর্ত্তুমুদ্যুক্তং আশ্রিতং শরণাপন্নং মাং জয়ন্তাপর নামকং আদিশূরং" বঙ্গাধিপং নিজ কৃপয়া অবরক্ষ। কেনোপায়েন ইত্যাহ সুকৃতেতি—সুজিতঃ সুখেন পরাজিতঃ সুগতানাং শোভনং গতং জ্ঞানং যস্ত তেষাং বুদ্ধানাং "অথ বুদ্ধোজিনোযোগী সর্ব্বজ্ঞঃ সুগতো বুধঃ" ইতি ব্যাড়িঃ, বৃন্দঃ সমূহো যত্র তথাভূতে মদীয়ে বঙ্গরাজ্যে, সুকৃতং সুবিহিতং 'সুকৃতন্তু শুভে পুণ্যে ক্লীবং সুবিহিতে ত্রিষু" ইতি মেদিনী" পুণ্যং যেন তেষাং সঙ্ঘাঃ মহাপুণ্যবন্ত ইত্যর্থঃ। সর্ব্বশাস্ত্রার্থদক্ষাঃ সর্ব্বশাস্ত্রাণাং অর্থে অর্থবিচারে দক্ষাঃ পটবঃ। লপিত হত বিপক্ষাঃ লপিতেন ভাষিতেন হতা বিপক্ষা যৈ স্তথাভূতাঃ বাগ্মিন ইত্যর্থঃ। স্বস্তিবাক্যানি আশীর্ব্বচনানি" স্বস্তি মঙ্গলাশীর্ব্বাদে পাপনির্নেজনা দিষ্বিতি" ভাগুরিঃ, বিদ্যন্তে যেষু তথাভূতাঃ আশী-

(১২) "বিপ্রসেবৈব শূদ্রস্ত বিশিষ্টং কর্ম্ম কীর্ত্তিতে।"
(মনুস্মৃতি, ১০ অধ্যায়)।

(১৩) "ধন্যা যূয়ং পৃথিব্যাং পরিচয় মখিলং ক্রতভো বিপ্রভক্তাঃ
শ্রুত্বোচুর্ব্বিপ্রবর্য্যাঃ সকল পরিচয়ং ভূপতেরস্তিচৈষাম্ ॥"
(কায়স্থ কুলদীপিকা)।

র্ব্বাদিন ইত্যর্থঃ। শ্রুতিজ্ঞাঃ শ্রুতিং বেদং "শ্রুতিঃ স্ত্রী বেদ আম্নায়" ইত্যমরঃ, জানান্তি বেদজ্ঞা ইত্যর্থঃ। অনুকম্পয়া সহ বর্ত্তমানাঃ সানুকম্পাঃ অনুগ্রহকারিণ ইত্যর্থঃ। দ্বিজকুলানাং দশতেষু জাতাঃ সম্ভূতা দশ দ্বিজা প্রয়ান্ত প্রগচ্ছন্তিতি।)

উদ্ধৃত পত্রিকা খানির ভাবার্থ এই যে কান্যকুব্জাধিপতি বীরসিংহ! আমি পুত্রহীন জন্য পুত্রেষ্টি করিতে বাসনা করিয়াছি; অতএব অনুগ্রহ পূর্ব্বক সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ, পুণ্যবন্ত ও বেদজ্ঞ দশজন দ্বিজকে মদীয় বঙ্গরাজ্যে প্রেরণ করিয়া আমাকে রক্ষা করুন। বলা বাহুল্য কথিত পত্রে মহারাজ আদিশূর যে কেবল কনোজাধিপ বীরসিংহের নিকট দশজন দ্বিজকে বঙ্গে পাঠাইতে অনুরোধই করিয়াছিলেন, এমত নহে। কান্যকুব্জ হইতে যে দশজন দ্বিজই বঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন, নিম্নলিখিত কারিকাটীই তাহার নিদর্শন স্বরূপ। যথা,—

বঙ্গেশ্বরো মহারাজাঃ পুত্রেষ্টিং সমনুষ্ঠিতঃ।
"তদর্থে প্রেরিতা যজ্ঞে উপযুক্ত দ্বিজা দশ।" (মহাবংশাবলী)।

অর্থাৎ বঙ্গদেশের মহারাজা আদিশূর পুত্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন; এবং সেই যজ্ঞ যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে পরিসমাপ্তি হয়, তজ্জন্য উপযুক্ত দশজন দ্বিজ অর্থাৎ ৫ জন সাগ্নিক ব্রাহ্মণ ও ৫ জন একতর ক্ষত্রিয় কায়স্থ প্রেরিত হইয়াছিল। এখানে বলা আবশ্যক শূদ্রই যে কেবল বিপ্রসেবক তাহা নহে। শাস্ত্রে আছে,—

প্রব্রজ্যা বসিতোরাজ্ঞোদাস আসারণান্তিকম্।
বর্ণনামানুলোম্যেন দাস্যং ন প্রতি লোমতঃ।" (যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি, ২অধ্যায়)

প্রব্রজ্যাচ্যুত অর্থাৎ সন্ন্যাসাশ্রম হইতে ভ্রষ্ট হইলে ব্রাহ্মণও আজীবন রাজার দাস্য কর্ম্ম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। কিন্তু সাধারণতঃ অনুলোম ক্রমেই দাসত্বের ব্যবস্থা জানিবে। অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র; ক্ষত্রিরের বৈশ্য শূদ্র এবং বৈশ্যের কেবল শূদ্রই দাস্য কর্ম্ম করিবে (১৪)। অপিচ—

"বিপ্রস্য কিঙ্করোভূপো বৈশ্যঃ ভূপস্য কিঙ্কর।
সর্ব্বেষাঃ কিঙ্করঃ শূদ্রো ব্রাহ্মণানাং বিশেষতঃ। ৫৫"
(গণেশখণ্ড ৩৫ অধ্যায়)

অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়ের বৈশ্য এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের

(১৪) "বর্ণানামিতি—ব্রাহ্মণস্ত ক্ষত্রিয়াদয়ঃ ক্ষত্রিয়স্ত বৈশ্যশূদ্রৌ বৈশ্যস্যচ শূদ্র ইতোব মানুলোম্যেন দাসভাবঃ ভবতি ন প্রাতিলোম্যেনেতি।" মিতাক্ষরায়াং বিজ্ঞানেশ্বরঃ।

শূদ্রই দাস্য-কর্ম্ম করিবে। অধিক কি শাস্ত্রান্তরে লিখিত আছে,—

"যস্য নৈষঃ শ্রুতং ব্রাহ্মণ গৃহিতং বিশাম্পতে।
কামং তংধার্ম্মিকোরাজা শূদ্র কর্ম্মাণি কারয়েৎ।"(হরিবংশ—ভবি ২৪অধ্যায়)।

হে রাজন্! যে ব্রাহ্মণ বেদাধ্যয়ন করেন নাই, অথবা অধ্যয়ন করিয়াও উহার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারেন নাই; ধার্ম্মিক রাজা সেই ব্রাহ্মণকে শূদ্র কর্ম্ম অর্থাৎ দাসত্বে নিযুক্ত করিবেন! অপিচ,—

"যেন পূর্ব্বামুপাসন্তে দ্বিজাঃ সন্ধ্যা ন পশ্চিমাম্।
সর্ব্বাংস্তান্ ধার্ম্মিকোরাজাশূদ্রকর্ম্মানি কারয়েৎ।১৯"
(অনুশাসন পর্ব্ব ১০৪ অ)

অর্থাৎ যে ব্রাহ্মণ প্রাতঃ ও সায়ং সন্ধ্যা না করেন, ধর্ম্মশীল রাজা সেই ব্রাহ্মণ দ্বারা শূদ্র কর্ম্ম অর্থাৎ দাস্য কর্ম্ম করাইবে। ফলতঃ বিপ্র শুশ্রূষক রূপে পঞ্চ কায়স্থ বঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন বলিয়াই, তাহাদিগকে জাতি শূদ্র বলিয়া নিঃসন্দেহে অনুমান করা যুক্তিযুক্ত নহে। যেহেতু,—

"সংগ্রামেষ্বনিবর্ত্তিত্বং প্রজানাঞ্চৈব পালনম্।
শুশ্রূষা ব্রাহ্মণানাঞ্চ রাজ্ঞাং শ্রেয়স্করং পরম্।"
(মনুস্মৃতি ৭ অধ্যায়)

যুদ্ধে পৃষ্ঠে প্রদর্শন না করা, প্রজাগণের পরিপালন এবং ব্রাহ্মণগণের শুশ্রূষাই ক্ষত্রিয়ের পক্ষে পরম শ্রেয়স্কর ইহাই মনু মহারাজের অভিপ্রায়। মহর্ষি বৃহস্পতিও বলেন,—

"ইজ্যাধ্যয়নদানেচ প্রজানাং পরিপালনম্।
শস্ত্রাস্ত্র ধারণং সেবা কর্ম্মাণি ক্ষত্রিয়স্তু।"
(পরাশরভাষ্যধৃত বচন)।

অর্থাৎ ইজ্যা, অধ্যয়ন, দান, প্রজাপালন, শস্ত্রাস্ত্র ধারণ এবং বিপ্র সেবা এই কয়েকটী ক্ষত্রিয়ের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। সত্য বটে কোষকার রভস পাল লিখিয়াছেন,—

"করণং কারণে কায়ে সাধনেন্দ্রিয় কর্ম্মসু।
কায়স্থে কচ বন্ধে না তথা শূদ্রাবিশোঃ সুতে।" (রভসকোষঃ)।

———*———

(ক্রমশঃ)

শ্রীমধুসূদন রায়।

(নিজের নাক কাটিয়া পরের যাত্রা ভঙ্গ)

বিগত ১৯ শে মাঘ শুক্রবার ৺কাশীধাম হইতে প্রকাশিত ত্রিশূল পত্রিকায় শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুরের প্রকাশিত পত্র পাঠ করিয়া বড় অশ্চার্য্য বোধ হইল। শাস্ত্রী মহাশয় বঙ্গদেশীয় সাহাদিগের পক্ষ অবলম্বন করিয়া বৈশ্যত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্য অনেক কথা বলিতেছেন। তিনি সাহাদিগকে বৈশ্য করুণ আর ক্ষত্রিয় করুণ তাহাতে আমাদের কিছু যায় আসেনা। কারণ সাহারা যাহা হউক না কেন তাহারা আমাদের কাছে চিরদিনই অব্যবহার্য্য থাকিবে, কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয় ধান ভানিতে শিবের গীত গাহিয়াছেন। তিনি সাহাদের কথা বলিতেছেন সাহা সম্বন্ধে যে সকল কথা বলা উচিত ও বচন প্রমাণাদি দেখান উচিত তাহা বলাই আবশ্যক, তিনি সেই কথার মধ্যে বলিতেছেন "এই যে কায়স্থেরা শূদ্র অথচ উপনয়ন লইয়া দ্বাদশ দিনে অশৌচ ত্যাগ করিতেছে, এবং শোভাবাজারের মহারাজ ৺নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর কে সি, এস, আই মহোদয়ের পুত্র কুমার শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর মহাশয়ের সভাপতিত্বে বিধবা বিবাহ হওয়ার স্বপক্ষে কত সভা সমিতি প্রকাশ্য ভাবে হইয়াছে, কৈ সে সম্বন্ধে কোন গোলযোগ শুনিতে পাইতেছিনা কেন? তবে সাহাদের বৈশ্যত্ব লইয়া কাশীতে এত গোলযোগ কেন হইতেছে, আবার তিনি ব্রাহ্মণের সাম্য ভাবের কথা বলিয়াছেন।"

"ব্রাহ্মণের সকল বর্ণের প্রতি সমান দৃষ্টি থাকা উচিত কোন বর্ণের প্রতি অনুগ্রহ ও কোন বর্ণের প্রতি নিগ্রহ করা ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য নয়।"

শাস্ত্রী মহাশয় যাহা লিখিতেছেন নিজে তাহার বিপরীত আচরণ করিতেছেন কেন? তিনি বলিয়াছেন "কায়স্থেরা শূদ্র"। শাস্ত্রী মহাশয় যদি মনু প্রভৃতি শাস্ত্র দেখিতেন তাহা হইলে কায়স্থ দিগকে কখনই শূদ্র বলিতে পারিতেন না।

মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকারেরা শূদ্রের সহিত কোন প্রকার সংসর্গ করিতে দ্বিজাতিকে নিষেধ করিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয় সাহাদিগকে বৈশ্য বলিতে প্রস্তুত, আর যে সমস্ত কায়স্থদিগের সহিত পুরুষানুক্রমে সংসর্গ করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহাদের শূদ্র বলিতে নিজে লজ্জা বোধ করেন না ইহাই আশ্চার্য্য।

শাস্ত্রে আছে শূদ্রের কোন মন্ত্রে বা কোন সংস্কারে অধিকার নাই। কায়স্থ জাতির মধ্যে আবহমান কাল হইতে দশবিধ সংস্করের মধ্যে নয়টী সংস্কারই বর্ত্তমান আছে। কেবল কিছু কালের জন্য উপনয়ন সংস্কার বিবর্জ্জিত হইয়া ব্রাত্য হইয়াছেন, তাঁহারা সেই ব্রাত্য দোষ খণ্ডন করিবার জন্য পণ্ডিতগণের নিকট শাস্ত্রোক্ত ব্যবস্থা লইয়া প্রায়শ্চিত্যান্তে উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন তখন তাহাদের শূদ্র বলা শাস্ত্রী মহাশয়ের নিজের নাক কাণ কাটিয়া পরের যাত্রা ভঙ্গ করা ভিন্ন আর কিছুই নয়—তিনি যখন ব্রাহ্মণ, ধর্ম্মের কথা বলিয়াছেন তখন তাঁহার কায়স্থ জাতির উপর আক্রমন করিয়া অথবা কায়স্থ বিদ্বেষের পরিচয় দেওয়া পণ্ডিত ও বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্ত্তব্য নয়—তিনি পণ্ডিত তাঁহাকে বেশী বলা বাহুল্য। অলমতি-বিস্তরেণ।

কাব্যরত্নোপাধিক
শ্রীমধুসূদন দেব শর্ম্মণঃ।

কায়স্থ-কন্যার বিবাহ।

দাতা দান করেন নিজের সামর্থ্য ও ইচ্ছানুরূপ। নিজের সামর্থ্য ও ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাহা দেওয়া হয় তাহাকে, দান বলা কর্ত্তব্য নহে। পীড়নে দেওয়া জিনিষ দানের বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে। তাই এখন 'কন্যাদান' শব্দ ব্যবহার করা ঠিক হয় না। কেহ কেহ 'কন্যাদান' না বলিয়া 'কন্যাদায়' বলিতে ইচ্ছুক। কিন্তু 'কন্যাদায়' কথাও কি ঠিক হইতেছে? দায় শব্দ অসমর্থ ব্যঞ্জক। ধনীদিগের পক্ষে কন্যাদায় নহে; তাহা কন্যার পিতার ঐশ্বর্য্য দানের পরিচয়। সমাজের মধ্যবিত্ত লোকের পক্ষে 'কন্যাদায়' শব্দ ব্যবহারযোগ্য। কেননা তাহাদের পয়সা নাই অথচ রুচি আছে। মধ্য-বিত্ত লোক "ফেসিয়ানের" বশবর্ত্তী। তাই মধ্যবিত্ত লোকের দায় দফা কথা। সমাজের নিঃস্ব বা নিম্নশ্রেণীর মধ্যে অনশন ঘটিলেও "ফেসিয়ান

প্রবাহ" প্রবেশ করে নাই। তাহারা ভগবানের নামে বিবাহ কর্ত্তব্যকর্ম্ম মনে করে। কন্যাদান এই শ্রেণীর মধ্যেই আছে। যেখানে দান করিবার উপযুক্ত লোক উপস্থিত থাকে, যেখানে দাতা দানকারীর ও গ্রহণকারী দান গ্রহণ দ্বারায় আনন্দ বোধ করে সেই খানেই যথার্থ দানের কার্য্য নিষ্পন্ন হয়, দরিদ্র দান করিয়া কন্যাদান জনিত বিমল আনন্দ উপভোগ করে। ধনীগণ কন্যাদান করিয়া জহরতাদি দানের জন্য ভাবিয়া আত্মশ্লাঘা পরায়ণ হয়েন। মধ্যবিত্ত কন্যাদান করিয়া সঞ্চিতার্থ বিনাশের ভাবনায় বা কয়জকর্দ্দন কি দোকানের বাকী ভাবিয়া হা হুতাশ করিতে থাকেন। যে দাতার আত্মশ্লাঘা বা রোদন, যেখানে দাতার বিমলানন্দ জন্মে না সেখানে কন্যাদান না বলাই সঙ্গত।

আর্য্যশাস্ত্রে কন্যাদান শ্রেষ্ঠতম রূপে বর্ণিত হইতেছে। ঋষিগণ কন্যা-দানে "সলাঙ্কৃতাদি" বিশেষণ করিয়াছেন। মাত্র পঞ্চ পঞ্চহরিতকী দ্বারায় যে কন্যাদান হইত তাহাও "সালঙ্কৃতা" ছিল। এখন যেমন রজত কাঞ্চ-নাদির মূল্য নিরুপণ হইতেছে, ঋষিগণের সময় অন্যরূপ ছিল সন্দেহ নাই। রজত কাঞ্চনাদির মূল্য প্রাবাল্য সময় কন্যাদান অসম্ভব। 'বিবাহ' শব্দের বহু ধাতুর ক্ষেত্র ও কার্য্য লইয়া গোলযোগ স্থানবিশেষে হইলেও কন্যা-দানের পরিবর্ত্তে কন্যার বিবাহ বলাই অনেকের মত। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে কায়স্থ কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে ২।১টী কথা আলোচনা করা যাইবেক।

শাস্ত্রকারকেরা দশ বৎসরের কন্যাকে 'কন্যা' বলেন। ইহার উর্দ্ধ বয়স্কা কন্যা তৎকালে বিবাহের কালাতীত বলিয়া দূষনীয় ছিল। বর্ত্তমান ফৌজদারী আইনের পূর্ব্ব আইনে দশবৎসরের উর্দ্ধকাল সহবাসের সময় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়; পরে ঐ নিয়ম পরিবর্ত্তন হইয়া বার বৎসর হইয়াছে। এই পরিবর্ত্তন সময়ে দেশব্যাপী আন্দোলন হয়। এই কয়েক বৎসর মধ্যে আমরা দেখিতেছি যে বার হইতে চৌদ্দ বৎসর বয়সেই অধিকাংশ কন্যার বিবাহ হইতেছে। চৌদ্দের বেশী বয়সের ও কতকগুলি কন্যা অবিবাহিতা থাকিয়া স্কুল কলেজে অধ্যয়ন বা গৃহে শিক্ষা করিতেছে। লেখা পড়া শিখিয়া ২৫ জনে কুমারী অবস্থায় জীবন যাপন করিবেন এরূপ সংস্কার না হইতেছে এমত নহে।

ভদ্রসমাজে কন্যার বিবাহের বয়োবৃদ্ধি যেরূপ দ্রুতবেগে হইতেছে অন্য সমাজে সেরূপ হয় নাই। কামার কুমার গোপ নাপিত ইত্যাদি অনেক

জাতি মধ্যেই গৌরীদানের বিলক্ষণ আধিপত্য আছে। ভদ্র সমাজ পাশ্চত্য শিক্ষার দ্বারায় পরিবর্ত্তন পথে চলিতেছে। ঐ সকল জাতিতে সে পরিবর্ত্তন নাই, তজ্জন্যই গৌরীদানের আধিপত্য।

কায়স্থ সমাজে কন্যার বিবাহের বয়সবৃদ্ধি কেন হইতেছে? ইহার মূলে নিম্নোক্ত কারণ গুলি পরিদৃষ্ট হয়।

১ম। কন্যার পিতা মাতা অভিভাবকগণ কন্যার বিদ্যাশিক্ষার্থ বিবাহ দিতে বিলম্ব করিতেছেন।

২য়। বরের পিতা মাতা পুত্র উপার্জ্জনক্ষম না হইলে পুত্রের বিবাহ দিতে বা বর বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক হওয়ায় বরের অভাব।

৩য়। বরে পিতার অর্থলালসা পরিতৃপ্তি করিতে কন্যার পিতা সমর্থ নহেন বলিয়া কন্যার বয়স হইতেছে।

৪র্থ। পূর্ব্বাপর যে মেল বন্ধন বা সমাজ মধ্যে আদান প্রদান হইত তন্মধ্যে উপযুক্ত বরের অভাব হেতু কন্যার বিবাহ বিলম্ব হইতেছে। ধনীবরের আশায় থাকিলেও কতক কন্যার বয়স হয়।

৫ম। আইনের বার বৎসর জন্যও বিলম্ব হইতেছে।

উক্ত পাঁচটী কারণ মধ্যে কোনটী লঘু গুরু তাহাই বিবেচ্য। বার বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কন্যাকে পাঠশালে পাঠাইতে অধিকাংশ পিতামাতাই সম্মত আছেন। বার বৎসরের উর্দ্ধ বা পনর ষোল বর্ষের উর্দ্ধকাল অতি অল্প লোকই কন্যাকে শিক্ষা দিতেছেন। ইহার বিষয় আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। কেন না ইহারা কন্যাকে ১২।১৪ বৎসরের মধ্যে বিবাহ দেওয়াই আবশ্যক বোধ করেন।

বরের পিতামাতা, বর স্বয়ং উপার্জ্জন ক্ষম না হইলে বিবাহ করিবেন না বলিয়া যে সংকল্প করেন তজ্জন্য বরের অভাব হইলে চিন্তার বিষয় বটে। কেন না কন্যা কর্ত্তা অনেকেই কন্যাকে ১২।১৪ বৎসরের মধ্যে সম্প্রদান করাই কর্ত্তব্য বোধ করেন।

বরের পিতার অর্থ লালসা পরিতৃপ্ত করিতে না পারিয়া অধিকাংশ কন্যার পিতাই অর্থাভাবে কন্যার বয়সের প্রতি উপেক্ষা করিতেছেন ইহা নিয়তই দৃষ্ট হইতেছে। এই শ্রেণীর সংখ্যাই অধিক।

পূর্ব্বাপর মেল বন্ধন বা সমাজ মধ্যে আদান প্রদানের স্থল সংকীর্ণতা হেতু কন্যাদানে যে বিলম্ব হইতেছে তাহা বিশেষ গণনায় নহে। এবং আইনের বার বৎসরের জন্য যে বিলম্ব হইতেছে তাহাকেও বিশেষ প্রতিবন্ধক বলা যায় না।

কেননা বার বৎসরের পূর্ব্বে বিবাহ দিয়া বয়স্থা না হওয়া পর্য্যন্ত স্বামীগৃহে পাঠাইতে সকলেই বিরত থাকেন।

যাহারা কন্যাদিগকে সৎশিক্ষা দিতে, সৎসঙ্গে রাখিতে ও অধিক সময় ভরণপোষণ করিতে সমর্থ, তাঁহারা বেশী বয়সে কন্যার বিবাহ দিতে পারেন। যখন দেশে ইংরেজি শিক্ষা ছিল না তখনও বেশী বয়সে কোন কোন কন্যার বিবাহ হইয়াছে। সুতরাং ঐরূপ শ্রেণীর কোন কোন কন্যার বেশী বয়সে বিবাহ হইলে বিশেষ ক্ষতি নাই। কন্যা গ্রহণকারী কন্যা কর্ত্তার সমানাবস্থার লোকই হইবেন। এই আদর্শে অন্যলোক মারা না যায় তাহাই দ্রষ্টব্য।

যে সকল লোক কন্যাগণকে নিয়ত সৎশিক্ষার দ্বারায় সৎসঙ্গে রাখিয়া অধিক সময় ভরণপোষণ করিতে সমর্থ নহেন সেইরূপ শ্রেণীর লোকের সংখ্যাই কায়স্থ সমাজে অধিক। কন্যা বয়স্থা হইবার পূর্ব্বে ১২ বৎসর কি স্থল বিশেষে ১৪ বৎসর মধ্যে কন্যা সম্প্রদান করা অধিকাংশ কায়স্থই কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন। কন্যাকে ঐ সময়ের মধ্যে বিবাহ দিতে অনেকেই ইচ্ছা করিয়া নৈরাশ হইতেছেন।

বর উপার্জ্জনক্ষম না হইলে বিবাহ হইবে না বলিয়া আপত্য হইলে তজ্জন্য কন্যার বিবাহে বয়োবৃদ্ধি অনিবার্য্য। এরূপস্থলে কন্যার বয়স বেশি হেতু উপার্জ্জনক্ষম বর সেই কন্যা গ্রহণ করিতে অসম্মত হইলে বিপদের কথা। উপার্জ্জনক্ষম বর ষোড়শী কন্যা গ্রহণ করিলে ভাবনার বিষয় নহে।

সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিপদ বরের পিতার অর্থ লালসা। যদি বরপক্ষ ক্রমাগত অর্থ লালসা করেন, তবে নিঃস্ব কন্যাকর্ত্তাগণ বাধ্য হইয়াই কন্যার বয়স বেশি করিবেন। অর্থ লালসা পরিতৃপ্ত করা এইক্ষণকার উপার্জ্জনের দ্বারায় কয়জনের সাধ্য হইতে পারে।

কন্যাদিগকে ১২।১৩ বৎসর বয়সেই সম্প্রদান করা অধিকাংশ কায়স্থের ইচ্ছা। অথচ টাকাকড়ির কথার জন্য বয়স বৃদ্ধি হইলে তাহা নিবারণ করা আমাদিগের অসাধ্য। এরূপ মনে করা যায় না। কায়স্থসভা এই টাকাকড়ি গ্রহণের প্রথা নিবারণ জন্য যত্ন করিতেছেন। তাহার অনুকূল বায়ু কংকটা প্রবাহিত হইতেছে।

বাঙ্গালার কায়স্থগণের শ্রেণীচতুষ্টয়ের মধ্যে আন্তর্গনিক বিবাহ প্রথার প্রবর্ত্তনের চেষ্টা হইতেছে। উপনয়ন সংস্কার আরম্ভ হইয়াছে। এই পরিবর্ত্তনদ্বারায় সমাজস্থ লোকের অর্থলালসা দূরীভূত হইবে। শ্রেণী বিশেষের

মধ্যে মেলা মেশার অন্তরায় যাহাতে কমিয়া যায় তাহা করাই কর্ত্তব্য। ঐ উপায় দ্বারা কন্যা বিবাহের পথ কতক প্রশস্ত হওয়াই মনে হয়। আমাদের কতকগুলি বৃথা অভিমান ও সংস্কার আছে তাহা উপনয়ন গ্রহণ ও আন্তর্গনিক বিবাহ প্রথার দ্বারায় দূর হইবার আশা আছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে 'কন্যাদান' কথা এখন হইতে পারে না। পবিত্র দাম্পত্যপ্রেম অর্থনীতির বশীভূত হইয়াছে। কায়স্থগণের পূর্ব্বে মণিব্যবসা একচেটিয়া ছিল। তাঁহারা রাজদ্বারে লব্ধপ্রতিষ্ঠ থাকিয়া নিঃস্ব স্বজাতিবৃন্দকে প্রতিপালন করিতেন। এখনও বহু পরিবর্ত্তন স্বত্বেও ধনী কায়স্থগণ মাত্রেই সাধ্যানুসারে জ্ঞাতিকুটম্ব স্বজাতিকে ভরণপোষণ করিতেছেন। কায়স্থ সমাজ মধ্যে আদর্শ চরিত্রের লোকও বিস্তর আছেন।

বরের পিতার অর্থলালসার উদ্ভব কায়স্থ সমাজে বেশি দিন হইল হয় নাই। যাহা এক সময়ে ছিলনা ও যাহা সমাজের অমঙ্গলকর তাহা দূরীকরণ অসাধ্য-জনক নহে। কায়স্থ সমাজে বরের পিতার অর্থলালসার উদ্ভব কেন হইতেছে এ বিষয় আলোচনা করিলে দৃষ্ট হইবে যে অধিকাংশ স্থলেই বরের পিতার যে আয় তাহাতে তাঁহার পারিবারিক ব্যয় অথবা বিবাহের জন্য অতিরিক্ত ব্যয় সংকুলান হয় না। প্রথমে সমর্থ কন্যাকর্ত্তা অসমর্থ বরকে (বর মনোনীত হওয়ায়) অর্থ দেওয়ার প্রথা প্রচলিত হয়। তৎপরেই "আমি দিয়াছি লইব না কেন, তিনি দিতে পারেন দিবেন" ইত্যাদি দাবী দাওয়া হইতে বরকর্ত্তার টাকা গ্রহণ করা শিক্ষিত সমাজের একটা প্রবল "ফেশিয়ান" হইয়াছে।

কায়স্থ জাতির শিক্ষিত সমাজের মধ্যে টাকা লওয়ার "ফেশিয়ান" দেখিলে মনে হয় শিক্ষিত সমাজ হইতে অশিক্ষিত সমাজের লোক অনেকটা শান্তিতে আছে। অশিক্ষিত সমাজ বিবাহের আধ্যাত্মিক-কর্ত্তব্যতা-প্রণোদিত। বিবাহ করিতে হয় পুত্রের জন্য, পুত্রের কর্ত্তব্য পিণ্ডদান। শিক্ষিত সমাজের বিবাহ ভোগবিলাস প্রণোদিত। ভার্য্যাটী সুন্দরী চাই, আপাদমস্তক অলঙ্কার চাই; আর চাই দানের দক্ষিণা স্বরূপ ভার্য্যার পিতার অর্থরাশি। এ সমস্তই ভোগ বিলাসের পরিচয়। ভোগ বিলাসের "ফেশিয়ান" কিঞ্চিৎ কম হইলেই কর্ত্তব্য জ্ঞানের উদয় হইতে পারে।

কোন জিনিষ দুষ্প্রাপ্য হইলে মূল্য বৃদ্ধি হয়। বরের মূল্য বৃদ্ধি দুষ্প্রাপ্য হেতু নহে। কন্যার পিতার ধর্ম্মভীরুতাই উহার কারণ বলা যায়। শাস্ত্রানুসারে কন্যাকে যথাকালে বিবাহ দিতেই হইবে। কন্যার পিতা কন্যার বিবাহ দিব না বলিতে পারিলে কোন গোল থাকিত না।

বরের মূল্য স্থির করিয়া বর কন্যার লঘু গুরু সম্পাদন করা হইতেছে। হিন্দু বিবাহ আধ্যাত্মিকমূলক। স্ত্রীপুরুষ অভেদাত্মা হইয়া সৃষ্টিপ্রবাহ রক্ষা ও সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন। হিন্দু বিবাহ বরের মূল্য হয় না। তজ্জন্যই বর্ত্তমান বিবাহ প্রথাকে ভোগ বিলাসের "ফেশিয়ান" বলা হইয়াছে।

অশন বসনের জন্য যাহার যে পরিমান অর্থের প্রয়োজন তাহা সংগ্রহ হইতেছে না। কাল পরিবর্ত্তনে যে অর্থকৃচ্ছ্রতা উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে সংযম শিক্ষা একান্ত আবশ্যক। যে বস্তু পূর্ব্বে সমাজে ছিলনা অথচ সমাজ সুখে ছিল, তাহা আলোচনা করিয়া কায়স্থ সমাজের ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান অবস্থা চিন্তা করিলে, সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে আমরা নিজেই নিজের কণ্টক হইতেছি। অদ্য যিনি কন্যার পিতা হইতেছেন তিনি যে আঘাত পাইয়াছেন বরের পিতা হইয়া তাহার প্রতিঘাত ইচ্ছা করিলে তিনি অবস্থা সঙ্কটে কন্যার বিবাহ দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিয়াছিলেন তাহা থাকে কোথায়? যিনি একবার বিপন্ন হইয়াছেন সমাজহিতৈষণা শিক্ষার্থে তিনিই অগ্রসর হইবেন। সংযম শিক্ষার তিনিই প্রকৃত অধিকারী।

"ফেশিয়ান" একটা দূর করিতে আর একটা আসিয়া পড়ে। লোকে বলে "সাক্ষী দেওয়া নহে বৃত্তান্ত বলা"। কন্যাকর্ত্তার নিকট দাবী দাওয়া নাই। কিন্তু হু হু !! সোণা রূপা তৈজস পত্রে কত কি দেবে শুনা চাই! নগদ টাকা কড়ি নাই কিন্তু দান সামগ্রী যৌতুকের মূল্য সরবরাহ করিতেই কন্যাকর্ত্তার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইতেছে।

সমান ঘরে বরের আদর বেশী। পরিচিত ভিন্ন নূতন ঘরের সহিত সম্বন্ধ করিতে অনেকেই সম্মত নহে। প্রপিতামহ মাতামহাদি কুলের সহিত যাহার জ্ঞাতিগোষ্ঠির সম্বন্ধ পরিচয় হয় না, সেখানে কন্যাদান কথা। অপরিচিত ঘরের কন্যা আনিতে হইলে আরো ভাবনার কথা। মনে হয় কোথাকার কি আনা হইতেছে! পিতৃ মাতৃকুলের সাত বাছাই করিয়া কন্যা আনিতে হয়। সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আদান প্রদান করিয়া যে অভ্যাস হইয়াছে তাহা দূর করিতে সময় প্রয়োজন। সংকীর্ণ গণ্ডির মায়া কাটাইতে পারেন না বলিয়া কেহ কেহ কন্যা লইয়া বিব্রত হইতেছেন।

ধনলিপ্সা কন্যার পিতারও আছে। কন্যার পিতা ইচ্ছা করেন বরটী পাশ করা হয়; আবার অবস্থাও ভাল হয়। কন্যা সুখে থাকে, ইহা পিতার স্বাভাবিক বাসনা। এজন্য অর্থাভাব জন্য দুষ্প্রাপ্য জিনিষের মায়াতেও হাত

বাড়াইতে হয়। কন্যার পিতার মাসিক কুড়ি টাকা আয়। তিনি সমান আয়ের বরের সহিত কন্যার বিবাহ দিতে অসম্মত। কেন না ঐ আয় ধর্ত্তব্য নহে। তিনি দুষ্প্রাপ্য জিনিষের জন্য যথা সর্ব্বস্ব দিয়া থাকেন। তিনি নিজের অবস্থায় নিজে অসন্তুষ্ট তাঁহার মনে শান্তি নাই। তিনি সংযম শিক্ষা করিয়া প্রলোভনের হাত এড়াইতে পারেন নাই। মধ্যবিত্ত লোকের ঘরে কন্যার বিবাহের বয়স এজন্যও বৃদ্ধি হইতেছে। ফলকথা কন্যাকর্ত্তা কন্যার সুখের জন্য ও বরকর্ত্তা নিজের উদরপূর্ত্তির জন্য লালায়িত। ধরিতে গেলে দুই জনেই অর্থ মায়ায় পরিক্লিষ্ট হইতেছেন। দুই জনেই অর্থের প্রলোভনে ঘুরিতেছেন। অবস্থানুসারে বরপক্ষ নিন্দিত হইলেও কন্যাপক্ষ তিরস্কারের ভাজন নহেন এরূপ নহেন। কন্যাপক্ষ বরের অর্থপাশ কুলরূপ ত্রিতত্ত্ব একাধারে লাভের জন্য ধাবিত না হইলে, তিনি সংযম শিক্ষার দ্বারা সন্তুষ্ট জীব হইলে অনেক গোলযোগের অবসান হইতে পারে।

যিনি যে অবস্থার লোক তিনি সেই অবস্থার লোকের সহিত সহানুভূতি পরায়ণ না হইলে সমাজ রক্ষা হওয়া কঠিন। হিন্দু সমাজে ধনী দরিদ্র লইয়া ঘর করিতে হয়। ধনীগণ দরিদ্রকে কখনই উপেক্ষা করিতে পারেন না। ধনীগণ পুরুষ পরাগত ধনী থাকিবেন এরূপ ব্যবহার শাস্ত্র বা বিধাতার নিয়ম নহে। যিনি দুই পুরুষ পূর্ব্বে প্রাতঃস্মরণীয় ধনী ছিলেন, তাঁহার বংশধর এখন সামান্যাবস্থার লোক। ধনী দরিদ্রের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া কায়স্থ সমাজের পূর্ব্বকুল নিয়মাদি বিধিবদ্ধ হইয়াছে। সমাজে অর্থের বিশেষ প্রয়োজন হইলেও, পূর্ব্বতন সামাজিকগণ একমাত্র অর্থকেই প্রধান লক্ষ্য করিতেন না। সমাজের মধ্যবিত্তগণ স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট আয়ে সন্তুষ্ট থাকিয়া সমাজের ধনী ও দরিদ্রগণের মধ্যে আদর্শতা প্রদর্শন করিতেন। মধ্যবিত্তগণের সে ভাব দূর হইয়াছে। মধ্যবিত্তগণ ধনীর সামান্য লাভ ও দরিদ্রকে দূর করিতে যত্ন করিতেছেন। আমাদের সমাজের গঠন কিরূপ ও ইহার উপযোগিতা কি এবং তাহাকে কিরূপে রক্ষা করিতে হইবে সে কথা কেহই ভাবিতে চাহেন না। "লোকে ঠেকিয়া শেখে" প্রবাদ আছে। কিন্তু ঠেকিয়া শিক্ষা লাভ না হইলে পরিতাপের কথা!

মধ্যবিত্ত কায়স্থগণ, কন্যা পতিগৃহে রজস্বলা না হয় এই কামনাই করিয়া থাকেন। দেশের ও স্বকীয় অবস্থানুসারে মধ্যবিত্তের রজস্বলা কন্যা রক্ষা করা কঠিন। এদিকে বরের অনুসন্ধানে টাকা কড়ির কথাবার্ত্তায়, চিন্তায় কন্যার বয়স ১২।১৩ বৎসর হয়। এই অবস্থায় কন্যার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্বাভাবিক

রূপে বর্দ্ধিত না হয় জনক জননী অভিভাবিকাগণ তাহাই কামনা করেন। তাহার ফল কি? কন্যার বয়স ৮।৯ বৎসর হইলেই তাহাকে অর্দ্ধভোজী করিয়া তাহার স্বাভাবিক শারীরিক গতির খর্ব্বতা সাধন করা হইতেছে। কন্যাগণ ৮।৯ বৎসর হইতে ১২।১৩ বৎসর পর্য্যন্ত যদি অর্দ্ধভোজী হয় বা অপূর্ণ দ্রব্য ভোজন করে তাহাদিগের ১৪।১৫।১৬ বৎসর বয়সে যে সন্তান সন্ততি জন্মে তাহারা যে কিরূপ মনুষ্য হইবে তাহা কল্পনার বিষয় নহে। মধ্যবিত্তগণের সন্তান সন্ততিগণ যেরূপ জীর্ণ শীর্ণ ও রোগ প্রবল হইতেছে তাহার অন্য কারণ থাকিলেও বালিকাগণের কিছুকাল অর্দ্ধভোজন ও মস্তিষ্ক পরিচালন অন্যতম কারণ মধ্যে পরিগণিত হইবে। হায় কি পরিতাপের বিষয়! যাঁহারা পুত্রগণ বলবীর্য্যশালী ও নীরোগী হউক বলিয়া কামনা করেন তাঁহারা স্বগৃহের মধ্যে ভাবী বংশধরগণের জননী যে অমঙ্গলকর কার্য্য হইতেছে তাহা একবারও চিন্তা করেন না।

কন্যার বিবাহের বয়স যে যে কারণে বৃদ্ধি হইতেছে তাহার সম্পূর্ণ মূলোচ্ছেদ হইয়া কোন নির্দ্দিষ্ট বয়সে কন্যার বিবাহ সম্পন্ন করা অসম্ভব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি অধিকাংশ লোকই কন্যা রজস্বলা হইবার পূর্ব্বে বিবাহ দিতে ইচ্ছুক। তজ্জন্য অধিকাংশ লোকের পক্ষে ১২।১৩।১৪ বৎসর মধ্যে কন্যার বিবাহ দেওয়া প্রশস্ত। কন্যার বিবাহের বয়স ক্রমেই বেশি হইতেছে। এই বয়স আরো বেশি করিলে তাহা কথার কথা হইবে। তাহাতে কন্যাকে অনাহারে শীর্ণ করার প্রথা কি দূর হইবে? ধনীর ঘর ভিন্ন মধ্যবিত্ত ঘরের "বয়প্রাপ্তা" কন্যা থাকিতে পারে না।

কোন্ বয়সে কন্যা বিবাহিত হইয়া তাহার পর বিধবা হইলে তাহার ভোগ বিলাস স্পৃহা নিবৃত্ত থাকিবে তাহা অনুমান সাপেক্ষ মাত্র। সন্তান জন্মিলে ভোগত্ত হয় তত অনেকটা প্রশমন হয়। চৌদ্দ হইতে কুড়ি বৎসর বয়স মধ্যেই অনেকের সন্তান হইতে দেখা যায়। পনর হইতে কুড়ি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত মধ্যবিত্ত কায়স্থের ঘরে কন্যা রক্ষা করা অসম্ভব কথা। অধিক বয়স্কা কন্যা ভর্ত্তৃকুলের আচার ব্যবহারের অনুকরণের পরিবর্ত্তে পিতৃকুলের সংস্কারাদি লইয়া কার্য্য করিবেন। এজন্যও বেশি বয়স মধ্যবিত্ত লোকের গ্রহণীয় নহে; নিম্নশ্রেণীর যে সকল জাতি লইয়া আমাদিগকে স্বস্ব গ্রামে বাস করিতে হয় তাহাদের মধ্যে বেশি বয়সের প্রচলন হওয়া সহজ কথা নহে। ব্রাহ্মণ কায়স্থের "পর্দ্দা" প্রথা থাকায় উপকার সাধন হইতেছে।

কন্যার বিবাহ লইয়া অনেক কায়স্থ বিপদাপন্ন হইতেছেন। তাঁহাদিগের বিপদ দূরীভূত করিতে হইলে, কায়স্থ সমাজে উচ্চতম আদর্শ প্রয়োজন। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে মধ্যবিত্ত কায়স্থগণই সেই আদর্শস্থানীয় ছিলেন। প্রত্যেক সমাজের ধনীগণ তাহার অনুকরণ করিতেন। প্রাচীন সমাজের কুলীন মৌলিক সিদ্ধ সাধ্যাদি ভাব গুলি দূরীভূত হইয়া অর্থের প্রাধান্য স্থাপিত হইতেছে। প্রাচীন সমাজ বংশ মর্য্যাদা ভিত্তির উপরে গঠিত ছিল। সেই ভিত্তি ভগ্নদশায় পরিণত। কুলীন অকুলীনাদি যে বংশেরই যিনি হউন, তাহার মধ্যে মস্তিষ্ক পরিচালনা যাহারা করিতেছেন, যাহাদিগের স্বরূপ আর দশের নিকট মান্য আছে, তিনিই সমাজের আদর্শ স্থানীয় হইতেছেন। হাকিম, ব্যারিষ্টার, উকীল, ও ডাক্তার ও মাষ্টার প্রভৃতি ঐ আদর্শের অন্তর্গত। এই আদর্শকে পাশ্চাত্য তত্ত্ব পরিপূর্ণ বলিতে হয়। সমাজের কি ছিল, কি নাই, কি চাই একথা কয়জনে চিন্তা করেন, কন্যার বিবাহ লইয়া কেহ বিপদাপন্ন হইয়া ইহাদিগের নিকট আর্ত্তনাদ করিলে প্রবোধ দিবেন "তা, তা এখন টাকার বাজার, করিবে কি! দেখ না সেদিন আমি কত টাকা দিলাম"। ভাল! তোমার এ টাকার বাজার কয়দিনের? তথা কথিত আদর্শ স্বার্থপূর্ণ। কায়স্থ সমাজ আদর্শহীন হইলে কন্যার বিবাহ লইয়া বিপদ ক্রমেই ঘনীভূত হইবে। কায়স্থ সমাজে পাশবাচার প্রচলিত হইবে।

শ্রীকৃষ্ণচরণ বর্ম্মমজুমদার।

বঙ্গদেশীয় ও হিন্দুস্থানী কায়স্থ প্রসঙ্গ। (৩)।

একখানি পত্রের অনুবাদ।

বাকিপুর।

মার্চ্চ, ১৯১১।

মাননীয় শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয়

সমীপেষু।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণের ও বেহারী কায়স্থগণের পরস্পর আন্তর্গনিক বিবাহে আবশ্যকতা সম্বন্ধে আপনি যে সকল বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহারই ফলে আমি

আমার চতুর্দ্দশবর্ষীয়া কন্যার বিবাহ বঙ্গদেশে দিতে প্রস্তুত হইয়াছি; আপনাকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি যে যদি সম্ভব হয় তবে একটী বঙ্গদেশীয় কায়স্থের সহিত বিবাহের সম্বন্ধ দেখিবেন।

উচ্চ শিক্ষা, সামাজিক পদমর্য্যাদা এবং সুন্দর স্বাস্থ্য দেখিলেই এই নব বিবাহ প্রথা প্রচলনের জন্য আমার পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ পোষকতা করিবেন।

আমি শ্রীবাস্তব কায়স্থ*। পাটনা কালেক্টরীতে ৫০৲ বেতনে হেড কেরানীর পদে নিযুক্ত আছি। মজঃফরপুর জেলায় ও নেপাল সীমানায় আমার কিছু জমীদারী আছে।

আমি বাঙ্গালার কায়স্থগণের বিশেষ বিবরণ কিছু জানি না সুতরাং আপনার সাহায্যপ্রার্থী হইতেছি। যদি এই বিষয়ে আমি কৃতকার্য্য হই এবং আপনার সহানুভূতি পাই তাহা হইলে বাধিত হইব।

আশা করি আপনাকে যে কষ্ট প্রদান করিতেছি তাহার জন্য ত্রুটী গ্রহণ করিবেন না।

বিনয়াবনত, জঙ্গ বাহাদুর লাল।

"পামুণ্ড"

("স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের মানস পুত্র" নামক চিত্রদর্শনে)

পায়ের উপরে নির্ভর ক'রে
মুণ্ড চলেছে হেঁটে!
রচিয়া বচন রঘু নন্দন
বাকী সব নেছে কেটে।
কলমের জোরে রঘু আমাদের
দ্বিতীয় পরশুরাম!
নস্যাৎ ক'রে দিয়েছে বৈশ্যে,
ক্ষত্রের নাহি নাম।
শূদ্র চরণ করেছে যোজন
স্মার্ত্ত বিপ্রশীরে!
দম দিয়ে কলে চলে কৌশলে
কলের পুতুলটিরে।
যত কবন্ধে লজ্জিত করি'
সঘনে দোলায়ে শিখা,
নাচিয়া ফিরিছে যেন চামুণ্ড
"পা-মুণ্ড" বিভীষিকা।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

---

* বঙ্গদেশীয় কায়স্থদের 'বসু'।—কা; প; সং।

পণ্ডিতের ভ্রমাপনোদন।

পার্শ্বস্থ স্বাক্ষরের অবিকল প্রতিলিপি—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র সাংখ্য সাগর মহাশয়ের। তিনি বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার ব্যবস্থাপত্রে স্বেচ্ছায় স্বাক্ষর করিয়া আজ কয়েক বৎসর পরে বিস্মৃত হইয়াছেন এবং অস্বীকার করিতেছেন। ধলছত্র, বিক্রমপুর, ঢাকা প্রভৃতি তাঁহার দেশস্থ সম্ভ্রান্ত মহোদয়গণের নিকট কায়স্থ সভার কলঙ্ক প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন, "যে কায়স্থ সভা তাঁহাদের মুদ্রিত ব্যবস্থা পত্রে তাঁহার মত পণ্ডিতের স্বাক্ষর না দেওয়াতেও মিথ্যা নাম ছাপাইয়াছেন।" পণ্ডিত মহাশয়ের স্মৃতি উদ্রেকের জন্য এবং সাধারণের নিকট কায়স্থ সভায় তিনি যে অপযশ করিয়াছেন, তাহার জন্য এই স্বাক্ষরের প্রতিলিপি দেওয়া হইল। আশা করি তিনি লোকের নিকট আর সভার অযথা নিন্দা করিবেন না, করিলে ভবিষ্যতে সভার কলঙ্কক্ষালনের জন্য অপর উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।

কাঃ সঃ।

প্রাপ্ত গ্রন্থাদির সমালোচনা ইত্যাদি।

পুস্তক।

অশৌচ সমালোচনা। দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ ঘোষ, চৌধুরী দেববর্ম্মা প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান :—গ্রন্থকারের নিকট—ঘোড়ামারা পোঃ। ১৩১৭। উক্ত বিষয় প্রবন্ধাকারে বহরমপুরের বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত হয়। এক্ষণে রাধিকা বাবু কায়স্থ সাধারণের উপকারের জন্য পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। পুস্তক খানিতে গ্রন্থকারের জ্ঞান গবেষণা বিশেষভাবে প্রকটিত হইয়াছে। কায়স্থ মহোদয়গণকে এই পুস্তক পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

কায়স্থ-তর্ক-সমাধান। বঙ্গজ কায়স্থ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র দেববর্ম্মা শাস্ত্রী মহাশয়ের দ্বারা প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা কার্য্যালয়, মূল্য ।০ পুস্তকখানিতে কায়স্থগণের বিরুদ্ধে শ্রীযুক্ত জয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ প্রমুখ যে সকল ব্রাহ্মণ গরল উদ্গার করিয়াছেন উপেন্দ্রবাবু বেদ, পুরাণ, স্মৃতি ও যুক্তির দ্বারা সেই সকল বিষধরের বিষনাশ করিয়াছেন। কায়স্থের বিরুদ্ধে যে সকল তর্ক উঠিতে পারে শাস্ত্রী মহাশয় তাহার সমাধান করিয়াছেন। গ্রন্থকার এ বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

বারেন্দ্র-কুল-পরিচয়। বারেন্দ্র কায়স্থ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবন্ধু সান্যাল কর্ত্তৃক সঙ্কলিত, কলিকাতা ১০ নং কাশীঘোষের লেন হইতে শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রলাল ভাদুড়ী বি, এ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ১৩১৭।

বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের কুলপরিচয় বিবৃত আছে। পুস্তকখানিতে গ্রন্থকার আদিশূরকে ও বল্লাল সেনকে বৈদ্যজাতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা তাঁহার সম্পূর্ণ ভ্রম। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ ইহা বিশেষরূপে প্রমাণ করিয়াছেন যে বল্লাল সেন ও আদিশূর কায়স্থ ছিলেন। আইন-ই-আকবরীতেও তাহাই আছে। আশা করি গ্রন্থকার এ ভ্রম সংশোধন করিবেন।

সাময়িক পত্র।*

সমাজ। বঙ্গভাষায় মাসিক পত্র। কার্য্যালয়—৪ নং ওয়েলিংটন্ স্কোয়ার, কলিকাতা। প্রত্যেক সংখ্যায় ডিমাই আট পেজী ৫ ফর্ম্মা, অর্থাৎ ৪০

* যে সকল পত্রিকা গত আশ্বিন মাসে সমালোচিত হয় নাই, সেই গুলিই এখানে উল্লিখিত হইল।

পৃঃ থাকে। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ডাকমাশুল সমেত ১৲ এক টাকা মাত্র। ১৩১৭, ফাল্গুন সংখ্যা পর্য্যন্ত পাইয়াছি। পত্রিকার দ্বিতীয় বৎসর চলিতেছে। পত্রিকায় বেদান্তসূত্র ও অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। নিয়মিতরূপ প্রকাশিত হয়। ছাপা ও কাগজ মন্দ নয়।

সাহিত্য। বঙ্গভাষায় মাসিক পত্র। কার্য্যালয়—২।১ নং রামধন মিত্রের গলি, কলিকাতা। প্রত্যেক সংখ্যায় ডিমাই আটপেজী ৭ ফর্ম্মা, অর্থাৎ ৫৬ পৃঃ থাকে। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ডাকমাশুল সমেত ৩৲ তিন টাকা মাত্র। পত্রিকার এই ২১ বৎসর। 'সাহিত্য' এখন বঙ্গভাষায় একটী প্রধান ও শ্রেষ্ঠ মাসিক পত্র। বঙ্কিম বাবুর বঙ্গদর্শনের পর 'সাহিত্যই সেই ধরণের পত্রিকা।' পত্রিকার সুন্দর ছাপা। নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হয়।

সাপ্তাহিক পত্র।

কাশীপুর নিবাসী। বঙ্গভাষায় সাপ্তাহিক পত্রিকা। কার্য্যালয়—বরিশাল জেলা। প্রত্যেক সংখ্যায় রয়েল ফুল সাইজ ৮ পৃঃ থাকে। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা সর্ব্বত্র। প্রত্যেক সংখ্যা ৫ এক পয়সা। সুচারুরূপে চলিতেছে। সকল বিষয়ে প্রবন্ধ থাকে, প্রধানতঃ রাজনৈতিক ও সামাজিক।

পাবনা হিতৈষী। বঙ্গভাষায় সাপ্তাহিক পত্র। কার্য্যালয়—পাবনা। প্রত্যেক সংখ্যায় রয়েল ফুল সাইজ ৪ পৃঃ থাকে। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র সর্ব্বত্র। প্রত্যেক সংখ্যা ৫ এক পয়সা মাত্র। নিয়মিতরূপ প্রকাশিত হইতেছে। সকল বিষয় প্রবন্ধ থাকে, প্রধানতঃ রাজনৈতিক ও সামাজিক। পত্রাধিকারী কায়স্থ।

ত্রিশূল। বঙ্গভাষায় সাপ্তাহিক পত্র। কার্য্যালয়—কেদার ঘাট, কাশী। প্রত্যেক সংখ্যায় ক্রাউন ফুলসাইজ ৮ পৃঃ থাকে। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র ও বার্ষিক ডাকমাশুল ৸০ বার আনা ও প্রত্যেক গ্রাহককে ত্রিশূল ফণ্ডের পুরস্কারের জন্য ।০ চারি আনা দিতে হয়। দুই বৎসর চলিতেছে। হিন্দু সমাজের বর্ত্তমান দুর্দ্দশাদি ও সমাজশক্তি বিকাশ পত্রিকার উদ্দেশ্য। ভাল ২ প্রবন্ধ ও গল্প থাকে। নিয়মিতরূপ প্রকাশ হয়।

সুবর্ণবণিক। বঙ্গভাষায় সাপ্তাহিক পত্র। কার্য্যালয়—৪ এ হুক লেন, কলিকাতা। প্রত্যেক সংখ্যায় রয়েল ফুলসাইজ ১২ পৃঃ থাকে। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র সর্ব্বত্র।

দুই বৎসর নিয়মিতরূপ প্রকাশিত হইতেছে। সকল বিষয় প্রবন্ধ থাকে, প্রধানতঃ সামাজিক।

সমাজ। বঙ্গভাষায় সাপ্তাহিক পত্র। কার্য্যালয়—৫৮ নং সিকদার বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা। প্রত্যেক সংখ্যায় ক্রাউন ফুলসাইজ ১৬ পৃঃ থাকে। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ২৲ দুই টাকা মাত্র সর্ব্বত্র। প্রত্যেক সংখ্যা ১০ দুই পয়সা মাত্র।

গত ১লা আশ্বিন হইতে সুচারুরূপে পরিচালিত। রাজনৈতিক বিষয় আলোচিত হয় না। সামাজিক বিষয় আলোচনা করাই পত্রিকার প্রধান উদ্দেশ্য। সামাজিক, বৈজ্ঞানিক এবং সাহিত্য সকল বিষয়ের অতি সুন্দর প্রবন্ধ থাকে। এরূপ পত্রিকার বড়ই অভাব ছিল। কাগজ ও ছাপা ভাল সুন্দর সুন্দর ছবি থাকে। প্রতি সংখ্যায় সামাজিক তত্ত্ব থাকে।

সভার প্রচার কার্য্য।

প্রচারক—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র দেববর্ম্মা শাস্ত্রী।

৩রা আশ্বিন, ১৩১৭।—রায়গঞ্জ, দিনাজপুর। শ্রীযুক্ত মথুরানাথ চট্টোপাধ্যায় উকীল মহাশয়ের সভাপতিত্বে সভা হয়। উপনয়ন গ্রহণ করিতে উপস্থিত কায়স্থগণ স্বীকৃত হয়েন। ঐ সভায় ২ জন আমাদের কায়স্থ সভার সভ্য।

৬ই আশ্বিন, ১৩১৭।—দিনাজপুর। রায় শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ রায় সাহেব বাহাদুরের বাটীতে মাননীয় মহারাজা শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ রায় বাহাদুর সভাপতিত্বে সভা হয়। উপনয়ন গ্রহণ করিতে প্রায় ৫০ জন কায়স্থ প্রতিশ্রুত হয়েন। ৫ জন আমাদের কায়স্থ সভার সভ্য।

৩রা অগ্রহায়ণ, ১৩১৭।—ইদিলপুরের কালীবাড়ীতে সভা হয়। ঐ সভায় ২৫ জন উপনয়ন গ্রহণ করিতে প্রতিশ্রুত হন। এবং ৬ জন সভ্য হয়।

১৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩১৭।—ফরিদ্রপুর আব্দুলাবাদের সভা হয় ও তথাকার কায়স্থগণ উপনয়ন গ্রহণ করিতে প্রতিশ্রুত হন।

২৫এ অগ্রহায়ণ, ১৩১৭।—ফরিদপুর মল্লিকপুরে সভা হয়। ৭ জন উপনয়ন গ্রহণ করিতে প্রতিশ্রুত হয়েন এবং ১ জন সভার সভ্য হন।

২রা পৌষ, ১৩১৭।—কৃষ্ণনগর শ্রীযুক্ত মধুসূদন বসুর বাটীতে সভা হয়। অনেকেই উপনয়ন গ্রহণ করিতে প্রতিশ্রুত হন।

৫ই পৌষ, ১৩১৭।—বালিয়াড়ী গ্রামে এক সভা হয়। অনেকেই উপনয়ন গ্রহণ করিতে প্রতিশ্রুত হয়েন।

২২শে পৌষ, ১৩১৭।—শেভাবাজারে শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন চৌধুরী মহাশয়ের আহ্বানে এক সভা হয়; অনেকেই মাঘমাসের ১২ই উপনয়ন গ্রহণ করিবেন বলেন।

৯ই মাঘ, ১৩১৭। জানিপুর, নদীয়া জেলা। প্রত্যেক লোকের বাটীতে গিয়া সভা করিয়া উপনয়ন গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়। অতঃপর ১৬ই তারিখে কালীপূজা উপলক্ষে সকল কায়স্থ সমবেত হইলে সভা করিয়া সকলকে উপনয়নের উপযোগিতা বুঝাইয়া দেওয়া হয়। সকলেই কালবিলম্ব না করিয়া উপনীত হইতে প্রতিশ্রুত হইলেন এবং কয়েক জন সভার সভ্য হন।

১৯এ মাঘ, ১৩১৭। এতমামপুর, নদীয়া জেলা। ২১এ তারিখে শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বসু মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক সভা হয়। উপনয়নের উপযোগিতা বুঝাইয়া দেওয়া হয়, ১১ই ফাল্গুন ১০ জন উপনীত হইতে প্রতিশ্রুত হন। কয়েক জন সভার সভ্য হন।

২৩এ মাঘ, ১৩১৭। কাটদহ, নদীয়া জেলা। প্রাচীনশ্রীযুক্ত রতিকান্ত বসু মহাশয়ের বাটীতে গ্রামস্থ ব্রাহ্মণ ও কায়স্থেরা সমবেত হন। তথায় কায়স্থ জাতির শীঘ্র উপনয়ন গ্রহণ করার কর্ত্তব্যতা বিশদভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হয়। অনেকেই ২৫শে মাঘ উপনয়ন গ্রহণের দিনস্থির করেন।

২৪এ মাঘ, ১৩১৭। নগরবাঁকা, নদীয়া জেলা। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের আঙ্গিনায় এক সভা করা হয়। অনেক তর্কবিতর্কের পর অনেকেরই ২৭এ উপনীত হইতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

২৬এ মাঘ, ১৩১৭। বগুবিল, নদীয়া জেলা। এখানে অধিক কায়স্থের বাস নাই। সভা করা যায় নাই। এখানে ১ জন সভ্য হন।

২৭এ মাঘ, ১৩১৭। কুমুরিয়া, নদীয়া জেলা। এখানের কায়স্থদের সামাজিক সকল বিষয়েই নিরুৎসাহ।

১লা ফাল্গুন, ১৩১৭। পাংশা, ফরিদপুর জেলা। শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের বাটীতে এক সভা করিয়া স্থির হয় যে উপনয়নে কোন আপত্তি নাই, কিন্তু শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর তর্করত্ন প্রমুখ কতিপয় ব্রাহ্মণের প্রতিকূলতা নষ্ট না করিয়া উপনীত হইতে অনেকেই সাহস করেন না।

৪ঠা হইতে ৮ই ফাল্গুন, ১৩১৭। সোমসপুর, নদীয়া জেলা। শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ মহাশয়ের পিতৃশ্রাদ্ধোপলক্ষে কয়েকটী সভা হয়। ১ম সভায় সভাপতি—

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার বি, এ মহোদয়কে সভায় মহোমহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন বলেন বহু কালের পাতিত্যে উপনয়ন রহিত হইয়াছে। তাহাতে শ্রুতির প্রমাণে তাহাকে বুঝাইয়া দেই শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ তর্কবাগীশ প্রভৃতি আরও ১১ জন অধ্যাপক আমার কথা সমর্থন করিলে সভ্য মণ্ডলী তাহাতে সন্তোষ প্রকাশ করেন। পর সন্ধ্যা ৭টার সময় আমন্ত্রিত কায়স্থ বর্গের অনুরোধে এবং মহারাজ মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী বাহাদুরের হাবসপুর কাছারীর জমানবীশ শ্রীযুক্ত নকুলেশ্বর ঘোষ ও উমাশঙ্কর বাকচী কতিপয় কূট প্রশ্ন উত্থাপন করিলে শ্রীযুক্ত রজনী নাথ বিশ্বাস মহাশয়ের সভপতিত্বে এক সভা করিয়া সেই প্রশ্ন সমূহের মীমাংসা করিয়া দেই। পরদিন ১২টার সময় উক্ত মহারাজার নায়েব শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক বিরাট সভা হয়। এই সভায় ধুসুণ্ড নিবাসী শ্রীযুক্ত দিননাথ নন্দী প্রমুখ কতিপয় উপনয়ন বিরোধি ব্যক্তি ৫টী জটিল প্রশ্নের অবতারণা করেন। আমা কর্ত্তৃক তাঁহার যথার্থ উত্তর হইলে তাঁহারা সত্বরেই উপনয়ন গ্রহণ করিবেন বলিয়া মত প্রকাশ করেন। অতঃপর কতিপয় ব্যক্তি সভার সভ্য হন।

১৬ই ফাল্গুন, ১৩১৭।—সাত্তরাইল, শ্রীযুক্ত শিশির চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক বিরাট সভা করিয়া কায়স্থ জাতির উপনয়নের উপকারিতা বুঝাইয়া দেওয়া হয়; তাহাতে ১৯শে তারিখে উপনয়ন গ্রহণ করিবেন বলিয়া অনেকে মত প্রকাশ করেন। এখানেও কতিপয় সভ্য হন।

১৯শে ফাল্গুন, ১৩১৭।—মালিয়ট, কয়েকজন সভ্য করা হয়।

প্রচারক—পণ্ডিত শ্রীমধুসূদন কাব্যরত্ন।

৪ঠা অগ্রহায়ণ, ১৩১৭। ফরিদপুর রাজবাড়ী। ডাক্তার কৃপানাথ মজুমদার মহাশয়ের বাটীতে এক সভা হয়। অনেক কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ উপস্থিত ছিলেন। কায়স্থ মহোদয়গণ মাঘ মাসে উপনয়ন গ্রহণ করিতে প্রতিশ্রুত হন।

৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩১৭। পাবনা সাগরকান্দী। শ্রীযুক্ত অনাদিকৃষ্ণ দত্ত মহাশয়ের বাটীতে এক সভা হয়। সভার দিনেই অনাদিবাবু প্রমুখ ১৭ জনকে প্রচারক মহাশয় উপবীত প্রদান করেন।

১৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩১৭। পাবনা শোলাকুড়ী, শ্রীযুক্ত উমানাথ ঘোষ মহাশয়ের বাটীতে অধিবেশন হয়। উক্ত অধিবেশনের ফলে ১৬ই ১৭ই তারিখে ২২ জন কায়স্থ প্রচারক মহাশয়ের দ্বারা উপনীত হন।

১০ই ফাল্গুন, ১৩১৭। ঢাকা। গভর্ণমেণ্ট এই সময় ঢাকায় সভা-সমিতি করিতে দেন নাই। কতিপয় কায়স্থ মহোদয়ের বাটীতে গিয়া সভার উদ্দেশ্যগুলি বুঝাইয়া দেওয়া হয়।

প্রচারক শ্রীযুক্ত হরিপ্রসন্ন ঘোষ দেববর্ম্মা মহাশয়ের প্রচার কার্য্যের বিবরণ।

২৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩১৭। নদীয়া জেলা, হাঁসপুকুরিয়া গ্রামে সভা আহূত হয়। উক্ত সভায় কায়স্থ সভার উদ্দেশ্য সকল বুঝান হয়।

১লা পৌষ, ১৩১৭। নদীয়া জেলা, ম্যাচপোড়া গ্রামের শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক সভা হয়। উপস্থিত কায়স্থগণের অনেকেই মাঘ মাসে উপনয়ন গ্রহণ করিতে প্রতিশ্রুত হন।

২রা পৌষ, ১৩১৭। নদীয়া জেলা, বালি গ্রামে এক সভা হয়। অনেকেই উপনয়ন গ্রহণ করিতে প্রতিশ্রুত হয়েন।

BLANK PAGE(S)
DOUBLE COLOUR